বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ২২শে মে ১৯৫০।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় **খাদি ভাণ্ডারে** পুঞ্চা থানার কোনাপাড়া গঠনমূলক কেন্দ্রের তৈরী খাদি পাওয়া যাইতেছে।

আপনার হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনাইতে হইলে **নিমডি লোকসেবায়তনে** পাঠাইয়া দিন। চরখার সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

( ১২ পৃষ্ঠার পর হবতে )

চ্যাটার্জী তাহা সমর্থন করেন। প্রস্তাব যথারীতি পেশ হইবার পর সভাপতি তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত আপত্তি জানান—কিন্তু দুই জনের বিরোধিতা ব্যতীত প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় দুইশত লোকেরও অধিক উপস্থিত ছিলেন।

## জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

জগন্নাথ কিশোর কলেজের পরিচালক মণ্ডলী কর্ত্তৃক আহুত এই সভায় পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতেছেন—

"জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৮ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি এই জগন্নাথ কিশোর কলেজটির স্থাপনার আয়োজন করেন এবং স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কলেজের পরিচালকমণ্ডলী ( গভর্ণিং বডি ) নির্ব্বাচন করিবার জন্য আহুত সভায় ডেপুটী কমিশনার উপস্থিত হন নাই। ডেপুটী কমিশনারের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, যাহাতে তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনবার সভা স্থগিত রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সভার দিনও ধার্য্য করা হইয়াছিল—তথাপি ডেপুটী কমিশনার সভায় উপস্থিত না হওয়ায়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রথমোক্ত কমিটি একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কলেজটি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জনসাধারণের নির্ব্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন। ইহার ফলে, ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন পরিদর্শককে পুরুলিয়ায় পাঠান এবং তাঁহারা উক্ত নির্ব্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর পরিবর্ত্তে ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন পরিচালক মণ্ডলী গঠন করিবার সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডেপুটী কমিশনারের আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীকে উপরোক্ত পরিদর্শকদের সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত নূতন কমিটির হাতে কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে নির্দ্দেশ দেন।"

"তদানীন্তন পরিচালক মণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অসঙ্গত, অন্যায় ও বে-আইনী নির্দ্দেশকে প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সুতরাং পুরাতন পরিচালক মণ্ডলী গত্যন্তর না থাকায় কলেজটির বৃহত্তর স্বার্থের এবং ইহাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী কমিটি গঠনের জন্য ডেপুটী কমিশনারকে জানান এবং তদানীন্তন পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়কে নবগঠিত কমিটির হস্তে কার্য্যভার হস্তান্তর করিবার নির্দ্দেশ দেন। অতঃপর, ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়।

"এই নূতন পরিচালকমণ্ডলী অদ্য জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে কলেজটি আজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। তাঁহাদের পরিচালনার ফলে, অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীগণ নিয়মিত বেতন পাইতেছেন না অর্থাভাবে কলেজটির অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী এমতাবস্থায় ভবিষ্যত কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয় এবং জনসাধারণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ লওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচালনা কালে, ইতিপূর্ব্বে কলেজের অবস্থা যখন সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইতেছিল, তখন তাঁহারা জনসাধারণকে কোনও কথা জানানো প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রকাশ যে কোনও কারণ বশতঃ বিহার সরকার স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারকে কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতেছেন না। অথচ সদর মানভূমের ইহাই একমাত্র কলেজ এবং এই কলেজের অর্দ্ধেকেরও অধিক মাহাত এবং আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত ছাত্রের অন্যত্র কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। বিহার সরকার শিক্ষার খাতে যখন অজস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন তখন এই কলেজের জন্য কোনও অর্থ সাহায্য কেন করা হইতেছেনা এবং বর্ত্তমান পরিচালক মণ্ডলীও সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্য কোনও প্রকার প্রচেষ্টা করিয়াছেন কিনা বা কেন করেন নাই—তাহা জনসাধারণ জানিতে চাহে। এমন কি, বর্ত্তমান পরিচালক মণ্ডলী জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্যের জন্য অদ্যাবধি কোনও আবেদন করেন নাই। ক্রমশঃ

( প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে )



'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার

## চাষী না বাঁচিলে দেশ বাঁচিবে না

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই অনেক জায়গায় বেশ বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টি এরকমভাবে চলিলে চাষের পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া চাষীরা এই দুর্দ্দৈবের মধ্যেও একটা ভরসা পাইতেছে। পালন ভালভাবে হইবার লক্ষণ দেখিয়াই চাষীরা সাধ্যমত লাঙ্গল লইয়া এখনই ক্ষেতের দিকে ছুটিয়াছে।

কিন্তু জল হইলেই, ক্ষেত থাকিলেই এবং ক্ষেত চাষ করিবার লোক থাকিলেই চাষ হয় না। চাষের জন্য প্রয়োজন বীজধান, চাষীর চাষের সময়ে খাবার এবং হালের গরু বা মহিষের খাবার।

আমাদের জিলার এবৎসরের অবস্থা সম্বন্ধে যাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাহারা ভাল করিয়াই জানেন যে জিলায় সম্পন্ন এবং অর্দ্ধসম্পন্ন চাষীর ঘর ছাড়া সাধারণভাবে উক্ত তিনটির অভাব প্রত্যেক থানাতেই অল্প বিস্তর রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বান্দোয়ান, পটমদা, মানবাজার থানার কিয়দংশ, বরাবাজার থানার কিছু অংশ; চাষ থানা ও আড়ষা থানার অবস্থা অতি শোচনীয়। বান্দোয়ান, পটমদা, ঝাঁকরো অঞ্চলের কথা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং চাষের সময় বীজধান প্রভৃতির অগ্রেই ব্যবস্থা করিবার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ ঐসব অঞ্চলগুলিতে অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রচুর পরিমাণে বীজধান, চাষীর খাবার, হালের কাড়া বলদের খাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা না হইলে—জল,ক্ষেত ও চাষী থাকা সত্ত্বেও অর্দ্ধেক জমিও চাষ হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

এখন চাষীরা ইহা পাইবে কোথা হইতে? তাহারা কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহেনা—তাহাদের অন্ততঃ ধার দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবৃষ্টি হইলে চাষ করিতে পারিলে এবং খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা ফসলের পরে শোধ করিয়া দিবে। কিন্তু দিবে কে? কেইবা ব্যবস্থা করিবে? বৃষ্টি হইতেছে, ক্ষেত জলে ভাসিয়া যাইতেছে, চাষী তাহার দেহের শক্তি লইয়া ব্যর্থ ক্ষোভে হাত কামড়াইতেছে। ক্ষেতে বুনিবার বীজধান নাই, পেটে খাবার নাই যে দেহে বল রাখিয়া হাল চালাইবে। এই মর্ম্মন্তুদ অবস্থা চাষী ছাড়া বুঝিবার সাধ্য আর কাহারও নাই।

অবাক হইয়াছে দেশের লোক আমাদের স্বরাজের আমলে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া। গ্রামের পর গ্রাম হইতে গ্রামবাসী দরখাস্ত করিয়াছে, আবেদন করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার কথা বিশ্লেষণ করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ সংবাদপত্রে আলোচনা করা হইয়াছে; পুরুলিয়া সাবডিভিজনের আইন সভার সদস্য শ্রীশ বাবু, শ্রীসাগর মাহাত, শ্রীনকুল সহিস প্রভৃতি এ বিষয়ে পাটনার সদর দপ্তরে অবস্থা জানাইয়া থকিয়া গিয়াছেন কিন্তু কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কর্ত্তাদের টনক নড়ে নাই। অবাক কাণ্ডই বটে!

আবার ওদিকে ফিরিস্তি বাহির হইতেছে, কোটী কোটী টাকা বরাদ্দ হইতেছে, কলের লাঙ্গলের ব্যবস্থা হইতেছে, দেশে খাদ্যাভাব—অধিক শস্য ফলাও। কাগজে কলমে বড় বড় পরিকল্পনা, আইন সভায় জনসভায় কী সে বক্তৃতার তোড়, টাকার উপর টাকার কতই না বরাদ্দ, চাষীর দুঃখে সে কী চোখের জলের বন্যা, অঙ্কের উপর অঙ্ক কসিয়া সে কী বিরাট হিসাবের বহর—কিন্তু এদিকে মূলেই ফাঁক!

তারপর ওদিকে তোড়জোড়ের কি ঘটা! ডিপার্টমেণ্টের উপর ডিপার্টমেণ্ট—গুনিয়া শেষ করা যায় না। কৃষি বিভাগ, ইরিগেশন (জলসেচ) বিভাগ, অধিক শস্য ফলাও বিভাগ, প্রচার বিভাগ, ওয়েলফেয়ার বিভাগ জনসম্পর্ক বিভাগ কতই আর বলা যায়!

তারপর অফিসার, কর্ম্মচারীর অগুন্তি দল। মহাভারতে বর্ণিত সগরের সন্তানের মতন ইহাদের অন্ত পাওয়া

যায় না। ইরিগেশন অফিসার, এগ্রিকালচার অফিসার ওয়েলফেয়ার অফিসার—তার ওভারসিয়ার,আমীন, পাইক, পিয়াদা কামদার, পিয়ন প্রভৃতির সীমা সংখ্যা নাই। মোটর রে, গাড়ী রে মোটরবাইক্ রে সাইকেল রে পেট্রোল, কেরাসীন, ডাকবাংলা, খাসী মুরগী, ডিম মায় ডিংলা পর্যান্ত—কিন্তু মূলেই ফাঁক। যে চাষী চাষ করিবে তাহার ঘরে বীজধানের ব্যবস্থা করা হয় না—তাইত বলিতে হয় অবাক করিয়াছে আমাদের স্বরাজের কংগ্রেস গবমেণ্ট!

ঢুলি কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ঢাক আছে এক কংগ্রেস। লোকে আপদে বিপদে কোন কুল কিনারা না পাইলে আগে কংগ্রেসের কাছেই যাইত। কিন্তু ইহারা এখন সাক্ষীগোপাল। ঢুলি গবর্মেণ্টের প্রচার—ঢাক। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের জন্য বাঁধের টাকা মঞ্জুর হইলে উপবাসী লোকের জন্য বরাদ্দ টাকা হইতে এখন কংগ্রেসের লোকেরা টাকার ভাগ চাহিয়া বসে। চোরাবাজারীর পুরা আড্ডা, চোর ডাকাতের কালী মন্দির। গাঁয়ের কানা পাঁড়কার আড়ং আর ডি, সি, মন্ত্রীর সেলাম নবীশ। ইহারা বান্দোয়ানে অন্নাভাবের জন্য গম পাঠায়, জিলার লোক উপবাসে মরিলেও আর বাহিরে দৈনিক হাজার হাজার মণ চাল সরকার পাঠাইলেও মানভূম জিলার সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠায়—হিন্দী ও কংগ্রেসের জয় জয়কার। চাষী মরুক খাবার অভাবে, দেশ ছাড়ুক কাজের অভাবে, চাষ ছাড়ুক বীজধানের অভাবে—জমি বিকুক, গরু বিকুক, থালা ঘটি বাটি বিকুক—কংগ্রেসের কীই বা আসে যায়! গদী থাকুক আর হিন্দী থাকুক—মানভূম জিলার আর কি চাই?

চাষীর এই দুরবস্থার সময়ে কী করিতে হইবে তাহা আমরা পূর্বে পূর্বে যে যে উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার করা সম্ভব তাহার আলোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি যে মানবতার দিক দিয়াও বর্ত্তমান দুরবস্থার এবং ভবিষ্যতের দুর্দ্দশার প্রতীকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা দরকার। যাহা গবর্মেণ্টের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব তাহার সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে আমরা বারংবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে—মানভূম জিলায় ১৪৲ চোদ্দটাকা মণ দরে চাউলের অভাব নাই। এখন যদি বলা যায় যে—বীজধান এবং খাবার অভাবে অর্দ্ধেক জমিও চাষ হইবে না তখনই এক ম্যাজিষ্ট্রেট বান্দোয়ানে যাইয়া কোন মহাজনের ঘরে চালের মরাই দেখিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিবেন যে, বীজ ধান তো বীজধান, বান্দোয়ান পটমদায় প্রতি ঘরে মাটীর দেওয়ালে ধান গজাইয়াছে!

কিন্তু তবুও চাষীদের বাঁচিতে হইবে এবং বাঁচাইতে হইবে। পরাধীন ভারতবর্ষে গবর্মেণ্ট যখন কিছু করে নাই তখন দেশের লোকের দুর্দ্দশার সময়ে দেশের লোকে সাহায্য করিয়া দেশের লোককে বাঁচাইয়াছে। আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্ট যখন এ অবস্থায়ও দেশের লোকের সুখদুঃখের ও দুর্দ্দশার ব্যাপারে চোখে ঠুলি, কানে তুলা ও নাকে সর্ষের তেল দিয়া গদীর গণ্ডীর মধ্যে দিনকে রাত ও রাতকে দিন বলিতেছে—তখন দেশের চাষীদের বাঁচাইবার জন্য দেশের লোককেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

চাষের সময়ে চাষীর সময় থাকে না। বতর চলিয়া গেলে পুড়া পুড়া ধান বুনিলেও ফসল ফলে না। সুতরাং অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

থানায় থানায় যাহারা মহাজন আছেন, যাহাদের নিকট বেশী ধান মজুত আছে, তাহাদের আজ আগাইয়া আসিতে হইবে। লোকের বিপদের সুযোগ লইবার জন্য নয়—লোকের বিপদে সাহায্য করিবার জন্য। কম সুদে চাষীকে চাষ করিবার মতো, প্রয়োজনীয় খাবার জন্য ও চাষের জন্য ধান অন্ততঃ কর্জ দিবার জন্যও আজ তাহাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিতে হইবে।

আমাদের দেশের চাষীরা দুঃসময়ে যে ধান কর্জ লয় সে ধান তাহারা যেমন করিয়াই হোক শোধ করে। যদি বীজধান কেহ দিতে না পারে তবে এমনি ধান দিলেও চাষী যাহার নিকট বীজধান বেশী আছে, তাহার নিকট হইতে ধান বদল করিয়া লইতে পারে।

এ বিষয়ে থানায় থানায় প্রকৃত সেবক ও দেশ কর্ম্মীদের



বিশেষভাবে তৎপর হইতে হইবে। তাহারা মহাজনের নিকট যাইয়া তাহাদের অনুরোধ করিতে পারেন যে, এ দুর্দ্দিনে যেন তাহারা তাহাদের সঞ্চিত ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করিয়া জিলার এই অসহায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত চাষীদের বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হন। মানবতার এই আহ্বানে তাহারা সাড়া দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

এ ক্ষেত্রে কর্ম্মীগণ ইহাও ব্যবস্থা করিতে পারেন যে সর্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবস্থা আগে করা। এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব হইবে সে ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া ধান আদায় করিয়া মহাজনকে ফিরাইয়া দিবার দায়িত্বও তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন। পঞ্চায়েতের সময় বহুক্ষেত্রে কর্ম্মীগণ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রশংসনীয়ভাবে তাহা কার্য্যকরী করিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার সংগঠনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

সংগঠন ও ব্যবস্থা কি ভাবে করিতে হইবে তাহা এই জিলার কর্ম্মীগণ জানেন। আজ পরিস্থিতি বিপরীত হইলেও এবং বাধা বিঘ্ন অনেক থাকিলেও ইহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্টেরই উচিত ছিল জনসাধারণের জন্য কর্ম্মীদের সহযোগীতায় ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাহারা যে শোচনীয় অবস্থায় নিজেদের আনিয়া ফেলিয়াছে এবং যে শোচনীয় ব্যর্থতা, অক্ষমতা দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা ও বিশ্বাসের অমর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে দেশবাসী আর ইহাদের উপর কোন দিক দিয়াই নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। কর্ম্মীদের ও দেশবাসীর পরস্পর সহানুভূতি, সহযোগীতা ও সকলকে লইয়া বাঁচিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই আজ পথ করিয়া লইতে হইবে।

এই বাস্তব সত্য আজ সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে চাষী চাষ না করিতে পারিলে, চাষী না বাঁচিলে দেশ বাঁচিবে না।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**ক্ষুদে নবাবের নবাবী জুলুম**—স্থানান্তরে বান্দোয়ানের শ্রীসারদা প্রসাদ হালদারের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইল। ঘটনাটি গুরুতর। গয়ালাল পাঠক নামীয় বান্দোয়ান মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জনৈক হিন্দী শিক্ষক একটি ছাত্রকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। পরে ছাত্রের পিতাকে শাসান হয় যে—ছেলেকে মারিয়াছি, এবার তোমাকে জেলে পাঠাইব—জান আমি কে? ছাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত হালদার মহাশয়ের বাস্তবিক কি স্পর্দ্ধা! তিনি কি জানেন না যে, শ্রীযুক্ত গয়ালাল পাঠক একজন হিন্দী শিক্ষক? কোন দূর দেশ হইতে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া মানভূমের বান্দোয়ান থানার এক স্কুলে হিন্দী শিখাইবার জন্য কি ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া পড়িয়া আছেন! তিনি অনুগ্রহপূর্বক ছাত্রকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়াছেন—জুতা মারিবার জন্য জুতা খুলিয়াছেন—ইহাতে ছেলে, ছেলের পিতা এবং তাহাদের উর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য বলিয়া না মানিয়া হালদার মহাশয় অভিযোগ করিয়া যে "গুনাহ" করিয়াছেন তাহার জন্য তাহার জেলে যাওয়াই উচিত। ইংরাজের আমলে আমরা দেখিয়াছি যে—কোন গোরা কোন ভারতীয়কে বুটের গুঁতায় মারিয়া ফেলিলে ভারতীয়ের "প্লীহার" অপরাধ হইত। বর্ত্তমান স্বরাজ আমলে হিন্দী শিক্ষক ছাত্রকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া জুতা খুলিলে অপরাধ শিক্ষকের নয়, অপরাধ ছাত্রের। কেন না তাহার ভাষা "বাংলা"। হালদার মহাশয় লিখিতেছেন যে—স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় প্রহারের চোটে অচেতন ছেলেটিকে নাকি শুশ্রূষা করিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে এই অপরাধে স্কুলের আবার "রেকগনিশন" না বাতিল হয়! বান্দোয়ানের জনসাধারণের উচিত জিলা কংগ্রেস কর্ত্তৃক্ষের সভাপতিত্বে এক জনসভা করিয়া শ্রীযুক্ত নখিলাল পাঠক ও গয়ালাল পাঠককে ফুলের মালা ও অভিনন্দন দিয়া বিহার মন্ত্রীদের নিকট এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে—মানভূমকে হিন্দীভাষী করিবার মহৎ প্রচেষ্টায় বিহার গবমেণ্ট-যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে মানভূমের জনসাধারণের ও তাহাদের সন্তানদের স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সমস্ত হিন্দী শিক্ষকেরা যে আদর্শ স্থাপন করিতেছেন, তাহার জন্য মানভূমের জনসাধারণ নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে! হিন্দী শিক্ষক শ্রীযুক্ত গয়ালাল পাঠক ছাত্রটিকে মারিবার জন্য

শ্রীপদ হইতে যে জুতা খুলিয়াছিলেন তাহা বান্দোয়ানের প্রবেশ পথে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিয়া রাখা হউক। চিরকাল ইহা মানভূমে "রামরাজ্যের" নিদর্শন হইয়া থাকিবে। বান্দোয়ান স্কুলের এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

**জগন্নাথ কিশোর কলেজ**—গত ১৯শে মে "জগন্নাথ কিশোর কলেজের পরিচালক মণ্ডলী" কর্ত্তৃক একটী জন সভার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে—"মানভূমের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বহু আকাঙ্খিত জগন্নাথ কিশোর কলেজ অপ্রত্যাশিত কারণ বশতঃ নষ্ট হতে চলেছে।" "মানভূমের জনসাধারণের স্বার্থে ও প্রয়োজনেই এই কলেজ—জনসাধারণের এর দিকে দৃষ্টি না দিলে কলেজ রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং তার ফল হবে যে মানভূমের জনসাধারণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চ শিক্ষা থেকে চিরকাল বঞ্চিত রইবে।" অতঃপর বলা হইয়াছে যে এবিষয়ে "জনসাধারণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ লওয়া বিশেষ প্রয়োজন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সহিত যাহারা পরিচিত আছেন তাহারা জানেন যে—যে সমস্ত জনসাধারণের বিশ্বাস ভাজন প্রতিনিধিদের উদ্যোগে এই কলেজটি স্থাপিত হয় এবং এই কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব লইয়া যাহারা ম্যানেজিং কমিটীতে ছিলেন—প্রাদেশিক রাজনৈতিক কারণে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগে তাহদের পরিবর্ত্তে ডিপুটি কমিশনারকে সভাপতি করিয়া এবং অন্য কয়েকজন লোককে মেম্বার করিয়া জনসাধারণের অবিশ্বাসভাজন এক কমিটী কলেজের ঘাড়ে চাপান হয়। হিন্দীর রাজনীতিতে মানভূমের জনসাধারণের স্বার্থের কোন স্থান নাই—যাহাদের স্বার্থের স্থান আছে তাহাদের আবার কোন্ স্বার্থ সাধনের জন্য "জনসাধারণের নির্দ্দেশ" বলিয়া নিষিদ্ধ ফলের যে প্রার্থনা বর্ত্তমান ডি, সি পরিচালিত কলেজের পরিচালক মণ্ডলী করিতেছেন—তাহা আজ বাস্তবিকই বিবেচনার বিষয়। পূর্বতন ম্যানেজিং কমিটী পরিবর্ত্তন করার সময়ে জনসাধারণের নির্দ্দেশ লইবার প্রয়োজন হয় নাই! তারপর মানভূমের জনসাধারণের স্বার্থ বলিতে যাহারা একমাত্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সার্থকতাই বোঝেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বহু জনের বহু প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কলেজটীকে তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিতে যাইয়া যাহারা ইহার অস্তিত্ব বিলোপ করিতে বসিয়াছেন তাহারাই আজ কলেজটিকে "নষ্ট হতে চলেছে" বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। এই ব্যাপারের পিছনে যে কি ব্যাপার এবং উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা পরে প্রকাশ করিব। জনসভার বিবরণ ও সাধারণের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমানে আমরা এই কথাই বলিতে পারি যে—কলেজটিকে রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণের দ্বারা প্রকৃতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালক মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগে যদি সেই কমিটীর ন্যায়সঙ্গত কাজে বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন না করেন তবে এই কলেজটি রক্ষা পাইবার একটা পথ হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাও তাহা করিবেন না এবং অপরকেও করিতে দিবেন না। রক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রকার প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হইয়া প্রকৃত জনকল্যাণের লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

---

## বেণ তন্ত্র

( জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য )

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, পবিত্র ধ্রুব বংশের নৃপতি উন্মুলকের এক সন্তান ছিলেন—অঙ্গরাজ। অঙ্গরাজের নৃপতিতুল্য গুণসমূহের প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ হইয়াছিল। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনও প্রকার অপন্থপত্তি তাঁহার শাসনকালে ছিলনা। সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দুর্নীতিজনিত কোনও ক্লেশ প্রজাদের ছিলনা বলিলেই হয়। নবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা সপ্তগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়, কর্ম্মচতুষ্টয়দ্বারা ত্রৈয়ীগুণসম্পন্ন বৈশ্য, ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা এবং অন্তিম শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট শূদ্র পরিচর্য্যাদ্বারা পরস্পর সমবায়ে সমাজের সেবা করিতেছিলেন। বৃষ্টি, শীত, রৌদ্র অবকাশ যথাসময়ে নৈসর্গিক ক্ষেত্রে অনুকূল থাকিয়া রাজার ধর্ম্মরক্ষায় সহায়ক ছিল। সহসা রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে সেইরূপ অঙ্গরাজ এক পুত্রের পিতা হইয়া তাঁহার রাজোচিত গুণসমূহ পুত্রের দুর্নীতিস্বরূপ রাহুগ্রাসে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষোভে কাননচারী হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। নৃপতি-বিহীন রাজ্য অরাজকতায় ছাইয়া গেল। বৃষ্টি, শস্য, পালন, শাসন ও শান্তিতে ব্যত্যয় ঘটিল। চৌর-দস্যু ব্যাধি অনাচার অত্যাচার ব্যাভিচার বর্দ্ধিত হইল।

অঙ্গরাজের যে পুত্র জন্মলাভ করিয়া পিতার বিরাগভাজনের কারণ হইলেন তাঁর নাম—বেণ। বেণ আচার বিচার ও ব্যবহারে নাস্তিক ছিলেন। তখন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় কুমার রাজগদীতে থাকিলেও ব্রাহ্মণগণই রাজকার্য্যের মুখ্যাংশ পরিচালনা করিতেন। এই বংশের পরিচালক ছিলেন—মহর্ষি ভৃগু। প্রজাপুঞ্জ ভৃগুর নিকটই নিজেদের দুঃখের বিষয় নিবেদন করিত। ভৃগু ও সহচরগণ চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনাচার অবলোকন করিয়া ইহার প্রতীকারের পন্থা চিন্তা করিলেন। স্থির হইল যে অঙ্গরাজ-নন্দন বেণকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আমরা—প্রজাহিতৈষীরাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। মুনিগণ ভাবিয়াছিলেন রাজকুমার বেণ যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নন তখন হয়তো তিনি বিলাস প্রসাধনে মত্ত থাকিয়া রাজকার্য্যে সহায়তা না করিলেও নামে মাত্র সিংহাসনে থাকিয়া বাধা দিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে যেমন বৃটিশ আমলে প্রদেশপালের হাতে "বিশেষ অধিকার" থাকিত কিন্তু "বিশেষ শক্তি" তিনি প্রয়োগ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসে স্বদেশী মন্ত্রীমণ্ডলীগঠিত হইত ও কার্য্য চলিত, এবং মাঝে মাঝে সঙ্কটেরও সম্মুখীন হইতে হইত, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ব্রাহ্মণগণ রাজাসনে বেণকে অভিষিক্ত করিবামাত্র বেণ আপন রাজনীতি ও শাসন পদ্ধতি ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে:—(১) ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। আমিই ঈশ্বর। প্রজারা আমা ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, নিদিধ্যাসন করিতে পারিবে না। (২) আমার কার্য্যনির্ব্বাহকগণ সতত আমার অনুমতি লইয়া চলিবে। অন্যথায় তাহারা রাজানুগত্যের বিরোধী বলিয়া গণ্য হইবেন। (৩) এ যাবৎ প্রকৃতিপুঞ্জ ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া জানিতেন কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যখন আমার আশ্রিত এবং ব্রাহ্মণ যে ঈশ্বরকে-শক্তি সঞ্চারক বলিয়া উপাসনা করে সেই ঈশ্বরই যখন আমি তখন রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত; নিয়মভঙ্গকারীগণ রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিপালক হইলেও প্রজাগণ স্ব স্ব নির্ভরতাই অবলম্বন বলিয়া জানিবে, কোন কারণেই প্রজারা রাজাকে দোষী করিতে পারিবেনা। করিলে সে দণ্ডিত হইবে। (৫) রাজার প্রাপ্য কর বা শুল্ক প্রভৃতি যাহা আছে বা নির্দ্ধারিত হইবে তাহার হাত হইতে প্রজা কোনরূপেই রেহাই পাইবেনা। (৬) এতদিন ব্রাহ্মণেরা জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সম্পর্ক প্রচার করিয়া আসিয়াছেন প্রজাও রাজার সম্পর্ক তাহাই। এবংবিধ দ্বাবিংশতির অধিক নিয়মমালা রাজদরবার হইতে প্রচার করা হইল।

এবার ব্রাহ্মণ বিপদে পড়িলেন। প্রজাগণও পূর্ব্বের অরাজককালে দস্যু তস্কর অনাচার ব্যভিচার অবিচার অত্যাচার প্রভৃতিতে যেমন পীড়িত হইয়াছিল এবারও তাহাই হইল। পূর্ব্বে রাজা না থাকায় যে দুঃখ ছিল এবার রাজা থাকাতে দুঃখ আরও বাড়িল। একটি বংশদণ্ডের উভয় প্রান্তে অগ্নি সংযোগ হইলে দণ্ড-মধ্যস্থিত পিপীলিকার যে অবস্থা হয় রাজ্যের প্রজামণ্ডলেরও তাহাই হইল। প্রতিপালক না থাকায় যে অসুবিধা হইতেছিল প্রতিপালক নিযুক্ত করায় সে অসুবিধার আরও বৃদ্ধি হইল। তাহারা এই সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে প্রকৃতিপুঞ্জ ভৃগু বংশধরগণের নেতৃত্বে বেণকে স্থানচ্যুত করিয়া নিদারুণ নরকে নিক্ষেপ করিল।

এই পৌরাণিক উপাখ্যানের সারাংশ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—আমাদের দেশেরও অবস্থা এইরূপই দাঁড়াই-

তেছে। বিদেশী শাসক ইংরাজের আমলে প্রজাগণ হীন মানদণ্ডে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। উহা গ্লানি জনক ছিল। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য মনীষীগণ এই আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য দেশময় বলিদানের সত্র খুলিয়া শাসক জাতির হাতে রক্ত ঢালিলেন। বিদেশী শাসন অপসৃত হইল। স্বদেশী শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। এই শাসনের বাগডোর যাঁহারা চালাইতেছেন তাঁহারা ভারতীয়গণের সর্ব্বমান্য নেতা, জনসাধারণের প্রতিনিধি। জনতার ধ্বনি ইঁহাদের মধ্য দিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে জনতার সহিত তাল রাখিয়া এমনকি জনতাকে অগ্রে রাখিয়া তাহার পিছনে ইঁহাদিগকে পা ফেলিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ তাহা দেখা যাইতেছেনা।

অতি উচ্চস্তরের কর্মী বাদ দিয়াও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, স্বদেশী শাসন-যন্ত্রের যন্ত্রীগণ জনতাকে কিরূপ অবহেলা করিয়া চলিতেছেন। সরকার বহু চিন্তার পর সকল দিক ভাবিয়া **"জঙ্গল আইন"** প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনতার কল্যাণ। আজ তিন বৎসর এই আইনের প্রয়োগ চলিতেছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কতকগুলি রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঔষধ কমপক্ষে ৩ মাস অবধি ব্যবহার করিয়া যদি তাহাতে ফল না হয় তবে তাহার পরিবর্ত্তন করা হয়। এক্ষেত্রেও যখন ৩ বৎসর কাজ চলিবার পর জঙ্গল আইন জনতার কাজে আসিলনা এবং দেশের এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্য্যন্ত জঙ্গল ধ্বংশ হইল তথনও সরকারের জঙ্গল মন্ত্রী এ বিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক। সরকারী নীতি জনতার প্রতিকূল হইলেও সরকার স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল।

আজ সারা অঞ্চলে খাদ্যাভাব। কাজের অভাব। মূল্য দিয়া খাদ্য শস্য অপ্রাপ্য। পেটের জ্বালায় লোক কাজের সন্ধানে কলিয়ারী যাইতেছে। সে অঞ্চলে অনেকেই কলেরায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। যাহারা প্রাণ লইয়া ফিরিতেছে তাহারা পেটের জ্বালায় মরিতেছে। প্রতীকারের পথ ও উপায় যাহাদের হাতে তাঁহারা জনতার বন্ধুত্বের দাবী করিতেছেন, সেবক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ তাঁহারা শুনিতেছেন না। শুনিলেও বিশ্বাস করিতেছেন না।

রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ করিয়া দরিদ্রগণের নিত্য প্রয়োজনীয় যে লবণ তাহা সুলভ করা। নুনের উপর যে শুল্ক আছে তাহার রেহাই করা। অর্থনীতিজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন এই কর তুলিয়া দিলে গ্রামে লোক আড়াই পয়সা সের দরে লবণ খাইতে পাইবে। ইহা অত্যন্ত আশার কথা, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হইল না। বরং ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় সর্ব্বোচ্চ মূল্যে নুন বিক্রীত হইয়া গেল। এখনও যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্যও কম নহে। রাজতন্ত্র ভারতে একদিন একাদশবর্ষীয় শিশুর মৃত্যুর জন্য সম্রাটের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। আজ গণতন্ত্র ভারতে গণ প্রতিনিধিগণের উচিত-মিষ্ট-সমালোচনারও উপায় জনগণের নাই।

সুতরাং ইহাকে **"বেণতন্ত্র"** ছাড়া আর কি বলিব। জনগণের অবস্থাও আজ উভয় প্রান্তে অগ্নি সংযুক্ত বংশদণ্ড মধ্যে পিপীলিকাবৎ। ইহারাও নির্গমনের পথ খুঁজিতেছে। আজ যদি জনতার সরকার জনতার বিশ্বাসভাজন না হয় এবং নেতৃবর্গ যদি জনতার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ না রাখেন তবে তাঁহাদেরও অবস্থা—"বেণের" মতই হইবে। তখন প্রাকৃত জনতার (অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর প্রয়োজনে সৃষ্ট জনতা) দ্বারা সঙ্কট পার হওয়া যাইবে না। দুর্যোগের তিমির রাত্রে এই সব তাসের ঘরের জনতা পরীক্ষার কষ্টি পাথরে টিকিবে না। গান্ধীজীর নাম ভাঁড়াইয়া যে মসনদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে অনাচারের ঘুণ ধরিয়াছে। বেণের উপাখ্যান তাহাদের সাবধান হইতেই উপদেশ দিতেছে।

---



# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। যাহারা চিঠিপত্র প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন তাহারা সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ থাকা দরকার। নাম ঠিকানা বা স্বাক্ষর না থাকিলে বা পত্র বেশী দীর্ঘ হইলে বা অস্পষ্ট লেখার জন্য পড়িতে না পারিলে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে।)

## হিন্দী শিক্ষকের বাদসাহী জুলুম : ছাত্রকে মারিয়া পিতাকে শাসানী

মহাশয়,

পত্রটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমার পুত্র শ্রীমান ভ্রমর কুমার হালদার বান্দোয়ান মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বর্ত্তমানে জ্বরে ভুগিয়া সুস্থ হইয়া কয়েক দিন হইল বিদ্যালয়ে যাইতেছে। অদ্য বিদ্যালয়ের হিন্দী শিক্ষক শ্রীযুক্ত গয়ালাল পাঠক তাহাকে অন্যায়ভাবে গুরুতররূপে মারপিট করিয়াছে। এমন কি শেষে জুতা পর্য্যন্ত খুলিয়াছিল। প্রায় ২ ঘণ্টা যাবত সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। হেডমাষ্টার মহাশয় নিজে ছেলেটিকে বাতাস করেন, জল দেন এবং শেষে ডাক্তার ডাকিতে যান। আমার হৃদয়ে ইহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগে। গয়ালাল মহাশয়ের সহিত থানার দারোগা বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমি ডাকিয়া আনিতে ছিলাম। এমন সময় অপর হিন্দী শিক্ষক নখিলাল পাঠক আমাকে শাসাইয়া বলেন—"জান আমি কে? তোমার ছেলেকে মারিয়াছি এবার তোমাকে জেলে পাঠাইব।"

এমত অবস্থায় আমি কি করি কোন উপায় খুজিয়া পাইতেছি না। বিচারের জন্য স্কুল কমিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হিন্দীর শক্তিতে আজ একজন শিক্ষক ছাত্রকেও অন্যায়ভাবে কঠোর শাস্তি দিয়া ছাত্রের বাবাকে জেলে দিবার ধমক দিয়া বলিতেছেন—জান আমি কে? ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে?

শ্রীসারদা হালদার, সাং বান্দোয়ান

---

## "এগ্রিকোলের" খইলের ঘানি

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণ সরকারী "ক্রেডিট এগ্রিকোলে" খইল আনিতে যাইয়া কি পরিমাণে হয়রাণী, লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার ভোগ করে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ বর্ণণা করিতেছি। দয়া করিয়া আপনার পত্রিকায় এই পত্রটির স্থান দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

গত কয়েকদিন যাবত খইল গোদাম বন্ধ থাকার পর যখন গত ১৫।৫।৫০ তাং আমি খইল আনিতে যাই তখন সেখানে বিশেষ ভীড় ছিল। তা সত্ত্বেও আমি বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া যখন খইল Slip issuing clerk এর নিকট উপস্থিত হই তখন তিনি বলিলেন—আজ আর খইল দেওয়া হইবে না, কল্য আসিবেন। ইহা শুনিয়া আমি ফিরিয়া আসি এবং তৎপরদিন ১৬।৫।৫০ তাং বেলা ১০৷৷০ হইতে চেষ্টা করিয়া যখন বেলা ১১৷৷০ টার সময় ভীড় ঠেলিয়া গলদ ঘর্ম্ম হইয়া খইল slip issuing clerk এর সম্মুখীন হই তখন তিনি আমার দিকে তাকাইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন· আজকের মতন খইল দেওয়া বন্ধ। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আজকাল ১১৷৷০ টার সময় খইলের slip দেওয়া বন্ধ করেন কেন? এখানে অনেক লোক বহুদূর হইতে খইল লইতে আসে। এইরূপ রোজ রোজ ফিরিয়া যাইতে হইলে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—আমি বাংলা বুঝতে পাচ্ছিনা। তাহা শুনিয়া আমি ইংরাজীতে বলিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—হিন্দীতে না বলিলে তিনি আমার কথার উত্তর দিবেন না ও উত্তর দেওয়া প্রয়োজনও বোধ করেন না।

তাঁহার এই রকম আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদের নিমিত্ত আমি Depot Manager কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

তখন আমি ওখান হইতে ফিরিয়া আসি। অনেক লোক যাহারা বহু দূর দূর স্থান হইতে খইল লইতে আসিয়াছিল তাহারাও আমার সঙ্গে উহার আচরণের প্রতিবাদ করিতে করিতে খইল না লইয়া ফিরিয়া আসে।

আশা করি জনসাধারণের এইরূপ হায়রাণী ও খইল issuing clerk এর এইরূপ খামখেয়ালী আচরণ ও দুর্ব্যবহারের প্রতিকারার্থে অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ যত্নবান হইবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীসুবিনয় সরকার

---

## বান্দোয়ানে হোমগার্ডের শুল্ক আদায়

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত বারঘুটু গ্রাম নিবাসী হোমগার্ড শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয় নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন হাটসমূহে, বিশেষতঃ কুইলাপাল, ধাদিকা, বান্দোয়ান প্রভৃতি স্থানের দোকানদারদের এবং দরিদ্র ব্যবসায়ীদিগের নিকট অন্যায় দাবী এবং অযথা কটুভাষা প্রয়োগে অর্থ আদায় করিয়া দরিদ্র এবং এমনকি দৈনিক জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ লোকদিগের উপর জুলুম করিয়া থাকেন। সত্যকথা এমনকি যাহারা সামান্য তরীতরকারী বিক্রয় করিবার জন্য হাটে আসে তাহাদের নিকটও অন্যায়ভাবে রাঙ্গা চোখ দেখাইয়া গরীবদের নিকট হইতে সামান্য পয়সা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নিকট বিভিন্ন প্রকারের শুল্ক ইচ্ছামত বসাইয়া নিজের পকেট পূরণ করেন। এমন কেহ দোকানদার নাই যে সুরেন বাবুর এই স্বৈরাচারী অন্যায় শুল্ক হইতে রক্ষা পায়। নিম্নে তাহার কতকগুলি জবরদস্তি অর্থ সংগ্রহের বিবরণ দেওয়া হইল।

১। দড়ি প্রতি বোঝা ৵০ আনা হিসাবে
২। বেগুন প্রতি ঝুড়ি /১ সের ,,
৩। আলু ,, ,, ,, ,,
৪। বিলাতী ,, ,, ,, ,,
৫। কফি প্রতি বিক্রেতার নিকট ১টি
৬। প্রতি কাপড় দোকানদারদের নিকট ॥০ হিঃ
৭। প্রতি ঝাণ্ডীয়ালাদের নিকট ২৲ টাকা হিঃ
৮। চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট মণ প্রতি ।৵০ হিঃ

এই অন্যায় অত্যাচারে অধিকাংশ হাটেই বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ বা স্থানীয় ভদ্রলোক ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। হোমগার্ড পোষাকের বিভিন্ন ভঙ্গিতে সুরেন বাবু জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে। এমনি তাহার ভাগ্য যে, সে পোষাকের জোরে একশত শক্তিমান লোকের সমান শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতীকার হয় নাই এবং এই অত্যাচার উত্তোরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছে।

এতএব মহাশয় এই সত্য বিবরণটী আপনি অনুগ্রহ করিয়া মুক্তিতে ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞাপন করাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীকাঙ্গুরাম সবর

---

## বান্দোয়ানে চিনির চোরাকারবার

মহাশয়,

পত্রটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। বান্দোয়ান থানার ৪৫০০০ লোকের জন্য ১০ মণ চিনি আসিয়া থাকে। এই ১০ মণ চিনির ডিলার বান্দোয়ান নিবাসী শ্রীমাতাদিন শর্ম্মা। ইনি বান্দোয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলে খুচরা বিক্রী করেন। মাত্র চিরাড়ী এবং মৃগীচামী অঞ্চলে থোকায় চিনি দিয়া থাকেন। মৃগীচামী অঞ্চলের ডিলার শ্রীযুক্ত কালিপদ তন্তুবায়। ইনি মৃগীচামী অঞ্চলের ১|০ এক মণ দশ সের চিনি উঁচু দামে বান্দোয়ান নিবাসী বনোয়ারী মাড়োয়ারীকে বিক্রী করেন। কিন্তু দিনের মধ্যে ঐ চিনি দিতে সুবিধা না পাইয়া বান্দোয়ানের প্রবোধ ময়রার বাড়ীতে রাখিয়া দিয়া যায়। ইত্যবসরে বান্দোয়ানবাসী মিয়া ঠাকুর কোন প্রকারে এই ব্যাপার জানিতে পারেন। তিনি আসিয়া আমাকে এবং এল, সি, কে খবর দেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র এল, সি ও আমি প্রবোধ ময়রার বাড়ীতে গিয়া উক্ত চিনি বাহির করিয়াছি। এল, সি, ঐ চিনি জমা রাখিয়াছেন। পরে চিনির অবস্থা এবং বেআইনীভাবে বিক্রয়কারীর অবস্থা কি হইয়াছে জানা যায় না।

শ্রীযুক্ত কালিপদ তন্তুবায় বর্ত্তমানে বনের এজেন্ট। জঙ্গল ব্যাপার বহু বেআইনী কাজ করার জন্য অনেক সাক্ষ্য জনগণের কাছে মিলিবে।

এমনিভাবে চিনির ডিলার কত চিনি ব্ল্যাক করিয়াছেন তাহার কে খোঁজ রাখে? হোলসেল ডিলার তো



এখন মুখ চেনা হিসাবে চিনি বিলি করিতেছেন। যাহারা একটু বলিতে জানে তাহারা বরাত অনুযায়ী চিনি পাইতেছেন। কিন্তু গরীব জনসাধারণ যখন চিনি আনিতে যাইতেছেন তখন বলিতেছেন ডাক্তার বাবুর সার্টিফিকেট আন। যার রোগী আছে সেই কেবল চিনি পাইবে। এমনিভাবে চিনির বিলি বণ্টন কার্য্য চলিতেছে। চিনি বিলি বণ্টনের জন্য ইহাই কি সরকারী নীতি?

শ্রীসন্তোষ কুমার দাস

---

## জঙ্গল রক্ষার কালাপাহাড়ী ব্যবস্থা

মহাশয়,

মানভূম জিলার অধীন ইচাগড় থানার অন্তর্গত মৌজা লাবা টোলা বনডি এবং মৌজা চুনিডি নিবাসী নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণের সবিনয় নিবেদন এই যে—

১নং স্বাক্ষরকারী শ্রীলিলু সিং মুড়ার নিবেদন এই যে উক্ত লাবা মৌজার বি. পি, এফ, জঙ্গলের পুরাতন ডগী বনে আমার দুইটি গরু উঠিতেছিল সেই সময় গার্ড হঠাৎ আসিয়া গরু দুইটি বেড়িয়া লইল। তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় দেখাইলাম কিন্তু গরুগুলি কিছুতেই ছাড়িলেন না। গার্ডবাবু আমার নিকট ৩০৲ ত্রিশ টাকা জরিমানা চার্জ্জ করেন। তাঁহার সহিত কুটাম নিবাসী রবি কামার ও রংলাল ভূমিজ উপস্থিত ছিল। আমি তাহাদিগকে বহু তোষামোদ করার পর আমার নিকট ১৫৲ পনর টাকা জরিমানা স্বরূপ লইয়া গরুগুলি ছাড়িয়া দেয়।

২নং স্বাক্ষরকারী শ্রীবুধু সিং মুড়া ও কার্ত্তিক সিং মুড়ার নিবেদন এই যে, আমরা হইতেছি সহোদর ভাই। আমাদের কতক চাষী জমিন ফরেষ্ট আমীন মাপিয়া জঙ্গল সরহদ্দ করিয়াছে। তাহার পিলার উঠাইয়া দিব বলিয়া ফরেষ্ট গার্ড শ্রীশশধর পাহাড়ি আমাদের নিকট ২০৲ কুড়ি টাকা লইয়া আজ পর্য্যন্ত পিলার উঠাইয়া দেয় নাই।

৩নং (১) স্বাক্ষরকারি শ্রীঘাসিয়া মুড়ার নিবেদন এই যে আমার তিনটি গরু উক্ত পুরাতন ডগী বনের ধারে পাশে চরিতেছিল তাহার জন্য গার্ড বাবু আমার নিকট ৩৲ তিন টাকা জরিমানা লইয়াছে।

(২) আমার ঘরের মেয়ে লোক কুটাম জঙ্গল হইতে এক বোঝা শুকনা ঝুরি কাঠ মাথার ঝোঝাতে আনিতেছিল তাহার জন্য গার্ড বাবু আমার নিকট ৫৲ পাঁচ টাকা জরিমানা লইয়াছে।

৪নং স্বাক্ষরকারী শ্রীচরণ সিং মুড়ার নিবেদন এই যে—(১) ফরেষ্ট আমীন আমার কতক আবাদি জমি মাপিয়া জঙ্গল সরহদ্দ করিয়াছে। গার্ড বাবু তাহার পিলার উঠাইয়া দিব বলিয়া আমার নিকট ১২৲ বার টাকা লইয়া আজ পর্য্যন্তও পিলার উঠাইয়া দেয় নাই।

(২) আমি জঙ্গল এজেন্সী শ্রীজগন্নাথ দাসের নিকট এক কাড়ার গাড়ীর ২৲ দুই টাকা মূল্যের ছাড় লইয়া সন্ধ্যাবেলা এক গাড়ী কাঠ আনিতেছিলাম। গার্ড বাবু রাস্তায় আমার গাড়ী আটক করেন এবং আমার নিকট জরিমানা বাবত ১২৲ বার টাকা লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেন।

(৩) উক্ত লাবা জঙ্গলের পুরাতন ডগী বনের ধারে পাশে আমার কাড়া চরিতেছিল তাহার জন্য গার্ড বাবু জরিমানা বাবত আমার নিকট ২০৲ কুড়ি টাকা লইয়াছেন।

৫নং স্বাক্ষরকারী শ্রীকার্ত্তিক সিং মুড়ার নিবেদন এই যে আমার ঘরের মেয়েলোক কুটাম জঙ্গল হইতে এক বোঝা শুকনা ঝুরি কাঠ আনিতেছিল সেই সময় গার্ড বাবু উক্ত বোঝা আটক করিয়া আমার নিকট জরিমানা বাবত ৪৲ চারি টাকা লইয়া ছাড়িয়া দেয়।

উক্ত স্বাক্ষরিত মৌজা লাবা টোলা বনডি নিবাসীগণের নিবেদন এই যে—আমরা হইতেছি অত্যন্ত গরীব। যেদিন হইতে জঙ্গল রিজার্ভ হইয়াছে সেইদিন হইতে প্রায় আমরা এইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছি। সামান্য অপরাধে যদি বার বার আমাদিগকে এইরূপ দণ্ডিত হইতে হয় তবে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবেনা।

৬নং স্বাক্ষরকারী শ্রীঅযোধ্যা মাহাতর নিবেদন এই যে নং ২৯ চুনিডি মৌজার ২।৭১।৪৯৯ নং প্লট ভুক্ত জমিন যাহার পরিমান প্রায় ২০০ বিঘা তাহা সেটেলমেণ্ট মাপে জঙ্গল মাপ হইয়াছে। উক্ত জঙ্গল ভূমি ছিল রাজা সাহেবের খাস। আমি উহা রাজা সাহেবের নিকট মৌখিক সনতি ২৫৲ পঁচিশ টাকা মালে বন্দোবস্ত লইয়া প্রায় ৩০।৩২ বৎসর হইতে দখল করিয়া আসিতেছি। উক্ত ভূমির মধ্যে আমি কতক ধানী জমি কতক গোড়া এবং কতক আবাদি পলাশ বৃক্ষ লাগাইয়া চাষ আবাদ মতে দখল করিয়া আসিতেছি। গত জঙ্গল রিজার্ভ আইনে ফরেষ্ট গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত আমীন ডিমারকেশন দ্বারা ঘিরিয়া লইয়াছে। আমিন বাবু এবং গার্ড বাবু আমার নিকট দুই তিন শত টাকা চার্জ্জ করিয়াছিল। আমি অসম্মত হওয়ায় উক্ত ভূমি মাপিয়া ঘিরিয়াছে। উক্ত ভূমিতে আমি একদিনের জন্যও দখল ছাড়া হই নাই। ফরেষ্ট আমীন মাপিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে গার্ডবাবু, গাছ কাটার এবং পিলার ভাঙ্গার দায়িত্ব দিয়া আমার নামে মোকদ্দমা করেন। উক্ত মোকদ্দমায় আমি উক্ত ভূমিতে জমিন, গোড়া তৈয়ার ও আবাদি পলাশ বৃক্ষ রোপন মতে দখলকার প্রমাণে মোকর্দ্দমায় ডিগ্রী পাইয়া উক্ত গাছ কাটা এবং পিলার ভাঙ্গার অপরাধে নির্দ্দোষী হইয়াছি। ইহার পরে ফরেষ্ট গার্ড ও ইচাগড় বিটের অফিসার বাবু আসিয়া আমার নিকট টাকা চাহিলে আমি রাজী না হওয়ায়, পুনরায় তিনটি পলাশ গাছ কাটার এবং জমিন তৈয়ারী করার অপরাধ দিয়া আমার নামে মোকর্দ্দমা চালাইয়াছেন। আমি হইতেছি গরীব প্রজা। এই দুই দফা মোকর্দ্দমায় আমি প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকার খরচে খরচান্ত হইয়াছি।

---

## পুরুলিয়ায় কলেজ সম্পর্কে জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

গত ১৯।৫।৫০ তারিখে হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে জগন্নাথ কিশোর কলেজের পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক আহুত এক জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীক্ষুদিরাম মাহাত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীশ্যামসুন্দর সিং মহাপাত্র—সহকারী সম্পাদক, শ্রীমন্মথ নাথ কুইরী এবং জনাব ইলাহীদাদ খাঁ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জনসভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সূত্রে শ্রীযুক্ত মহাপাত্র বলেন—যে অর্থাভাবে কলেজের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইরা পড়িয়াছে। শ্রীযুক্তা গোকুল কুমারী দেবীর প্রদত্ত ৬৮,০০০৲ টাকার জি, পি, নোট ভাঙ্গাইতে না পারার কারণ সেইগুলি কলেজের কাছে মূল্যহীন কাগজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্যদিকে কলেজের বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে অর্থ সংগ্রহের কোনরূপ চেষ্টা করা সম্ভব হয় নাই। তিনি অনেকের নিকট প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ার জন্য অভিযোগ করেন।

তিনি আরও বলেন যে গত নভেম্বর মাসে নূতন পরিচালকমণ্ডলী কলেজের ভার গ্রহণ করার পর ২২।১১।৪৯ তারিখে কলেজ সম্পর্কে এক জনসভা আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার, যিনি বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি, গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়ায় সভা আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই।

কলেজটীর রক্ষাকল্পেতিনি জনসাধারণকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ আবেদন জানান।

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুরুলিয়ায় কলেজ স্থাপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা করিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজ স্থাপনের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জেলার কোনও গঠনমূলক এবং উন্নতিমূলক কাজে বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনারের বাধা ব্যতীত কোনও প্রকার সাহায্যলাভ সম্ভব হয় নাই। জগন্নাথ কিশোর কলেজের ক্ষতি সাধনের জন্য তিনি বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এই কলেজটীর উন্নতি এবং বিস্তার ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি এখন ইহাকে স্থানীয় জেলা স্কুলের একটি অঙ্গরূপে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—সুতরাং তিনি বলেন এইরূপ ব্যক্তিকে পরিচালকমণ্ডলীতে রাখা কলেজের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ১। পরিচালকমণ্ডলী হইতে ডেপুটী কমিশনারকে অপসারিত করিবার জন্য সিণ্ডিকেটকে অনুরোধ করা হউক; ২। শ্রীমতী গোকুল কুমারীর নিকট হইতে প্রতিশ্রুত দান লক্ষ টাকা পাইবার যখন আশা নাই তখন কলেজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "মানভূম কলেজ" নাম রাখা হউক এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ, কুইরী বলেন যে, পরিচালকমণ্ডলীর কে সদস্য বা সম্পাদক হইবেন ইহা লইয়া তিক্ততার সৃষ্টি না করিয়া সকলে সমবেতভাবে কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করুন।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মাহাত তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ধনী জমিদার প্রভৃতির নিকট হইতে কলেজের জন্য কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে না; যাহারা দরিদ্র, যাহাদের একবেলা অন্ন সংস্থান হওয়াও কষ্টকর—তাহাদের নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য লাভ সম্ভব হইবে এবং তাহাদের নিকটই আমাদের আবেদন জানাইতে হইবে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন যে পূর্ব্বতন পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইলেও তাঁহারা লক্ষ মুদ্রার নামে কেবলমাত্র কতকগুলি "বাজে কাগজ মাত্র" রাখিয়া গিয়াছেন এবং কলেজের পরিচালনা ভার ত্যাগ করার কালে কলেজের ঘাড়ে কেবল দেনার বোঝাই চাপাইয়া গিয়াছেন। কলেজের জন্য যে একশত বিঘা জমি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কোনও কৃতিত্ব নাই তাহা কেবলমাত্র শ্রীমন্মথ কুইরী মহাশয়ের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে যাঁহারাই থাকুন তাহা লইয়া আমাদের মাথা না ঘামাইয়া অর্থসংগ্রহের দিকেই সকলের বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক।

সভাপতির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মহাদেব মুখার্জ্জী একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )



# মানভূম জেলাবোর্ড

# বিজ্ঞপ্তি

## দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের দর গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য নীলাম।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ইং ১৯৫০ সালের ২৬ শে মে শুক্রবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া মোকামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিসে দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের পণ গ্রহণ জন্য এক প্রকাশ্য নীলাম হইবে।

বন্দোবস্ত ১৯৫০ সাল ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন এই এক বৎসরের জন্য। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যাক্তিদিগকে ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আপন আপন দর উক্ত নীলামে ঘোষণা করিতে হইবে।

উক্ত নীলামে যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে বা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহার প্রতি আদেশ হইবে ডাক শেষ হওয়া মাত্র চুড়ান্ত ডাকের টাকার এক চতুর্থাংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এবং জিলাবোর্ডে তৎপরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে ১৯৫০ সালের ৫ই জুলাই মধ্যে তাহাকে জেলাবোর্ডের অনুকূলে অনুমোদিত কবুলতি পত্র সম্পাদন ও স্বখরচে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় পূর্ব্বোক্ত এক চতুর্থাংশ টাকা জেলাবোর্ডে জব্দ হইবে ও পুনরায় বন্দোবস্তের জন্য নীলাম করা হইবে। যদি উক্তরূপ দ্বিতীয় নীলামে প্রথম নীলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় দরের পার্থক্যের টাকা, যাহার ডাক গৃহীত হওয়া স্বত্বেও স্বর্ত্ত পূরণের অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় নীলাম ডাক হইবে, তাহাকে খেসারত দিতে হইবে।

কবুলতি সর্ত্ত পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বা ধানবাদ লোকাল বোর্ড অফিসে, রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত যে কোন দিন অফিসের সময়ে, হাজির হইয়া জানিতে পারা যাইবে।

যাহার ডাক গৃহীত হইবে তাহাকে স্বখরচে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জেলাবোর্ড সর্ব্বোচ্চ বা কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন।

**ভবতোষ সেন**
চেয়ারম্যান,
মানভূম জেলা বোর্ড।

পুরুলিয়া, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস
১২ই মে ১৯৫০।

# DISTRICT BOARD OF MANBHUM

## NOTICE

Auction of toll bar on the Damodar Bridge.

Is hereby given that a public auction will be held on Friday the 26 th May, 1950 at 9 A. M. in the District Board Office at Purulia to invite offers for the granting of a lease of the toll-bar on the Damodar Bridge. The lease will be for one year from 1st July 1950 to 30th June 1951 and bidders will have to quote their offers it the public auction.

The highest bidder for the time being or any other bidder who may be called upon to do so shall have to deposit as soon as the bid is closed 25% of the totol amount of bid, and to execute and register at his own cost a Kabuliyat in favour of the District Board in the prescribed form within the 5th July 1950 at the latest, after his offer is accepted by the Board at its next general meetting failing which the amount will be forfeited to the District Board and the toll-bar will be put up to auction again and if on such a second auction offers received be less than the amount offered during the previous one, the defaulting bidder will have to compensate the Board to the extent of the difference in the two bids

The terms of the Kabuliyat can be seen at the District Board Office at Purulia or at the Local Board Office at Dhanbad on any day excepiting Sundays and holidays during office hours. The successful bidder shall at his own cost, have to provide necessary establishment and also to make all arrangements in connection with the collection of tolls.

The Board however, is not bound to accept the highest or any bid.

Dated Purulia
The 12th May, 1950.

B. T. Sen
Chairman, Manbhum District Board.


## স্থান পরিবর্ত্তন

আপনাদের সুপরিচিত ছকু মিস্ত্রীর দোকান কিছুদিন হইল পুরুলিয়া চকবাজার হইতে উঠাইয়া বরাকর রোডের পার্শ্বে দশের বাঁধের সম্মুখে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়াছি। সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম।

শ্রীমহাদেব মিস্ত্রী
পুরুলিয়া।

**আলোক রিপেয়ারিং হাউস।**

পো: বরাহভূম, মানভূম।

আমাদের নিকট ডেনাইট ও হ্যাণ্ডলাইটের পার্টস কলিকাতার দরে পাওয়া যায়। আমাদের টুরিং সেল্‌সম্যানদের নিকট হইতে রেডী মাল পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

পো: **এম, আহম্মদ**

| | প্রত্যেকটি | ডজন | গ্রোস |
|---|---|---|---|
| পিন | /০ | ॥০ | ৫৲ |
| বার্ণার | ৶০ | ১৸০ | ১৮৲ |
| মাউথপীস | ।০ | ২॥০ | ২৪৲ |
| ভ্যাপার (উপরের অংশ) | ৩৲ | ৩০৲ | |


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ২৯শে মে ১৯৫০।

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় **খাদি ভাণ্ডারে** পুঞ্চা থানার কেন্দা গঠনমূলক কেন্দ্রের তৈরী খাদি পাওয়া যাইতেছে।

আপনার হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনাইতে হইলে **নিমডি লোকসেবায়তনে** পাঠাইয়া দিন। চরখার সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

১৩ পৃষ্ঠার পর হইতে

নেহেরু দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে ভারত-পাক চুক্তিতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্বস্তির ভাব দেখা দিয়াছে। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে ভারত গবর্মেণ্টের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে—বাস্তুত্যাগীদের বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনই গবর্মেণ্টের কাম্য। তিনি বলেন যে উভয় গবর্মেণ্টই চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

**চুক্তির পরে পূর্ববঙ্গের অবস্থা হিন্দুদের পক্ষে বসবাসের অনুকূল হইতেছে কিনা?**—পাকিস্তানের সহিত চুক্তি হইবার পরে ছয় সপ্তাহের বেশী সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানে গবর্মেণ্ট এমন কোন ব্যবস্থা করিয়াছে কিনা যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা নির্ভয়ে সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারে। সংবাদ যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের চলিয়া আসিবার পথ কিছু সুগম হইয়াছে কিন্তু তাহা এখনও বিপদ হইতে মুক্ত নয়। এ বিষয়ে অন্যান্য যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা মোটেই উৎসাহজনক নয়। ২২শে মে হইতে ২৬শে মে পর্য্যন্ত প্রকাশিত কতকগুলি ঘটনার প্রকার উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল। বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে এগুলি তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র। যাহা হউক তবুও ইহাতে প্রকৃত অবস্থার সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইতে পারিবে।

**২২শে মে সোমবার**—বেনাপোলে পুনরায় ব্যাপক থানা তল্লাসী: ট্রেনে সংখ্যালঘু যাত্রীদের উপর জুলুম যশোহরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দু তরুণী অপহরণ: বাড়ী বাড়ী যাইয়া হিন্দু তরুণী ও বিধবাদিগকে মুসলমানের হস্তে সমর্পনের জন্য দাবী: ফরিদপুরে হিন্দু বিধবাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা।

**২৩শে মে মঙ্গলবার**—কুমিল্লা সহরতলীতে সশস্ত্র ডাকাতি: সংখ্যালঘুদের মনে ত্রাস: ময়মনসিংহে ৪জন হিন্দু ছুরিকাহত: আতঙ্কিত হিন্দুদের পুনরায় দেশত্যাগের হিড়িক। গোদাগাড়ীতে মুসলমানদের অত্যাচারে সাঁওতাল বালিকার মৃত্যু। ঠাঠারিবাজারে ট্রেন আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগকে হত্যা। বরিশাল ফরিদপুর জেলায় বলপূর্বক হিন্দুগৃহ দখল, লুঠতরাজ ও অগ্নি সংযোগ।

**২৪শে মে বুধবার**—নোয়াখালী জেলায় সন্দ্বীপে সাবরেজিষ্টার কর্ত্তৃক হিন্দুদের দলীল রেজেষ্ট্রী করিতে অস্বীকৃতি।

কুচবিহারে পাকিস্তানের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কর্ত্তৃক ভারতীয় জাতীয় রক্ষি বাহিণীর (পশ্চিম বঙ্গের হোমগার্ড) উপর গুলীবর্ষণ: সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর জমায়েত।

ঢাকা, খুলনা, যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জোর করিয়া হিন্দুবাড়ী দখল ও গো হত্যা। ভারতে আগমনকালে হিন্দু নারীহরণ ও অত্যাচার বগুড়া, রাজসাহী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে উদ্বাস্তুরা ফিরিয়া গিয়া লাঞ্ছিত। পূজাপার্বনে বাধা নারীর উপর অত্যাচার।

**২৫শে মে বৃহস্পতিবার**—নেহেরু লিয়াকত চুক্তির ভরসায় উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরিয়া নিজ বাড়ীতে প্রবেশাধিকার না পাইয়া পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। অভিযোগের পরেও মহকুমা হাকিমের উদাসীনতা: বরিশাল ফরিদপুর প্রভৃতি জিলায় অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন ও গুণ্ডামী: যশোহরে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনারী অপহরণ। পাশবিক অত্যাচারের পরে মুক্তি দান। খুলনায়, যশোহরে গৃহে অগ্নি সংযোগ; গৃহ অধিকার: সুন্দরবন অঞ্চলে পাকিস্তানী পুলিশের হানা, পশ্চিমবঙ্গের নৌকা লইয়া পলায়ন: শ্রীহট্টে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত উদ্বাস্তু হিন্দু ডাক্তার নৃশংসভাবে নিহত: ময়মনসিংহের পল্লীতে বলপূর্বক বাড়ী দখল। ঢাকায় স্বারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রহৃত, আশ্রম লুণ্ঠিত: রাজসাহীতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক হিন্দুর দোকান মুসলমান উদ্বাস্তুর নিকট বিক্রয়: লালমণিরহাট ট্রেনে লুণ্ঠন: যশোহরে বাড়ী ঢুকিয়া মেয়েদের উপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন: অবাঙ্গালী মুসলমানদের অবাধ উপদ্রব: হিন্দুদের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দিবার জন্য শাসানি

**২৬ মে, শুক্রবার**—আদিন গাঁ লালমণিরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেণে হিন্দুযাত্রী আক্রান্ত: একজন নিহত ও দুইজন আহত: ভারতের যশলমীর সীমান্তে পাকিস্তান হানাদারগণ কর্ত্তৃক সমগ্র গ্রাম লুণ্ঠিত: ৮ জন নিহত, ২০ জন আহত ও তিনলক্ষাধিক টাকার জিনিষপত্র লইয়া হানাদারদের পলায়ন। বরিশালের গ্রামাঞ্চলে মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে হিন্দুনারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার: মুসলমানের সহিত ব্যাপকভাবে হিন্দুনারীদের বিবাহ দিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন: ভারতের মুর্শিদাবাদের পল্লীতে গৃহ নির্ম্মাণরত উদ্বাস্তুগণ তিন হাজার সশস্ত্র মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত, উদ্বাস্তুদের হত্যা করিবার ভীতি প্রদর্শন ঢাকার গ্রামাঞ্চলে তথাকথিত মুসলমান উদ্বাস্তুদের জবরদস্তি হিন্দুগৃহ দখল, হিন্দুদের গৃহে অনাধিকার প্রবেশে মুসলমানদের ইউনিয়ান বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেণ্টের সাহায্য: ফরিদপুরে মালপত্রাদি সহ হিন্দুযাত্রীর পত্নীকে ছিনাইয়া লইয়া নিখোঁজ: ময়মনসিংহের গ্রামে হিন্দুনারীর উপর পাশবিক অত্যাচার: গৃহে অগ্নি সংযোগ: চাঁদপুরে ষ্টীমার ঘাটে হিন্দুমহিলার লাঞ্ছনা: নারায়ণগঞ্জে হিন্দু ছুরিকাহত: খুলনা ষ্টেশনে যাত্রীদের নিকট আন্সারদের জোর করিয়া টাকা আদায়: নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যাচার।

ইহার পরেও যদি কেহ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলেন যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের আর কোন চিন্তা নাই—তবে তাহার উপর কোন মন্তব্যই নিরর্থক।



# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার

## চাষী চাষেরও মালিক নয়

স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসক ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইদানীং বিরাট বিরাট পরিকল্পনা জাতির সামনে উপস্থিত করিতেছেন। তাহার মধ্যে খাদ্যশস্যের পরিকল্পনাই সর্বাপেক্ষা চটকদার। ভারতের নুতন খাদ্যমন্ত্রী এবার খাদ্যশস্য সম্বন্ধে আট দফা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে বিরাট বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি, কাশ্মীর, পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের লাটপ্রাসাদে চা পার্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত পারকল্পনা, এই সমস্ত—বক্তৃতা, এবং অন্যান্য যে সমস্ত রাষ্ট্রীক ও শাসনিক প্রদর্শনী চলিতেছে তাহা কাহাদের জন্য কি উদ্দেশ্যে হইতেছে তাহা ভারতের জনসাধারণ বিমূঢ় হইয়া আজ চিন্তা করিতেছে।

দিল্লী বা পাটনার রাজপ্রাসাদ, লাটপ্রাসাদ, মন্ত্রীপ্রাসাদ প্রভৃতির গণ্ডীর বাহিরে যে একটা দেশ রহিয়াছে এবং যে দেশে শতকরা ৭০ জনের বেশী চাষী বক্তৃতায় এবং পরিকল্পনায় যদি তাহাদের ব্যবস্থা হইতে পারিত তাহা হইলে তাহারা এতদিনে চন্দ্রালোকে বসিয়া কেবল অমৃতই পান করিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আজ তাহাদের যে বিষের ভাণ্ডই উজাড় করিতে হইতেছে তাহা বিশ্বে একটা বিশেষ ব্যাপার না হইলেও স্বাধীন ভারতে একটা বিশিষ্ট অধ্যায় বটে।

আমরা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহাই আলোচনা করিতেছি। দেশে খাদ্যাভাব এবং চাষীর দুরবস্থা সাধারণ। আমাদের মানভূম জিলায় এবৎসর ইহা যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার গতি যে দিকে যাইতেছে তাহার আলোচনা আমরা প্রতি নিয়তই করিয়া আসিতেছি। গত বারেও করিয়াছি। কিন্তু এসম্বন্ধে দায়িত্বশীল মহলে কোন প্রকার সাড়াশব্দের লক্ষণ দেশবাসী দেখিতে পাইতেছে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে কংগ্রেস নেতৃবর্গের হাতে যখন দেশের শাসনক্ষমতা আসিল তখন তাহারা একটা বিষয়ে সংকল্প স্থির করিলেন যে তাহারা দেশের লোকের কথায় আর কর্ণপাত করিবেন না। দেশের লোকের কাঁধে চড়িয়া তাহারা ফলবানবৃক্ষে আরোহণ করিবার পরে ফলের শাঁস খাইয়া কেবল আঁঠিগুলি জনসাধারণের মাথায় ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। জনসাধারণ সংস্কার বশে তাহা স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস ও শাসন পরিচালকদের একটা বিশেষ লীলা বলিয়াই মনে করিতে লাগিল এবং আঁঠির ঘায়ে মাথায় যখন বেদনা উপস্থিত হইল এবং মাথা ফাটিবার উপক্রম হইল তখন সভয়ে উপলব্ধি করিতে লাগিল যে—ভারত ভাগ্যবিধাতা যাহাদের শিবরূপে গড়িতে চাহিয়াছিলেন তাহারা অন্যরূপে গঠিত হইয়া দুর্দ্দৈব সৃষ্টি করিতেছে। ইহার কার্য্য কারণ এস্থলে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে ইহাদের সাম্প্রতিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ মানভূম জিলার বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনার যোগ্য।

মানভূম জিলায় এইবার ধান হয় নাই এবং এখন চাউল দুষ্প্রাপ্য। ইহা সত্ত্বেও যে ভাবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও বিহার গবর্মেণ্ট এই জেলাকে খাদ্যশূন্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই জিলাটি বিহার গবর্মেণ্টের একচেটিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহের (মনোপলি প্রকিওরমেণ্টে) একটি মনোনীত জিলা। বিহারে অন্যান্য বহু জিলা সরকারের এই কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেও ইহার উপর সেই অনুগ্রহ সমভাবেই আছে। শনির দৃষ্টিতে পৌরাণিক গণপতির মাথা উড়িয়া গিয়াছিল আর সরকারী কৃপাদৃষ্টিতে কেমন করিয়া মানভূমের আধুনিক গণনারায়ণের পেটের চাউল উড়িয়া যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গবর্মেণ্টের জন্য যে চাউল খরিদ করা হয় ও তাহার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন তাহাদের প্যারচেজিং এজেণ্ট অর্থাৎ খরিদের এজেণ্ট বলা হয়। ইহারা

বেশীর ভাগই স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং লক্ষ লক্ষ টাকার লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ইহারা গবর্মেণ্টের হইয়া খরিদ করিয়া গবর্মেণ্টকে দিতেছেন এবং গবর্মেণ্ট দৈনিক হাজার হাজার মণ চাউল জেলার বাহিরে চালান দিতেছেন।

এবৎসর দুর্বৎসর বিধায় এইসব পারচেজিং এজেণ্টগণ বহু ক্ষেত্রে চাউল খরিদ করিয়া গবর্মেণ্টকে পূর্ব্বের পরিমাণে সরবরাহ করা অসুবিধাজনক বলিয়া জানান। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহাদের বেশ মোটা পরিমাণ চাউল সরবরাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। ইহা বাধ্য করিয়া বা সোজাকথায় জবরদস্তি করিয়া করা হইয়াছিল কিনা তাহা ব্যবসায়ীগণ এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষই ভাল করিয়া জানেন।

সম্প্রতি চাউল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই এই সমস্ত এজেণ্টগণ চাউল ঠিকমত সরবরাহ করিতে পারিতেছে না—ইহাই প্রকৃত ব্যাপার। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বেয়নেট, গুলি, বে-ইজ্জত ও জেলখানার ভীতিতে ইহাদিগকে যে কোন উপায়ে হউক চাউল সংগ্রহ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইতেছে। ফলে যে কটি চাউল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য হাটে বাজারে আসে তাহা ইহারা যে কোন দরে কিনিয়া গবর্মেণ্টকে সরবরাহ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহার ফলে জনসাধারণের নিকট চাউল আরও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। অন্য স্থানে খাদ্য সরবরাহ করিবার সদিচ্ছায় গবর্মেণ্ট এখান হইতে ব্যবসায়ীদের চাউল সরবরাহ করিবার জন্য বাধ্য করিতেছেন, ইহাই যদি হয় তবে এই জিলার লোকের খাদ্যাভাব কি খাদ্যাভাব নয়? ইহাদের কি চাউলের প্রয়োজন নাই? এই জিলার অনশন ক্লিষ্ট জনসাধারণের নিকট চাউল অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য করিবার যে পন্থা গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সত্যকারের কোন জবাবদিহি নাই।

ইহা তো গেল খাবার জন্য চাউলের কথা। এখন আগামী বারে গবর্মেণ্টের এই একচেটিয়া খরিদের জন্য যাহারা ধান জন্মাইবে তাহাদের অবস্থাটাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। বর্ত্তমান সময়ে জিলার চাষীদের যে অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা বারংবার আলোচনা করিয়াছি। স্থানান্তরে শ্রী... মাহাতর প্রকাশিত একটি পত্রে ইহার পরিচয় বিশদভাবে পাওয়া যাইবে। বীজধানের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া করিতে না পারিলে যে এবার অর্দ্ধেক চাষও হইবে না ইহা কোন দেবতাকে যে কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে তাহা বর্ত্তমানে স্বয়ং ব্রহ্মার নিকটও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাবার অভাবে বীজধান খাইয়া, হালের গরু বেচিয়া এবং জমি বন্ধক দিবার ফলে জিলার চাষীর একটা বড় সংখ্যা আর চাষী থাকিবে না। তাহারা কংগ্রেসী সরকারের বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার ফলে মজুরের ধাপে উন্নত হইয়া "অধিক শস্য ফলাইবার" নীতিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য দিল্লীর লাটপ্রাসাদে ভুট্টার চাষের জন্য, বিহারের মন্ত্রীদের প্রাসাদে শালি ধান্য উৎপন্ন করিবার জন্য এবং মানভূমের জিলাধীশের বাংলোতে ব্রীহি উৎপাদনের জন্য কলের লাঙ্গল অর্থাৎ ট্রাক্টার চালাইবে। চাষীর পর্য্যায় হইতে মজুরের পর্য্যায়ে প্রমোশন প্রাপ্ত এই সমস্ত স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পুত্রগণ হিন্দী পড়িবে, স্ত্রী এবং কন্যাগণ টাটাতে বিক্রীত হইবে—আর কংগ্রেসী পরিচালকগণ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজে কিস্তি কিস্তি বিরাট কল্পনা ও পরিকল্পনা করিয়া স্বরাজ্য তথা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জয়গান গাহিবেন!

মানভূমের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ করিয়া চাষীরা যে অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে যদিও বা এতদিন তাহারা কেবল চাষের মালিকই ছিল গ্রামের মালিক ছিল না—এখন তাহারা চাষের মালিকত্ব হারাইবার পথে চলিয়াছে। ইতিহাসের এ অধ্যায় বড়ই মর্ম্মন্তুদ।

দেশের সাধারণ অবস্থার সঙ্গে মানভূমের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। মানভূমের বর্ত্তমানরূপে অস্তিত্বটাই দেখা যাইতেছে যে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। এই জিলা হইতে যেন তেন প্রকারে চাউল লইয়া বাহিরে পাঠান এবং যেন তেন প্রকারে হিন্দী চাপান ছাড়া যে এই জিলার অধিবাসীদের অন্য কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করিতেও নারাজ বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত



কার্য্যের ও ঘটনাবলীর গতি বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে—যে কেহই হউক না কেন অবস্থা সম্বন্ধে তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইবে যে, এখানে না খাইতে পাইয়া মরিলেও তাহা অনাহার নয়, বীজধান না থাকিলেও তাহা চাষের ক্ষতি নয়, এক কোদাল মাটি না কাটিয়াও এখানে বাঁধ হয়। এখানকার অধিবাসীদের সুখ নাই দুঃখ নাই, মানুষ হিসাবে কোন মর্য্যাদাই নাই—যেহেতু প্রাদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বক্র পথে ইহারা যাইতে চাহিতেছে না।

আমরা আশা করি মানভূম জিলার বর্ত্তমান অবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ ঠিকভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। মানভূমের এখন আশু সমস্যা—চাষীদের বাঁচাইতে হইবে, তাহাদের এই বর্ষা আসিবার পূর্ব্বেই যাহাতে তাহারা ভাল করিয়া চাষ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট যে বিমাতাসুলভ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মানভূমকে একটা স্বৈরাচারের আদর্শ দৃষ্টান্তে পরিণত করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ না করিয়া যদি উত্তানপাদের ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকেন তবে ভবিষ্যতে যে কোন অবস্থার দায়িত্ব তাহাদেরই। ক্ষমতার কুটিল পথের গতি কখনও চিরস্থায়ী হয় না। আজ বুভুক্ষু ও ক্লিষ্ট মানভূমের জনসাধারণকে যে উদাসীনতা ও অবাধ অনাচারের পাত্র স্বরূপে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছিত করা হইতেছে—ইহাদেরই নিকট একদা বহু লোককে শেষ পরীক্ষার জন্য আসিতে হইতে পারে। ইতিহাসবেত্তারা ও বুদ্ধিমানগণ এই সত্যকে উপেক্ষা করেন না।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**উদ্বাস্তরা যায় কোথায়?**—পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কমপক্ষে ১৩ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছে, এখনও আসিতেছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ--যাহারা আসিয়াছে তাহাদের বলিতেছেন—ফিরিয়া যাও; আর যাহারা এখনও সেখানে আছে তাহাদের বলিতেছেন—তোমরা আসিওনা। চুক্তি যখন হইয়াছে এবং লিয়াকত আলি যখন সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের আর কোন চিন্তা নাই! কিন্তু তবুও তাহারা আসিতেছে এবং যাহারা আসিয়াছে তাহারা ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বাস্তহারা হইয়া ভারতবর্ষে অসিতেছে না। কিন্তু এদিকে ভারতের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্বাস্তদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার পরিচয় ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে—কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের ভারতেও জীবনটা যাহাতে সহজ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে তাহারা বাধ্য হইয়াই ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদের দোকান ভাঙ্গিয়া, অস্থায়ী আশ্রয় নষ্ট করিয়া এবং শিবির বন্ধ করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ পন্থা দ্বারা তাহাদের এই বোধই জাগ্রত করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ভারতেও তাহাদের স্থান বিশেষ সুবিধার নয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতারা যাহাই বলুন এবং যাহাই করুন এ কথা সত্য যে—পাকিস্তান যতদিন পাকিস্তান থাকিবে ততদিন কোন হিন্দুই সেখানে সম্মানের সহিত নাগরিক অধিকার সহ বাস করিতে পারিবে না। কোন চুক্তি দ্বারা পাকিস্তানের মনোভাব পরিবর্তন করা যাইবে না। এ অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু যদি ভারতেও স্থান না পায় এবং বাধ্য হইয়াই সর্বশেষ উপায় স্বরূপ যদি তাহাদের পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং থাকিতে হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের সকলকেই কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই মুসলমান হইতে হইবে বা তাহারা মুসলমান হইবে এবং এই পুরুষেই এই সমস্ত এক কোটী দেড় কোটী মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু বা ইহাদের মুসলমান বংশধরগণ ভারতবর্ষের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ভারতের প্রধান বিঘ্নরূপে ভারতকে কখনও শান্তিতে থাকিতে দিবে না। ভারতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যত ভারতের জন্য কণ্টকময় পথের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

---

**উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়—** উদ্বাস্তদের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাহা সম্ভব নয় তাহা করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া একটা চূড়ান্ত অব্যবস্থার সৃষ্টি না করিয়া ভারত গবর্মেণ্টকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের

ফিরিয়াই যাইতে হইবে অথবা তাহাদের এখানেই রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি এখানে সসম্মানে রাখিবার (ভিখারী অথবা দয়ার পাত্র হিসাবে কৃতার্থ করিবার জন্য নয়) ইচ্ছা ভারত গবর্মেণ্টের না থাকে তবে তাহাদের সোজাসুজি বলিয়া দেওয়াই ভাল যে—তোমরা মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া পাকিস্তানেই থাক এবং পাকিস্তানে থাকিতে হইলে কেন মুসলমান হইবেনা ? যেমন—বিহারে থাকিতে হইলে কেন বাংলা মাতৃভাষা ভুলিবেনা ? যাহারা গভীরভাবে এবং কোনরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত রঙ্গে রঞ্জিত না করিয়া ঘটনার গতি গভীরভাবে অনুধাবন করিবেন তাহাদের ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারত গবর্মেণ্ট যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ দায়ীত্ব আছে বলিয়া মনে করেন, তবে পাকিস্তানের সহিত একমাত্র লোক বিনিময় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যার সমাধানের পথ হইতে পারেনা। চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা ইহারা আলেয়ারপথে দৌড়িতেছেন। পূর্ববঙ্গে এক দেড় কোটী হিন্দুদের ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। এক বাংলা দেশেই ইহাদের ব্যবস্থা হইতে পারে যদি প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় এবং প্রকৃত জাতীয় স্বার্থকে অস্বীকার না করিয়া বাংলার সীমারেখাকে বিস্তৃত ও প্রশস্ত করিতে ইতস্ততঃ না করেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পরিস্থিতি উপলব্ধির ক্ষমতার অভাব, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতে সমস্যার পর সমস্যার উদ্ভব করিয়া তাহা জটিল হইতে জটিলতর করিয়া চলিয়াছে।

—

**তুরস্কের নির্বাচন**—মে মাসের মধ্যভাগে তুরস্কের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৫ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল যাবত তুরস্কের ত্রাণকর্ত্তা কামালপাশার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত "রিপাবলিকান পিপলস পার্টি" বরাবর নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তুরস্কের গবর্মেণ্ট পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব এপর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ইহাদের হাতেই ছিল। এই দলের নেতা ইসমেত ইনানু কামাল পাশার সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু এবারকার নির্বাচনে ইহাদের বিরোধীদল "ডেমোক্র্যাটস" দের নিকট ইহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইল। নির্বাচনে দেখা গেল যে—রিপাবলিকান পিপলস পার্টি ৫২টি এবং তাহাদের বিরোধীদল "ডেমোক্র্যাটস্" ৪৩৪টি আসন দখল করিয়াছে। তুরস্কের পরিস্থিতিতে এই নির্বাচনে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত দল যাহারা—দীর্ঘকাল রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হাতে রাখিয়া সুদীর্ঘকাল তুরস্ক শাসন করিয়া আসিতেছিল—তাহাদের জনমতের এইরূপ সমর্থন হারান বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতেও তুরস্কের মতো অবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে।

**কংগ্রেস কোথায় ?**—সম্প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে যে শোচনীয় ব্যাপার চলিয়াছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব যে নিশ্চিতভাবে বিনাশের দিকে চলিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রেসে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহা নিবারণ করিবার বা মেরামত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে এবং তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মধ্য প্রদেশে বহু কংগ্রেস কর্মী প্রাথমিক সদস্য পদ হইতেও ইস্তফা দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মিঃ বিশ্বনাথ কোডেও আছেন। ইনি গত বৎসর প্রদেশের উপপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২০ সাল হইতে গান্ধীজীর আদর্শে তিনি কংগ্রেসের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। সে অঞ্চলে গঠনমূলক কাজের তিনিই প্রাণ। ভূপালের অন্যতম কংগ্রেস কর্মী শ্রীবালকৃষ্ণ গুপ্ত তাহার প্রায় ২০।২৫ জন সহকর্মী লইয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৪৮।৪৯ সালে নবাবের সহিত তিনি এবং তাহার সহকর্মীরা কৃষকদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন। মধ্য ভারত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকাশীনাথ ত্রিবেদীও কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতেছেন। পাঞ্জাবে প্রায় ১২৫জন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে ইস্তফা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তারপরে বর্ত্তমানে যে নুতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন হইতেছে তাহার রূপও বড়ই শোচনীয়। কানপুরে এই নির্বাচনে দুর্নীতি বিষয়ে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী অনশন করিয়া বসিলেন। বিহারে আরা, ছাপরা, পাটনা মজফরপুর প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই কোথাও মারামারী কোথাও সদস্য তালিকা গায়েব এবং বহু প্রকার মৌলিক পন্থায় কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন এরূপ রূপ লইয়াছে যে বহু কংগ্রেস কর্মী বিরক্ত হইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। কোথাও কোন নিয়ন্ত্রন নাই, নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই, গঠণতন্ত্রের কোন বালাই নাই। পাটনা জিলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন যে বিহারের কংগ্রেস কতকগুলি বেইমান আর স্বার্থপরদের সমষ্টি মাত্র (উজালা, ২১শে মে)। ওদিকে বোম্বাই এর সংবাদে প্রকাশ যে—সেখানে গ্রামাঞ্চলের সরকারী পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোন কংগ্রেস কর্মীই নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। গ্রামাঞ্চলে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পরিণতির সূচনাও ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। দেশবাসী আজ শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া উদাসীন ভাবে দেখিতেছে—কংগ্রেস কোথায় যাইতেছে।



# বীজধান সমস্যা

(জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য)

আজ ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া সারা মানভূমে অজন্মা হেতু অন্নসঙ্কট চলিতেছে। সরকারী রিপোর্টে যাহাই বলুক বাস্তব রূপ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে গত দুইবৎসর এবং বর্ত্তমান বৎসর এই তিন বৎসরে মানভূমের কোন না কোন ক্ষেত্রে অন্ন কষ্ট লাগিয়াই আছে। বর্ত্তমান বৎসরে ইহার আকার ভীষণতর হইয়াছে। বান্দোয়ান—পটমদা—মানবাজারের আঁকরো অঞ্চল—বরাবাজার থানার কিয়দংশ—চাষ আড়ষা প্রভৃতির অবস্থা তো সকলের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ও এ জিলার বহু অঞ্চলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল সেগুলির অবস্থাও সেইরূপই বটে। গত দুই বৎসর ধান কম হইয়াছিল কিন্তু জনার, কোদো, মাড়ুয়া প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য শস্য মাঝারি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। রবিশস্য তরীতরকারী যথেষ্ট হইয়াছিল। মহুল কচড়াও কিছু কিছু হইয়াছিল। এবৎসর সময়েও ভাল বৃষ্টি হয় নাই এবং বেগুণ প্রভৃতি লাগানর সময় তিল, গুন্জা, সরিষা, কুথি প্রভৃতি চাষের সময় আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। ফলে বাইদ ধান মরিয়া গিয়াছে ও ঐ সব রবিশস্য সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। বহাল ধান পড়িকায় নষ্ট হইয়াছে। মোট হিসাব জুড়িয়া দেখা গিয়াছে গড়ে সিকি রকম ধান কৃষকের ঘরে উঠিয়াছে। ষোল আনা ধান উৎপন্ন হইবার পরও গৃহস্থকে সারা বছর চালাইতে হিম্‌সিম খাইতে হয় এবারের তো কথাই নাই। কেবল কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের চলিতে হয় আজ গৃহস্থের অবস্থা তাহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবে। অতঃপর ভরসা ছিল "লাহা"র। ইহাতেও আশানুরূপ উপকার হইলনা। মাত্র ফসলের মাথায় লাহা চাষীরা এক সন্ধ্যার অন্ন সংস্থান করিয়াছে। ছোট পাইকার যাহারা বিকিকিনি করিয়া দুই পয়সা পায় আজ তাহারাও বঞ্চিত।

খাদ্য বস্তু পাইবার আশায় কৃষকেরা নানা স্থান হইতে নানারূপ আবেদন নিবেদন কর্ত্তৃপক্ষকে করিল—কিন্তু ফল কিছু হইল না। গ্রামাঞ্চলে যে সব মহাজন ছিল তাহাদের কাছ হইতেও তেমন ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। অথচ চাউল হাটে বাজারে দেড় সেরও পাওয়া মুস্কিল হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেও এই জিলাতে বহুবার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে কিন্তু চাষীরা স্থানীয় মহাজনদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়া কোন মতে সঙ্কট পার হইয়াছিল।

আজ কিন্তু গ্রামের আর্থিক পরিস্থিতি ডামাডোল। জনপ্রিয় সরকারের প্রবর্ত্তিত কতকগুলি আইন,—যাহার সহিত দেশের বাস্তব অবস্থার কোন যোগাযোগ নাই—এই ডামাডোল অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সরকার আইনগুলি জনকল্যাণে সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই হয়ত করিয়াছিলেন কিন্তু আইনের ধারক ও বাহকগণের খামখেয়ালীতে এবং প্রয়োগের দোষে ইহার সদুপযোগ হয় নাই। বৃটিশ আমলের সরকার গ্রামের সংগঠন ভাঙ্গিয়া সহর কেন্দ্রে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে রাজসিক ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছিল তাহাতে গ্রামগুলির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবুও কোনক্রমে এ যাবৎ তাহারা দাঁড়াইয়াছিল এই আশায় যে, স্বরাজ হইলে আবার তাহারা দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু স্বরাজ আসিলে দেখা গেল যে এবার গ্রামের আর্থিক কাঠামোতে জাতীয় সরকার আইনের হাতুড়ি পিটিয়া ভাঙ্গন সম্পূর্ণ করিতেছেন। প্রতি গ্রামেই দুই একজন করিয়া অবস্থাপন্ন গৃহস্থ আছেন। প্রায় প্রতি পঞ্চগ্রামেও একাধিক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবার আছেন। ইহারা নিজের খরচ বাদে উদ্বৃত্তাংশ দাদন করিয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুখে দুঃখে কাজে লাগায়। বিশেষ করিয়া চাষের সময় ঐ মহাজনদের ঘর হইতে চাষীরা প্রয়োজন মত ধান লইয়া আসে এবং মাঘ মাসে সুদ সহ ঐ ধান ফেরৎ দেয়। বহু ক্ষেত্রে কৃষক উৎপন্ন ধান ঘরে না রাখিয়াও মহাজনের ঘরে দিয়া আসে। আশা এই যে মহাজনের দুয়ার মুক্ত থাকিলে আমি আবার চাহিলেই পাই। বহু বুনিয়াদী চাষীর মুখে শুনিয়াছি যে মহাজনকে দেওয়া মানে ঘরেই রাখা। মহাজনও সে ক্ষেত্রে অনুরূপ আচরণ দেখাইয়াছেন। এই কার্য্য পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া বাজারগুলিতে ২।৪ জন ব্যবসায়ী শ্রেণীর মহাজন আছেন। তাঁহারাও ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনে দুই পয়সা পাইবার আশায়

ধান চাউল খরিদ করিয়া মজুত রাখিতেন। মানভূমের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের অন্যতম লাহা। তাহার জন্য বছরে দুবার লাহা চাষীকে (বৈশাখ ও আশ্বিন) মহাজনদের চাউল সরবরাহ করিতে হয়। ঐ মজুত চাউল হইতেই তাঁহারা ব্যবস্থা করেন। বাকীটুকু টানের দিনে মহাজনদের ঘর হইতে বাহির হয়। এই সাধারণ কারবারীগণের কোনও লাইসেন্স লইতে বা অতিরিক্ত কর দিতে হইত না। দেশে অন্ন কষ্ট দেখা দিলে জনসাধারণ ইহাদের দ্বারস্থ হইত। কেননা প্রজারা জানিত যে সুদিনের সঞ্চিত খাদ্য শস্য প্রত্যক্ষভাবে সরকার আমাদের কাছে নেয় নাই। সুতরাং তাহার কাছে দাবী করার যুক্তি আছে একথা বুঝাইলেও কৃষকেরা বুঝিতে চাহিত না। ইহা ছিল এতদিনের স্থিতি। অবশ্য ইহা যে অত্যুৎকৃষ্ট পন্থা ছিল তাহা বলা চলে না। কোনও সভ্যদেশের সহিত তুলনায় বলা যাইতে পারে যে, যে দেশের জাতীয় জীবনের প্রধান স্তম্ভ কৃষক—সে দেশের কৃষককূলের অবস্থা এতটা হীন হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই জাতীয় সরকার নানাবিধ আইন করিয়া এই প্রথাকে তুলিয়া নূতন প্রথার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। বিভিন্ন বিভাগ খোলা হইল, বিভিন্ন পদে লোক নেওয়া হইল—সিণ্ডিকেট রচিয়া ধান লেভি করা হইল। চাউল এক-চেটিয়া খরিদ করা হইল। ব্যবসায়ীর মাল সিজ করা হইল, ব্যবসায়ী ধরা পড়িল। আদিবাসী হরিজন-দের জন্য পৃথক কর্জ্জ দেওয়ার কার্য্য আরম্ভ হইল। কৃষক বিভাগ কর্ত্তৃক বীজ ধান বিতরণের ব্যবস্থা হইল। দুর্নীতি দমন আইন ও আইনের ধারক বাহক নিযুক্ত করা হইল—প্রত্যেক বিভাগে সরকারের বহু অর্থ ব্যয় হইল। কিন্তু চাষীর আশার সূর্য্য উদয় হইল না। তাহারা আরও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। গ্রাম ও বাজারের মহাজনেরা আইনের কামান গর্জ্জন শুনিয়া ও আইনের ধারক বাহক-দের বিভীষিকা দেখিয়া লেন-দেন বিষয়ে হাত গুটাইয়া বসিল। এবার চাষীর চারি পাশের অন্ধকার ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া আসিল। সে পথ দেখিতে পাইতেছে না। তাহার আশার প্রদীপের তেল ফুরাইয়া আসিয়াছে—দুর্দ্দিনের ঘন অন্ধকারে সে এখন নিঃসহায়। আজ তাহাকে পথ দেখাইতে হইলে—দুটি উপায় আছে।

(১) যদি সরকার গ্রামের চলিত প্রথা অপেক্ষা উন্নততর প্রথায় দরিদ্র কৃষকের সুবিধা করিয়া দিবার শক্তি রাখেন তবে সর্ব্বাগ্রে আজ চাষীর উন্নতির পুরাপুরি ব্যবস্থা করুন।

(২) না হয়তো গ্রামের কৃষকদের ভার কৃষকদের উপরেই ছাড়িয়া দিন। যে ভাবেই হউক তাহারা আপ-নার সঙ্কট এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। যদি দুর্দ্দিনে তাহাদের সাহায্য করিতে না পারেন তবে সুদিনে গ্রাম্য কৃষকের মুখের অন্ন আইন করিয়া কাড়িয়া আনা বন্ধ করুন। গ্রামের কৃষকের যোগান দেওয়া মহাজনের ধান চাউল তুলিয়া আনিয়া অন্যত্র চালান দেওয়া বন্ধ করা হোক।

নতুবা এইরূপ "আধ আলো আধ ছায়াতে" কিছু ফল হইবে না। সরকারী জনকল্যাণ বিভাগ একশত মণ ধান জমা রাখিয়া থানা শুদ্ধ লোককে আহ্বান করিয়াছে—ধান নিয়ে যাও।

৫০/ পঞ্চাশ মণের বেশী চাউল রাখিতে পাইবেনা এই আইনের বলে—কোনও চাষী বা মহাজনকে চাউল সহ গ্রেপ্তার করা হইল—বিচারে দণ্ড বা খালাস যাহা হউক একটা হইল। কিন্তু তার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা নাই। মহাজন চাউল আনিল না, জমা রাখিল না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করিবার শক্তিও তাহাদের নাই কেননা সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য তো কেবল শুনাই যাইতেছে। এখন বাজারের বা গ্রামের প্রত্যহ যাহারা দুইবেলা চাউল কিনিয়া খায় তাদের অবস্থা কি হইল? এখানে ভাবিতে হইবে যে কেবল পূর্ব্বতন প্রথা দোষেব বলিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলেই কাজ হইবেনা ন্যায্য পন্থায় পরবর্ত্তী উপায়সমূহ ঠিক পাকাপাকি করিয়া তবে সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যদি করিতে হয় পুরা ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা "মাঝদরিয়ায় তরী ভাসাইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে" যাত্রীর ক্ষতি ছাড়া লাভের আশা কোথায়?

গ্রামের কোন চাষী ৫৲ টাকার চাউল বিক্রয় করিতে চায়—সরকারী এজেন্টকে বিক্রয় করিতে হইলে চাষীকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দিতে হইবে। কিন্তু চাষী যদি গাড়ীর লোহা বা বলদের জন্য খইল চায় তাহা সে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাইবে না। আজ চাষীর মাথায় এত সব দুঃখের বোঝা



কিন্তু সে ইহাকেও বহন করিয়া আসিয়াছিল ঠেকে নাই। আজ সে বীজ ধানের সমস্যায় আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। বীজ ধানের সমস্যাই তাহার নিকট আজ গুরুতর সমস্যা। শতকরা নব্বই জন চাষীর আজ ঘরে বীজ ধান নাই। চাষীদের মধ্যে যাহারা সাধারণ তাহাদের অধিকাংশের জমিই "বাইদ জমি"। সাধারণভাবে দেখা যায় সারা জিলায় জমির পরিমাণ গড়ে বাইদই বেশী আর এবৎসর বহালে তবু কিছু হইয়াছে বাইদ তো সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ যদি আজ এবিষয়ে দৃষ্টি না দেন তবে বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিবে। কর্ত্তৃ-পক্ষ নিজস্ব বিভাগগুলির দ্বারা এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃষকদের ঘরে ঘরে বীজধান পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন ইহাই আশা করিব। জনতার কল্যাণে জনতার সরকার হাত বাড়াইয়া গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রস্থাপন করিয়া যদি একযোগে বীজধান ও কৃষিঋণ বিতরণ করেন তবেই জনতার পাওয়ার আশা আছে। নতুবা আইনের বেড়াজাল পার হইয়া সরকারী অনুগ্রহ লাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিবে না। যে কোনও উপায়েই হোক বীজধান আজ চাই—ইহাই আমরা দাবী করিব।

একদিন বিহারের প্রধান মন্ত্রীর এবং সাধারণতন্ত্রের মাননীয় সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আহ্বানে (তৎ-কালীন কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী) মানভূমের কৃষকগণ ভুট্টার মণ্ড খাইয়া বিনা দ্বিধায় লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল সরকারকে দিয়াছে আজ সেই কৃষকের জমি পতিত যাগাতে না থাকে কর্ত্তৃপক্ষকে আজ তাহাই দেখিতে হইবে।

---

# চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

## প্রতিকারের আবেদন

মহাশয়,

আমার পুত্র শ্রীনিবারণ বাউরী, গ্রামের অন্যান্য কয়েকজনের সহিত একটি ৩৭৯ ধারার মামলায় চালান হইয়া ৩০০৲ টাকার জামীনে খালাস আছে। উক্ত সময় হইতে তাহারা ৫ই তারিখে আদালতে হাজির হইয়াছে। ঐ মামলার অন্যতম আসামী দুবরাজ মাহাত কোর্টে হাজির হয় নাই। এ অবস্থায় গত শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল বেলা ৫॥০টার সময় পাড়া থানার দুইজন সিপাহী ও চৌকিদার সহ জমাদার বাবু আসিয়া আমার ঘরে জোর-পূর্ব্বক থালা বাটী ঢোল কপাট ইত্যাদি প্রায় ২০০৲ শত টাকার জিনিষ পত্র ক্রোক করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমার পুত্র কোর্টে হাজির থাকা সত্বেও তাহারা কোনরূপ আপত্তি শোনে নাই। গ্রামের পঞ্চায়েত ও অন্যান্য লোকেরা আমার ছেলের কোর্টে হাজির হওয়ার কথা জানাইলেও পুলিশ তাহাতে কর্ণপাত করেনা। আমার ছেলে ও ঘরের অন্যান্য সকলে কলিয়ারীতে খাটিতে গিয়াছে। বিনা কারণে আমার জিনিষ পত্র এ ভাবে লইয়া যাওয়াতে আমার বৃদ্ধাবস্থায় একা যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। মামলা করি এমন সঙ্গতি আমার নাই। আপনার পত্রিকা মারফত আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে আমার জিনিষ পত্র ফিরাইয়া দিয়া ন্যায্য ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীমতী মনি বাউরীন
গ্রাম ধূলাবাদ, থানা পাড়া

---

## পুরুলিয়া সহরে কুষ্ঠরোগীর অবাধ বিচরণ

মহাশয়,

জনস্বার্থের কল্যাণে আশাকরি আমার অভিযোগখানি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

আজ কয়মাস হইতে লক্ষ্য করিতেছি রাস্তায় রাস্তায় কুষ্ঠ রোগীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কেহ স্থায়ীভাবে রাস্তার ধারে আশ্রয় লইয়াছে; পথিক কেহ যদি যায় পয়সা চাহিয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করে। কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক ব্যাধি। এখানে ২টী কুষ্ঠাশ্রম আছে। মনে হয় কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ডিঃ কমিশনার শ্রীনিলমনি সেনা-পতির সময় কিছুটা শান্তি ছিল। তিনি এ বিষয়ে খুবই যত্ন লইতেন কিন্তু তাহার যাবার পর আবার অব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। পুরুলিয়া সহরবাসী এসম্বন্ধে নীরব। ক্ষতি

যে জনসাধারণের সেটা বুঝিতেছেন না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর এ বিষয়ে আগ্রহ নাই এমন কি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাত্রিতে কুষ্ঠ রোগীরা সাহেব বাঁধের নিকট রান্নাবান্না করে, ও সাহেব বাঁধের জল অপবিত্র করে, আবার মিউনিসিপ্যালিটীর আফিস ও টাউনহলের বারাণ্ডায় রাত্রিতে নিদ্রা যায়। সকাল হইলে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। রবিবার দিন তারা দলে দলে সহরে আসিয়া সহরময় পরিভ্রমণ করে। মিউনিসিপ্যালিটী কি ঘুমাইতেছেন? সহরের স্বাস্থ্য ও জীবন তাহাদের হাতে—প্রতিকার তাহারা আজ কি করিতেছেন? কুষ্ঠ নিবাসের পরিচালকমণ্ডলী কি আজও নীরবে থাকিবেন। মানুষের জীবন মরণ যাহাদের হাতে তাহাদের কি কোনও দায়িত্ব নাই। আমি এ সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটি ও কুষ্ঠ নিবাসের পরিচালকমণ্ডলীর ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ

পুরুলিয়া।

---

### দুর্ভিক্ষ ও আঁকরো অঞ্চল

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানা মুক্তিতে প্রকাশিত করিয়া উপকৃত করিবেন।

আঁকরো অঞ্চলের অধিবাসীদের বর্ত্তমান বৎসরে চরম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিগত বর্ষে বর্ষা না হওয়ার জন্য এই এলাকায় যৎসামান্য ধান্য কোন কোন জায়গায় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি গ্রামে একেবারেই ধান্য উৎপন্ন হয় নাই। বর্ত্তমানে এখানে চাউল পয়সা দিয়াও পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। চাউলের দর পৌনে দুইসেরের নামে দেড় সের বিক্রী হইতেছে। গরীব জনসাধারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহা লইয়া যখন সন্ধ্যায় চাল খরিদ করিতে যাইতেছে তখন তাহাদের "সের" ছোট কি বড় সেদিকে দৃষ্টি দিবার মত অবস্থা থাকিতেছে না। চাউলের দর দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যবসায়ীরা গোপনে গোপনে বেশী দরে চাউল খরিদ করিতেছে এবং চাউল সহরের দিকে চালান দিতেছে। জনসাধারণ উক্ত চাউল আটক করিলে গভর্ণমেণ্টের দোহাই পড়িতেছে। দু এক ক্ষেত্রে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের অর্ডারও তাহারা দেখাইতেছে। জনসাধারণ নিরুপায় হইয়া চাউল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। কোন কোন জায়গায় ব্যবসায়ীরা চাল খরিদ করিয়া ষ্টক করিয়া রাখিতেছে। জনসাধারণ একেবারেই চাউল পাইতেছেনা। মহাজনগণও মহাজনীর এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারান নাই। তাহারাও মন প্রতি অর্দ্ধমন কোন কোন ক্ষেত্রে একমন সুদে ধান দাদন করিতেছেন। দ্বিগুণ ধানের তমসুক অথবা ৫ মন ধানের দরুন ১০মন ধানের জমি ৩।৪ বৎসরের পাট্টা খালাসী দলিল করাইয়া লইয়া তবে ধান দাদন করিতেছে। এর উপর "গাঁট খুলানী" ছাগল, ভেড়া অভাবে মুরগীও না লইয়া ছাড়িতেছেনা। জনসাধারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছে এই কি তাদের স্বপ্নের স্বরাজ? চাষীদের অবস্থা আরও জটিল। চাষে তাদের যে কিছু ধান্য হইয়াছিল তাহাতে তাহারা এতদিন অনশনে অর্দ্ধাশনে কোনক্রমে চালাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষির দিন আসিতেছে। এদিকে তাদের ঘরে বীজধান নাই। যদিও বা দেড়ি ডবল সুদে খাবার ধান্য পাওয় যাইতেছে কিন্তু বীজ ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। আরও এক মুস্কিল হালের গরু। অনেকে পেটের দায়ে গরু বেচিয়াছে এখন তাদের বলদ জুটান মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। যদিও গভর্ণমেণ্ট থেকে অল্প সুদে গরু কাড়া কিনিবার জন্য লোন ও কৃষি ঋণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উক্ত ঋণ সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছেনা। বরং উক্ত ঋন সম্বন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। আতঙ্কের কারণ ঘটিতেছে এইজন্য যে উক্ত জয়েণ্ট পিটিশন চাড়া পাওয়া যাইতেছে না। এবং যদি উক্ত পিটিশনের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি লোন পরিশোধ করিতে না পারে অথবা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বাকি লোকের নিকট হইতে উক্ত ব্যক্তির টাকাও উশুল করা হইবে। এমনও দুএক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে জয়েণ্ট পিটিশনে যে সমস্ত লোক আবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দু একজনের অন্য উপায়ে অর্থাগম হওয়ায় তাহারা ঋণ গ্রহণ করেন নাই। আদায়ের সময় কিন্তু পিড়া পিড়িটা ঋণ না লওয়া লোকগুলির উপরই বেশী হয়েছিল। বীজধান সম্বন্ধে বিগত দুই এক বৎসরের সরবরাহ ব্যবস্থা দেখিয়া সে দিকেও কৃষকগণের আস্থা রাখা সম্ভবপর হইতেছে না। গভর্মেণ্টের, এই দারুণ সঙ্কটের সময়ে যথা সময়ে বীজধান এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল ধান এবং কৃষিখান ব্যক্তিগতভাবে না দিলে যে অবস্থা হইবে তাহা কল্পনাতীত।

শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, আঁকরো

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সাল



---

(এই পত্রখানি লোক সেবক সংঘ প্রকাশের জন্য দিয়াছেন। তাহা প্রকাশিত হইল—মুঃ সঃ)

মানভূম জেলার অধীন মানবাজার থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দের সানুনয় নিবেদন এই যে, আমাদের আজ প্রায় তিন চারি বৎসর বৃষ্টি অভাবে একেবারে ধান্য উৎপাদন হয় নাই। এখানে কোন বাঁধ নাই। যদি কাহারো আছে তাঁহাদের সরকারের দ্বারা সংস্কার করিবার ইচ্ছাও নাই। সেইজন্য বর্ত্তমানে সকল কৃষকভাইদিগকে যদি সরকার হইতে কৃষিঋণ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিতে একেবারে অক্ষম। সেই জন্য আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, সরজমিন পরিদর্শন করিয়া শীঘ্রই কৃষিঋণ দিয়া এই কৃষকগণকে কৃষিকার্য্য করাইতে মর্জ্জি হয়। বর্ত্তমানে আমরা বহু কষ্টে কালযাপন করিতেছি। এখন আমাদের এ দুঃখ দেখিবার কেহই নাই। বহু দরখাস্ত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতীকার হয় নাই। হুজুরের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আর যেন দেরী করা না হয়। ত্রুটী মার্জ্জনীয়, নিবেদন ইতি—

সর্বশ্রী শ্যামাপদ রায়, ভগীরথ রায়, সুন্দর রায়, মঙ্গল মাহাত, কিষ্টু মাহাত, গয়ারাম মাহাত, ভূষণ মাহাত, তারু মাহাত, অধর মাহাত, পেলারাম রজক, সুধু রজক, অক্ষয় রজক, শ্যামাপদ রায়, যজ্ঞেশ্বর মাহাত, হরিপদ মাহাত, রুপু মাহাত, রজু মাহাত, ফকির মাহাত, মহন মাহাত, হাড়িরাম মাহাত, মাগারাম মাহাত, করম মাহাত, মতিরাম মাহাত, মুকুলি মাহাত, বঃ যজ্ঞেশ্বর মাহাত, গুহিরাম মাহাত, হিরু মাহাত, লুধু মাহাত, গনেশ মাহাত, বঃ গুহিরাম মাহাত, রঘু মাহাত, যজ্ঞেশ্বর মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, গঙ্গাধর মাহাত, গতি গোবিন্দ মাহাত, সদাই মাহাত, চরণ মাহাত, বুধু মাহাত, ভূবন মাহাত, থুলু মাহাত, পরেশ মাহাত, শরী মাহাতানী, উপেন্দ্র নাথ পাত্র, শশধর পাত্র, পঞ্চানন পাত্র, শ্রীনাথ পাত্র, পূর্ণ চন্দ্র বাবু, যজ্ঞেশ্বর বাবু, কেশব বাবু, বঃ চারু চন্দ্র মাহাত। ষোল আনা দিঃ রঘুনাথপুর।

---

## স্থানীয় সংবাদ

**জিলায় খাদ্যশস্যের অভাব সম্বন্ধে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাব**—গত ১৫ই মে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের এক সভায় জিলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"গত বৎসর চাষের সময়ে ধানের ফসল স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অনেক কম উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বাজারে সাধারণ চাউল গড়ে ২৭৲।২৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও সরকারী ধান চাল খরিদের এজেণ্টগণ যে পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজন হইতে অত্যাধিক পরিমাণে চাউল বাহিরে রপ্তানী করিতেছে তাহাতে এই সভা অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছে।

"এই এসোসিয়েশন ইহা আশঙ্কা করিতেছে যে—যদি এই চাউল রপ্তানী অবিলম্বে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা না করা হয় তবে এখন কোন কোন অঞ্চলে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অবিলম্বে সমস্ত জিলাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

"এই এসোসিয়েশন পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজনে স্থানে স্থানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিহার গবমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে। এই প্রস্তাবের নকল নিম্নলিখিত স্থানে পাঠান হইল—(১) ভারতের খাদ্যমন্ত্রী (২) বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (৩) মিঃ এস, কে, আয়কত—বিহার গবর্মেণ্টের ফুডগ্রেণ প্রভৃতির কণ্ট্রোলার।

**উদ্বাস্তদের সেবাকার্য্য ও অবস্থা**—পুরুলিয়ার মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গত ১৩ই মে হইতে ২২শে মে পর্য্যন্ত টাটিশিলওয়াই উদ্বাস্ত শিবিরে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পুরুলিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া উদ্বাস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে :—মুড়ি—৫৪॥০ মণ বার্লি—১৮৬ পাঃ, চিনি—১ মণ ১০ সের, গুড়—২ মণ ১৫ সের, ডাল—২মণ ৩৫ সের, পুঃ ধুতি, শাড়ি—১৪৪, প্যাণ্ট—১৮৬, সার্ট—১৪৬, ব্লাউজ—৮৬, ফ্রক—৪৬, বড় প্যাণ্ট—৬, পাজামা—৪, কোট—২, কিছু নূতন ধুতি, শাড়ী ও গামছা। এই বিতরণ কার্য্যে টাটিশিলওয়াইর উদ্বাস্ত শিবিরের অধ্যক্ষ যথাসাধ্য সাহায্য করেন। উক্ত শিবিরে কোন কোন ব্লকে কতকগুলি পরিবারকে জল ঝড় ও রৌদ্রের মধ্যে বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে হইতেছে। কোন ব্লকে অত্যধিক লোক ঢুকাইবার ফলে নানারূপ রোগ দেখা দিতেছে। সাধারণভাবে শিবিরে বসন্ত, হাম, নিউমোনিয়া প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। শিবিরে অবস্থান কালীন কয়েকটি উদ্বাস্তর পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

**মানভূম জিলা সাহিত্য সম্মেলনের 'প্রতীক' প্রত্যর্পণের আবেদন**—মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির কোষাধ্যক্ষ শ্রীএইচ, এন, সিংহ এই আবেদন জানাইতেছেন যে—মানভূম জিলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গত ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে যাহারা অর্থাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে "প্রতীক" লইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকে সংগৃহীত অর্থাদি ও বাকি প্রতীকগুলি ফেরত দেন নাই; তাহাদিগকে এই অর্থ এবং প্রতীকগুলি অবিলম্বে ফেরত দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

**শোক সংবাদ**—গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ গুকুরুটু গ্রামে প্রাচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। গত পাঁচ পুরুষ যাবত এই পরিবারটি একান্নবর্ত্তী পরিবার হিসাবে উক্ত অঞ্চলে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। ৺সত্যকিঙ্কর বাবু একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উক্ত গ্রামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া চলিতেছে। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীগণকে তিনি সর্ব্বদাই সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

**রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী**—জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উপস্থিত বক্তাগণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা যাহাতে সমস্ত ভারতীয় অন্তরে উপলব্ধি করেন তাহার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

মানবাজারে শ্রীদুর্গা লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। সভায় রবীন্দ্র সঙ্গীত আবৃত্তি প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতি হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী বহু ব্যক্তির সভায় সমাগম হইয়াছিল।

---

## পুরুলিয়ায় কলেজ সম্পর্কে জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

(গত সংখ্যার মুক্তিতে পুরুলিয়া কলেজ সম্বন্ধে ১৯শে মের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবটির কিয়দংশে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যায় অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইল। মুঃ সঃ)।

"এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া, জনসাধারণের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা যে কলেজটি গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার ফলে মানভূমের অনুন্নত আদিবাসী এবং মাহাতশ্রেণীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল, সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার তথা বিহার সরকার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত উপরোক্ত পরিচালকমণ্ডলীকে বিতাড়িত করিয়া নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী কলেজটিকে চরম অবস্থায় উপনীত করাইয়া নিজেদের মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করিয়াছেন।

"এতৎসত্ত্বেও জনসাধারণ এই কমিটির নিকট হইতে কলেজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও পরিচালকমণ্ডলী নির্ব্বাচনের অধিকার জনসাধারণের নাই। অধিকন্তু ডেপুটী কমিশনারের কার্য্যকলাপ হইতে জনসাধারণের সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে কোনও প্রচেষ্টা হউক না কেন ডেপুটী কমিশনার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেনই।

"এমতাবস্থায় কলেজটির স্বার্থ যাহাতে বিপন্ন না হয় এবং কলেজটি যাহাতে রক্ষা পায় সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীকে জানাইতেছে যে তাঁহারা অবিলম্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করাইয়া কলেজটি রক্ষার উপায় সম্পর্কে নির্দ্দেশ প্রার্থনা করুন এবং ইতিমধ্যে ১। মানভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীভবতোষ সেন; ২। পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ৩। পুরুলিয়া মোক্তার এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীসুদর্শন মাহাত; ৪। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং ৫। পরে কো-অপ্টযোগ্য পুরুলিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত কমিটীর নিকট বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী কলেজ সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্যাদি জ্ঞাত করান। অতঃপর এই কমিটি এবং বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী কলেজ সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্ত হইতে ১৫ অথবা ২০ দিনের মধ্যে পুনরায় জনসভা আহ্বান করিবেন। আর যদি কোনও কারণবশতঃ উপরোক্ত কমিটীর কোন সদস্য কমিটীতে থাকিতে বা কাজ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন তবে কমিটির বাকী সদস্যগণ উক্তস্থলে অন্য একজন সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া লইতে পারিবেন।"

প্রস্তাবক—শ্রীমহাদেব মুখার্জ্জী
সমর্থক—শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী

---

## দেশের খবর

**কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিনন্দন**—গত ২১শে মে অপরাহ্নে কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় কলিকাতায় নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন পত্র দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সভায় লক্ষাধিক জনসমাগম হয়। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রায় ৭০ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি বলেন যে—পাকিস্তান যতদিন ঐস্লামিক রাষ্ট্র হিসাবে থাকিবে ততদিন হিন্দুরা সেখানে নিরাপদে বাস করিতে পারিবেনা। হয় পাকিস্তানকে হিন্দুদের জন্য এক তৃতীয়াংশ জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে নয় লোক বিনিময়ের নীতি অনুসরণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের এক কোটী হিন্দুর পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারের এক কোটী মুসলমানকে ভারত হইতে শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীকে আকস্মিক সাম্প্রদায়ীক উন্মত্ততা বলিয়া মনে করেন না। চুক্তির পরেও প্রায় দশলক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া তিনি বলেন।

চুক্তির ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উৎপীড়ন সমভাবে চলিতেছে। চুক্তির পরেও পাকিস্তানে নরহত্যা নারীহরণ প্রভৃতি প্রায় ৫৩২ টি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের আসলরূপের বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে ইহা একটি ঐস্লামিক রাষ্ট্র এবং এখানে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কোন প্রকারেই নিরাপদ নহে। তিনি বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গে দেশ বিভাগের সময় প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ হিন্দু ছিল। এখন সেখানে ৯০ লক্ষ হইতে এককোটি হিন্দু রহিয়াছে। তাহারা সেখানে সসম্মানে বাস করিতে পারিতেছে না। তিনি সুপরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে উদ্বাস্তদের পুনর্ব্বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য আবেদন করেন। তিনি বাংলার অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিয়া বলেন যে বাংলা ডুবিলে সমস্ত ভারতবর্ষই ডুবিবে।

**পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভারত—পাক চুক্তি সম্পর্কে বক্তৃতা**—গত ২২শে মে পণ্ডিত জহরলাল

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ— মফঃস্বলবাসী ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন **"পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউটই"** নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। "নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।"

প্রিন্সিপাল

## হিন্দুস্থান
## কো-অপারেটিভ
## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

**পুরুলিয়া।**

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন। সদর মানভূমে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার

**আলোক রিপেয়ারিং হাউস।**

পোঃ বরাহভূম, মানভূম।

আমাদের নিকট ডেলাইট ও হ্যাণ্ডলাইটের পার্টস কলিকাতার দরে পাওয়া যায়। আমাদের টুরিং সেল্‌সম্যানদের নিকট হইতে রেডী মাল পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

প্রোঃ এম, আহম্মদ

| | প্রত্যেকটি | ডজন | গ্রোস |
|---|---|---|---|
| পিন | /০ | ||০ | ৫৲ |
| বার্নার | ৶০ | ১৸০ | ১৮৲ |
| ওয়াসার | /০ | ||০ | ৬৲ |
| ঐ (দেশী) | ৻৲০ | |/০ | ৩||০ |
| মাউথপীস | |০ | ২||০ | ২৪৲ |
| ভ্যাপার (উপরের অংশ) | ৩৲ | ৩০৲ | |

# উজ্জ্বল ভারত

## (মাসিকপত্র তৃতীয় বর্ষ)

**সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত**

(বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ)

প্রতি সংখ্যা |/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্যালয় : ১৮এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা—২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগৎকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

## স্থান পরিবর্ত্তন

আপনাদের সুপরিচিত ছকু মিস্ত্রীর দোকান কিছুদিন হইল পুরুলিয়া চকবাজার হইতে উঠাইয়া বরাকর রোডের পার্শ্বে দশের বাঁধের সম্মুখে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়াছি। সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম।

শ্রীমহাদেব মিস্ত্রী
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ৫ই জুন ১৯৫০

বার্ষিক মুল্য—৬
নগদ মুল্য—৵০

পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় **খাদি ভাণ্ডারে** পুঞ্চা থানার কেন্দা গঠনমূলক কেন্দ্রের তৈরী খাদি পাওয়া যাইতেছে।

আপনার হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনাইতে হইলে **নিমডি লোকসেবায়তনে** পাঠাইয়া দিন। চরখার সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

# দেশের খবর

**নেহেরু ডালমিয়া পত্রালাপ**—ভারতের অন্যতম কোটিপতি শিল্পপতি শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়ার সহিত সর্দ্দার প্যাটেলের গান্ধীস্মৃতি ভাণ্ডার সম্বন্ধে পত্র মারফত তিক্ত আলোচনা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সেক্রেটারী শ্রীডালমিয়াকে এক পত্রে এই মর্মে জানান যে—আয়কর ফাঁকির ব্যাপারে যাহারা সুবিধা পাইবার আশায় গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন আপনিও তাহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং আপনার পক্ষে একমাত্র পথ হইতেছে আয়কর তদন্ত কমিশনের পথ সুগম করিয়া দেওয়া। ঐ কমিশনের নিকট আপনার ব্যবসায় সংক্রান্ত ও কতকগুলি তদন্তযোগ্য ব্যাপার মজুত রহিয়াছে। কিন্তু আপনার তরফ হইতে কোন প্রকার সহযোগীতা পাওয়া যাইতেছেনা বরং বাধারই সৃষ্টি করা হইতেছে। যদি আপনি আপনার অতীতের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সত্যই ইচ্ছুক তবে আপনার কৃত অন্যায় সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে স্বীকার করুন। শ্রীডালমিয়া ইহার উত্তরে পণ্ডিত নেহেরুকে লেখেন যে—তদন্ত কমিশনের কার্য্যে আমার তরফ হইতে বাধা দানের যে কথা আপনি বলিয়াছেন তাহা ভুল। আমার ব্যাপার তদন্ত কমিশনের নিকট একরূপ বিচারাধীন; এক্ষেত্রে খবরের কাগজে প্রকাশিত কোন বিবৃতি দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া একজন প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে সুবিচার ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি লেখেন যে—অতীতে দেখা গিয়াছে যে, যে সব শিল্পপতিদের উপর কমিশন কর্ত্তৃক নোটীশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। গান্ধী স্মৃতি কমিটীতে দানের মতলব সম্বন্ধেও তিনি অনুসন্ধান করিতে বলেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে এই সব ব্যাপারের ফলে আমার আপনারা ক্ষতিসাধন করিতে পারেন কিন্তু তাহা কেবল গণতন্ত্রের আবরণে ফ্যাসিবাদেরই পরিচয় দিবে।

উক্ত পত্রের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরুর সেক্রেটারী শ্রীডালমিয়াকে এই মর্মে লেখেন যে—আপনার দুই খানি পত্রই ধৃষ্টতাপূর্ণ বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মনে করেন। আপনার অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যাবলী উভয়ই তিনি অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন। প্রধান মন্ত্রী আর আপনার সহিত কোন প্রকার পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না।

ইহার উত্তরে শ্রীডালমিয়া আর একখানি পত্রে পণ্ডিত নেহেরুকে তাহারই কার্য্যাবলীর দোষ দেখাইয়া লেখেন যে—আপনি যদি জানিতে চাহেন তবে দেখিতে পাইবেন যে অতীতে কংগ্রেসের অতি সঙ্কট সময়ে আমি কি করিয়াছি? গত ৩০ বৎসর যাবত আমি কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে আমার ক্ষমতার বাহিরে টাকা দিবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়াছি এবং টাকা ধার করিয়া দিবার জন্য অপমান সহ্য করিয়াছি। গত '৪২ এর আন্দোলনে যখন সদাকত আশ্রম সৈন্যরা দখল করে তখন আমি কারাবরণ করিতে চাহিলেও আইন অমান্য আন্দোলন টাকার অভাবে যাহাতে বন্ধ না হয় সেজন্য আমাকে বাহিরে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জানেন যে কয়েক বৎসর পূর্বে গত সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমি দুই লক্ষ টাকা কংগ্রেসকে দিয়াছি। গান্ধীজীর নোয়াখালী ভ্রমনের জন্য আমি এক লক্ষ টাকা দিয়াছি। গত নির্বাচনে বিহারের সমস্ত ব্যয়ভার আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীডালমিয়া পণ্ডিত নেহেরুকে তাহার ক্রোধ উপশম করিতে উপদেশ দিয়া বলেন যে আপনি প্রায় ৩৫ কোটী লোকের ভাগ্য বিধাতা আপনার মাথা খারাপ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন যে—গণতন্ত্রের মূলনীতি সুবিচারের উপর জোর দেওয়া এবং শরণার্থীদের সমস্যাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে অনুরোধ করার মধ্যে ধৃষ্টতা নাই।

শ্রীডালমিয়া লিখিয়াছেন যে—শরণার্থীদের জন্য আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া কাজ করিব—আপনার নিকট তাহা অসন্তোষজনক বলিয়া মনে হইলেও তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে যথেষ্ট নোংরামী করা হইয়াছে। আমাদের এখন সর্বশক্তি দিয়া ইহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

আমার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহাই ত্রুটী থাক না কেন অর্থোপার্জনের ব্যাপারে বে আইনী কাজ করা ছাড়া অন্য কোন অন্যায় কাজ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়না। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বে-আইনীভাবে টাকা রোজগারের ব্যাপারে কংগ্রেসের বহু শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দও বাদ যান না।

আমি আপনার অনুগ্রহ বা ভীতি প্রদর্শন কোনটাই কামনা করিনা। আপনার যে সব কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাকে খুসী করিবার জন্য অন্যায় কাজ করিবে তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাহারা কোন ব্যক্তি বা দলের ভৃত্য নয়। তাহারা এবং প্রধান মন্ত্রীও জনসাধারণের ভৃত্য--প্রভু নয়।

---



‘মুক্তি’

সন ১৩৫৭ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার

## পরলোকে শ্রীরোহিণী মুদি

গত ৩১শে মে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ৩টার সময় শ্রীরোহিণী মুদি জিতান গ্রামে শ্রীভজহরি মাহাতর গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

শ্রীরোহিণী মুদি স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত ভালুগ্রামে তাহার বাস। জাতিতে তিনি আদিম জাতির অন্তর্ভূক্ত কড়ামুদি ছিলেন। সামান্য কিছু ক্ষেত ও দিন মজুরী তাহার জীবিকা ছিল।

শ্রীরোহিণী মুদির জীবন নিরলস কর্মময় ছিল। ১৯২২ সালে যখন তিনি স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন তখন হইতেই তিনি গান্ধীজীর আদর্শে জনসেবায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। তারপর এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে নির্য্যাতন লাঞ্ছনা ও দুঃখ তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন-তাহার ইতিহাস অপূর্ব। ইহাদের কাহিনী কোন দিন ইতিহাসে লেখা হয় না—লোক লোচনের অন্তরালে ইহারা নিজের অস্থি দিয়া স্বরাজের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন, নিজেদের জীবন প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় ইহারা জাতির পথ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। ইহারাই জাতির প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা। জাতির ইহারা নমস্য—প্রণম্য।

শ্রীরোহিণী মুদি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। এবং পড়াশুনায় তাহার অসীম আগ্রহ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় শ্রীরোহিণী মুদি, কিশোরী সিং সর্দ্দার, নিমাই লায়া, চুণারাম শবর, ভরত মুদি, হারাধন কুম্ভকার, শ্রীদাম মাহাত প্রভৃতিই প্রথম মানভূমের গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বাণী, গান্ধীজীর বাণী পৌঁছাইয়া জাতিকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এখন কেবল শ্রীচুনারাম শবর ও শ্রীদাম মাহাত বাঁচিয়া আছেন। অদ্ভুত ইহাদের নিষ্ঠা, অনন্য ইহাদের আত্মোৎসর্গ।

শ্রীরোহিণী মুদি তাহার সহকর্মীদের সহিত পুলিশের হাতে কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস বান্দোয়ান পটমদা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এখনও লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া ইহাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করাই পুলিশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। চরম পন্থা অবলম্বন করিয়াও তাহারা ইহাতে সক্ষম হয় নাই। একটি ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে লইয়া, চরখা কাঁধে করিয়া ইহারা ঘর দুয়ার ছাড়িয়া নিরলস পরিব্রাজকের মতো দিনের পর দিন মাসের পর মাস গ্রামের পর গ্রামে জনতাকে গান্ধীজীর বাণী শুনাইয়া তাহাদের মরা প্রাণ আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শিখাই জাতির মধ্যে পরবর্ত্তীকালে বাড়বানল জ্বালিয়া জাতির পরাধীনতার অন্ধকারকে দূর করিয়াছে। জাতি অগ্নির শিখার আলোকই দেখিয়াছে—যাহারা নিজের জীবন দিয়া এই শিখা প্রজ্বলিত করিয়া অজ্ঞাত অখ্যাত হইয়া নীরবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল—জাতির নিকট তাহারা প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীরোহিণী মুদি তাহার জীবনে কেবল দিয়াই গিয়াছে কাহারও কাছে কোন দিন কিছু চায় নাই। সে কোন বিষয়ে কাহারও কোন অপেক্ষা রাখে নাই। ১৯৪৫ সালের পরে যখন স্বাধীনতা আসিল তখন শ্রীরোহিণী বাঁচিবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। কাহারও নিকট কিছু বলে নাই কলিয়ারীতে এই বৃদ্ধ বয়সেও মজুরী খাটিবার জন্য গিয়াছে—কোন অভিযোগ নাই, কোন নালিশ নাই—সহকর্মীরা তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেও, জোর করিয়া সাহায্য দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

জীবনের শেষের দিকে একদা সে কংগ্রেসের সরকারী গোলায় ধান্য কর্জ করিতে গিয়াছিল। মানভূমে হিন্দীর সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় সে সমর্থন করে না বলিয়া কংগ্রেস সরকার তাহা দিতে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সে ইহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় নাই, অভিযোগ করা ত

দূরের কথা। কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের আচরণ ও কার্য্যাবলী দেখিয়া সে শুধু মাঝে মাঝে বলিত—"আমরা এতদিন ধরিয়া লোকের কাছে যে স্বরাজের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা কি মিথ্যাই বলিয়া আসিয়াছি? এখনকার কংগ্রেস ইহাকে মিথ্যা করিলেও—আমরা ইহাকে মিথ্যা হইতে দিবনা—আমাদের জীবন দিয়াও ইহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য লড়াই করিয়া যাইব।" শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তাহাই করিয়া গিয়াছিল।

আমরা আজ ব্যথিত চিত্তে এই অনপেক্ষ সাধকের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। যে প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখাগুলি এখনও ভারতের তমসাচ্ছন্ন গগনকে আলোকিত করিয়া রাখিতেছে—শ্রীরোহিণী মুদির মৃত্যুতে তাহার একটি শিখা নির্বাপিত হইয়া গেল। তবে সে তাহার প্রাণ নিঃশেষেই দান করিয়া গিয়াছে—সুতরাং ইহার ক্ষয় নাই। ইহা আবার নবরূপে প্রজ্জলিত হইয়া তাহার জীবনের সাধনাকে সফল করিয়া তুলিবে—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

---

## শোচনীয় পরিণতি

মানভূমের বরাবাজার-পটমদা হইতে নির্বাচিত জিলা বোর্ডের কংগ্রেসী সদস্য জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীবীররাঘব আচারিয়া কয়েক মাস পূর্বে পদত্যাগ করাতে উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রে পুনরায় একটা সদস্য নির্বাচনের জন্য উপনির্বাচন হয়। এই উপনির্বাচনে একটি আসনের জন্য দুইজন প্রার্থী ছিলেন। শ্রীসুচাঁদ সিং কংগ্রেস প্রার্থীরূপে এবং শ্রীগঙ্গাধর সিং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। গত ২২শে মে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত এই দুইটি থানায় ৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। গত ৩১শে মে ভোট গণনা করা হয়। অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীগঙ্গাধর সিং কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন।

মানভূম জিলার বর্ত্তমান কংগ্রেসের ইতিহাসে একই বৎসরের মধ্যে ইহা কংগ্রেসের দ্বিতীয় পরাজয়। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে মধ্য মানভূমে পাড়া থানায় জিলাবোর্ডের আর একটি উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নিকট কংগ্রেস প্রার্থী অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহার ছয় মাসের মধ্যেই দক্ষিণ মানভূমে আর একবার কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিল।

বর্ত্তমানের এই নির্বাচন নানাদিক দিয়াই উল্লেখ যোগ্য ও আলোচনার যোগ্য। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে বহু স্থানে বহু নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজয় যে না হইয়াছে তাহা নয়। এখনও অন্যান্য দু একটি প্রদেশে যেখানে আইন সভার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন হইয়াছে সেখানেও বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু মানভূম জিলাতে কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরাজয় সেই সমস্ত পরাজয়ের সহিত একই স্তরে আনা চলে না। ইহার কার্য্য কারণ বিভিন্ন বলিয়া ইহার যে বৈশিষ্ট আছে তাহা আলোচনা করার যোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার প্রতিষ্ঠা জনগণের নিকট হারাইয়াছে। ক্ষমতা লাভের পরে যে নৈতিক অধোগতি ইহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার জন্য যে বা যাহারাই দায়ী হোক না কেন—দেশবাসীর নিকট ইহাকে অতি শোচনীয়ভাবে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তোলা হইয়াছে—ইহাই সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হইতেছে—তাহার অন্যতম সাধারণ কারণ যে ইহা, তাহাই স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সমস্ত বিশেষ কারণ রহিয়াছে—তাহা মানভূম ছাড়া অন্য কোথাও নাই বলিলেই চলে।

ভাষার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন ও কার্য্যকরী করিবার জন্য বাংলাভাষী মানভূম জিলাকে—বাংলাভাষী নহে এবং প্রধানতঃ হিন্দীভাষী—ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর হইতে বিহার গবর্মেণ্ট, বিহার কংগ্রেস এবং তৎসংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিবর্গ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। মানভূমের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যে সমস্ত বর্বরোচিত নীতি ও ব্যবস্থা গৃহীত ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সহিত দেশবাসী সুপরিচিত ও জিলাবাসী ভুক্তভোগী। কিন্তু বিহারে ও বিহার প্রদেশের বাহিরে যাহারা এই জিলার



প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের নিকট, বিশেষ করিয়া শাসন ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, মানভূম জিলা সম্বন্ধে সত্যকে নিরন্তর মিথ্যা প্রচারের দ্বারা যে ভাবে তাহারা বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইতিহাস দেশবাসী হয়ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন। অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিহারের সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ—মানভূমের জনসাধারণ যে বিহারের ভাষার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং তাহারা হিন্দী ভাষী এই ধারণাই অকুণ্ঠিতভাবে ভারতের অন্যান্য নেতৃবর্গের মনে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিহারের বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া মানভূমের বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটী সম্পূর্ণভাবে এই নীতির সমর্থক ও পোষক। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে ইহা এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র এই ভাষার সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্যই ইহার বর্ত্তমান অস্তিত্ব। মানভূম জিলায় বর্ত্তমানে কংগ্রেসের কার্য্য ও নীতি বলিয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা এই মিথ্যা ও অন্যায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নীতি। মানভূম জিলাকে হিন্দী ভাষী বলিয়া প্রমাণ করা এবং মানভূম জিলার অধিবাসী হিন্দীকেই তাহাদের ভাষা বলিয়া স্বীকার করে—ইহা প্রতিষ্ঠিত করাই মানভূমে কংগ্রেসের নীতি। বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তাহাদের কার্য্যাবলী, তাহাদের ঘোষণা, বিহার কংগ্রেস সভাপতির বিভিন্ন বিবৃতি এবং কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ও কোন কোন দায়িত্বশীল সর্বভারতীয় নেতার কার্য্যাবলী নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণ করে।

কংগ্রেসের যে সাধারণ নৈতিক অধঃপতন দেশব্যাপী দেখা দিয়াছে মানভূম জিলায় তাহা ছাড়াও এই বিশেষ পরিস্থিতি ও এই বিশেষ নীতি কংগ্রেসের বিশেষ ব্যাপার। এবং এই নীতিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্ট একযোগে যে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে তাহা কংগ্রেসের সাধারণ অধঃপতনকে আরও শোচনীয় রূপ দিয়াছে। অন্যান্য স্থানে কংগ্রেসের পরিস্থিতির সহিত এই জিলায় কংগ্রেসের রূপের ও নীতির এ পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এই জিলার নির্বাচনে ক্ষেত্রে এই জিলায় কংগ্রেসকে সমর্থন ও অসমর্থন করিবার উপরে সাধারণভাবে কংগ্রেসের নৈতিক অধোগতি এবং বিশেষভাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্টের প্রযুক্ত ও ঘোষিত নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রামাণ্য অভিমত প্রকাশিত হয়। অনধিক ছয় মাস কালের মধ্যে দুইটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে—মানভূম সম্বন্ধে বিহার গবমেণ্টের, বিহার কংগ্রেসের, জিলা কংগ্রেসের এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ঘোষণা, অভিমত ও অনুসৃত নীতি মানভূম জিলার জনসাধারণ সমর্থন করেনা—বিরোধীতা করে। তাহারা অর্থ, প্রলোভন, দণ্ড ও নানাবিধ অন্যায় উপায়ে নিজেদের স্বার্থ সাধনে অসদুপায়ে সৃষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা যে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—মানভূমের জনমত তাহা প্রকৃতই মিথ্যা বলিয়া অবিসম্বাদিতরূপে ঘোষণা করিতেছে।

বরাবাজার-পটমদার উপনির্বাচনে আর একটি দিক যাহা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল তাহার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীই লজ্জিত হইবেন। কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে কোনরূপ হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্যভাবে কাজ করিয়াছেন। সরকারী এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের ট্রাক প্রকাশ্যভাবে ভোটার বহনে নিযুক্ত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীগণ প্রকাশ্যেই জয়লাভের জন্য এমন কোন উপায় বা পন্থা নাই যাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রচারক ও সমর্থক হিসাবে এসিষ্টেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারগণ মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়া ছুটিয়াছেন। এইরূপ জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে—বাক্স ভাঙ্গিয়াও আমরা জয়লাভ করিব।

জিলার এবং স্থানীয় যাহারা চিরকাল কংগ্রেস বিরোধীতা করিয়া দেশের শত্রুতা সাধন করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ভাড়াটীয়ারূপে কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকে কংগ্রেস পক্ষে ভোটের প্রচার করিতে দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছে।

ইহার উপরে সর্বাধিক শোচনীয় ব্যাপার এই যে কংগ্রেসের প্রচারকগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে ভোটারদের মদ খাওয়াইয়া ভোটদানে প্রলুব্ধ করিয়াছে। মদের প্রলোভনে এবং খাওয়াইয়া নিজেদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাতালদের নিযুক্ত করিয়াছে। এই সমস্ত উপায়ে যে বীভৎস ঘটনা ও অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও লজ্জার বিষয়।

জনসাধারণের মনোভাব এ বিষয়ে বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। কুমীর গ্রামে ভোটারদের ভোট দিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে টাকা দিবার প্রস্তাব করা হয়। তাহারা প্রথমে অবাক হয়, পরে তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। বহু স্থানে জনসাধারণ কংগ্রেসের গাড়ী প্রত্যাখ্যান করিয়া হাঁটিয়া আসিয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়া গিয়াছে। অথচ এই সব অঞ্চলে একদিন একমাত্র কংগ্রেসেরই অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

স্বতন্ত্র প্রার্থী একটী ২৫।২৬ বৎসরের যুবক। সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। সমস্ত কংগ্রেস শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সরকারী শক্তি সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান বিবর্জিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণ যেন দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মত ইহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কংগ্রেসের এই নির্বাচনে স্বতঃই প্রশ্ন আসিতেছে— ইহা কেন? কেন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল? এবং এই মহান প্রতিষ্ঠানকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় যাহারা আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের অপেক্ষা দেশের বৃহত্তর শত্রু আর কেহ আছে কিনা তাহাই আজ বিবেচনার বিষয়।

এই নির্বাচন ব্যাপারে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীগণ, কংগ্রেস ও তাহার তথাকথিত সমর্থকগণ যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে আচরণের পরিচয় দিয়াছেন, এবং যেভাবে জনসাধারণের সমক্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে অবনমিত করিয়াছেন তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া আমরা এই কলঙ্কের কালিমা আর বিস্তার করিতে চাহিনা। পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র মানভূম পরিভ্রমণের পরে মানভূম ত্যাগের প্রাক্কালে বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে—"জিলা কংগ্রেস কমিটী তাহার হৃতস্থান পুনরুদ্ধার করিয়াছে।" এই প্রতিষ্ঠান যদি আপন মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তবে তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণজনকই হইত। কিন্তু তাহার সম্ভাবনার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছেনা। এই উপনির্বাচনে বিশেষ করিয়া ইহাই দেখা গেল যে—কংগ্রেস মহীরুহের যে মূল মানভূম জিলার মাটীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল —বিহার কংগ্রেস, জিলা কংগ্রেস, কংগ্রেস গবর্মেণ্ট, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, কংগ্রেসের শত্রুদের সহায়তায় একযোগে সেই দৃঢ় মূল উৎপাটন করিয়া সেই মহীরুহকে ভস্মীভূত করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরিণতি আজ ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত দিতেছে তাহার রূপ দেশবাসীর নিকট বাস্তবিকই শঙ্কার বিষয়।

—

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**দণ্ডিত চোরাকারবারীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ**—আদ্রার মেসার্স রামনিবাস জ্যোতিলাল কেরাশীন তেলের ব্যাপারে চোরাকারবার করিবার অভিযোগে নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল করেন। কিন্তু হাইকোর্টেও তিনি দণ্ডিত হন। হাইকোর্টে দণ্ডিত হইবার পরে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকেই পুনরায় মাসিক ৩০০ টিন কেরাশীনের কোটা মঞ্জুর করেন। এই কোটার বিশেষত্ব এই যে ইহার বিক্রয় কোন নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। যে কোন স্থানে যে কোন লোককে তিনি ইহা ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইচ্ছামত দরেও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। এই ব্যাপারের উপর মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। তবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমাদের জিলায় হাতে পাতে চোরকে মাল সহ থানায় লইয়া গেলে চোরকে ছাড়িয়া অভিযোগকারীকে গ্রেপ্তার করার দৃষ্টান্ত মজুত আছে। এক্ষেত্রে হাইকোর্টে চোরাকারবারের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে আদর করিয়া পুনরায় কেরাশীনের কোটা যথেচ্ছ বিক্রয় করিবার লাইসেন্স না

( ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )



# মানভূমের শস্য কথা

## কেন দুর্ভিক্ষ হবে না?

(জীমূত বাহন সেন)

১। মানভূমের আয়তন ৪১৪১ বর্গ মাইল, অর্থাৎ ২৬,৫৪,০৮০ একর।

২। পাহাড়, পর্ব্বত, চাটান, টাঁড়, নদী, নালা, বাঁধ, পুষ্করিণী, ডোবা, গর্ত্ত, রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়ী ইত্যাদি বাদ দিলে চাষ করিবার জমি পনের লক্ষ (১৫,০০,০০০) একর জমি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে জঙ্গল মোটে ৯,৭৮৮ একর—( এক একর = তিন বিঘা )।

৩। জমির স্বরূপ—সাধারণতঃ কাঁকুরে মাটি, উপরে খুব পাতলা উদ্ভিদ পচা মাটি। জঙ্গল অল্প থাকা হেতু, বৃষ্টির জল ধরিতে পারেনা, ফলে জোরে জল বাহির হইয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়, ফলে পলি জমিতে পারেনা।

জমি চারি প্রকারের—(ক) চিটা মাটি ( গোবরা চিটা, হুধী চিটা ও দব চিটা ) (খ) দরশা এবং পলি (গ) বালী ও (ঘ) সোডা মাটি, লাল মাটি, কাল মাটি কঙ্কা মাটি ও পাথর মাটি।

৪। কিন্তু সাধারণ চাষী, মাটি স্থলের স্থিতি অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীভুক্ত করে—

ক। **বহাল**—অর্থাৎ যে জমি নিম্নে অবস্থিত; যাহা সব সময়ই স্যাৎস্যেঁতে থাকে ও বাঁধ থেকে ভিতর ভিতর জলের স্রোত বয়।

(খ) **কানালী**—দুইটি উঁচু জমির ভিতর কাটা নীচু জমী, বহালের মত স্যেঁৎস্যেঁতে থাকে না, তবে ভিজা পাওয়াও সম্ভব।

গ। **বাইদ**—উপরের জমি, যে জমির চাষ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর বা জলসেচের উপর নির্ভর করে।

ঘ। **টাঁড় বা ডাঙ্গা**—যাহা কোনও সময়ে জঙ্গল ছিল, জমির কোনও রসই নাই। অনেক চেষ্টায় ৪।৫ বছরে একটা ফসল হয়।

ঙ। **গোড়া**—টাঁড় কেটেই গোড়া জমি হয়, বাস্তর সঙ্গেই প্রায় গোড়া জমি সামিল হয়।

৫। পাতলা মাটির নীচেই কাঁকর, এবং ৬।৭।৮ ফুটের মধ্যেই পাথর পাওয়া যায়, সেই জন্য কুয়া খোঁড়া ব্যয়সাপেক্ষ, এবং কঠিন। চাষের জন্য কুয়া ব্যবহার হয় না বলিলেই চলে। খাল কিম্বা নদী বেঁধে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই। দামোদর ভ্যালি স্কীমে মানভূমের চাষের কোনও সহায়তা নাই। কাঁসাই, দ্বারিকেশ্বর, সুবর্ণরেখা নদীতে যদি উক্তরূপ বাঁধ দিবার বন্দোবস্ত হয়, তবেই মানভূমের চাষের কাজের সুবিধা হবে। অনেক গ্রামেই বাঁধ আছে, তবে সেচনের উপযোগী বাঁধ বা গ্রামের অধিকাংশ ক্ষেত সেচনের জন্য বাঁধ প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৬। তাই ধানী জমির শতকরা ৬০ ভাগই বাইদ জমি, ২৫ ভাগ কানালী এবং বাকী ১৫ ভাগ বহাল।

৭। সিফটন এবং গোথ্‌লে সাহেবদ্বয়ের অনুধাবন অনুসারে, বাইদ জমীতে প্রতি একরে ৮/মণ, কানালীতে ১৮/মণ, এবং বহালে ২৫/মণ, ধান হয়, যদি সে সকল বৎসরে সুবৃষ্টি হয়।

৮। জেলায় ধানী জমির পরিমাণ ১৪৮২ বর্গ মাইল --(এক বর্গ মাইলে ৬৪০ একর অথবা ১৯২০ বিঘা থাকে) তার মধ্যে ৮৫৮ বর্গ মাইলই বাইদ জমি, বাকী কানালী, বহাল ও গোড়া ( গোড়া জমিতে ধান সাধারণতঃ তিন বৎসরে একবার হয় )।

৯। বৃষ্টিপাত ৪৮" ইঞ্চি। ধান চাষের জন্য মে মাসে বৃষ্টির প্রয়োজন। তখন চাষা বীজক্ষেত তৈয়ারী করিয়া বীজ রোপন করে। এই বীজ 'আফর' হইতে প্রায় এক মাস সময় লয়। বীজ লাগাইবার পর মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিপাতের দরকার হয়, তাহাতে ধান গাছগুলির পুষ্টি হয়, এবং যে সব ক্ষেতে ঐ 'আফর' পোঁত হইবে, সেই সকল ক্ষেতগুলি হাল বাহিয়া, সার গোবর দিয়া তৈয়ারী করিবার সুযোগ পায়। মে মাসের প্রথম ভাগে অল্প অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাঝে মাঝে দু তিন দিনের জন্য বন্ধ, মে মাসের শেষের দিকে ও জুন মাসে অন্ততঃ ৮।১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত, এবং জুলাই, আগষ্ট মাসে প্রচুর বারিপাত দরকার হয়। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ধানের গাছে শীষ্ হইতে আরম্ভ করে। ক্ষেতে বেশী জল থাকিলে ধান গাছের গোড়া পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য এই সময় ক্ষেত কাটিয়া জল

বাহির করিয়া দিতে হয়। এই সময় একটা ভাল বৃষ্টি অন্ততঃ ৪।৫ ইঞ্চি এবং অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে অন্ততঃ তিন ইঞ্চি বৃষ্টি না হইলে, শীষগুলির ভিতর দানা বাঁধে না—ধান আগড়ায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তবে বাঁধের আশ্রয়ের জমিগুলি বাঁধ হইতে জল পাইতে পারে, তাহাতে কতকটা ক্ষতিপূরণ হয়। বাইদ জমি সম্পূর্ণভাবেই এই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

১০। ১৯৪৯ সালে মে মাসে মানভূমে মোটে বৃষ্টি হয় নাই, জুন মাসের শেষভাগে প্রথম বৃষ্টি হয়, ফলে বীজ ক্ষেত তৈয়ার করিতে, আফর তৈয়ারী হইতে ও আফর ক্ষেতে রোপণ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। অনেকেই এবং অনেক জায়গায় ভাদ্রমাসের শেষ অবধি চাষের কার্য্য টানিয়া লইতে বাধ্য হয়। যদিও জুলাই ও আগষ্ট মাসে কিছু বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবরে কিম্বা নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নাই। সেই বৃষ্টি এই বৎসর মে মাসে হইয়াছে ইহার মধ্যে এক ফোঁটাও হয় নাই। ফলে বহু জমিতে চাষই হইতে পারে নাই এবং যে ধানের শীষ জন্মিয়াছিল তাহা বেশীর ভাগ ক্ষেতেই আগড়ায় পরিণত হইয়াছে। বৃষ্টি কিছু কিছু রঘুনাথপুর, কাশীপুর, পুঞ্চা, মানবাজারের অধিকাংশে ও ঝালিদা অঞ্চলে হইয়াছিল, সেখানে ধানের ফসল অপেক্ষাকৃত ভাল। সদর সাবডিবিজনের অন্যান্য ১৬টি থানায় ফসল মোটেই ভাল নয়।

১১। মানভূম জেলায় ধানের চাস বরাভূম পরগণায় সব চেয়ে বেশী—সমস্ত জেলার ৭৩ ভাগ ধান ঐ এলাকায় হইয়া থাকে। এই এলাকার অন্তর্গত বান্দোয়ান ও পটমদায় বৃষ্টি নিতান্তই কম হইয়াছে। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকায় জনসাধারণ আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছবি দেখিয়া ভয় পাইয়া সাধারণের গোচরে আনে। স্থানীয় লোক সেবক সঙ্ঘ তদন্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন যে সেখানকার অবস্থা বিশেষ ভয়াবহ এবং ইহার ব্যবস্থা ও প্রতিকার সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। এখন পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।

১২। গত চারি বৎসর ধরিয়া মানভূম সদর সাবডিবিজনকে চাল ধানের উৎপন্ন হিসাবে Surplus area (উদ্বৃত্ত এলাকা) বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই হিসাবে ইহাকে Procurement area অর্থাৎ শস্য সংগ্রহের অঞ্চল করা হইয়াছে। অল্প সংখ্যক কয়েকটি ব্যবসায়ীকে চাষার নিকট হইতে চাল ধান খরিদ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবসায়ীদের প্রত্যেককেই সর্ত্ত অনুযায়ী একটি কোটা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহাদিগকে সেই কোটা মত চাল সরকারকে সরবরাহ করিতে হয়। সরকার হইতেও চাল ধান খরিদ করিবার জন্য, মূল্যের শতকরা ৯০৲ টাকা অগ্রিম দাদন দেওয়া হয়। চাষাকেও আইন দ্বারা বাধ্য করা হইয়াছে যে সে ১৪৷০ মণ হিসাবে চালের দাম লইয়া বিক্রয় করিবে। কোনও ব্যাপারী বা চাষা জনসাধারণকে ৩৲ মণ চালের বা ৫৲ মণ ধানের বেশী বিক্রয় করিতে পারিবেনা। সদর সবডিবিজনের বাহিরে এই সব ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য কাহাকেও একটি ধানও বিক্রয় করিতে পারিবে না। আবার এই কয়টি ব্যবসায়ী মারফৎ সরকার যে ধান বা চাল লইতেছে বা লইয়াছে, প্রত্যেকটি দানাই গবর্মেণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জেলায় বা অন্য দেশে রপ্তানী করিতেছেন। এইরূপ গত ৪ বৎসরে সরকার এই জেলা হইতে প্রায় ৩০।৩৫ লক্ষ মণ ধানে ও চাউলে খরিদ করিয়া অন্যত্র চালান দিয়াছেন। ১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুসারে পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজনে ১২,৯০,০০০ লোকের বাস। ধানবাদ সাবডিবিজন Procurement area অর্থাৎ শস্য সংগ্রহের অঞ্চল নয় সেই জন্য ধানবাদ এলাকাকে এই আলোচনায় আনা হইল না, এবং এইজন্যই ধানবাদ অঞ্চলের চাষী জমির পরিমাণও বাদ দেওয়া গেল। ধানবাদ এলাকা জেলার ১।৫ অংশ, ধানী জমিরও ১।৫ অংশ বাদ দিয়াই আমাদের হিসাব করিতে হইবে। আবার ১৯৫০ সালে লোকসংখ্যাও সদর সবডিবিজনে ১৬ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে ইহাও উপেক্ষা করিলে চলিবেনা।

১৩। তাহা হইলে প্রথমে পনের লক্ষ (১৫,০০,০০০) একরের ১·৫ অংশ বাদ দিলে সদরের চাষের উপযোগী জমি দাঁড়ায় দশ লক্ষ (১০,০০,০০০) একর। ধান চাষের উপযোগী জমি সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে উহার ৭৩ ভাগ অথবা



ধান চাষের উপযুক্ত জমি ৭,৩০,০০০ একর। কিন্তু সাধারণতঃ যাহা খিল পড়িয়া থাকে এবং এবৎসর চাষ হইতে পারে নাই তাহাও প্রায় ইহার ১।৪ অংশ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ধান হইয়াছে ৬ লক্ষ একরে। এই ৬ লক্ষ একরের ৬০ ভাগই বাইদ জমি, যেখানে ১৯৪৯ সালের বৃষ্টির ধারার অভাবের জন্য প্রায় ধানই 'আগড়া'য় পরিণত হইয়াছে বা মরিয়াছে। তাহা হইলে এই কথাই দাঁড়াইতেছে যে খুব বেশী হইলে ১৯৪৯ সালে মোটেই ৪ লক্ষ একরে ধান হইয়াছে। ৭ নং অনুচ্ছেদের হিসাবে এই ৪ লক্ষ একরে যদি খুব বেশী ধান হয় তবে ৮০ লক্ষ মণ ধান (যদিও তাহা হয় নাই)। ধান হইতে চাউল করিতে সাধারণ চাষার খরচ অৰ্দ্ধেক হয় অর্থাৎ ৪০ লক্ষ মণ চাল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার যদি প্রত্যেকটি দানা সদর সবডিবিজনের অধিবাসীদের খাওয়ার জন্যই খরচ হয়, তাহা হইলে বাৎসরিক মাথা পতি ২৷০ মণ করিয়া চাল পাওয়া যায়। ২৷০ মণ চালে কি একটা লোকের বৎসর চলে? মানভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ নয় ত কি?

১৪। ১৯৪৯ সালে সরকার পক্ষ ১৬।১৭ জন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহারা সরকারকে মানভূম হইতে ২৮ লক্ষ মণ ধান খরিদ করিয়া দিবেন, এবং ঐমতে তাঁহারা অগ্রিম দাদনও লইয়াছেন এবং আরও ভয়াবহ অবস্থা এই যে, প্রায় ১৫ লক্ষ মণ সরকারের আদেশে অন্যান্য দেশে চালান করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বাকী ১৩ লক্ষ মণ ধান আদায় দিবার জোর তাগাদা লাগাইয়াছেন। ষ্টেশনে গেলে দেখা যাইবে যে রোজই মালগাড়ীতে ৪টি, ৫টি, ৬টি, ৭টি, কখনও আরও বেশী ওয়াগন ভর্ত্তি করে চালান হইতেছে। মানভূম যে অন্যান্য কয়েক বছরে ৩০ লক্ষ মণ ধান চালদিয়াছে, এবং এই বৎসর যে মানভূমে চাল নাই, তাহার সম্বন্ধে একটুও চিন্তা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নাই। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে চাহিতেছেন না যে গত পাঁচ মাসে ১৯৪৯ এর মোট ৪০ লক্ষ মণ চাল হইতেই সদরের লোকেরা চাল কিনিয়া খাইয়াছে, এখন এই বাকী ১৩ লক্ষ মণ বাকী ধানের তাগাদায় জিলায় যে ধান থাকার কথা, তাহার উপরেই টান পড়িবে বা পড়িয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃকপক্ষদের মানভূমবাসীর উপর অনেক রকমেরই নেকনজর গত দুই বৎসর ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সমাজে নানা রকমের বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মানভূমের লোককে যথেষ্টভাবে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিনের প্রতিষ্ঠান যাহা নমস্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত যথা, স্কুল, কলেজ, তাহা হিন্দী বাংলার অজুহাতে, বেহারী বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক ঝগড়া তুলিয়া নষ্ট করিতেছে। গত বৎসর কিছু আদিবাসীদের হাত করিবার জন্য তাহাদের উস্কাইয়া, চাষার ক্ষেতের ধান অন্যায়পূর্ব্বক অবৈধভাবে চুরি, ডাকাতি করাইয়া, লুট করাইয়া নষ্ট করিয়াছে। মাহাতর ক্ষেত ভূমিজকে দিয়া, ভূমিজের ক্ষেত সাঁওতালকে দিয়া, সাঁওতাল, ভূমিজ মাহাত দের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া এখন মানভূমে যে সামান্য কয়টা চাউল আছে, তাহাও জোরপূর্ব্বক লইয়া বাহিরে চালান দিয়া একই অস্ত্রে ১৯৫০ সালে সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত এবং অন্যান্য মানভূমবাসীকে না খাওয়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?

১৫। ১৯৪৩ সালে চালের দর পুরুলিয়ায় এক টাকায় ৴১০ সের ছিল, ১৯৪৪ সালে সরকার তাহার ৴৪ সের দর বাঁধিয়া দিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাহা ৴২৷০ সেরে পরিণত হইল। অদ্য সরকারের খরিদের দর ১৪৷০ মণ, কিন্তু জনসাধারণের দর ২৫৲।২৬৲ মণ। দর সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মে এ অবস্থায় বাড়িতে বাধ্য। যেখানে কম জিনিষ এবং খরিদ করিবারই হিড়িক, মানভূমের জনসাধারণের দ্বারা সামান্য দু এক মন নহে, কিন্তু সরকার পক্ষ হ'তে হাজার হাজার মন খরিদ করা হইতেছে, এবং তাহাও বাহিরে চালানের জন্য তখন দর বড়িবে ছাড়া কমিবে কিরূপে? দরের ভাগ্যে যাহাই হউক, চাল যে আর পাওয়া যাইবে না সেইটিই বিশেষ ভয়। সাধারণের এখন চেতনা দরকার।

---

# কৃষকের আর এক সমস্যা

## গৃহপালিত জন্তু ও তাহাদের খাদ্য

( জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য )

আজ এই দুঃসময়ে চাষীর নিকট আর এক কঠিন-তর সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—গৃহপালিত গো-মহিষাদি জন্তু এবং তাহাদের খাদ্য। মানুষ তবু এক সন্ধ্যাও কোনমতে জুটাইতেছে কিন্তু গো-মহিষের পক্ষে তাহাও জুটিতেছে না। সাধারণতঃ ধানের খড় বা পুয়ালই ইহাদের সারা বছরের খাদ্য। ধান উৎপন্ন না হওয়ায় খড়ের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। পুয়ালের সঙ্গে মধ্য-বিত্ত গৃহস্থরা তিল, গুঞ্জা বা সরিষার খৈল মহল ভিজাইয়া ঐ সব গৃহপালিত জীবগুলিকে খাইতে দিত। ইহা উহাদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু এ বছর ঐ সব তৈলবীজ আদৌ জন্মায় নাই বলিয়া খইলও পাওয়া যাইতেছে না। কলের প্রস্তুত এক-প্রকার খইল আমদানী হইয়াছে কিন্তু ইহা সকল গো-মহিষেই খায় না এবং খাইলেও পাওয়া মুস্কিল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একটি উত্তম খাদ্য ছিল গাছের পাতা। গো-মহিষগুলি স্বেচ্ছায় বনে গিয়া এক বেলা পেট পুরিয়া পাতা খাইয়া আসিত কিন্তু সর-কারী হেফাজতে বনের চিহ্ন সব লোপ হইয়া গেল সুতরাং গৃহপালিত পশুগুলিও নিরাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। মাঠে গিয়া যদি দুই একটা ঘাস ছিঁড়িত তারও উপায় নাই কেননা আজ আট মাস ধরিয়া একফোঁটা জল নাই, ঘাস গজাইবে কেমন করিয়া।

তারপর নিত্য ব্যবহার্য্য জলের অভাব। মানুষের মত গো-মহিষাদিকেও গ্রীষ্মকালে নিত্য ধোয়ান প্রয়ো-জন। কিন্তু ধোয়া ত দূরের কথা গৃহপালিত পশুগুলি প্রয়োজন মত পানীয় জলও পাইতেছে না। ফলে সব অঞ্চলেই চাষীর প্রয়োজন সাধনের জিনিসগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও সংখ্যায় কম হইয়া পড়িতেছে। চাষীর পক্ষে আজ এই দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুধ দেওয়ার মত গাই মহিষ তো বহুদিনই ফুরাইয়াছে বলিলেই হয়, আজ আবার শাক-মাড় নুন-ভাত যোগাড়ের সাধন স্বরূপ যে গরু কাড়াগুলি ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ইহার উপর আবার আছে নানা রকম ব্যাধি। তাহার কোনও প্রকার চিকিৎসা হইতেছে না। পুরাতন ধরণের গোচিকিৎসায় নানা জাতীয় গাছ গাছড়া ও নানাবিধ বনৌষধির প্রয়োজন। বৃষ্টি না হওয়ায় ও বনসমূহ ধ্বংস হওয়ার ফলে সে সব আর পাওয়া যাইতেছে না। নূতন চিকিৎসা পদ্ধতিও গ্রামে ঘরে তেমন চালু হয় নাই। এখন চাষী কি করিবে তাহা ভাবিবার কথা।

উড়িষ্যায় গত সর্ব্বোদয় সম্মেলনে গো সেবা সঙ্ঘের বৈঠকে—গোজাতির উন্নতির বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে খাঁটি ঘৃত পাওয়ার কি উপায় তাহাও ভাবা হইয়াছিল। দেশে যে গো জাতির খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে তাহাও সর্ব্বসম্মতে স্বীকার করা হইয়াছে। একজন্য স্বতন্ত্র ঘাস চাষের কথা সম্মেলনে আলোচিত হয়।

বাস্তবিক আজ যদি গোধন রক্ষা করিতে হয় তবে তাহার খাদ্য হিসাবে স্বতন্ত্র ঘাস চাষ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে যে সব গাছের পাতা গরু মহিষে খায় আজ গ্রামবাসীগণকে ঐ সব গাছ লাগাইতে হইবে। এই সব ব্যাপারে এখন অন্য ভরসায় থাকিয়া নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিলে দেশে গো সম্পদ আর টিকিবে না।

পুপুনকী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ এই নূতন ঘাসের চাষের কথা বহুদিন আগে মানভূমে চাষ থানার কৃষকদের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি নিজেও এই ঘাসের বীজ আনিয়া বোধহয় চাষ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট পত্র ব্যবহার করিলে জানিতে পারিবেন।

আজ এই সঙ্কটের দিনে সরকারী কৃষি বিভাগ "গোখাদ্য" সঞ্চয়ের অন্য কি উপায় থাকে তাহা প্রচার দ্বারা কৃষককুলকে উপকৃত করুন। উক্ত স্বতন্ত্র ঘাসের বীজ ও চাষের প্রণালী যাহাতে চাষীরা জানিতে পারে কৃষি বিভাগ হইতে তাহাও করা হউক।

জিলা পশুচিকিৎসা বিভাগ—সহজে যাহাতে গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা নূতন চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় তজ্জন্য—বিকেন্দ্রিতভাবে চিকিৎসা প্রথার প্রবর্ত্তন করুন। পরতন্ত্রে ভারতে প্রজাগণ চিকিৎসার নিমিত্ত আবেদন করিলে তবে চিকিৎসা বিভাগ সে বিষয়ে কিছু করিতে অগ্রসর হইতেন।

আজ প্রজাতন্ত্র ভারতে সরকারী বিভাগই অগ্রসর হইয়া গ্রামের কৃষকদের কল্যাণের জন্য পশুগণকে নিরাময় করিতে অগ্রসর হইবেন ইহাই আশা করিব। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাপিয়া ও প্রচার করিয়া পশু চিকিৎসার প্রাথমিক করণীয়গুলি যাহাতে কৃষকেরা সহজে জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ওয়ার্ধার নিকট নালবাড়ীতে—বেরার ও মধ্য প্রাদে-শিক সরকার সহজ প্রণালীতে গোচিকিৎসার সাধা-রণ ট্রেনিং দিয়া গ্রামে গামে তাহাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তত্রত্য কৃষকদের অনেকটা উপকার হইয়াছে। এখানেও কিছু ভাল উৎসাহী যুবককে উক্ত বিষয়ে ট্রেনিং দিয়া গ্রামে গ্রামে যদি পাঠান যায় তাহাতেও এখানের জনসাধারণের অনুরূপ সাহায্য হইবে।

আজ সত্যই যদি কৃষকগণকে বাঁচাইতে হয় তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণকে বাঁচাইতে হইবে।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

( ৬ পৃষ্ঠার পর হইতে )

দিলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের স্বধর্ম বিরোধী হইবে! কংগ্রেস সরকার রাম রাজত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন বটে!

---

**"খাঠী জমি ফেরত" বিল**—বিহারের বেতিয়া এষ্টেটের জমি বিহার গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য সর্দ্দার প্যাটেল বিহার মন্ত্রীদের দোষারোপ করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহার পরিণতিস্বরূপ তাহারই নির্দ্দেশে বিহার মন্ত্রীসভা ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ সাহীকে যে ২০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া লইবার জন্য একটি বিল বিহার আইন সভায় গত ২৯শে মে পাশ করান। শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র প্রমুখ আরও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এরূপভাবে যে সমস্ত জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া লইবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে—যেহেতু উক্ত ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক নির্য্যাতিত অর্থাৎ পলিটিকেল সাফারার সেই জন্য তাহাদের ঐ জমি পাইবার অধিকার আছে। একজনের বেলায় যাহা অন্যায়, পলিটিকেল সাফারার বলিয়া তাহার পক্ষে তাহা অন্যায় হইবে না—ইহাই বর্ত্তমান কংগ্রেসী যুক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গতিক যাহা দাঁড়াইতেছে এবং ঘটনাবলী দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে বর্ত্তমান ক্ষমতা-প্রাপ্ত কংগ্রেসের বহু লোক ভারতবর্ষে—পাকিস্তানের আম্মারদের মত স্বেচ্ছাচারীর স্থান লইবার দিকে যাইতেছে। কংগ্রেস গবর্মেণ্টগুলিতে এবং কংগ্রেসে তাহার পরিচয় দিনের পর দিন সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিতেছে। ইহা দ্রুত পতনের পথ।

---

# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

### মাঝিহিড়ার অগ্নিকাণ্ড ও হিন্দিপ্রচারক গুরুজী

মহাশয়,

আমি হরলাল মাহাত বিগত ১১ই বৈশাখ তারিখে চৈত্র মেলায় চাঁপাড়ি গ্রামে যাই। সেথায় বাগডেগা হইতে হিন্দী প্রচারক শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সিং ওরফে গুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে তুমি সেদিন যেদিন আই, জী, মাঝিহিড়া পরিদর্শনে আসেন সেইদিন আমাদের গুপ্ত বৈঠকের সমাচার আশ্রমে আসিয়া প্রচার করিয়াছ, তুমি এক-জন সি, আই, ডি। যাও আরও চিত্ত বাবুকে বলে দিও যে, আমি আশ্রম পোড়াইয়াছি, ইচ্ছা করলে আরও যে দু তিনখান ঘর আছে সেগুলিও পোড়াতে পারি। আমি তো নিজে গুণ্ডা হই নাই; গুণ্ডা করছেন তাঁরা, আশ্রম ত্যাগ করে গুণ্ডা ধর্ম্মের প্রব-

র্ত্তক হয়েছি। দেখবে আমার গুণ্ডামী ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাবে। আদিবাসী বীরদের লইয়া বরাহবাজার থানায় জমি দখল হইতে ধানকাটা আন্দোলন সুরু করিব, মানভূমে পূরা গুণ্ডামী চালাইব। এসব কথা-বার্ত্তার সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম দিলাম।
(১) শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত, মাঝিহিড়া পিতা মুরলী মাহাত।
(২) শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত মাকড়াকেন্দা।

নিবেদক
শ্রীহরলাল মাহাত
গ্রাম—মাকড়কেন্দা, থানা—মানবাজার

---

## অরণ্য বিভাগে "অরণ্যে রোদন"

মহাশয়,

জয়পুর থানায় নূতন এক অদ্ভুত পন্থায় জঙ্গল সৃষ্টির আয়োজন চলিয়াছে। পাকা রাঁচি রাস্তার ধারে তানাশি আদর্শ জঙ্গলের জন্য একটি সাইন বোর্ডে হিন্দিতে লেখা আছে যে "আসুন দেখিয়া যান কেমন করিয়া মাঠ ভূমিকে জঙ্গলে পরিণত করা যায়।" ইহার ঠিক আরও দুই মাইল পশ্চিমে উক্ত পাকা রাস্তার ধারেই জয়পুরের প্রাচীন বড় বনটীতে অবাধে এক ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে, দেখিলেই মনে হয় এখানেও একটী সাইন বোর্ড লেখা উচিত যে, কেমন করিয়া জঙ্গলকে মাঠে পরিণত করা যায়। এদিকে তানাশির আদর্শ জঙ্গলটী মাঠেরই প্রমাণ দিতেছে। আর ওদিকে বড় বন রক্ষক ভক্ষক হইয়াছেন। যাহা হউক অরণ্য বিভাগের এই অন্যায় আচরণ বর্ত্তমান কংগ্রেসী রাজত্বের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে জানান কি কেবলমাত্র অরণ্যে রোদন করাই হইবে?

ইতি
শ্রীজগন্নাথ মাহাত, তানাশি।

---

## ছাগল ও দারোগা

মহাশয়,

বাঁন্দোয়ান থানার অধীন বান্দড়া নামক গ্রামে আমার বাড়ী। আমার নিবেদন এই যে গত চৈত্র মাসের প্রথম দিকে আমার চারিটী ছাগল হারাইয়াছিল। অনেক সন্ধানের পর সংবাদ পাই যে পারবাইদ গ্রামের শ্যাম মাহাতর বাড়ীতে উক্ত ছাগলগুলি উঠিয়াছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভাপতি এবং আরও ২।৪ জনের কাছে সঠিক সংবাদ লইয়া শ্যাম মাহাতর বাড়ীতে যাই। ছাগল আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে অস্বীকার করে, পরে স্বীকার দেয়। এবং বলে যে "ছাগলগুলি পার হইয়া গিয়াছে। আমার গ্রামের শ্রীদুখু মাহাতর স্ত্রী তাহার আত্মীয়ের দোহাই দিয়া লইয়া গিয়াছে।" পঞ্চায়েতের কথানুযায়ী আমি থানাতে ডায়রী দিয়াছিলাম (১১ই বৈশাখে)। দারোগা বাবু তদন্তের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিন দিয়া পরে আসেন নাই। সেই জন্য আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তাহারা কোন তদন্ত করেন নাই। আশা করি সুবিচার পাইব। তারই আশায় মুক্তিতে জানালাম। মোকর্দ্দমা করিবার শক্তি আমার নাই। আশা করি গরীব আদিবাসীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীদুখু মাঝি
সাং; বান্দড়া

---

## জুয়াড়ী ও পুলিশ

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিবরণটী মুক্তিতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পটমদা থানার অন্তর্গত লাউজড়া গ্রামে ১৫ই বৈশাখ তারিখে শিব পুজা উপলক্ষে মেলা হয়। মেলাটী প্রসিদ্ধ মেলা। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। জুয়াড়িদের আড্ডা বহু সংখ্যক ছিল। মেলায় থানার দারোগা সিপাহী তিন জন উপস্থিত ছিল। মেলার পুর্ব্বদিকে দারোগা একটী খাটিয়াতে শুইয়া থাকে ও সিপাহীগণ জুয়াড়ীদের নিকটে যায়। সিপাহীগণ প্রত্যেক পালিতে ১০৲ দশ টাকা করিয়া ধার্য্য করে; জুয়াড়ীগণ রেট দিতে না পারিলে সিপাহীগণ সমস্ত পালি গুটি ও সমস্ত খেলার সরমজাম গুটাইয়া লইয়া গিয়া দারোগার কাছে গাদা করিয়া দেয়। দারোগা জুয়াড়ীদিগকে বলে যে তোমরা যদি টাকা না দিবে তবে খেলিতে দেওয়া হইবে না। জুয়াড়ীরা বলে যে যাহাদের বড় পালি তাহারা ১০৲ দশ টাকা দিবে আমাদের ছোট পালি আমরা দিতে পারিব না—আমাদিগকে কিছু রেহায় দিতে হইবে। দারোগা তখন জুয়াড়ীদের দর বাঁধিয়া দেয় যে যাহাদের বড় আলো তাহাদের ১০৲ দশ টাকা যাহাদের সাফী আলো তাহাদের ৬৲ ছয় টাকা, যাহাদের গাবসি আলো তাহাদের ৪৲ চারি টাকা। জুয়াড়ীগণ আপন আপন পালি লইয়া খেলা সুরু করে, সিপাহীগণ দারোগার হার আদায় করে। দারোগা খাটিয়াতে শুইয়া থাকে। উক্ত মেলাতে পুরুলিয়া, টাটা, বলরামপুর ইত্যাদি নানা স্থান হইতে জুয়াড়ী আসিয়াছিল। খেলার ধুম ধাম দেখিয়া আমি, শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, দারোগার কাছে যাই দারোগা আমাকে বসিতে বলে। আমি খাটিয়াতে বসি। দারোগা বলে কেমন ভাল তো? আমি বলিলাম আমাদের ভাল কই—ভাল তোমাদের। দারোগা বলিল "কৈসে। বলিয়ে না"। আমি বলিলাম তোমরা পুলিশ জুয়া খেলাচ্ছ আর টাকা লইতেছ তবে আমাদের জনগনের ভাল কই। পরে আবার বলিল যে আমরা পুলিশ খেলিতে দিই নাই মুক্তিতে বিভূতি বাবু মিথ্যা মিথ্যী পুলিশে দুরনাম দেয়। আপনী কি চোখে দেখিতে পাইতেছেন না যে জুয়াখেলা হইতেছে? দারোগা উত্তর করিল—না আমি তো খেলাই না সেতো সিপাহিরা করছে আমি তো নাই। আমি বলিলাম সীপাহী কি পুলিশ নয়। তখন দারোগা বলিল এখন থেকে তুমি হাটো। আমি দারোগার কাছ হইতে চলিয়া যাই। যাইবার সময় দারোগা আমাকে বলে যে তোমাকে একদিন আরেষ্ট করিয়ে তোমার দেখিয়ে দিব। আমি বলিলাম আইনে থাকে তো বাঁধ কসুর করিওনা। সকালে সিপাহী যান এবং দারোগাকে টাকা জমা দেয় ও তাহাদের বাদ বিসম্বাদ হয়। তখন জানা যায় যে ৪০০ চারি শত টাকা জুয়া খেলা হইতে পুজা লইয়াছেন। ভারত আজ গণতন্ত্র রাজ্য। গণতন্ত্র রাজ্যের কি ঐই নিয়ম যে পুলিশ যতই কিছু অন্যায় করুক কেহ কোন বলিত পাইবেনা যদি বলে তবে উল্টা আরষ্টের হুমকি।

বিনিত—
শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, সাং জবা
শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত, সাং গাগিবরু
থানা পটমদা।

---



## হারাণ গরু প্রাপ্তি

মহাশয়,

এই সংবাদটী মুক্তিতে ছাপাইয়া বাধিত করিবেন।

আজ প্রায় দুই তিন মাস গত হল একটী হাল বাহা গরু হলুদবনি গ্রামে আছে। মাগারাম মাহাতর বাড়ীতে আছে গরুটী মেঝারী বর্ণ লাল, শিং ৮।৯ ইঞ্চি। একটু শিং গুলি চেতরা রকমের। বেশ বলিষ্ঠ বয়সের। চুড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া যাহার বটে তাহাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীআনন্দ মাহাত, শ্রীমুচিরাম মাহাত
গ্রাম হলুদবনি, থানা বান্দোয়ান।

---

## ভ্রম সংশোধন

অনবধানতাবশতঃ "মানভূমের শস্ত কথা" প্রবন্ধে কয়েকটী ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্তরূপে ভ্রম সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

৯ম পাতার ১ম কলমে

| লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| --- | --- | --- |
| ২১ | ২৮ লক্ষ | ২,৮০,০০০ |
| ২৩ | ১৫ " | ১,৫০,০০০ |
| ২৬ | ১৩ " | ১,৩০,০০০ |
| ৩৫ | ১৩ " | ১,৩০,০০০ |

—লেখক—

---

# স্থানীয় সংবাদ

**মোটর চাপা দেওয়ায় অভিযুক্ত**—পুরুলিয়ার অলঙ্গীডাঙ্গা নিবাসী শ্রীকালিপদ বাউরীর ভগ্নি শ্রীমতী ভাদী বাউরীনকে রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীফনীন্দ্র মোহন দত্ত সন ১৩৫৬ সালের ২০শা বৈশাখ তারিখে বিনা হর্ণে মোটরে চাপা দিয়া সাংঘাতিক রকমে জখম করার জন্য পুরুলিয়া সদর এস, ডি, ওর আদালতে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুলাই অভিযুক্ত হইলে এস, ডি, ও পুলিশকে কাগজ দাখিল করিতে হুকুম দেন। কিন্তু পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম সত্বেও কোন কাগজ দাখিল না করায় এস, ডি, ও স্থানীয় হাকিম বর্ম্মা সাহেবের নিকট জুডিশিয়েল এনকোয়ারীর জন্য পাঠান। তিনি তদন্ত করিয়া ফণীন্দ্রমোহন দত্তের নামে দঃ বিঃ আইনের ২৭৯

ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা চলিতে পারে বলিলে এস, ডি, ও সাহেব ফণীন্দ্র বাবুকে ২৭৯ ধারায় তলব করেন। গত ২।৬।৫০ তারিখে ফণীন্দ্র বাবু--তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং সেই জন্য উকীল দ্বারা উপস্থিতির জন্য এস, ডি, ওর নিকট প্রার্থনা করেন। উক্ত মোকদ্দমা মিঃ জে, পি, লালা হাকিমের আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। আগামী ২২শে জুন বাদীর সাক্ষীর এজাহার ও জেরার দিন পড়িয়াছে।

**হোলীর মোকদ্দমা**—গত ১৯৪৮ সালে পুরুলিয়া সহরে হোলীর দিনে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আজ প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া কয়েকটি মোকদ্দমা চলিতেছে। সরকারী পক্ষ হইতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির নামে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল সেই মামলায় সরকারী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর এজাহার হইয়া গিয়াছে। ৫ই জুন এই মামলার একটি দিন ছিল। সরকারী পক্ষের আরও সাক্ষীর এজাহারের জন্য আগামী ১২ই জুন দিন ধার্য্য হইয়াছে। আসামীদের পক্ষে পাটনার বিখ্যাত এডভোকেট মিঃ বি, কে, সেনকে এই মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

## চাষ সংবাদ

**ত্রিশূলের উপর ঝাঁপাইয়া সাধুর আত্মহত্যা—** গত বৈশাখ মাস হইতে স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সাধু চাষে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহারই ইচ্ছাক্রমে চাষবাসীগণ পঞ্চরাত্রি হরি সংকীর্ত্তন করেন। একদিন রাত্রিতে তিনি নীচে ত্রিশূল পুঁতিয়া উপরে ছাদ হইতে তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। সাধুর পেটের ভিতর ত্রিশূলের ফলা ঢুকিয়া যায়। সকালে দেখা যায় সাধু ত্রিশূল বিদ্ধ অবস্থায় বাঁচিয়া আছেন এবং যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছেন। স্থানীয় হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি মারা যান। সাধু যাবতীয় মাদক দ্রব্যই সেবন করিতেন এবং ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। রাঁচিতে ইহার ভুতনাথ নামে একটি আশ্রম আছে বলিয়া প্রকাশ।

**ঝালিদার শ্রমিকদের অভিযোগ**—গত ২৭শে মে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রমিক সংঘ অফিসে গালাকুঠির শ্রমিকগণের এক জরুরী সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে—বেশীর ভাগ মজুরগণই জমি জমা বিহীন এবং তাহাদের খরিদ করা চাউলের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তাহারা শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে এবং গবর্মেণ্টকে ইউনিয়ন মারফত নির্দ্ধারিত দরে চাউল সরবরাহ করিতে অনুরোধ করিতেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে—শ্রমিকদিগকে কারখানায় ৪৫ সের দানা দিয়া যে ৪০ সেরের মজুরী দেওয়া হয় তাহার সম্বন্ধে প্রতিকারের জন্য বারবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও কোনরূপ সাড়া না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। শ্রমিকগণ নিজেরাই সচেষ্ট হইয়া ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন।

———

## Bengal Nagpur Railway

### SALE NOTICE

One wagon lime (contents of 27753 NW) lying on hand at Purulia since 3-8-49 will be sold by Public Auction on cash payment at Purulia on 3-7-50 at 11 hrs. under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890.

Commercial Traffic Manager.

## জগন্নাথকিশোর কলেজ
## পুরুলিয়া

আই এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৪ঠা জুলাই কলেজ খুলিবে। ভর্ত্তির জন্য দরখাস্তের ফরম ও প্রস্পেক্টাসের জন্য অধ্যক্ষের নিকট দরখাস্ত করুণ। ছাত্রাবাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র লওয়ার ব্যবস্থা থাকায় পূর্ব্বাহ্নেই দরখাস্ত করা প্রয়োজন। বন্ধের মধ্যে বেলা ৯টা হইতে ১১টা অফিস খোলা থাকে।

অধ্যক্ষ

জগন্নাথকিশোর কলেজ।



# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 2 of 1950—1951.

1 Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 11 A. M. on 10 6. 50 of 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 11-30 A. M. on 10.6. 50. in presence of the tenderers or their authorised agents.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount excluding T. w E. & contingencies | Amount of earnest money to bedeposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 of 50-51. | 1. | Repairing the Dispensary building Jamtoria | 136/- | 14/- | 1ᶠ-10-50 |
| 2 of ,, | 2. | do the sectional officer's qrs. at Raghunathpur. | 237/- | 24/ | ,, |
| 4 of ,, | 3. | do the Dispensary buildings at Raghunathpur. | 821/- | 50/- | ,, |
| 5 of ,, | 4. | do the Dispensary buildings with staff qrs. at Ichagarh. | 1430/- | 50/- | ,, |
| 6 of ,, | 5. | do the Inspection bunglow at Baghmundi. | 822/- | 50/- | ,, |
| 7 of ,, | 6. | do the Inspection bunglow at Balarampur. | 566/- | 50/- | ,, |
| 8 of ,, | 7. | do the Dispy. building with staff qrs. at Chandil. | 1803/- | 50/- | ,, |
| 9 of ,, | 8. | Storm damage repairs to the Medical officer's qrs. at Barabazar. | 1245/- | 50/- | ,, |
| 10 of ,, | 9. | Repairing the S. O's qrs. at Jhalda. | 166/- | 17/- | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 of 50-51. | 10. | Repairing the leper clinic at Ichagarh. | 495/- | 50/- | 15-10-5 |
| 12 of ,, | 11. | do the inspection bunglow at Ichagarh. | 471/- | 48/- | ,, |
| 14 of ,, | 12. | do the nurria tiled shed within the Chandil I. B. Compound. | 226/- | 23/- | ,, |
| 15 of ,, | 13. | do the I. B. at Chandil. | 721/- | 50,- | ,, |
| 20 of ,, | 14. | Special repairs to the I. B at Gourangdi. | 551 - | 50- | ,, |

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhun

## জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যা হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কি এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমন পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্ত আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জ কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্ল লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইর ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছা ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎস মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য ক... হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদে এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, শ্রীজহরলাল বসু
জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ১২ই জুন ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৶০

পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় **খাদি ভাণ্ডারে** পুঞ্চা থানার কেন্দা গঠনমূলক কেন্দ্রের তৈরী খাদি পাওয়া যাইতেছে।

আপনার হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনাইতে হইলে **নিমডি লোকসেবায়তনে** পাঠাইয়া দিন। চরখার সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

## রিফিউজি রিলিফ কমিটী

### উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থের হিসাব

| আয় | ব্যয় |
|---|---|
| ব্যয়াম প্রদর্শনী বাবত সংগ্রহ—৫০৭৷৵০ | জনৈক আগন্তুক উদ্বাস্তুকে সাহায্য বাবত—১৭৲ |
| উদ্বাস্তু সপ্তাহে পুরুলিয়া সহরে সংগ্রহ—৫২২।০ | জনৈক আগন্তুক উদ্বাস্তুকে হাজারিবাগ যাওয়া এবং পথের খরচবাবত—৪৮৶৬ |
| মোট—১০২৯৸৵০ | উদ্বাস্তু সপ্তাহে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাক্স মেরামত সিল প্রভৃতি বাবত খরচ—৩৲ |
| | ২৪৮৶৬ |
| | কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত—১০০৪৸৶৬ |
| | মোট—১০২৯৸৵০ |

শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি—সম্পাদক
শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ ঘোষ—কোষাধ্যক্ষ

---

## দেশের খবর

**পাটনা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বিহার সরকারের জমিদারী গ্রহণ ব্যবস্থা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা**—কিছুদিন পূর্ব্বে বিহার গবর্মেণ্ট জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে জমিদারী বিলোপ আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। উক্ত আইন প্রণয়নের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বিহার গবর্মেণ্ট উক্ত আইন বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত আইনের স্থলে ষ্টেট ম্যানেজমেণ্ট অফ এষ্টেটস্ এণ্ড টেনিওর এ্যাক্ট নামক একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন বিহারের জমিদারীগুলিকে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে আনিবার ক্ষমতা দেয়। এই আইনের বলে বিহার গভর্ণমেণ্ট দ্বারভাঙ্গা প্রমুখ বড় বড় কয়েকটি জমিদারী নিজেদের পরিচালনাধীনে আনিবার ব্যবস্থা করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা উক্ত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে বিচার হইবার জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা আনয়ন করেন ও তাহা পরিশেষে পাটনা হাইকোর্টের একটি ফুল বেঞ্চে বিচার হয়। ফুল বেঞ্চ একমত হইয়া উক্ত আইন অবৈধ ও বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সখরচা ডিগ্রী দিয়াছেন।

মাননীয় বিচারপতি শিয়ারার, সিংহ ও দাস লইয়া উক্ত ফুল বেঞ্চ গঠন হয়। রায়ে বিচারপতিগণ বলিয়াছেন যে উক্ত আইন সম্পূর্ণ অবৈধ ও বে-আইনি বিধায় বিহার প্রাদেশিক আইনসভা উক্ত আইন পাশ করিয়া বিধিবহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন। রায়ে বিচারপতিগণ আরও বলিয়াছেন যে উক্ত আইন ভারতীয় গঠনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বেও অবৈধ ছিল ও পরেও অবৈধ হইতেছে, এবং ভারতের প্রেসিডেণ্ট যে উহা মঞ্জুর করিয়াছেন তাহাতেও উক্ত অবৈধ আইন বৈধ হয় নাই।

**নাসিকে কংগ্রেসের প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশন**—মহারাষ্ট্রের নাসিকে এবার কংগ্রেসের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আগামী আগষ্ট মাসে এই অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ইহার বিরাট আকার না করিয়া সম্পূর্ণ সাধারণভাবে কেবল কার্য্য পরিচালন দৃষ্টিতেই ইহা করা হইবে। প্রতিনিধিগণ, সদস্যগণ, এবং কর্ম্মীগণ ব্যতীত কিছু দর্শকের স্থান হইবে। নাসিকে ইহার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

**ইন্দোনেশিয়ায় পণ্ডিত নেহেরু**—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু তাহার কন্যা ও দৌহিত্রদের লইয়া 'দিল্লী' রণতরীতে সমুদ্রপথে গত ৭ই জুন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্ত্তায় পৌছিয়াছেন। তাহাকে সরকারীভাবে বিরাট অভ্যর্থনা করা হয়। সেখানে তিনি ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেণ্টে এবং এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। জনভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সকলকে গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণের উপদেশ দেন।

---



'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার

## বর্ত্তমান ভারত

স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে এই তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। এই তৃতীয় বৎসরে ঘটনার পর ঘটনার দ্রুত আবর্ত্তনে পরিস্থিতির গতি কোন দিকে চলিয়াছে তাহাই আজ বিবেচনার বিষয়।

বর্ত্তমান ভারতে ঘটনাবলী ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই মনে হইবে যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে যেন সকলের অলক্ষ্যে ইহা ভারতবর্ষকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহা কি এবং কোন দিকে আজ তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বর্ত্তমান ভারতে প্রধানতম ঘটনা পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের উপর অমানুষিক বর্বরতা এবং তাহার ফলে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের ভারতে উদ্বাস্তুরূপে আগমন। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ইহারই একটা সাময়িক পরিণতি। পাকিস্তান ভারতবর্ষকে চুক্তিতে বাঁধিয়া একদিকে যেমনি নিজের ভগ্নপ্রায় আর্থিক কাঠামো পুনঃসংস্কার করিবার পথ করিয়া লইয়াছে আর একদিক দিয়া হিন্দুদের প্রতি বর্বরতা সমানভাবেই অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। নারীহরণ, পাশবিক অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা ও নানাবিধ পাকিস্তানী জুলুম হিন্দুদের জীবনকে ভয়াবহ করিয়া রাখিতে কোন দিক দিয়াই ত্রুটী করিতেছেনা। নির্বিবাদে তাহারা ভারত সীমান্তও আক্রমণ করিতেছে, আসামে মুসলমান পাঠাইয়া সেখানে ক্ষেত্র তৈরী করিতেছে এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকাতে বসিয়া ভারতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অজুহাতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও আমেরিকার সাহায্যে ভারতকে সায়েস্তা করিবার কূটনীতি সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কাশ্মীর ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা করিবার জন্য যে ডিক্সন সাহেব আসিলেন তিনি যৌথ মিলিটারী মিশনের এক ধূয়া তুলিয়া কাশ্মীরের ব্যাপারটাকে আরও ধূম্রাবৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। লিয়াকত আলি বিদেশে বসিয়া বলিতেছেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হইলে কিছু হইবে না। দেশবাসী আশঙ্কা করিতেছে যে এতদিন এত কাণ্ড করিয়া শেষকালে ভারত বিভাগের দ্বারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির মতো কাশ্মীর বিভাগ স্বীকার করিয়া পাকিস্তান তোষণ দ্বারা মানবতা ও মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা না দেখাইয়া ছাড়িবেনা।

এদিকে চুক্তির গুণগানের জন্য একদিকে যেমন নেতৃবৃন্দ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর একদিকে তেমনি পাছে তাহার কোন দিক দিয়া কোন ত্রুটী রাখিলে পাকিস্তান নালিশ করে সে জন্য ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের জীবন নানাদিক দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইতেছে; আবার আর একদিকে কোন প্রকার নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বিরোধী শক্তিকে ভারতে অবাধ সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

মন্ত্রী মিঃ বিশ্বাস ও পাকিস্তানের মন্ত্রী মিঃ মালেক পাকিস্তানে যুক্ত ভ্রমণ করিতেছেন। আর অন্যদিকে কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষও পাকিস্তানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথাকার মুসলমান অধিবাসীদের হৃদয় পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে মৌলভীগণ সারা পাকিস্তানে অভিযান সুরু করিয়া দিয়াছেন যে—পূর্ববঙ্গে যেন হিন্দুদের স্থান না হয়। আনসারবাহিনীও সমানভাবে তাহাদের বর্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে।

পাকিস্তানের ব্যাপারে উদ্বাস্তু হিন্দুদের সাহায্যের প্রশ্নে ভারতের পুঁজিপতি শিল্পপতির সহিত সর্দ্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরুর প্রকাশ্য পত্রালাপে ভারতের আভ্যন্তরীক রাজনীতির এক অপ্রকাশিত অধ্যায় শোচনীয়রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের অর্থমন্ত্রী মিঃ মাথাইযের পদত্যাগ ও চুক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার সাবধান. বাণী অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আবার ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ আই, সি, এস অফিসার শ্রীদেশমুখ

ভারতে অর্থ মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার হাতে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা জনগণের স্বার্থের পক্ষে কতদূর অনুকূল হইবে তাহা এখনও দেখিবার বিষয়। ভারতের পূর্বতন গবর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী মন্ত্রী সভায় প্রবেশ করিলেন। আসামের গবর্ণর মন্ত্রী হইলেন, আবার ভারতের কৃষি মন্ত্রী আসামের গবর্ণর হইলেন। চুক্তির ব্যাপার লইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগীর ভারতীয় মন্ত্রী সভা হইতে পদত্যাগ করার ফলে মন্ত্রী সভাকে ঢালিয়া সাজিতে হইল। এই মন্ত্রীসভা কতদূর কি করিবেন তাহা অদূর ভবিষ্যতই বলিতে পারিবে।

কেন্দ্রে ও প্রদেশে শাসনের ব্যবস্থা ও অবস্থা অতি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি অকেজো পরিকল্পনার ভারে শাসন দপ্তর ভারগ্রস্ত। দেশবাসীর উন্নতির নামে বরাদ্দ অর্থ মধ্য পথ পর্য্যন্ত আসিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। দেশের রাষ্ট্রীয় ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর নিকট সহস্র সহস্র বক্তৃতা ও প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশবাসীর কানকে কেবল ভারাক্রান্ত করিয়া ও নিজেদের ভাল করিয়া খেলো করিবার অভিযান চালাইয়াছেন। দেশে অন্নাভাব ও দারিদ্র বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অসন্তোষ ও দুর্নীতি যে পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে আইনের সংখ্যা ও পীড়ণের পরিমাণও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। শাসন যন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও শৈথিল্য চরম অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কোন ন্যায় নাই বিচার নাই সমস্ত দেশব্যাপী একটা হতাশা, নিরাশা ও ক্ষোভ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্র জীবনে বেসরকারী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস আজ রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিবার ভূমিকায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। রাজনৈতিক ও সমষ্টিগত জীবনকে যে প্রতিষ্ঠান সচেতন সংহত ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিত তাহা আজ কেবল কতকগুলি ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়া পন্থীর লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভারতময় নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস কমিটী গঠনের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন ও ব্যবস্থা চলিয়াছে। এই ব্যাপারে মারামারি, রক্তারক্তি, বাক্স ভাঙ্গাভাঙ্গী এবং এমন কোন কুকার্য্য নাই যে তাহা হইতেছে না। এই মহান প্রতিষ্ঠান যেন মৃত্যুর পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস লইতেছে।

জাতীয়তা বিলুপ্তপ্রায়। প্রাদেশিকতা আজ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐক্য ভাবনা বিলোপের পথে—ক্ষমতার প্রতিযোগীতায় অনৈক্য সৃষ্টির অভিযান চলিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সমস্ত দিক দিয়া বর্ত্তমান তথাকথিত নেতৃত্ব আজ দুর্বল, আত্মকেন্দ্রিক ও নিজেদের ভারে নিজেরা অবনত। জনগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়—তাহারা সকলের উপর সমস্ত বিশ্বাস একেবারে হারাইয়া বসিয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে ইহাই। এই ৩৫ কোটী লোক অধ্যুষিত বিরাট দেশের এ অবস্থা অতি মর্মন্তুদ সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় কোন একটা দিক দিয়া আংশিক কিছু করিবার পরিকল্পনা অবাস্তব। ইহার মূলগত পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে কেবল তালি দিয়া ছিদ্র বন্ধ হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার অর্থাৎ উন্নতি, আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব কিনা তাহা আজ গভীর বিবেচনার বিষয়।

এই বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সমাজে ও রাষ্ট্রে যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন যতদিন পর্য্যন্ত শোষণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নয়। গান্ধীজীর নেতৃত্ব সমাজে এই শোষণ ব্যবস্থার অবসান করিয়া ভারতবাসীকে নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার দিকে লইয়া যাইতেছিল। তাহার তিরোধানের পরে বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহাদের ভূমিকা শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকা ভুল। বর্ত্তমান ভারতে ঐতিহাসিক ভাবেই কংগ্রেস নেতৃত্বের যুগ অবসান হইয়া গিয়াছে। নূতন নেতৃত্ব দ্বারা নূতন সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তনে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে।



এই অবস্থায় কোনদিকে কোন আশার আলোক দেখিতে না পাইয়া জাতির মধ্যে নিরাশা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা যে একটা বৃহত্তর পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া চলিয়াছে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই ইহাকে দেখিতে হইবে। প্রাকৃতিক জগতে বায়ুমণ্ডলে কোন স্থানে যখন শূন্যতার(vacuum) সৃষ্টি হয় তখন তাহা পূর্ণ করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই চারিদিকের বাতাস ছুটিয়া আসে—তাহা দ্বারা ঝড়ের সৃষ্টি হয়। মানুষের জগতে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমনের ফলে মানবের অন্তরাত্মার ক্ষুব্ধ বহ্নিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ণ করিবার জন্য মানব জগতে যে ঝড়ের উদ্ভব হয়—ইতিহাসে তাহাকে বিপ্লব বলে।

আজ ভারতবর্ষের জনজীবনে যে এরূপ শূন্যতার সৃষ্টি হইতেছে—তাহা বলা যাইতে পারে। মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বায়ুর গতি দ্বারা ইহা পূর্ণ হইবার নয়। ইহা পূর্ণ হইতে স্বাভাবিকভাবেই ঝড়ের উদ্ভব হইবে। তাহার উপাদান অলক্ষিতে সঞ্চিত হইতেছে। এই ঝড় হিসাব করিয়া বা অগ্রে সংবাদ দিয়া আসিবে না—কিন্তু আসিবে ইহা নিশ্চিত। বর্ত্তমান ভারত ইহার প্রতীক্ষা করিতেছে। যে রূপ লইয়াই ইহা আসুক না কেন আমাদের শঙ্কার কোন কারণ নাই। ধ্বংস যাহা হইবে তাহা আবর্জনার রাশি—এবং এই ধ্বংসই নূতন ভারতের সৃষ্টির বীজ বহন করিয়া লইয়া আসিবে।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**এগ্রিকোলের খইল**—বিহার গবর্মেন্ট চাষীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রভৃতি সরবরাহ করিবার জন্য বহু জায়গায় একটি ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়াছেন যাহাকে "এগ্রিকোল" বলা হয়। পুরুলিয়াতেও এইরূপ একটি "এগ্রিকোল" রহিয়াছে। সেখানে চাষীদের জন্য খইল সরবরাহ হইবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত চাষীরাই সেখানে খইলের জন্য হয়রান হইয়া থাকে। আমাদের নিকট এই মর্ম্মে বহু অভিযোগ আসিতেছে যে কংগ্রেস কমিটীর কোন পেটোয়া লোক হইলে সে বিনা কষ্টে এক বস্তা দুই বস্তা খইল পাইয়া থাকে কিন্তু চাষী দিনের পর দিন হয়রান হইয়াও খইল পাইতেছেনা। চাষের সময় বলদকে খইল না দিলে চাষ করা দুরূহ এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থায় চাষীর গ্রামে ঘরে খইল পাওয়াও মুস্কিল। এক্ষেত্রে প্রকৃত চাষীরাই যাহাতে হয়রান না হইয়া খইল পাইতে পারে তাহার জন্য আমরা স্থানীয় 'এগ্রিকোলের' কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

**বাঁকুড়া ও মানভূমে চাউলের দর**—বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া, বিহার প্রদেশভূক্ত মানভূমের প্রতিবেশী জিলা। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও সেখানে গ্রামাঞ্চলে ১২৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। মানভূম জিলার অধিবাসীদের নিকট ইহা কাহিনী বলিয়া মনে হইবে কারণ এখানে এখন ওজনি ১৷৹ সেরের বেশী চাউল পাইবার উপায় নাই। বিহার গবর্মেণ্ট মানভূমকে—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং বিমাতা সুলভ মনোভাব লইয়া যতই উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন ইহা ঘাটতি অঞ্চল। বাঁকুড়া প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তি জিলা হইতে কিছু চাউল আমদানী হয় বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা কিছু চাউল পায়। এখনও কিছু চাউল আসে তবে তাহা জনসাধারণের ভোগে লাগেনা। গবর্মেণ্টের পারচেজিং এজেণ্টগণ তাহা বিহার গবর্মেণ্টের জন্য উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া বাহিরে চালান দেয়। গবর্মেণ্ট এই জিলা হইতে যত চাউল খরিদ করিয়াছেন তাহা বেশীর ভাগই বাঁকুড়ার চাউল—গবর্মেণ্ট ইহা জানেন। মানভূম জিলায় বিহার সরকারের চাউল খরিদ অর্থে—বাঁকুড়ার চাউল খরিদ। পারচেজিং এজেণ্টগণ যখন চাউল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বলিতেছে তখন তাহাদের ধমকাইয়া চাউল আদায় দিতে বাধ্য করার মানে তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে—বাংলা দেশ হইতে যে চাউল আসিয়া মানভূম জিলার লোকের কিছুও সুবিধা করিয়া দেয় তাহাই খরিদ করিয়া সরকারকে দাও। জিলার অধিবাসীরা মরুক কোন ক্ষতি নাই। সরকার ফরমান বাহির করিবেন যে মানভূম জিলায় চাউলের অভাব নাই। মানভূম জিলাকে কেন এক-চেটিয়া প্রকিওরমেণ্ট অঞ্চল বলিয়া রাখা হইয়াছে তাহার রহস্য জনসাধারণ আশা করি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিবেন।

---

**ইন্দো-চীনের গবর্মেণ্ট ও জনকল্যানমূলক আইন**—সম্প্রতি ইন্দোচীনের হো-চী-মীনের গবর্মেণ্ট

ছয়টী আইন জারি করিয়াছেন। তাহার একটিতে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে—গবমের্ণ্ট যে সুদ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন কোন মহাজন কোন চাষীর নিকট হইতেই ধান বা টাকা কর্জ বাবত তাহার বেশী সুদ লইতে পারিবেনা; যদি বহুদিনের কোন ঋণের সুদ মূল কর্জ হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে দেওয়া হইয়া গিয়া থাকে তবে খাতককে আর ঋণ শোধ করিতে হইবেনা তাহা আপনা আপনিই বাতিল হইয়া যাইবে। বিদেশী ফরাসী সরকার বা বিদেশী ফরাসীর তাবেদার বাওদাই সরকারকে সাহায্যকারী বিশ্বাসঘাতকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবেনা। যে সকল দরিদ্র চাষী স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে তাহাদের ঋণ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। দ্বিতীয় আইনে কোন জমির মালিক তিন বৎসরের কম প্রজাকে জমি ইজারা দিতে পারিবেনা। চাষীকে নিজের জমি চাষ করিতে হইবে। তৃতীয় আইনে জেলা, প্রদেশ ও আন্তঃপ্রাদেশিক পর্য্যায়ে গণ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জুরীতে জনগণের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। নুতন আইনে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধকালে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে জনগণের সামূহিক স্বার্থকেই উপরে স্থান দেওয়া হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দেওয়া চলিবেনা, এইরূপ নীতি বাতিল করা হইবে। জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার করা চলিবেনা। জমির মালিকেরা জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারিবেনা। ইন্দোচীনের হো-চী-মিনের গবমের্ণ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যাহারা জনসাধারণের বাস্তবিক হিতকামী তাহারা জনস্বার্থকে এইরূপ ভাবেই সর্বোপরি রাখিয়া শাসন ব্যবস্থা করেন। ভারতের কংগ্রেস গবমের্ণ্ট ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কেবল বড় বড় কথা ও বড় বড় প্ল্যানের বাণীই দেশবাসীকে শুনাইতেছেন আর জনসাধারণ দিন দিন বিপদে পড়িতেছে। হো-চী-মীনের গবমের্ণ্টের ব্যবস্থা দেখিয়া ভারত গবমের্ণ্টের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

---

**নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্ম্মীর কংগ্রেস ত্যাগ—** পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে গত ৩০ বৎসর যাবত তিনি অকুণ্ঠভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং সমস্ত আন্দোলনেই যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেস গবমের্ণ্ট স্থাপিত হইবার পরেও তিনি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে কংগ্রেসই কিছু করিতে পারিবে কিন্তু তিনি সে বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন যে এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। তিনি মনে করেন যে গবমের্ণ্ট রেডিও এবং অন্যান্য সরকারী প্রচার বিভাগের মত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও ব্যবহার করিতে চাহেন। সর্বপ্রকার প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক ভাবধারাকে নির্ম্মমভাবে দাবাইয়া ইহা দিনের পর দিন নিজের জীবনীশক্তি ও পরিচালনার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। ঘটনাটি উপেক্ষনীয় নয়। ইহার দ্বারা কংগ্রেসের প্রকৃত একনিষ্ঠ সেবকদের—যে প্রতিষ্ঠানকে তাহারাই জীবন দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন সে সম্বন্ধে—বর্ত্তমান মনোভাব সূচিত হইতেছে। ইহা যেন তাহাদের মোহভঙ্গ হইবার পরে তাহারা ইহার সংস্পর্শ সযত্নে বর্জন করিতেছেন।

---

**পাকিস্তানের মন্ত্রী মিঃ মালেকের স্পষ্টভাষণ—** পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মন্ত্রী মিঃ মালেক এবং ভারতের সংখ্যালঘুদের মন্ত্রী মিঃ সি, সি, বিশ্বাস পূর্ব্ববঙ্গে যুক্ত ভ্রমনকালে নোয়াখালি জিলায় ফেণীতে এক জনসভা করেন। এই জনসভায় মিঃ মালেক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—মুসলমানরা যেন তাহাদের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, তাহারা হিন্দুদের প্রতি কর্ত্তব্য করেন নাই—নতুবা এত অধিক সংখ্যক হিন্দু পাকিস্তান হইতে চলিয়া যাইতনা। তিনি পাকিস্তানের মৌলভীদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে শুক্রবার জুম্মার নমাজের পরে এই সব মৌলভীরা মুসলমানদের এই বলিয়াই উত্তেজিত করে যে—হিন্দুদের পাকিস্তানে স্থান নাই। তিনি হিন্দুদের নিজেদের গ্রামে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া মুসলমানদের

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



# মানভূম জিলায় গবমের্ণ্টের ধান চাউল খরিদ

(প্রাপ্ত)

কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে মানভূম সদর সাবডিভিজনে Monopoly market (একচেটিয়া খরিদ) প্রথায় খরিদ সুরু করেন। এবং আজও পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া চলিতেছেন। একচেটিয়া খরিদ এবং জমা রাখার অধিকার গভর্ণমেণ্ট লওয়ায় ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় যে এই এলাকায় একমাত্র গভর্ণমেণ্টই, বাজারে আমদানীকৃত সমস্ত চাল ও ধান খরিদ করিয়া লইয়াছেন—(অবশ্য সহরবাসীদের দৈনন্দিন খরচের পরিমাণ বাদ দিয়া)। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে গভর্ণমেণ্ট সমস্ত চাল ও ধান খরিদ করিয়া লইলেও স্থানীয় লোকদের জন্য কিয়ৎ পরিমাণেও সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সমস্তই বাহিরে চালান দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ১৯৪৭ সালে চাষীদের খামার হইতে "Paddy Levy" প্রবর্ত্তন করিয়া ধান আদায় করিয়াছিলেন। সেই ধানও এখানের কাহারও জন্য রাখা হয় নাই—তাহাও বাহিরে চালান করা হইয়াছে। অবশ্য যখন আদায় করা হয় তখন প্রচার করা হইয়াছিল যে Paddy Levyর ধান থানায় জমা থাকিবে এবং স্থানীয় লোকদের চাষের সময় ধার দেওয়া হইবে কিম্বা খরিদ দরেই বিক্রয় করা হইবে। অবশ্য এখানে তাহার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে চাষীদের নিকট হইতে ঐ ধান সংগ্রহ করায় চাষীদের ধানের পুঁজি অনেক কম হইয়া পড়ে। চাষীদেরও নুন, তেল, কাপড়ের জন্য, জমিদারের খাজনার জন্য ধান বিক্রয় করিতে হয়। তাহা বিক্রয়ের পর যাহা থাকে তাহাতেই নিজের খাওয়া এবং চাষের খরচ চলে এবং তাহা অপেক্ষাও যাহার বেশী মজুত থাকে তিনি অভাবী চাষীদের ধার দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহার পর সেই ধানের আদান প্রদানের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল এবং প্রয়োজনের অনেক কম পরিমাণই অভাবী চাষী বহু কষ্টে পাইল। ইহাতে চাষের অবস্থাও নিকৃষ্ট বই উৎকৃষ্ট হইল না। চাষের ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় সুরু হইল।

১৯৪৮ সালের Paddy Levy করিয়া ধান আদায় করা হইল এবং কিয়ৎ পরিমাণ ওয়েলফেয়ার দপ্তরের কল্যাণে বিলি হইল কিন্তু তাহাও Backward Communityদের মধ্যে এবং বড়ই অকিঞ্চিৎকর। সকলেই তাহার দ্বারা উপকৃত হইল না। সামান্য কিছু লোক পাইল মাত্র। ধান চাল খরিদ ও চালান এরূপভাবে হইল যাহাতে চাষীদের ঘর হইতে যাহাই বাহির হইয়া আসিল তাহাই গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টদের গোদামজাত হইতে বাধ্য হইল এবং শেষ ছটাক পর্য্যন্ত এলাকার বাহিরে পাঠান হইল।

যাহা কিছু বাকী ছিল দিনের পর দিন দর বাড়াইয়া দেওয়ায় চাষী ও গ্রাম্য মহাজনরা সেই চাল ধানও বিক্রয় করিয়া বসিল। গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালে খরিদ দর রাখিলেন প্রতি মণ ১১৷৷০ টাকা আবার ১৯৪৮-৪৯ এ সেই চালের দরই রাখিলেন প্রতি মণ ১৪৷৷০ টাকা। গ্রাম্য মহাজনেরা অগ্রহায়ণ পৌষে যাহা ১২৲ টাকায় খরিদ করিল অভাবের দিনের আশায় না রাখিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া দিল। গ্রামে গ্রামে নানা অবস্থায় যে ধান্য বা চাউল মজুত থাকিত তাহা শূন্য হইয়া পড়িল। ইহার উপর যাহা মানুষের হাতের বাইরে তাহাই ঘটিল—১৯৪৯ খৃঃ অব্দের সমস্ত এলাকায় চাষীরা মাত্র অর্দ্ধেক (কয়েক ক্ষেত্রে অর্দ্ধেকের কম) ফসল পাইল। ১৯৫০ খৃঃ অব্দের পৌষ মাসের মধ্যেই অধিকাংশ চাষীর গৃহ ধান ও চাল শূন্য হইয়া পড়িল। মহাজনদের নিকট যাহা লইয়াছিল কেহ কেহ তাহার একাংশ শোধ করিতে পারিল কেহবা একেবারেই দিতে পারিল না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ধানের পুঁজিওয়ালা মহাজনদের পুঁজিও ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ হইতে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িল।

গভর্ণমেণ্টের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা এজেণ্টদের চাবকাইয়া খরিদ করাইতে লাগিলেন। ১৯৪৯ এর খরিদে বিল দিবার সময় বলিলেন "আরও চাল খরিদ না দিলে দিব না।" আবার যাহা খরিদ দেখাইল তাহার বিল দিবার সময় বলিলেন "আরও খরিদ দেন তাহা না হইলে বিলের টাকা দিব কি করিয়া?" এইরূপে খরিদ চাল পুরা মাত্রায় চালান হইল। স্থানীয়

প্রয়োজনের হিসাব করা হইল না কিন্তু বাহিরের চাহিদার হিসাব লইয়া তথায় চালান দেওয়া অব্যাহত রহিল। এজেন্টরাও উচ্চ হইতে উচ্চতর দর দিতে সুরু করিল। এইরূপে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ হইতে আজ অবধি চাল ধানের বাজারকে দুর্ভিক্ষের বৎসর ১৯৪৩ খৃঃ অব্দের পর্য্যায়ে আনা হইল। ইহা একচেটিয়া কারবারের জন্য নহে কি? নিম্নে মে ও জুন মাসে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চালের দর দেওয়া হইল তাহা হইতে বাজারের অবস্থা বুঝা যাইবে।

| | |
|---|---|
| ১৯৪৪ খৃঃ অঃ | ৩ সের |
| ১৯৪৫ খৃঃ অঃ | ৩ সের হইতে ২¾ সের |
| ১৯৪৬ খৃঃ অঃ | ৩ সের হইতে ২½ সের |
| ১৯৪৭ খৃঃ অঃ | ২¾ সের হইতে ২½ সের |
| ১৯৪৮ খৃঃ অঃ | ২½ সের |
| ১৯৪৯ খৃঃ অঃ | ২½ সের হইতে ২¼ সের |
| ১৯৫০ খৃঃ অঃ | ১¾ সের হইতে ১½ সের |

সহর জায়গায় তবু টাকায় ১½ সের চাল পাওয়া যাইতেছে কিন্তু গ্রামে গিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে টাকায় ১½ সের চালও যে কিরূপে সংগ্রহ করা যাইবে তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বীজ ধান টাকা দিয়া সংগ্রহ করাও মুস্কিল। সাধারণ ধান গ্রামাঞ্চলে ১৪॥০ টাকা ১৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। তাহাও সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইলে যদিবা পাওয়া যায়, তাহাও প্রয়োজনের অনেক কম।

এই অবস্থাকে চাল ধানের অভাব না বলিয়া কি বলা যাইতে পারে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এই ক্ষেত্রে আরও উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি যে Welfare Dept. হইতে যে ধান বিলি করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় নাই কেন? তাহা কি ধানের প্রাচুর্য্য হইয়াছে বলিয়া?

গভর্ণমেণ্ট Indian Nation পত্রিকার ৩১শে মে তাং এর সংখ্যায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে—গত কয়েক বৎসর যাবৎ সদর মানভূম Monopoly area আছে এবং এ বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা খরিদ কম হইয়াছে অতএব এখানে চাল ধানের দুষ্প্রাপ্যতা হয় নাই। তর্ক শাস্ত্রের যুক্তি বটে! জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—খরিদ কম হইবার কারণ কি? প্রাচুর্য্য না অপ্রাচুর্য্য? কিম্বা কম কর্ত্তাদের গাফিলতি? শেষের অংশ কি তাহাদের মানিয়া লইবার সাহস হইবে? এজেন্ট-দিগকে প্রভূত সুবিধা দান ও বিশেষভাবে ভয় দেখাইয়াও যদি খরিদ বেশী না হয় তাহার কারণ ইহাই নহে কি যে চাল ও ধান এই এলাকায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে? ইহা ছাড়াও দেখা যাইতেছে যে কাগজে কলমে কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে পরিমাণ খরিদ করিয়াছেন বা করাই-য়াছেন তাহার কতক অংশ এখনও কার্য্যক্ষেত্রে খরিদ করা হয় নাই। যাহা খরিদ দেখাইয়াও খরিদ করিতে পারে নাই তাহার পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ মণ।

Under Secy, Supply & Price Control এবং Secyর সম্মুখে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে এজেন্টগণ কাগজে কলমে যাহা খরিদ দেখাইয়াছে তন্মধ্যে তাহারা প্রায় লক্ষ মণ খরিদ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। অধুনা মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আয়কত মহাশয়ের নিকট এজেন্টগণ বলিয়াছেন, চাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং বাজার দর চাপিয়া গিয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহারাই ইহার পরেই গুলি করিবার ও হাজত বাসের ভয় একাধিকবার এজেন্টদিগকে দেখাইয়াছেন।

আরও একটী বিষয় প্রত্যক্ষ হইবে যে এজেন্টগণ মোটা ঢেঁকিছাটা চাউল ধানকলে পালিস্ করাইয়া বাহিরে চালান করিতেছেন এবং ঐ চাল স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টার কর্ত্তৃক "সীতাসাল" চাউল অথবা "কলমকাঠি" চাউল বলিয়া মঞ্জুর হইতেছে। মোটা চালের গভর্ণমেণ্টের খরিদ দর প্রতি মণ ১৪॥০ টাকা কলমকাঠির দর প্রতিমণ ১৮৲ এবং সীতাসালের দর প্রতিমণ ১৯৲ টাকা। এই ৪ টাকা ৫৲ টাকা মুনাফা এজেন্টগণকে দেওয়া হইতেছে কেন? মোটা চাল একবার পালিস করিলে যদি সীতসাল চালে পরিণত হইতে পারে তাহা হইলে এজেন্টগণ রূপা পালিস করিয়া সোনা সৃষ্টি করিতেছে না কেন বুঝিতে পারা যাইতেছেনা। তাহা হইলে তাহাদের মুনাফা আরও বৃদ্ধি হইত।



কর্ত্তৃপক্ষ কি ইচ্ছাকৃত এই মুনাফা দিয়া খরিদ দরের অধিক মূল্যে চাউল খরিদ করিতে এজেন্টদিগকে সুবিধা করিয়া দিতেছেন, না ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় ভাগের কারবার চালাইতেছেন? যদি ইন্‌স্পেক্টারের ভাগের কারবার হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেন? কর্ত্ত-পক্ষের গোচরে যদি ইহা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিযোগী হইয়াই চাল ধানের মূল্য বাড়াইয়া দিতেছেন। ইহা ছাড়াও ট্রান্সপোর্ট চার্জ্জ প্রতি মণ আট আনা পয়সা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই এজেন্টগণ ট্রান্সপোর্ট না করিয়া পাইতেছেন। কমিশন ও লোডিং বা হাণ্ডলিং চার্জ্জ ত ন্যায্য পাওনা। 'কুইলাপাল' সেণ্টার এ খরিদ দেখাইলাম কাগজে, আর খরিদ করিলাম পুরুলিয়া বসিয়া। মাঝ হইতে ট্রানস্পোর্ট চার্জ্জ ।০ প্রতি মণ ফাঁকের লাভ পাওয়া এজেন্টদের পক্ষে অবশ্য মন্দ নয়, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের প্রেস নোটে লেখা অনুচিত যে "অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এজেন্ট-দের মারফৎ খরিদ স্বাভাবিকভাবেই চলিতেছে।"

মোটা চাল পালিস করিয়া সীতাসাল রূপে বিক্রয় করিলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলাই সঙ্গত কারণ গভর্ণ-মেণ্ট অন্যায়ভাবেই মার্চেণ্টকে ৪৲ হইতে ৫৲ টাকা মুনাফা দিতেছেন। হয় এজেন্টগণ ১৪॥০ টাকায় খরিদ করিয়া ১৯৲ টাকা দরে গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিতেছে না হয় গভর্ণমেণ্টই কাগজে ১৪॥০ টাকা দর রাখিয়া ১৯৲ দরে চাউল খরিদ করাইতেছেন। ইহার কোনটী সত্য?

গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়া সমস্ত চাল ধান বাহিরে চালান দিতেছেন কিন্তু এখানে বিক্রয় করিতেছেন না কেন? গভর্ণমেণ্টের ভাষায় চাউল এখানে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। যদি দুষ্প্রাপ্য না হইয়া থাকে চালের দর এত উচ্চে উঠিল কিরূপে? ১ লক্ষ মণ চালের মূল্যের শতকরা ৯০৲ টাকা অগ্রিম এজেন্টদিগকে দেওয়া সত্ত্বেও ঐ ১ লক্ষ মণ চাউল খরিদ হইল না কেন? মোটা চালকে সীতাসাল চালরূপে চালান দিয়া এজেন্টদিগকে কমিশন ও খরচ খরচা ছাড়া ৪৲।৫৲ টাকা মুনাফা দেওয়া হইতেছে কেন? এই সকল প্রশ্নের জবাব কর্ত্তৃপক্ষ দিবেন কি?

গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন প্রতি বৎসরই এই সময় চাউল খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। তাহা জানে না কে? কিন্তু এত উচ্চ মূল্যে ১৯৪৩ খৃঃ অঃ ছাড়া এখানে চাউল বিক্রয় হইয়াছে কি? এখানের অধিবাসী হইয়া আমরা জানি —হয় নাই। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে চালের দর ২½—৩ সের থাকা সত্বেও ফেয়ার প্রাইস শপ খোলা হইয়াছিল— ১৯৪৭ সালে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়াছে বলিয়া জোনার আনিয়া বিক্রয় করা হইল অথচ ১॥০ সের দরে সকলেই সুস্থ বোধ করিতেছেন কিভাবে?

এখানে মনোপলি করায় নাকি লোকের কিছু সুবিধা হইয়াছে। কি কি সুবিধা হইতেছে বুঝিতে পারিলাম না। ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে জোর করিয়া একচেটিয়া কারবার চালাইলে সে জিনিষের উচ্চ মূল্যের এবং পাওয়া না পাওয়ার দায়িত্ব কাহার? যে চাষ করিল সে একচেটিয়াদারকে ছাড়া বিক্রয় করিতে পারিবে না এমতাবস্থায় শস্যের মূল্য বাজারে ২৬৲ টাকা হইলে তাহার জন্য দায়ী কি নিজে চাষী না যে খরিদ করিল বা করিতেছে? কাগজে গবর্মেণ্টের বিবৃতি বাহির হইতে পারে—বিশেষ তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, চাউল এখানে দুষ্প্রাপ্য নহে। এই বিবৃতি অপর প্রদেশে নিজেদের নাম জাহির করিতে সাহায্য করিবে কিন্তু যাহারা চাউল অগ্নি মূল্য দিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না তাঁহারা কি এই বিবৃতি পড়িয়াই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা চাউল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বা তাঁহারা টাকায় ৪ চার সের করিয়া চাউল পাইতেছেন।

একচেটিয়া খরিদ করিয়া দায়ে পড়িলে একরকম বিবৃতি বাহির করিলেই দায়িত্ব এড়ান যাইবে না। ইহার জন্য তাহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

একচেটিয়া কারবার চালাইবার জন্য চাউলের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন জানি; কিন্তু Monopoly উঠাইলেই Movement restriction উঠাইতে হইবে ইহা কে বলিল? Movement restriction বলবৎ রাখিলে বাহিরে ধান চাউল যাইবে না কিন্তু Movement restriction রাখিলেই যে Monpoly রাখিতে হইবে এমন কি কোন কথা আছে নাকি? বরং যাহা এখন গভর্ণমেণ্ট ষ্টকে আছে তাহা এখানে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা করিলে এবং বাহিরে

চাউল রপ্তানি বন্ধ করিলে এবং Movement restriction রাখিলে এই সমস্যার সমাধানের পথ হওয়া অসম্ভব নহে।

ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের খাস কামরায় বসিয়া কয়েকজন সহরবাসী তথাকথিত মাতব্বর লোকের কথা শুনিয়াই যদি বলা যায়, বিশেষভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের ভাষায় তাহারই অনুরূপ অর্থ দাঁড়ায়; কিন্তু যাঁহাদিগকে ১॥০ সের করিয়া চাল খরিদ করিয়া খাইতে হয় এবং যোগাড় করিতে নাজেহাল হইতে হয় তাঁহারা ইহার অন্য অর্থ বুঝিলে দোষের হইবে না। আমরা প্রস্তুত হইতেছি যে, সত্যনিষ্ঠ মানবধর্মী কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া কখন বালিকে চাউল বলিলে আমরা তদ্দণ্ডেই চাল মনে করিয়া বালিই খাইব।

যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাল খরিদ করিয়াছি বলিয়া টাকা লইয়া চাল খরিদ না করিয়া অন্য ব্যবসায় টাকা খাটাইতেছেন তাঁহারা মিথ্যা গুজব রটাইতে পারেন একথা সত্য। তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিজেদের সর্ত্তাবলী সাপক্ষে কোন দণ্ডাদেশ করেন তাহা হইলে জনসাধারণের কি লাভ বা ক্ষতি হইবে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। চাউল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে ইহাই আলোচনার বিষয়। এখানের সকলেই গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট নহেন যে মিথ্যা গুজব রটাইয়া দায়িত্ব অপসৃত করিবে এবং স্থানীয় উকিলদেরও চাউলের এজেন্সি লওয়া নাই যে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট চাউলের বাজার সম্বন্ধে সচেতন করাইতে সচেষ্ট হইবেন।

কোনও বিষয়ে বিবৃতি দিলেও তাহা সুস্পষ্ট এবং সারগর্ভ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যাহা সত্য তাহা মানিয়া লওয়াও হীনতার পরিচায়ক নহে।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়গণ এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ একক ছদ্মবেশে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া চাল ধানের অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন কি? তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রেস নোট বাহির করিলেই চাল ধান যথেষ্ট আমদানী হইবে না।

---

# স্থানীয় সংবাদ

**রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পুরস্কার**—গত ২৫শে বৈশাখ চাষ মধ্য বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে যে আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা হইয়াছিল তাহাতে চাষ মধ্য বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ফটিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম হইয়া একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পায়। আশুতোষ খাওয়াস নামক আর একটি ছাত্র ২য় পুরস্কার একটি গীতাঞ্জলি পায়। প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

**ঝালিদায় শ্রমিকদের অভিযোগ**—গত ২৭শে মে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রমিক সংঘ অফিসে গালাকুঠির শ্রমিকগণের এক জরুরী সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে—বেশীর ভাগ মজুরগণই জমি জমা বিহীন এবং তাহাদের খরিদ করা চাউলের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তাহারা শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টকে ইউনিয়ন মারফত নির্দ্ধারিত দরে চাউল সরবরাহ করিতে অনুরোধ করিতেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রমিকদিগকে কারখানায় ৪৫ সের পালা দিয়া যে ৪০সেরের মজুরী দেওয়া হয় তাহার সম্বন্ধে প্রতিকারের জন্য বারবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও কোনরূপ সাড়া না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। শ্রমিকগণ নিজেরাই সচেষ্ট হইয়া ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন।

**বলরামপুর কুঠীওয়ালাদের হরতাল**—গত ৩১শে মে হইতে বলরামপুরের প্রায় ১২৫ জন লাহা কুঠীয়াল অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের কুঠী বন্ধ রাখিয়া হরতাল করিয়াছে। এই হরতালের ফলে প্রায় ৮০০০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ যে ১৯৪৫ সাল হইতে ছোট এবং মাঝারী কুঠিওয়ালাদের উপর সরকার যেরূপ ভাবে সেলস ট্যাক্স ধার্য্য করেন তাহা অসঙ্গত বলিয়া তাহারা মনে করেন। কিনিবার সময় এবং বেচিবার সময় উভয় দিকেই তাহাদের সেলস ট্যাক্স দিতে হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ এই সেলস ট্যাক্সের কবল হইতে রেহাই পাওয়ার ফলে তাহারা প্রতিযোগীতায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ন্যায্য বিচার করিয়া সঙ্গত ব্যবস্থা করিবার জন্য ইহারা কয়েক বৎসর যাবত বিহারের মন্ত্রীগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ উপরোধ আবেদন নিবেদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ এই যে, সরকারী নির্দ্দিষ্ট সেলস ট্যাক্স দিতে গেলে তাহাদের বাধ্য হইয়াই কারবার গুটাইতে হইবে। এদিকে সরকার জবরদস্তি পূর্ব্বক এই ট্যাক্স আদায়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৩ জন কুঠিয়ালকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে এ পর্য্যন্ত বলরামপুরে আনুমানিক প্রায় চারিলক্ষ টাকা সেলস ট্যাক্স হিসাবে আদায় বাকী আছে।

**অগ্নিকাণ্ড**—গত ৩রা জুন বান্দোয়ান থানার বাসাবুরু গ্রামে শ্রীহিকিম মাঝির গৃহে মধ্য রাত্রে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গৃহটি ভস্মীভূত হইয়া যায়। গৃহের অধিবাসীগণ সে সময় নিদ্রিত ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি বাঁশের চোঙ্গায় রক্ষিত নগদ প্রায় দেড় হাজার টাকা ২০ মন ধান ১০ মণ জোনার ২॥০ মন লাহা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ২টি খাসী শূকরও অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যায়। অন্য কোন লোক আগুন লাগাইয়া দিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ মালথোড় গ্রামে শ্রীগোবিন্দ মোদকের কোঠা গৃহে দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ আগুন লাগে। সমবেত গ্রামবাসী ও মালথোড় যুবক সংঘের চেষ্টায় অল্প সময়েই অগ্নি নির্বাপিত হয়। ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নাই। অগ্নির কারণ অজ্ঞাত।

**অগ্নিদগ্ধ গ্রামে সহায়তা কার্য্য**—মানবাজার থানার জোরগড়্যা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সমস্ত গ্রামটি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। অসহায় গ্রামবাসীগনকে জেলা বোর্ড হইতে ১৯৮০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাত সেই টাকা গ্রামবাসীগনকে দেন। চেপুয়ার শ্রীদিবাকর মাহাত চারি মণ চাউল দেন। পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের অধিবাসীগণ কাঠ খড় প্রভৃতি দিয়া গ্রামবাসীদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

**মালথোড় যুবক সংঘের প্রশংসনীয় উদ্যম**—গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ মালথোড় গ্রামে যুবকগন সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ও জ্যোতিলাল মাহাত ও শ্রীসদানন্দ মাহাতকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি যুবক সংঘ গঠন করেন। এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচজন সভ্য লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। যুবক সংঘের প্রায় ৫০জন সদস্য ও ২৪জন সমর্থক সদস্য হইয়াছেন। যুবক সংঘ নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন অশিক্ষা দূরীকরণ, গ্রাম সাফাই, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, সুতা কাটা, উন্নত প্রণালীতে চাষ, সমবায় সমিতি, জঙ্গল রক্ষা গ্রামের শস্য রক্ষা, বিপন্নের সাহায্য প্রভৃতি। এই যুবক সংঘ নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি বড় ঘর তৈরী করিতেছেন। এই ঘরে কুটির শিল্প কাপড়বুনা প্রভৃতি হইবে। সংঘ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

**কাজী নজরুলের জন্ম বার্ষিকী**—গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীসীতারাম মাহাতর সভাপতিত্বে পুরুলিয়ার সাহিত্য মন্দির হলে জিলা ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের ৫২ তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। সভায় নজরুলের গান ও কবিতা আবৃত্তি হয়। সভাপতি কবির কবিতা ও গান সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

**গরু হারাইয়াছে**—মানবাজার থানার ভালুবাসা গ্রামের শ্রীজগদীশ মুখার্জ্জির একটি গরু হারাইয়াছে। গরুর বিবরণ: উচ্চতা ৮ পোয়া গায়ের রং সম্পূর্ণ শাদা নয় একটু শ্যামল বর্ণ। বয়সে চার দাঁত, সিং ৬।৭ আঙ্গুল। জাতি আড়াও নয় হালাও নয়। কেহ উক্ত গরুর সন্ধান দিলে গরুর মালিক টাকা পুরস্কার দিবেন।

**ঘরচাপা পড়িয়া ষাড়ের মৃত্যু**—গত ৯ই জুন হইতে পুরুলিয়াতে ও জিলার নানা স্থানে ভীষণ বৃষ্টি এবং ঝড় চলিয়াছে। নানা স্থান হইতে গৃহ পতনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত ১০ই রাত্রে পুরুলিয়াতে অস্বাভাবিক ঝড় বৃষ্টির ফলে নীলকুঠিডাঙ্গার একটি ঘর চাপা পড়িয়া একটি ষাঁড় মারা গিয়াছে। ষাঁড়টির নাম শম্ভূনাথ ছিল এবং ষাঁড়ের মালিক ষাঁড়টিকে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়ার ফলে সে অনেক বিস্ময় জনক কাজ করিত।

**নিমডি লোক সেবায়তনে গৃহ পতন**—গত কয়েকদিন ভীষণ বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে গত ১১ই জুন সকালে নিমডি লোক সেবায়তনে যে প্রধান গৃহটী নির্ম্মিত হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া গিয়াছে। গৃহটি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। উপরে কাঠের ফ্রেম লাগাইয়া আচ্ছাদনের টীনের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল। ভূমিকম্পে গৃহ পতনের মত এই গৃহটি পড়িয়া গিয়াছে।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ও হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। পাকিস্তানের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইতিপূর্বে নিজেদের দুষ্কর্ম এমন অকপটে স্বীকার করেন নাই। ইহা শুভ লক্ষণ, কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যে তাহা রূপ গ্রহণ না করিলে ইহার ফল কিছু হইবে না। পাকিস্তানে যে আবহাওয়া ও মনোভাব দীর্ঘকাল ধরিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে মৌলভীদের প্রচারের উপরে তথাকার জনসাধারণ মিঃ মালেকের কথার মূল্য বেশী দিবে কিনা সন্দেহ।

---

**কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রকাশ্যে দাঙ্গা**—সমস্ত ভারতে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রাথমিক কমিটীর সদস্য নির্বাচন সুরু হইয়াছে। এই নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণের সম্মুখে যে সমস্ত দৃশ্য অভিনীত হইতেছে তাহাতে জনসাধারণের শেষ শ্রদ্ধাটুকুও নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছে। বিহারে ডেহরীতে একজন লোক ভোটের বাক্স লইয়াই প্রস্থান করিল। তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে সে পিস্তল বাহির করিয়া তাহাদের হটাইল। বিহারের ও ভারতের নানা স্থানে নানারূপ অভিনব ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যুক্তপ্রদেশে লক্ষ্ণৌতে তো নির্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিয়াছে। সম্প্রতি এলাহাবাদ সহরে এই কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসীদলের মধ্যে গালাগালি এবং পরিশেষে মারামারি ও দাঙ্গা সুরু হয় এবং একদল ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্র আক্রমণ করে। অবস্থা এরূপ গুরুতর হয় যে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, পি আসিয়া অবস্থা আয়ত্বে আনেন। সহরের আর একটি কেন্দ্রে একদল লোক পোলিং অফিসারের হাত হইতে ভোটার লিষ্ট কাড়িয়া লইয়া তাহার মাথায় গুরুতর জখম করিয়া চলিয়া যায়। আর একটি কেন্দ্রে মারামারির ফলে পুলিশ আসিয়া নির্বাচন বন্ধ করিয়া দেয়। দুইটি মহিলাও আহত হয়। অগত্যা সহরের সমস্ত নির্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। আমরা একটি নমুনা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। কংগ্রেস কমিটীর নির্বাচন ব্যাপারে ইহাই সাধারণ অবস্থা। ইহা ছাড়া ভূয়া সদস্যের তো সীমা সংখ্যা নাই। এই সব দেখিয়া লোকে ইহাই মনে করিতেছে যাহারা দেশের সেবার জন্য কংগ্রেসে আসিবে তাহারা এইরূপ মারামারি করে কেন? তবে জনসাধারণ এই সব দেখিয়া একটা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছে যে কংগ্রেস কমিটীর নির্বাচনেই যখন এই ব্যাপার তখন আইন সভার আগামী সাধারণ নির্বাচনে খুন জখম করিয়া ও ভোটের বাক্স ভাঙ্গিয়াই যে কংগ্রেস জয়লাভ করিবার চেষ্টা করিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের স্থান নাই।

---

**কংগ্রেসজনরা কি চক্ষু খুলিবে?**—আসামের করিমগঞ্জে লোকালবোর্ড নির্ব্বাচনে বেশীর ভাগ আসনেই কংগ্রেস প্রার্থী হারিয়া যাওয়ায় আসামের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বারদলই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে—ইহা যেন কংগ্রেস জনদের চক্ষু খুলিয়া দেয়। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যেরূপ নিজেদের চোখ বন্ধ করিয়া আছেন তাহাতে কংগ্রেস জনদের চোখ খুলিবার সম্ভাবনা কম। যাহাদের চোখ খুলিতেছে তাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নাই কিন্তু কংগ্রেস দেশকে যেভাবে অতি শোচনীয় পরিণতির দিকে লইয়া চলিয়াছে তাহাতে চোখ খুলিয়া কোন প্রকৃত কংগ্রেস কর্ম্মীই আর কংগ্রেসে থাকিতে পারিতেছে না। এই সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকেরও চোখ খুলিয়া গিয়াছে, কাজেই নির্বাচনে বাক্স ভাঙ্গিলেও জনসাধারণ কংগ্রেসকে সমর্থন করা আর যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে না

---




জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কিনা এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমনকি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জন্য কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্লাস লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছাত্র ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল, এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎসর মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে; এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, শ্রীজহরলাল বসু
জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।



## চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ মফঃস্বলবাসী ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন **"পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউটই"** নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
"নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।"

প্রিন্সিপাল



## হিন্দুস্থান
## কো-অপারেটিভ
## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

**পুরুলিয়া।**

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন।
সদর মানভূমে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার

# সদর লোক্যাল বোর্ড

## নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, জেলা মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত খোঁয়াড় বাঁধ ও হাটগুলি ১৯৫০—৫১ সালের জন্য ডাক নীলামে আগামী ১৯৫০ সালের ২১শে জুন তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নীলাম খতম হইলে খাজনার সমস্ত টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি না দিলে উক্ত খোঁয়াড় কিম্বা হাট প্রভৃতিতে দখল দেওয়া হইবে না এবং উক্ত টাকা বিনা নোটীশে বোর্ডে বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম ডাক সদর লোক্যাল বোর্ডের অফিসে জুবিলী টাউন হলের হাতার মধ্যে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করা হইবে। যাহার কিছু মাত্র খাজনার টাকা বাকী থাকিবে তাহাকে ডাক দিতে দেওয়া হইবে না। যাহাদের এক বৎসরের অধিক মেয়াদ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের আগামী ১৯৫০-৫১ সালের দরুণ সমস্ত খাজনার টাকা নীলামের দিন জমা দিতে হইবে।

| খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | বাঁধ | হাট |
|---|---|---|---|---|
| আনাড়া | বোরো (বুড়িবান্ধ) | ভোজুডি | জবা | মৌতড় |
| চন্দনকিয়ারী | চেলেমা | খুঁটা | | |
| মনিহারা | কপালি | | | |

শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত
চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।

## WANTED

A Hindi knowing trained B.Sc for the post of Head Master for Tunturi H. E. school immediately. Preference would be given to a befitting Refugee candidate. Apply with copies of testimonials expecting minimum salary to the undersigned before 4-7-50.

Sri Prasad Singha Manki
Secretry
Proposed Tunturi H. E. School.
P. o.—Suisa (B. N. R.) Manbhum

## WANTED

A Matric C. T. or a Matriculate in Hindi for Chandil Board managed middle school in the District of Manbhum. Preference will be given to a candidate having a fair knowledge of Bengali also. Pay according to qualification plus the D. A. sanctioned by the Board and the Government from time to time Applications will be received upto the 20th June, 1950 by the undersigned The place is a healthy one and situated on the railway line.

S. N. Ojha,
Vice-Chairman,
Sadar Local Board.

Dated, Purulia (Manbhum)
the 23rd May 1950.



# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 3 of 1950—1951.

1 Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 11 A. M. on 19. 6. 50 of 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 11-30 A. M. on 19. 6. 50. in presence of the tenderers or their authorised agents.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to bedeposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 of 50-51. | 1. | Mtg Chandil Ry. Stn. App. Rd. | 201/- | 21/- | 15-3-51 |
| 23 of ,, | 2. | do Jhalda ,, ,, ,, ,, | 100/- | 10/- | do |
| 24 of ,, | 3. | do Joychandipahar Ry. Stn. App. Rd. | 664/- | 50/- | do |
| 25 of ,, | 4. | do Adra Ry. Stn. App. Rd. | 150/- | 15/- | do |
| 27 of ,, | 5. | do Brajapur Cattle Pound Rd. | 50/- | 5/- | do |
| 28 of ,, | 6. | do Indrabil Ry. Stn. App. Rd. | 146/- | 15/- | do |
| 29 of ,, | 7. | do Kargali Ry. Stn. App. Rd. | 264/- | 27/- | do |
| 30 of ,, | 8. | do Deshbandhu Rd. No. 2 | 191/- | 20/- | do |
| 31 of ,, | 9. | do Kuilapal Haludkanali Rd. | 46/- | 5/- | do |
| 32 of ,, | 10. | do Lithuria Parbelia Rd. | 206/- | 21/- | do |
| 33 of ,, | 11. | do Para Anara Rd. | 392/- | 40/- | do |
| 34 of ,, | 12. | do Barabazar Manbazar Rd. | 2000/- | 75/- | do |
| 35 of ,, | 13. | do Bandwan Mohulia Rd. | 1250/- | 75/- | do |
| 37 of ,, | 14 | do Raghunathpur Chelyama Rd. | 1500/- | 75/- | do |
| 38 of ,, | 15 | do Hura Kashipur Rd. | 505/- | 50/- | do |
| 39 of ,, | 16 | do Jhalda Torang Rd. | 1500/- | 75/- | do |

| Est. No. | | No. | Name of works. | | Amount. | Amount of enrnest money to be deposited | Date of completion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 of | 50-51. | 17. | do | Jhapra Gobindpur Rd. | 900/- | 50/- | 15-3-51 |
| 41 of | ,, | 18. | do | Joychandipahar Chinpina Rd. | 330/- | 33/- | do |
| 42 of | ,, | 19. | do | Joypur Begunkodar Rd. | 750/- | 50 - | do |
| 43 of | ,, | 20. | do | Keshargarh Naikdih. | 206 - | 21 - | do |
| 44 of | ,, | 21. | do | Lalpur Keshargarh Rd. | 206 - | 21 - | do |
| 45 of | ,, | 22. | do | Manbazar Bankura Rd. | 300 - | 30 - | do |
| 46 of | ,, | 23. | do | Manbazar Dhanara Rd. | 400 - | 40 - | do |
| 47 of | ,, | 24 | do | Sarbori Tiluri Rd. | 2023 - | 75 - | do |
| 48 of | ,, | 25. | do | Jargo Bagmandi Rd. | 1500 - | 75 - | do |
| 49 of | ,, | 26. | do | Dhadki Pathardang Rd. | 393 - | 40 - | do |
| 50 of | ,, | 27. | do | Subhas Ch. Bose Rd. | 1010 - | 50 - | do |
| 51 of | ,, | 28. | do | Chorepahari Link Rd. | 201 - | 21 - | do |
| 52 of | ,, | 29. | do | Baragarm Brahmattar Rd. | 284 - | 29 - | do |
| 53 of | ,, | 30. | do | Ladhurka Gourangdi Rd. | 2658 - | 100 - | do |
| 54 of | ,, | 31. | do | Manbazar Bandwan Rd. | 1649 - | 75 - | do |
| 55 of | ,, | 32. | do | Manbazar Hura Rd. | 3866 - | 100 - | do |
| 56 of | ,, | 33. | do | Manbazar Koilapal Rd. | 1320 - | 75 - | do |
| 57 of | ,, | 34. | do | Raghunathpur Bankura Rd. | 2019 - | 75 . | do |
| 58 of | ,, | 35. | do | Raghu athpur Purnapani Rd. | 300 - | 30 - | do |
| 59 of | ,, | 36. | do | Chandil Ichagarh Rd. | 1500 - | 75 - | do |
| 60 of | ,, | 37. | do | Kalimati Ichagarh Rd. | 511 - | 50 - | do |
| 61 of | ,, | 38. | do | Urma Kalikapur Rd. | 602 - | 50 - | do |
| 62 of | ,, | 39. | do | Tamna Sirkabad Rd. | 506 - | 50 - | do |
| 63 of | ,, | 40. | do | Purulia Begunkodar Rd. | 456 - | 46 - | do |
| | | 41. | do | Haripada Dan Rd. | 257 - | 26 - | do |
| | | 42. | do | Hill Rd. | 21 - | 3 - | do |

The details of items and quantities of works to be done may be seen in the District Engineear's office during office hours.

Approved
Sd/- S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা আষাঢ় ১৩৫৭, ১৯শে জুন ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৶৹

পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় **খাদি ভাণ্ডারে** পুঞ্চা থানার কেন্দা গঠনমূলক কেন্দ্রের তৈরী খাদি পাওয়া যাইতেছে।

আপনার হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনাইতে হইলে **নিমডি লোকসেবায়তনে** পাঠাইয়া দিন। চরখার সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে।

( ১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে )

অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং এই জিলাকে একচেটিয়া খরিদের অযোগ্য অঞ্চল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। বিহার গবর্মেণ্ট তাহা করিবেন।।

সুতরাং এখানে যতই অজন্মা হউক, চাউল যতই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হউক বাহিরে চালান দিবার জন্য গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ধান চাউল খরিদ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে স্থানীয় কর্মচারীরা তথ্য সরবরাহ করিবেই যে—এখানে যথেষ্ট পরিমানে ১৭৲ টাকা মন দরে রাশি রাশি চাউল রাস্তায় পড়িয়া আছে। গবমেণ্টকে ইহারা আশ্বাস দিয়া বলিবে—চাউল চাই? নিশ্চিন্ত থাকুন যত লক্ষ মন দরকার হয় সংগ্রহ করিয়া দিব। খরিদের যন্ত্র পারচেজিং এজেণ্ট—তাহাদের বলা হইল চাউল থাক না থাক চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিতেই হইবে। এবং চাউল না দিতে পারিলে—জেল, হাজতবাস। লক্ষ লক্ষ টাকার জেরের চেয়েও জেল হাজতটার দাম বেশী। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য পাঁচ টাকার চাউল দশ টাকায় কিনিয়া চাউলের দর বাড়াইয়া যেমন একদিকে তাহা অপ্রাপ্য করা হইতে লাগিল আর একদিকে তেমনি জিলার শেষ সম্বল ওয়াগণে উঠিয়া বাহিরে ডেসপ্যাচ হইতে লাগিল। সরকারী কর্মচারীরা তথ্য সরবরাহ করিলেন—কণ্ট্রোল দরে অনায়াসে লক্ষ লক্ষ মন চাউল পাওয়া যাইতেছে, জিলার কোন স্থানেই চাউল দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য নয়। বিহার গবর্মেণ্ট প্রেসনোট বাহির করিলেন যে—যে সব কর্মচারীরা—ঋগ্বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছে তাহারা কি মিথ্যা বলিতে পারে? যত সব মতলববাজ লোক মিথ্যা খবর প্রচার করিতেছে!

সুতরাং বিহারের কংগ্রেস গবমেণ্ট কোন ক্রমেই কোন অবস্থাতেই মানভূমের ধান চাউলের শোচনীয় অবস্থার কথা স্বীকার করিবে না। এবং তাহার স্থানীয় কর্মচারীরাও জিলার খাদ্য শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিবেনা, করিলেও তাহা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ মানভূম জিলায় গবর্মেণ্টের জন্য এই ধান চাউল খরিদ অব্যাহত রাখিতেই হইবে। মানভূম জিলা সম্বন্ধে গবমেণ্টের এই নীতির ফলে জিলাবাসী যে কি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে একটি সংবাদ দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সংবাদটি এই :—

গত ১৩ই জুন মানবাজার থানার আঁকরো গ্রামে রঘুনাথপুর গ্রাম (আঁকারা অঞ্চল) হইতে একজন লোক পাঁচটি টাকা লইয়া ধান ও চাউল খরিদ করিতে আসিয়াছিল। লোকটি যখন গোবর্দ্ধন আমের দোকানে পৌছে তখন তাহার আর কথা কহিবার সামর্থ ছিল না। সে দোকানের সামনে আসিয়া বসিয়া পড়ে। দোকানের লোকজন তাহাকে অনেক জিজ্ঞাসা করে কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। শেষে সে অতিকষ্টে বলে যে "আমি আজ তিনদিন কিছুই খাই নাই।" **পয়সা দিয়াও কোথাও চাউল যোগাড় করিতে পারি নাই।** প্রবল বৃষ্টির জন্য আজ তিনদিন কোথাও বাহির হইতে পারি নাই। আঁকরোর জনৈক যুবক তাহাকে দুই টাকার ধান্য এক টাকার চাউল ও কিছু খাবার জোগাড় করিয়া দেয়। খাবার পরে প্রায় এক ঘণ্টা কাল সে আর উঠিতে পারে নাই। পরে কিছু সুস্থ হইয়া চাউল ও ধান্য লইয়া গ্রামে ফিরিয়া যায়। এই সব গ্রাম বাসীরা বহু পূর্বেই গবমেণ্টের নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইয়া ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছে কিন্তু তাহার আজ পর্য্যন্তও কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

আমরা এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন বর্ত্তমানে মনে করিনা। প্রেস নোট দ্বারা সত্যকে মিথ্যা করিবার যে প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা কংগ্রেস গবমেণ্টের মর্য্যাদার বিষয় নয়।

---

## চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। )

### প্রতিবাদ

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত সপ্তাহে প্রজাতন্ত্রে আমার নামিত লোকসেবক-সঙ্ঘের বিপক্ষে যে লেখা ছিল তাহা আমার সহি নহে বা আমার নাম দিয়ে লেখার জন্য আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি দয়া করিয়া ইহা আপনার পত্রিকায় ছাপাইয়া দিবেন।

বিনীত

শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য

---

### ঝালিদায় কুষ্ঠরোগ

মহাশয়,

ঝালিদাতে কুষ্ঠব্যাধি রোগিদের যে রকম অন্যায় আচরণ দেখিতেছি ইহাতে সাধারণের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নাই। ঝালিদাতে যতগুলি বাঁধ আছে তাহারা অবাধে স্নান ও কাপড় চোপড় কাচিয়া জল অপবিত্র করে। এবং বাজারে যে সব তরকারী বিক্রয় হয়, তাহাতেও ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নয়। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক ব্যাধি, এই রোগটি এখানে ভয়ানক বাড়িয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কোনরূপ দৃষ্টি নাই। আশা করি যাহাতে শীঘ্র মধ্যে ইহাদের কোনরূপ ব্যবস্থা করান হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ইতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ কাঁহু, ঝালিদা।

---



# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ৪ঠা আষাঢ় সোমবার

## দেশবন্ধু ও প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যুস্মৃতি বার্ষিকীতে আমরা তাহাদের গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

ভারতের জন-জীবনে দেশবন্ধু যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন আজও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার যে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দেশপ্রেমের বন্যায় সমস্ত ভারত প্লাবিত হইয়াছিল, জাতিকে তিনি পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা মুক্ত জাতিরও চিরকাল প্রেরণা ও আদর্শ হইয়া থাকিবে। জাতি তাহাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। এই বীরের পূজা জাতিকে ভবিষ্যত অন্ধকার হইতে মুক্ত করিবে। জাতির এই বিরাট মানব তাহার জীবনের সাধনার দ্বারা জাতির জন্য যে সম্পদের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন জাতি তাহারই ভাণ্ডার হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া চলিবার পথ পাইবে। আমরা আজ দেশবন্ধুর সাধনাকে স্মরণ করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন জাতির মহান্ আচার্য্য। তিনি ছিলেন সেই ঋষি, যাহারা লোক সংগ্রহার্থেই এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেন। তাহার শান্ত সৌম্য জীবন, তাহার মনীষা—উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল জাতিকে মহৎ ও উন্নত করিবার সাধনায়। তাহার বিজ্ঞানের সাধনা দেশসেবারই সাধনা ছিল। তাহার জীবন ছিল জাতির শিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। আমরা আজ তাহাকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতেছি।

---

## বিলুপ্তির পথে কংগ্রেস

কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বর্ত্তমান মাসে ভারতব্যাপী যে প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েতের নির্বাচন চলিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই নির্বাচনে প্রাধান্য লাভের জন্য সর্বত্রই প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিয়াছে। স্বাধীনতা-পূর্ব্ব কংগ্রেসেও যে কংগ্রেস কমিটীতে সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রতিযোগীতা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু এই স্বাধীন ভারতে বর্ত্তমান বৎসরে কংগ্রেস পঞ্চায়েত অর্থাৎ কংগ্রেস কমিটিতে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিযোগীতার যে রূপ দেখা যাইতেছে এবং যে স্তরে ইহা নামিয়া আসিয়াছে তাহা সমস্ত দিক দিয়াই অভূতপূর্ব্ব—অর্থাৎ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।

এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। এই প্রতিযোগীতার ব্যাপারে যেমন কোন পথই কংগ্রেসজনেরা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না তেমনি আবার অপকৌশল গ্রহণ ব্যাপারে সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন পর্য্যায়ের কোন কংগ্রেসজনই বাদ যাইতেছেন না।

এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিতে হইলে বিরাট কাহিনী হইয়া পড়ে। কয়েকটি প্রদেশের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই কংগ্রেসের সাধারণ গতি ও ধারার একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইতে পারে।

কংগ্রেস পঞ্চায়েতের এই নির্বাচন ব্যাপারে একটা বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সোস্যালিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কমিউনিষ্ট পার্টি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেছে না। কংগ্রেস কমিটির এই নির্বাচনে প্রতিযোগীতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা কেবলমাত্র ঐসব রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ কংগ্রেস কর্মী বা তথাকথিত কংগ্রেস জনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিহারে যে কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন চলিতেছে সে সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনার কথা আমরা ইতিপুর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। তবুও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এতৎসম্পর্কে দু একটি ঘটনার পরিচয় প্রয়োজন।

গয়ার ৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে কংগ্রেস পঞ্চায়েতের প্রাথমিক-নির্বাচনে দুইদল কংগ্রেস জনদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে স্থানে স্থানে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গোহ থানার নির্বাচনে এক দল প্রার্থীর নিকট হইতে অন্য বিরোধী দলের লোকেরা মনোনয়ন পত্র, মনোনয়নে ফি এর টাকা এবং অন্যান্য

কাগজপত্র কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ব্যাপার এখন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে গুণ্ডামী হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় গোহ হইতে তিন মাইল দূরে মলুংাদে থানা কংগ্রেস কমিটির অফিস বাধ্য হইয়া স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সাহার্ষা হইতে ৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মানন্দ পাণ্ডে নামক জনৈক কংগ্রেসকর্মী মাধবপুরার এস, ডি, ওর আদালতে এই মর্ম্মে মামলা দায়ের করিয়াছে যে—কংগ্রেস প্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে চন্দ্রকিশোর প্রসাদ সিংহ তাহার সমর্থকদের বাধা দেয় এবং তাহাদের সামনেই তাহাকে বেদম প্রহার করায়।

এদিকে সাওয়ার থানা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী সাওয়ার থানায় পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে ডাইরী করে যে, তিনি এবং পোলিং অফিসার রামকান্ত ঠাকুর স্কুল ভবনে কংগ্রেস প্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কার্য পরিচালনা করেন। এই উপলক্ষ্যে গোয়ালা এবং রাজপুতদের মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। যাহা হউক ভোট গ্রহণ শেষ করিয়া নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিয়া তাহারা যখন ফিরিতেছিলেন তখন জনা তিরিশ লোক জমা হইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করে। নাম বলিলে তাহাকে লাঠি দিয়া বেদম পিটায় এবং কাগজপত্র ডাইরী মূল ভোটার লিষ্ট প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যায়।

হাজারিবাগ জেলায় প্রাথমিক কংগ্রেস নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রকাশ যে চূড়ান্ত অবৈধতা এবং নানারূপ অপকৌশল গ্রহণ করায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে নিঃ ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য হাজারিবাগে আসিয়া তিনদিন অবস্থান করিতেছেন।

বেগুসরাই থানার বাগডোব গ্রামে ১১ই জুন প্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে কিছুক্ষণ ভোট গ্রহণ করার পরে দুইদল কংগ্রেস কর্মী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। ব্যাপার দেখিয়া নির্বাচন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

উত্তর প্রদেশের (যুক্ত প্রদেশ) এলাহাবাদ লক্ষ্মৌ প্রভৃতির সংবাদ আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ১০ই জুনের কানপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কানপুরের সিটি কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই নির্বাচনকালে শান্তি ভঙ্গ নিবারণের জন্য পুলিশ প্রায় চল্লিশজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই নির্বাচনের ব্যাপারে কানপুর সহরে বিরোধীতার ভাব প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া সিটি কংগ্রেস অফিসে দুইদল বিরোধী কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যহই মারামারি চলিয়াছে।

বারানসীর সংবাদে দেখা যায় যে, বারানসীর প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণকালে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে দুই বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। দুই বিরোধীদলের সমর্থকগণ যুদ্ধের ধ্বনি দিয়া লড়াই, মারামারি বা যুদ্ধ করিতে থাকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয় এবং বলপ্রয়োগে মারামারি বা যুদ্ধ বন্ধ করে। ছয়জন আহত হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ভুয়া সদস্য ও অন্যান্য শত শত বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ ও মৌলিক অপকৌশলের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সমস্ত ঘটনাগুলি দ্বারাই কংগ্রেসের একস্তরের গতিপথের পরিচয় অতি স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইতেছে।

তারপরে আর একটু উচ্চস্তরে। পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপাঞ্জাবের রাজ্য ইউনিয়নের প্রাথমিক কংগ্রেস নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে উক্ত প্রদেশের বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর দল নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়া, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীকালা বেঙ্কট রাওয়ের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীগণের মধ্যে দুই জন প্রাক্তন মন্ত্রী, পার্লামেন্টের সদস্য, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েকজন সদস্যও ছিলেন।

অতঃপর মাদ্রাজের অন্ধ্রপ্রদেশ। ইহা হইল স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সীতারামীয়া ও নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কট রাওয়ের খাস প্রদেশ। এই প্রদেশে প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন লইয়া ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়ার দলের সহিত প্রকাশম দলের আভ্যন্তরীন বিরোধ এমন জটিলতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে তাহা সর্বপ্রকার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য সাবকমিটীর ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে মতভেদ ও দলাদলির ফলে ওয়ার্কিং কমিটী অন্ধ্রপ্রদেশের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যতম সদস্য শ্রীগোকুলভাই ভাটকে নিযুক্ত করেন। নির্ব্বাচন সাবকমিটীও শ্রীগোকুলভাইয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে মানিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী হঠাৎ এক নির্দ্দেশ জারি করিয়া নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে আদেশ দেন। তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীগোকুলভাই ভাটও নির্ব্বাচন সাবকমিটীর প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া কাজ করিতেছেন না।

এই ব্যাপারের পরে এ বিষয়ে শ্রী টি প্রকাশম ও আরও কয়েকজন দেরাদূনে সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট গিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে কংগ্রেস সভাপতির আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনি। সর্দ্দার প্যাটেল ইহার মধ্যস্থতা করিবেন।

দেখা যাইতেছে যে গ্রামের কংগ্রেস ভলান্টিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি পর্য্যন্ত সকলেই এই নির্ব্বাচন পারাবারে ডুব সাঁতারই কাটিতেছেন। অধস্তন স্তরে কংগ্রেস কর্মীরা সহিংস লাঠি সোঁটা ইট পাটকেল লইয়া পরস্পরের মাথা ফাটাইতেছে আর উচ্চস্তরে আদেশ, নির্দ্দেশ ও অন্যান্য অহিংস কৌশলে একে অন্যের নৌকা বানচাল করিবার চেষ্টায় আছেন।

ইহার পরে আরও ব্যাপার দেখা গেল যে, বাংলা দেশে বর্দ্ধমান, বারাসত, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক কংগ্রেসজন নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য আদালতের আশ্রয়ে স্থায়ী ইনজাংসন প্রার্থনা করেন এবং জিলার ও মহকুমার মুন্সেফ হইতে আরম্ভ করিয়া হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত ইনজাংসন জারী করিয়া কংগ্রেস নির্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন। ইতি মধ্যে কলিকাতার নির্বাচনে হাইকোর্ট হইতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং সোমবারে এ বিষয়ে শুনানী হইবে বলিয়া স্থির হয়।

কংগ্রেসের এই পঁয়ষট্টী বৎসরের ইতিহাসে ইহা অভিনব।

কংগ্রেসের প্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত যে গতির পরিচয় পাওয়া গেল সেই গতি একই ধারা বহিয়া চলিয়াছে—গদি বা ক্ষমতার অধিকার। নূতন গঠন তন্ত্র অনুযায়ী এবং শতকরা ৯০ জন ভুয়া সদস্য আবিষ্কার হইবার পরে বিধান হইয়াছে যে, প্রাথমিক পঞ্চায়েতের সদস্যগণ উচ্চ উচ্চ কমিটীর সদস্য নির্বাচন করিবে। সুতরাং প্রাথমিক পঞ্চায়েতে যাহার দল ভারী থাকিবে তাহার দল জিলা, প্রদেশ ও নিখিলভারতেও ভারী থাকিবে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নে কংগ্রেসে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলেরই পছন্দমতো লোক দাঁড় করান যাইতে পারিবে। অর্থাৎ রাজ্য শাসনে ও শোষণে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলই অগ্রভাগ পাইবে। মারামারিটা কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের জন্যই এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই। দেশের সেবা বা উন্নতি করিবার জন্য নয়।

সেই জন্যই দেখা যাইতেছে যে প্রাথমিক পর্য্যায় হইতে সুরু করিয়া উচ্চ ও উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ভিত্তি নিছক একটা জুয়াচুরী, গুণ্ডামী এবং ক্ষমতা কাড়াকাড়ির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক পঞ্চায়েত গঠিত হইতেছে তাহার লক্ষ লক্ষ সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা যে—খাদি পরিধান—তাহা প্রকৃত পক্ষে শতকরা নব্বই জনেরই নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত প্রতারণাধর্মীরাই কংগ্রেস পরিচালনার জন্য উচ্চ ও উচ্চতর কমিটীতে যে সমস্ত সদস্য নির্বাচন করিতে আদিষ্ট হইবেন—তাহারা যে কোন্ পর্য্যায়ের হইবেন—তাহা সহজেই অনুমেয়। এবং ইহারা ভারতবাসীর শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হইবার আশায় যে সব গুণী লোকদের কংগ্রেসের নামে প্রাদেশিক আইন সভায় বা পার্লামেন্টের প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন, তাহারা যদি নির্বাচিত হইয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তবে দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে তাহা স্মরণ করিয়া এখন হইতেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

কংগ্রেসের এই প্রাথমিক নির্বাচনের ব্যাপারে বা উচ্চ কমিটীর নির্বাচনের ব্যাপারে আরও একটা প্রধান বিষয় দেখিবার আছে। নির্বাচনে যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতেছে এবং যে মারামারি প্রভৃতি হইতেছে তাহা প্রকাশ্যে ক্ষমতালোভী কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে। ইহার পশ্চাতে অপ্রকাশ্যে বা অর্দ্ধ প্রকাশ্যে যাহারা আছেন দেশবাসী তাহাদের সবটা হয়ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন না। পুরাতন এবং স্থায়ী কংগ্রেস কর্মী যাহারা ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে তাহারা এখন যতই পাপ করুকনা কেন এখনও জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস কর্মী বা কংগ্রেস জন বলিয়া পরিচিত। স্বাধীনতার পরে যে সমস্ত শিল্পপতি, পুঁজিপতি, চোরাবাজারী, কাপুরুষ ও দেশদ্রোহীরা খাদীর টুপী ও খদ্দরে পরিবৃত হইয়া কংগ্রেসজনরূপে জনসাধারণের নিকট মর্য্যাদা পাইতে চাহিতেছেন—জনসাধারণের মধ্যে একটা অংশ অর্থ বা নানা কারণে তাহাদের তোয়াজ করিলেও তাহাদের শৃগাল বলিয়াই জানে। ইহারাই সর্বক্ষেত্রে দুচারজন পুরাতন কংগ্রেস কর্মীদিগকে ক্রয় করিয়া এবং তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া

ভবিষ্যতের ব্যবস্থাটা করিয়া রাখিতেছে। কংগ্রেসের নির্বাচনের এই লড়াইটা—আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা ও নেতারা একদিক দিয়া পুঁজিপতি ও কায়েমী-স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্রীড়নকরূপে করিতেছে। আজ তাই ইহা এত কদর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইহার পরেও যাহারা মনে করেন যে কংগ্রেসের প্রগতি বা সংশোধন সম্ভব তাহারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করিতেছেন। যাহারা ইহা বলেন—তাহারা নিজেদের এবং দেশবাসীদের প্রতারণা করিতেছেন। একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে হয়ত কংগ্রেস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব থাকিবে একটা মহান প্রতিষ্ঠানের অশুচি প্রেতাত্মা হিসাবে। আজ দেশ যদি ইহার সহিত চলে তবে তাহার গতি স্বাভাবিকভাবেই নিম্নাভিমুখী হইবে।

এ অবস্থায় বর্ত্তমানে এই কথাই আসে যে, কংগ্রেস বলিয়াই কংগ্রেসের কোন মূল্য নাই বা ইহার কোন প্রয়োজন নাই। যে পরিমাণে ইহা জনসাধারণের কল্যাণধর্মী হইতে পারিবে সেই পরিমানেই দেশবাসীর নিকট ইহার প্রয়োজন। ইহা পূর্বে কি করিয়াছে তাহা বিচার্য্য নয়, এখন ইহা কি করিতেছে তাহার উপরই ইহার বিচার নির্ভর করিতেছে—ইহার মূল্য নির্ভর করিতেছে। দেবতা যদি দানবের ধর্ম গ্রহণ করে তবে দানব বলিয়া স্বাভাবিভাবেই সে পরিত্যাক্ত হইবে। স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবেই কংগ্রেসের বিলুপ্তি ঘটিতেছে—ইহাতে ক্ষোভ দুঃখ বা নিরাশার কোন কারণ নাই। জাতির প্রয়োজন অনুসারেই নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং জাতির প্রয়োজনেই আবার নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে কোনদিন ইহার অন্যথা হয় নাই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই ভারতে নূতন নেতৃত্বের প্রয়োজন হইয়াছে। জাতিকে এখনও হয়তো অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তাহা জাতির প্রাণ শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্যই! জাতির মধ্যে যে ক্লেদ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে তাহাকে চরম দুঃখ দহনের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু তাহার এই গতির মধ্যেই সে তাহার পরিচালকের সন্ধান করিয়া লইবে ইহার কোনদিন অন্যথা হয় নাই।

আজ কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের নেতৃত্ব জাতির জীবনকে পরিচালনা করিতে পারিতেছে না—পারিবেও না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থায় যে রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা ইহার বিলোপের সূচনা করিতেছে। এই বিলুপ্তি পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টির আরম্ভের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। দেশবাসীকে তাহার জন্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**স্বামী শঙ্করানন্দের অনশনে মৃত্যু**—নেপাল স্বাধীন রাজ্য। সেখানে রাজা আছে এবং শাসন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক। প্রজাদের গণতান্ত্রিক কোন অধিকার নাই—সেখানে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেপালের কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে "নেপাল কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে। নেপাল গবর্মেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য নেপাল কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে, কর্মীদের গ্রেপ্তার করে এবং নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইতে থাকে। নেপালি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্মী স্বামী শঙ্করানন্দ তাহার বহু সহকর্মীগণ সহ নেপাল গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া কাটামুণ্ড জেলে অবস্থান করেন। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার ও তাহাদের জন্য মানবোচিত ব্যবহার দাবী করিয়া এবং নেপাল কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবী করিয়া তিনি গত ২৩শে মে হইতে কাটামুণ্ড জেলে অনশন আরম্ভ করেন। ২৪শে মে হইতে আরও ৯জন এবং ৩১শে মে হইতে আরও ১৮ জন নেপালী কংগ্রেস-কর্মী উক্ত দাবীতে স্বামী শঙ্করানন্দের সহিত অনশন ব্রতে যোগদান করেন। সম্প্রতি নেপাল কংগ্রেসের সহ সম্পাদক শ্রী কে, পি উপাধ্যায়ের এক বিবৃতিতে জানা যায় যে অনশনের দ্বাদশ দিনে গত ৩রা জুন স্বামী শঙ্করানন্দ মারা গিয়াছেন। আমরা এই নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী দেশকর্মীর এই মৃত্যুবরণকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। মানবতার সেবায় এই স্বেচ্ছাবৃত মৃত্যু বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিপীড়িত মানবতার মনে এই আশার সঞ্চার করে যে—পৃথিবী হইতে সব আলো এখনও নিভিয়া যায় নাই এবং নিভিয়া যাইতে পারে না। স্বামী শঙ্করানন্দের এই আত্মত্যাগের শিখা নেপালের জনজীবনের অন্ধকারকে দূর করিয়া তাহাদের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করিবে—ইহা নিশ্চিত।

---



# বনস্পতি পলিটিক্স

(এই প্রবন্ধটি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "যুগবাণী" হইতে উদ্ধৃত করা হইল। বর্তমানে বাজারে ঘি একরকম দুষ্প্রাপ্য এবং অত্যধিক দুর্মূল্যের জন্যও বটে লোকে ঘি প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে। এখন লোকে বাছ বিচার না করিয়া "বনস্পতি" চলিত কথায় যাহাকে সাধারণভাবে "দালদা" বলা হয় তাহাই ভোজ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবারের ভোজ্য হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। খাবারের দোকানগুলিতে আর ঘি এর খাবার তৈরী হয় না—সবই দালদা বা বনস্পতি। এই বনস্পতির ব্যাপার লইয়া ইতিপূর্বে শ্রীকুমারাপ্পা হরিজন পত্রিকায় ইহার অনিষ্টকারীতা সম্বন্ধে বহু লেখা লিখিয়াছেন। বর্তমানে যেরূপভাবে ইহার বিজ্ঞাপন চলিয়াছে তাহাতে লোকে আর এ সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় পাইতেছে না। এই অবস্থায় এই প্রবন্ধটিতে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মুঃ সঃ)।

"সর্কোদয়" পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে লিখিত বনস্পতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি হিন্দীতে লেখা। ইজ্জতনগর পরীক্ষায় ইন্দুরদের অন্ধ হওয়ার কারণ বনস্পতি নহে, কারণ বাঙ্গালীর খাদ্য, ডাঃ গিলডারের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বিনোবা ভাবে বলিতেছেন যে দুই দল ইঁদুরকেই বাঙ্গালী খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল, তার সঙ্গে একদলকে ঘি এবং আর একদলকে বনস্পতি দেওয়া হয়। যে ইদুর বনস্পতি খাইয়াছে সে অন্ধ হইয়াছে, যে ঘি খাইয়াছে সে অন্ধ হয় নাই। ইহা হইতে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালীর খাদ্য যদি অন্ধ হওয়ার কারণ হয় তবে বনস্পতি সেই অন্ধত্ব হইতে বাঁচাইতে পারে না—ঘি পারে। এই পরিমাণ ভেদ ডাঃ গিলডারের বলা উচিত ছিল।

বনস্পতি লইয়া একটি প্রকাণ্ড পলিটিক্স চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ভার্গব বনস্পতি প্রচলন বন্ধ করিবার জন্য পার্লামেণ্টে একটি বিল আনিয়াছেন। বিলটি প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর হইতেই বনস্পতিওয়ালাদের টনক নড়িয়াছে এবং উহার পক্ষে বিপুল প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে।

বনস্পতির প্রধান ম্যানুফ্যাকচারারদের নাম :

| | |
|---|---|
| লিভার ব্রাদার্স | দালদা |
| বিড়লা ব্রাদার্স | তুঙ্গভদ্রা |
| কানাইলাল জেটিয়া | স্নোহোয়াইট |
| খৈতান | কুসুম |
| টিবরাওয়ালা | প্রতাপ |
| নলিনী সরকার | রসুই |

ইহাদের মধ্যে লিভার ব্রাদার্স সব চেয়ে বড়। অপেক্ষাকৃত ছোট কারখানা আরও অনেক আছে।

বনস্পতিওয়ালাদের নিজেদের একটি এসোসিয়েশন আছে—বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন। উহারা ভারতবর্ষকে চারিটি ভাগে (zone) ভাগ করিয়াছে। 'এ' জোনে আছে কেবলমাত্র বোম্বাই সহর, 'বি' জোনে আছে বোম্বাই সহর বাদে বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ সহ দক্ষিণ ভারত; 'সি' জোনে আছে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ সহ উত্তর ভারত; 'ডি' জোনে আছে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম।

চারিটির মধ্যে 'ডি' জোনে, তার মধ্যে আবার বাঙ্গলায় বনস্পতির বিক্রয় সব চেয়ে বেশী। নলিনী সরকার এসোসিয়েশনের সদস্য নহেন, তাঁহাকে পাইলে বাঙ্গলার বাজারে আরও সুবিধা হইতে পারে এই কারণে এসোসিয়েশন তাঁহাকে তোয়াজ করিতেছে। 'ডি' জোনের সদস্য সাত জন; তাঁদের নাম—

| | |
|---|---|
| জেটিয়া | স্নোহোয়াইট |
| খৈতান | কুসুম |
| টিবরাওয়ালা | প্রতাপ |
| সোয়াইকা | সোয়াইকা |
| ভারত ভেজিটেবল | ভারত বনস্পতি |
| রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ | ডালমিয়া |

সপ্তম কোম্পানীর নাম ইউনাইটেড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, প্রোপ্রাইটার মুসলমান। ভারত বনস্পতির কারখানা উড়িষ্যায়, ডালমিয়া জৈনের কারখানা বিহারে।

ঘি, মাখন, বনস্পতি, তিনটি মিলিয়া ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর মোট ২০ লক্ষ টন বিক্রয় হয়। জনপ্রতি ইহা

আধ আউন্স করিয়া পড়ে। বনস্পতিকে ঘি ধরিলে পড়া উচিত দুই আউন্স। এই হিসাবে ভারতে বনস্পতির কারবার এখনও চতুর্গুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন যতগুলি বনস্পতির কারখানা আছে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। গত বৎসর এর অর্দ্ধেক তৈরি হইয়াছিল।

বনস্পতি সোজাসুজি এবং ভেজাল এই দুই হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উহার প্রত্যক্ষ ব্যবহার কম। বনস্পতি জাতীয় একটি বস্তু হল্যাণ্ডে প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসে, উহা খুচরা বিক্রী হয় না, এক সঙ্গে বেশী করিয়া বোম্বাইয়ে বিক্রী হইয়া যায়। এই জিনিষটি টিনের মাখনে ভেজাল দেওয়া হয়।

আমেরিকায় শর্টনিং এবং ইউরোপের মার্গারিণ বনস্পতির অনুরূপ হাইড্রোজেনেটেড তেল। তবে খাঁটি মাখনে মার্গারিণ ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য উহাকে রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন নিজেরাই তাঁদের পুস্তিকায় বলিয়াছেন,—Now Vanaspati contains practically no vitamins unless these are specially addad to it because the vegetable oils from which Vanaspati is made contain practically no vitamins.

ঘিয়ে ভিটামিন 'এ' থাকে নিম্নোক্ত রূপ :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| খাঁটি গাওয়া ঘি | প্রতি গ্রামে | ৩৬'৫ | ইণ্টার ন্যাশনাল | ইউনিট |
| খাঁটি ভয়সা ঘি | ,, | ৮'৮ | ,, | ,, |
| বাজার চলতি ঘি | ,, | ৮'৫ | ,, | ,, |

ইহা দেখাইয়া এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে খাঁটি গাওয়া ঘি যখন পাওয়া যায় না, এবং বাজার চলতি ঘি-ই যখন খাইতে হয় এবং তাহাতে মাত্র ৮'৫ ইউনিট ভিটামিন থাকে, তখন সেটুকু না থাকিলেই বা ক্ষতি কি?

শেরম্যানের মতে প্রত্যহ আমাদের অন্ততঃ ৫০০০ ইউনিট ভিটামিন খাওয়া দরকার। ঘি ছাড়া নিম্নলিখিত জিনিষগুলিতে ভিটামিন 'এ' আছে :

**সবজী**

প্রতি সাড়ে তিন আউন্সে (প্রায় দেড় ছটাক) ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন এ

| | | | |
|---|---|---|---|
| কুলকপি | ৩০০০ | হইতে | ৯০০০ |
| গাজর | ২২০০ | ,, | ৪০০০ |
| আম | ১০০০ | ,, | ২০০০ |
| পেঁপে | ২০০০ | ,, | ৩০০০ |
| টাটকা কড়াই শুঁটি | ১০০০ | ,, | ১৩০০ |
| পালং, সরষে, শালগম ইত্যাদি | ১৩০০০ | হইতে | ১৭০০০ |

**মাছ, মাংস, ডিম**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডিম | ১০০০ | হইতে | ২০০০ |
| কিডনি | ৫০০ | ,, | ১০০০ |
| লিভার (মেটুলি) | ৫০০০ | ,, | ১৯০০০ |

বনস্পতিওয়ালাদের বক্তব্য এই যে "সবজী, ডিম প্রভৃতিতে যখন এত ভিটামিন 'এ' রহিয়াছে তখন ঘিয়ের ভিটামিন বাদ গেলেই বা ক্ষতি কি? ভিটামিন 'ডি' আমাদের দেশে সূর্য্যের আলো হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, অতএব ভিটামিন 'ডি'র দরকার হইলে রোদ খাইলেই চলিবে। ভিটমিন 'ই' ডাল প্রভৃতিতে এত বেশী আছে যে বনস্পতিতে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। তা'ছাড়া এমন কোনই প্রমাণ নাই যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের শরীরে ভিটামিন 'ই'-র কোন অভাব আছে।"

আড়াই ছটাক গাওয়া ঘি খাইলে মানুষের শরীরের জন্য অপরিহার্য্য ৫০০০ ইউনিট ভিটামিন পাওয়া যায়; কিন্তু বনস্পতিওয়ালাদের অভিমত এই যে পয়সা খরচ করিয়া এত বেশী ঘি খাওয়া অত্যন্ত বোকামি, কারণ বনস্পতিতে যদিও ভিটামিন নাই তাহা হইলেও ভগবানের সৃষ্টিতে শাক সব্জী ডাল মাছ মাংস এমন কি সূর্য্যের রোদেও এত ভিটামিন রহিয়াছে যে কুড়াইয়া লইলেই হইল। মিছামিছি খাঁটি ঘি খাইয়া টাকা নষ্ট করিয়া দরকার কি?

নিকেল সম্বন্ধে বস্পতিওয়ালারা চুপ করিয়া যান নাই, কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে বনস্পতিতে নিকেলের অবস্থিতিই প্রধান অভিযোগ। তাঁরা প্রথমেই বলিতেছেন যে ক্যাটালিষ্ট হিসাবে নিকেল ব্যবহৃত হয় এটা ঠিক, কিন্তু পরে বনস্পতি শোধন করিয়া উহা হইতে নিকেলের চিহ্ন



পর্য্যন্ত দূর করিয়া দেওয়া হয়। তারপর মিডলটন এণ্ড বেরির—"ফ্যাট্স, ন্যাচারাল এণ্ড সিন্থেটিক"? বইয়ের দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে প্রত্যহ আট গ্রাম নিকেল খাইলেও শরীরে উহার খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এর পর বাট্রাণ্ডের "সায়েন্স" বই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে তাঁর মতে কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য খুব সামান্য নিকেল দেহের পক্ষে প্রয়োজন। যদি বনস্পতিতে নিকেল একেবারে না থাকিয়া থাকে তবে উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া অল্প স্বল্প নিকেল শরীরে গেলে বরং ভালই হয়, এই কথা প্রমাণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম হইয়া দাঁড়াইল—ঠাকুরঘরে কে রে? আমি কিন্তু কলা খাইনি।

বনস্পতির প্রচলন বাড়িলে দেশের দুধ এবং কৃষি সম্পদ বাড়িবে এটাও তাঁরা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁদের দ্বিতীয় পুস্তিকায় ছবি আঁকিয়া জলের মতো বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বনস্পতি বেশী তৈরি হইলে তৈল-বীজের ফসল বাড়িবে এবং বেশী পরিমাণে খইল পাওয়া যাইবে; খইল বাড়িলে গরুরা বেশী খাইতে পারিবে, সুতরাং দুধ বাড়িবে।

The Case for Vanaspati পুস্তিকায় বনস্পতি-ওয়ালারা নিজেরাই খুব বড় একটা স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। তাঁরা প্রথম হইতেই বনস্পতিকে মার্গা-রিনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং সমস্ত এক্সপেরিমেণ্টও ঐ ভিত্তিতেই হইয়াছে। তাঁদের বক্তব্য এই যে মার্গারিন যদি মাখনের অনুকল্প হইতে পারে তবে বনস্পতি হইতে পারিবে না কেন? কিন্তু এখানে একটি মস্ত কথা তাঁহারা চাপিয়া গিয়াছেন। মার্গারিন হাইড্রোজেনেটেড তুলাবীজ তেল একথা সত্য, কিন্তু তিমি এবং অন্য মাছের তেল হইতে ভিটামিন 'এ' বাহির করিয়া মার্গারিনে মিশাইয়া তবে উহা বাজারে ছাড়া হয়। সুতরাং মার্গারিণের সঙ্গে বনস্পতির তুলনা হইতে পারে না।

বনস্পতিওয়ালাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে উহাতে ভিটামিন নাই এবং Lin-Oleic Acid নামক যে এসিড স্নেহ পদার্থে থাকা একান্ত আবশ্যক বনস্পতিতে তাহা নাই। শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় স্নেহ পদার্থ ইহাতে আছে বটে, কিন্তু কতটা আছে এবং উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার মত অনিষ্টকর কোন বস্তু উহাতে আছে কি না সেটা দেখা দরকার। বনস্পতি এসোসিয়েশন যে সমস্ত বিদেশী এক্সপেরিমেণ্টের কথা বলিয়াছেন তার সবই মার্গারিণ দিয়া করা হইয়াছে। মার্গারিণ অবশ্য জমাট তুলাবীজ তেল, কিন্তু ইহাতে মাছের তেল হইতে সংগৃহীত ভিটামিন 'এ' যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। কাজেই মার্গারিনের দ্বারা শরীর পুষ্টির যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে তাহা বনস্পতির বেলায় খাটে না। বনস্পতিতে কোন অনিষ্টকর বস্তু আছে কি না এই প্রশ্ন এখন উঠে। হাইড্রোজেনেসনের সময় তেলে ময়লা থাকিবে কি না তাহা সেই কারখানার এফিসিয়েন্সির উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার এফিসিয়েন্সি খুব বেশী বলিয়া হয়ত সেখানে নিকেল তেলের মধ্যে ঢুকিতে পারে না। আমাদের এখানে কোন কারখানার এফিসিয়েন্সি ভাল হইলে সেখানে উহা না ঢুকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত কারখানার এফিসিয়েন্সি সমান ইহা কে বলিতে পারে?

বনস্পতির ব্যবসা আজ ভারতবর্ষে বিরাট প্রসার লাভ করিয়াছে। The Case for Vanaspati পুস্তিকায় বনস্পতিওয়ালারা নিজেরাই বলিতেছেন যে ভারতবর্ষে এমন কোন ধনপতি নাই এই শিল্পে যার বড় রকমের টাকা খাটে না। ঠাকুরদাস ভার্গবের বিল বনস্পতিওয়ালা-দের ভীমরুলের চাকে কেন ঢিলের মত পড়িয়াছে এই স্বীকারোক্তি হইতে তাহা বোঝা যায়। বনস্পতিওয়ালারা যতই বলুন না কেন যে বনস্পতি আর ঘি-এর সম্পর্ক রেশম এবং রেয়নের মত, দুইটিরই বিভিন্ন হইলেও প্রয়োজন আছে, কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে বহু লোকই বনস্পতি বলিয়া বনস্পতি কেনে না, ঘিয়ের সহিত বনস্পতি কেনে। শুধু বনস্পতি বিক্রয় করিতে গেলে তাহার আদর ও বিক্রয় অনেক কমিয়া যাইবে। তাই আজ বনস্পতিকে রং মিশাইয়া দাগী করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে বনস্পতি এসোসিয়েশন তিন মাসের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা

করিয়াছেন এবং ভারত সরকারের প্রিয় এবং খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সার শক্তিস্বরূপ ভাটনগর বনস্পতিতে রং মিশাইয়া দাগী করিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। বনস্পতি বন্ধ করিবার বিল পাশ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, কারণ ভাটনগরের মুখ হইতে 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' শোনা যাইতেছে। বনস্পতি চলিতে দিলে উহাতে রং করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে লোককে ধাপ্পা দিয়া ঘিয়ের নামে বনস্পতি খাওয়ানো বন্ধ হয় এবং নিকেল সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক কারখানায় ল্যাবরেটরি বসাইয়া সরকারী কেমিষ্টের তত্বাবধানে উহা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিলে তবেই লোকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবে। তৃতীয় আপত্তি বনস্পতির মূল্য। বনস্পতি তেল ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাহাও সবচেয়ে সস্তা তেল। কাজেই বারো আনা সেরের তেলকে শুধুমাত্র চেহারা বদলাইয়া আড়াই টাকা দরে বিক্রয় করিতে দেওয়ার অর্থ চোরা-বাজারী মুনাফা ভিন্ন আর কিছু নয়।

---

## দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্র ও ঋভুগণ

( জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য )

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। মনুর ইচ্ছাক্রমে প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত প্রসূতি হইতে ষোড়শ কন্যা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ১। শ্রদ্ধা, ২। মৈত্রী, ৩। দয়া, ৪। শান্তি, ৫। ক্রিয়া, ৬। বুদ্ধি, ৭। তুষ্টি, ৮। তিতিক্ষা, ৯। উন্নতি, ১০। মেধা, ১১। লজ্জা, ১২। মূর্ত্তি, ১৩। পুষ্টি, এই ত্রয়োদশ কন্যার ধর্ম্মের সহিত, স্বাহা ও স্বধা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের যথাক্রমে অগ্নি ও পিতৃগণের সহিত এবং শেষ কন্যা আদরণীয়া সতীর দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত বিবাহ হয়। এইভাবে লোকপালগণের কন্যাদাতা হিসাবে দক্ষের গৌরব দেবতা সমাজে দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। ব্রহ্মলোকে সৃষ্টি কর্ত্তারা এক মহান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে নিমন্ত্রিত দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। যজ্ঞ-মণ্ডলে সমবেত দেবগণ দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষকে সম্মানিত করেন। দেবাদিদেব মহাদেব দেবতাদের সহিত দণ্ডায়মান না হইয়া বসিয়াই ছিলেন। ইহা দেখিয়া দক্ষের ক্রোধ হয়। তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া বহু নিন্দা-বাদের পর শাপ দেন যে যজ্ঞে দেবগণের সহিত তোমার ভাগ রহিত হোক। এই ঘটনার কিছুদিন পরে দক্ষ প্রজাপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের সমগ্র আয়োজন শেষ হইবার পর ঋষি মুনি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট তিনি যজ্ঞে ব্রতী হইবার প্রার্থনা করেন। দক্ষ ঘোষণা করেন যে আমার এই যজ্ঞে শিবের যজ্ঞভাগ থাকিবে না। অনেক সদাচারী বিপ্রগণ শিব রহিত যজ্ঞের কথা ভাবিয়া যজ্ঞে ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য্যে ব্রতী হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন দক্ষ আত্মম্ভরিতার স্বরে বলিলেন,—আমি লোক পিতা ব্রহ্মার পুত্র, আদি মানব মনুর জামাতা ও সর্ব্বজনের বিদিত লোকপালগণের শ্বশুর এবং ভাবি প্রজাপতিত্ব আমার হস্তে, যদি আমার এই শুভ যজ্ঞে কেহ বাধা দাও তাহাকে সর্ব্বপ্রকার পীড়ন সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলি এবং যিনি হোতা উদ্‌গাতা, ঋত্বিক—আচার্য্য প্রভৃতির কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমার সাহায্য করিবেন তিনি বা তাঁহারা প্রজাপতিতুল্য সৌভাগ্যমণিতে ভূষিত হইবেন। সত্যকাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সভাস্থলে উঠিয়া শিবরহিত যজ্ঞের পূর্ণতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এহেন দুরূহ কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে দক্ষকে উপদেশ দিলে দক্ষ ব্রাহ্মণকে সভাস্থল হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিত্তের বিচার দ্বারা কর্ম্মপরায়ণ বিপ্রমণ্ডলীও সভাস্থল ত্যাগ করেন। ভাবি প্রজাপতির পৌরহিত্যের আশায় নীচ সেবার হৃতবুদ্ধি দ্বিজগণের দ্বারা ভৃগু শিব-রহিত যজ্ঞের আচার্য্য ব্রতে ব্রতী হইলেন।

যজ্ঞ চলিতেছে। দেবতারা সপরিবারে সকলেই আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল দেবাদিদেব মহাদেব। সতী পিতৃ যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণেই শিবের কথা না শুনিয়া আসিলেন। যজ্ঞের স্থলে স্বামীর ভাগ না দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতা দক্ষ পুনঃ পুনঃ শিবের নিন্দা করিয়া সতীকে হতাদর করিলেন। তখন ভৃগু দীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়িয়া সতীকে ইঙ্গিত করিলেন, ভগদেব ও পূষা দন্ত বাহির করিয়া উচ্চ হাস্য করিল। ক্ষোভে সতী সভাস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।



নারদ মুখে সংবাদ শুনিয়া মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রুদ্রের জটা হইতে এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বীর জন্মিলেন। তাঁর নাম হইল বীরভদ্র। শিব আজ্ঞায় বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। দক্ষের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, ভগ ও পূষার দন্ত দুপাটি উৎপাটন করিলে যজ্ঞের ব্রতীরা ভয়ে পলায়ন করিল। লক্ষ চেষ্টা করিয়াও ভৃগু ইহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। তখন যজ্ঞ পূরণের আশায় হীনাচার পরিচালকদিগকে ভৃগু আপন অধো অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া দীক্ষা দিলেন এবং যজ্ঞ রক্ষায় ইহাদের নিয়োগ করিলেন। ইহারাই হইল ঋভুগণ। বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস কালে সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য ভৃগুর শ্মশ্রুরাশিকে চিমটা দিয়া তুলিয়া ফেলিলেন পরে ঋভুগণকে যজ্ঞ কুণ্ডের উষ্ণস্থানে অধোমুখ করিয়া ঘর্ষণ দ্বারা বিকলাঙ্গ করিয়া উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ করাইয়া দক্ষ প্রাসাদের সৌধচূড়ে সন্নিবেশিত করিলেন। এই রূপে ধ্বংসের শেষে ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর অনুরোধে দক্ষ ছাগমুণ্ড পাইয়া জগতে এই পরিণতির সাক্ষীরূপে জীবিত রহিলেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ করিয়া মানভূমের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই পৌরাণিক আখ্যানটি বিশেষ ভাবেই প্রণিধান যোগ্য। আজ প্রজাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় যাহারা যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন তাহারা জনতা-রুদ্রকে বাদ দিয়াই তাহা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে দেশের সর্বত্র দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া চলিয়াছে। জন স্বরাজের মহাযজ্ঞে অস্বীকৃত অপমানিত জনতা-রুদ্রের রোষবহ্নি বীরভদ্রের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। হৃতবুদ্ধি ভৃগুর অপবিত্র সৃষ্টি ঋভুগণের এমন ক্ষমতা নাই যে বীরভদ্রের শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে। দক্ষকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় ছাগমুণ্ড লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। জনতা-রুদ্রকে অস্বীকার করিয়া প্রজাপতির আসনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার অসঙ্গত দুরাশা সফল হওয়া সম্ভব নহে। সমস্ত ভারতব্যাপী আজ এই পৌরাণিক আখ্যানের পুনরাবৃত্তি অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে।

মানভূমে ইহা আরও অধিকতর সুস্পষ্ট। মানভূমের প্রজাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মানভূমের জনতারূপী দেবাদিদেবকে অস্বীকার অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া ভাষামেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানভূমের মাতৃভাষাকে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য সানুচর দক্ষ যজ্ঞসভায় বিরাজমান হইলেন। ব্রাহ্মণ সত্যকাম ইহার বিরোধীতা করিলে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করি-লেন না। সত্যকামসহ স্বাধীন চিত্তের বিচার দ্বারা কর্ম্ম পরায়ণ কর্মী বিপ্রমণ্ডলী যজ্ঞস্থল ত্যাগ করিলেন। ভাবী প্রজাপতির পৌরহিত্য ও অনুগ্রহের আশায় নীচ সেবায় হৃতবদ্ধি হীনাচার অনুচরগণ সহ ভৃগু সমস্ত প্রকার ন্যায় নীতি বিসর্জ্জন দিয়া জনগণের মাতৃভাষা বাংলার পূর্ণাহুতির মন্ত্র গাহিতে গাহিতে শিবহীন যজ্ঞে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিলেন। মানভূমের এই নিকৃষ্ট যজ্ঞ রক্ষার আশায় হীনপন্থায় অর্থলোলুপ অপবিত্র ঋভুগণার সৃষ্টি হইল। ভগ, পূষার মত প্রতিক্রিয়াশীল দল দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল। শ্মশ্রু আস্ফালন করিয়া বর্ত্তমান ভৃগু গোষ্ঠী করতালি দিয়া মাতৃভাষা বাংলাকে বঙ্গেতর ভাষার আবৃত্তি প্রবৃত্তি বলিয়া কটাক্ষ করিল। ভাষামেধ যজ্ঞে দুরাগ্রহী ব্রতীরা ষোড়শোপাচারে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই লাঞ্ছনায় জনতা-রুদ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। যজ্ঞস্থলে জনতার রোষবাহ্নিজাত বীরভদ্র আবির্ভূত হইলেন।

সশ্মশ্রু ভৃগু যজ্ঞ রক্ষার্থে হীন পন্থায় নিকৃষ্ট ঋভুগণকে দীক্ষা দিয়া দক্ষরাজা ও হোতাগণ সহ চতুরঙ্গ সৈন্য প্রহরী বেষ্টিত হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিল। হোতা উদ্গাতা ঋত্বিক আচার্য্য সকলেই সোমরস পানে বিভ্রান্ত বুদ্ধি ও বিকৃত চিত্ত হইয়া অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় উপায়ে যজ্ঞে আহুতি দিতে সচেষ্ট। যজ্ঞস্থলে ও সর্বত্র ঋভুগণ পৈশাচিক নৃত্যে উন্মত্ত। দক্ষরাজার সহায়ে ঘৃতভাণ্ড হইতে হবি অপসারণ করিয়া যজ্ঞ রক্ষার আনন্দে যখন তাহারা উৎফুল্ল তখন বীরভদ্রের তাণ্ডবে বিকলাঙ্গ হইয়া দক্ষ প্রাসাদের সৌধ-চূড়ে সন্নিবিষ্ট হইতেছেন।

ইহার পরে কিন্তু আর ভৃগুর পূর্ব সংহিতা নাই। সংহিতার নূতন সংস্কারে নববিধান সংযোজিত হইয়াছে। ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটন করা হইয়াছে সত্য কিন্তু দক্ষের মুণ্ড এখনও ছাগ মুণ্ডে পর্য্যবসিত হয় নাই। যুগে যুগে সর্ব দেশে এইরূপ শিবহীন যজ্ঞের শোচনীয় পরিণতি

দেশকাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতে আজ ব্যাপক ও ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে এই দক্ষ যজ্ঞের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র। ভারতের সর্ব ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ঋভুগণ পৈশাচিক লীলায় উন্মত্ত আর একদিকে তেমনি জনতা রুদ্র রোষজাত বীরভদ্র হুঙ্কার করিতেছে। এই দক্ষযজ্ঞে দক্ষের পরিণতি কি হইবে তাহা সংহিতায় যে নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইতেছে—তাহাতেই রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

---

# হাজারীবাগ সীমান্ত অঞ্চলের অন্নকষ্ট

(ভুক্তভোগী)

মুক্তি পত্রিকায় মানভূমের অন্ন কষ্টের কথা সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। মানভূমের পশ্চিম সীমা ও হাজারীবাঘের পূর্ব্ব সীমায় যে সব গ্রাম আছে সেগুলির অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়—(১) সিঝুয়া, (২) রাধানগর, (৩) বন সিমনী, (৪) হেসাঁবাতু, (৫) গুড়গুড়ি, (৬) চয়নপুর, (৭) দুলালপুর, (৮) দুধিমাটি, (৯) সিমুলটাঁড়, (১০) ধাধকিডি, (১১) ঝুঁপড়ু, (১২) ধরমপুরা, (১৩) শ্যামপুর, (১৪) জরিডিহ, (১৫) কটকা, (১৬) গাইচাঁদ, (১৭) গাঙ্গজুড়ি, (১৮) বারমেসিয়া, (১৯) তিরো, (২০) পাথুরিয়া, (২১) জগাসুন, (২২) বাঁশগোড়া, (২৪) গারা ফাড়ি, (২৫) পারবহাল—প্রভৃতি গ্রামগুলির আজ ভীষণ অন্নকষ্ট। কৃষির দিন আসিয়া উপস্থিত কিন্তু কৃষক আজ বাড়ীতে নাই, জীবন যাপনের আশায়—আপন হাতে কৃষি-কর্ম্ম-কারীগণ আজ কলিয়ারী গিয়াছে। এখনও ফিরে নাই। যাহারা বতর রাখিবার জন্য ঘরে আসিয়াছিল তাহাদের ঘরে আসা না আসা সমান হইয়াছে। কেন না ঘরে বীজের ধান নাই, হালের গরু নাই লাঙ্গলের কাঠ নাই। গাড়ীর লোহা নাই—সব থেকে বেশী প্রয়োজন যে বৃষ্টি তাহাও এখনও নামে নাই। লোক হা হুতাশ করিতেছে। এখন চাউল ছাড়া অন্য খাদ্য শস্য নাই বলিলেই হয়। আবার চাউলের অবস্থাও এতদূর শোচনীয় যে তাহা অবর্ণনীয়। এঅঞ্চলগুলি হাজারীবাঘ জেলার অধীন হইলেও চাষ বাজারই ইহাদের জিনিষ পত্র বেচা কেনার কেন্দ্র। ইহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার দিন মারাফারি গ্রামে একটি বড় হাট লাগে। পূর্ব্বে এই হাটে বহু জায়গার ব্যবসায়ীগণ বহুজিনিষ ক্রয় বিক্রয় করিতে আনিত ও লইয়া যাইত। এখন এক জিলার জিনিষ অন্য জিলায় নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় কোনও কোনও জিনিষ বিশেষ করিয়া "অন্ন বস্ত্র" বাজারে অস্বচ্ছল ঘটিয়াছে। সুতরাং চাউল দাম দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। চাষ থানার গড়গা নদীর পার অঞ্চলের ১। আসানসোল, ২। রাউৎডি, ৩। মহুয়ার, ৪। পিড়র গড়িয়া, ৫। ধানডাবর, ৬। রাণীপুকুর, ৭। উকরিদ, ৮। তিলাবনী, ৯। হরিনা, ১০। পাথর কাটা, ১১। সাঙ্গজুড়ি—প্রভৃতি গ্রামগুলিতে ষোল আনা ধান উৎপন্ন হইলে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য রবিখন্দ জাতীয় খাদ্য শস্য সকল উৎপন্ন হইলে উক্ত হাজারীবাঘ এলাকায় অবস্থিত গ্রামগুলির মধ্যে সদভাবে পরস্পর আদান প্রদান দ্বারা সমস্যার কিছু সুরাহা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে যে—গড়গা নদীর পারের গ্রামের অবস্থাও শোচনীয়।

মানভূমে না হয় বাংলা হিন্দীর সমস্যা রহিয়াছে। হিন্দীর পক্ষে আপন মাতৃভাষা বাংলা ভুলিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি যাহারা না দিবে তাহারা বিহারের কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহী। সুতরাং রাজদ্রোহীকে বাঁচাইয়া রাজশক্তি যাহাদের হাতে তাহাদের কোনও লাভ নাই সুতরাং মানভূমের এই দারিদ্র্যের পাপে জড়িত দুর্ব্বল প্রজাগণের দায়িত্ব না হয় ইহারা এড়াইয়া গেলেন। কিন্তু উক্ত প্রাণঘাতী সমস্যা-মুক্ত হাজারীবাঘের গ্রামগুলির কথাতো যা তা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবেনা! এখানকার লোকের মধ্যে মানভূমের মত সমস্যা নাই। তবে কিজন্য ইহারাও উপেক্ষিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহাই বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়।

এই গ্রামগুলির এইরূপ অবস্থা হাজারীবাগের গত জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচনের পর হইতেই হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৭ই জুলাই রাধা নগর গ্রামে স্থানীয় কৃষকগণের এক সভা হয়। তৎকালীন জিলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ



সম্পাদক শ্রীযুক্ত শালিগ্রাম সিংহ ও জিলা সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মাননীয় আবদুল হাই সাহেব উক্ত সভায় কৃষকগণের উন্নতির উপায় মূলক বক্তৃতা করেন। তখন বর্ষার সময় দেশে খাদ্যাভাব যথেষ্ট। ইহার সমাধানের উপায় স্বরূপ সভাপতির আসন হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যে "এতদ্ অঞ্চলে একটি সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ও দরে শস্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হউক। যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ জনার গম, বুট, ধান ও চাউল এই কেন্দ্র হইতে প্রয়োজন মত পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।" এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তখনও সরকারী গুদামে লেভির ধান্য মজুত ছিল—জিলার দায়িত্বশীল কংগ্রেস কর্মীগণ মিলিয়া স্থির করিলেও যে কারণেই হউক উক্ত প্রস্তাব কার্য্যকরী হয় নাই। আজ উক্ত প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিয়া অন্ন সঙ্কটে অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে জন সাধারণকে বাঁচাইবার দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলের অসমর্থ কৃষকগণকে কৃষি কার্য্য করাইতে হইলে নেতৃ বর্গের চুপচাপ থাকিলে চলিবে না। মূক জন সাধারণের অন্তরের ভাষা অনশন ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ দেখিয়া আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয় দিতে হইবে।

হাজারীবাঘ সহর হইতে এই গ্রাম গুলি বহু দূরে। বহু ক্ষেত্রে আমাদের—এই গ্রাম গুলির কথা ভাবিতে হয়। বহু সমস্যায় ইহারা মানভূমের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। আমরাও আপন শক্তি মত এই অঞ্চলের গ্রামবাসীগণের সুখে দুঃখে সেবার ভাব দেখাইয়াছি। কিন্তু আজিকার সমস্যা এত জটিল যে জিলার শীর্ষ স্থানীয়গণ এ বিষয়ে মনোনিবেশ না করিলে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে। অতএব তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

---

# মানভূমে খাদ্যশস্যের শোচনীয় অবস্থাকে বিহার গবর্মেণ্টের অস্বীকার করিবার কারণ ও উদ্দেশ্য

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

মানভূমে শস্যের অভাব ও শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করিয়াছি। এই অবস্থা সর্বত্রই এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েসন গত ১৪ই মে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে জিলার খাদ্যশস্যের অভাব সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং অবিলম্বে এই জিলা হইতে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক চাউল রপ্তানি বন্ধ করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল। গবর্মেণ্টকে এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

এই প্রস্তাব সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবার পর পাটনা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান নেশনে" ২০শে মে তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া ও বিহার গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে—পুরুলিয়া সদর সাবডিভিজনে গবর্মেণ্টের পারচেজিং এজেণ্টদিগকে—স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই এরকম বিচার বিবেচনা শূন্য হইয়া চাউল খরিদ করিবার অনুমতি দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। মন্তব্যে রাঁচী এবং পূর্ণিয়া জিলার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে সেখানেও গবর্মেণ্টের পারচেজিং এজেণ্টদের দ্বারা নির্বিচারে চাউল খরিদ এবং অপরিমিত রপ্তানীর ফলে জিলার চাউলের দর অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকেরা মহা কষ্টে পড়িয়াছে। মানভূমেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মন্তব্যে গবর্মেণ্টের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যাপারে অদূরদর্শী নীতিকে নিন্দা করা হয়।

ইহার পরে ৩১শে মে তারিখের "ইণ্ডিয়ান নেশনে" বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের এক প্রেস নোট বাহির হয়। (ইহা কলিকাতা ও কোন কোন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল)। সেই প্রেস নোটে, ইণ্ডিয়ান নেশনে প্রকাশিত মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে—"গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মানভূমের সদর সাবডিভিজন একচেটিয়া খরিদ অঞ্চল (Monopoly area) রূপে আছে। গত পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে সংগ্রহ (procurement) কম এবং তাহা পারচেজিং এজেণ্টদের মারফত স্বাভাবিক ভাবেই করা হইয়াছে। গবর্মেণ্টের দ্বারা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ফলেই যে এবৎসর সদর মানভূমে চাউলের দর বাড়িয়াছে—এই অভিযোগের

কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। বৎসরের এসময়টায় প্রায় অধিকাংশ স্থানেই খাদ্যশস্যের মূল্য সাধারণ ভাবেই বাড়িয়া থাকে। একচেটিয়া অঞ্চল (Monopoly area) হওয়ার ফলে পার্শ্ববর্ত্তি অঞ্চলগুলির তুলনায় মানভূম সদরের অবস্থা বেশী সুবিধাজনক। যদি একচেটিয়া নীতি এবং খাদ্য শস্য চলাচলের বাধানিষেধ এখান হইতে তুলিয়া লওয়া যায় তবে—জিলা হইতে অবাধ রপ্তানীর ফলে দাম দ্বিগুণ অথবা বর্ত্তমান দর অপেক্ষা বেশী বাড়িয়া যাইবে।

"স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা এই বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে মানভূম সদর সাবডিবিজনের কোন স্থানেই খাদ্যশস্যের দুরবস্থা নাই। মতলববাজ লোকদের (interested persons) দ্বারা মেম্বারগণের নিকট প্রদত্ত ভুল তথ্যের উপর বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল।

এই প্রেস নোটের পরে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী এক বিবৃতি প্রদান করেন (হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, ১৬ই জুন ডাক সংস্করণ)। বিবৃতিতে বিহার গবর্মেণ্টের প্রেস নোটে খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্বন্ধে বার লাইব্রেরী কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বিষয়ে বিহার গবর্মেণ্ট যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করিয়া বল হয় যে—"এই চিঠিখানি সংবাদ পত্রে পাঠাইবার উদ্দেশ্য আমাদের কোনরূপ বিতর্কের অবতারণা করা নয়। প্রেস নোটে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন মতলববাজ (interested) লোকের দ্বারা প্রদত্ত ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের প্রস্তাব করা হয় নাই। ইহা অতি কঠোর সত্য যে সদর মানভূমে এখন চাউল দুষ্প্রাপ্য। এসোসিয়েশন এই আশা করিয়াছিল যে, গবর্মেণ্ট তাহার স্থানীয় কর্মচারীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ না করিয়া প্রয়োজন মতো ক্ষেত্রে আসিয়া তদন্ত করিবেন এবং যে গুরুতর অবস্থা চলিতেছে তাহা নিবারণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

গবর্মেণ্ট, প্রেস নোটে কতকগুলি অবান্তর ও ভিত্তিহীন কথার অবতারণা ও বার এসোসিয়েশন সম্বন্ধে তাহাদের সংস্কার-দুষ্ট মনোভাবের প্রকাশের পূর্বে মানভূম জিলায় খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্বন্ধে জিলার সদর ও মফঃস্বলে প্রত্যক্ষ তদন্ত করিয়া প্রেস নোট প্রকাশ করিলে সঙ্গত কাজ করিতেন। মাননীয় রাজস্ব-মন্ত্রী মে মাসের শেষ সপ্তাহে বান্দোয়ান অঞ্চলে স্বয়ং তদন্ত করিতে আসিবেন এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাহার আসা সম্ভব হয় নাই বা তিনি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়াটা সমীচীন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।

মানভূম জিলাকে একচেটিয়া অঞ্চল হিসাবে রাখার ফলে ইহার কি সুবিধা ও অসুবিধা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা আমরা বিশদভাবে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে—The resolution was passed by the Bar Association on wrong information carried to the members by interested persons" একথা গবর্মেণ্টের প্রেস নোটের সম্বন্ধেই নিম্নলিখিতভাবে প্রযোজ্য হইলেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে "The Press Note issued by the Govt. is based on wrong information carried to the Govt. by interested officers."

কারণ গবর্মেণ্ট প্রেস নোটে বলিয়াছেন যে—স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিশ্চিত অভিমত এই যে মানভূম জিলার কোন স্থানে খাদ্যশস্যের দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) নাই।" গবর্মেণ্ট এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রেস নোট বাহির করিয়াছেন। আমরা বলিতেছি এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল (wrong) এবং এই ভুল তথ্য যে সমস্ত কর্ম্মচারীরা গবর্মেণ্টের নিকট পৌছাইয়াছেন তাহারা জানিয়া শুনিয়াই ইহা করিয়াছেন। কারণ দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা তো দূরে থাক মতলববাজ না হইলে মানভূম জিলার পুরুলিয়া সদরে



অবস্থিত নিরপেক্ষ কোন চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট সচেতন ব্যক্তিই বলিতে পারে না যে — মানভূম জিলার কোন স্থানে খাদ্যশস্যের দুষ্প্রাপ্যতা নাই। আমরা বিহার গবর্মেণ্টের যে কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীকে আমাদের সঙ্গে জিলায় ঘুরিয়া প্রত্যক্ষ তদন্ত করিতে আহ্বান করিতেছি। এ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন মানভম জিলায় ধান চাউলের এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের এই অবস্থাকে বারংবার অস্বীকার করার কারণটা কি? স্থানীয় কর্ম্মচারীদেরই বা গবর্মেণ্টকে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে এরূপ ভূল তথ্য পৌছাইবার উদ্দেশ্যটা কি? কোন জিলায় খাদ্যশস্যের অভাব হইলে তাহা স্বীকার করা কোন গবর্মেণ্ট বা তাহার কর্ম্মচারীদের পক্ষে কোন প্রকার মর্য্যাদা-হানি-কর বা দোষের নয়। লোক না খাইয়া মরিতেছে বা খাবার অভাবে কষ্ট পাইতেছে এক্ষেত্রে গবর্মেণ্ট, কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া তাহাদের দুর্দ্দশার লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে—ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহাতে গবর্মেণ্টের মর্য্যাদা বাড়ে বই কমেনা। তবে মানভূমের খাদ্যশস্যের ব্যাপার সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের এমন একটা অদ্ভূত এবং অবাস্তব অস্বীকৃতির কারণ কি? খাদ্যশস্যটা হিন্দীভাষা নয় যে—মানভূমে ইহা না থাকিলে ইহা আছে বলিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে! তবে?

কারণ এবং উদ্দেশ্যটা সহজ এবং প্রাঞ্জল। কোন জিলা বা অঞ্চল হইতে গবর্মেণ্ট যদি লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল বাহিরে পাঠাইতে চায় তবে সেই জিলার অবস্থা এমন হওয়া দরকার যে সেখানে যে পরিমাণ ধান চাউল উৎপন্ন হয় তাহা স্থানীয় অধিবাসীদের অভাব মিটাইয়াও বাড়তি থাকে। ইহাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বা বাড়তি অঞ্চল বলা হয়। যে অঞ্চলে প্রয়োজনের অনুপাতে ধান চাউল কম জন্মায় সেটাকে ঘাটতি অঞ্চল বলা হয়। ইহা ছাড়া বড় বড় সহর, যেমন জেমসেদপুর, পাটনা প্রভৃতি সহরে বর্ত্তমানে গবর্মেণ্টকে চাউল জোগাইতে হয়। এখন বিহারের ঘাটতি অঞ্চল ও সহরগুলিতে বাড়তি অঞ্চল হইতে চাউল লইয়া যোগান দিতে হইতেছে এবং দিতে হইবে। গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ চাউল সংগ্রহের ব্যাপার হইতেছে—প্রকিওরমেণ্ট। যেখানে একমাত্র গবর্মেণ্টেরই চাউল কিনিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে সে অঞ্চলকে একচেটিয়া অঞ্চল বলা হয়।

এখন মানভূম জিলা হইতে বিহার গবর্মেণ্টের চাউল লইতে হইবে। চাউল লইতে হইলে ইহাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়াই ঘোষণা করিতে হইবে। ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া বলিলে বা বলিতে হইলে অসুবিধা। কারণ তাহা হইলে বাহির হইতে চাউল আনিয়া এখানে জোগাইতে হয়। এইজন্যই মানভূম জিলাকে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়াই গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিলেন—যদিও ইহা ঘাটতি অঞ্চল। সুতরাং চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে গবর্মেণ্ট সুবিধামত কতকগুলি অজুহাত সৃষ্টি করিলেন এবং এখানে একচেটিয়া সংগ্রহ নীতি প্রবর্ত্তন ও কায়েম করিয়া লক্ষ লক্ষ মন চাউল বাহিরে চালান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাহারও কিছু বলিবার নাই, কেহ আপত্তি তুলিলে অমনিই গবর্মেণ্ট বলেন—এটা উদ্বৃত্ত অঞ্চল। উদ্বৃত্ত অঞ্চল না হইলেও গবর্মেণ্ট গায়ের জোরেই ইহাকে বলিতেছেন—না হইলে তাহাদের চাউল লওয়া বন্ধ করিতে হয়।

এবার মানভূম জিলায় ধান চাউলের দুর্দ্দশা অপরিসীম। কিন্তু গবর্মেণ্টকে যদি এই জিলায় খাদ্য শস্যের অবস্থা শোচনীয় ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে প্রথমতঃ তাহাদের এখান হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া বাহিরে চালান দেওয়া বন্ধ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ বাহির হইতে জিলায় চাউল আমদানী করিতে হয়; তৃতীয়তঃ এখানে গবর্মেণ্ট চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখিলেও আগে এই জিলার ঘাটতি অঞ্চল গুলিতে তাহা বিলির ব্যবস্থা করিতে হইবে; সর্বশেষে ইহাকে আর উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাখা চলেনা—ইহাকে ঘাটতি

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

**দলিল হারাইয়াছে**

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিবেলায় পুরুলিয়া চকবাজারে একটি বাস্তুবাড়ীর দলিল হারাইয়াছি। কেহ পাইয়া থাকিলে, দয়া করিয়া নিম্ন ঠিকানায় খবর দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীদ্বিজপদ সূত্রধর
পুরুলিয়া ( ছুতার পাড়া )

## জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কিনা এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমনকি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জন্য কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্লাস লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছাত্র ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎসর মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে; এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, শ্রীজহরলাল বসু
জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

## WANTED

A Matric C. T. or a Matriculate in Hindi for Chandil Board managed middle school in the District of Manbhum. Preference will be given to a candidate having a fair knowledge of Bengali also. Pay according to qualification plus the D. A sanctioned by the Board and the Government from time to time. Applications will be received upto the 20th June, 1950 by the undersigned. The place is a healthy one and situated on the railway line.

S. N. Ojha,
Vice-Chairman,
Sadar Local Board.

Dated, Purulia (Manbhum)
the 23rd May 1950.

Bengal Nagpur Railway.

## SALE NOTICE

Is hereby given that 125 bags Dhonia booked under Inv. No 3 R/R. 198910 of 19. 7. 47 Ex. Bhangora Ghat to Purulia lying undeliverd at Purulia will be sold by public auction to the highest bidder at 11 hours on 10-7-50 at Purulia station as per provisions of the Railway Act IX of 1890.

Terms Cash payment.

By order,
Commercial Traffic Manager,
B. N. Rly. Kidderpore.

Dated, Calcutta 8. 6. 50.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১১ই আষাঢ় ১৩৫৭, ২৬শে জুন ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই

সোমবার

## স্বর্গীয় ঋষি নিবারণচন্দ্রের

## মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকী

( ১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে )

সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহারা বসবাসের জন্য পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছিলেন তাহারা সকলেই নিরাশ হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে সম্পত্তি বা জীবন রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং সম্মেলন মনে করে যে—চুক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের নিজেদের দোষেই যখন পূর্ব্ববঙ্গে যে সময় চরম আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল সেই সময় নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ সরকার চরম আর্থিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। ভারত সরকারের এই পাকিস্তান তোষণ নীতির মূলে অসংখ্য ভারতীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিগণের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে।

**নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও** পূর্ববঙ্গের বহুস্থান ঘুরিয়া আসিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে—চুক্তি পালন ব্যতীত উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর এখন আরও কতকগুলি কাজ করা না হইলে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি সফল হইতে পারেনা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে—দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারটা সরকারী ব্যবস্থায় হওয়া দরকার কারণ বহুক্ষেত্রে বাড়ী ও জমি দখল করিয়া লওয়া হইতেছে এইজন্য অনেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হতাশ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অবস্থা আছে কিনা গবমেণ্টকে তাহা বিচার করিতে হইবে।

গত ১২ই ও ১৩ই জুন ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিরাট সম্মেলন হয়। পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত নেতৃগণ ও হিন্দুদের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলন উপস্থিত হইয়া তাহাদের অবস্থা ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহারা অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কয়েকটি প্রস্তাবে তাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আনসারবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং আরও কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন ও কার্য্যকরী না করিলে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা অব্যাহত থাকিতে পারে না!

এ পর্য্যন্ত অবস্থা এই দেখা যাইতেছে যে—পাকিস্তানের জনসাধারণ চুক্তির বিশেষ কোন মর্য্যাদা দিবার মতো অবস্থায় নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারা চুক্তির কথা অবগত নহে। খুব বড় বড় ঘটনা না হইলেও নারীহরণ, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার এবং আরও বহু প্রকারের নৃশংস ঘটনাবলী প্রত্যহই নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে যে মনোভাব এবং সর্বত্র যে কার্য্যধারা অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বসবাস করার মতো অবস্থা একেবারেই সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা ফিরিয়া যাইয়া আবার বসবাস করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা ফিরিয়া যাইয়া দেখিতে পাইতেছে হয় তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস হইয়াছে নয় তাহা মুসলমানেরা দখল করিয়া লইয়াছে। এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারকে জানাইয়াও কোন ফল হইতেছে না। ইহার উপর মুসলমানদের নিয়মিত ভীতি প্রদর্শনে, অসন্মান ও প্রাণের ভয়ে ফিরিয়া না আসিয়া কোন উপায় থাকে না। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ যে—এক ভদ্রলোক গ্রামে ফিরিয়া গিয়া দেখিতে পান যে তাহার বাড়িটা মুসলমানেরা দখল করিয়া লইয়াছে। বাড়ীতে যে সমস্ত মুসলমান আছে তাহারা ভদ্রলোককে জানান যে—চুক্তি করিয়াছেন লিয়াকত আমরা করি নাই।” চুক্তি অনুযায়ী যে চল্লিশ ঘর লোক গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আবার ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই সাধারণ অবস্থা।

**ঝঞ্ঝাবাত্যার সংহাররূপ**—গত ১০ই জুন কলিকাতায় ভীষণ ঝড় বৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে বায়ুর চাপ হ্রাস পাওয়ায় ঘূর্ণিবাত্যার মত বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ঘণ্টায় ৬৮ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ইহা বাংলা ও পার্শ্ববর্ত্তি অঞ্চলের উপর দিয়া বহু ক্ষতি সাধন করিয়া চলিয়া যায়।

কলিকাতায় বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে গঙ্গাতে একটি লঞ্চ ডুবিয়া যায়। সহর ও সহরতলিতে অনেক গাছ পড়িয়া যায় ও নানাপ্রকার ক্ষতি হয়।

এই ঝড় বৃষ্টিতে মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৫০০ শত গ্রাম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ১৯৪২ এর পরে ঝড় বৃষ্টিতে এরূপ প্রভূত ক্ষতি আর হয় নাই। বন্যার ফলে সমস্ত জলপাইগুড়ি সহর জলমগ্ন হইয়াছে। সমগ্র কুচবিহার সহরও জলমগ্ন হইয়াছে।

দার্জিলিংএর বিপর্য্যয় অত্যধিক ভয়াবহ হইয়াছে। সেখানে বহু ঘরবাড়ী ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ধ্বশ নামিয়া রাস্তা ঘাট রেল লাইন সমস্ত ভাঙ্গিয়া এক বিপর্য্যয় কাণ্ড হইয়াছে। সমস্ত যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত প্রায় দুই শত লোকের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিমান দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---



# ‘মুক্তি’

সন ১৩৫৭ সাল, ১১ই আষাঢ় সোমবার

## পথ কি?

চারিদিকে অবস্থা যে রূপ ধারণ করিতেছে তাহাতে দেশের জনগণের তথা চাষীদের যেন ক্রমশঃই অধিকতর সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা বার বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এই জন্যই যে—আমাদের দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে যতক্ষন না এমন কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারা যায় যাহাতে তাহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে, ততক্ষণ দেশের কোন প্রকার উন্নতির আশা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

মানভূম জিলার যে বাস্তব অবস্থা তাহাতেই আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে—পরিণতি কোন দিকে চলিয়াছে। এই জিলায় উৎপাদনের অবস্থা, তাহার অসুবিধা এবং সর্বোপরি গবর্মেণ্টের নির্মম উদাসীনতা জিলার চাষীদের চরম দুর্দ্দশার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। প্রকৃতির নিষ্করুণতার সহিত মানুষ তাহার নিজের শক্তি দ্বারা সংগ্রাম করিয়া তাহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে। বিশেষ করিয়া যে দেশে স্বাধীন গবমেণ্ট গণতান্ত্রিক ও লোকায়ত্ত গবর্মেণ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত সেখানে দেশের সমষ্টিগত শক্তিকে গবর্মেণ্ট সংঘবদ্ধ ও সুপরিচালিত করিয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রামকে সাফল্যের পথে লইয়া যায়।

আমাদের দেশে ইহা তো কল্পনায় অতীত এবং ইহার বিপরীত অবস্থাই আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই জিলাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে—অজন্মা হওয়ার ফলেও সরকারী একচেটিয়া সংগ্রহ নীতিতে জিলার খাদ্যশস্যের পুঁজি নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজের অভাবে খাদ্যের অভাবে চাষীরা কোনরূপে বীজধান খাইয়া ফেলিয়াও এই আশায় বাঁচিয়াছিল যে, কোন রকমে বর্ষা আসিলে খাইয়া না খাইয়া চাষটা করিয়া ফেলা যাইবে। অন্ততঃপক্ষে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কোন রকমে কাটাইতে পারিলেও জোনারটা পাওয়া যাইবে। গবর্মেণ্টের উচিত ছিল—এই অবস্থায় থানায় থানায় অন্ততঃপক্ষে কিছু বীজ ধান ঋণ-স্বরূপে দিবার ব্যবস্থা করা এবং কিছু টাকা বা—যে লক্ষ লক্ষ মন ধান এই জিলার চাষীর ঘর হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহার অন্ততঃ কিছু অংশও চাষীকে ঋণ স্বরূপে দিয়া যাহাতে অন্ততঃ সে চাষটা উঠাইতে পারে তাহার পথে সাহায্য করা। কিন্তু দেখা গেল গবর্মেণ্ট সে সব করা তো তাহাদের স্বধর্ম্ম বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেছেন—বরং চাষীদের আরও বিব্রত করাই তাহার সরকারী ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতেছেন।

এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। থানায় থানায় কিছু কিছু ধান লইয়া গবর্মেণ্ট এক একটা গোলা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা গবর্মেণ্টের নিযুক্ত একজন থানা ওয়েলফেয়ার অফিসারের অধীনে আছে। এই ধান বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের কর্জ দেওয়া হয়। পরিমাণ কম হইলেও কিছু দেওয়া যাইতে পারে। এবার লোকে সেই ধান হইতে কর্জ স্বরূপ দেওয়ার জন্য বান্দোয়ানের ওয়েলফেয়ার অফিসারকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বলিলেন—এখন দেওয়া হইবে না—সেই ভাদ্র মাসে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় সেই ধানের পরিমান খুব কম হইলেও অন্ততঃ কিছু লোকেরও তো চাষের পক্ষে সাহায্য হইত! এখন চাষী যদি সামান্য ধানের অভাবে চাষ না করিতে পারে, ক্ষেত যদি খিল পড়িয়া থাকে তবে তাহাকে ভাদ্র মাসে ধান কর্জ দিয়া কি হইবে? ভাদ্র মাসে খাইবার জন্য সে কিছু জোনার উৎপাদন করিতে পারিবে—কিন্তু ধানের দরকার তো এখন এবং এখনই সব চেয়ে বেশী। এখন এই সাধারণ বুদ্ধিটা ওয়েলফেয়ার অফিসারকে কে জোগাইবে? প্রয়োজনের সময় চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থাটা এই জন্যই বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের স্বধর্ম্ম বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পূর্ব বৎসের যাহারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কৃষিঋণ লইয়ছিল তাহাদের নিকট হইতে সেই ঋণ আদায় করিবার জন্য ঠিক এই সময়টিতেই সার্টিফিকেট জারি করা হইতেছে। অর্থাৎ এখন যখন চাষীর ঘরে

কিছুই নাই, কোন রকমে ব্যবস্থা করিবার জন্য চাষী মহাজনের ঘরে কাজ ছাড়িয়া ধর্ণা দিতেছে বা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে এবং যখন তাহাকে গবর্মেণ্ট হইতে ডাকিয়া কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে সে চাষটা করিতে পারে—ঠিক সেই সময়ে তাহার নিকট হইতে কৃষিঋণ আদায় করিবার জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হইতেছে। ইহার ফলে যে চাষীর কিছুও চাষ করিবার সম্বল ছিল তাহাও তাঁহাকে খোয়াইতে হইবে—হাল হইতে বলদ খুলিয়া লইয়া চাষীকে অর্দ্ধেক চষা ক্ষেতের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গবর্মেণ্ট হয়তো "কৃষিঋণ" আদায় করিয়া লইবেন—এবং চাষী হয়তো কপালে করাঘাত করিয়া আপশোষ করিবে যে—ভগবান! এমন স্বরাজই আমাদের কপালে ছিল—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? চাষীকে বিব্রত করিয়া, চাষীর চাষ বন্ধ করিয়া—কৃষি মন্ত্রীর আট দফা খাদ্য উৎপাদনের এক দফা তো হাঁসিল হইল? তারপর "অধিক শস্য ফলাও" এর কার্য্যধারার এমন সফল পরিণতি আর কোন ব্যবস্থা দ্বারা হইতে পারে? এই কৃষি ঋণ আদায়ের ব্যাপারটা এখন এই বর্ষা ও চাষের মুখে না করিয়া এবং ইহার ফলে চাষীদের বিব্রত না করিয়া পৌষ অথবা মাঘ মাসে করিলে কি সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের মাসহারা বা টি, এ বন্ধ থাকিত বা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের "জন কল্যাণ ব্রত" ক্ষুন্ন হইত? দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে যে—তাহারা কোন রাজ্যে বাস করিতেছে?

এই অবস্থায় বিশেষ করিয়া এই জিলার চাষীরা কি করিবে তাহা কেহ বলিতে পারেন? ইহার উপর আর এক সমস্যা আছে। জিলায় হিন্দীর সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ ও তাহাদের অনুচরেরা কিছু কিছু আদিবাসীর মধ্যে এমন ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন যে অন্যের জমি জোর করিয়া দখল করিয়া চাষ করিলেও তাহাদের কিছু হইবে না। ইহা একটা সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী হইতেছে। গত ২৭ সংখ্যার মুক্তিতে একখানি চিঠিতে প্রকাশিত হিন্দী প্রচারক গুরুজীর উক্তিতেই ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি সদম্ভে বলিয়াছেন যে—"দেখবে আমার গুণ্ডামি ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাবে। আদিবাসী বীরদের লইয়া বরাবাজার থানার জমি দখল হইতে ধান কাটা আন্দোলন সুরু করিব, মানভূমে পুরা গুণ্ডামী চালাইব।" ইহা উপেক্ষণীয় নয় এবং একথা গুরুজীর একলার কথা নয়। স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে যে নীতি ও কার্য্যধারা চলিয়াছে গুরুজী তাহদের হইয়া সোজা কথায় ইহা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। তবে ইহা আদিবাসীদের নামে চালান হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের আদিবাসীরা সাধারণভাবে এই সব কার্য্যের সহিত জড়িত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও বহুক্ষেত্রে অনেক লোকে সরকারী প্রশ্রয়ের সাহসে অন্যের জমি দখল করিয়া লইতেছে বিশেষ করিয়া গরীব এবং যাহাদের কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার ফলে এই চাষের সময়ে বীজধান ফেলার ব্যাপারে জমি দখল লইয়া অনর্থক চাষীরা হায়রান হইতেছে। অনেকে জমি চাষ করিতে পারিতেছে না।

এই অবস্থায় জিলার চাষীরা কি করিবে তাহা বাস্তবিক চিন্তার বিষয়। গতানুগতিকভাবে যেমন চলিতেছে তেমনভাবে চলিতে পারে না, কারণ তাহারও একটা সীমা আছে, যেখানে আসিয়া ইহা অন্যরূপ পরিগ্রহ করে। এই সব ব্যাপারে চাষীদের নিজেদের কি করিবার থাকিতে পারে তাহাও বিবেচ্য। যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সরকারী বা বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে চাষীদের কতকগুলি বিষয়ে নিজেদের চেষ্টায় কিছু করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নিয়মতান্ত্রিক পথে তাহারা সব কিছু করিয়া দেখিয়াছে। দরখাস্ত, আবেদন, নিবেদন, সংবাদ পত্রে আন্দোলন, আইন সভায় প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ নাই। কোনরূপ বাহিরের সাহায্য না লইয়া তাহারা নিজেরাই কি করিতে পারে বা পারেনা তাহা যে কেহ প্রত্যক্ষভাবে জিলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সুতরাং আজ হোক কাল হোক এই উপায় ও অবলম্বন হীন জনতা নিজেদের বাঁচিবার জন্যই অনন্যোপায় হইয়া কি পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে তাহা আমরা এখন হইতেই কল্পনা করিতে পারি। তাহা যদি



চিরাচরিত নিয়মতান্ত্রিক পথ হইতে বিভিন্ন হয় তবে তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের হইবে। তাহা অবাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা ছাড়া পথ কোথায়, সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা বলিতে পারেন কি? এইরূপ অবস্থা এদিক ওদিক করিয়া দেশের সর্বত্র বিরাজিত এবং শুধু চাষী শ্রেণীই নয়, শোষণ দ্বারা এবং শোষণে সাহায্য করিয়া যাহারা দেশের ঘনীভূত সম্পদ উপভোগ করিতেছেন তাহারা ছাড়া সকলেই অনন্যোপায় হইতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের বাস্তব এবং ঠিক প্রকৃত অবস্থা ইহাই। নেতৃবর্গ যে জগতে বাস করিতেছেন এবং শাসন পরিচালকগণ ক্ষমতায় অন্ধ এবং বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যাহা করিতেছেন তাহাতে তাহারা নিজেদের জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছেন। আমরা কর্ত্তব্যবোধে তাহা তাহাদের দেখাইয়া দিতেছি। তাহারা যদি দেখিতে না পান তবে ইতিহাসে অপরাধী তাহারাই থাকিবেন—দেশের জনসাধারণ নয়।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**মানভূমে কোন উদ্বাস্তু শিবির নাই**—গত ১২ই জুনের পাটনা হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে বিহারের পুনর্ব্বাসন কমিশনার পাটনা বেতার কেন্দ্র হইতে এই মর্মে বক্তৃতা করিয়াছেন যে—উদ্বাস্তুদের জন্য বিহারে যে যে স্থানে সতেরটি শিবির খোলা হইয়াছে তাহার মধ্যে মানভূমেও উদ্বাস্তু শিবির খোলা হইয়াছে। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য মানভূমে বিহার গবর্মেণ্ট কোন উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেন নাই—যদিও উদ্বাস্তুদের সুবিধার জন্যই মানবতার দিক দিয়া তাহা করা উচিত ছিল। রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাষা প্রধান স্থানে বিশেষ করিয়া মানভূমে, বাংলাভাষী উদ্বাস্তুদের আনিতে বিহার গবর্মেণ্টের আশঙ্কা অমূলক হইলেও তাহারা তাহা করেন নাই। অথচ এদিকে ঘোষণা করিতেছেন যে মানভূমে উদ্বাস্তুদের শিবির খোলা হইয়াছে। ইহা তাহাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার যাহাই হোক না কেন—আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এই থাঁটি মিথ্যাটির সংশোধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

**অপমান ও অপমানিত**—কিছুদিন পূর্বে সুরাটের নিকটবর্ত্তী নবপুর সহরের একজন ব্রাহ্মণ কোন নাপিতের গৃহে যাজন কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে তথাকার নাপিত সমিতি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের ক্ষৌরকর্ম বন্ধ করিয়া দেয়। নিজের জালে নিজেরা জড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নাপিতেরা পূর্ব্ববৎ ক্ষৌরকর্ম আরম্ভ করে। আমাদের মানভূম জিলায় বান্দোয়ান থানায় মধুপুর নিবাসী এক নাপিত জনৈক দেশওয়ালী মাঝির নখ কাটিবার অপরাধে তাহাদের সমাজ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এই সমস্ত নাপিতদের সুরাটের সংবাদটীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সুরাটের ব্রাহ্মণের যে আচরণে অপমানিত বোধ করিয়া তত্রত্য নাপিত সমাজ প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন—মধুপুর তথা বান্দোয়ানের পরামাণিক সমাজ অনুরূপ অপমানকর আচরণ দ্বারা অন্যকে অপমানিত করিবার যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মোটেই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা আশা করি বান্দোয়ান পরামাণিক সমাজের মুখপাত্রেরা এই সঙ্কীর্ণ সংস্কার পরিহার করিয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবেন।

**এরূপ মনোবৃত্তি কেন?**—কিছুদিন পূর্বে মানভূমের দেশকর্মী শ্রীরোহিণী মুদির মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহ দাহ করিবার জন্য জাতি বর্ণ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মাহাত, মাঝি সকলেই তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহার পরে মধুপুর তথা বান্দোয়ানের দু একটি হিন্দী প্রচারকের নেতৃত্বে শ্রীকুশধ্বজ মাহাত ও শ্রীভজহরি মাহাতকে উক্ত অপরাধে সামাজিক বহিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। এই সংবাদে দেশবাসী মাত্রই বিস্মিত হইবেন কিন্তু আমরা বিস্মিত হই নাই। এই সমস্ত হিন্দী প্রচারকেরা যে কি শ্রেণীর লোক এবং কিরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ইহার পরে তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। অবশ্যই বান্দোয়ানের মাহাত সমাজ এরূপ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে নাই কিন্তু আজ যাহারা হিন্দীর ও কংগ্রেসের নামে মানভূমের সর্বনাশ করিতেছেন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সর্ব প্রকার গ্লানিরও সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি তাহারা এইরূপ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন।

**পুলিশ দ্বারা ধৃত মোটরের ব্যবহার**—বরাহবাজারে শ্রীরামজী সিংহের নিকট যে চোরাই মোটর পাওয়া যায় তাহা বরাহবাজার পুলিশের জিম্মায় রাখা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি জানা যায় যে সেই মোটর খানি কোন কোন পুলিশ কর্মচারী ও তাহাদের সঙ্গীগণ অবাধে ব্যবহার করিতেছেন। আমরা এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই কারণে আকর্ষণ করিতেছি যে, বহু-ক্ষেত্রে যাহা পুলিশ দ্বারা ধৃত হয় এবং থানার জিম্মা রাখা হয় তাহা নিজেদের সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা একটা রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বহুলোকের বহু ক্ষতি হয়। ইহা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা দরকার।

---

**নেপালে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম**—নেপালের বিভিন্ন এলাকা জুড়িয়া নেপালী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে এবং হাজার হাজার কৃষক দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রেপ্তার বরণ করিয়া লইতেছে। সৈন্য দলের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে এবং এজন্য একদল সৈন্যকেও গ্রেপ্তার করা হইয়ছে। জেলের অভ্যন্তরে স্বামী শঙ্করানন্দের মৃত্যুর পরে সমগ্র কাঠমুণ্ডুতে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। নেপালী কংগ্রেসের নেতা শ্রী বি, পি কৈরালা ঘোষণা করিয়াছেন যে—গণরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম করিবার অবকাশ নাই। সৈন্য এবং পুলিশ নেপালে জনগণের উপর নানারূপ অত্যাচার চালাইলেও জনগণের মধ্যে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। নেপালের এই মুক্তি সংগ্রাম সফল হইবেই। দেশবাসী নেপালের জনগণের এই মুক্তি সংগ্রামকে অভিনন্দিত করিতেছ।

---

**কংগ্রেসের শাস্তিমূলক অনুশাসন**—গত ১০ই জুন উত্তর প্রদেশের ( যুক্তপ্রদেশ ) আইন সভার কংগ্রেসীদলের বিদ্রোহী সদস্যগণের উদ্যোগে লক্ষ্ণৌতে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের ৩৭টী জিলা হইতে প্রায় ৩৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং সম্মেলনে—কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—"পিপ্‌লস কংগ্রেস" অর্থাৎ জনতার কংগ্রেস বলিয়া একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও উক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী এবং বর্ত্তমান এম, এল, সি, শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিয়াল। এই কার্য্যের জন্য তাহার এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কয়েকজনের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করা হইবে না তাহার জন্য কংগ্রেস হইতে জবাব দিহি চাওয়া হইয়াছে। হয়ত ইহাদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃতই করিয়া দেওয়া হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিয়াল মহাশয় ও তাহার সহকর্মীরা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত টি, প্রকাশমের উপরও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী— শাস্তি-মূলক বিধান কেন প্রয়োগ করা হইবেনা তাহার জন্য জবাবদিহি চাহিয়াছিলেন। পরিশেষে একটা রহস্যময় আপোষে তাহা স্থগিত রহিয়া গেল। যাহা হউক এই সমস্ত ব্যাপারে আজ স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, কংগ্রেসের এই সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান বা অনুশাসনের কোন প্রকার মূল্য বা গুরুত্ব দেশবাসী অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেয় কিনা? না দিলে, কেন দেয় না? কংগ্রেস এখন কি সেই পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে যেখানে একমাত্র স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী ছাড়া অন্য কেহই কংগ্রেসের কোন মূল্যই দেয় না? তারপরে এই সব কর্মী যাহারা নিজেদের জীবন দিয়া কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিয়াছে—তাহাদের উপর যখন কংগ্রেস অনুশাসনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে তখন প্রশ্ন ওঠে যে—ইহার জন্য দায়ী কি ইহারাই না কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিজে? কেবল প্রতিষ্ঠানগত এবং নিছক আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান দ্বারা কংগ্রেসের মত কোন প্রতি-ষ্ঠানকে টিঁকাইয়া রাখা যায়না। যাহারা আজ এই অনুশাসনের শাসন প্রয়োগ করিতেছেন তাহাদের মধ্যে অনেকে সর্বপ্রথমে সমবেত ভাবে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। কারণ কংগ্রেসের নীতিকে ধূলায় অবলুণ্ঠিত করিয়া আজ দুর্নীতিকেই কংগ্রেসের বুনিয়াদ ও তাহার উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার জন্য এই অনুশাসনের শাসনরূপ প্রহসন চলিয়াছে।

---



# মানভূমে সর্পাঘাত

**লেখক—শ্রীবাবুরাম মাহাত, গ্রাম—গুড়াডাঙ্গা টোকেরিয়া অঞ্চল, থানা বরাহবাজার**

( শ্রীবাবুরাম মাহাত মানভূমের একজন পুরাতন গ্রাম্য কর্মী। স্বাধীনতা আন্দোলনে ইনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। মানভূমের সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরও ইনি একজন কর্মী, ইনি একজন খাঁটি চাষী। ইহার বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। জিলার কর্মীরা ইহাকে বাবুরাম দাদা বলিয়া অভিহিত করে। মাঠে হাল চালাইতে চালাইতে ইনি এখনও বাকী জীবনটা জনস্বরাজ স্থাপনের জন্য লড়াই করিয়া কাটাইবার কথাই কল্পনা করেন। মুঃ সঃ )

আজ আমাদের মানভূম অনেক রকম রোগে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মানভূমের এই রোগ কি? মানভূম বাসিন্দা জনগণের দুর্দ্দশার কারণ কি?

যেমন একটা লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। সেই ম্যালেরিয়া আরোগ্যের জন্য একটা খাবার ঔষধ দেওয়া হইল, কিন্তু সেই খাবার ঔষধটাতে কোন কারণবশতঃ কলেরার বীজাণু সংস্পর্শ ছিল। সেই ঔষধ খাওয়ার ১০।১৫ মিনিট পরেই মানুষটির কলেরা উপস্থিত হইল। রোগীর ম্যালেরিয়া সারে নাই ইত্যবসরে কলেরা উপস্থিত। কলেরার বেগে মলত্যাগ করিবার জন্য সে পাইখানায় গেল—সেই পাইখানার ভিতরে রোগীকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে।

এখন ঐ রোগীর সমস্ত রোগ দূরীভূত করিয়া ঐ রোগীকে স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ বলবান করিতে হইবেই হইবে।

ঐ তিনটী রোগের মধ্যে আগে কোন রোগটির চিকিৎসা করিতে হইবে এবং কি রকমভাবে সেবা শুশ্রূষা করিলে রোগী স্বাস্থ্যবান ও বলবান হইবে?

এর মধ্যে চিকিৎসকগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে—এই তিনটি রোগের মধ্যে যে রোগটিতে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায় সেই রোগটিকে আগে সারাইতে হইবে। অর্থাৎ সর্পাঘাতে মানুষ ২।৪ ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যায় এ হেতু আগে সর্পবিষ মারাত্মক করিতে হইবে পরে কলেরা বিষ মারিতে হইবে তারপর ম্যালেরিয়া বিষ মারিতে হইবে।

এই ক্ষেত্রে রোগী মানভূম জিলা। ইহার থানা গ্রাম পর্য্যন্ত রোগী। আইন আজ মানভূম জিলায় স্বৈরাচার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। মানভূমে গবর্মেণ্ট কংগ্রেস নীতি নির্দ্দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তাহাদের অর্থাৎ গবর্মেণ্টের শাসন কর্মচারীদের কাজের ফলে মানভূমে আজ এক পূর্ণ বিশৃঙ্খলময় অরাজকতার জীবন দেখা দিয়াছে। স্বরাজ জীবন পঙ্কিলতাপূর্ণ বিষময় জীবনে পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, দেশের অমঙ্গলের পক্ষে এই তিনটি রোগের মধ্যে কোনটি সর্পাঘাত কোনটি কলেরা আবার কোনটি বা ম্যালেরিয়া। ইহার মধ্যে মহাত্মার নীতি অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—এই প্রকৃত নীতিকে নষ্ট করিবার জন্য বিহার গবর্মেণ্ট যে কহিতেছেন—মানভূমে হিন্দী ভাষা এবং মানভূম বাসিন্দা জনগণের বাংলা ভাষা ত্যাগ করে হিন্দী ভাষা শিখিতে হইবে এটা বড় ন্যায়ের উপর জোরের কথা। অন্যায়ের হেতু জোর করা হয়, কিন্তু ন্যায়ের উপর জোর—তাহলে মানভূমে স্বাধীনতা স্বরাজ কিছুই নাই।

ভারতের উৎপন্ন শস্যাদি এবং আরও অন্যান্য ধন সম্পত্তি দেশান্তরে অর্থাৎ বিলাতে জলের মত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল। মহাত্মার নীতি অনুযায়ী ভারত স্বাধীন হয় এবং ঐ রাস্তা প্রথমে বন্ধ করিবার ক্ষমতা পায়। যখন মূল শোষণ-রাস্তা বন্ধ করা হইল তখন মহাত্মার নীতি অনুযায়ী শোষণের অন্যান্য ছিদ্রের রাস্তাগুলিও সমস্ত বন্ধ করিতে হইবে। বৃক্ষের কাণ্ড ছেদন হইলে শাখা কখনও উপরে থাকিতে পারে না।

ভারতের ধন শোষণ করিয়া বিলাতে লইয়া যাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে এটা মহাত্মার আইনে। মহাত্মার নীতি অনুযায়ী এ দেশের ধন ও দেশ শোষণ করিবে না, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে, এক বিভাগ অন্য বিভাগকে, এক জিলা অন্য জিলাকে, এক থানা অন্য থানাকে, এক গ্রাম অন্য গ্রামকে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে, এক লোক অন্য লোককে শোষণ করিবে না। এটা মহাত্মার সবচেয়ে বড় নীতি। এই নীতি অনুযায়ী আজ মানভূমের ধন শোষণের ছিদ্র কেন থাকিবে?

মানভূমে মহাত্মার নীতি অনুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালনার লোক নাই। তাই বলি ভাই সব—জাগো।

আর ঘুমিয়ে থেকোনা, মানভূমে পদে পদে জীর্ণ অবস্থা ঘটে আসছে।

ঐ যে পূর্বেই মানভূম রোগাক্রান্ত এবং তিনটি রোগের উল্লেখ করিয়াছি, তার হল প্রথম সর্পাঘাত—এটা বিহার গবর্মেণ্টের দ্বারা। মানভূমের ধন শোষণের রাস্তা হইতেছে—তোমরা অর্থাৎ মানভূম বাংলা ভাষা ত্যাগ কর হিন্দী ভাষা প্রচার হোক—তাহলে আমরা অর্থাৎ মানভূম বাসিন্দারা মাতৃদুগ্ধ পান করা দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়েই থাকব। শিশুর হাতে যদি মহামূল্যবান জিনিষ থাকে তাহলে অজ্ঞান শিশু থেকে ভাঁড়িয়া লইতে দেরী লাগে না।

অর্থাৎ ভাষা পরিবর্তন—এটা সর্পাঘাত। নিরাপত্তা আইন—কলেরা।

মহাত্মার নীতি অনুযায়ী সমস্ত ভারতে পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মানভূমে যখন পঞ্চাইত রাজ স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, কর্মীরা জনসাধারণ সকলে মিলিয়া যখন পঞ্চাইত রাজ কি তাহা প্রতিষ্ঠা করিল—লোকের মধ্যে যখন জনস্বরাজ বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা হইতে চলিল—তখন গবর্মেণ্ট পঞ্চাইত ভাঙ্গিয়া দিয়া, যে স্বভাষা না হইলে স্বরাজ হইতে পারে না সেই স্বভাষা বন্ধ করিয়া স্বরাজ জীবন নষ্ট করিবার জন্য নিরাপত্তা আইন লাগু করিল। আমরা মানভূমবাসী গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া কাহারও কোন দুঃখ সম্বরণের যুক্তি দেই তাহলে তখন ঐ ক্ষেত্রে ঐ আইনে তাও বন্ধ হবেক। গান্ধীজীর জয়ন্তীতে এক সঙ্গে বসিয়া চরখা কাটিলেও ঐ আইনের বলে বন্দুক লইয়া পুলিশ পাঠাইয়াছে—তাহলে আর আমাদের মানভূমে স্বরাজ রহিল কোথায়, পঞ্চাইত রহিল কোথায়?

তবে যদি আমাদের সত্যের জোর আছে তবে নিশ্চয়ই সেই সাবিত্রীর ন্যায় নিরাপত্তা আইন রোধ করিব। যেমন যমরাজ সত্যবানের মৃত্যুকালে সাবিত্রীকে অন্যান্য অনেক বর প্রদান করেন এবং শেষের বারে যমরাজ যখন সত্যবানের জীবন লইয়া চলিয়া যান তখন সাবিত্রী বলেন—হে যমরাজ আমাকে আর একটি বর প্রদান করুন যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন হয়। যমরাজ বলেন—তাহাই হইবেক দেবী—বলিয়া সেই সত্যবানের জীবন লইয়া চলিয়া যায়। তখন সেই সতী সাবিত্রী আসিয়া যমরাজকে অপদস্থ করেন; বলেন—হে যমরাজ সত্যবানের জীবন যদি আপনি লইয়া যান তবে কিরকমে সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন হইবেক? সাবিত্রীর এ কথাতে যমরাজ লজ্জিত হইয়া সত্যবানকে জীয়াইয়া দিয়া চলিয়া যান। মানভূমে অন্যায়-আচরিত নিরাপত্তা কলেরাকেও সেই রকম বিহার গবর্মেণ্টকে তুলিয়া লইয়া যাইতেই হইবেক।

আর ম্যালেরিয়া বৃটিশ নীতি, যেন ভারত দুর্বলই থাকে সবল হইতে পারে না। যাই হোক ম্যালেরিয়ায় পরে এখন যে বিহার গবর্মেণ্ট মানভূমে ম্যালেরিয়ার দুর্বলতার উপরে আরও দুইটি মারাত্মক রোগ ঢুকাইয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে সদ্য প্রাণঘাতী সর্পাঘাতের বিষ প্রথমেই না মারিতে পারিলে মানভূমের আর উপায় নাই।

---

# জগন্নাথ কিশোর কলেজ এবং কংগ্রেস সরকারের শিক্ষা নীতি

আমাদের দেশের অন্যান্য বিষয়ের মতই জগন্নাথ কিশোর কলেজ ঘটিত সমস্যাটিও যেন ক্রমশঃ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সহজভাবে বিষয়টিকে বুঝিবার জন্য জগন্নাথ কিশোর কলেজের ইতিহাসটুকু জানা প্রয়োজন।

কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে পঞ্চকোটের পরলোকগত জমিদার জগন্নাথ কিশোর সিংহ দেও মহাশয়ের সম্পত্তি ঘটিত মকর্দ্দমা পক্ষগত আপোষে রফানিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং সেই সময় ৺জগন্নাথ কিশোরের উত্তরাধিকারী এবং আত্মীয়বর্গ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য একলক্ষ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে, উক্ত কলেজ স্থাপনের অভিপ্রায়ে পুরুলিয়া সহর এবং মফঃস্বলের জনসাধারণের আহুত সভায় ৩০।৩২ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। বহু সাধ্য সাধনার পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় আই, এ, ক্লাস খুলিবার অনুমতি



দেন এবং জনসাধারণের নির্ব্বাচিত কমিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একটি পরিচালকমণ্ডলী অর্থাৎ "গবর্নিংবডি" গঠন করিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কলেজটী খুলিতে না খুলিতেই স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার ঐ কলেজটীর বিরুদ্ধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানারূপ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ করেন। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পরিদর্শকদ্বয় তাঁহাদের রিপোর্টে ঐ অভিযোগগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিলেও কলেজের পরিচালকমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে ডেপুটী-কমিশনারের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সুতরাং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ডেপুটী কমিশনারের প্রস্তাবিত তাঁহার দলীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত পরিচালকমণ্ডীর হস্তে কার্যভার সমর্পণ করিবার নির্দ্দেশে নির্ব্বাচিত পরিচালক-মণ্ডলীকে দিলে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐরূপ অন্যায় এবং অযৌক্তিক নির্দ্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। অতঃপর উক্ত পরিচালকমণ্ডলী পদত্যাগ করিলে ডেপুটী কমিশনার স্বীয় সভাপতিত্বে তাঁহার দলের মনোনীত প্রতিনিধিদের লইয়া নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন এবং আজ প্রায় ৭।৮ মাস কাল যাবৎ পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পরিচালকমণ্ডলী গত ১৯শে মে তারিখে পুরুলিয়ায় এক জনসভা আহ্বান করেন। বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ডেপুটী কমিশনার এবং সম্পাদক রায় সাহেব জহরলাল বসু নিজেরা সেই সভায় উপস্থিত হন নাই। তাঁহাদের সহকারী সম্পাদক সভায় জনসাধারণকে জানান যে—জগন্নাথ কিশোর কলেজের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে, অধ্যাপকেরা যথারীতি বেতন পাইতেছেন না; প্রতিশ্রুত লক্ষটাকা দান কার্য্যতঃ পাওয়া যাইতেছে না, বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী সরকারের নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য পান নাই অথবা অর্থ সাহায্যের জন্য তাঁহারা কোনও আবেদনও করেন নাই। অধিক কি, বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী জনসাধারণের নিকট হইতে কোনও প্রকার চাঁদা আদায় করেন নাই। এমন কি, বিহার সরকার ডেপুটী কমিশনারকে জগন্নাথ কিশোর কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের অনুমতি পর্য্যন্ত দিতেছেন না।

উক্ত জনসভা বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি কোনরূপ আস্থা বা অনাস্থা জ্ঞাপন না করিয়া তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নির্ব্বাচন করিয়া দেন এবং আগামী ১০।১৫ দিনের মধ্যে সাধারণের নিকট কলেজ সম্পর্কে একটি সম্মিলিত রিপোর্ট দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উক্ত কমিটিকে জ্ঞাত করাইবার নির্দ্দেশ পরিচালকমণ্ডলীকে দেন। কলেজের পরিচালকমণ্ডলী কি উদ্দেশ্যে ঐ জনসভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন—কিন্তু জনসভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন কাজই তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। আলোচনার সূত্রে, সভায় আরও প্রকাশ পায় যে ডেপুটী কমিশনার গোপনে গোপনে এই কলেজটি ভাঙ্গিয়া দিয়া জিলা স্কুলের সহিত দুইটি আই এ ক্লাস জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে জগন্নাথ কিশোর কলেজটিকে পূর্ণ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করিয়া ধীরে ধীরে সায়েন্স, কমার্স প্রভৃতি বিভাগ খুলিবার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা ব্যর্থ হইবে এবং জিলাস্কুলের সংলগ্ন প্রচেষ্টিত কলেজটী চিরকাল ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পর্য্যায়েই থাকিবে।

জগন্নাথ কিশোর কলেজের সমস্যাটি বুঝিবার জন্য এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু জানা একান্ত প্রয়োজন। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষপাত নহে; অথবা কোন সাম্প্রদায়িক কিম্বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রচার কার্য্যও নহে। বর্ত্তমানে রাজনীতি, বিশেষ করিয়া এই সব অঞ্চলে, গভীর অভিসন্ধিমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ফলে আমরা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া নিজেদের দুর্ব্বল করিতে যতখানি তৎপর—সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় সাধারণের কল্যাণকর কোনও কিছু সৃষ্টি করিতে ঠিক ততখানি পরাঙ্মুখ। তাই কেবল কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী জাতিভেদ, হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব, বাঙ্গালী-বিহারীর কলহ লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট নহি—জেলার যাঁহারা স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের মধ্যেও আদিবাসী ও নূতন বাসিন্দার হাজার রকম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া একটা চরম বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার মুখে আমরা আগাইয়া চলিতেছি। আর শিক্ষার ক্ষেত্রটিই কলহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডেপুটী কমিশনার এই জেলার শিক্ষাকে খর্ব করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—সেটাকে তাঁহার ব্যক্তিগত নীতি বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা বিহারের কংগ্রেসী সরকারের এই জেলা সম্বন্ধীয় শিক্ষা নীতিরই একটা অঙ্গ। গত এক বৎসরে বিহার সরকার এই জেলার রাষ্ট্রভাষা প্রচারের জন্য পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন—তাহার মধ্যে কতটাকা টি এ বিল ও অন্যান্য বাজে খরচে গিয়াছে এবং প্রকৃত কতজন লোক রাষ্ট্রভাষায় শিক্ষিত হইয়াছে সেই তথ্য প্রকাশ করিলে কৌতুহলের নিবৃত্তি হইবে। ঐ টাকা হইতে সমগ্র জিলায় একটি উল্লেখযোগ্য স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা জানিনা। এই জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বয়স্কদের শিক্ষা, গ্রন্থাগারের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কেও একই প্রকারের অপব্যয়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সঙ্কীর্ণ এবং অভিসন্ধিপ্রসূত নীতির দ্বারা চালিত হইয়া সরকার তথা সরকারী কর্ম্মচারীগণ এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে বিরোধ সেইরূপ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। জেলার পুরাতন এবং স্থায়ী শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে এবং সরকারও "গৌরীসেনের" অর্থে নিজের উদ্দেশ্য হাঁসিল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই অপব্যয়ের ফলে, আগামী ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনকালে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর অথবা বর্ত্তমান কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে কিছু "দেশ হিতৈষী" পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ভোট পাওয়া যইবে না। মানভূম জেলা বোর্ডের উপনির্বাচনগুলিই তাহার চরম দৃষ্টান্ত।

জগন্নাথ কিশোর কলেজটিতে সায়েন্স, কমার্স ও ডিগ্রী ক্লাস খুলিতে পারিলে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে এই জেলায় অন্ততঃ ৪।৫ শত গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি হইত এবং ঐ সকল গ্র্যাজুয়েটের অধিকাংশই মাহাত, ভূমিজ, আদিবাসী প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর মধ্য হইতে আসিত। তাহারা শুধু আদিবাসীদের নয় সমগ্র দেশেরই সম্পদ হইত। কিন্তু সাধারণের নির্ব্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বিহার সরকার এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শাসনভার কার্য্যতঃ নিজেদের মনোনীত লোকদের হাতে অর্পণ করিলেন এবং তাহার পরই দেখা গেল অধ্যাপকেরা মাসের পর মাস বেতন পাইতেছেন না, নবগঠিত পারিচালকমণ্ডলী এক পয়সাও চাঁদা আদায় করিতেছেন না, সরকারও কলেজটাকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন না--এমন কি, কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিহার সরকার ডেপুটী কমিশনারকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন না। এই সকল বিষয় দেখিবার ও জানিবার পর—এই জেলায় "শিক্ষা বিস্তারের" জন্য বিহার সরকার কি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য কি কোনও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে? কয়েকমাস আগে যখন বিহারের প্রধান মন্ত্রী পুরুলিয়া সহরে আসিয়াছিলেন তখন কলেজের ছাত্রেরা তাঁহার নিকট কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় কলেজটীর সাহায্যের জন্য কোনও চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। বিহারের বিভিন্ন কলেজে বিহার সরকার নানারূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন—দৃষ্টান্ত স্বরূপ—মধুবনী কলেজের জন্য দেড়লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সরকার পুরুলিয়ার জগন্নাথ কিশোর কলেজ সম্পর্কে ঐরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না কেন? মানুষের প্রত্যেক কাজ বা অকাজের পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য আছে। জগন্নাথ কিশোর কলেজটাকে চরম অবস্থায় উপনীত করিবার পশ্চাতে বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা কি বুঝিব?

| | |
|---|---|
| শ্রীপ্রমোদ কুমার ঘোষ | শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় |
| শ্রীবিমলাকান্ত সরকার | শ্রীটিকেন্দ্র লাল ঘোষ |
| শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় | শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শ্রীকালী কিঙ্কর মুখার্জ্জি | শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ |
| শ্রীশান্তি মুকুল মুখোপাধ্যায় | শ্রীমহাদেব মুখার্জ্জি |
| শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র | শ্রীরাধা গোবিন্দ রায় |

---



# দুরবস্থার শেষ কোথায়?

অটল চন্দ্র মাহাত—তুলসিডি

বাঁন্দোয়ান থানার অবস্থা বহুবার মুক্তি পত্রিকাতে ও দরখাস্তের সাহায্যে ব্যবস্থার আশায় জেলা এবং প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানান হইয়াছে এবং হইতেছে। থানার অনুষ্ঠিত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার অভাব অভিযোগ সব কিছুই তাঁহাদের কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেগুলি মোটেই গ্রাহ্য করেন নাই, যদিও এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য অনুযায়ী দেশের অনুষ্ঠিত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অভাব অভিযোগ সব কিছুই বিচারের আশায় তাহাদিগকে জানাইব। কারণ সেগুলি দেখিবার, বিচার করিবার ভার তাঁহাদের হাতেই অর্পিত হইয়াছে। যদি তাহারা বহু কষ্টে অর্জ্জিত স্বাধীনতার ক্ষমতা হাতে পাইয়া নীতির অসৎ ব্যবহার করিয়া স্বৈরাচার চালান তাহা হইলে তাঁহাদের অন্যায় হইবে এবং কর্ত্তব্যের দিক দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে বলিয়া মনে করি।

বর্ত্তমানে বান্দোয়ান থানাকে নানা দিক দিয়া বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। চাষীদের সমস্যাই বড় সমস্যা। এক তো চাষীর ঘরে বীজ ধান্য নাই এমন কি কাল যে কি খাইবে তাহারও উপায় নাই। মাত্র ২।১ জন কোন প্রকারে কিছু কিছু চারা দিয়াছিল। অতি বৃষ্টির ফলে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জমীর সমস্ত আইড় ভাঙ্গিয়া চাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

বীজ ধান্যের এবং কৃষি ঋণের জন্য থানা ওয়েলফেয়ার এবং জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত জেলা কর্ত্তৃপক্ষ কোন সংবাদ দেন নাই। থানা ওয়েলফেয়ার বলিয়াছেন যে "এখন গোলার ধান্য খোলা হইবে না।"

বর্ত্তমানে চাষীর জীবন-মরণ সমস্যা। এখন যদি তাহারা বীজ ধান্য না পায় তাহা হইলে ভাদ্র মাসে লইয়া কি হইবে? জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইল এখনও কাহারও চারা দেওয়া হয় নাই। চাষীর অবস্থা যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত সময়ে যদি চাষীরা বীজ ধান্য পাইত তাহা হইলে কোন রকম অসুবিধাই হইত না। এই থানার থেকে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ধান্য লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু এ থানার লোক ক্ষুধায় মারা গেলেও এক-মুষ্টি অন্ন দিতে পারেন নাই। বরং চাষীর ঘরে যাহা আছে তাহা লইয়া গিয়া চাষীর বুকের রক্ত শোষণ করিয়া মাথায় ঘা মারিতেছেন। এই কি স্বরাজের রূপ?

বর্ত্তমানে বাঁধের কাজ বন্ধ হইল। এখন গরীব চাষীরা কি করিয়া বাঁচিবে? ঘরে অন্ন নাই, হালের বলদ নাই, পরণের কাপড় নাই, চাষ করিবার বীজ ধান্য নাই। আবার অতি বৃষ্টির ফলে অধিকংশ বাড়ী ধ্বসিয়া গিয়াছে। ফলে অনেকেই গৃহহীন অবস্থায় বসবাস করিতেছে। কংগ্রেস রাজত্বে এ বিষয়ে তদন্ত এবং যথোচিত ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব কাহারও আছে কি?

প্রত্যেক গ্রামে গো মহিষাদির নানা রকম ব্যাধি হইতেছে। গলা কাটা এবং যক্ষাতেই বেশী মারা যাইতেছে। নিম্নে কতকগুলির তালিকা দেওয়া হইল:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভজহরি মাহাত | সাং | জিতান | ১২টী |
| রবি মাহাত | ,, | ,, | ১টী মহিষ |
| অনন্ত মাহাত | ,, | ,, | ১ ,, |
| দেবী প্রসাদ মাহাত | ,, | ,, | ১ কাড়া |
| বীর বল | ,, | ,, | ১টী ,, |
| বানেশ্বর মাহাত | ,, | তুলসিডী | ১২ টী |

বহু গো মহিষাদি মারা গিয়াছে। বোর্ডে একজন পশু চিকিৎসক আছেন। আমরা এদিকে বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

---

# উত্তর প্রদেশে বিদ্রোহ

জহরলালের নিজ প্রদেশের বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পিপল্‌স কংগ্রেস নামে নূতন দল গঠন করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে ইহা খুব বড় ঘটনা। বাঙ্গলায় প্রফুল্ল ঘোষ, মাদ্রাজে প্রকাশম এবং পাঞ্জাবে ভীমসেন সাচার তলে তলে যে দলাদলি করিতেছেন তার চেয়ে ত্রিলোকী সিংহের প্রকাশ্য বিদ্রোহ অনেক ভাল। কংগ্রেস এখন কতক

গুলি ক্ষমতালোভীর হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছে, ইহারা উপযুক্ত নূতন লোক ঢুকিতে দিবে না; ইংরেজীতে যাহাকে afraid of importing intellect বলে ইহাদের হইয়াছে সেই অবস্থা। তার উপর চলিয়াছে বহিষ্কার, উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। নূতন লোক লইব না, পুরাতন লোক তাড়াইব; দেশের কাজ করিব না, পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়া ক্ষমতা জাহির করিব—এই অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান বেশীদিন চলিতে পারে না। প্রদেশ ত প্রদেশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পর্য্যন্ত বিবেকবান মন্ত্রীদের টেঁকা অসম্ভব হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু 'ব্যাকগাউণ্ডের' অর্থাৎ পুরাণো কর্ম্মপন্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন; তিনি আম্বেদকর এবং চারু বিশ্বাসকে মন্ত্রী সভায় স্থান দিলেন কিরূপে? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার লোক, আলাদা দল হিসাবে নির্ব্বাচনে তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন কিন্তু দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইংরেজের অনুগ্রহের আশায় তিনি কখনো কিছু করেন নাই। ১৯৪২-এ মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া তিনি দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সন্তোষ বসু সে দিনও মন্ত্রীত্ব ছাড়িতে পারেন নাই, পণ্ডিতজীর তো তাঁহাকেও উচ্চ সম্মান দিতে বাধে নাই?

কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে, এখন চলিয়াছে ফাসিষ্ট ডিক্টেটরশিপের দিকে। বড় বড় দপ্তরগুলির উপর নিজের তাঁবেদারদের দ্বারা গঠিত এক একটা 'হাই-পাওয়ার-কমিটি' চাপাইয়া মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব্ব করা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য এবং পুনর্ব্বসতি দপ্তরে এরূপ করা হইয়াছে, এখন প্লানিং কমিশন গঠন করিয়া অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প, সরবরাহ এবং কৃষি—এই সমস্ত দপ্তরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হ্রাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থান সমস্যার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্রও গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে সমাধান করিতে পারে নাই, ইহার উপর দেশব্যাপী দুর্নীতি, অসাধুতা এবং মুসলিম তোষণের স্রোতে দেশ জাহান্নামে যাইতে বসিয়াছে।

গরীবের দুঃখ দেখিবার এবং বলিবারও লোক আজ নাই, করিবার লোক তো বহু দূরের কথা। কংগ্রেস নেতাদের কাছে আজ দেশ কিছু নয়, ক্ষমতার লোভ তাঁহাদের গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে।

ইহার একমাত্র কারণ দেশে গণতন্ত্র আসিয়াছে কিন্তু বিরোধীদল গঠিত হয় নাই। গণতন্ত্রে এক নায়কত্ব দস্যু এবং চৌরতন্ত্রে পরিণত হইতে বাধ্য—রাজনীতির এই মূলসূত্রের অভিজ্ঞতা আমরা এখন লাভ করিতেছি। ব্যবস্থা পরিষদে সুগঠিত বিরোধীদল গঠিত হইলে এই পাপ বন্ধ হইবে; ডিক্টেটরশিপ হইতে পরিত্রাণ লাভের ইহাই একমাত্র পন্থা।

উত্তর প্রদেশে ত্রিলোকী সিংহ এই পথে পদক্ষেপ করিয়া স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোগ করিয়াছেন। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং দুর্নীতি এইবার বাধা পাইবে, তাই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এই বিদ্রোহ সমগ্র কংগ্রেসকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

দেশের কাছে এই বিদ্রোহ আশার বাণী বহিয়া আনিয়াছে। এই বিদ্রোহ ভারতের সমস্ত প্রদেশে সংক্রামিত হউক। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, পার্টির ক্ষমতালোলুপ দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, রাষ্ট্রের পক্ষে উহা পরম শুভ এবং কল্যাণ-দায়ক এই বোধ জনচিত্তে বদ্ধমূল হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহী পিপলস্ কংগ্রেসকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

—"যুগবাণীর" সৌজন্যে—

---

# চিঠি পত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

## জিলা কংগ্রেস কমিটীর কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সদস্য করিবার মৌলিক ধারা

মহাশয়!

আমি অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে—আমি ইতিপূর্বে কংগ্রেস পঞ্চায়েতের কোন দরখাস্ত ফরমে নাম সহি করিয়া দরখাস্ত ফরম ও তাহার চাঁদার টাকা পাঠাই নাই। অথচ জিলা কংগ্রেস অফিসে আমার নাম তালিকা-ভুক্ত করা হইয়াছে এবং আমাকে চাঁদা স্বরূপ ১৲ একটাকা তাগিদ করা হইতেছে। যাহাতে আমার নাম তালিকা-ভুক্ত করা না হয় সেজন্য মুক্তির মারফতে জানাইয়া দিতেছি।

নিবেদন ইতি—

শ্রীজগন্নাথ মাহাত, তানাশী থানা জয়পুর।

## স্বাধীন ভারতে বাস পরিচালকদের স্বাধীন ব্যবহার।

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুরুলিয়া কোর্টে আমার মামলার দিন ছিল। ফিরিবার সময় রামকৃষ্ণ বাসে উঠিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ থার্ড ক্লাসে জাগা না থাকায় সেকেণ্ড ক্লাসেই উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেখানে আরও তিনজন যাত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে ১নং অর্দ্ধমলিন বেশভূষা পরিহিত, ২নং ও ৩নং হাতঘড়ি ও চশমাশোভিত এবং আমি হতভাগ্য মুখে দাড়ি, রুক্ষ কেশ এবং অর্দ্ধমলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত।

পুরুলিয়া হইতে বলরামপুরের বাস ভাড়া সেলস্ ট্যাক্স সহ ৸৴১০ সাড়ে তের আনা। উক্ত বাসের টিকিট বিক্রয়কারী শ্রীযুক্ত এজেন্ট মহোদয় সেকেণ্ড ক্লাসের পুর্ব্ববর্ণিত হতভাগ্যকে (১নং) পাকড়াও করিয়া ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা ভাড়া দাবী করিল; বেচারা উহা দিতে অসমর্থ হওয়ায় এজেন্ট মহোদয় উহাকে থার্ড ক্লাসে দ্বীপান্তর করিলেন। অতঃপর তিনি ২নং ও ৩নং হাতঘড়ি ও চশমাধারী বাবুদের নিকট বিনাবাক্যব্যয়ে ৸৴১০ সাড়ে তের আনা হিসাবে ভাড়া লইয়া টিকিট দিলেন। ইহার পর আমার পালা আসিল। টিকিট কাটা বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে?" আমি উত্তর দিলাম "বলরামপুর"। তাহার পর মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া বলিলেন "এক টাকা ছয় আনা ভাড়া দাও"। আমিও তাঁর দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া বলিলাম "আপনি এই বাবু দুজনের কাছ থেকে যে হিসাবে ভাড়া লইয়াছেন, আমিও সেই হিসাবেই দিব। তার থেকে এক পয়সাও বেশী দিব না।" এই কথায় টিকিট কাটা বাবু কিছুটা স্তব্ধ হইয়া বলিলেন "ওনারা একটাকা ভাড়া দিয়াছেন, তুমিও তবে তাই দাও।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মশায়, আপনারা কি এক টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়াছেন?" বাবু দুজন মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া অম্লান-বদনে বলিলেন "হাঁ আমরা এক টাকা হিসাবেই দিয়েছি।" অগত্যা আমিও একটাকা হিসাবেই ভাড়া দিয়া রসিদ লইলাম।

অতঃপর উক্ত হাতঘড়ি ও চশমা শোভিত বাবুদ্বয়, আলোচনায় মগ্ন হইলেন। একজন বলিলেন "বলরামপুর বড় ভাল জায়গা সেখানে ভাল ভাল লোকের বাস···" তাহাদের এই আলোচনা নীরবে শ্রবণ করা আমার পক্ষে অসহ্য হইল। আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম বলরামপুরে ভাল লোকের বাস নাই, সেখানে বেইমানরা বাস করে, আর তার প্রমাণ তোমরা এই দুজন।" এই কথায় বাবু দুজন রুখিয়া উঠিল, এবং বলিল "কেন? কি রকম?" আমি বলিলাম—দেখুন আমার সামনে আপনারা ৸৴১০ সাড়ে তের আনা হিসাবে ভাড়া দিলেন, আর আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন অম্লানবদনে বলিলেন "এক টাকা"। "আপনারা বেইমান নয় ত কি?" এই কথায় বাবুদ্বয় জমিয়া বরফ এবং তৎপরে আইসক্রিমে রূপান্তরিত হইলেন।

ভারতে প্রত্যেক লোক যেদিন এইরূপ বেইমানী পরিত্যাগ করিবে, সেইদিনই ভারতে রামরাজত্বের অবতারণা হইবে। তৎপূর্বে চীৎকার করিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিলেও নয়। যেদিন সকলে ভীরু কাপুরুষের মত অন্যায়কে সমর্থন না করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে শিখিবে সেইদিনই জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে; এবং স্বাধীন ভারত বর্ত্তমান দুঃখময় সোপান উত্তীর্ণ হইয়া রামরাজত্বের শান্তি-সুখ উপভোগ করিতে পারিবে।

শ্রীগৌউরচন্দ্র মাঝি, বলরামপুর
১৭।৬।৫০

---

## স্বরাজ না দুর্ব্বত্তরাজ?

মহাশয়, আমার পত্রটী অনুগ্রহ পূর্বক আপনার সাপ্তাহিক মুক্তি পত্রিকায় ছাপাইয়া দিন।

আমাদের প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে গোবরঘুলিতে হাট হয়। উক্ত হাটে স্থানীয় লোকেরাই দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। কুমীর হইতে একদল আগত স্ত্রী লোক চাউল বিক্রী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল এমন

সময় যাবার প্রাক্‌কালে হাটের অদূরেই দুর্বৃত্তেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে স্ত্রীলোক গুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও কুমীর নিবাসী শ্রী শ্রীমন্ত মাহাতর স্ত্রী পলাইবার সুযোগ না পাইলে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রহারিত হয়। ডাকাতেরা তাহার টাকা ও পরিহিত বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করে।

দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করিলে স্ত্রীলোকটীকে বহু কষ্টে বাড়ীতে পৌছান হয়। ইতি ২রা আষাঢ়

বিনীত—শ্রীচন্দ্র শেখর মাহাত, পাথরডি
পোঃ গোবর ঘুসি

---

### মানবাজার থানার পিটিদিরী অঞ্চলে শিয়ালের আন্দোলন

আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল এই অঞ্চলে কয়েকটি শৃগাল ক্ষেপাইয়াছে। আজকাল গরমের দিন। রাত্রিতে লোক ঘরের বাহিরে নিদ্রা যায়। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে পেঁচাড়া গ্রামের দুইজন লোককে নিদ্রিত অবস্থায় কামড়ায়। পরদিন দিনের বেলা পাটাপাহিড়ীর একটী গরু, একটী ছেলে এবং কুলটাঁড় নিবাসী এবং বুড়িকে পাটাপাহিড়ীর জঙ্গলের ধারে কামড়ায়। বরাহভুম থানায় জিলিং গ্রামে একই রাত্রে ঘুমন্তবস্থায় ২৫ জন, ভালুকডিহে ৪ জন ও রাকডিহের কয়েক জনকে কামড়ায়। যমুনাবাঁধে এক মাঝিকে রাত্রিতে ঘুমাবার সময় তাহার বিছানায় কাঁথা কামড়াইয়া টানিতেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে লাঠি লইয়া তাড়া করে।

বাঘে জীবন্ত মানুষ খায় লোকে ইহাই জানিত, কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের অরাজকতায় লোকে জানিল যে শিয়ালেও মানুষ খায়। শিয়ালেরই বা দোষ কি? জঙ্গল কাটিয়া ত মাঠ হইল। সরকার জঙ্গল কাটিয়া তাহার থাকিবার ঘর ভাঙ্গায় বন্য জন্তুরা বিদ্রোহী হয়ে শিয়ালের বাদ সাজিল। তাই শৃগালেরা দলবদ্ধ হইয়া স্বাধিকার রক্ষার জন্য এই আন্দোলন সুরু করিল। পরাধীনতার নির্যাতনে নির্য্যাতিত হইয়া একদিন মানুষ ক্ষেপাইয়াছিল। আজ কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া শিয়ালের দলও ক্ষেপাইয়াছে। এতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে, এ তো স্বাভাবিক!

শিয়ালের উপদ্রবে এই এলাকার জনগণের বিশেষ করে এই গরমে পানীয় জলের অভাবে দূরাস্তে ছোট স্রোতস্বিনী থেকে মেয়েছেলেদের জল আনা, বাগালরাখাল, গরু-ছাগল, পথিক এমনকি রাত্রিতে বাহির অঙ্গনে লোকদের নিদ্রা যাওয়া নিরাপদ নহে। খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত জনগন চোর ডাকাতের ভয়ে রাত্রিতে সজাগ প্রহরীর মত সতর্ক থাকে কিন্তু শিয়াল বিদ্রোহীর অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে লোকেরা সমস্ত রাত্রি সশস্ত্র প্রহরারত থাকিয়া দিন যাপন করিতেছে।

শ্রীহরেকিষ্টো মাঝি, সাং পেঁচাড়া, মানবাজার

---

## স্থানীয় সংবাদ

**ভালুকের দৌরাত্ম্য**—মানবাজার থানার হাতিরামগোড়া গ্রামে গত ১৫ই জুন দুইটি ভালুকের আগমন হয়। গ্রামের লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ভালুক দুইটিকে তাড়াইতে যায়। ভালুক দুইটি একটি ঝোপের আড়ালে ছিল। একটি লোক সেই ঝোপের পাশ দিয়া যাইবার সময় একটি ভালুক তাহাকে আক্রমণ করে। লোকটি পলাইতে যাইয়া পড়িয়া গেলে ভালুকটি তাহাকে গুরুতর ভাবে আহত করে। একটি ১৩।১৪ বৎসরের ছোট ছেলে সাহস করিয়া ভালুকটির কাছে যায় এবং পাথর ছুঁড়িয়া লোকটিকে ভালুকের কবল হইতে উদ্ধার করে। আহত লোকটিকে পুরুলিয়া পাঠান হইয়াছে—তাহার অবস্থা গুরুতর। পরদিন একটি ভালুকটি একটি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে অনেক লোকজন আসিয়া ভালুকটিকে মারিয়া ফেলে। অন্য ভালুকটি ১৮ই জুন জানিয়ার একজনকে গুরুতর ভাবে আহত করে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ভালুকটিকেও গুরুতরভাবে জখম করা হইয়াছে।

**ঝঞ্ঝা বাত্যায় ক্ষতি**—গত ১০ই ও ১১ই জুন প্রবল বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে জিলার বহু স্থানে বহু ক্ষতি হইয়াছে। চারিদিক হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বহু গ্রামে বহু ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। এই ঝঞ্ঝাবাত্যা ও বারিপাতের ফলে মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভস্মীভূত গৃহের চালহীন যে দেয়ালগুলি খাড়া হইয়া ছিল তাহা পড়িয়া সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই ঘরটিকে ছাওয়াইবার জন্য এজবেষ্টার সিট সেখানে পৌছিয়াছিল। এবং দু একদিনের মধ্যেই চাল উঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছিল।

জেমসেদপুরের নিকটে গঠন কর্মীদের প্রচেষ্টায় গোবিন্দপুর নামক স্থানে "বারী আশ্রম" নামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয়ে বাড়ী তৈরী হইতেছিল। বাড়ীখানি পাকা দেয়াল তুলিয়া সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল। ২।১ দিনের মধ্যে টীনের চাল উঠিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গত ঝড় বৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে।



ঝড়ের প্রকোপটা জিলার দক্ষিণ অংশেই বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ঝড় এবং বৃষ্টির তোড়ে দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষেতের আইড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়। জলের তোড়ে বহু ক্ষেতের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে আইড় না বাঁধিলে চাষ করা যাইবেনা। ক্ষেত্র বিশেষে কেবল আইড় বাঁধিতেই বহু চাষীর প্রাণান্ত হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে আড়াই হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাষীর খরচ হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

**রিফিউজি রিলিফস কমিটী**—পুরুলিয়া সহরে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু যুবক জলের গাড়ী টানিয়া কোন প্রকারে অন্নের সংস্থান করিতেছিল। তাহারা সহরে জিলা কংগ্রেস কমিটীর কয়েকজন কার্য্যকর্ত্তার নিকট কোন কাজের ব্যবস্থার জন্য যাইয়া ফিরিয়া আসে। স্থানীয় রিফিউজি রিলিফ কমিটী হইতে তাহাদের ২৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্বাস্তুরা কোনরূপ দানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহে না। তাহারা যে কোন কাজ করিয়া খাটিয়া অন্ন সংস্থান করিতে চাহে। সামান্য মূলধন লইয়াই তাহারা আলু ও তরিতরকারী মাথায় করিয়া বিক্রয় করিবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী এবং সেখানে তাহাদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল ছিল।

---

## দেশের খবর

**জমিদারী উচ্ছেদে বিহার সরকারের ব্যর্থতা**—সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বিহার জমিদারী দখল ও ভূমিস্বত্ব আইন বিধি বহির্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করার ফলে প্রকাশ যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সুবিধার্থ বিহার সরকার ভারতীয় কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিবেন। ইতিমধ্যে জানা গিয়াছে যে এই ব্যর্থতার পরে বিহার সরকার অনাদায়ী সেসের জন্য বার্ষিক পনের হাজার টাকার উর্দ্ধের আয়ের সকল জমিদারী সেস আইন অনুসারে দখল করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই অনাদায়ী সেসের পরিমাণ প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা এবং প্রায় একশত জমিদারী দখল করা হইবে বলিয়া রাজস্ব মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন।

**পাতিয়ালা জেলে বন্দীদের উপর গুলী বর্ষণ**—পাঞ্জাবের পাতিয়ালা জেলে গত ৮ই জুন পুলিশের গুলি চালনার ফলে মোট ছয়জন কয়েদীর মৃত্যু এবং ১৪ জন আহত হয়। প্রকাশ যে, জেলের কয়েদীরা সমবেতভাবে জেলের কর্মচারীদের আক্রমণ করিলে সশস্ত্র প্রহরীরা গুলী চালায়। এই গুলীর ব্যাপারে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

### পাকিস্তান পরিস্থিতি

চুক্তির পরে চুক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস পাকিস্তানের ডাঃ মালেকের সহিত পাকিস্তানে ভ্রমণ ও সভাসমিতি প্রভৃতি করিয়া ও তদন্ত করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে গত ১২ই জুন এক বিবৃতি দেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে উভয় দেশে অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার তুলনায় অবস্থা এখন অনেক ভাল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে অধিকতর ধৈর্য্য ও তৎপরতার সহিত উভয় দেশের গবর্মেণ্ট ও সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজ করিতে হইবে। কোন ঘটনা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সবিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকটি ভয়ানক ব্যাপার অপেক্ষা দিনের পর দিন ছোটখাট ব্যাপারে উত্যক্ত হইলে সংখ্যালঘুর আস্থা সহজে নষ্ট হয়। তিনি পূর্ববঙ্গে কয়েকটি জনসভায় মুসলমান নেতাদের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে—তাহারা জনসভায় এই মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। কারণ ভারতে অবস্থিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের কল্যাণের প্রকৃষ্টতম উপায় পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সদ্ব্যবহার করা।

গত ১১ই জুন কলিকাতায় ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে পূর্ববঙ্গের এক উদ্বাস্তু পুনর্বসতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে অখণ্ড ভারতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বা পাকিস্তানের সম্পূর্ণ গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপ না হইলে অথবা উভয় রাষ্ট্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ লোক ও সম্পত্তি বিনিময় না হইলে উদ্বাস্তু সমস্যার কোনরূপ সমাধান অসম্ভব।

সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে,—নেহেরু লিয়াকত চুক্তির পরেও পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দু চলিয়া আসিতেছিলেন। উদ্বাস্তুরা কেহই আর পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে চাহেন না। তাহার কারণ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের থাকিবার মতো অবস্থাও পাকিস্তান সরকার

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কিনা এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমনকি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জন্য কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্লাস লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছাত্র ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎসর মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে; এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, শ্রীজহরলাল বসু
জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।


## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

**পুরুলিয়া।**

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন।

সদর মানভূমে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভুষণ সুর
অর্গেনাইজার

## চাকুরীর সুযোগ

**ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট**

পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে।

১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই আষাঢ় ১৩৫৭, ৩রা জুলাই ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## ১লা শ্রাবণ

স্মৃতিপূজার পূণ্যপ্রদীপ জ্বলবে
অগণিত নরনারীর অন্তর বেদীতে

অদূরাগত শ্রাবণের স্মরণে যে মহিমোজ্জ্বল
দিব্যমূর্ত্তি আমাদের অন্তরাকাশে জেগে উঠছে সেই

পূণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্রের

### স্মরণ অনুষ্ঠান

আমাদের অন্তরনিষ্ঠায় উদঘাটিত হোক

# ঋষি নিবারণচন্দ্রের

## ত্রয়োদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান

আগামী ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই সোমবার পুণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্রের ত্রয়োদশ স্মৃতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠান দিবস।

মানভূমের কর্ম্ম ও মানসজীবনের আদর্শ, রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণের অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ-স্বরূপ, এবং সেবায় তপস্বীজীবনের ভাবউৎসরূপ ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠান আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির এক অপরিহার্য্য সাধন-অনুষ্ঠান। আজ চতুর্দ্দিক ব্যাপৃত নৈরাশ্যময় জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মহান্ ঋষির স্মরণঅনুষ্ঠান গভীরতর প্রয়োজন ও সার্থকতার বলিয়া মনে করি। তাঁহার সাধনার পদচিহ্ন আমাদিগকে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করিবে।

আমাদের জেলার কর্ম্মীবৃন্দ তথা জনগণ ঋষির গৌরবোজ্জ্বল জীবনের স্মরণ ও মননকে তাহার যথার্থ মূল্যে নিয়ত উপলব্ধি করিয়াছে; আশা করি আজ মানভূমবাসী অধিকতর দায়িত্ব-ও নিষ্ঠায় তাহা উপলব্ধি করিবেন এবং তাঁহার এই স্মরণ-অনুষ্ঠানকে যথার্থ আন্তরিকতায় পালন ও উদ্‌যাপন করিবেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, নিরাপত্তা আইন বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের বিশেষ কর্ম্মনীতি থাকায় এবং সরকারী মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না হওয়ায় সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ঋষির বার্ষিকী অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবেই করা হইবে। জনসভা বা শোভাযাত্রা অনুমতি লইয়া করিতে হয় বলিয়া উহা করা হইবে না। ব্যক্তিগত স্থানে দলবদ্ধ ও ঘরোয়াভাবে করা হইবে। যাঁহারা সঙ্ঘের মত অনুসরণকারী সেই সকল জনগণকে আমি এইভাবে দিবস পালন করিতে অনুরোধ করি।

ঋষির মহান জীবনের স্মৃতিপূজা যোগ্য নিষ্ঠায় পালিত হোক এই প্রার্থনা করি।

নিবেদক

অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

১লা জুলাই
১৯৫০



"মুক্তি"

সন ১৩৫৭ সাল, ১৮ই আষাঢ় সোমবার

## বন মহোৎসব

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সি সমস্ত ভারত-ব্যাপী জনসাধারণকে বন মহোৎসব অর্থাৎ গাছ রোপণ অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুযায়ী আমাদের মানভূম জিলাতেও ১লা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ পালন করিবার জন্য মানভূমের সরকারী বন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই বিজ্ঞপ্তিতে গান্ধীজীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। জনতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—"জনতা অজ্ঞানতাবশতঃ অনেক সুন্দর সুন্দর জঙ্গল ছেদন করিয়া পতিত জমি এবং মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে, ফলে জনতা আজ ফল, ফুল, ঔষধ, কাষ্ঠ এবং গোচারণ প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত ইত্যাদি।"

বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানের এই যে পরিকল্পনা ইহা বাস্তবিকই ভাল এবং জাতির কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজন। দেশময় জনসাধারণ ইহা সফলতার সহিত অনুষ্ঠান করিলে বাস্তবিকই মঙ্গল হইবে। জাতি সম্পূর্ণভাবে গবর্মেণ্টের সাহায্য ও ভরসার উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের সমষ্টিগত শক্তি ও সামর্থ্য স্বেচ্ছায় জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নিয়োগ করিবেন। এই সমষ্টিগত শক্তিকে গবর্মেণ্ট প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সুসংহত ও সুপরিচালিত করিয়া প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন। এইভাবেই জাতির মধ্যে গঠনও শক্তি রূপ লইতে পারে।

বিশেষ করিয়া একটা জাতি যখন নূতন করিয়া নিজেকে গড়িবার অভিযানে যাত্রা করে তখন এইরূপ কাজের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। বিপ্লবের পরে রুশিয়ায় যখন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল তখন এই পথে তাহারা অতি সত্বর জাতির মধ্যে গঠন ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। প্রত্যেক রবিবারে প্রত্যেক বয়স্ক নরনারীকে স্বেচ্ছায় তাহার দৈনন্দিন সময়ের কিছুটা অংশ জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইত। তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছিল রুশিয়ার গবর্মেণ্ট, তথাকার নেতৃবৃন্দ।

আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ কার্য্য পন্থার প্রয়োজন বর্ত্তমানে সর্বাধিক। ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারী যদি সপ্তাহে মাসে বা বৎসরে স্বেচ্ছায় সমষ্টিগতভাবে তাহাদের পরিশ্রমের সামান্য অংশও সুপরিকল্পিতভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কাজে ব্যয় করে তবে তাহা দ্বারা অতি শীঘ্র এবং বিরাট কাজ হইতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাতির রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই বন মহোৎসব অনুষ্ঠান যদি জাতি সমগ্রভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করে তবে বহুদিন চেষ্টা করিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াও গবর্মেণ্টের দ্বারা যাহা সম্ভব হইত না তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে।

আমরা পূর্বে জিলার বন বিভাগের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান ও তাহার বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছি। ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সীর বন মহোৎসব সম্বন্ধে নানাস্থানে সরকারী ভাবে কিছু কিছু প্রচার কার্য্য হইয়াছে এবং সরকারী মহল হইতে ইহা খানিকটা চাকুরীর কর্ত্তব্য কাজ হিসাবে দেশের লোকের সামনে উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্টের সদিচ্ছা লাভেচ্ছু মহল ইহা কতকটা অন্যান্য ব্যাপারের মতো হাকিমদের খুসী করিবার জন্য কিছু লোকজন জোগাড় করিয়া "একটা অনুষ্ঠান করা হইতেছে" এইরূপ আড়ম্বরের একটা প্রদর্শনী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

জনসাধারণের মধ্যে ইহা কোনরূপ সাড়াই জাগাইতে পারে নাই। তাহাদের অন্তরের সহিত এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের কোন যোগাযোগই নাই—ইহাই প্রকৃতভাবে দেখা যাইতেছে—প্রেরণা তো দূরের কথা। জনতার মধ্যে যেখানে কিছু প্রচার হইতেছে সেখানে তাহারা উদাসীন, নিশ্চেষ্ট এবং সাধারণ ভাবে একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহাকে দেখিতেছে। তাহারা ইহা জানে—গাছ লাগানটা ভাল কিন্তু তবুও তাহাদের মনে এই বিশ্বাসটা কিছুতেই ঠাঁই পাইতেছেনা যে, যেখান হইতে

এই ভাল কথাটা বলা হইতেছে তাহারা আমাদের ভালর জন্যই বলিতেছে। ইহা সাধারণ মনোভাব এবং আমরা ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে—বাস্তবিক প্রকৃত ব্যাপার যাহারা উপলব্ধি করিতে চাহেন তাহারা সর্বত্র এই মনোভাবেরই পরিচয় পাইবেন। ইহা কেন?

এই জঙ্গলের ব্যাপারই ধরা যাক। আমাদের জিলায় জনসাধারণ তাহার দৈনন্দিন জীবনে এযাবত এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই লাভ করিয়াছে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের ব্যবস্থা করিতেছেন না। তাহাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তাহারা ফরেষ্ট গার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া জিলার ডি, এফ, ও পর্য্যন্ত ব্যক্তিদের ও তাহাদের অনুচরদের বন জঙ্গল গাছ প্রভৃতি সম্বন্ধে আচরণের যে বাস্তব পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে এই ধারণাই জনসাধারণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে ইহাদের অর্থলাভের প্রবৃত্তি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা এবং সরকারী নীতিকে কার্য্যকরী করিবার ধারা জনসাধারণের ক্ষতি করিবার জন্যই। তাহাদের মর্য্যাদা, তাহাদের সুবিধা অসুবিধা ইহাদের লক্ষ্যের বা কার্য্যের বিষয় নহে। জনসাধারণের দ্বারা সযত্ন রক্ষিত বর্দ্ধিত ও পুষ্ট জঙ্গল ইহাদের নিযুক্ত ঠিকাদারেরা ইহাদের জ্ঞাতসারেই নির্মমভাবে নির্মূল করিয়া দিয়াছে। কোন স্থানে কোন কাতর অভিযোগেও কেহ কর্ণপাত করে নাই, সহানুভূতির চোখে দেখে নাই বা সুবিচার করিবার চেষ্টা করে নাই—অধিকন্তু যাহারা জঙ্গল, গাছ, বনস্পতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাদিগকেই মিথ্যা অভিযোগে বন কর্তৃপক্ষই চালান করিয়া হয়রান করিয়াছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি; আরও বহু ঘটনা জনগণের মধ্যে জাজ্জল্যমান বিরাজ করিতেছে। জেলাবাসীর চোখের সামনে তাহাদের প্রবল আপত্তি সত্বেও সরকারী বনবিভাগের কর্মচারীগণ অবাধে জঙ্গল ধ্বংশ করিয়া দিয়াছে। ইহার জন্য রেকর্ডের দরকার হয়না—জঙ্গলগুলির বর্ত্তমান অবস্থা যে কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চক্ষুকে ইহার প্রমাণ দিবার জন্য বিরাজ করিতেছে।

এ অবস্থায় কৃষি মন্ত্রীর বৃক্ষরোপণের আবেদন, ডি, এফ, ও সাহেবের বৃক্ষরোপণ উৎসবের অনুষ্ঠানের অনুরোধ ও জঙ্গল এবং বৃক্ষের উপকারীতা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের মনে কি ভাব জাগ্রত করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণ কৃষিমন্ত্রীর আবেদনের আন্তরিকতা বিচার করিবে ফরেষ্ট গার্ডের আচরণের দ্বারা—ইহাই বাস্তব অবস্থা। জঙ্গল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রিক এবং শাসন সংশ্লিষ্ট সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সরকারী ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়াছে। সেই জন্যই জনসাধারণের মঙ্গলজনক অনুরোধ হইলেও তাহারা সেই অনুরোধকে "বাছুর মারিয়া গাভী দোয়ার" পর্য্যায়ে ফেলিতেছে। দেশের পরিচালকগণকে আমরা এই অবস্থার তাৎপর্য্য অনুধাবন ও উপলব্ধি করিবার জন্য বলিতেছি। কারণ অবস্থা এই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে গবমেণ্ট বা নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কোন কল্যাণকারী অনুরোধ বা নির্দ্দেশ আসিলেও তাহা দেশবাসী উদাসীনতা ও অবিশ্বাসের মনোভাব লইয়াই দেখিতেছে। ইহা বাস্তবিকই বিপদের কথা। আজ পৃথিবীর পরিস্থিতি এমন রূপ লইবার পথে চলিয়াছে যখন আমাদের দেশে নেতৃবৃন্দের অনুরাধে বা গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশ দেশবাসী বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে না পারিলে সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। আমরা বন মহোৎসবকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম মাত্র, কিন্তু ইহাই দেশের সাধারণ মনোভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্ষেত্রে এখন পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যধারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—কারণ এই অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব অধিকাংশ তাহাদেরই—ইহা অনস্বীকার্য্য।

------

# তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা

গত ২৫শে জুন তারিখে উত্তর কোরিয়ার সৈন্য বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করিয়াছে এবং ২রা জুলাই পর্য্যন্ত সংবাদে জানা গিয়াছে, উত্তর কোরিয়ার সৈন্য বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল অধিকার করিয়া প্রায় সমস্ত কোরিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে।



এই যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্র সারা দুনিয়ায় এক আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলের মুখে প্রশ্ন শোনা যাইতেছে, কোরিয়ার এই যুদ্ধ কি সর্ব্বগ্রাসী আর একটি মহাযুদ্ধের সূচনা? এই আশঙ্কার মূলে কি আছে বুঝিতে হইলে আমাদের কোরিয়ার ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

কোরিয়া দেশটি এশিয়া মহাদেশের প্রায় উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ইহার আয়তন ব্রিটেনের সমান ও লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটীর কাছাকাছি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। গত ১৯০৫ সালে জাপান রুশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কোরিয়ার উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় এবং সন ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া অধিকার করিয়া তাহাদের নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়। ঐ সময় হইতে গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত কোরিয়া জাপানের অধীনে থাকে।

জাপানের অধীনে থাকাকালে কোরিয়াবাসীরা তাহাদের দেশকে মুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন ও লড়াই চালাইয়া আসিতেছিল কিন্তু সফলকাম হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের শেষভাগে রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনী জাপানের হাত হইতে কোরিয়াকে মুক্ত করে। এই সময় রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ইহা স্থির হয় যে উত্তর কোরিয়া সাময়িকভাবে রুশিয়ার অধীনে থাকিবে ও দক্ষিণ কোরিয়া থাকিবে আমেরিকার অধীনে। সন ১৯৪৫ সালের শেষভাগে মস্কো বৈঠকে পুনরায় স্থির হয় যে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হইবে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া এশিয়ায়—সাম্যবাদ ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট দলগুলির প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখিয়া পুঁজিবাদী আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ সকল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বুঝিল, এরূপভাবে সাম্যবাদ প্রসার লাভ করিলে বিশ্ব হইতে পুঁজিবাদীদের অস্তিত্ব অতি শীঘ্রই লোপ পাইবে। এজন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে কম্যুনিষ্ট দলগুলির ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার জন্য পুঁজিবাদী দেশ সকল আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বে এক বিরাট কম্যুনিষ্ট বিরোধী অভিযান সুরু করিয়া দেয়। ফলে, পৃথিবী দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি দল হইল রুশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টদল-শাসিত দেশগুলি ও অপরটি আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে অন্যান্য দেশ সকল। এই দুই দলের বিরোধ এতই তীব্র হইয়া দেখা দেয় যে প্রত্যেকেই মনে করিতে থাকে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই একদল অপর দলকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং এই দুইদল তাহাদের নিজ নিজ প্রভাব অপর দেশগুলির মধ্যে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। ফলে, যুক্ত কোরিয়ার শাসনভার যখন কোরিয়াবাসীদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা উঠিল তখন আমেরিকা তাহাদের প্রভাবাধীন কোরিয়াবাসীদের হাতে সকল ক্ষমতা দিতে চাহিল কিন্তু রুশিয়া তাহাতে সম্মত না হইয়া পাল্টা প্রস্তাবে যুক্ত কোরিয়ার শাসনভার তাহাদের প্রভাবাধীন দলগুলির হাতে দিবার কথা বলে। যুক্ত রাষ্ট্র সংঘ ( U. N. O. ) এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে রফা করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। রুশিয়া ও আমেরিকার এই বিরোধের মধ্যে যুক্ত কোরিয়া গঠন সম্ভব না হওয়ায় রুশিয়া আজ আন্দাজ দেড় বৎসর পূর্ব্বে উত্তর কোরিয়ায় তাহাদের অধিকৃত এলাকায় তাহাদের প্রভাবাধীন কোরিয়াবাসীদের দ্বারা পরিচালিত এক গভর্ণমেণ্টের হাতে উত্তর কোরিয়ায় শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সকল সৈন্য সরাইয়া লইয়া যায়। অপরদিকে আমেরিকাও দক্ষিণ কোরিয়ায় তাহাদের মনোনীত এক গভর্ণমেণ্টের হাতে দক্ষিণ কোরিয়ার শাসনভার তুলিয়া দিয়া তাহাদের সৈন্য লইয়া চলিয়া যায়। দক্ষিণ কোরিয়া গভর্ণমেণ্টের সৈন্য বাহিনীকে শিক্ষিত করিবার জন্য কিছু কিছু আমেরিকান সেনাপতি দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকিয়া যায়। এই ভাবে কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি পরস্পর বিরোধী গভর্ণমেণ্টের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীদের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য দক্ষিণ

কোরিয়ার অধিবাসীগণ গেরিলা যুদ্ধ চালাইতেছে। এজন্য মনে হয় দক্ষিণ কোরিয়া গভর্ণমেণ্টের পশ্চাতে জন সমর্থন না থাকায় তাহারা উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিতেছে না।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ইত্যাদি পুঁজিবাদী দেশ সকল উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাফল্যে চুপচাপ থাকিতে পারে নাই। রুশিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কোরিয়া একটি মূল্যবান সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি চীনদেশ কম্যুনিষ্ট অধীনে চলিয়া যাওয়ায় সমস্ত উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় এই কোরিয়া ছাড়া আমেরিকানদের দাঁড়াইবার আর কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া, সমস্ত কোরিয়া কম্যুনিষ্ট-দের অধীনে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। ইতিমধ্যে বর্মা, ইন্দোচীন, মালয় ইত্যাদি দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দেশীয় কম্যুনিষ্ট দল তীব্র লড়াই চালাইতেছে। এজন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশগুলি আগাইয়া আসিয়াছে। চীনের গত গৃহযুদ্ধে আমেরিকা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে কেবলমাত্র অর্থ দিয়া, অস্ত্র দিয়া জনগণের সমর্থনহীন গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলে কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি রোধ করা যাইবে না। সেজন্য কোরিয়ায় আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি দেশগুলি সরাসরি যুদ্ধে নামিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ আমেরিকার সেনাপতি ম্যাক আর্থার দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধ চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমেরিকার নৌ ও বিমান বাহিনী উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে।

এখন সকলের মুখে প্রশ্ন, রুশিয়া কি করিবে? রুশিয়া যদি উত্তর কোরিয়া গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে আগাইয়া যায় তাহা হইলে তৃতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

———

## পুলিশের চুরির তদন্ত

### "চোর দে না হয় টাকা দে"

আড়ষা থানার অন্তর্গত রুগড়ী গ্রামে সম্প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে শ্রীহরিহর মাহাতর বাড়ীতে চোরে সিঁধ কাটিয়া বাড়ীর কিছু জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া যায়। পরদিন সকালে থানায় ডাইরী দেওয়া হয়। কয়েকখানা অলঙ্কার কিছু নগদ টাকা ও কিছু কাগজ পত্রাদি চুরি হইয়াছিল।

চুরির তদন্তের জন্য জমাদার বাবু আসেন। তার সঙ্গে আসেন কনেষ্টবল ও জমাদার বাবুর রাঁধুনী একজন ঠাকুর। গ্রামের চৌকিদারও যে ছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্রামের বহু লোক সেখানে উপস্থিত হয়। তদন্ত কার্য্য নিম্নলিখিতভাবে চলে—

জমাদার—কত রাত্রিতে চুরি হয়?

হরিহর—ঠিক বলিতে পারি না।

জমাদার—কি কি জিনিষ চুরি হয়?

হরিহর তাহার একটা তালিকা মুখে বলিল।

জমাদার—কাহার উপর সন্দেহ হয় বল?

হরিহর—আজ্ঞে সন্দেহ আর কাহাকে করিব? আনখাই কারও উপর সন্দেহ হয় না।

জমাদার বাবু শ্রীহরিহর মাহাতকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাশের বাড়ীতে অবস্থান করিতে চলিয়া গেলেন। হরিহর মাহাতর বাড়ীতে কনেষ্টবল চৌকিদার, ও জমাদার বাবুর সহিত আগত রাঁধুনী বামুনটি রহিলেন। গ্রামের বহুলোক তখনও দাঁড়াইয়া আছে। জমাদার বাবুর রাঁধুনী বামুন এবার সাহঙ্কারে বলিল—জানিসনা আমরা থানা পুলিশ? আমরা আসি-লাম আমাদের কোন মান নাই? তোর বাড়ীতে চুরি হইল আর তুই কিছুই দিবি না? চোর দে না হয় টাকা দে?

হরিহর—আজ্ঞা চোর আমি কোথায় পাব? আর চুরি হল আমার ঘরে আপনাদের টাকা আমি কেমন করে দিব?

রাঁধুনী ব্রাহ্মণ (চৌকিদারকে)—ওহে চৌকিদার লে, ওকে বেঁধে থানায় নিয়ে চল। চোরও দেবে না টাকাও দেবে না? (হরিহরের প্রতি) একশত (১০০৲) টাকা দে নয়ত তোমাকে থানায় কোর্টে (হাজতে) দিব। আর বল যাদের সঙ্গে তোমার মোকর্দ্দমা চলছে তাদের উপর আমার সন্দেহ হয়।



হরিহর—আজ্ঞা টাকা আমি দিতে পারবোনা আর মোকর্দ্দমা চলছে বলেই ওদের নামে আমি মিথ্যা বলতে পারবোনা।

রাঁধুনী ব্রাহ্মণ—এ দেখছি মহা ফিচেল। একটা খাসী হলেও তো দে?

হরিহর—আজ্ঞা কিছুই দিতে পারবোনা।

রাঁধুনী ব্রাহ্মণ—(ভীতি প্রদর্শনসূচক) আচ্ছা ......। ইহার পরে দলবল সব চলিয়া যায়। চুরির তদন্ত উপলক্ষ্যে আমাদের বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার একটা বাস্তব নমুনা মাত্র দেওয়া হইল। কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ইহা তদন্ত করিয়া দেখিতে পারেন।

ইহার সহিত নিম্নের ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে ১৯শে মে ২৬ সংখ্যার মুক্তিতে "চিঠি পত্রে" পাড়া থানার ধূলাবাদ গ্রামের জনৈকা দরিদ্রা শ্রীমতী মণি বাউরীণের একখানা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার বিষয় বস্তু ছিল এই যে শ্রীমতী মণি বাউরীণের পুত্রকে চুরির অভিযোগে চালান করা হয়। জামীনে খালাস পাইয়া সে নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট তারিখগুলিতে আদালতে হাজিরা দেয়। তথাপি পাড়া থানার পুলিশ যাইয়া মণি বাউরীনের বাড়ী হইতে বহু অস্থাবর জিনিষ পত্রাদি লইয়া আসে উক্ত পত্রে তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি আর একখানি পত্র শ্রীমতী মণি বাউরীন মুক্তিতে প্রকাশার্থে পাঠাইয়াছেন। সেখানা প্রকাশ করা হইল। এই প্রকাশিত পত্রখানি "চিঠি পত্রের" স্তম্ভে না দিয়া এখানে দেওয়া হইলেও—আমরা ইহার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। সংশ্লিষ্ট হাকিম ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভাল হয়। পত্রখানি এই :—

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

নিম্নলিখিত ঘটনাটী মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯।৫।৫০ তারিখে ২৬ সংখ্যা মুক্তিতে আমার যে ঘটনাটী দিয়াছিলাম উক্ত ঘটনাটির পরে শ্রীল শ্রীযুক্ত ডি, পি, সিনা, ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সম্বর জিনিষ ফেরৎ দিবার জন্য আমার পুত্র শ্রীনিবারণ বাউরীকে একখান কাগজ দিয়া ছিলেন উক্ত কাগজ লইয়া আমি থানায় যাই। পাড়া থানার জমাদার ও দারগা বাবু টাকা না পাইলে ফেরৎ দিবেন না, কমপক্ষে ১০৲ টাকাও চাই। আমি ২দিন গাড়ি লইয়া গিয়া হয়রান হইলাম। জিনিষ ফেরৎ পাওয়া মুস্কিল হইতেছে। এক্ষনে এ গরিবের বড়ই কষ্ট হইতেছে। স্বাধীন দেশের হাকিমের কি হুকুমের কোন মূল্য নাই? এজন্য আমি উপরোক্ত কর্ত্তৃপক্ষর কাগজ দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীমতী মনি বাউরীণ

২০.৬।৫০

———

## মাতৃভাষা

শ্রীজগন্নাথ মাহাত—তানাশি, জয়পুর।

কথা আছে যে—জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলা বা মাতৃজ্ঞান মন করা হয়! আর ইহারই আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া পরস্পর পারিপার্শ্বিকদের সহানুভূতিতে এক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া যে ভাব ব্যক্ত করে, এবং নিজের শরীর, জীবন, ও জ্ঞান ধারণের নিমিত্তপ্রকাশের যে প্রধানতম উপাদানটীর সাহায্য লইতে হয় তাহাই হইতেছে মাতৃভাষা।

এই কেন্দ্রীয় দৃঢ় ভিত্তিপূর্ণ মজ্জাগত ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার শক্তি আর কাহারো নাই। কিন্তু আমাদের মাতৃস্বরূপা মানভূমের প্রাঞ্জল বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য জিলার স্বার্থপর লোকেরা নিজের স্বার্থের জন্য মানভূমকে হিন্দী ভাষাভাষী প্রমাণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাক্ষ্য দিতে দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটিয়াছেন এবং আরও ছুটিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এমনকি এই মিথ্যাচারী বন্ধুরা নিজের নামের উপাধিকেও পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দী প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বরং হিন্দী প্রচারের নামে জনসাধারণের টাকা লুঠ হইতে বসিল। কোথাও হিন্দী প্রাথমিক স্কুলগৃহ নাই অথচ সেই স্কুলের নামে টাকা পাঠান হইল, আর এদিকে প্রাচীন বাংলা স্কুলগুলিতে সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থায় একেবারে উদাসীন হইলেন! বিশেষতঃ জয়পুর থানা অঞ্চলে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

জিলার মধ্যে কুর্ম্মি, কুমার, হরিজন, আদিবাসী সাঁওতাল ইত্যাদি জাতির বাস আছে। এই সকল জাতির লোকেরা বাংলা ভাষাকেই কেন্দ্র করিয়া পরস্পর হাটে বাজারে, কোর্টে, সভা সমিতিতে, গ্রামে সভ্যতা ও শিক্ষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবনের কর্মগুলি যোগাইয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই মনে হয় এই কেন্দ্রীয় বাংলা ভাষা স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া প্রকৃতি মাতার দত্ত ভাষাকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় বহুদিন সিপাহি, দারোয়ানদের মুখেও হিন্দী ভাষা প্রচলন হইল আর আজকালের ত কথাই নাই, কিন্তু তবুও হিন্দী বুঝিতে বা বলিতে পারা গেল না। তাহা হইবেইবা কেমন করিয়া? মনে করুন এদিকে নব অর্দ্ধশিক্ষিত হিন্দী শিক্ষকদের স্কুলে ছেলেদের সঙ্গেহিন্দী আলোচনা, আর ওদিকে ঘরে ও অন্যান্য স্থানে বাংলা বলা। মাত্র ইহাতে এই ফল হইল যে—হিন্দী শিক্ষাও হইলনা এবং সহজ সরল বাংলা লেখাপড়াও যাইবার উপক্রম হইল। যে সকল ছেলেরা বাংলা স্কুলে পড়ে তাহারা অনেক দূর আগাইয়াছে আর যাহারা হিন্দী পড়িতেছে তাহারা পিছাইয়াই আছে। উক্ত ধরণের নেতারা হিন্দী প্রচারের সময় বলেন যে আমরা কুর্ম্মি জাতি, আমাদের ভাষায় নাকি হিন্দীর অংশ আছে অতএব আমরা হিন্দীভাষী এবং মাতাদের নিকট হিন্দী ভাষা বলি তাই হইতেছে আমাদের মাতৃভাষা হিন্দী!

যাহাহউক যদি মাতৃভাষা হিন্দীই হইল তবে কেন আমাদের মাতারা বা অন্যান্য গুরুজনেরা যে কেহই হিন্দী বলিতে বা বুঝিতে পারেন না বা কোন কোন স্থানে কুর্ম্মালি ভাষারই প্রয়োগ করিয়া কেন বা দৈনন্দিন জীবনের উপাদানগুলি যোগাড় করিতে পারেন না? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত ফিট ফাট বাবু নেতারাও হিন্দীকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা নিজের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খাস বাংলায় কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এবং বাংলা পড়াইতেছেন, আর আমাদের ছেলেদের জন্য হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা দিলেন। ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে এই ঘর শত্রু বিভীষণ ভাইরা আমাদিগকে শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া পিছনে ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টায় লাগিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং আজ প্রত্যেক মানভূমবাসীরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সময় হইয়াছে। আর এই প্রমাণের স্থলে চিন্তাশীল বিবেকী ব্যক্তিগণের দোহায়ে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই মানভূম জেলার ভাষা বাংলা বা মানভূমবাসীর একমাত্র বাংলা ভাষাই হইবে মাতৃভাষা। ভবিষ্যতে এই সত্য ও ন্যায়যুক্ত বাংলা ভাষার অস্তিত্ব যাহাতে থাকিতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মানভূমবাসীর বিচার বিবেকের উপর নির্ভর করিতেছে।

---

# কোরিয়ার কথা

জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত

প্রায় ৪ বৎসর হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। যুদ্ধ বিরতির পর পরাভূত দেশগুলির সহিত বিজেতাগণের কোন সন্ধিপত্র অদ্যাবধি স্বাক্ষরিত হয় নাই—ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব্ব। যুদ্ধবিরতির পর হইতে পৃথিবী যেন রুশিয়া ও আমেরিকা এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের হুঙ্কার শুনিতেছে ও সমস্ত পৃথিবী যেন এক বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়া আছে। যে কোন একটি স্ফুলিঙ্গে ঐ বারুদের স্তূপ পৃথিবীব্যাপি তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এশিয়ার উপদ্বীপ কোরিয়াতে গত কয়েকদিনের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে ও যেরূপ দ্রুতভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে যে ঐ কোরিয়ার প্রাঙ্গন হইতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা আরম্ভ হইল। সেইজন্য কোরিয়ার সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু বিবরণ দেওয়া গেল।

কোরিয়া এশিয়ার একটি প্রাচীন উপদ্বীপ। ইহার আয়তন প্রায় ৮৫,২০০ বর্গ মাইল, ও লোক সংখ্যা প্রায় ২,৪৩,২৬৩,২৭।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে কোরিয়া আপন রাজবংশের পরিচালনায় একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল।



১৫৯২ সালে প্রথম এই হতভাগ্য দেশের উপর জাপানের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে ও নানারূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইহা চীনের আয়ত্বাধীনে থাকে। ১৮৯৪-৯৫ সালে চীনের সহিত জাপানের যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে জাপান ঐ দেশে কয়েকটি মূল্যবান বাণিজ্যের অধিকার অর্জ্জন করে। ১৯০৪-৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধের পর ইহা একরূপ জাপানের আয়ত্বাধীনে চলিয়া যায় ও পরিশেষে ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অন্তর্ভূক্ত করে ও নিজের নির্ব্বাচিত শাসকবর্গ দ্বারা এই দেশ শাসন করে। ইংরাজের আয়ত্বাধীনে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের যে অবস্থা হইয়াছিল, জাপানের আয়ত্বাধীনে এই সময় কোরিয়ার শাসনতন্ত্রেরও ঠিক সেই রকম অবস্থা হয় ও বিগত মহাযুদ্ধের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা থাকে। বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর বিজেতা মিত্রশক্তিগণ ইহাকে জাপানের কবলমুক্ত করে ও ৫ বৎসর মিত্রশক্তিগণের পরিচালনায় রাখিয়া তাহার পর ইহাকে স্বাধীনতা দিবে বলিয়া ঘোষণা করে। ১৯৪৬ সালে কোরিয়াবাসীদের দ্বারা গঠিত একটি সামরিক গভর্ণমেন্ট স্থাপন করিবার চেষ্টা হয় কিন্তু মিত্রশক্তিদের নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদের জন্য উহা সম্ভব হয় না। রুশিয়া ও আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য এই ব্যাপারে প্রবলভাব ধারণ করে। রুশিয়া চায় যে কোরিয়ার যে সব রাজনৈতিক দলগুলি মস্কোচুক্তি সমর্থন করিয়াছিল কেবলমাত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কোন দলের রাজনৈতিক কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। আমেরিকা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৯৪৬ সালের মে মাসে এ বিষয়ে মিত্রশক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং কোরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তর অংশে রুশিয়া Korean Peoples Republic নামে কোরিয়াবাসীদিগের এক সাধারণতন্ত্র গঠন করে ও Communist, Chendoguo ও Democrat এই তিনটি রাজনৈতিক দলের মিলিত শক্তিতে ঐ সাধারণতন্ত্র পরিচালিত হয়। উত্তর কোরিয়ার এই সাময়িক (Provisional) গভর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট হন কম্যুনিষ্টনেতা Kim-U-Sang ও ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই গভর্ণমেন্টের স্থাপন হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হয় United Nations Organisations এর আয়ত্তাধীনে, ও আমেরিকার একজন সামরিক গভর্ণর ইহার উপদেষ্টা হন। একটি সামযিক আইনসভা গঠিত হয়, ও ১৯৪৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর সিউলে (Seoul) ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ৪৫ জন নির্ব্বাচিত (elected) ও ৪৫ জন নিযুক্ত (appointed) সভ্য লইয়া এই আইনসভা আরম্ভ হয়।

দক্ষিণ কোরিয়া যদিও কার্য্যতঃ আমেরিকার আয়ত্তাধীনে তথাপি ওই স্থানেও কম্যুনিষ্ট প্রভাব এত বেশী যে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভার নির্ব্বাচন আমেরিকার সামরিক শক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত করিতে হয়। ইহা সত্বেও কম্যুনিষ্ট-প্রভাবান্বিত বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রতিরোধ করা হয় না। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার ৫০০০ পাঁচ হাজার কোরিয়ান কম্যুনিষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ও আমেরিকা অধিকৃত দক্ষিণ কোরিয়ার Yoso ও Sunchon নগরগুলি দখল করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ১৯,৩৬৯,২৭০ অর্থাৎ, সমস্ত কোরিয়ার লোকসংখ্যায় প্রায় ৮০ ভাগ।

---

## রামধন ফিরিয়া এস

প্রিয় রামধন, তুমি এখান হইতে যাওয়ার পর মামু ফিরিয়া আসিয়াছিল। তুমি যে টাকা ভাঙ্গিয়াছিলে ও যাহা হাওলাত লইয়াছিলে, তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে। তোমার বেতন ৪৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তোমার যাওয়া শুনিয়া বাবা চাকুরী ছাড়িয়া ঘরে আসিয়াছেন। তিনি এখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁহাকে কোনরূপে শান্ত করিতে পারা যাইতেছে না। তুমি যে কোন জায়গায় যে অবস্থায় থাক সত্বর চলিয়া আইস। নতুবা বাবার জীবনের আশা নাই।

তোমার দাদা

শ্রীমদনমোহন মুখার্জ্জি

---

# কোরিয়ায় যুদ্ধ সংবাদ

## ইহা কি তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ?

**যুদ্ধারম্ভ—**

২৫শে জুন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী এই দিনই অতি প্রত্যুষে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী **সিওলের** চল্লিশ মাইল উত্তরস্থিত গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র কাইশান দখল করিয়া লয়। সিউলের ষাট মাইল উত্তর পূর্বে তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে। উত্তর কোরিয়ার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী, পদাতিক বাহিনী সমেত দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রমণ চালায়।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সিংম্যান রী জাপানে অবস্থিত আমেরিকান জেনারেল ম্যাক আর্থারের নিকট টেলিফোন যোগে সাহায্যের আবেদন করেন। জেনারেল ম্যাক আর্থার তাহাকে জানান যে মার্কিন সামরিক অফিসারদের যুদ্ধ পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্য পাঠান হইতেছে।

**স্বস্তি পরিষদের বৈঠক**—এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সংবাদ পাওয়া মাত্রই ২৫শে জুন বৈকালে আমেরিকার গবর্মেণ্ট রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ট্রিগভি লাইকে স্বস্তি পরিষদের এক বৈঠক আহ্বানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

উক্ত দিনই স্বস্তি পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন গবর্মেণ্ট দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের জন্য উত্তর কোরিয়ার নামে অভিযোগ আনয়ন করে। স্বস্তি পরিষদও উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারীরূপে অভিযুক্ত করিয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ করিয়া উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত হইতে (৩৮ তম অক্ষাংশ) আক্রমণকারী সৈন্য বাহিনী সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই স্বস্তি পরিষদে দশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। তাহার মধ্যে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া নিরপেক্ষ ছিল। জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতিবাদে রাশিয়া এই অধিবেশনে যোগ দেয় নাই।

দক্ষিণ কোরিয়াব লণ্ডনস্থ রাষ্ট্রদূত এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন যে—আমরা আমেরিকার সাহায্য চাই। জাপানে আমেরিকার যে সৈন্য বাহিনী আছে তাহা আমাদের এই বিপদে সাহায্য করিতে পারে। ইহা স্থানীয় প্রশ্ন নহে ইহা কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক নীতি ঘটিত প্রশ্ন।

**২৬শে জুন—**

উত্তর কোরিয়া বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলের ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী মুসান দখল করিয়া লওয়ার ফলে প্রায় আট হাজার মার্কিন অসামরিক প্রবাসী দক্ষিণ কোরিয়া হইতে জাপানে পলাইয়া যাইতেছে। উত্তর কোরিয়া বাহিনী সিওলের প্রায় বার মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। এই যুদ্ধে প্রতি পক্ষের প্রায় চারি হাজার করিয়া সৈন্য মারা যায়। প্রকাশ যে উত্তর কোরিয়া বাহিনীর বহু ট্যাঙ্ক রাশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল এবং রাশিয়ান ধরণের জঙ্গীবিমান সিউলের রেল ষ্টেসনের উপর বোমা বর্ষণ করে।

**আমেরিকার সাহায্য**—উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট পিপলস্ রিপাবলিকের আক্রমণকারী সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য যাহাতে জাপান হইতে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবতীয় সাহায্য প্রেরণ করা হয় সে জন্য আমেরিকা জেনারেল ম্যাক আর্থারকে নির্দ্দেশ দেয়।

**২৭শে জুন—**

উত্তর কোরিয়া বাহিনী, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে প্রবেশ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার গবর্মেণ্ট রাজধানীর আরও পঁচিশ মাইল দক্ষিণে সুয়োনে সরিয়া যায়। উত্তর কোরিয়া বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত অফিসগুলি দখল করে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে এবং দক্ষিণ কোরিয়া আত্মসমর্পনের প্রস্তাব করে।



**আমেরিকার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগদান**—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে সংগ্রাম চালাইবার জন্য মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীকে নির্দ্দেশ দেন এবং জেনারেল ম্যাক আর্থারের উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার অর্পন করেন। এই নির্দ্দেশমত মার্কিন বিমান বহর ও সৈন্যদল সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আরও নির্দ্দেশ দেন যে—যাহাতে কম্যুনিষ্টরা এশিয়ার অন্যান্য স্থানেও অভিযান চালাইতে না পারে সেজন্য ফিলিপাইন, ইন্দোচীন ও ফরমোসাতে চিয়াং কাইসেককে অধিক সাহায্য দিতে হইবে। ফরমোসার উপর সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সেখানে মার্কিণ নৌবহর পাঠান হইয়াছে।

**বৃটেনের উদ্বেগ**—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এটলি কমন্স সভায় বলেন যে—কোরিয়ার শান্তিভঙ্গ হওয়ার ফলে বৃটিশ সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

**২৮শে জুন—**

উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকার করিয়া বসে। সিওলের বিশ লক্ষ অধিবাসীদের নগর পরিত্যাগ না করিতে বলা হয়। উত্তর কোরিয়ার বিচার মন্ত্রী রী, সেন ইউক সিওলের জন সমিতির সভাপতি রূপে শাসনভার গ্রহণ করেন।

**স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব**—স্বস্তি পরিষদে মঙ্গলবার রাত্রের বৈঠকে কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করিতে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অনুমতি দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব আমেরিকা আনে এবং তাহা ৭ভোটে গৃহীত হয়। যুগোশ্লাভিয়া ইহার বিরোধিতা করে। রাশিয়া বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল এবং ভারত ও মিশরের প্রতিনিধি কোনরূপ ভোটদান করেন নাই কারণ তাহারা তখনও নিজ গবর্মেণ্ট হইতে কোন নির্দ্দেশ পান নাই। আমেরিকার প্রস্তাব নিম্নলিখিত ৭টী রাষ্ট্র সমর্থন করে—আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন (জাতীয় দলের প্রতিনিধি), কিউবা, ইকুয়েডার ও নরওয়ে।

**রাশিয়ার নিকট আমেরিকার নোট**—আমেরিকার গবর্মেণ্ট রাশিয়ার নিকট ২৭শে জুন এই মর্মে এক নোট পাঠান যে—যে সমস্ত উত্তর কোরিয়া বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করিয়াছে রাশিয়া যেন তাহাদের প্রত্যাহার করিয়া লইতে নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে।

**কোরিয়ার যুদ্ধ ও ভারত**—নয়াদিল্লীতে অদ্য কোরিয়ার পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠক হয়।

**২৯শে জুন—**

সিওল হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ কোরিয়ার গবর্মেণ্ট পঁচিশ মাইল দক্ষিণে সুওনে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। আমেরিকার নৌ ও বিমান বাহিনী উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালায় কিন্তু মেঘের জন্য তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিয়া উত্তর কোরিয়া বাহিনীর অগ্রগতি চলিতে থাকে। এই অগ্রগতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার স্থল সৈন্য বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার পক্ষ হইতে কোরিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত সর্বাধিনায়ক জেঃ ম্যাক আর্থার কোরিয়া যাত্রা করেন।

**বৃটেনের যুদ্ধে যোগদান**—২৮শে জুন বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রে অবস্থিত তাহাদের সমস্ত নৌবহরকে আমেরিকার জেনারেল ম্যাক আর্থারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিরোধী নেতা চার্চিল ইহা আনন্দের সহিত সমর্থন করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা প্রতিরোধ করিতে হইলে আমরা যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছি ইহাই শেষে কার্য্যকরী বলিয়া দেখা যাইবে।

অনুরূপভাবে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডও তাহাদের নৌবাহিনী আমেরিকার হাতে সমর্পন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

**কোরিয়া সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রতিবাদ**—দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য স্বস্তি পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করিয়াছে—রাশিয়া সেই প্রস্তাবকে বেআইনী বলিয়া জানাইয়াছে। রাশিয়ার বিবৃতিতে ইহা বলা হইয়াছে যে—স্বস্তি পরিষদকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্বস্তি পরিষদের বিধান অনুযায়ী ৭টি

ভোটের প্রয়োজন, এবং তাহার মধ্যে পাঁচটী স্থায়ী সদস্য আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের ভোট থাকা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে রাশিয়া উপস্থিত ছিল না এবং চীনের যে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল সে কেবল মাত্র চীনের জাতীয় দলের প্রতিনিধি, তাহার চীনের প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই।

**সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে**—২৮শে জুন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, আমেরিকার কোরিয়াকে সাহায্য করিবার সিদ্ধান্তকে কম্যুনিজমের চ্যালেঞ্জ বলিয়া অভিহিত করেন।

ইতিমধ্যে ফরমোসা দ্বীপকে যেখানে চীনের জাতীয় গবর্মেণ্ট চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে চীন হইতে বিতাড়িত হইয়া শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—তাহাকে চীনের অংশস্বরূপে গণ্য না করিয়া একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করিয়া আমেরিকা সেখানে যুদ্ধার্থ বিরাট আয়োজন করিতেছে। এদিকে কমিউনিষ্ট মাও সে-তুং ফরমোসা আক্রমণ করিবার জন্য বিরাট সমর বাহিনী সজ্জিত করিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে কোরিয়া অপেক্ষা ফরমোসাতেই ব্যাপক ও বিপদজনক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে।

## ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্বস্তি-পরিষদের প্রস্তাব সমর্থন—

২৯শে জুন দিল্লীতে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার উক্ত দিনই ঘোষণা করেন যে—"উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার উপর আক্রমণ চালাইয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, কাজেই রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের উচিত দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণতন্ত্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া"—এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া স্বস্তিপরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ভারত সরকার তাহা সমর্থন করেন।

ভারত সরকার এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করেন যে—এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতের বৈদেশিক নীতির কোন পরি-হইবে না। বিশ্বশান্তি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হইতেছে। ইহা নিরপেক্ষনীতি এবং ভারতবর্ষের মহান আদর্শ দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

ভারত সরকার এই অভিমত ঘোষণা করেন যে—বর্ত্তমান অবস্থাতে কোরিয়ায় সালিশী দ্বারাও যুদ্ধের অবসান করা সম্ভব।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারত গবর্মেণ্টের এই সিদ্ধান্ত—স্বস্তি পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাইয়ের নিকট তারযোগে জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কোন প্রকার সাহায্য দিবার কথা—ইহাতে বলা হয় নাই।

ভারতের এই সিদ্ধান্তে আমেরিকা ও ইংলণ্ড আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

### ৩০শে জুন—

**আমেরিকার আক্রমণ ও রণসজ্জা**—আমেরিকার বিমানবাহিনী এবং স্থল সৈন্য কোরিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ যে আমেরিকার বোমারু বিমান উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়োংইয়াং এ প্রায় ৩০০শত বোমা ফেলিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। ইহা অনুমান করা যাইতেছে যে রাশিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার ট্যাঙ্ক যুদ্ধে সংহত করিতে পারে। এইজন্য প্রকাশ যে আমেরিকা হইতে নানা প্রকার গুপ্ত ও ভয়াবহ মারণাস্ত্র আমদানী করা হইতেছে।

এদিকে সিওলের আরও দক্ষিণে উত্তর কোরিয়া বাহিনী দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিধ্বস্ত বাহিনীকে আবার যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

**রাশিয়ার প্রতি বৃটেনের আবেদন**—বৃটিশ গবর্মেণ্ট রাশিয়ার গবর্মেণ্টের নিকট কোরিয়ার সংঘর্ষের একটা আপোষ মিটমাটের জন্য স্বস্তি পরিষদের সহিত সহযোগিতা করিতে আবেদন করেন। আমেরিকা এই মর্ম্মে কিছুদিন পূর্ব্বে রাশিয়ার গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিল।

**রাশিয়ার অভিযোগ**—আমেরিকার উত্তরে রাশিয়া তাহাকে জানায় যে—দক্ষিণ কোরিয়ার বাহিনী উত্তর কোরিয়া অগ্রে আক্রমণ করার ফলেই এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।



**চীনের সভাপতি মাও-সে-তুং**—চীনের কমিউনিষ্ট গবর্মেণ্টের সভাপতি মাও-সে-তুং বলেন যে—আমেরিকা চীনের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে তাহার সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে। যাহা হউক চীনের এবং এশিয়ার জনসাধারণের নিকট আমেরিকার এই সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ খুলিয়া গিয়া ভালই হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর জনসাধারণই উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ তাহাদিগকে খরিদ বা প্রতারণা করিতে পারিবে না।

**ফরমোসা আক্রমণের তৈয়ারী**—এদিকে চীনের কমিউনিষ্টরা ফরমোসা আক্রমণের জন্য বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এখন সকলের দৃষ্টি কোরিয়ার দিকে থাকিলেও পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধ এই ফরমোসাতেই অবিলম্বে সুরু হইতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

**যুদ্ধ বন্ধের শেষ চেষ্টা**—ভারতবর্ষ, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, ইকুয়েডার, কিউবা ও নরওয়ে প্রভৃতি ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আমেরিকার ভারতীয় প্রতিনিধির আবাসে মিলিত হইয়া একবার শান্তির জন্য শেষ চেষ্টার জন্য পরামর্শ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

**আমেরিকার বিপক্ষে মনোভাব**—স্বস্তি পরিষদের অন্যতম সদস্য ইজিপ্ট (মিশর) দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করিবার—স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে প্রায় ৯০০০হাজার লোকের এক জনসভায় আমেরিকাকে কোরিয়া হইতে "হাত সরাইয়া" লইবার জন্য দাবী করা হয়।

**ভারত গভর্মেণ্টের নীতি সমালোচনা**— মধ্য প্রদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত রুইকর বলেন যে—কোরিয়ায় সংঘর্ষ হইতে ভারবর্ষের সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া আপোষ এবং শান্তি স্থাপনের কাজই করাই উচিত ছিল। রাশিয়া শূন্য—স্বস্তি পরিষদ একটা প্রহসন। ইহা—ইংরেজ ও আমেরিকার দালাল হিসাবে পরিণত হইয়াছে।

**ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ**—আগ্রায় তাজমহল দেখিতে আসিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এক জনসভায় বক্তৃতাকালে কোরিয়ার সম্বন্ধে বলেন যে—আন্তর্জাতিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে কি ঘটিবে তাহা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন পৃথিবী ধ্বংশের দিকে চলিয়াছে। তবে মহাত্মা নির্দ্দেশিত পথে এখনও পৃথিবী বাঁচিতে পারে।

**মনিষী বারট্রাণ্ড রাসেলের ভবিষ্যৎবাণী**—বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক ও গ্রন্থকার মিঃ বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে—রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করিবে এবং দশ বৎসর ধরিয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধ চলিবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি। তিনি আরও বলেন যে **ভারত** প্রথমে নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিবে—পরে তাহা সম্ভব না হইলে আমাদের পক্ষে যোগদান করিবে।

### ১লা জুলাই—

**দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত—দ্বিতীয় রাজধানী সিউওয়ান অধিকৃত:** দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের পতনের পর তাহার ২৫ মাইল দক্ষিণে সিউওয়ানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। তাহারও পতনের পর আরও ৯০ মাইল দক্ষিণে তায়েজনে দক্ষিণ কোরিয়ার তৃতীয় নূতন রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের এই নূতন রাজধানী হইতে ঘোষণা করা হয় যে, দক্ষিণ কোরিয়া বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকার ট্যাঙ্কধ্বংশী গোলন্দাজ বাহিনী কোরিয়ার দক্ষিণতম প্রান্তে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় রাজধানী সিওয়ানকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহারা পৌছিবার পূর্ব্বেই সিউয়ান উত্তর বাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হয়। উত্তর বাহিনী বিনা বাধায় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রাশিয়ার ট্যাঙ্কের গোলা বর্ষণে দক্ষিণ বাহিনী ঝড়ের মুখে পাতার মত উড়িয়া যায়।

আমেরিকার বিমান হইতে সিওয়ানে যুদ্ধরত দক্ষিণ বাহিনীকে প্রচার পত্র বিলি করিয়া জানান হয় যে দক্ষিণ বাহিনীর সাহায্যের জন্য ১লক্ষ ২৩হাজার বাছাই করা মার্কিন সৈন্য আসিতেছে। কিন্তু ইহাতেও কিছু হয় না। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

এই বিপর্য্যয়ের ফলে দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল চে, চোং, হুর পদত্যাগ করেন। তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু বহু কষ্টে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হইয়াছে।

জাপানের গোপন ঘাঁটী হইতে দলে দলে মার্কিন সৈন্য এখন সরাসরি মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহাদের মধ্যখানে কোন তৃতীয় পক্ষ নাই।

১লা জুলাইয়ের সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকার সৈন্য বাহিনী পুনরায় দ্বিতীয় রাজধানী সিউয়ান পুনরাধিকার করিয়াছে।

**পাকিস্থানের যোগদান**—পাকিস্থান স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে।

---

## বিহার গবর্মেণ্টের জমিদারদিগকে পুনরায় জমিদারী প্রত্যর্পণ

২রা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে "বিহার ষ্টেট ম্যানেজমেণ্ট অব এষ্টেটস্ এণ্ড টেনিওন্স এক্ট" ( বিহার সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী গ্রহণ আইন ) অনুযায়ী ( যাহা কিছুদিন পূর্বে বিহার আইন সভায় পাশ হইয়াছিল ) যে সমস্ত জমিদারী বিহার গবর্মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় জমিদারদিগকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্ট উক্ত আইন বে-আইনী বলিয়া যে রায় দিয়াছেন তাহার ফলেই বিহার গবর্মেণ্ট জমিদারী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে ৫০,০০০ ( পঞ্চাশ হাজার ) টাকা আয়ের প্রায় পঞ্চাশটি জমিদারী বিহার গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে টেলিগ্রাম দ্বারা জমিদারী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

---

## পরলোকে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

ভারতে কিষাণ আন্দোলনের জনক স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী গত ২৬শে জুন রাত্রি তিন ঘটিকার সময় মজঃফরপুরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবত পীড়িত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মজঃফরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন।

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত একজন উৎসাহী কংগ্রেস নেতা ছিলেন। সে সময় কংগ্রেস নীতির সহিত মতবিরোধ ঘটায় তিনি নেতাজী সুভাষ বসুর সহিত যোগ দেন। ১৯৪২ এর আন্দোলনেও তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি ভারতের কিষাণ আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। সমস্ত জীবন তিনি শোষিত ও অবহেলিত জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন।

---

## পরলোকে ইউসুফ মেহের আলি

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা এবং বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মেয়র গত ২রা জুলাই ৪৪ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন।

শ্রীইউসুফ মেহের আলি সোশ্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ভারতে যুব আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহার দান অতুলনীয়। ১৯৭২ এর আন্দোলনে কারাবাসের সময় তাহার যে হৃদরোগ হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি সমস্ত জীবন অকৃতদার থাকিয়া দেশের সেবায় নিঃশেষে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

---



# স্থানীয় সংবাদ

**শোক সংবাদ**—মানবাজার থানার টোপরবাদ নিবাসী শ্রীনিতাইচন্দ্র মাঝি গত ১৭ই জুন স্বগ্রামে কয়েকদিনের অসুখে ভুগিয়া মারা গিয়াছে। তাহার ২৬ বয়স বৎসর হইয়াছিল। সে মানবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়িয়া সার্ভে পাস করিয়া আমীনের কাজ করিতেছিল। সে পরোপকারী এবং সমাজসেবক ছিল।

**উচ্চশিক্ষার্থ বিদেশ যাত্রা**—মানভূম জেলার বিশিষ্ট শিক্ষিত পরিবারের সন্তান স্বর্গীয় অম্বুজাক্ষ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোক কুমার সরকার উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সেখানে চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টশিপ পড়িবেন।

**উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য্য**—মানভূম জেলার কিশোর ছাত্র ও ছাত্রীদিগের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির" পক্ষ হইতে গত এপ্রিল মাস হইতে এ পর্য্যন্ত ছোটনাগপুর বিভাগের রাঁচী জেলা টাটিশিলওয়াই উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে সহায়তাদান করা হইতেছে। ২৯শে জুন পুনরায়, সাহিত্য বীথির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, কর্ম্মীরা উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে পঞ্চম দফায় দেড় শতাধিক পুরাতন ধুতি, শাড়ী, সার্ট, পাঞ্জাবী, প্যাণ্ট ও ২৫ পাউণ্ড বার্লি বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন।

**বলরামপুর পোষ্টমাষ্টার খুনের মামলার রায়**—মানভূম ও সিংহভূম জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীএস, বি, সেনগুপ্তের আদালতে রাঙ্গাডি ( বলরামপুর ) ডাকঘরের সহিত যুক্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসুর বাড়ীতে ডাকাতি করার অভিযোগে শ্রীবৈরাগী গোলদার ও শ্রীমদন পোদ্দার নামক দুই ব্যক্তির নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৬ ধারানুযায়ী এক চাঞ্চল্যকর মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, অধিক রাত্রে ডাকাতেরা পোষ্টমাষ্টারের গৃহে প্রবেশ করে এবং ডাকঘরের ক্যাশ বাক্সের চাবী দাবী করে। পোষ্টমাষ্টার বসু তাহা দিতে অস্বীকার করায় তাহার মাথায় ডাকাতদিগের মধ্যে একজন গুরুতররূপে আঘাত করে। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী, দুইকন্যা এবং নাবালক পুত্র ব্যতীত প্রায় আরও আটজনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

বারো বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র শ্রীমান মনসারঞ্জন, পনের বৎসর বয়স্কা কুমারী যুথিকা বসু উভয় আসামীকে সনাক্ত করে।

তিনজন এসেসরের সহযোগিতায় মামলাটীর বিচার চলিতেছিল। এসেসরগণ আসামীদিগকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারকারী জজ তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি উভয় আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া উভয়ের প্রতিই যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডাদেশ করিয়াছেন।

**১০৭ ধারার অভিযোগ হইতে রেহাই**—মানবাজার থানার বামনী জঙ্গল সংক্রান্ত ব্যাপারে জঙ্গলের মালিক শ্রীযতীন্দ্র মাহাত (বামনী) শ্রীরাসবিহারী মাহাত (নাথুডি) প্রমুখ নয় ব্যক্তিকে পুলিশ ১০৭ ধারায় চালান দিয়াছিল। গত ২১শে জুন তাহারা সকলেই আদালতের বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ এই মর্ম্মে আসামীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে যে—জঙ্গলের মালিক শ্রীযতীন মাহাত দিগর কয়েকবার জঙ্গলের এজেণ্টকে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আক্রমণ করিয়া তাহাকে জঙ্গল কাটিতে দেয় নাই। বাদী এজেণ্ট আদালতে নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি একবারের বেশী জঙ্গল কাটিতে যান নাই এবং আক্রমনের কথাও প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

---

## গো বধ বিরোধী আন্দোলন

প্রতি মঙ্গলবার ঝালদা হাট হইতে কসাইগণ রাঁচি রামগড় প্রভৃতি কসাইখানার জন্য গাই, বলদ ও বাছুর লইয়া যাইত।

গত মহাবীর ঝাণ্ডার পর হইতে কসাইগণ প্রকাশ্যে গরু খরিদ করিতে বন্ধ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা গোপনে দালালের দ্বারা গরু খরিদ করাইতেছে।

এই সব অনাচার নিবারণের জন্য আদর্শ হিন্দু সংঘের ধর্ম্মবীর দলের সেবকগণ হাটে হাটে যাইয়া আন্দোলন চালাইতেছেন এবং গ্রামে গ্রামে "গোরক্ষা সমিতি" গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। নিকটস্থ খাটজুড়ী গ্রামে "গোরক্ষা সমিতি" গঠন করা হইয়াছে; যাহাতে কসাইরা গরু কোথাও লইয়া যাইতে না পারে সেজন্য এখানের কর্ম্মীরা অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

এই সব আন্দোলনের জন্য এখানের কৃষক ভাইয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুলভ মূল্যে গাই, বলদ খরিদ করিতে পারিতেছেন।

এইজন্য আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রামে "গোরক্ষা সমিতি" গঠন করিয়া যাহাতে কসাইদের হাতে একটিও গরু না যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেশের ও দশের সহায়তা করুন। নিবেদন ইতি— শ্রীকালীপদ হালদার পোঃ ঝালদা

## নিরুদ্দেশ

আমার পুত্র শ্রীরামধন মুখার্জ্জি গত ৭।৬।৫০ তারিখে টাটানগর হইতে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পরনে একটি পাতলুন ও একটি জামা মাত্র আছে। তাহার বয়স ২২।২৪ বৎসর, গৌরবর্ণ, মুখ গোল, শরীর লম্বা গোছের কিছু পাতলা। কোনরূপ মাথা খারাপ বুঝায় না। ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে, কোন কোনজায়গায় চাকুরীর সন্ধান করিতেছে। যদি কাহারও নজরে পড়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় খবর দিয়া এই গরীব ব্রাহ্মণকে চিরদিনের মত কিনিয়া রাখিবেন।

শ্রীসর্বেশ্বর মুখার্জ্জি, সাং বিড়ালগড়া পোঃ কুশটাড়,
রেল ষ্টেশন—কুশটাঁড় মানভূম বি, এন, আর।

---

## জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কিনা এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমনকি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জন্য কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্লাস লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছাত্র ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎসর মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে; এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, **শ্রীজহরলাল বসু**
**জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।**

---

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত ।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৫শে আষাঢ় ১৩৫৭, ১০ই জুলাই ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## ১লা শ্রাবণ

স্মৃতিপূজার পুণ্যপ্রদীপ জ্বলবে
অগণিত নরনারীর অন্তর বেদীতে

অদূরাগত শ্রাবণের স্মরণে যে মহিমোজ্জ্বল
দিব্যমূর্ত্তি আমাদের অন্তরাকাশে জেগে উঠছে সেই

পুণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্রের
**স্মরণ অনুষ্ঠান**

আমাদের অন্তরনিষ্ঠায় উদ্‌যাপিত হোক

# ঋষি নিবারণ চন্দ্রের

## পঞ্চদশ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠান

আগামী ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই সোমবার পুণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্রের পঞ্চদশ স্মৃতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠান দিবস।

মানভূমের কর্ম্ম ও মানসজীবনের আদর্শ, রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণের অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ-স্বরূপ, এবং সেবাময় তপস্বীজীবনের ভাবউৎসরূপ ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠান আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির এক অপরিহার্য্য সাধন-অনুষ্ঠান। আজ চতুর্দ্দিক ব্যাপৃত নৈরাশ্যময় জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মহান্ ঋষির স্মরণঅনুষ্ঠান গভীরতর প্রয়োজন ও সার্থকতার বলিয়া মনে করি। তাঁহার সাধনার পদচিহ্ন আমাদিগকে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করিবে।

আমাদের জেলার কর্ম্মীবৃন্দ তথা জনগণ ঋষির গৌরবোজ্জ্বল জীবনের স্মরণ ও মননকে তাহার যথার্থ মূল্যে নিয়ত উপলব্ধি করিয়াছে; আশা করি আজ মানভূমবাসী অধিকতর দায়িত্ব ও নিষ্ঠায় তাহা উপলব্ধি করিবেন এবং তাঁহার এই স্মরণ-অনুষ্ঠানকে যথার্থ আন্তরিকতায় পালন ও উদ্‌যাপন করিবেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, নিরাপত্তা আইন বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের বিশেষ কর্ম্মনীতি থাকায় এবং সরকারী মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না হওয়ায় সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ঋষির বার্ষিকী অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবেই করা হইবে। জনসভা বা শোভাযাত্রা অনুমতি লইয়া করিতে হয় বলিয়া উহা করা হইবে না। ব্যক্তিগত স্থানে দলবদ্ধ ও ঘরোয়াভাবে করা হইবে। যাঁহারা সঙ্ঘের মতানুসরণকারী সেই সকল জনগণকে আমি এইভাবে দিবস পালন করিতে অনুরোধ করি।

ঋষির মহান জীবনের স্মৃতিপূজা যোগ্য নিষ্ঠায় পালিত হোক এই প্রার্থনা।

নিবেদক

অতুল চন্দ্র ঘোষ

পরিচালক, মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

১লা জুলাই

১৯৫০



'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ২৫শে আষাঢ় সোমবার

## বিহার কংগ্রেস সরকার ও মদ্য পান

স্বাধীনতার পরে দেশবাসীর অনেক কিছু আশা করার মধ্যে মদ্য পানের ব্যবস্থাটা দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে এ আশাটা একটা বড় আশা ছিল। দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া শিল্প অঞ্চলে মজুর শ্রেণীর মধ্যে মদ্য পান নিরোধের জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস বহু চেষ্টা করিয়াছে। প্রচার করিয়া, পিকেটিং করিয়া বহু কংগ্রেসজন কারাগার ও নানাবিধ লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছে। বস্তুতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্য্যক্রমের মধ্যে মদ্য পান বর্জন অন্যতম প্রধান কার্য্যক্রম ছিল।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সেই বৎসর মদ্য ব্যবহার কিছু কমিলেও তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর তাহা দ্রুত গতিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা মানভূম জিলা হইতে গবর্মেণ্ট কি পরিমাণে প্রতি বৎসর মদ হইতে আয় করিতেছেন তাহার একটা হিসাব দিতেছি। ইহা দ্বারাই প্রকৃত অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

১৯৪৫-৪৬ সাল—৩৬,০০,৬৬৮৲ টাকা
১৯৪৬-৪৭ „ —৩৯,৫৩,০৭৪৲ „
১৯৪৭-৪৮ „ —৩৪,২৫,৬২২৲ „
১৯৪৮-৪৯ „ —৫১,৪৩,৭৮১৲ „
১৯৪৯-৫০ „ —৫২,৪৭,৩২৭৲ „

১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৭ সালে কিছু কমিলেও তাহার পরের বৎসরই প্রায় সতের লক্ষের উপর বাড়িয়া গিয়াছে। এবং ১৯৪৯-৫০ সালে তাহা আরও বাড়িয়া কেবল বাড়িবার পথেই চলিয়াছে। ইহা খোলাভাটী উঠাইয়া দিয়া মদের দাম বাড়াইবার জন্যই কেবল হয় নাই। মদের প্রচলণ বাড়িয়াছে।

টাকার দিক দিয়া গবর্মেণ্ট যে পরিমাণে লাভবান হইতেছেন দেশের অবনতির দিক দিয়া দেশবাসী সেই পরিমাণেই ধ্বংশের পথে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ঝরিয়া অঞ্চলে যদি দেখা যায় তবে যে বীভৎস দৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাতে বাস্তবিকই দুঃখিত হইতে হয়। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের পরিচালনায় মদের যেন অবাধ প্রস্রবণ বহিয়া চলিয়াছে। যত বেশী সংখ্যক লোক মদ খাইতেছে মদের পরিমাণ ততই বাড়িতেছে; মদের পরিমাণ যতই বাড়িতেছে ততই বেশী লোক মদ খাইতেছে। মানুষকে পশু করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একদিন যে কংগ্রেস আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছে—আজ তাহা নিবারণ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিবার পরেও তাহার পশু হইবার উপাদানের ব্যবস্থা কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সাদরে ব্যাপকভাবে করিতেছেন।

ঝরিয়া খনি অঞ্চলের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। পুরুলিয়া সহরেই বহুদিন যাবত সহরের দুই প্রান্তে দুইটি মদের ভাটী ছাড়া মদের অন্য কোন বন্দোবস্ত ছিলনা। তারপরে লড়াইয়ের সময় একটি বিলাতী মদের দোকান শুরু হয়। তারপরে স্বরাজের দুই বৎসরের মধ্যে একটি তাড়ির দোকানের অনুমতি দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে সম্প্রতি আর একটি মদের দোকান (বিলমোরিয়া কোম্পানী) সহরের জনবহুল অঞ্চলে খোলা হইয়াছে। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ক্ষমতা লাভের পরে ইহাই স্বাভাবিক ভাবে আশা করা গিয়াছিল যে—দুইটি ভাটীর জায়গায় একটি ভাটী হইবে এবং কালক্রমে তাহাও উঠাইয়া দিয়া মদের ব্যবস্থা আর রাখা হইবেনা। কিন্তু দেখা গেল তার বিপরীত। দুইটির জায়গায় তিনটি এবং ক্রমশঃ তাহা বাড়িয়া তাড়ির ব্যবস্থা সহ পাঁচটি ভাটী সহরের বামে, দক্ষিণে, মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহাতো সরকারী ভাটি। ইহা ছাড়া বেসরকারী ভাটী সহরের সর্বত্র ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরুলিয়াবাসীদের আর আপশোষ করিবার কোন কারণ নাই। ধেনো, তাড়ি বিলাতী সবই সুলভ!

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন দেশী ভাটীগুলির দিকে কাতারে কাতারে লোক চলিতে থাকে আর একদিকে তেমনি বিলাতী মদের দোকানে বহু ভদ্র লোকের ছেলেদের গমনাগমন প্রকাশ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। নানা শ্রেণীর ভদ্র লোকের, ব্যবসায়ীদের এবং অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরও বিলাতী মদের দোকানে অসঙ্কোচে মদ খাইতে দেখিয়া এবং তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা দেখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদিকে যেমন শঙ্কা উপস্থিত হয় আর একদিকে তেমনি ইহার প্রসারের ব্যবস্থা করিবার জন্য কংগ্রেস গবর্মেণ্টের শোচনীয় মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীও যে ইহার জন্য দায়ী তাহা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইতে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচনা বাহুল্য মাত্র, কারণ তাহা সর্ব প্রকার বর্ণনার অতীত। মদের সাগরে ডুবাইয়া মানুষকে কিরূপে সমষ্টিগতভাবে পশুত্বের পর্য্যায়ে স্থায়ী করিয়া রাখা যাইতে পারে—ঝরিয়া কয়লাখনি-অঞ্চল তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাত্র।

আমরা মানভূমের কৃষি প্রধান গ্রামাঞ্চলের কথা বলিতেছি। এক এক অঞ্চলে যেখানে মদের ভাটী আছে সেখান হইতে বেসরকারী এজেণ্টগণ ভাঁড়ে, কলসীতে, হাঁড়িতে, টিনে করিয়া লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া থাকে। কাহাকেও জানাইয়াও ইহার কোন প্রতিকার হয় না। বরং বাধা দিতে গেলে বিপদে পড়িতে হয়।

টাকা আয়ের জন্য মদ্য পানের ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া এবং তাহা বাড়াইয়া জাতিকে অবনত করা ছাড়া উন্নত করা যায় না। দেশের নৈতিক কাঠামো যখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় তখন জাতির মধ্যে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী উপাদান গুলিকে নির্ম্মূল করাই লোকায়ত্ত গবর্মেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বিপরীত অবস্থাই আমাদের দেশে সৃষ্টি করা হইতেছে। নৈতিক-মেরুদণ্ড-ভগ্নপ্রায় জাতিকে অধঃপাতিত করিবার সমস্ত উপাদানের ব্যবস্থাই সযত্নে করা হইতেছে। ইহার বিষময় পরিণতি প্রত্যক্ষ ভাবে জাতির জীবনে সুপ্রকট হইয়া উঠিতেছে। মদের ভাটী সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া দেশের লোকের নিকট মদ্য পান বর্জনের হিতোপদেশের যে কী মূল্য তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না।

মানভূম জেলায় মদের প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ইহা আরও বাড়িয়াই চলিবে। গবর্মেণ্টেরও মদ হইতে আয়ের অঙ্ক ক্রমশঃই স্ফীত হইতেছে—আরও হইবে। মদের দাম বাড়িবার জন্য মদের আয় বাড়িতে পারে কিন্তু দাম বাড়িবার ফলেও মদের গ্রাহক কমিতেছেনা ক্রমশঃই বাড়িয়াই চলিয়াছে। নির্বাচনের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে যে তথাকথিত কংগ্রেসের নামে খুলেয়াম মদের সরবরাহ করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে মদের ভাটী খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বাকী আছে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতি গ্রামে গ্রামে মদের ভাটী খুলিয়া মদ্য পানের উপকারীতা সম্বন্ধে ওয়েলফেয়ার অফিসার ও গবর্মেণ্টের প্রচার বিভাগকে পূর্ণরূপে কাজে লাগান। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার অফিসার বাস্তবক্ষেত্রে করিতেছেনও ইহাই।

এ সম্বন্ধে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা অসমীচীন হইবেনা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন মদ গাঁজার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চলিয়াছিল তখন দু একটি ক্ষেত্রে এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে যে—"ভাই সব, আপনারা মদ গাঁজা ছাড়ুন, শীঘ্রই স্বরাজ লাভ করলে পরে স্বরাজের পরে আপনারা সেরে সেরে গাঁজা খাবেন।" বহু অজ্ঞ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মাতালেরা মনে করিত যে, স্বরাজ হইলে পরে বিনা নিষেধে খুসী মত মদ পাওয়ার রাস্তা সুগম হইবে। তখন তাহা উপহাস ও নিন্দার বিষয় ছিল—কিন্তু তখন কে জানিত যে, স্বরাজের পরে একদিন তাহা সত্যই নির্ম্মম বাস্তবতার আকার পরিগ্রহ করিবে!

---



## বনস্পতি

# হিন্দুস্থানের সহিত এক বিরাট ধোঁকাবাজী ও দাগাবাজী

গোসেবা সংঘ, গোপুরী, ওয়ার্দ্ধা হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাজাজ এই মর্ম্মে দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন যে—ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীঠাকুরদাস ভার্গব একটি "বনস্পতি প্রতিরোধ বিল" আনিয়াছেন। আগামী ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই বিলের সম্বন্ধে জনমত গ্রহণ করা হইবে। এই জমানো তেল—যাহাকে বনস্পতি বলা যায় ইহা দেশের অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। এই জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, লোকেল বোর্ড, কংগ্রেস পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল, কলেজ, আশ্রম প্রভৃতি যে সমস্ত সাধারণের প্রতিষ্ঠান দেশে আছে তাহাদিগকে এই তেলের জমানো বন্ধ করিবার জন্য মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের সভাপতির নিকট দিল্লীতে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বাজাজ দেশবাসীকে এই বনস্পতি বা জমানো তেল ব্যবহার না করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা ও আচার্য্য বিনোবা ভাবে প্রভৃতি বহু ব্যক্তি এই বনস্পতিকে পরিহার করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। শ্রীকিশোরলাল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—বনস্পতি আমাদের দেশে একটা বড় জিনিষ হইয়া পড়িতেছে। যাহারা ইহা তৈরী করে, বিক্রি করে সকলের পক্ষেই ইহা এরূপ লাভজনক হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার কারখানা বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে। ছোট বড় সব কাগজেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং তাহাতে সত্য মিথ্যা নানাপ্রকার কথা বলা হইতেছে। এই সবের উদ্দেশ্য এই যে, ৩১শে আগষ্টের পূর্ব্বে জনমত বনস্পতির অনুকূলে সংগ্রহ করা।

তিনি বলেন যে—ইহা ব্যবসায়ীদের পক্ষে যেমন লাভজনক জনসাধারণের পক্ষে তেমনই হানিকারক।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ইহার কোন মূল্য নাই। ইহা মায়াবীরূপে লোককে ভ্রান্তিতে ফেলিয়া তাহাকে অনাবশ্যক বেশী খরচ করায়। ইহার জন্য শুদ্ধ তেল ঘি পাওয়া মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি বলেন যে—এই তেল ঘি এর মায়াবীরূপ লইয়া লোককে ধোঁকা দিতেছে। যে সমস্ত শিল্পপতিরা এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা জনগণের নীতি, জীবিকার অবলম্বন, অর্থ এবং স্বাস্থ্যের উপর আঘাত করিয়া নষ্ট করিতেছে।

তিনি বনস্পতির পক্ষে ডাঃ গিলডার অথবা শ্রীভাটনগরের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করেন। বনস্পতিওয়ালারা তাহাদের কথার সঙ্গে মিথ্যাও যোগ করিয়া দেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীভাটনগরের নামে যে প্রচার করা হইতেছে যে "পরিণামে ইহা পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর" "বনস্পতি সর্বপ্রকারে ভাল" "বনস্পতির প্রয়োজন আছে" "যে বনস্পতির বিরোধ করে সে গরীবের শত্রু এবং ধনবানের মিত্র" এই সব সম্বন্ধে শ্রীকিশোরলালজী বলেন যে, এগুলি সব মিথ্যা কথা।

শ্রীকিশোরলালজী বলেন যে কারখানায় তেল শুদ্ধ করিবার ফলে যে সমস্ত অপরিষ্কার দ্রব্য বাহির হয় তাহা খরিদ করিয়া সাধারণ ব্যবহার্য্য তেলে মিশান হইয়া থাকে। আর ওদিকে বনস্পতিকে ঘিতে মিলান হয়। তেলকে জমাইবার ফল এই হয় যে শুদ্ধ তেল অথবা শুদ্ধ ঘি কিছুই পাওয়া যায় না।

শ্রীকিশোরলালজী বনস্পতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে অনুরোধ

করিয়াছেন যে তাহারা যেন নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রী এবং পার্লামেণ্টের সভাপতির নিকট ৩১শে আগষ্টের পূর্বে অবশ্যই প্রেরণ করেন। **প্রস্তাব:—"এই সভার অভিমত এই যে—এই দেশের মঙ্গলের জন্য খাদ্য তেলকে জমাট করা অথবা জমান তেলের ব্যবসায় শীঘ্র নিষিদ্ধ করা দরকার। যতদিন পর্য্যন্ত ইহা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জমানো তেলে এমন রং মিশানো দরকার যাহাতে শুদ্ধ ঘিতে তাহা মিশাইয়া ধোঁকা দেওয়া সম্ভবপর না হয়।"** এই প্রস্তাবের একটি নকল যেন মন্ত্রী, গোসেবা সংঘ, নালবাড়ী পোঃ ওয়ার্দ্ধা এই ঠিকানায় পাঠান হয়।

আচার্য্য বিনোবা ভাবেও শ্রীকিশোর লালজীর সহিত একমত হইয়া দেশবাসীকে অনুরূপ অনুরোধ করিতেছেন।

**গান্ধীজী এবং নকলী ঘি**—শ্রীকিশোরলালজী এই নামীয় এক প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে—বোম্বাই আইন সভায় শ্রীফুলসিং ডাভী এই জমানো তেল বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য একটি বিল আনেন। কিন্তু সরকার এই আশ্বাস দেন যে যাহাতে নকল ঘি ও আসল ঘি চেনা যাইতে পারে তাহার জন্য এই জমানো তেলে রং মিশাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার পরে সেই বিলটি প্রত্যাহৃত হয়।

এই বিলের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ গিলডার আইন সভায় যাহা বলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে গান্ধীজীর নামও টানিয়া আনা হয়। এই আলোচনার সংবাদ কোন কোন কাগজে এইভাবে প্রচারিত হয় যে—(১) স্বয়ং গান্ধীজী আগার্থার প্রাসাদে নিজের খাদ্যে জমানো তেল ব্যবহার করিতেন। (২) তিনি জমানো তেলের বিরোধী ছিলেন না।

কিন্তু যে আলোচনাতে গান্ধীজীর নাম আসে এবং যাহাকে উপর্যুক্তভাবে প্রচার করা হয় তাহা বাস্তবিকই অন্যরূপ ছিল। ইহাই কিশোরলালজী ডাঃ গিলডারের আইন সভায় বক্তৃতার যথার্থ নকল আনাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে বনস্পতি বা জমানো তেল সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত যাহা ছিল তাহা এই—**বনস্পতি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিষ। তেল হইতে হানিকর দ্রব্য বাহির করা যায় সত্য কিন্তু তাহাকে জমান বা ঘি এর রূপ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বেইমান না হইলে কোন উৎপাদক জাল কাজ আরম্ভ করিবার মত নীচে পতিত হয় না। বাজার তো নকল জিনিষে ভর্ত্তি হইয়াই আছে। জাল টাকা তৈরী করিলে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে সুতরাং যে অবস্থায় টাকার চেয়েও আসল ঘি বেশী দুর্ম্মূল্য সে অবস্থায় জাল ঘিএর জন্য কেন গুরুদণ্ড দেওয়া হইবে না?**

(গান্ধীজী হরিজন সেবক, ১৪-৪-৪৬)

"যে বনস্পতি তেলকে, ঘী অথবা মাখনের রূপে বা তাহার নামে বিক্রী করা হইতেছে তাহা **হিন্দুস্থানের সহিত এক বিরাট ধোঁকাবাজ, দাগাবাজী** করা হইতেছে। হিন্দুস্থানের ব্যবসায়ীদের ইহা ধর্ম্ম হওয়া উচিত যে কোন আকারেই ঘি এর নামে এরূপভাবে যেন কোন তেল বা অন্য জিনিষ বিক্রয় না করে। কোন গবর্মেণ্টের তো এরূপ কদাপি করা উচিত নয়ই তাহা ছাড়া এরূপ করিতে দেওয়াও উচিত নয়।"

(গান্ধীজী, হরিজন সেবক ১৩-১০-৪৬)

**এক বিপদ**—আচার্য্য বিনোবা ভাবে "এক বিপদ" নামক একটি প্রবন্ধে বনস্পতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে—ইজ্জতনগরে দুইটি ইদুরকে একই "বাঙ্গালী আহার" দিয়া রাখা হয়। তাহার উপরে একটি ইন্দুরকে ঘি ও আর একটি ইন্দুরকে জমানো তেল খাওয়াইয়া রাখা হয়। ফলে জমাট-তেল-ভোজী ইন্দুরটি অন্ধ হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে ডাঃ গিলডার এক বিশেষ তর্ক উঠাইয়া বলিয়াছেন যে "বাঙ্গালী আহার" এমন নিঃস্বত্ব ছিল তাহার সহিত জমাট তেল না দিলেও ইন্দুর অন্ধ হইয়া যাইত। আচার্য্য বিনোবা ভাবে এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সাধারণ তর্কে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে—দুইটি ইন্দুরকেই একই রকম খাবার দেওয়া হইয়াছিল। সে খাবার যতই পুষ্টিহীন "বাঙ্গালী আহার" হোক না কেন—এই আহার সেই পরিণামের জন্য দায়ী নয়। অন্য দিকে যে বিশেষ ভেদ ছিল—একটি ইন্দুরকে জমাট তেল ও আর একটি ইন্দুরকে ঘি দেওয়া তাহাই ইহার জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে। যদি আমি ইহাও মানিয়া



(৩) উপরোক্ত ব্যাপার দুটি পরীক্ষা করিয়া টি, এ, বিলে তিনি কত মাইল সফরের জন্য চার্জ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করা।

(৪) ডাক বাংলার খাতা পরীক্ষা করা।

(৫) পুলিশ থানার রেকর্ড পরীক্ষা করা।

(৬) দামোদর পুলের খাতা পরীক্ষা করা।

(৭) কোথায় কোথায় যাইয়া কি কাজ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন তিনি চাষে যাইয়া ঘাটোয়ালদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাদি করিয়াছেন বলিয়া কাজের রিপোর্ট দিলেন, অথচ চাষে ঘাটোয়ালই নাই। এক্ষেত্রে তিনি যে চাষে যান নাই তাহাও বলা যাইতে পারে অথবা চাষে গেলেও অন্য কাজে গিয়াছিলেন যাহার জন্য টি, এ বিল করাই যাইতে পারেনা।

(৮) একটি বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ধানবাদের মিঃ এ বাওয়েন এর গ্যারেজে তাহার নিজের গাড়ী মেরামত করিতে দেন। গাড়ী ডেলিভারি লন অক্টোবর মাসে। এই কয়মাস গাড়ী গ্যারেজেই মেরামতের জন্য ছিল কিন্তু এই সময়ে তিনি নিজের গাড়ীতে সফর করিয়াছেন বলিয়া টি, এ, চার্জ করিয়াছেন কিনা?

**২। জমির উন্নতি ও কৃষিঋণ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যাপারে—**

একজন হাকিম হিসাবে তিনি নানা বিষয়ে তদন্তপূর্বক অনুমোদন করা বা না করার ভার পাইয়া থাকেন। কৃষিঋণ প্রভৃতি বিষয়ে তদন্তের জন্য ইহার নিকট বহু দরখাস্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

(১) গত দুই বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে কৃষিঋণ ব্যাপারে কতগুলি আবেদন বা রেকর্ড দেওয়া হইয়াছিল?

(২) তাহার মধ্যে কতগুলির স্থানীয় তদন্ত ইহার দ্বারা করা হইয়াছিল? বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য কিনা যে বহু দরখাস্ত তদন্ত সাপেক্ষে অতি দীর্ঘ দিন ধরিয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে কোনরূপ স্থানীয় তদন্ত না করিয়াই দরখাস্তগুলি নাকচ করিবার জন্য অনুমোদন করিয়া লোন বিভাগের নিকট দেওয়া হইয়াছিল?

(৩) বহু ক্ষেত্রে কোনরূপ স্থানীয় তদন্ত না করিয়াই অফিসে বসিয়াই ঋণ মঞ্জুর করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে কিনা?

(৪) উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এখনও কতগুলি রেকর্ড পড়িয়া আছে। তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার গ্রহণের অসঙ্গত বিলম্বের কারণ কি?

(৫) এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আসে তাহা এই:—

(ক) শ্রীউমেশ মণ্ডল কে? তিনি কি একজন বেসরকারী লোক নন?

(খ) তিনি কি কৃষিঋণ সম্বন্ধে তদন্তকারী অফিসার ও ঋণ-গ্রহীতার মধ্যে আদান প্রদান সম্পর্কে মধ্যবর্ত্তী এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন?

(গ) উক্ত শ্রীউমেশবাবু ঘাটোয়ালী হাকিমের সঙ্গে তাহার বেশীর ভাগ টুরেই থাকেন কিনা? এবং কেন থাকেন?

(ঘ) ঋণ আদায় সম্বন্ধে ঘাটোয়ালী হাকিম যখন ২৩শে জুন ১৯৫০, ইচাগড়ে গিয়াছিলেন তখন উমেশবাবু তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন কিনা? এবং ২৫শে জুন যখন হাকিম ট্রেনে পুরুলিয়া ফিরিয়া আসেন তখনও উমেশবাবু তাহার সঙ্গে ফিরিয়াছিলেন কিনা?

(ঙ) উক্ত সফরে তিনি (হাকিম) ইচাগড় পর্য্যন্ত যান নাই। প্রকৃত পক্ষে তিনি বাবুডি গ্রামে শ্রীহরমোহন বাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন কিনা?

**৩। ইস্পাত এবং লোহার ব্যাপারে—**

যাহারা বাড়ীঘর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজে লোহা-লক্কড়ের জিনিষ পাইবার জন্য আবেদন করেন তাহাদের চাহিদা সম্বন্ধে স্থানীয় তদন্ত করা অবশ্য প্রয়োজন। এইরূপ বহু তদন্তের ভার ঘাটোয়ালী হাকিমের উপর দেওয়া হইয়া থাকে।

(ক) স্থানীয় তদন্ত না করিয়াই অফিস হইতে রেজেষ্ট্রী চিঠি দ্বারা আবেদনকারীদের অফিসে আনাইয়া তদন্ত করা হইয়াছে কিনা?

(খ) কোনরূপ স্থানীয় তদন্ত না করিয়াই বহু দরখাস্ত নামঞ্জুর ও বহু দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে কিনা? এসব ক্ষেত্রেও যে অসঙ্গত বিলম্ব হইয়াছে তাহার কারণ কি?

(গ) এই লোহা লক্কড়ের মজুরীর ব্যাপারেও পূর্বে উল্লিখিত শ্রীউমেশ মণ্ডল, হাকিম এবং আবেদনকারীদের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেন কিনা?

**৪। ঘাটোয়ালী হাকিম, ঘাটোয়ালগণ, চাউল, কাঠ, জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি—**

(ক) ঘাটোয়ালী হাকিম নিম্নলিখিত ঘাটোয়ালদের নিকট হইতে এপর্য্যন্ত **চাউল** বিনামূল্যে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং কত চাউল লইয়াছেন?

সর্বশ্রী (১) রাম মাহাত—বরাসিনী, পুরুলিয়া।
(২) কানাই মাহাত—চরগালী, পুরুলিয়া।
(৩) সুধীর দাস—ভাদুড়ি, চাণ্ডিল।
(৪) পবন সর্দ্দার—বুরুডি, বলরামপুর।
(৫) দলেল সিং সর্দ্দার—গড্ডি, চাণ্ডিল।
(৬) অম্বিকা দাস—সিজু, হুড়া।
(৭) রুষ্ট সিং সর্দ্দার—অভেবেলা, বলরামপুর।

(খ) নিম্নলিখিত ঘাটোয়ালদের নিকট হইতে বাড়ীর গরুর জন্য বিনামূল্যে খড় সংগ্রহ করিয়াছেন কিনা?

সর্বশ্রী (১) রাম মাহাত—বরাসিনী
(২) কানাই মাহাত—চরগলী
(৩) নগেন দিগার—জবড়রা, হুড়া
(৪) বসন্ত সিং—পুড়ারা, বরাবাজার
(৫) প্রবোধ সর্দ্দার—ভাগাবাঁধ, হুড়া

(গ) নিম্নলিখিত ঘাটোয়ালদের নিকট হইতে বিনামূল্যে জ্বালানী কাঠ লইয়াছেন কিনা?

সর্বশ্রী (১) রাম মাহাত—১ গাড়ী
(২) অম্বিকা দাস—১ গাড়ী
(৩) জ্যোতি সর্দ্দার—রায়ডি, বরাবাজার,

(ঘ) নিম্নলিখিত ঘাটোয়ালের নিকট হইতে স্বগৃহের আসবাবাদির (ফারনিচার) কাঠ বিনামূল্যে লইয়াছেন কিনা?

(১) শ্রীরাধাগোবিন্দ সিং তরফ সর্দ্দার—গোবরঘুসি, পটমদা।

একটি বড় কাঠ যাহা পারডি হইতে ট্রাকে করিয়া আনা হইয়াছিল।

(৬) শ্রীরাম মাহাত—বরাসিনী একটি উখোল বিনামূল্যে দেন।

ঘাটোয়ালগণ প্রায়ই ঘাটোয়ালী হাকিমের পুরুলিয়াস্থ বাসভবনে মাছ, তরকারী, মাংস, ঘী প্রভৃতি ভেট লইয়া যাতায়াত করেন কিনা?

ঘাটোয়ালী হাকিমের অর্ডারলী পিয়ন শ্রীউপেন্দ্র পাঠক প্রায়ই তাঁহার মনিবের জন্য উক্ত প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হন কিনা?

**৫। ঘাটোয়ালদের হয়রাণী। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা (প্রসিডিং) ও অর্থ সংগ্রহ—**

(ক) শ্রীরাধাগোবিন্দ সিং তরফ সর্দ্দার গোবরঘুসি, পটমদা—২০০৲ টাকা

তাহার বিরুদ্ধে যে প্রসিডিং আনা হইয়াছিল উক্ত টাকা দিবার পরেই কি সেই প্রসিডিং আর চালান হইল না (dropped)?

(খ) শ্রীনগেন দিগার—১৫০৲ টাকা। তাহার বিরুদ্ধে প্রসিডিং আনা হয় কিন্তু উক্ত টাকা (রেডিওর জন্য?) দেওয়ার পরেই কি তাহা বন্ধ হয় নাই?

(গ) শ্রীরামগোপাল সিং তরফ সর্দ্দার—বেড়মা, বলরামপুর—১৫০৲ টাকা। ইহার বিরুদ্ধে যে প্রসিডিং আনা হইয়াছিল। উক্ত অর্থ দেওয়ার পরেই কি তাহা বন্ধ হইয়াছিল?

সম্প্রতি গোবরঘুসীর তরফ সর্দ্দার শ্রীরাধাগোবিন্দ সিং এর নিকট এই মর্মে একটি গোপনীয় আধা সরকারী পত্র (কনফিডেনশিয়াল ডি, ও) দেওয়া হইয়াছে কিনা যাহাতে তাহাকে পদত্যাগ করিতে বলিয়া তাহার পুত্রকে তাহার পদে নিযুক্ত করাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে?

ঘাটোয়ালী হাকিম ঘাটোয়ালদের নিকট হইতে কোনরূপ আবেদন না পাইলে বা কোন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকেই এইরূপ পত্র কি উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে পারেন?

**৬। রেডিও খরিদ**—গত ১৯৪৯ সালের ২৮শে অক্টোবর জেমসেদপুরে একটি বড় দোকান হইতে ঘাটোয়ালী হাকিম একটি রেডিও (ECKO) ২টি ব্যাটারি, মোটরের জন্য একটা বালব হর্ণ মোটরের খুচরা দুচারটি পার্ট খরিদ করেন। মোট দেয় টাকার জন্য প্রায় ৮৭৫৲ টাকার বিল হয়। তিনি ২০০৲ দেন ও অবশিষ্ট বাকী থাকে।



লই যে—আহার এরূপ অপুষ্টিকর ছিল যে জমাট তেল ছাড়াই শুধু অপুষ্ট আহারের ফলেই ইন্দুররা অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিত তাহা হইলেও এই কথাতো অবশ্যই পরিষ্কার হইয়াছে যে—অন্ধত্ব হইতে জমাট তেল বাঁচাইতে পারে নাই, ঘিই বাঁচাইতে পারিয়াছে।

আচার্য্য বিনোবা ভাবে বনস্পতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে এই আপত্তিই করিয়াছেন যে—যেটা বাস্তবিকপক্ষে তেল—সেটাকে ঘিএর আকারে ঘি এর দামে, ঘি বলিয়া চালান হইতেছে। এই তেল যদি তেলের আকারে থাকিত তবে তেলের সহিত তুলনা করিয়া লোকে বলিত যে—তেলের চেয়ে এর দাম এত বেশী কেন? কিন্তু আজ ইহাকে ঘি এর সহিত তুলনা করা হইতেছে যদিও ঘিএর কোন গুণ ইহাতে নাই। ইহার ফলে ইহা বেশী দামে বিক্রী হইলেও ক্রেতা মনে করে যে সস্তাতেই পাইলাম। এটা একটা ধোঁকা।

আচার্য্য বিনোবাজী ইহার নাম, আকার ও রঙ্ পরিবর্ত্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—যাহাতে লোকে এই তেলকে তেল বলিয়াই লইতে পারে এবং ঘি এর সহিত ইহার মিশ্রন বন্ধ হয়। তিনি এবিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এক প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে যদিও কংগ্রেস এবিষয়ে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তাহা কাগজে কলমেই রহিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে জমাট তেলের কারখানাওয়ালার উপরই এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত যে—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তোমরা কোন রঙ্ বাহির করিতে পার তো ভাল নয়তো তেলের জমাট করার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এখন কারখানাওয়ালাদের ভাগ্য ফলন্ত, কাজেই তারা পরিষ্কারভাবেই গঠনমূলক কর্ম্মীদের বলিয়া দিতেছে যে—"রঙ্ বের করা তোমার কাজ আমার কাজ নয় আমার যা কাজ আমি কোরবো।" ইহা দ্বারা দেশের সঙ্গে ন্যায় করা হইতেছে না।

তিনি বলেন যে—আয়ুর্ব্বেদে ঘি কে আয়ুরক্ষাকারী বলা হইয়াছে। ইহা সত্য। যদি এই ঘি এর শুদ্ধি, প্রতিষ্ঠা এবং কদরে অপহ্নব ঘটে তবে তাহা কোনক্রমেই দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে না।

**বনস্পতি সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব—দেরাদুন, ২২শে মে ১৯৪৯**—শ্রীমতী জানকী বাই (যমুনালাল বাজাজের স্ত্রী) ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাজাজ ওয়ার্কিং কমিটীকে এই অনুরোধ করেন যে শুদ্ধ ঘিতে যাহাতে বনস্পতি না মিশান হয় তাহার জন্য যেন কমিটী তাহার প্রভাব প্রয়োগ করেন।

নিম্নলিখিত মর্ম্মে ওয়ার্কিং কমিটীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) যাহাতে বনস্পতি তৈয়ারীর যন্ত্র আর আমদানী না হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) আর লাইসেন্স না দেওয়া উচিত।

(৩) রঙ্ উড়াইয়া দিতে পারা যাইবে এই ভয় না রাখিয়া অবিলম্বে বনস্পতির পদার্থে রঙ্ করিয়া দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা উচিত।

* * * *

আচার্য্য বিনোবাজী বলিয়াছেন—কারখানাওয়ালাদের ভাগ্য এখন খুবই ফলন্ত—বুলন্দ অর্থাৎ খুবই উচু। এই শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের ভাগ্য কংগ্রেস গবর্মেণ্ট এখন ফলন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার ফলে কংগ্রেস মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বিশেষজ্ঞরা পর্য্যন্ত ইহাদের কুক্ষিগত। অর্থসত্র খুলিয়া দেশের জনমতগঠনকারী সংবাদপত্রগুলিকেও ইহাদের প্রচার কার্য্যের বাহনরূপে পরিণত করা হইয়াছে। দেশের জনগণের নিকট তেলকে ঘি বলিয়া চালাইবার যে বিরাট ধাপ্পা চলিয়াছে সে দাগাবাজী দেশের লোকেই ভাঙ্গিতে পারে। দেশের সচেতন জনমত গবর্মেণ্টকে তেলকে তেল বলিয়া চালাইবার আইন করিতে বাধ্য করিতে পারে। বনস্পতির মিথ্যা প্রচারের দ্বারা দেশের জনমত প্রভাবিত না হইয়া এই বিরাট ধোঁকাবাজী চলিতে দিবে না—সচেতন জনমতের ইহাই কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

# পুরুলিয়ার ঘাটোয়ালী হাকিম সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের তদন্ত প্রয়োজন

( বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত )

পুরুলিয়ার ঘাটোয়ালী হাকিম শ্রীঅরুণ কুমার সিংহ গত ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সদর সাবডিবিজনে সাবডিপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তিনি চৌকিদারী ও ঘাটোয়ালী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। তখন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেরই ভারপ্রাপ্ত হাকিম হিসারে কাজ করিতেছেন।

প্রথম তিনি ১৬০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। বর্ত্তমানে তিনি প্রায় ২১০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন।

ইনি তৃতীয় শ্রেণীর ( থার্ড ক্লাস ) ম্যাজিষ্ট্রেট। নিজের ঘাটোয়ালী ও চৌকিদারী কাজ ছাড়াও ফৌজদারী মামলারও বিচার করিয়া থাকেন।

তাহার কার্য্য কালের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বিচার সম্বন্ধে দুর্নীতি বর্ত্তমানে সর্বত্রই জনসাধারণ ও উকিলদের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার। কোন বিচারকের পক্ষে, তিনি যে শ্রেণীরই ম্যাজিষ্ট্রেট হোন না কেন কোন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ সরকারী শাসন যন্ত্রের সম্বন্ধে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। গবর্মেণ্টের উচিত এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা।

সরকারী কাজে এবং তাহার ভারপ্রাপ্ত বিভাগ—বিশেষ করিয়া ঘাটোয়ালী বিভাগ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রতিনিয়ত আসিতেছে। মানভূমের চৌকিদার ও ঘাটোয়ালদের, ঘাটোয়ালী অফিসারই—প্রথম সর্বময় কর্ত্তা, সর্বোচ্চ কর্ত্তা ডিপুটি কমিশনার। তাহা হইলেও ঘাটোয়ালী অফিসারের সন্তুষ্টির উপর ঘাটোয়ালদের অনেক কিছু নির্ভর করে এমন কি ঘাট থাকা, পাওয়া বা না পাওয়া প্রভৃতিও বহু পরিমাণে ঘাটোয়ালী হাকিমের উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে শাসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাচার ও শিথিলতা অতি শোচনীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা আমাদের স্বাধীন দেশের পক্ষে একদিক দিয়া যেমন ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে আর একদিক দিয়া তেমনি ইহা আমাদের শাসন কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে শোচনীয় অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। যখন কোন বিষয় সীমা ছাড়াইয়া যায় তখনও সে বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণ হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকে কারণ তাহাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে কোন বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিকট কোন প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ তাহার প্রতীকার তো দূরের কথা সে সম্বন্ধে কোন লক্ষ্যই করা হয় না।

আমাদের কর্ত্তব্য হিসাবে ঘাটোয়ালী হাকিম সম্বন্ধে আমাদের নিকট যে সমস্ত অভিযোগ ও প্রশ্নাদি আসিয়াছে তাহার কিছু কিছু উপস্থিত করিতেছি। ইহা প্রকাশ করার ব্যাপারে ইহার সমস্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমি গ্রহণ করিতেছি।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং যথাযথ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

**১। টি, এ,—ট্রাভলিং এলাউয়েন্স বা সফরের ভাতা—**

ঘাটোয়ালী হাকিম মহাশয় মিথ্যা টি, এ, বিল অনুযায়ী টাকা আদায় ( draw ) করেন কিনা ?

ইহার জন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বহু অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(১) এস, পির অফিস হইতে প্রতি কোয়ার্টারে সাধারণ এবং সাপ্লিমেণ্টারী কত পেট্রোল কুপন পান ? ( তিনি প্রতি কোয়ার্টারে সাধারণ ৩৬ গ্যালন এবং সাপ্লিমেণ্টারী ২৪ গ্যালন পান। তাহার মোটর ফোর্ড V8 B. R. L No. 1 গড়ে গ্যালনে ১৫ মাইল চলিতে পারে )।

(২) প্রতি মাসে তিনি কত পেট্রোল খরচ করেন ? সোকোনী পেট্রোল পাম্পে পরীক্ষা করিয়া জানা যাইতে পারে।



রেডিওটি তাহার স্ত্রীর নামে খরিদ করা হয় এবং ক্যাশ মেমোতে তিনিই তাহার স্ত্রীর নাম স্বাক্ষর করেন।

ঘাটোয়ালী হাকিম সঙ্গে রেডিয়োটি ও একটি ব্যাটারী আনেন। পরে প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই অর্ডারলী পিয়ন উপেন্দ্র পাঠক জেমসেদপুরে যাইয়া বাকী টাকা পরিশোধ করিয়া আর একটি ব্যাটারী ও রেডিও লাইসেন্স জেমসেদপুর হইতে লইয়া আসে।

এই রেডিওটি কিনিবার জন্ত যে সব স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান হইতেও অর্থ লওয়া হইয়াছিল কিনা ?

(১) শ্রীরাধাগোবিন্দ সিং—
১ম দফায়—১০০৲ টাকা (২৮।১০।৪৯)
২য় „ —৯৭৶০ টাকা (নভেম্বর ১৯৪৯)
(২) শ্রীপ্রবোধ সর্দ্দার— ৫৲ টাকা
(৩) শ্রীঅম্বিকা দিগার—৫০৲ "
(৪) শ্রীসুধীর দাস— ৪০৲ "

প্রসিডিং ড্রপ করিয়া যে সমস্ত টাকা আদায় তাহাও এই রেডিও বাবত জমা দেওয়া হয়।

**গাই খরিদ**—রেডিও খরিদের অল্প কিছুকাল পরেই পুরুলিয়া জেলারের নিকট হইতে ৪৫০৲ টাকায় একটি গাই খরিদ করা হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতেছে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই ১৩০০৲ টাকা কোথায় পাইলেন ?

**পূজার কাপড়** ( অক্টোবর ১৯৪৯ )—শ্রীসুধীর দাস ঘাটোয়াল, ঘাটোয়ালী হাকিমের বাড়ীর চাকর বাকরদের জন্ত মানভূম বস্ত্রালয় হইতে ৪৫৲ টাকা দামের বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া দেন কিনা ? তাহার এই আশা ছিল কিনা যে ২টি জমী বন্দোবস্তের কেস ডি, সির নিকট তিনি অনুমোদন করিবেন। তাহা করা হইয়াছিল কিনা ?

**অফিসের আসবাব পত্র স্বকার্য্যে ব্যবহার—** অফিসের বহু আসবাব পত্র মায় এজলাসের ঘড়িটি পর্য্যন্ত ঘাটোয়ালী হাকিম তাহার বাসগৃহে আনিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। চৌকীদারী বিভাগের পেট্রোম্যাক্স প্রভৃতি বাড়ীতে ব্যবহার করা হইলেও অফিসের টাকা হইতে স্পিরিট কিনিয়া তাহা বাড়ীতে ব্যবহার সঙ্গত নয় ( ৩।১২।৪৮—১।৵০ )।

* * * *

আমরা একটি নমুনা উপস্থিত করিলাম মাত্র। সাধারণ ভাবে ব্যাপার এইরূপই চলিতেছে। দেশবাসী আশা করে যে আমাদের স্বাধীন দেশের স্বাধীন গবর্মেণ্টের কর্মচারীরা যে কোন পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন—কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত আচরণ বিশিষ্ট হইবেন। উপরোক্ত প্রকারের অভিযোগগুলি যদি কোন সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আসে তবে গবর্মেণ্টের উচিত এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিয়া সরকারী শাসন যন্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা।

---

# নিখিল ভারত চরখা সংঘ সেবাগ্রাম

## ৮২তম চরখা জয়ন্তীর কার্য্যক্রম

( অনুবাদক--চিত্তভূষণ, সমগ্র গ্রামসেবক )

গত বৎসরের মত এই বৎসরও কাতাই মণ্ডলের কার্য্যক্রমই জয়ন্তীর মুখ্য কার্য্যক্রম থাকুক, চরখা সংঘের ট্রাষ্টীমণ্ডলী এইরূপই রায় দিয়াছেন।

কাতাই মণ্ডলের কার্য্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া, তাহা ব্যক্তি স্বাবলম্বন পদ্ধতিতেই হউক অথবা ক্ষেত্র স্বাবলম্বন পদ্ধতিতেই হউক। আজ বস্ত্র স্বাবলম্বন লোকের খুব কঠিন লাগিতেছে; কিন্তু সংকল্প লইয়া কাজ করিলে দেখা যাইতেছে যে উহা তত কঠিন নয়। একেবারে সহজ সুলভ না হইলেও উহা যে খুব কঠিন নয় এই বিশ্বাস আমাদের উৎপন্ন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করা যাইতেছে—

(১) ৮২ দিন প্রতিদিন একঘণ্টা সংযুক্ত কাতাই
(২) বাঁশের চরখায় সূতাকাটা ( চরখা নিজে তৈরী করিয়া )
(৩) বস্ত্র যজ্ঞ।

(১) ৮২ দিন প্রতিদিন এক ঘণ্টা সংযুক্ত সূতা কাটার কার্য্যক্রমের জন্ত ১৩ই জুলাই হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। ১৩ই জুলাই হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ৮২ দিন হয়।

(২) বাঁশ চরখা স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া ৮২ দিন সূতা কাটিবার জন্ত ৬ই জুলাই হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

৬ই হইতে ১২ই জুলাই প্রতি দিন ২ ঘণ্টা বাঁশ চরখা তৈরী করিবার জন্য লাগিবে। ১৪ ঘণ্টায় কোনো নতুন শিক্ষার্থীও বাঁশের চরখা তৈরী করিয়া লইতে পারে।

(৩) বস্ত্র যজ্ঞ :—কাপাস হইতে কাপড় পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সহকারী ভাব লইয়া করা। এই জন্য সূতা দু পট্টা করিয়া কাটিতে হইবে যাহাতে কাপড় বুনিতে সুবিধা হয়। বস্ত্র যজ্ঞ ২রা অক্টোবর হইতে ৮ই অক্টোবর [চরখা দ্বাদশী] পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ রাখা হইবে কি ৮২ দিন রাখা হইবে তাহা নিজে নিজেই নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। এক সপ্তাহ রাখিতে হইলে যজ্ঞের সময় কমপক্ষে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা রাখিলেই ঠিক হইবে।

সেবাগ্রাম
২২।৫।৫০

কৃষ্ণদাস গান্ধী
মন্ত্রী নিখিল ভারত চরখা সংঘ

---

# স্থানীয় সংবাদ

**উদ্বাস্তুদের সাহায্যদান**—পুরুলিয়ার মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির পক্ষ হইতে রাঁচী জেলার টাটিশিলওয়াই উদ্বাস্তু শিবিরে গত এপ্রিল হইতে সাহায্য দান কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছিল। বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে উক্ত কার্য্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই কার্য্যে মুড়ি, বার্লি, গুড়, চিড়া, ঔষধপত্রাদি, আটা, ডাইল, ও ব্যবহারযোগ্য পুরাতন বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যে সকল ছাত্র ছাত্রীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ কার্য্যে সহযোগিতা করেন মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

**পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনে পকেটমার ও পুলিশ**—পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে ট্রেনের সময়গুলিতে বিশেষ ভীড় হইয়া থাকে। পুলিশ যদিও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে তথাপি টিকেট কিনিতে ব্যস্ত যাত্রীগণের পকেট মারা হইয়া থাকে। পকেটমার বলিয়া পরিচিত লোকেরা সেইখানে উপস্থিত বা ঘোরা ফেরা করিলেও পুলিশ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে বলিয়াই দেখা যায়।

**শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়**—শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের দুই পাশের স্তম্ভ দুইটিতেই বেশ ফাটল ধরিয়াছে। বর্ত্তমানে বর্ষার দিনে অবিলম্বে তাহার মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। ম্যানেজিং কমিটীর এবিষয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

**কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া সাতদিনে চিঠি**—পুরুলিয়ার জনৈক সাংবাদিকের নিকট কোন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ হইতে প্রেরিত একখানি চিঠি আসিতে ৭ দিন লাগিয়াছে। সাধারণতঃ কলিকাতা হইতে চিঠি আসিতে একদিন কি দুইদিনের বেশী লাগে না।

**অবাধ রাহাজানি**—গত ১৬ই জুন শ্রীমণ্টু দাশ গুপ্ত বৈকালে ইন্দ্রবিল ষ্টেশনে পৌছিয়া সাইকেলে সোনা থলীতে শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহর সাধুর আশ্রমে যাইতেছিলেন। তাহার সহিত ১২৪১৲ টাকা ছিল। পথে বাঁশটাঁড়ের নিকট চারিজন লোক তাহাকে আটক করিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লয়। মণ্টুবাবু গুরুতরভাবে আহত হইয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার সময় সোনাথলি আশ্রমে যাইয়া পৌছেন। পুলিশ আসামীদের সন্ধান করিতেছে। সম্প্রতি পুলিশের দ্বারা আসামী সনাক্ত করিবার প্যারেডে মণ্টু বাবু একজন লোককে চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইতিপূর্বেও সোনাথলি আশ্রমে একবার ডাকাতি ও একবার চুরি হইয়া অনেক দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছিল।

**দুর্ঘটনা**—গত ৮ই মে বৈকালে মানবাজারের নিকটবর্ত্তী মধুপুর গ্রামের কাছেই পিয়ালসোলের শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

---



# কোরিয়ার যুদ্ধ সংবাদ

## ২রা জুলাই হইতে ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত

কেরিয়ার যুদ্ধ তীব্র ভাবেই চলিতেছে। উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী তীব্রবেগে দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছে। এখন মার্কিন সৈন্য, বিমান প্রভৃতি সরাসরি উত্তর কোরিয়ার বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের সহিত দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলে কমিউনিষ্টদের জাহাজ ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে।

উত্তর বাহিনী কোরিয়ার ২য় রাজধানী সিউওন পুনরাধিকার করিয়াছে। এই যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী উত্তর বাহিনীর নিকট সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। উত্তর বাহিনীর ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। ট্যাঙ্কগুলি তাহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। একটি যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষের শতকরা ১৫ হইতে ২০ জন সৈন্য নিঃশেষে মারা যায়। মার্কিন সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রাদি এমনকি হতাহতদেরও ফেলিয়া পলাইয়া যায়।

উত্তর বাহিনী কোরিয়ার তৃতীয় সামরিক রাজধানী তায়োজনের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। মার্কিন সৈন্য বাহিনীরা যুদ্ধ করিতে করিতে পিছু হটিতেছে। তায়োজন হইতে লক্ষ লক্ষ লোক রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। উত্তর কোরিয়া বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার এক তৃতীয়াংশ দখল করিয়া লইয়াছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে সৈন্যাভাব। বলা হইতেছে যে বাহির হইতে প্রচুর সৈন্য না আমদানী করিলে আর যুদ্ধ করা মুস্কিল।

৭ই জুলাই পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন বাহিনী পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইয়াছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় দশ মাইল হৃতস্থান উদ্ধার করিয়াছে।

**যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিস্থিতি**—কোরিয়াতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে আর এক ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে কোরিয়ার বাহিরে জগতের অন্যান্য স্থানে।

**চীন**—লাল চীনের রেডিওতে প্রচার করা হইতেছে যে আমেরিকা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে কোরিয়া ও চীনের মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে চীন কমিউনিষ্ট বাহিনী জমায়েত করা হইয়াছে। লালচীন এই কথাই বলিতেছে যে, চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ফরমোসা তাহারা অধিকার করিবেই। তাহারা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করিতেছে।

**জাপান**—জাপানের সংবাদে প্রকাশ যে জাপানে কম্যুনিষ্ট পার্টির সংবাদপত্র ও প্রায় ৬৭ খানি প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ডক শ্রমিকরা যাহাতে আমেরিকার পক্ষে জাহাজে মালপত্র না চড়ায় তাহার জন্যও যুদ্ধ বিরোধী প্রচার পত্র বিলি করা হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

**মিশর**—মিশর (ইজিপ্ট) স্বস্তিপরিষদের দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্যের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নাই। সম্প্রতি মিশরের প্রধান মন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে—স্বস্তিপরিষদ দক্ষিণ কোরিয়াকে সমস্ত প্রকারে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়া আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক পক্ষপাতিত্ব দ্বারা শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়। অন্যান্য বহু সমস্যা অমীমাংসিত থাকিতে কোরিয়ার ব্যাপারে স্বস্তি পরিষদের এরূপ অহেতুক ব্যস্ততার তিনি নিন্দা করেন।

**বৃটেন**—গত ৫ই জুলাই বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের এক অধিবেশনে কোরিয়া যুদ্ধে বৃটেনের সাহায্য দান অনুমোদন করা হইয়াছে। এবিষয়ে বৃটেনের সমস্ত দল এক মত হইয়া সমর্থন করে। একজন বিরুদ্ধে ভোট দেন। এই প্রসঙ্গে মিঃ চার্চিল বলেন যে, আনবিক অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি রাশিয়ার করতলগত হইবার পূর্বেই রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়ার জন্য নূতন করিয়া কথাবার্ত্তা শুরু করা দরকার। তিনি কোরিয়া আক্রমণকারী কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের সাফল্যের সহিত বিতাড়নের কথা বলেন।

**ভারতবর্ষ**—লণ্ডন ও আমেরিকার কোন কোন সংবাদপত্র কোরিয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র সংঘের পক্ষ হইতে মধ্যস্থতার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে গত ৭ই জুলাই দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেন যে—সংশ্লিষ্ট দলগুলি যদি ভারতকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ জানায় তবেই ভারত মধ্যস্থতা করিবার জন্য ভাল লোক দিতে পারে। তিনি বলেন যে, কোনপ্রকার আলাপ আলোচনা বা বৈঠকের দ্বারা শান্তি আসিবার যদি সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার জন্য জহরলাল নেহেরু পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত যাইতে রাজী আছে।

কোরীয় যুদ্ধ ১৯৫০ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনার কথা পণ্ডিত নেহেরু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে—ভারত কোরিয়ার যুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক সাহায্য দিবে না। কোনরূপ সামরিক সাহায্যদানের ক্ষমতা ভারতের নাই এবং সে সাহায্যে কিছুই লাভ হইবে না।

কমিউনিষ্ট চীন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি দেখা যাইতেছে তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ হইতেছে স্বস্তি পরিষদ ও রাষ্ট্র সংঘের অন্যান্য সংস্থায় কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি না থাকা ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের যোগদান না করা। খাস চীনে এই কমিউনিষ্ট সরকারই শাসন করিতেছে এবং অনেক রাষ্ট্র সরকারীভাবে ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। স্বস্তি পরিষদে এই কমিউনিষ্ট চীনের প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ভারত কূটনৈতিক পর্যায়ে চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। কোরিয়া সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কমিউনিষ্ট চীন ও রাশিয়ার স্বস্তি পরিষদে থাকা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন।

কোরিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের এক জরুরী অধিবেশনের আহ্বানের জন্য পণ্ডিত নেহেরু বিবেচনা করিতেছেন।

**পাকিস্তান**—পাকিস্তান গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে কোরিয়া সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব তাহারা পূর্ণ সমর্থন করেন এবং এবিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে সমস্ত প্রকার সাহায্য দান করিতে তাহারা প্রস্তুত আছেন।

---

## স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেনের দ্বিতীয় স্মৃতি বার্ষিকী

গত ৯ই জুলাই রবিবার মানভূমের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেনের দ্বিতীয় স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান শিল্পাশ্রমে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সমবেত হন এবং সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করা হয়। দুইটি বিশিষ্ট কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন গান করেন। বহু হরিজন বালক বালিকা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠান সমাপনান্তে বালক বালিকাদিগকে মিঠাই বিতরণ করা হয়।

---

**প্রকাশিত হইল সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত**
**সর্ব্বত্র প্রচলিত গৃহে গৃহে গীত**
**বৃহৎ মনসা মঙ্গল**
ইহাই সেই **"শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল"** বিরচিত
প্রামাণিক গ্রন্থ।
মূল্য মাত্র ২৲ টাকা
প্রকাশক
দোলগোবিন্দ দত্ত
কালীতলা, পুরুলিয়া মানভূম।

---

**মুক্তির আগামী সংখ্যা (১৭ই জুলাই সোমবার) "নিবারণ স্মৃতি" সংখ্যারূপে বাহির হইবে।**



# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 4 of 1950—1951.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 4 P. M. on 15. 7. 50 of 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 P. M. on 15. 7. 50. in presence of the tenderers or their authorised agents.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 of 50-51 | 1. | Painting Utlai Bridge at M. 29 of Raghunathpur Raniganj Rd. | 309/- | 31/- | 15-1-51 |
| 17 of " | 2. | Painting Dubra bridge at M.43 of Raghunathpur Hazaribagh Rd. | 200/- | 20/- | do |
| 69 of " | 3. | Maintaining the Chas Talgoria Rd. | 1730/- | 100/- | 15-3-51 |
| 70 of " | 4. | do Kherabera Damodar Rd. | 4314/- | 100/- | do |
| 75 of " | 5. | do Raghunathpur Hazaribagh Rd. | 8048/- | 200/- | do |
| 76 of " | 6. | do Musapahari Khajura Rd. | 1061/- | 50/- | do |
| 59 of " | 7. | do Chandil Ichagarh Rd. | 1500/- | 75/- | do |

Notes—The details of items and quantities of work to be done for each of the above mentioned jobs, may be seen by the tenderers in the District Engineer's office during office hours.

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum

## জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

# বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪৮ সাল হইতে এই কলেজ চলিতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫ জন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছে। তথাপি এখনও জনসাধারণের অনেকের নিকট কলেজটী চলিতেছে কিনা এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কিনা এইরূপ বহুপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন শোনা যাইতেছে; এমনকি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কলেজটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ গুজবও রটিয়াছে। কলেজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে ইহা সত্য এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নহে এবং তজ্জন্য কলেজের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইতেছে ইহাও সত্য কিন্তু মানভূম জেলার সদর মহকুমায় আই এ ক্লাস লইয়া যে একমাত্র কলেজটী ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে অর্থাভাবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্যই গত বৎসর এই কলেজের ছাত্র ভর্ত্তি আংশিকভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং ভর্ত্তি সংখ্যা প্রথম বৎসরের ১০১ এর জায়গায় দ্বিতীয় বৎসর মাত্র ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও জেলার বহু ছাত্র ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কলেজকেও কতকটা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুভ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের এই কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সুনিশ্চিত।

অতএব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আই এ ক্লাস যথারীতি চলিতেছে ও চলিবে; এ বৎসরও ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা কলেজটীর ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং যাহাতে বি এ ক্লাস খোলা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে; আমাদের বিশ্বাস এই চেষ্টা সফল হইবেই। ইতি—

সম্পাদক, শ্রীজহরলাল বসু
জগন্নাথকিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

## চাকুরীর সুযোগ

**ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট**

পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে।

১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

পুরুলিয়া।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন। সদর মানভূমে সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবারণ স্মৃতি সংখ্যা

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা শ্রাবণ ১৩৫৭, ১৭ই জুলাই ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## সব সমানের দেশ

( নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত )

এ যে সব সমানের দেশ
নাইক রাজা নাইক প্রজা
নাইক কর্মী বেশ ॥

লাঙলে যে চষে জমি
তারি যে ভাই দেশের ভুমি
নাইক প্রভু নাইক স্বামী
নাইক ভয়ের লেশ ॥

বামুন, চাঁড়াল, ছুতার, কামার
করছে কাজ সব যেমন যাহার
নাইক ছোট নাইক বড়
সমান সিংহ মেষ ॥

দস্যু চোরের অভাব সেথা
কেউ না ভাবে পাওয়ার কথা
দেওয়ার তরেই ব্যস্ত সদা
আজব প্রেমের দেশ ॥

শাসন বারণ নাই প্রয়োজন
সবাই করে আত্ম-শাসন
নাইক দণ্ড নাইক দণ্ডী
নাইক দণ্ডাদেশ ॥

বুদ্ধিমানের নাই ছলনা
ধর্ম্মযাজীর নাই বাহানা
কথায় কাজে সঠিক থাকে
যাহার যেমন বেশ ॥

সরল ভাষায় সরল ভাষণ
সরল ধর্ম সরল সাধন
সরল প্রাণের আদান প্রদান
নাইক হিংসা দ্বেষ ॥

কেউনা করে ফল কামনা
সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না
জগৎ-প্রভুর বিজয় গানে
জুড়ায় সবার ক্লেশ ॥

## বিপ্লবের বইল উজান বান

( নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত )

নদীতে বইল উজান বান।
ভৈরবের নৃত্য তালে
বববম্ ববম্ বলে
নেচে নেচে গাওরে সবে
প্রলয় যুগের গান॥

সাগরে শুকনো মরু
আকাশে উঠল তরু (রে)
বিপ্লবের ঢেউ লেগে ঐ
ভাসল ধরা খান॥

মরণের বসছে মেলা
কালের ঐ ধ্বংস খেলা (রে)
হরষে খেলবে বলে
মাতছে তরুণ প্রাণ॥

প্রলয়ের হুহুঙ্কারে
সুরাসুর কাঁপছে ওরে (রে)
পাগলি ঐ ছিন্নমস্তা—
করছে রক্ত পান॥

ঝড়ের ঐ ঝাপটা লেগে
প্রভুদের প্রাসাদ ভাঙ্গে (রে)
বিলাসের বিশাল দুর্গ
(আজ) ভয়ে কম্পমান॥

ওরে ও কালের শিশু
তোদের ভয় নাইরে কিছু (রে)
শ্মশানের ছাই মেখে সব
ধররে বিজয় গান॥

# নিবারণ চন্দ্র

**(স্বামী প্রেমানন্দ)**

এই চিঠিখানি বহু পূর্ব্বে লিখিত।

স্নেহাস্পদ বিভূতি,

তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়াছি। তাহার কিছু পূর্ব্বে সুশীলের চিঠিতে সংবাদ পাইয়াছিলাম। এ সংবাদের জন্য অনেক দিন হইতেই প্রস্তুত ছিলাম। সবচেয়ে বেশী প্রস্তুত ছিল বোধ হয় তোমার বাবা। রাঁচীতে যখন শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাই তখন তোমার বাবা বলিয়াছিল "ভাই, এই বোধ হয় এ যাত্রার শেষ দেখা। মাকে স্বাধীন দেখিয়া যাইতে পারিব না এটা দুঃখের বিষয় হইলেও ভগবদিচ্ছা জানিয়া আমি তৃপ্ত, তবে আমি পুনর্জন্ম মানি তাই মনে হয় ভগবান শীঘ্রই আবার নূতন দেহে নূতন শক্তিতে যথেষ্ট প্রেম ও শক্তি দিয়া আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য শীঘ্রই আবার আমাকে পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের কাজ বহুমুখী, আগে ভাবিতাম তুমি মহাত্মাজীর কাজে আত্মনিয়োগ করিলে সুবিধা হইত এখন মনে হয় তুমি সেবার ভিতর দিয়া প্রেম ও আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করিতে থাক।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার বাবা দেবতার আহ্বানে মার কাছে গিয়াছেন মা তাঁহাকে আরও সুন্দর করিয়া সাজাইয়া তাঁহার যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। আমরা বাল্যকাল হইতে এক-সঙ্গে কিভাবে কাটাইয়াছিলাম—নিবারণ আমার কতটা আপনা ছিল—উহার মধ্যে কিরূপ একটা প্রেমের সম্বন্ধ ছিল তাহা তোমরা জান তাই নিবারণ সে দেশে চলে যাওয়ায় আমিও যেন কতকটা সে দেশে চলিয়া গিয়াছি মনে হয় এবং আমাকে যেন সে দেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবার সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। সকলের উপরে যার এতটা প্রেম ছিল সেই প্রেম মৃত্যু আসিয়া কমাইয়া দিবে ইহা বিশ্বাস করা আমার মতে নাস্তিকতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই অমৃতধামে বসিয়া নিবারণ তোমাদের সব কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছে সুক্ষ্মভাবের ভিতর দিয়া তাহার তপঃ শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করিতেছে—তোমরা এটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা কর তাঁহার আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ সফলতা দান করিতে বদ্ধ পরিকর হও। তোমাদের কথা, ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া সকলে যেন নিবারণকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। ভক্ত ভগবানকে প্রকটিত করে, সাধক তাহার আরাধ্য দেবতাকে ফুটাইয়া বাহির করিয়া জীবন্ত রাখে।

তোমার বাবার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা আমার নিকট সুপরিচিত সে সম্বন্ধে একটা আভাষ দিতে অনুরোধ করিয়াছ তাই সংক্ষেপে আমি কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার সঙ্গে তাহার যোগ ছিল—বিশেষতঃ একটা প্রেমের ভাবের ভিতর দিয়া। তাহার জীবনটা উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল—গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শে। তাই তাহার কর্ম্মের সাথীরাই তাহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অবগত আছেন।

আমাদের প্রথম দেখা হয় যখন আমি স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। স্থানটা ছিল সর্ব্বানন্দ বাবুর বাসা সেখানে তখন আলোচনা হইতেছিল হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে। নিবারণ বয়সে আমাপেক্ষা অনেক ছোট ছিল কারণ আমি বহুদিন সংস্কৃত ও বাংলা পড়িয়া পরে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি। সেদিন নিবারণের মুখে একটা গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত তেজঃপূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণতার ভাব দেখিয়া আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই, ক্রমে আমাদের সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের প্রধান আলোচনার স্থান ছিল—বরিশালের মড়কখোলা। সেখানে বসিয়া আমরা অনেক গভীর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতাম—ভগবৎ সম্বন্ধে গান শুনিতাম। আস্তে আস্তে আমাদের একটা দল হইয়া উঠিল। সে দলে আমি, নিবারণ, ফুলশ্রীর সুরেন দাস, কালিয়ার সুরেন দাস ( বর্ত্তমানে লাহোরের প্রফেসার ) পার্ব্বতী সেন, ললিত সেন প্রভৃতি বন্ধুগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের প্রধান কাজ ছিল কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা, বিপন্নের সাহায্য করা, ভাল ভাল লোকের কাছে গিয়া সদালোচনা শোনা ইত্যাদি। কালীবাড়ীর সোণাঠাকুরের ওখানে অনেক ভাল ভাল সাধুরা আসিতেন তাই সেখানে আমাদের না গেলে চলিত

না। নিবারণ আমি ও ললিত (নিত্যানন্দ) প্রভৃতি কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলিয়া একটা Holy league তৈয়ার করি। তাহার প্রধান কাজ ছিল কোন অন্যায় কাজের প্রশ্রয় না দেওয়া, খারাপ নভেল না পড়া, থিয়েটার প্রভৃতি হইতে দূরে থাকা, যাবতীয় (কুকথা বলা কুকথা শোনা কুদৃশ্য দেখা কুগ্রন্থ পড়া ইত্যাদি) বর্জ্জন করা। ভাল ভাল সংগ্রন্থ পড়া ও একখানা খাতায় তাহার সার সংগ্রহ করিয়া রাখা। কোন ভাল লোক আসিলে অন্ততঃ আমাদের একজন বেশী সময় তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাল ভাল কথা ও উপাদান সংগ্রহ করা। সপ্তাহে একদিন মড়কখোলায় বা অপর কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই সাতদিনের সংগৃহীত বিষয় লইয়া আলোচনা করা। সোণাঠাকুর অশ্বিনীবাবু, জগদীশবাবু এবং কালীশ পণ্ডিত ছিলেন আমাদের প্রায় সব কার্য্যের সাহায্যকারী। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়া দেখিয়া বিশেষতঃ কৈলাশপুরী প্রভৃতি সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়া আমি, নিবারণ ও ললিত ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করি। অনেক সময় আমরা তিনজনে সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাশীপুর মহামায়ার মন্দিরে (ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে) বা মড়কখোলায় অতিবাহিত করি। একবার নিবারণ ও আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ছুটির সময় পলাইয়া কলিকাতায় যাই এবং সেখান হইতে কতকটা সন্ন্যাসীর বেশে (সাদা কাপড়ে) অনেকটা নিঃসম্বলভাবে রাণাঘাট শান্তিপুর নবদ্বীপ কালনা প্রভৃতি স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করি। কালনায় বর্দ্ধমানাধীশের মন্দিরে গরীবদের উপর অত্যাচার দেখিয়া আমরা মনে মনে সংকল্প করি যে নিষ্ঠা ও শক্তি লাভ না করিয়া সন্ন্যাস লওয়া হইবে না। গরীবের দুঃখ যে উপায়ে হোক দূর করিতে হইবে। নিবারণ তখনও গরীবের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিয়া আ'ল হইত। আমি ছিলাম বয়োজ্যেষ্ঠ — তাই অনেক কষ্ট করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইত। বাল্যজীবনে ভবিষ্যত অঙ্কুর দেখা যায়। বরিশালে ফিরিয়া আসিয়া আমরা আবার পড়িতে আরম্ভ করি সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজন শিখিবার চেষ্টাও করা হয়। মেজদার (গুরুদেবের) নিকট গিয়া আমরা তিনজনে ধৌতি, আসন, প্রাণায়াম আদি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। সে সময় আমাদিগকে আবার বন্ধুরা সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করে। বড় বড় সাধুদের জীবন চরিত পাঠ করিয়া — ভবিষ্যতে কি ভাবের সাধু হইতে হইবে তাহা ঠিক করিতে চেষ্টা করা হয়। ভবিষ্যত-জীবনের নিয়মাবলী পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করা হয়। কালীবাড়ী গিয়া মায়ের মন্দিরের সামনে প্রতিজ্ঞা করা হয় যে, জীবনে কখনও নেশা করা হইবে না কোনরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না গরীব দুঃখীদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা হইবে, আদর্শ জীবন লাভ করিয়া দেশের যাবতীয় কুসংস্কার দূর করিতে চেষ্টা করা হইবে।

ইহার পরে একবার গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে আমরা তিনজনে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পলাইয়া ময়মনসিংহ ও আসামের ঐ দিকে যাইবার ব্যবস্থা করি। হঠাৎ নিবারণের মার অসুখ হওয়ায় সে অার যাইতে পারিল না — আমরা দু-জনে আসাম হইয়া কুচবিহার রংপুর নাটোর বেড়াইয়া ৩ মাস পরে বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হই। সব জায়গায় সমস্ত অনুভূতির কথা শুনিয়া নিবারণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে। ইহার পরে প্রস্তাব হয় — পলাইয়া চন্দ্রনাথ, আদি-নাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে যাইতে হইবে। সেবারও নিবারণ তাহার নিজের অসুখের জন্য যাইতে সমর্থ হয় নাই, তবে আমাদের ডায়েরী হইতে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া সে অনেকটা তৃপ্ত হয়।

ইহার পরে আমি ও ললিত কলিকাতায় পড়িতে যাই, নিবারণ বরিশালে থাকে। ছুটিতে বরিশাল গেলে তখন আমরা অনেক সময় একসঙ্গে কাটাইতাম। দুতিনবার নিবারণ আমার সঙ্গে আমাদের দেশে গিয়া মেজদাদার সঙ্গ লাভ করে। ইহার মধ্যে একবার নিবারণের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে তখন কতকটা পলাইয়া গিয়া খুলনা গিয়া অনুমান দেড় বৎসর স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করে। সে সময় তাহার ৪।৫ খানি চিঠি বিশেষভাবে তাহার ভবিষ্যত জীবনের একটা আভাষ প্রকাশ করে। তার সারাংশ এই যে



মা বাবা আমার নিকট ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ তাঁহাদের সেবাই আমার প্রধান সাধনা অথচ ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সংকল্প মনে করিয়া কিছুতেই বিবাহে সম্মতি দিতে পারি না সম্মুখে থাকিয়া কথার অবাধ্য হওয়া অপেক্ষা মা বাপের কষ্ট হইলেও পলাইয়া দূরে গিয়া সংকল্প রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। যাহার প্রাণটা গরীব দুঃখীর জন্য সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য অস্থির সে আবার কি করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে? আশা করি তুমি রাগ করিবে না।" ইহার কিছুদিন পরে একখানা খুব আবেগপূর্ণ চিঠি পাই—"ভাই! মার চোখের জল আমার সব সংকল্প ভাসাইয়া দিল। খুব কালো মেয়ে বিনা পণে বিবাহ করিতে মত দিয়াছি, বিবাহিত জীবনে অনাসক্ত অনুরাগী, সংসারী সংসার ত্যাগী এই আদর্শ লইয়া চলিতে চেষ্টা করিব। তোমরা সন্ন্যাসী হইও—তোমাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিব। আমাদের এই প্রেম বন্ধন যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়।" ইহার পরে কয়েকবার কলিকাতায় তাহার সঙ্গে তাহার শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছি। বিদ্যাসাগর কলেজ প্রভৃতি স্থানে বসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কলিকাতায় আমাদের একটি R. F. (Relief Fraternity) ছিল যাহার উদ্দেশ্য ছিল—বিনা চিকিৎসায় গরীবদের কাহাকেও মরিতে না দেওয়ার জন্য, চেষ্টা করা, দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের সাহায্য করা, Little Sisters of the poor, Lepar asylum, Deaf & Dumb School আদি অনুষ্ঠানকে সাহায্য করা। R. F. এর কাজে সাহায্য করিতে গিয়া তাহার যেরূপ সহানুভূতি ও আনন্দের ভাব দেখিয়াছি সেকথা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যকলাপ যেন সেখানে বীজাকারে সময় সময় প্রকাশ পাইত। ইহার পরে আমি ও ললিত যখন সন্ন্যাসীভাবে সব ছাড়িয়া বাহির হই তখন নিবারণ ছিল আমাদের প্রধান সহায়। তাহার আনন্দ কে দেখে!

সন্ন্যাস নেওয়ার পরে কয়েক বৎসর বাংলাদেশে যাই নাই, চিঠিপত্রও লেখা হইত না তাই নিবারণের খবরও পাওয়া যাইত না।

নিবারণ যখন তমলুকে তখন আমি সন্ন্যাস নেওয়ার পরে প্রথম কলিকাতা যাই। নিবারণের আগ্রহাতিশয্যে আমাকে তমলুকে যাইতে হয়—আমাকে সন্ন্যাসী বেশে দেখিয়া তাহার কি আনন্দ! কয়েকদিন আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন কিরকম হওয়া উচিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কিভাবের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন সে সব বিষয়ের আলোচনা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের জীবনী এবং কীর্ত্তন লইয়া সময় কাটান হয়। সে সময় আমাদের প্রধান বিষয় ছিল, যে ভাবেই হউক গীতাখানিকে জীবনগত করা চাই। সেখানকার স্কুলের ছাত্রদিগকে মানকুমারী দেবীর "সাধক' ও "শিবপূজা'র পদ্যদুটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে নিবারণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, বলিতে লাগিল, "এই অনাসক্ত অনুরাগী সংসার ত্যাগী না হইলে চলিবে না ইহাই গীতার সন্ন্যাস, ইহাই হইবে আমাদের জীবনের আদর্শ।" পরদিন প্রাতে নদীতীরে বসিয়া ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের দুঃখ কষ্টের অবস্থা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন নিবারণ বলিল "এ সময় মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলে' নামকীর্ত্তনের দিকে বেশী মন না দিয়া জীবসেবার দিকে মন দেওয়াকেই প্রকৃত শিব সেবা বলিয়া প্রচার করিতেন। সমাজ দেহে যখন যে ব্যাধি দেখা যাইবে তখন যিনি আসিবেন তাঁহাকে সেই ব্যাধিরই উপযুক্ত ঔষধ লইয়া আসিতে হইবে।" ছেলেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরিসভায় গিয়া কিছু উপদেশ দিতে আপত্তি করায় নিবারণ বলিয়া উঠিল "যদি দেশের সব ছেলেমেয়েদের প্রকৃত সন্ন্যাসের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া মাতাইয়া তুলিতে না পারিলে, তবে আর সন্ন্যাস নিয়া কি লাভ হইল!" বিদায়কালীন তাঁহার সরল প্রেমপূর্ণ চোখ দুটী দেখিয়া আর যেন আসিতে পারিতেছিলাম না।

ইহার পরে দেখা হয় ঝালদায়। ষ্টেশনে গিয়াই দেখি হিন্দু-মুসলমান বহু ভদ্রলোক ষ্টেশনে উপস্থিত। সকলের দৃষ্টি নিবারণের উপর, আমি তাহার বাল্য-বন্ধু — আমার জন্য কি করিতে হইবে সে চিন্তায় সকলে অস্থির। সেখানে সাধন, ভজন ও কীর্ত্তন লইয়া অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। রোজ বৈকালে বেড়াইতে যাইতাম — সে সময় কি করিয়া দেশের

কল্যাণ হইতে পারে সে বিষয় লইয়াই আলোচনা হইত।

এই সময় নিবারণের মনটা ভাগবত ও চৈতন্য-ভাগবত নিয়া বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। একদিন বৈকালে একটা বাঘের জঙ্গলে একটা গুহার মধ্যে বসিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। আমাকে লইয়া গরীবদের দ্বারে দ্বারে একবার বেড়াইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিল। একটী নিম্নশ্রেণীর শিক্ষিত ভক্ত যুবককে আমার বুকের কাছে লইয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল "এমন রত্ন সভ্যসমাজে দুর্ল ভ — এ শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাইবে।

ইহার বহুদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হইল পুরুলিয়ায় — তাহার স্ত্রী বিয়োগের অল্পদিন পরে। স্ত্রীর মৃত্যুটাকে সে কি সুন্দর ভাবে নিয়াছে, তার মধ্যে কি বৈরাগ্য অথচ কি প্রেমের নিদর্শন, স্ত্রীর পার-লৌকিক ক্রিয়ার দিকে তাহার কি অনুরাগ — দেখিয়া আমি খুব আনন্দ পাইলাম। কয়েকটি শিক্ষক ও স্বদেশ ভক্তের সঙ্গে ধর্ম্ম ও দেশসেবা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খুব আনন্দ পাইলাম। দ্বিতীয় দিন একটি বিস্তৃত জলাশয়ের তীরে বসিয়া ভবিষ্যতে কি ভাবে জীবন কাটান উচিত সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইল। উদ্দেশ্য ছিল সবদিকে সামঞ্জস্য রাখা, চাকরী করিয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করা এবং দেশের সেবা করা। গীতার প্রতি তাহার অশেষ ভক্তি দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। আদর্শ জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয় লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল। ইহার পরে ১৯২১ সালে নিবারণের নিকট হইতে একখানি অতি সুন্দর বিস্তৃত চিঠি পাই। তার সারমর্ম এই ছিল — "যে আদর্শ এতদিন খুঁজিতে-ছিলাম তাহা মহাত্মা গান্ধীজীর ভিতরে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি তাহাকে গীতার জীবন্ত বিগ্রহ মনে হয়। সর্ব্বগুণের এমন সুন্দর সমন্বয় কোথাও দেখা যায় না। সরলতা, প্রেম ও তেজের অপূর্ব্ব সমন্বয়। জ্ঞান কর্ম, ভক্তির এমন সামঞ্জস্য জগতে দুর্ল ভ। তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলে তাহা সব সত্য। আমি তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার আদেশ মত কাজ করিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করিব।

ইহার পরে যখন কলিকাতায় নিবারণের সঙ্গে দেখা হয় — তখন তাহার ভাব ও কাজ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। চোখ দুটি যেন প্রেম ও সরলতার পরিচয় দিতেছে; বিচারে তর্কে অসীম তেজ, অথচ সকলের প্রতি উপযুক্ত ভক্তি ও বিনয়ের ভাব দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম।

পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহাকে প্রেম দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা কর — এটা যেন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীজীর প্রশংসা যেন মুখে ধরে না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তের সব লক্ষণগুলি গান্ধীজীর জীবনে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার উৎসাহ দেখিয়া সুখী হইলাম। নিবারণ যে মহাত্মাজীর একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মতগুলি পালন করিতে যে সে বদ্ধপরিকর তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। নিবারণ যখন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে হাজারীবাগ জেলে ছিল তখন আমি হাজারী-বাগ জেলের এসিষ্ট্যাণ্ট-জেলারের বাড়ী গিয়া ৪ দিন ছিলাম। নিবারণকে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু নিবারণ বলিয়া পাঠাইল "জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমি দেখা করিতে প্রস্তুত নহি।" জেলার আমাকে বলিয়াছিলেন "পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে এইরূপ মহাত্মার দর্শন লাভ হইয়াছে"।

ইহার পরে একবার দেখা হয় পুরুলিয়ায়। তখন তাহার শরীর বিশেষভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। সেই অবস্থায়ও তাহার মুখের জ্যোতি, প্রাণের শান্তি, একটা আনন্দের ভাব দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বুঝিতে পারিলাম সে যেন তাহার ভিতর দিয়া মহাত্মাজীকে ফুটাইয়া বাহির করিতেছে। গীতার সাধন শ্লোকগুলি যেন সে প্রত্যক্ষ করিয়া, কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া, প্রকাশ করিতেছে। একটু দূর হইতে তাহার কথা শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারে না যে তাহার কোন-রূপ অসুখ হইয়াছে। মানুষ এই ভাবেই যে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে! আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সে এতটা মাতিয়া উঠিত যে আমি তখনই ভয়ে ভয়ে তাহাকে অন্য মনস্ক করিবার অশেষ চেষ্টা করিতাম আসলকথা আমি তাহাকে দেখিয়া সেবার প্রাণে খুবই একটা আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পরদিন আমায় রাঁচী চলিয়া যাইতে হইল। নিবারণও ২।৩ দিনের মধ্যে সেখানে আসবে শুনিয়া খুবই সুখী হইলাম। তার পরে তাহার রাঁচী যাওয়ার পরে প্রায় প্রত্যহই আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম। অপর অনেকেও যাইতেন; সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এতটা আনন্দিত হইত যে তখন কেহ মনে করিতে পারিত না যে তাহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমার বন্ধু ফণী ডাক্তার প্রায়ই তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন সে প্রায়ই বলিত এইরূপ রোগী যে এত আনন্দে থাকিতে পারে তাহা আমাদের ধারণায় কুলায় না। মহাত্মাজী রাঁচী আসিতেছেন শুনিয়া তাহার হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সময় তাহার মুখ দেখিয়া অনেক সময় মনে হইত যেন আমি গান্ধীজীকেই দেখিতেছি। সাধক সাধনার বলে তাহার ইষ্টের সাদৃশ্য এই ভাবেই লাভ করে। সে যেন তখন বাস্তবিকই গান্ধীময় হইয়া পড়িয়াছিল। মহাত্মাজীর আগমন পর্য্যন্ত আমি সেখানে থাকিতে পারিলাম না। অন্যত্র যাইতে হইল। ফণী প্রভৃতি বন্ধুগণের চিঠিতে নিবারণের সংবাদ পাইতাম। তারপরে হঠাৎ খবর পাইলাম সে আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ মৃত্যুতে আমি মোটেই দুঃখিত নই। যাহার সঙ্গে মিলিবার জন্য তাহার প্রাণ এত কাতর হইয়াছিল আজ তিনি তাহার সেই আনন্দধামে তাহার প্রিয়তম ভক্তকে লইয়া গিয়া তাহার সমস্ত দুঃখ দূর করিয়াছেন। আজ সে তাহার প্রিয়তমকে নিয়া আনন্দ সমাধিতে বিভোর—কল্পনার চোখে সেই দৃশ্যটী আমার অতীব সুন্দর মনোরম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার সহকর্ম্মী-গণ আজ তাহার অভাবে কাতর। আমার কিন্তু মনে হয় সে আজ তাঁহার আনন্দধামে বসিয়া তাহার ভক্তগণকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে তৎপর। তাহার তিরোধানের প্রায় ৬ মাস পরে একদিন স্বপ্নে দেখি নিবারণ জ্যোতির্ম্ময় রূপে আমার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার শরীর হইতে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, একটা বিমল আনন্দের ঢেউ আসিয়া যেন আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। সে যে কি সুখে আছে— জীবের দুঃখ দূর করিতে সে যে কিরূপ সচেষ্ট—সে বিষয় তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া— "ভাই আমার প্রারব্ধ কাজের দিকে একটু নজর রাখিও" বলিয়া সে যেন ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা আলো আমার চোখে ভাসিতেছিল। এই স্বপ্ন তাহার বর্ত্তমান সময়ের পরম আনন্দের আভাস দিল। সে যে এখনও আমাদেরে তাহার প্রিয়তম দীন দুঃখীদেরে একটুও ভোলে নাই মনে করিয়া যথেষ্ঠ শান্তি লাভ করি। আনন্দময় তাহাকে আরও আনন্দে ডুবাইয়া রাখুন।

ওঁ শান্তি।

---

# নিবারণ চন্দ্র ও অস্পৃশ্যতা

## একখানি চিঠি

( এই চিঠিখানি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। চিঠিখানিতে তারিখ নাই, খুব সম্ভবতঃ ইহা ১৯৩১ সালে লিখিত হইয়াছিল। )

ওঁ

পুরুলিয়া

৭ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার চিঠি পাইয়া প্রীতি লাভ করিলাম। আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল। মহাত্মাজীর উপবাসের সময়টা এখানেই থাকিব। তারপরে চিকিৎসার্থ কলিকাতা যাইব। কিছুদিনের জন্য ঢাকা গিয়া বিশ্রামের ইচ্ছাও আছে। এখন রাঁচি যাওয়া সম্ভব হইবেনা, আমি হাজারিবাগ হইতে পুরুলিয়া আসিবার সময় কয়েক ঘণ্টা রাঁচিতে ছিলাম, কিন্তু সে সময় আপনার সহিত দেখা করিবার সুযোগ হয় নাই। পুনরায় কখনও যদি রাঁচি যাওয়ার সুবিধা হয় তাহা হইলে আপনার সহিত দেখা করিতে খুবই চেষ্টা করিব। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

আপনার প্রেরিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা নিবন্ধগুলি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলাম। অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিবার

নিমিত্ত আপনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সংস্কারমুক্তভাবে বিচার করিতেও চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে কিংবা বুদ্ধি শক্তির প্রয়োগ দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণে আপনার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বার বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত স্বেচ্ছাসেবকরূপে আমি যখন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের শপথ গ্রহণ করি তখনও আমার হিন্দুশাস্ত্রে যতটা বিশ্বাস ছিল এখনও ততটাই আছে। অধিকন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কার কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আভিজাত্যের অহংকার বশতঃই এক শ্রেণীর হিন্দু অন্য শ্রেণীর হিন্দুকে জাতিগতভাবে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মগত অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে কিন্তু বংশগত অস্পৃশ্যতা শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আন্তর বিচার ধর্ম্মের এই চতুর্বিধ সত্য-নির্ণায়ক পদ্ধতিরই বিরোধী। শ্রুতিতে যেখানেই সঙ্গ বর্জ্জনের কথা আছে সেখানেই অসৎ সঙ্গ ত্যাগেরই উল্লেখ আছে। অসতের প্রতিগ্রহও নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু জাতিগতভাবে অস্পৃশ্যতার উল্লেখ নাই। আপনি যে উপনিষদ হইতে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রাখিয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে উহাতে জাতিগত অস্পৃশ্যতা সমর্থিত হয় নাই। মনু-সংহিতায় "নাস্তি তু পঞ্চমঃ" এই বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ছাড়া সকলকেই শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। শূদ্রদের মধ্যে কোনরূপ জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না, কর্ম্মগত পার্থক্যমাত্র থাকিতে পারে। সুতরাং একজন সদাচার পরায়ণ নমঃশূদ্র ও একজন সদাচার পরায়ণ নাপিতের মধ্যে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাধিকারে কোনরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে না। কোন শূদ্র যদি কোন পাপকার্য্য করে অথবা কোন সময়ে কোন একদল শূদ্র যদি চৌর্য্য প্রভৃতি দোষে অথবা নিষিদ্ধ ভোজন দোষে পাপলিপ্ত হয় তবে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল শূদ্রের বা শূদ্রদলের পুত্র পৌত্রগণ যদি সদাচার পরায়ণ হয় তাহা হইলে তাহারা অস্পৃশ্য হইবে কেন? শাস্ত্রানুসারে তাহারা অস্পৃশ্য হয় না। মনু সংহিতার "দিবাকীর্ত্তিং উদক্যাংচ" প্রভৃতি শ্লোকে দিবাকীর্ত্তি শব্দদ্বারা কোন জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই, চণ্ডাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ও দুষ্কর্ম্মশীল লোক বা লোকের দলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে নতুবা "নাস্তি তু পঞ্চমঃ" এই শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। মনুর মতে পতিত ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয়, তাই বলিয়া নিশ্চয়ই ইহা অভিপ্রেত নহে যে সেই পতিত ব্রাহ্মণের পুত্রকেও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের বুধগণ যুক্তি করিয়া যদি স্থির করেন এবং তদনুসারে যদি শাস্ত্র বিধান হয় যে, যে সকল হিন্দুগণ আফিসে আদালতে বা অন্যত্র উৎকোচরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা পতিত শ্রেণীর অন্তর্গত সুতরাং অস্পৃশ্য তাহা হইলে কি ধরিতে হইবে যে তাহাদের পুত্র পৌত্রগণ সাধু বৃত্তি অবলম্বন করিলেও অস্পৃশ্যই থাকিবেন? পঞ্চম জাতির যখন অস্তিত্বই নাই তখন ব্যবহার সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কোন শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ যদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে এবং তাহা দ্বারা পতিত হয় তাহা হইলে তাহারাও যেরূপ সমাজের নিকট দণ্ডার্হ, কোন শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষও অসদাচরণ করিলে সেইরূপ দণ্ডার্হ। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ আমরা বিস্মৃত হইয়া শুধু আভিজাত্যের অভিমান পোষণের নিমিত্ত সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন হইলেও বহু শ্রেণীর হিন্দুকে আমরা অস্পৃশ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করি এবং শাস্ত্রানুসারে যাহারা অসদাচরণ করিয়া পতিত ও অস্পৃশ্য হইয়া আছে তাহাদিগকে আমরা স্বার্থের বশে সম্মানিত করি। মৎস্য ভক্ষণ বা পলাণ্ডু ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, উহা ভক্ষণ করিলে তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে; যতদিন সে প্রায়শ্চিত্ত না করে ততদিন পতিতই থাকে, মনুর মতে পতিতকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই বিধি যদি অনুসরণ করিতে হয় তাহা হইলে এই বিশাল ভারতবর্ষে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই পাওয়া যায় যাহারা পতিত নহেন সুতরাং অস্পৃশ্য নহেন। নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিতে হইলে আমার মনে হয় শূদ্র বর্ণান্তর্গত বহু শ্রেণীর হিন্দু শুশ্রূষা অর্থাৎ শারীরিক সেবার কার্য্য দ্বারা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ও



অস্পৃশ্য বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হিন্দুগণ পাপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত শাস্ত্রবাক্যের অপপ্রয়োগ করিতেছেন। হিন্দু শাস্ত্রের কখনও ইহা অভিপ্রায় হইতে পারে না যে এক শ্রেণীর হিন্দু শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিলেও দণ্ডার্হ হইবেনা এবং অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ পুরুষানুক্রমে বিনাপরাধে দণ্ড পাইতে থাকিবে! শূদ্র জাতির মধ্যে যদি কোন শ্রেণী বিশেষ অস্পৃশ্য থাকে তাহা হইলে তাহা ঐ শ্রেণীর একটা দণ্ড বিশেষ, কারণ জাতি হিসাবে হইলেও সব শূদ্রই অস্পৃশ্য হইত। কর্ম্ম হিসাবে হইলে পুরুষানুক্রমে উহারা অস্পৃশ্য থাকিতে পারেনা। যখনই উহারা অপকর্ম্ম ত্যাগ করিবে তখনই উহারা স্পৃশ্য হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পক্ষেও ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুচি, বাউরি, ডম, নমঃশূদ্র, মাহাত প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের বহু জাতীয় হিন্দুদের সহিত আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মনুষ্যত্ব হিসাবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য বা অন্যান্য জলাচরণীয় জাতি অপেক্ষা উহারা যে হীন বা পাপাচারী তাহা আমার মনে হয় না। চৌর্য্য প্রতারণা প্রভৃতি হীন বৃত্তির হিসাবে বিচার করিলেও উহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তবে ভদ্রবেশে ঘুষ খাওয়া অথবা মিথ্যা কথার কৌশল প্রয়োগকে যদি সিঁদ দিয়া চুরি করা বা দারোগার প্রহারের ভয়ে মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি অপেক্ষা লঘু অপরাধজনক মনে করি, তবে সে পৃথক কথা। শাস্ত্র আলোচনা করিয়াই আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে কলিযুগে শূদ্র-বর্ণেরই বেশী উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মেরই অধঃপতন হইয়াছে। ভিতরে বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও যখন ছলে বলে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার প্রযত্ন হয় তখনই কপটতাময় সুবিধাবাদের সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজে এখন উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ এই সুবিধাবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা শাস্ত্রবিধি মানিতেও প্রস্তুত নন অথবা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতেও ইচ্ছুক নন। নিখিল অন্যায়ের সিন্ধু ফ্রেজার সাহেবকে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী যে ন্যায়সিন্ধু উপাধি দিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে এবং গোমাংস দ্বারা যিনি সাহেবদিগকে ভোজ দিয়া থাকেন সেই দ্বারবঙ্গের মহারাজকে ব্রাহ্মণ সভাই এককালে তাহাদের নেতৃরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এখনও অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন যাঁহারা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া হিন্দুত্বের আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল ব্রাহ্মণদিগকে ধনীদের বশ দেখিতে পাই। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া শাস্ত্রের ঠিক ঠিক তাৎপর্য্য বোধ হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভিতর শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে ও উদারতার অভাব দেখিতে পাই। তাঁহাদের ভিতর সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা অপেক্ষা নিজেদের সংস্কারগত মত বজায় রাখিবার চেষ্টাই বেশী। সে যাহা হউক, আপনি মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক শাস্ত্র পাঠ করিলেও দেখিতে পাইবেন যে তৎকালীন মহাপুরুষদের জীবনের ভিতর দিয়াও জন্মগত অস্পৃশ্যতা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র নিজেই গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং রামায়ণে এইরূপ বর্ণনা নাই যে তিনি আলিঙ্গনের পর গঙ্গা স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামায়ণের শবরীর উপাখ্যান অস্পৃশ্যতারই প্রতিবাদ স্বরূপ। অস্পৃশ্যতা তখন যে ছিল না তাহা নহে, তবে তখনও উহা দোষরূপেই বর্ত্তমান ছিল, নতুবা মহর্ষি বাল্মীকি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন ব্যাপার রাম চরিত্রের উৎকর্ষরূপে বর্ণন করিতেন না। মহাভারতেও দেখিবেন পরাশর ঋষিও অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। ধীবর কন্যার স্পর্শে তিনি নিজেকে অপবিত্র মনে করেন নাই। ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনুরও বেলায় ও তাহাই। বনপর্ব্বে ধর্ম্ম ব্যাধ উপাখ্যানে দেখিতে পাইবেন যে কৌশিক মুনি ধর্ম্ম-ব্যাধের কাছে বসিয়া তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ব্যাধ যে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়া পূজা করিয়াছেন তাহা তিনি প্রত্যাখান করেন নাই। মাংস বিক্রেতা হইয়াও ধর্ম্ম-ব্যাধ অস্পৃশ্য ছিলেন না। জন্মগত দোষ থাকা সত্ত্বেও বিদুর অস্পৃশ্য ছিলেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি অস্পৃশ্য থাকিলে উহা সম্ভব হইত না। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দু সমাজের একটা কলঙ্কস্বরূপ অস্পৃশ্যতা দোষ বর্ত্তমান ছিল বটে কিন্তু ব্যাসদেব তাহা কখনও অনুমোদন করেন নাই।

———

# নিবারণ চন্দ্রের শিক্ষা ও ভাব ধারা

[ ঋষি নিবারণচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কর্মী শিক্ষা শিবিরে থাকিয়া ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করার জন্যই ঐ সকল শিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে কাঁথি, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে নারী কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষা শিবিরে তিনি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, আত্মগঠন, শিক্ষন কৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক লইয়া প্রত্যহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন। শিক্ষা শিবিরগুলির পক্ষ হইতে সে সকল বক্তৃতার যে সঙ্কলন করা হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু কিছু প্রকাশিত হইল। এ সকল লেখা এখনও অপ্রকাশিত আছে। ]

## ইতিহাসে মাহাত্মা গান্ধীর স্থান ও মহাত্মাজীর জীবনী

মহাপুরুষরা কখন আসেন ?

মানব জাতির বিকাশে একটি ধারা আছে। একটা ভাব একসময় আসে আবার তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। কালে সেই প্রতিক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া হয়। এই ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া মানব জাতির বিকাশ হয়। এক এক সময় এক একজন মহাপুরুষ এক একটা ভাবের প্রতীক হইয়া আসেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এইসব মহাপুরুষদের ভাবের রূপ বর্ণনা করে গেছেন।

একটা ভাব ঘনীভূত হয়ে রূপের আকার ধারণ করে। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লেখক জীবন চরিত্র বিষয়ে একটা নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। 'তিনি দেখিয়েছেন চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনের ভিতর একটা তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে।

Emerson ও তাহার Representative man নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন মানব এক একটা তত্ত্বের represent করে।

Carlyle তাহার Hero and Hero worship নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—এক একজন মহাপুরুষ এক একটা ভাব নিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

Emerson ও Carlyle এর মতের পার্থক্য এই যে Emerson বলেন, ভাব আগে আসে এবং তাহার বিকাশের জন্য মহাপুরুষের জন্ম হয়। Carlyle বলেন, মহাপুরুষের জন্ম আগে হয় এবং ভাব পরে আসে এবং তিনিই ভাবের বিকাশ করেন।

Dr. Monro—Test book on history of Education নামক গ্রন্থে—একটা ভাব আর একটা ভাবকে অবলম্বন করে কি রকম ভাবে আসে তাহা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহও তাঁহার পৌরাণিকি কথা নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন আমাদের পুরাণগুলিও কতকগুলি ভাবের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে এই ভাবেই (অর্থাৎ কিরকম ভাবে একটা ভাব অবলম্বন করে আর একটা ভাব বিকাশ লাভ করেছে) পাঠ করা উচিত।

পরস্পর সাহায্য নিরপেক্ষ হয়ে জগতে অনেকটা ভাব এক সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে। চৈতন্য, নানক ও লুথার প্রভৃতির জীবনই তাহার প্রমাণ।

বর্ত্তমানে কোন দেশে কোন ভাব প্রকাশ হচ্ছে এবং কোন ভাবের প্রতীক কে ?

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে বাল্মিকীর অভ্যুদয় ভাবটা আগে মহাপুরুষের উদ্ভব পরে হয়েছে। বাল্মিকী একটা ভাব দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র তাহা পরিস্ফুট করেছেন। তখন দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল—ব্রাহ্মণেরাও তখন দস্যুবৃত্তি করিত। কাজেই একজন আদর্শ রাজার প্রয়োজন ছিল এবং এই জন্যই বাল্মিকীর মনে এই ভাবের উদয় হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেলেন। কালক্রমে রাজাদের অবনতি ঘটতে লাগল। তাহারা কর্ত্তব্য ভুলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাহা চরমে গিয়াছিল তাই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য চূর্ণ করলেন এবং এমন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে কাহারও প্রাধান্য থাকবে না।



বেদব্যাস ভাব এনেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাবের প্রতীক হয়ে জন্মেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে যজ্ঞের ভাব প্রচার করলেন কালে তাহার True spirit (অর্থাৎ ত্যাগের ভাব) নষ্ট হয়ে গেল। পশু হিংসা প্রবল হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও নিষ্ঠুর হ'তে আরম্ভ করল। সেই সময় মহাবীর জৈন ভাব (অর্থাৎ অহিংসার ভাব নিয়ে) এবং সেই ভাবের প্রতীক স্বরূপ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হলেন।

ইউরোপেও Jhon the Baptist ভাব এনেছিলেন তাহার প্রতীক স্বরূপ Christ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মীদের মধ্যেও নানা গলদ ঢুকল। বৌদ্ধযুগের অধঃপতনই আমাদের পরাধীনতার কারণ। বৌদ্ধযুগে দেশে শান্তি ছিল। বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীগণ পৃথিবী লুণ্ঠন করে ধনরত্নাদি দেশে আনতে লাগলেন। এই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য তাহারা বৌদ্ধ বিহারের সন্ন্যাসীর পায়ে ঢালতে লাগল। এতে তাহারা প্রকৃত কর্ত্তব্য ভুলে, বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। প্রাচুর্য্যের জন্য দেশের সাধারণ লোকের কর্ম্মে কর্মস্পৃহার স্থলে আরামের ভাব ঢুকল।

দেশ তমোঃগুণাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেশের কর্ম্মশক্তি লোপ পাইল। বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের পর বহুদিন পর্য্যন্ত (স্বামী বিবেকানন্দ অবির্ভূত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া হয় নাই কারণ হিন্দুদের পরে মুসলমানেরা রাজা হয়েছে। মুসলমান রাজত্বে দেশ ধনে জনে পূর্ণ ছিল। কাজেই কর্ম্মশক্তির প্রতিক্রিয়ার দরকার হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরেজ রাজত্ব সুরু হ'ল। ইংরেজ এদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করল কাজেই কর্ম্মশক্তির প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হ'ল। পূর্ব্বে বলা হয়েছে কালক্রমে বৌদ্ধদের অবনতি ঘটল, একটি নূতন ভাবের দরকার পড়ল। কুমারিল ভট্ট সেই ভাব আনলেন এবং তার প্রতীক স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করলেন। তিনি বেদান্তের মধ্য দিয়া সন্ন্যাসীদের আদর্শ প্রচার করিলেন। ক্রমে বেদান্তবাদীদের ভিতরে একটা কর্কশভাব শুষ্কভাব (যে ভাবে কোনও রস নাই) এলো। সেই ভাব নিরস্ত্র করবার জন্য রামানুজ স্বামী এলেন। রামানুজ স্বামীর পূর্ব্বে বিষ্ণুস্বামী ভাব এনেছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রচারের মধ্যে দুইটি দোষ ছিল। (১) ভক্তির অভাব (২) নৈয়ায়িকদের শুষ্কতত্ত্ব। কালে নৈয়ায়িকের শুষ্কতত্ত্বের প্রতিক্রিয়া এলো। জয়দেব চণ্ডিদাস প্রভৃতি ভাব আনলেন। এবং সেই ভাব ঘনীভূত হয়ে চৈতন্যদেব জন্ম নিলেন। চৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষ যে আবির্ভূত হবেন, তাহার আভাস চণ্ডিদাস চৈতন্যদেবের জন্মের বহুপূর্বে তাহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্যদেব দুইটি ভাব প্রকাশ করলেন (১) সাধারণের ভিতর নাম প্রচার (২) মধুরভাব।

সাধারণের ভিতর নাম প্রচারে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হ'ল। সাধারণ লোকের মধ্যে কতক রাজভয়ে ও অন্যান্য নানা প্রলোভনে মুসলমান হতে আরম্ভ হয়েছিল এবং কতক ধর্ম্মের অভাবে মুসলমান হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির পর সাধারণের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও ধর্ম্ম ছিল না। কারণ একদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ পেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোক নৈয়ায়িকের শুষ্কতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারিল না। কাজেই অন্য ধর্ম্মের অভাবে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে দেশে বেশী ছিল সেই দেশেই মুসলমান বেশী হয়েছে। চৈতন্যের নাম প্রচারে সর্ব্বসাধারণ একটি মধুর ধর্ম্মের আস্বাদন পেল। এতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া হ'ল।

চৈতন্য যে মধুর ভাব প্রচার করে গেলেন কিছুদিন পরে তার মধ্যে ব্যভিচার ঢুকল। সেই ভাবের প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে মাতৃভাব। রামকৃষ্ণ কমলাকান্ত প্রভৃতি সেই ভাব আনলেন। রামকৃষ্ণ সেই ভাবের প্রতীক। এই ভাবে জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিক্রিয়া হয়ে আসছিল। কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া বহুদিন হ'ল না। কারণ তেমন কোনও প্রয়োজন পড়ে নাই। ইংরেজদের আমলে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে এবং ইংরেজ দ্বারা ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত হওয়ায় কর্ম্ম শক্তির প্রেরণা জাগল। অবশ্য মুসলমান

আমলে শিবাজী প্রভৃতির ভিতর দিয়া কর্ম্মের কতকটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিবেকানন্দ ভারতীয় ভাবে ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মের আদর্শ স্থাপন ক'রে বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের আমল হ'তে যে অবসাদ সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার প্রতিক্রিয়া আনলেন। বিবেকানন্দ যে ভাব দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়া তাহার বিকাশ চলছে। মহাত্মা জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভারতের অবসাদ দূর করতে চান। সেই অবসাদ দূর হলেই স্বাধীনতা ইত্যাদি হবে। এই ভাব কেবল তাঁহার ভারতবর্ষের কাজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সত্যের ভিতর দিয়া জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করবেন এবং কর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবেন।

পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আমরা ধন হারিয়েছি কিন্তু কর্ম্মশক্তি পেয়েছি। কিন্তু তাদের ভোগমূলক আদর্শ পরিত্যাগ করে তাহা ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মহাত্মা জাতির ভিতর ত্যাগমূলক কার্য্য আনার জন্য চরখা প্রচলন করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার জগতে চারিটি কথা যথা :—Imperialism, backed by Capitalism, Industrialism, Militarism. চরখার ভিতর দিয়া জগতের ভাব পরিবর্ত্তন হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মের আদর্শ স্থাপিত হবে। গান্ধী পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে যে ভোগবাদ আছে তাহা পরিত্যাগ করে কর্ম্ম, অহিংসা ও সত্যের আদর্শের উপর স্থাপন করেছেন। কর্ম্মদ্বারা অবসাদের ভাব দূর হবে। অহিংসা ও সত্যের দ্বারা কর্ম্মের যে দুইটি দোষ ( বিক্ষোভ ও মোহ ) আছে তাহা নষ্ট হয়ে যাবে।

উপরোক্ত ভাবে গান্ধীজীর জীবন পাঠ করিলে দেখা যায় যে তাঁর জীবন বিচ্ছিন্ন নহে। সমস্ত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে যোগ করেছে।

চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার, চৈতন্যের জীবনী বর্ণনাকালে তাহাকে আকাশের সহিত তুলনা করেছেন, অর্থাৎ আকাশের রূপ বর্ণনা করা যেরূপ অসম্ভব যে যত উর্দ্ধে ওঠে সে ততই অধিক বর্ণনা করিতে পারে। সেইরূপ মহাপুরুষদের জীবনী বর্ণনা করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য। সাধনার স্তরে যে যত উঠিতে পারে সে তাহাকে তত বুঝিতে পারে। মহাত্মার বলায়ও এই কথা প্রযোজ্য। তবে আমরা তাহাকে যে ভাবে বুঝিয়াছি সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

## মহাত্মার জীবন থেকে ব্যবহারিক শিক্ষা।

মহাত্মার প্রথম জীবনে কোনও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়না। শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষ বাল্য জীবনে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু মহাত্মার বাল্যজীবনে সেইরূপ কোনও কিছু দেখা যায় না। সাধারণ বালকের মধ্যেও তার চেয়ে প্রতিভাবান সহস্র সহস্র দৃষ্ট হয়। তাহার ছাত্র জীবনও আমাদের অনেকের চেয়ে খারাপ ছিল। তাহার বাল্যজীবনে এমন কোনও গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে এত বড় হইবেন, সাধারণ লোকের ন্যায় তাহার জীবনে ত্রুটী বিচ্যুতি অনেক ছিল। তাতেই প্রতীয়মান হয় যে মানুষ অদ্ভুত প্রতিভা না নিয়া জন্মিলেও নিজের সাধন বলে জগতের পূজ্য বা নেতা হইতে পারে।

মহাত্মা সকলের প্রাণে মস্ত বড় আশার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই আশা এই যে মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুকনা কেন, তার যত ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে সেও মহান হইতে পারে। মহাত্মা তাহার চরিত্র হইতে সমস্ত দোষ নিরসন করিবেন এইরূপ একটি প্রবল ইচ্ছা হইতেই এত বড় হইয়াছেন। আমাদের ভিতরে অনেক ভাব আসে কিন্তু আমরা কল্পনানুযায়ী কাজ করিনা। মহাত্মা কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করেন। তারপর তিনি যা প্রচার করেন তার অনুষ্ঠানও করেন এবং তাহাও অতি নিষ্ঠার সহিত।

তাঁহার কর্ম্ম—ভক্তি ও জ্ঞান সমন্বিত, এতে Mechanical কিছুই নাই। কিনি ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যান। হয়ত এক সভায় যাইতে একদিন খুব মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বিনা ছাতায়ই পথে চলিলেন। আর একবার



তিনি পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রম দেখিতে গেলেন তখন তিনি স্বহস্তে কুষ্ঠরোগীদের ক্ষত ধুইয়া মুছিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। এদিকে এক সভায় যাওয়ার কথা ছিল সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগল—তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তারপর সেখানকার কাজ শেষ করিয়া সভায় গেলেন।

২। মহাত্মা গান্ধী অক্লিষ্ট কর্ম্মী। কর্ম্মে কখনও তাঁহার ক্লান্তি হয় না। সারাদিনের মধ্যে এক মিনিটও অবসর নাই। কেবল কাজ করিয়া যাইতেছেন। কত লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। সভা সমিতিতে সর্ব্বদা বক্তৃতা করিতেছেন, জটিল রাজনীতির কত বড় সমস্যার সমাধান করিতেছেন, কিছুতেই ক্লান্তি নাই।

৩। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মে বিক্ষেপ নাই, কর্ম্ম বিক্ষেপ না হওয়া কর্ম্মীদের একটা মস্তবড় পরীক্ষা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯২১ সালে আলিভাই গ্রেপ্তারের সংবাদ যখন তাঁহাকে দেওয়া হইল তখন তাহার মুখে একটুও উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। নেপোলিয়ানের চরিত্রেও এই গুণটি ছিল। একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গোলা বৃষ্টি হইতেছে। তার পার্শ্বচররা তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। The bulet that will kill Napolean has not yet been cast in Europe. মহাত্মা যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়া খেলা করেন তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হয়না যে তিনি কোনও গভীর চিন্তা করিতে পারেন এতেই বুঝা যায় মহাত্মা অক্লিষ্ট কর্ম্মী। কিন্তু তার কর্ম্মে কোনও বিক্ষেপ নাই।

যাতে জাতীয়তার ভাব নষ্ট হয় এই উদ্দেশ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে বিক্ষোভ আনবার চেষ্টা হচ্ছে। মঙ্গল সাধনার ভিতর দিয়া এইগুলি আমাদের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেয় যে আমরা তাহা সহজে ধরিতে পারি না। শত্রুরূপে আসিলে যুদ্ধ করা সহজ হয়, কিন্তু মিত্ররূপে আসিলে যুদ্ধ করিতে অসুবিধা হয়।

কাজেই কল্যাণ সাধনের বেশে আসিয়া অকল্যাণ করে, Scout movement, Co-operative movement, Ladies fair প্রভৃতি তার প্রমাণ।

৪। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনিকুসুমাদপি" মহাত্মার জীবনেও মহাপুরুষদের উপরোক্ত লক্ষণটি পূর্ণভাবে বিদ্যমান। মহাত্মার চিত্ত কুসুমের ন্যায় কমল। মনুষ্যের ত কথাই নাই পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ অর্থাৎ এক কথায় সর্ব্বজীবের প্রতি তাহার প্রেম অপরিসীম, কিন্তু কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। স্নেহ, দয়া মায়া, আত্মীয়তা প্রভৃতি কিছুই তাহাকে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না।

৫। মহাত্মার কর্ম্মে প্রতিষ্ঠার ভাব আদৌ নাই। প্রতিপত্তির ভাব সকল কর্ম্মীর ভিতরই একটু একটু থাকে এবং অনেকেরই এই কারণে অধঃপতন ঘটে, কিন্তু মহাত্মার কর্ম্মে নাম প্রতিষ্ঠার গন্ধও নাই। ১৯২১ সালে চৌরীচৌরার ঘটনার পরে যখন তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে নিলেন তখন তাঁর প্রতিষ্ঠার নষ্ট হল কিন্তু মহাত্মা বললেন, What if the whole world rejects me, I must still listen to the small voice within me.

৬। মহাত্মা গান্ধীর প্রেমের তুলনা হয় না। One cannot love his country unlees he can realise the pain of poverty—Mahatma. সন্তান বিদেশে থাকিলে মা যেমন কোন ভাল জিনিষ মুখে দিতে পারেন না—সেই যদি দেশকে প্রকৃত ভাল বাসেন—তিনি নিরন্ন বভুক্ষু কোটী কোটী নরনারীর বিষয় স্মরণ করিয়া কোনও ভাল জিনিষই ভোগ করিতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধী উপরোক্ত প্রকারেই দেশকে ভালবাসেন। তাহার অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতির সবই প্রেমের দিক থেকে। অস্পৃশ্যরা দলে আসিলে ভারতে স্বাধীনতা আসবার সুবিধা হইবে। বুদ্ধ ধর্ম্মীয়দের এই মনোভাব থেকে নয়, মহাত্মাকে Logic দ্বারা বুঝা যায় না। Magic অর্থাৎ প্রেমের ইন্দ্রজাল দিয়ে বুঝতে হয়। জ্ঞানের দিক দিয়ে সাংবাদিক জ্ঞান আমাদের দেশে মহাত্মার চেয়ে অনেকের (ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতির) বেশী আছে, কিন্তু মহাত্মার ন্যায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি—জগতে প্রায় দেখা যায় না। কোন কিছু জটিল বিষয়েই সিদ্ধান্ত তাহার ন্যায় দ্রুত কেহ করিতে পারে না। মহাত্মার ভিতর যেন সব তৈয়ারী সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। দেশবন্ধুর বাড়ীতে পণ্ডিত মতিলাল ও লালা লাজপত রায় তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন,

তাহারা কোন একটী বিষয় বলতে আরম্ভ করলেই মহাত্মা তাহাদের মুখের কথা টেনে এনে বলতে লাগলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই ভাব বিশেষ বিদ্যমান ছিল। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি যাহার মধ্যে আছে তিনিই আদর্শ মানব। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। মহাত্মার ভিতরে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির, এই তিনের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক রীতি অনুসারে বিভক্ত করিলে মহাত্মার ভিতরে কর্ম্মের প্রাধান্য বেশী। বৌদ্ধ যুগের এই অধঃপতনের সময় হইতে যে অবসাদের ভাব আসিয়াছে তাহাই দূর করিবার জন্যই মহাত্মাজীর আবির্ভাব হইয়াছে।

---

# দেশ সেবা কি?

দেশ সেবা অর্থ দেশের মাটী পাথর গাছপালার সেবা নয় দেশের লোকের সেবাই ইহার প্রকৃত অর্থ।

সেবা কাহার প্রয়োজন? যাহার সমৃদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে টাকা পয়সা আছে তাদের সেবার দরকার হয় না অবশ্য তা'রাও বিপদে পড়িলে সেবা করিতে হয়, কিন্তু তা'দের সেবার লোক সহজেই জোটে কিন্তু যারা নির্ধন, অশিক্ষিত তাদের সেবার লোক জোটেনা।

সেবা কি ভাবে করিব?—প্রেমের ভাব নিয়ে সেবা করিব? সেবা করিয়া নিজেই ধন্য হইতেছি এই ভাব নিয়া সেবা করিতে হইবে। সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি, তাদের সেবা করিয়া আমি ভগবৎ উপলব্ধির সুযোগ পাইতেছি এই ভাব নিয়া সেবা করিলে অহঙ্কার আসিবেনা। পাশ্চাত্য জগতেও সেবা আছে কিন্তু তাহারা ভগবানের সেবার ভাব বর্জ্জন করিয়া সেবা করিতেছে।

প্রেমের স্বরূপ আমরা আত্মীয় পরিজন যাহাকেই ভালবাসি সেই ভালবাসাটাকে দেহমুক্ত ভাবে (ভালবাসার জনের নামরূপকে বাদ দিয়া শুধু তার প্রতি ভালবাসাটাই উপলব্ধি) যখন উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই প্রেমস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

## করাচী কংগ্রেসে মহাত্মার বাণী

আমাদের ও আকাশের মাঝখানে একটা পর্দ্দা থাকিত সে পর্দ্দা এ কংগ্রেসে দূর করা হইয়াছে—এখন ভগবান ও আমাদের মাঝখানে যে পর্দ্দা যে অহঙ্কারের যে হিংসার যে মিথ্যাচারের পর্দ্দা আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে। আমাকে মারিতে পারিবে কিন্তু আমার প্রচারিত সত্যকে মারিতে পারিবেনা।

## দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানকে মহাত্মার উক্তি

তোমার দেশপ্রেম আমার চেয়ে বড় তুমি আমাকে স্পর্শ কর। আমি তো দেশের জন্য বন্ধুর বুকে ছোরা মারিতে পারিতাম না। তুমি ভুল বুঝিয়াছিলে কিন্তু জাতির অকল্যাণমূলক কাজ করিতেছি বলিয়াই আমাকে মারিয়াছিলে। দেশ ও জাতির প্রতি আত্যন্তিক প্রেমের বশেই মারিয়া ছিলে।

টলষ্টয়ের কথা Where there is love there is good.

ব্যাধির ভিতর দিয়া শরীরের অহঙ্কার অর্থাৎ এই দেহ দ্বারা এ করিব এই ভাব চূর্ণ হইয়া যায়।

কাজ করিতে গেলে অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে কিন্তু তখন ভাবিতে হইবে ইহারা প্রেমের স্পর্শ পায় নাই বলিয়াই এরূপ। নিজের অন্তরের প্রেম দ্বারা ইহাদের জয় করিব। এই সম্পর্কে নিজের ত্রুটীই খুঁজিতে হইবে। নৈরাশ্য যেন না আসে। অনেক সময়ে অল্প কাজ করিয়াই বেশী ফল চাই।

**হিন্দু মুসলমান:** মুসলমানদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা আছে। হিন্দু মুসলমানে ঐক্য আনিতে হইল প্রেমের ভাব নিয়া করিতে হইবে।

আমাদের দেশে প্রায় মুসলমানই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। হিন্দু সমাজের ঘৃণার ফলেই তো ইহারা মুসলমান সমাজে গিয়াছিল।

চৈতন্য দেব আসিয়া হরিনাম প্রচার দ্বারা রক্ষা করিলেন।

ঢাকা—৩১শে ভাদ্র ১৩ ৮

## ব্রত

সমস্ত জীবনটাই একটা ব্রত স্বরূপ মনে করিতে হইবে প্রতি ব্রতের ৪টি ভাগ (১) সঙ্কল্প (২) সংযম (৩) অনুষ্ঠান (৪) উদ্‌যাপন। জীবন ব্রতেও এই ৪টির প্রয়োজন। মহাত্মাজী যে সপ্ত মহাব্রতের কথা বলিয়াছেন তাহা এই (১) সত্য (২) অহিংসা (৩) ব্রহ্মচর্য্য (৪) অস্বাদ (৫) অস্তেয় (৬) অপরিগ্রহ (৭, অভয়।



দেশের কাজ করিতে হইলে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে ও ভবিষ্যতের কোন ভাবনা, কি খাইব কি পরিব এসব ভাবনা আত্মীয় স্বজনের কি হইবে এ সব ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দেশের প্রতি সত্যকার প্রীতি হইয়াছে কিনা যাচাই করিতে হইলে নিজের সুখ সম্পদের ভিতরও দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য মনে কষ্ট জাগে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। ইহাকে বলা যায় সুখ স্বাচ্ছন্দেও দুঃখ অনুভব। উদাহরণ যেমন পুত্র যদি বিদেশে থাকে আর মা যদি কোন বিশেষ সুখ, ভাল খাবার ভাল পরার জিনিষ পান, অমনই পুত্রের কথা মনে হইয়া তাঁর সুখেও দুঃখ উপস্থিত হয়। সেই রকম যখন নিজেরা সুখের গৃহে থাকিয়া গৃহহীন অন্নহীন দরিদ্র দেশবাসী ইহাতে বঞ্চিত আছে ইহা ভাবিয়া দুঃখ হইবে এবং তাহাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করিবে—তখনই সত্যকার দেশপ্রীতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

## Dignity of poverty

One who cannot realise the pain of plenty cannot love his country."

দারিদ্র্যকে লোকে যখন উপেক্ষা করিতে পারে শুধু উপেক্ষা নহে নিজের আত্মোন্নতির সহায় বলিয়া দারিদ্র্যকে গৌরবের সহিত বরণ করিয়া নিতে পারে তখনই দারিদ্র্য আর দুঃখের থাকেনা সুখেরই হয়। বিবেকানন্দ আমেরিকায় যখন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন তখন রাত্রিতে (এই ভাবিয়া মেঝেতে) লুটাইয়া কাঁদিয়াছেন যে আমার দেশের লোক কত কষ্টে আছে আর আমি এখানে এত সুখে আছি। তাঁর কাছে সে সুখ তখন বিষের মত লাগিয়াছিল। মহাত্মাজী খদ্দর প্রচারের আরম্ভে তাঁর মনে হইল আমার দেশ কটিবাস পরিহিত, কতলোক আছে তাদের তো কাপড়ই জোটেনা—আমিও কটিবাস পরিব এই বলিয়া তিনি তাহাই পরিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁর সঙ্গীরাও যখন ঐরূপ করিতে চাহিল—তখন তিনি বলিলেন যদি অকপটে দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করিয়া এইরূপ করিতে চাও তবে করিও নচেৎ কপটতার অর্থাৎ বাহিরে এক মনে অন্য রকম এভাব রাখিয়া করিওনা।

**হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের জন্য চাই তপস্যা।** এই তপস্যা আমাদের করিতে হইবে। তপস্যা করিবার লোকের সংখ্যা প্রথমে অল্পই হয়। কিন্তু তা'দ্বারাই অনেক কাজ হইতে পারে। একমাত্র মহাত্মাজী কত করিতেছেন ও তাঁর সংস্পর্শে আসিয়া অল্প সংখ্যক লোক কতই করিতেছে।

ঢাকা—৬ই অশ্বিন, ১৩৩৮

---

# স্মরণে

শ্রীবসুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়; (প্রবাসী মানভূমী) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

১লা শ্রাবণ তারিখটি মানভূমের জীবন পঞ্জীতে বিশেষ একটি তিথিরূপে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। এই একই দিবসে আজ হইতে পনেরো বৎসর পূর্ব্বে মানভূমের মেরুদণ্ড, দেশের গৌরব, লোকচিত্তে মুক্তি সমরের উন্মাদনের সৃষ্টিকর্ত্তা, জ্ঞানবৃদ্ধ, কর্ম্মবীর ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এই মহামানবের মৃত্যু দ্বারা যে দিবসটি স্পৃষ্ট ও পবিত্রীকৃত, মানভূমের ইতিহাসে তাহা এক অবিস্মরণীয় আসনে অক্ষয় স্মৃতি পাইয়া গিয়াছে।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র ছিলেন মানভূমের ঘোর অমানিশার উজ্জ্বল নক্ষত্র। সমগ্র জেলা যখন গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, স্বার্থকামী বিদেশী শাসনের নিষ্পেষণ জনগণের বুকের উপর পুঞ্জিভূত হইয়া তাহাদিগকে অসাড় ও নির্জীব করিয়াছিল, তখন আলোক বর্ত্তিকা হস্তে তিনি পথ প্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কেতে অন্ধ মূঢ় জেলা-বাসী মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছিল। তাঁহার কম্বুকণ্ঠে যে বাণী নিনাদিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তন্দ্রাতুর মানভূমবাসীর চমক ভাঙ্গিয়াছিল, জাড্য ও ভীরুতা পরিহার করিয়া স্বরাজ সিদ্ধির পথে সকলে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

যে দিন ঋষি নিবারণচন্দ্র স্থানীয় জিলা স্কুলের চাকুরী (প্রধান শিক্ষকতা) হইতে বিদায় লইয়া আপনার সকল চেষ্টা, সকল সাধনা দেশের জনগণকে, বিশেষ করিয়া মানভূমকে, জাগাইবার কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন মানভূমের ইতিহাসে তাহা একটি স্মরণীয় দিন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ ভাবে মানভূমে দেশের কার্য্যে আপনাকে নিঃশেষ বিলাইয়া দিবার চেষ্টা আর কেহ

করেন নাই—তাই আমরা মানভূমবাসীরা আজ তাঁহার নামোচ্চারণেও গর্ব্ব অনুভব করি।

প্রেম ও ত্যাগ এই দুইটি অস্ত্রের প্রভাবে তিনি জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষকরূপে তিনি দেশের আশাস্তম্ভ তরুণ সম্প্রদায়কে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মানভূমে দেশাত্মবোধের বীজ তিনি যাহা বপণ করিয়াছিলেন আজ তাহা বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। যখন তিনি জাতীয়তার মুখপত্র "মুক্তি"র সম্পাদকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন লোকমতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত না, ক্ষীণা স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাহা প্রবাহিত হইত। আজ দেখিতে পাই বর্ষার বারিপাতে স্ফীত ফেনিল, জলরাশি বহুল বিশালকায়া নদীর ন্যায় দুকূল প্লাবিত করিয়া লোকমত উচ্ছ্বসিত হইয়াছে. তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে ঐরাবতও ভাসিয়া যাইবে—তাঁহার এই অবদান মানভূমবাসীগণ চিরদিন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়, সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিবে।

তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবন, কর্ম্মজগতের রঙ্গমঞ্চে এক মহান আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কর্ম্মযোগী ঋষি ছিলেন। দেশ মাতৃকার সেবা, ইহাই ছিল তাঁহার ব্রত। ভগবানের জাগতিক বিধানেও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সমাজের বক্ষে ও বিশ্বের লীলায়িত গতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। মানভূমের তথা সমগ্রের দেশের উন্নতি সাধন, দেশবাসীর স্বরাজসাধনায় সিদ্ধি—ইহা ছাড়া অপর কোন কামা তাঁহার ছিল না। তাই প্রখর কর্ম্মসাধনার প্রদীপ্ত হোমানল জনগণের মধ্যে তিনি জ্বালাইয়াছিলেন। ত্যাগ ও প্রেমে উজ্জল মনীষায় প্রদীপ্ত বহুমুখী প্রতিভায় সমলঙ্কৃত এবং বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহাপুরুষ সমগ্র ভারতবর্ষের সমক্ষে মানভূমের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবনে নিরাশার ছায়া কখনও পড়ে নাই। যখন মেঘ মেদুরাম্বর, চারিদিকেই ঘনঘটা বিপদ ভ্রুকুটী-ভঙ্গে তাঁহার দিকে চাহিতেছে, তখনও তাঁহার উদ্যম, উৎসাহ যুবকদিগকেও পরাভূত করিত। যাঁহারা তরুণ তাঁহাদিগের সান্নিধ্য তাঁহার নিকট বড়ই প্রিয় ছিল। বাস্তবিকপক্ষে তিনি চিরনবীন ছিলেন—বার্দ্ধক্য তাঁহার মনকে কখনও আশ্রয় করিতে পারে নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই রাঁচীতে রোগশয্যাতে থাকিয়াও তিনি মানসিক কর্ম্মে, দেশের সেবায় নিজেকে রত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই যুব-জন-সুলভ বিপুল উৎসাহ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল। বুকভরা উৎসাহ লইয়া তিনি মানভূমের অতি দুর্গম পল্লীতেও ছুটাছুটী করিয়া অজ্ঞ গ্রামবাসীগণকে আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। মানভূমের তথা দেশের জন্য তাঁহার ব্যথা ও ব্যাকুলতা, মানভূমের দুর্দ্দশা দূর করিবার তাঁহার আগ্রহ—এ সকলের উৎস ছিল তাহার মানুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম। মানভূমের জনগণের প্রতি অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসা।

তাই যখন সকলে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, অবসাদে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, সেই সঙ্কট সময়ে তিনি বংশীধ্বনি করিয়া দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা বোধ জাগাইবার জন্য এক অভিনব উন্মাদনা আনিয়াছিলেন। এ যে কি উন্মাদনা, কি আশাবাদী অনুপ্রেরণা তাহা হৃদয়বৃত্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন।

শিক্ষা দীক্ষার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ, নবভারতের নব আদর্শে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত. মানব প্রেমের পূর্ণতায় বিভোর জাতীয়তার গৌরবে উন্নতশির—কর্ম্মযোগী ঋষি নিবারণচন্দ্র আজ ইতিহাসের সুমেরু শিখরে অধিরূঢ়—আর আমরা সেই সুমহান ইতিহাসের উত্তরাধিকারী বলিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই মৃত্যুঞ্জয়ী, পুরুষসিংহ একদিন মানভূমবাসীর হৃদয় রাজ্যের দেবতা মনোরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। শুধু মানভূমের জনগণই নয় দেশের যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সকলেই আজ তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিতেছেন। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তিনি যে কার্য্য অবিচলিত নিষ্ঠা ও উদ্যমের সহিত করিয়া গিয়াছেন তাহার অবদান মানভূম জিলাবাসীর শ্রদ্ধানম্র চিত্তে চিরভাস্বর হইয়া থাকিবে।

এই যুগলব্ধ মহামানব আজ শান্তির ক্রোড়ে চির-বিশ্রামে মগ্ন। কিন্তু কালের রথচক্রের উপর তিনি যে কীর্ত্তি বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও স্খলিত হইবার নহে।

---



## পঞ্চদশ স্মৃতি বার্ষিকী

আমাদের পরমপ্রিয় ঋষির দেহাবসানের দিন-টিকে অতিক্রম ক'রে বিশ্ব-ঋতুচক্র দুঃখে সুখে, আশায় বেদনায়, স্মৃতি ও বিস্মরণের দান বহন ক'রে পঞ্চদশ বর্ষ পার হয়ে এল। আজ পঞ্চদশ বর্ষ শেষের শ্রাবণ-পরিক্রমা। তাঁর শেষ বিদায় দিনের স্মরণ-তীর্থ। আজ আমাদের স্মরণের বেদীতে অবিস্মরণের দীপ তুলে ধরবার অনুষ্ঠানের দিন।

দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের পথ হ'তে এই পঞ্চদশ বর্ষ কখন পার হ'য়ে গেল। যেন মনে হয় এই সেদিন তাঁর শেষ হাসিটুকু চির-বিদায় নিয়েছে। প্রাণস্পর্শের জীবন, ভালবাসার জীবন যেন নিমেষেই কখন শেষ হ'য়ে যায়। আমাদের বেদনারও যে স্মৃতি—তাকে বেদনার আলোয় মহৎ মূল্যে পাবার জন্যে মহৎ আনন্দ-ভোগের যে ক্ষণ,—সেও যেন কখন আমাদের চাওয়ার অতৃপ্তিকে পিছনে রেখে বহুদূর এগিয়ে চলে যায়। কোনো শুভক্ষণে সচকিত হ'য়ে চেয়ে আমরা দেখি—আমরা পেলাম খুব কমই, কিন্তু আমাদের জীবনের সময় চ'লে গিয়েছে বহুদূর দূরান্তে। তাই নিত্যকার আমাদের মহৎ স্মরণের বেদনার সঙ্গে নিয়ে আসে আমাদের অক্ষমতার বেদনা,—আমাদের জীবন-সময়ের নিষ্ঠুর গতির উপলব্ধি;—আর তার মধ্য থেকে উন্মেষিত হ'তে থাকে আমাদের অন্তরে দায়িত্ববোধের চেতনার বীজাঙ্কুর।

আমরা জানি, দুঃখের সময়ের ক্ষণ আমাদের সংগ্রাম জীবনে কতো দুস্তর ব'লে মনে হয়। আমাদের সংগ্রাম-জীবনের ক্ষণও তার সুদুস্তরতার বোধ বহন ক'রে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। যে সংগ্রাম করছে আপন জীবনের অন্ধকারে—সত্যের আলোকোদ্ভাসিত দুয়ারগুলি খুলে খুলে যেতে,—সংগ্রামের তাপ ও বেদনার পরিমাপে সে জানে সময়ের সত্যকার পরিমাপ কতখানি। যে গভীর সজাগতায় না রইল, তার জীবনের তলা দিয়ে সময় কখন পার হ'য়ে গেল—ঘাটে বাঁধা নৌকোর তলা দিয়ে যেমন স্রোতের জল অনাবশ্যকতায় পার হ'য়ে যায়—তার সমস্ত বহন-শক্তি অন্তরে বহন ক'রেও। যে সচেতন রইল আপন অন্তরে—যে ঘাটের বাঁধন খুলে নৌকা ভাসিয়ে দিলে স্রোতের মুখে, সে তার আপন গতির মাপে সময়ের গতিকে সার্থকতায় উপলব্ধি করলে অগ্রগতির সংগ্রামকারিতায়। সময়ের গতির সঙ্গে মনকে ব্যাপৃত রেখে সময়কে উপলব্ধি করলে সে তার সত্যরূপে।

সময় চলে যাচ্ছে তার আপনরূপে আপন গতিতে; আমাদের মনের ব্যাপৃতির গভীরতা ও তার গতির মাপেই আমাদের সময়ের মাপ নির্দ্ধারিত হয় আমাদের জীবনে। জীবনের সঙ্গে সময়ের গতির এই আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধ। এ ব্যক্তিগত জীবনেও যেমনি সত্য জাতিগত জীবনেও তেমনি সত্য। যে আপন মনের ব্যাপৃতি ও গতি দিয়ে সময়ের গতিকে ওতঃপ্রোতঃ করতে পারলে না, সময় তার চলে গেল কখন দ্রুতবেগে অন্যমনস্কতার বাষ্প-নিঃশ্বাসে। যে পারলে, সময় তার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি পলকে অগ্রগতির সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, স্বেদার্দ্র তপঃক্লেশের মধ্য দিয়ে জীবনের ফলকে নিজ গতির মহিমাবোধ অঙ্কিত করলে—নব নব বেদনা ও নব নব ফলভার বহন ক'রে। জাগ্রত মনের জীবন ভূমির ওপর দিয়ে সময় তার গতিভার-চিহ্ন ও দান রেখে দিয়ে গেল সার্থকতায়।

নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতিজীবনের পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ আমাদের জীবনের পাশ দিয়ে কখন অতীত হ'য়ে গেল। এর মধ্যে আমরা কী পেয়েছি আমাদের

হিসাবে? আমরা কি পেরেছি তাঁর স্মৃতি বহনের দায়িত্ব-যাত্রাকে তার আপন সময়-যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যেতে? তাঁর মহান জীবনের দান গ্রহণের—তাঁর জীবন-লক্ষ্যের বীজ পরিবহনের যে আহ্বান তিনি রেখে গেছেন আমাদের কাছে, — তার কাজ কি আমরা সময়ের যোগ্য সচেতনতায় তার যথার্থ উপযোগে উদযাপন করেছি? আমরা করিনি বলেই সময় কখন দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের মনের অপূর্ণ জাগৃতির আড়াল দিয়ে পার হয়ে গেছে। তাই তাঁর স্মৃতির শুভ্র বেদীতে আজও সেই নির্মল দীপ শিখাটি স্নিগ্ধ আভায় জ্বলছে—যার শিখা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে কুটিরে কুটিরে প্রান্তরে প্রান্তরে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারিনি। আজ স্মৃতিপূজার আলোয় তার বেদনা যেন আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু যা পারিনি আজ তার হিসাব নিজেদের অক্ষমতাকে সত্যরূপে গ্রহণ করবার জন্যে নয়। তাকে অতিক্রম করার জন্যই এই হিসাব। এই মহৎ হিসাবের অনুষ্ঠানের যে প্রয়োজন আমাদের জীবনে রয়েছে তাকে রূপায়িত করতেই স্মৃতপূজার এই অন্যতম অনুষ্ঠান অঙ্গ। যা পারিনি স্মৃতি পূজার নিষ্ঠাস্পর্শে তাকে সার্থককরার শক্তি আমাদের হোক; স্মৃতি পূজার সেই হবে পরম সার্থকতা।

আমাদের স্মরণের বেদীতে যে পুণ্য শিখা আমরা জ্বালিয়ে রেখেছি, সেই শিখার পুণ্যভাতি আজ আমাদের অন্তরের বেদীপ্রান্তে উজ্জ্বল হ'য়ে সার্থক হ'য়ে প্রতিভাত হো'ক। প্রিয়-স্মৃতির আনন্দ-বেদনা-জড়িত অন্তরের নিভৃতপদ্মে সেই উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর হ'য়ে আমাদের হৃদয়কে প্রতিভাসিত করুক। তার পরমোজ্জ্বল শিখা—তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল তপোবহ্নি আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তকে, আমাদের সময়-যাত্রার প্রতি পদক্ষেপকে তাপদগ্ধ, উদ্ভাসিত, উপলব্ধ ও আলোকোজ্জ্বল করুক—এই প্রার্থনা।

অতুলচন্দ্র ঘোষ

---

## বিজ্ঞপ্তি

সহরে কলেরা ও অতি নিকৃষ্ট জাতীয় আমাশায় রোগ হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি সাবধানতা গ্রহণ করিতেছেন। সকলে কলেরার টীকা লউন।

---


## WANTED.

A Hindi Knowing Head Master at least I. A. having fair knowledge in Bengali, for Lagda Middle School. Preference to local Candidate. Apply to Secretary by 25-7-50.

Jitendra Kumar Banerji.
Secretary, Lagda Middle School.
P. O. Lagda, (Manbhum.)

---

প্রকাশিত হইল সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত
সর্ব্বত্র প্রচলিত গৃহে গৃহে গীত

## বৃহৎ মনসা মঙ্গল

ইহাই সেই "শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল" বিরচিত প্রামাণিক গ্রন্থ।

মূল্য মাত্র ২৲ টাকা

প্রকাশক
দোলগোবিন্দ দত্ত
কালীতলা, পুরুলিয়া মানভূম।


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই শ্রাবণ ১৩৫৭, ২৪শে জুলাই ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## মুক্তি প্রেস

**সর্বপ্রকার ছাপাইবার কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।**

আপনার প্রয়োজনীয় ছাপাইবার কাজ সুন্দররূপে মুক্তি প্রেসই করিয়া দিবে।

( ১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে )

রাস্তাটি উচ্চ নীচ বা গর্ত্তবহুল হইলেও চলাফেরা করা সম্ভব ছিল কিন্তু ঐ নর্দ্দমার কাদা বিছাইয়া রাস্তাটিকে নর্দ্দমা করা হইয়াছে। রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর মাঝখান দিয়া আসার পর এই রাস্তাটীতে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে যদি বা হাতড়াইয়া বাড়ী পৌছান যাইত এখন মৃত্যুভয় সাথে লইয়া এখানে ন ওখানে কাছাড় খাইয়াও বাড়ী পৌছান মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে।

এখানের অধীবাসীরা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স দেয় এবং মিউনিসিপালিটীর নাখরাজ প্রজা কেহই নন কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তাদের এই ঔদাসিন্য দেখিয়া অপরের ইহাই মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কর্ম্মকর্ত্তাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ বৈদ্যুতিক আলোগুলি চোখে করিয়া বহিয়া আনা চলেনা বরং ঐ আলোতে চোখ ধাঁধিয়া গিয়া অপরকে আরও কানা করিয়া দেয় ইহা তাঁহাদিগকে এখন বুঝাইতে গেলেও হয়ত বুঝিতে পারিবেন না।

বিনীত—

সর্বশ্রী সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী, সরোজিনী কান্ত নন্দী, কালীকুমার মুখার্জ্জি, অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এন, দাস, বি, এন, চক্রবর্ত্তি, কিশোরী রায়, সেখ আব্দুল বারি।

---

## থানার লোক যাইতে চায়না কেন?

মহাশয়,

পটমদা থানার অন্তর্গত লাওয়া মৌজার মধ্যে গৌর নাপিতের ২৬শে আষাঢ় রাত্রে সিঁদ কাটিয়া কতকগুলি লাহা, কাপড় ও বাসন ঘর হইতে বাহির করিয়া চোরে লইয়া যায়। সকালে গৌর নাপিত আমার কাছে আসে। আমি বলিলাম—থানায় খবর দাও। সে বলিল—আমি থানায় যাইবনা উহারা আমাকে মারিবে। আমি রোগা শরীরে মার খাইতে পারিবনা। আমার পয়সা নাই—আমি কাহাকে চোর বলিব? আমি বলিলাম তবে তুমি যা পার কর।

পরে ২৭শে আষাঢ় বনডি টোলার মাতলা মাঝির স্ত্রী সকালে বলে—আমার আজ সিঁদ কাটিয়া চোরে ৩৷৹ মণ চাউল ও বিরি কলাই ⁄২৷৹ সের লইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম থানায় জানাইয়াছ? সে বলিল—আমার পয়সা নাই। আমাদের পুলিশের থানাগুলির যে এইরূপ খ্যাতি হইয়াছে যে লোকের ঘরে চুরী হইলেও তাহারা থানায় খবর দিতে চায়না—ইহা উপেক্ষার কথা নয়।

শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার।

---

## কোরিয়ার যুদ্ধ সংবাদ

**২১শে জুলাই** পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে উত্তর বাহিণীর আক্রমণের সম্মুখে মার্কিন বাহিণী ক্রমাগত মার খাইতে খাইতে পিছু হটিতেছে। আমেরিকা বাহিণী কোন দিক দিয়াই বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছেনা। ইতিমধ্যে উত্তর বাহিণী দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক রাজধানী তায়োজেন অধিকার করিয়া লইয়াছে।

**পণ্ডিত নেহরুর শান্তি প্রস্তাব**—কোরিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু একটা আপোষে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক মার্শাল ষ্টালিনের নিকট দুইখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে পণ্ডিত নেহেরুর নিকট এই শান্তি প্রস্তাব সম্বন্ধে যে অভিমত আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে—আমেরিকা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রকাশ যে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী রূপে অভিহিত করিয়া সর্বাগ্রে যুদ্ধ বিরতি ও উত্তর কোরিয়া সৈন্যের অপসারণ প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন।

মার্শাল ষ্ট্যালিন—শান্তি প্রস্তাবের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরুকে এই মর্মে জানাইয়াছেন যে—"শান্তি স্থাপনের জন্য আপনার প্রচেষ্টায় আমি আনন্দিত। নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রজাতন্ত্রী গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি সহ পঞ্চ শক্তির প্রতিনিধিদের বাধ্যতামূলক যোগদানের পর নিরাপত্তা পরিষদের মারফত কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি একমত। আমার মনে হয় যে কোরিয়া সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে কোরিয়ার জন সাধারণের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে।"

কিন্তু এদিকে আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদে প্রজাতন্ত্রী (কমিউনিষ্ট, চীনের কোন প্রতিনিধিকে অথবা কোরিয়ার কোন প্রতিনিধিকে স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ নারাজ)।

**বৃটিশেরও শান্তি প্রচেষ্টা**—কোরিয়ার যুদ্ধের শান্তি সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতেও রাশিয়ার সহিত পত্রালাপ চলিতেছে।

**আমেরিকার বিরাট সমরসজ্জা**—আমেরিকা এদিকে কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া বিরাট সমরসজ্জা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীময় যে অবস্থা চলিয়াছে তাহাতে ইহাই মনে হয় যে শীঘ্র এই যুদ্ধ বন্ধ হইয়া শান্তি স্থাপনের কোন আশা নাই।

---



# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ৮ই শ্রাবণ সোমবার

## কোরিয়ার যুদ্ধ ও ভারতের দ্রব্যমূল্য

কোরিয়ার যুদ্ধ এখনও চলিতেছে এবং চলিবে বলিয়াই দেখা যাইতেছে। ইহার পরিণতি কোথায় কি ভাবে কি রূপ লইবে তাহা বর্ত্তমানে সঠিক বলা দুরূহ। এই যুদ্ধ তৃতীয় মহাযুদ্ধের সর্ব্বধ্বংসীরূপ লইতে পারে ইহাও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

ভারতে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যে সব বিষয়ে দেখা দিতেছে তাহার মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যমূল্যের অকস্মাৎ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মশলা হইতে বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ইতিমধ্যে অতি দ্রুতগতিতে চড়িতেছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার হইতে উধাও হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারত গবর্মেণ্টের সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা ভারত গবর্মেণ্ট এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে এবং তাহারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে সাবধান করিয়া সুস্পষ্টস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে—দ্রব্যমূল্য বাড়িতে দেওয়া হইবে না এবং গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

দেশের পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও ধনপতিগণ ইহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধ লাগিতে পারে এরূপ হিসাব করিয়া তাহারা বিদেশ হইতে আমদানী এবং স্বদেশের কোন কোন দ্রব্য কিভাবে কোথায় উধাও করিয়া রাখিতে হইবে এবং কিভাবে কখন তাহা ছাড়িতে হইবে তাহার পরিকল্পনা এখন হইতে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। দেশের মধ্যে ইহার প্রকাশ নানাভাবেই দেখা যাইতেছে।

দেশের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ইহা যে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা মানুষের দুর্দ্দশা ও দুঃখকে নিজেদের পণ্যরূপে ব্যবহার করে এবং ইহার উপরেই যাহাদের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে তাহারা নিজেদের গৃধ্নুধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় মানুষের চরম দুর্দ্দশার সুযোগ লইবার আশায় যে অপেক্ষা করিবে—গত মহাযুদ্ধ হইতেই দেশবাসী তাহার জীবনের মূল্যে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী শাসনের পেষণযন্ত্রে দেশবাসীকে তখন এ বিষয়ের প্রতিকারে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এখন সে অবস্থা না থাকিলেও একটা বিপর্য্যয়জনক যুদ্ধের কল্পনা করিয়াই দেশে যে একটা পূর্ব সঙ্কটের সূচনার পূর্বাভাষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে দেশবাসী শঙ্কা অনুভব না করিয়া পারিতেছে না। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিয়া আরও বেশী শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। এখন ভারতবর্ষের স্বাধীন গবর্মেণ্টের শাসনকালেও দেশবাসীর এরূপ শঙ্কা কেন তাহা বাস্তবিকই বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

প্রথমতঃ এই সমস্ত গৃধ্নুধর্ম্মী ধনপতি, পুঁজিপতি ও বণিকপতিরা নির্ভয়। কারণ গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহারা দেখিয়াছে যে গবর্মেণ্টের দু একজন সদিচ্ছাসম্পন্ন মন্ত্রী যাহাই বলুন না কেন আসলে যাহাদের উপর তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার, তাহারা কোন ক্রমেই তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। প্রভূত অর্থের যে ক্রয় শক্তি আছে খুব কম রাজপুরুষই তাহার সেই ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে পড়ে। বরং বহুক্ষেত্রে ইহারাই তাহাদের রক্ষক হইয়া—তাহাদের পথ সুগম করিয়া দেয়। গত তিন বৎসরের কংগ্রেস শাসনের ইতিহাস এই অবস্থাকে অতি শোচনীয়রূপে পরিস্ফূট করিয়া দিয়াছে যে—আইন যাহাই হোক না কেন, সাবধানবাণী যতই কঠোর হউক না কেন—আবেদন যতই মর্ম্মস্পর্শীই হোক না কেন ধনেশ্বরগণকে অসন্তুষ্ট করিয়া বা তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করিয়া গবর্মেণ্ট চলিতে পারিতেছে না।

দেশের লোকের দুইবেলা জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা যতই কমিয়া চলিয়াছে, এই সমস্ত ধনেশ্বরদের—মানুষ, প্রতিষ্ঠান এমন কি গবর্মেণ্টকেও ক্রয়ের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই কেবল

মাত্র—যে ভবিষ্যত আসিতেছে তাহা যদি সত্য সত্যই মহাযুদ্ধের সর্বধ্বংসী উপাদানে পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দেয় তখন এইসব ধনেশ্বরগণ মানুষের দুর্দ্দশার শ্মশানে যে পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের আশায় উৎফুল্ল হইয়া দিন গুণিতেছেন, তাহার কথা স্মরণ করিয়াই আমরা একথা বলিতেছি। ভারত গবর্মেণ্ট যদি সত্যই ইহাদের বিষাক্ত দংশন হইতে দেশবাসী তথা ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে চাহেন তবে জন্মেজয়ের মতই তাহাদের সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শুধু সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বা গুটিকয়েক খুচরা দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিয়া বর্ত্তমান বা অদূর ভবিষ্যতের শঙ্কাজনক সম্ভাবনাকে ঠেকান যাইবে না। গবমেণ্ট যদি ইহা করিতে অপারক হন তবে দেশবাসীই বাঁচিবার স্বাভাবিক প্রয়োজনেই তাহা করিতে বাধ্য হইবে। এবং তাহার ফলে যে অবস্থা আসিতে পারে বা আসিবে তাহাকে উপলব্ধি করিবার জন্যই আমরা দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যুদ্ধের অজুহাতে বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে মহড়া এখন হইতে সুরু হইয়াছে ইহার গুরুত্ব কোন দিক দিয়াই এতটুকু উপেক্ষা করিবার নয়। কংগ্রেস তথা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ব্যবস্থার ফলে দেশের এই অহি-কুলের দংশন ক্ষমতা ক্রমশঃ এমন ভাবেই বাড়িয়া চলিয়াছে যে গবর্মেণ্টের সদিচ্ছা থাকিলেও তাহা তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে অধিকতর সঙ্কটের আগমনের উৎফুল্লতায় ইহারা নিজেদের বিষদাঁতে যে ভাবে সান দিতেছে তাহাতে একমাত্র সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাদের সমূলে উৎসাদন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আমরা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম মাত্র।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**পুরুলিয়ায় ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার—** বর্ত্তমান সপ্তাহে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার সাহেব পুরুলিয়াতে আসিয়া জিলার খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম। তিনি বার লাইব্রেরীর কতিপয় প্রতিনিধির সহিত বিশদভাবে খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ যে তিনি এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একদিন বরাবাজার, বান্দোয়ান ও পটমদা অঞ্চলেও গিয়াছিলেন। ইহার পরে গবর্মেণ্ট এখানকার খাদ্যের দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা একেবারেই কিছু করিবেন কিনা তাহা অবগত নহি। তবে একথা ঠিক যে সহরে এবং মফঃস্বলে অবিলম্বে কিছু ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। বিলম্ব হইয়া গেলেও এখনও প্রতিকারের ব্যবস্থা দুঃসাধ্য নহে।

---

**বরাবাজার বান্দোয়ান পটমদাতে বুটের ডাল ও গম**--প্রকাশ যে বান্দোয়ান, পটমদা ও বরাবাজার খাদ্যাভাবের প্রতিকার কল্পে কিছু বুট ও গম পাঠান হইয়াছে। বরাবাজার বান্দোয়ান পটমদায় প্রায় ৩০০ মণের ও অধিক বুটের ডাল ও দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ যে অধিকাংশ বুটের ডাল গুলি বেসনে রূপান্তরিত হইয়া পুরুলিয়াতেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। গমগুলি কিভাবে বিলি বণ্টন হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অনুসন্ধান যোগ্য। বরাবাজারে এই মর্মে ঢোল দেওয়া হইয়াছিল যে আদিবাসীদেরই গম দেওয়া হইবে। আদিবাসীরা কে কত পরিমানে সত্য সত্যই গম পাইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই কিন্তু গম যে বহু পরিমানে যেখান হইতে বিলি করা হইয়াছিল সেখানেই ফিরিয়া আসিয়া অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছুটা হদিস পাওয়া যাইবে। বান্দোয়ানে ও পটমদাতেও গম কিভাবে কাহাদের বটন করা হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধান যোগ্য। বান্দোয়ানে কিছু চাউলও নাকি অবশেষে পাঠান হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে যে সমস্ত খাদ্য শস্য দুর্দ্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের সাহায্যার্থ পাঠান হইয়া থাকে তাহার বণ্টন ব্যবস্থার ভার তাহাদেরই উপর দেওয়া হয় যাহারা নিজেদের অর্থলোভ ও লাভের ফলে জনগণের মধ্যে এই দুর্দ্দশা আনিবার জন্য বহুল পরিমানে দায়ী। মার্জারকে মৎস্য বিতরণের ভার দেওয়া আর ইহাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য বণ্টনের ভার দেওয়া একই কথা। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে কিছুই হয় না কেবল কতকগুলি লোক আরও কিছু বেশী পয়সা রোজগার করে মাত্র। এই সব বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

---

**ধানবাদে আশ্রয় প্রার্থী কেন্দ্র—**পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের লইয়া ধানবাদে একটি আশ্রয় প্রার্থী কেন্দ্র গবর্মেণ্টের অধীনে চলিতেছে। ইহাতে প্রায় ৬০ জন শরণার্থী বর্ত্তমানে আছে। গবর্মেণ্ট বোধ হয় ইহাকেই—মানভূমের আশ্রয় প্রার্থী শিবির বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই কেন্দ্রের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

**বাংলা ভাষা ও বিহারের রাজস্ব সচিব—**ধলভূম সম্পূর্ণ বাংলাভাষী হইলেও সেখানে জোর জবরদস্তি হিন্দী ভাষা চালাইবার অভিযান মানভূমের মতোই চলিতেছে। গত ১২ই জুলাই জেমসেদপুরের ১৫ মাইল দূরে কালিকাপুর নামক স্থানে ধলভূমের কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ধলভূমের শিক্ষাক্ষেত্রে আদালতে এবং অন্যান্য কোন ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার উচ্ছেদ চলিবেনা এবং রাষ্ট্র ভাষা প্রচারের নামে যে অর্থের অপব্যয় ও প্রাদেশিকতা প্রচার চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ১১ই হইতে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী ধলভূমের নানা স্থানে সফর করিয়া কর্মিদের বলেন যে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন বাংলাই হইবে। হিন্দী প্রচারের নামে প্রজাদের উপর যে উৎপীড়ণ চলিতেছে তাহা বন্ধ হইবে। তিনি আরও বলেন যে—বাংলা ভাষার বিনাশ করিবার কোন অভিসন্ধি বিহার সরকারের নাই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বাংলা ভাষার যে বিনাশ করিবার কথা বলে সে মহামূর্খ এবং ভারতের শত্রু। আমরা এখন ইহার উপর কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম কারণ মহামূর্খতা এবং ভারতের শত্রুতার সংজ্ঞা তিনি আজ যাহা করিয়াছেন তাহাতে কাহাকেও বাদ না দিয়া বহু ব্যক্তিকেই এই সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়।

---

## নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন

### ২৬শে আগষ্ট ভোট গ্রহণ

( শ্রীকালা বেঙ্কটরাওয়ের নির্দ্দেশ )

নয়াদিল্লী, ২০শে জুলাই—জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য কিরূপ পদ্ধতি অনুসরণীয় তৎসম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা বেঙ্কট রাও নিম্নোক্ত নির্দ্দেশ প্রচার করিয়াছেন :—

নাসিকে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নোক্ত কার্য্যসূচি অনুযায়ী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইবে :—

৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৫ টার পূর্ব্বে মনোনয়নপত্র পেশ করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ১৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৫ টার পূর্বে। নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ (একাধিক নির্বাচনপ্রার্থী থাকিলে) ২৬শে আগষ্ট। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ভোট সম্পর্কে জ্ঞাপন—২৭শে আগষ্ট। ভোটের ফলাফল ঘোষণা—২৮শে আগষ্ট।

এই প্রসঙ্গে আমি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১৬ ধারার প্রতি প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ ধারার (ক) প্রকরণ নিম্নোক্তরূপ :—

যে কোনও ১০ জন প্রতিনিধি সমবেতভাবে ১১ ধারা অনুযায়ী যোগ্য বলিয়া বিবেচিত কোনও প্রতিনিধি বা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতির নাম কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনের সভাপতির পদের জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন। ওয়াকিং কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ঐ নাম সম্বলিত প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট পৌছান চাই।"

মনোনয়নপত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট ফরম নাই। প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নের প্রস্তাবে অন্ততঃ ১০ জন প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকা চাই। স্বয়ং, পত্রবাহক মারফত অথবা ডাক-যোগে উক্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা চলিবে। ৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৫ টার পূর্ব্বে উক্ত প্রস্তাব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌছান চাই। কোন একজন প্রার্থীর পক্ষে যতগুলি ইচ্ছা মনোনয়নপত্র পেশ করা যাইবে।"

### বার্ষিক অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ

বোম্বাই ১৯শে জুলাই—সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে নাসিক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতির অস্থায়ী সভাপতি শ্রী বি, এস হীরে জানান

তিনি আরও নানান যে, প্রতিনিধিদের জন্য কুটীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত কুটীরগুলিতে প্রায় দুই সহস্র প্রতিনিধির বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। কুটীরগুলিকে প্রাচীরের সাহায্যে প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হইবে। কক্ষগুলির আয়তন অনুযায়ী ৪ হইতে ১২ জন প্রতিনিধি তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন। তার ও ডাক ঘর, রেলওয়ে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির অফিস ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি অতঃপর জানান যে, দেশরক্ষা দপ্তর প্রত্যহ ৭৫ হাজার গ্যালন জল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য বর্ত্তমানে অর্থ সংগ্রহার্থ বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করিতেছেন।

### কংগ্রেস সভাপতির নিকট জ্যোতির্বিদের পত্র

নয়াদিল্লী, ১৯শে জুলাই—প্রকাশ জনৈক বিশিষ্ট জ্যোতিবিদ কংগ্রেস সভাপতির নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, ১২ই সেপ্টেম্বর সূর্য্য গ্রহণের দিবস কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইলে উহা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে শুভ হইবে না।

---

## পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

### ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ তারাপদ রায়ের বিবৃতি

গত প্রায় একমাস যাবত পুরুলিয়া সহরে ইতঃস্তত বহু ব্যক্তির দাস্ত ও বমি হইতেছে। গত ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত এইরূপ ৪৬টি রোগীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে ১৭ জন মারা গিয়াছে। বারবার মল পরিক্ষা করিয়াও কলেরার অনুকূলে কোন কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুরুলিয়ার সিভিলসার্জনের সহিতও এ বিষয়ে পরামর্শ করা হইয়াছে। যাহা হউক সর্ব্বপ্রকারে কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থাই লওয়া হইয়াছে। সামূহিক-ভাবে টীকা ও সর্ব্বত্র জল—রোগ বীজাণু হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য একজন ডাক্তারের অধীনে বিশেষ কর্মচারীদের নিয়োগ করা হইয়াছে।

এক্ষেত্রে ইহা উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না যে কিছুদিন হইল দেখা যাইতেছে যে সহরে মেথর এবং সাফাইয়ের কাজ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ ডি, সি, সিবিল-সার্জন এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মারফত মিউনিসিপ্যালিটী অফিসে আসিতেছে। অসুবিধা এই যে, ইহাতে অভিযোগগুলি পাইতে বিলম্ব হইতেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সে সম্বন্ধে প্রতিকারের কাজেও দেরী হইতেছে। অবশ্যই এ সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির পর্য্যাপ্ত পরিমানে কর্মচারী এবং সাজসরঞ্জাম নাই। সরকারী পেট্রোল যাহা দেওয়া হয় তাহা নিতান্ত কম। তাহা ছাড়াও নানাপ্রকার অসুবিধা রহিয়াছে। ইহা সত্বেও আমরা অভিযোগ পাইলেই অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিব। আমরা যে কোন অভিযোগ মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে বিলম্ব না করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। কয়েকটি তথাকথিত কলেরা কেসের সংবাদ বিলম্বে পৌছার জন্য তাহা মারাত্মক হইয়া পড়িয়া ছিল।

শ্রীতারাপদ রায়

---



# জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, পরিচালক মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ জেলার উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ২১।৭।৫০ তারিখে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:

জেলার বিঘ্নজনক খাদ্যপরিস্থিতি যাহা কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাবনতির দিকে চলিতেছিল তাহা বর্ত্তমানে অপর একটি স্তরে উপনীত হইয়া ব্যাপক আসন্ন একটি সংকটের অবস্থায় পরিণত হইতেছে। খাদ্যশস্যের বাজার এতদিন পর্য্যন্ত টানাটানির পর্য্যায়ে চলিতেছিল; তাহা এখন প্রায় না থাকার পর্য্যায়ে উপনীত হইতে চলিয়াছে। এবং পরবর্ত্তী একটি সংকটতর অবস্থার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বিহারের কয়েকটী জেলায় খাদ্যাভাবের যে নিদারুণ সংকট বিপজ্জনকভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে —পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থা এইভাবে চলিতে থাকিলে, খাদ্যাভাবের নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন মানভূম জেলার পরিস্থিতিও শীঘ্রই ঐরূপ বিপজ্জনকরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে—তাহার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

### সুনিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক ব্যবস্থার অভাব

বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি দৃষ্টে প্রাদে-শিক সরকারের আপন প্রদেশের খাদ্যব্যবস্থাকে একটি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা ধারায় নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। সমগ্র বিহারের এবং আনুসঙ্গিক-ভাবে মানভূমের খাদ্য ব্যবস্থাকে বিহার সরকার সেরূপ কোনো ধারাপূর্ণ সামগ্রিক বা দীর্ঘমেয়াদী বিধি-ব্যবস্থায় বা সময়োপযোগী কোনো কার্য্যকরী ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই বা চেষ্টাও হয় নাই। এবং সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে ও সমগ্রভাবে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগও দেন নাই—ইহা তাঁহাদের কার্য্যধারা হইতে বুঝা গিয়াছে। বিভাগীয় মন্ত্রীগণ বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়গুলি লইয়া গতানুগতিক কার্য্যধারা পরিচালনা করিয়াছেন। এবং এই সকলের ফলে সমগ্র বিহারে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করিয়া কয়েকটি জেলায় ও মানভূমে সংকটজনকভাবে, বিঘ্নসংকুল খাদ্য পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে।

### মানভূম ও সরকারী দায়িত্ব

আমাদের জেলায় ক্রমাবনতির যে ধারা কিছুকাল ধরিয়া দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতেছিল, তাহা রুদ্ধ করিবার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই মানভূমের জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা আমাদের লোক সেবক সঙ্ঘ সরকারকে জেলার সম্যক অবস্থা ও সম্ভাব্য সংকটজনক পরিণতির কথা গুরুত্ব সহকারে জানাইয়া আসিতেছেন। সেই সকল সত্য-বিবরণকে অস্বীকার করিয়া ও সহজতর প্রতিকারযোগ্য অবস্থাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া সরকার বর্ত্তমান অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্বে দায়ী হইয়াছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা সংকটতর হইলে তাহার জন্যও সরকার দায়ী হইবেন। খাদ্য শস্যের পরিস্থিতি আজ মূলতঃ ও সম্পূর্ণতঃ সরকারের অধিকার ও ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধীন। সেজন্য খাদ্যসংকটের প্রধান দায়িত্ব যাহা কিছু তাহা সংশ্লিষ্ট সরকারেরই।

### জেলার বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি

বিবিধ অবস্থা বিপর্য্যয়ে ও নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থার ফলে জেলার খাদ্য শস্যের ভাণ্ডার আজ শূন্যপ্রায়। ইহা আজ এক গভীর অনটনের পর্য্যায়ে উপনীত। খাদ্যমূল্য জনগণের স্বাভাবিক ক্রয়শক্তির বহু উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া ক্রমান্বিত উর্দ্ধতর হইবার রূপে অবস্থিত। কোনো কোনো অঞ্চলে ইহার উর্দ্ধগতি ভয়াবহ। কোনো কোনো অঞ্চলে শস্যের অনটন প্রায় অপ্রাপ্যের রূপে পরিণত। আগামী ফসলের সময়ও নিকটে নয়। এবং দুঃসময়ের সহায় জনার প্রভৃতি ফসলের ভাগ্যও বর্ষণের অনিয়মিত প্রকাশে অনিশ্চিত। যে সকল অঞ্চলে মানভূমের অধিকাংশ জনার প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয় সেই সকল অঞ্চলে ইহা বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগামী ধান্য ফসলের ভাগ্যও আশাজনক নয়। অনটনে ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে নিপীড়িত জেলার দরিদ্র কৃষককুল

উপযুক্ত ব্যবস্থা শক্তির অভাবে ও বীজধানের অপ্রাচুর্য্য হেতু সর্ব্বত্র কৃষিকর্ম্ম ঠিকভাবে করিয়া উঠিতে পারে নাই।

পর পর ১৯৪৭ সালে ও বিশেষ করিয়া ১৮৪৮ সালে শস্যের উৎপাদন কম হওয়ায় এবং নির্ব্বিচারে জেলা হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ চাউল ধান্য বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় জেলার সাধারণ ধান্য ভাণ্ডারের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তাহার উপর গত বৎসর জেলার ধান্য উৎপাদনের অবস্থা বিশেষ খারাপ হওয়ায় বর্ত্তমান বৎসরে অনটন খুবই প্রকটরূপে দেখা দেয়। এবং তাহা সত্বেও সরকারী ব্যবস্থায় জেলার ধান্য রপ্তানি অব্যাহত থাকিয়া জেলার ভাণ্ডারকে শূণ্যপ্রায় করে। এই সকল সংকটের উপর জনসাধারণের দুশ্চিন্তা এই যে, কেনা-বেচার ভাগ্য যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের দয়াহীন ও অবাধ অবিচারময় কর্ম্মনীতি জেলার খাদ্য পরিস্থিতিকে নিয়তই আরো ভয়াবহ রূপদান করিতে থাকিবে; এবং এখনও করিয়াই চলিয়াছে।

## বর্ত্তমান খাদ্যমূল্য ও সরকারী নীতি

জেলার খাদ্যমূল্য সম্বন্ধীয় তথ্য এই যে,—মানভূমে সরকারী নির্দ্ধারিত সাধারণ চাউলের মূল্য যাহা ১৪।০ এবং সরকার কাগজে কলমে যাহা সর্ব্ব অবস্থায় অপরিবর্ত্তনের নীতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ নিজস্ব নীতি বহির্ভূতভাবে বিবিধ পন্থায় যাহার উর্দ্ধ মূল্যে খরিদ করিয়া গিয়াছেন, সেই নির্দ্ধারিত মূল্য হইতে বর্ত্তমান মূল্য কোথাও বা এখন প্রায়-দ্বিগুণ কোথাও বা দ্বিগুণ। জেলাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল রূপে গণ্য করিবার জন্য এবং জেলার প্রতি রপ্তানি ও শোষণ পন্থা অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনে সরকারকে এই দ্বৈতনীতি অনুসরণ করিতে হইয়াছে। ঘাটতি অবস্থার অঞ্চলে যেখানে সহায়তা দেওয়ার দরকার ছিল, সেখানে সরকারের রপ্তানি-পন্থা এবং সরকারের এই ধরণের খরিদ-পন্থা কেনা-বেচার বাজার ও তাহার খাদ্য মূল্যকে অস্বাভাবিক করিয়াছে। সরকারের এই দ্বৈত-নীতির জন্য, সরকারের নিয়োজিত খরিদকারী এজেন্টদিগকে অস্বাভাবিক অবস্থা ও কর্ম্মের ভিতরে কাজ করিতে হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে—বাজারে যখন ১৮৲-২৩৲ টাকার কমদরে চাউল অপ্রাপ্য ছিল তখনও সরকার নিজ নির্দ্ধারিত ঐ মূল্য বাস্তব অবস্থার অনুযায়ী বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং ঐ দরে জেলার বাজারে যথেষ্ট চাউল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যের কথা দূরে থাক— বর্ত্তমান বাস্তব বাজারের বর্দ্ধিত হারের মূল্যেও চাউল পাওয়া জেলার লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য, কোথাও অসম্ভব হইতেছে। সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল অপ্রাপ্য হইলেও, সরকার কখনো ঐ মূল্যে জেলার জনগণকে চাউল সরবরাহেরব্যবস্থা করেন নাই বা চেষ্টাও করেন নাই। এবং জেলার বাজারে যাহাতে ঐ দরে জনগণের জন্য চাউল পাওয়া যায় তাহারও দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন নাই।

## জেলার আসন্ন অবস্থা

এখন জেলার সম্মুখে অবস্থা কি তাহাই বিবেচ্য। জনসাধারণের সব চেয়ে বড় বিপদের সময় শ্রাবণ হইতে আশ্বিন। ধূমায়িত দুর্ভিক্ষের মূর্ত্ত প্রকোপ এই সময়েই নগ্নরূপে প্রকাশিত হয়। ধান চাল স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে সব চেয়ে কম হইয়া যায়। এবং এই দুঃসময়ে জনার প্রভৃতি ঠিকমত না হইলে অবস্থা আরো সঙ্কটজনক হয়। বৎসরের এই সময়ে শস্যমূল্য সর্ব্বোচ্চ হয়। এ বৎসরে মানভূমে—বিশেষ করিয়া কয়েকটি অঞ্চলে কোনো রকমে দিন যাপন করিতে ও চাষের ব্যবস্থা করিতে লোকের যাহা কিছু পুঁজি, ছাগল, ভেড়া, প্রভৃতি ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। মহাজনের ঘরেও বিশেষ ধান নাই; যাহা কিছু সামান্য আছে ছাড়িতে চাহিতেছে না। অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা মহাজনকে বিরূপ ও শস্যহীন করিয়াছে। মহাজনের কাছ হইতে ঋণ লইতেও লোকের পুঁজি, ছাগল, ভেড়া চলিয়া যাইতেছে। সংলগ্ন বাংলা অঞ্চলে কাজের সন্ধানে দলে দলে লোক চলিয়া যাইতেছে। এ বৎসরে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি হইতে হইতে এবং ভাণ্ডার নিঃশেষ হইতে হইতে এখন এই দুইএরই অবস্থা এমন এক সংকটজনক রূপে উপনীত হইয়াছে যে, ইহাকে আর চাপ দিতে গেলে, অচিরেই এক সংকট দেখা দিবে।



## দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা

আমাদের দেশের লোক প্রায়-দুর্ভিক্ষ দেশের মানুষ। দুর্ব্বৎসরে নিদারুণ দুঃখের অবস্থা ঘটিলেও অন্নাভাবে শাকপাতা, বন্যফলের বীজ—ভক্ষ্য অভক্ষ্য খাইয়া নীরবে দিন যাপন করিতে থাকে। এই মর্ম্মন্তুদ অবস্থাকে উপলব্ধি করিয়াও, কোন রকমে তাহাদের দিন চলিয়া যাইতেছে বলিয়া যদি ইহাকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলিয়া মনে না করা হয়, তবে উহা অমানবিকতার পরিচয় দান করা হইবে। ব্রিটিশ আমলে গাছের পাতা নিঃশেষ না হওয়াকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া গণ্য করা হইত না। বর্ত্তমানে নিজেদের শাসনাধীনে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইয়া যদি মানুষের জীবননাশের নিদর্শনে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে উহা বিদেশী-বিচার হইতেও নিকৃষ্টের বলিয়া গণ্য হইবে। এই শাকপাতায় জীবন যাত্রাকে অবিবেচনায় স্বাভাবিক মনে করিলে— অকস্মাৎ কখন এই টিকিয়া থাকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিপদ দেখা দিবে কেহই বলিতে পারে না।

সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিলে তাহাকে তাহার যথার্থ রূপে কেন— সম্ভাবিত বিপদের দৃষ্টিতে বড় করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সরকার তাহাকে লঘু দৃষ্টিতেই শুধু নয়—অস্বীকারের দৃষ্টিতে, এমন কি বিপরীত মনোভাবের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। জীবনহানির পূর্ব্বে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক যেখানে বিপদ এড়ানোর সম্ভাবনা ছিল, আমরা পরিতাপের সহিত দেখিতেছি,— বিহারের কোনো কোনো স্থানে ইতি মধ্যেই অনাহারে কিছু লোকের জীবন নাশের মতন মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদের নিজেদের শাসনাধীনে ইহা কলঙ্কের ও দুঃখের বিষয়।

## সরকারের কর্ম্মধারা—

মানভূমের সংকটজনক অবস্থাকে ঠিকমত বুঝিতে না পারা বা বুঝিয়া যোগ্য ব্যবস্থা করিতে না পারার ব্যাপার ঘটিলে তাহা স্বতন্ত্র ছিল। তাহার প্রতিকার পন্থাও স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু পরিস্থিতিকে পূর্ণভাবে জানিয়াও, দুঃখের বিষয়, বিহার সরকার এক হৃদয়হীন নীতি অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। জনগণের দায়িত্ব এড়াইবার ও জনগণকে উপেক্ষা করিবার জন্য বিদেশী সরকারের নীতির অন্যতম অঙ্গ ছিল— সরকারী রিপোর্টের দোহাই। নিজের সরকার আজ তাহা করিবেন বা করিতে পারেন তাহা আমরা আশা করিতে পারি না কিন্তু আমাদের জেলার জনগণ যাঁহাদের মতামতকে বিশ্বাস করার গুরুত্বে গ্রহণ করিয়া থাকেন সেই পর্য্যায়ের ব্যক্তিবর্গের ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আবেদন নিবেদনও আমাদের সরকার — সরকারী রিপোর্টের অজুহাতে বিশ্বাস করা দূরে থাক,— তদন্ত-যোগ্যও মনে করেন নাই! অধিকন্তু সরকার সত্য ঘটনা ও অবস্থা সমূহকে অস্বীকার করিয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা প্রতিষ্ঠান সমূহকে অসত্য তথ্য পরিবেশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন! সংকটের বিবরণ মাসের পর মাস পাইতে থাকিয়াও, অবস্থা জানিবার জন্য মন্ত্রীদের কেহ এ পর্য্যন্ত এখানে আসেন নাই।

অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করার বা অসামর্থ্যতার প্রশ্নও এখানে নাই। সবচেয়ে দুঃখের কথা ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের কথা জানিয়াও, সরকার অবস্থাকে সঙ্কটতর করিবার কর্ম্মপন্থাসমূহ সচেতন ও সক্রিয়ভাবে ও নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহাতে কোনো দ্বিধা বোধ করেন নাই। এবং তাহার ফলে জেলার স্বল্প-সঞ্চিত খাদ্য ভাণ্ডার হইতে ক্রমান্বিত ভাবে সরকারী ব্যবস্থায় ধান্য আহরণ ও বাহিরে প্রেরণ চলিতে থাকিয়া জেলার ভাণ্ডারকে শূন্য প্রায় ও জেলার সংকটকে অধিকতর করিয়াছে।

প্রতিকূল সমালোচনা দুঃখকর। কিন্তু অধিকতর সংকট এড়াইবার জন্যই এই দুঃখকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। বহু মানুষের সংকটের বিষয়ে নিজেদের দায়িত্বকে স্মরণে রাখিয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় সমালোচনার সম্মুখীন হইতে ও প্রয়োজনে নিজেদের অযুক্ত পন্থার পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত থাকিলেই এই সমালোচনার তথা তাঁহাদের দায়িত্ব পদ গ্রহণের সম্যক সার্থকতা থাকিবে।

## প্রতীকার ও তদুদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য

এখন এই অবস্থার প্রতীকার যোগ্য ব্যবস্থা কি হইতে

পারে তাহাই প্রশ্ন। নিতান্ত বিলম্বিত হইলেও বিহার সরকার যদি তাঁহাদের দায়িত্ব বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট হন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব-আচরিত বিচার দৃষ্টির, মনোভাবের ও কর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রদেশে বিপদের আবির্ভাব দেখিয়া বা ক্রম-বর্দ্ধমান লোকমতের চাপে পড়িয়া কিছু কাজ দেখাইবার মনোভাবে কিছু ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। বাস্তব অবস্থাকে পূর্ণরূপে জানিয়া তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের নিজেদের কার্য-নিয়ন্ত্রণ-ধারার অবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট অসুবিধা সমূহের অবস্থাকে উপলব্ধি ও স্বীকার করিয়া ভারত সরকারের সহায়তা গ্রহণ করিতে তাঁহাদের উদ্যোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এবং কেন্দ্রীয় সহায়তা ও পরামর্শ যোগে এই অবস্থাকে অতিক্রম করা দরকার। আমাদের জেলায় বর্ত্তমানে সর্ব্বব্যাপারেই কোনো কাজের ব্যবস্থা করার নামে অদ্ভুত অবাঞ্ছনীয় পন্থায় জন-স্বার্থ বিরোধীভাবে কার্য্যব্যবস্থা করা হয়। কাজ যথার্থভাবে করিতে হইলে এই ধারার পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন। জেলায় নিয়োজিত রাজ-কর্ম্মচারীগণ যাঁহারা প্রাদেশিক অবাঞ্ছিত নীতির সামঞ্জস্য রূপে ও তাহার যন্ত্রস্বরূপে বাস্তব অবস্থার প্রতিকূলে কাজ করিয়া জনগণের অবিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের যথেচ্ছ ব্যবস্থার উপর কাজ ছাড়িয়া দিলেও চলিবে না। প্রতীকার ব্যবস্থায় স্থানীয় জন-গণের সাহচর্য্য অকুণ্ঠ ও সরলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আসন্ন এই সকল প্রয়োজনীয় কাজের যে তাগিদ রহিয়াছে তাহা যদি অনুষ্ঠিত না হয়, বিপর্য্যয়ের এই পরিস্থিতিতেও সরকারের কর্ম্মনীতি যদি এখনও উপেক্ষার রূপ ধারণ করিয়া থাকে বা ব্যবস্থার নামে অযথার্থ্য ব্যবস্থার বা নানা জটিলতার আশ্রয় করিয়াই চলিতে থাকে তবে অবিলম্বে ভারত সরকারকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ও ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য জেলাবাসীর পক্ষ হইতে অনুরোধ জানাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এতদিন অবস্থা খারাপের দিকে চলিতে থাকিলেও যে বিলম্ব করা সম্ভব হইয়াছে—এখন খারাপ করিয়া তোলা অবস্থা নিশ্চিত এক সংকটের দিকে আগাইয়া যাইতেছে; সুতরাং এ বিষয় লইয়া আর বিলম্ব করা—ছেলে খেলা করা চলে না।

### কর্ম্মব্যবস্থা কি হইতে পারে

অবস্থার প্রতীকার কল্পে পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বহু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের না থাকিলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যবস্থা করার আছে। (১) বাহির হইতে চাউল আমদানী করিয়া জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্র করিয়া ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। (২) ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাকে চাষীদের নিজেদের দ্বারা সংশোধন করিয়া লওয়ার জন্য ও বর্ত্তমানে বাঁচিবার জন্য ব্যাপকভাবে কৃষিঋণ দেওয়া (৩) বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রয়োজনমত কর্ম্মদান করার কার্য্যগ্রহণ (৪) খাদ্যদ্রব্যের বাজারকে বর্ত্তমানের উপযোগীরূপে নিয়ন্ত্রিত ও সাম্য অবস্থায় রাখা—প্রভৃতি মূল কর্ম্মব্যবস্থার অঙ্গ হইবে। এই ব্যবস্থাগুলি সত্বর ও নিষ্ঠার সঙ্গে করা প্রয়োজন। এবং ইহার বিশদ কর্ম্মপন্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জেলার আগ্রহশীল জনগণের ও বিশ্বাস ভাজন প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মিলিত সহায়তার সংযোগে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য হইবে।

ইহার সহিত দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার জন্যও এখন হইতে চিন্তা, পরিকল্পনা ও কর্ম্মব্যবস্থা করা দরকার। সরকারী বিভাগ হইতে কোনো সময়ে কোনো কিছু নির্দ্ধারিত হইলেই তাহা অকাট্যরূপে স্থায়ী হইবার যুক্তি কিছু নাই। জেলাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে এবং তাহার অজুহাতে জেলার উপর অবিচার করিয়া যাওয়া হইতেছে। ইহার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ও পুনর্বিচার দ্বারা যথার্থ অবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ক্রয় বিক্রয়ের বাজার-ব্যবস্থা বিষয়ে সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন ও নূতন ব্যবস্থা ধারার প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান বাজার-ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল দুষ্ট-চক্র ( Vicious circle) রচিত ও সঞ্চালিত হইতেছে, সেগুলির অবসান দরকার। তৃতীয়তঃ জেলার খাদ্যোন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অঙ্গরূপে যাহা কিছু করা হইতেছে তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে যাহা করা দরকার অথচ করা হইতেছে না তাহারও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুগঠিত কর্ম্মধারা সুচিন্তিত কর্ম্ম পরিকল্পনা সহকারে করা দরকার।

অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

পুরুলিয়া
২১।৭।৫০

---



# ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি অনুষ্ঠান

## পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান কার্য্যক্রম

দেশপ্রেমিক স্বর্গীয় ঋষি নিবারণচন্দ্রের পঞ্চদশ স্মৃতি-বার্ষিকী কয়েকটী সুন্দর ও আন্তরিক অনুষ্ঠানে সুসম্পন্নরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্মশানে ঋষির চিতার উপর রচিত বেদীতে, সহরে নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মরমূর্ত্তির পাদ-দেশে ও শিল্পাশ্রমে এই অনুষ্ঠানগুলি মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মতালিকা ও উদ্যোগ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা ও জন-শোভাযাত্রা বিষয়ে বিহার নিরাপত্তা আইনের বিধিনিষেধ থাকায়, এবং বিহার সরকার তথা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত আচরণের কারণে লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুমতি না লইবার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখায়, ঐ অনুষ্ঠানগুলি ঘরোয়াভাবে পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিম্নলিখিতরূপ হয়:—

**শ্মশান স্মৃতি-বেদীমূলে অনুষ্ঠান**—সকাল ৮ টার সময় শিল্পাশ্রমের নিকটবর্ত্তী শ্মশানে ঋষির স্মৃতি-বেদীতে তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। নিবারণচন্দ্রের অনুরাগীগণ তথা শিল্পাশ্রমের কর্ম্মীগণ বেদীমূলে সমবেত হন। নামোপাড়া ব্যায়াম সমিতির সদস্যগণ নিজেদের ভিতর সীমাবদ্ধ শোভাযাত্রা করিয়া, ঋষি রচিত বিখ্যাত 'সব সমানের দেশ' গাহিতে গাহিতে আসিয়া অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হন। নিমডি লোক সেবায়তনের মহিলা কর্ম্মীবৃন্দ ও মাঝিহিড়া আশ্র-মের কর্ম্মীরা এবং পুরুড়া, নিমডি কস্তুরবা কেন্দ্রের সেবিকারা আগমন করেন ও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মন্ত্র, রামধুন ও গান সহকারে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। নিমডি লোক সেবায়তনের কর্ম্মীরা এই গান মন্ত্রাদি পরি-চালনা করেন। তাহার পর শ্রীসতীশচন্দ্র সূত্রধর ঋষির একটি অতি-প্রিয় ভক্তিমূলক গান করিলে পর, স্মৃতি বেদীমূলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় ও অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

**শিল্পাশ্রমে প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান**—বেলা ৯টায় এই অনুষ্ঠান হয়। শিল্পাশ্রমে যেখানে ঋষি আপন পর্ণ কুটিরে শেষ শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উপর ঋষির স্মৃতিগৃহ রচিত হইয়াছে। এই স্মৃতি কক্ষে নিবারণ চন্দ্রের আলেখ্য সমূহ মনোরম সজ্জায় পুষ্প-মাল্য-ধূপে সজ্জিত করা হয়। স্মৃতি-গৃহ চূড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ও জাতীয় সঙ্গীত—'বন্দেমাতরম্' সহকারে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

**মর্ম্মর মূর্ত্তির বেদীমূলে অনুষ্ঠান**—বেলা ১০টার সময় পোষ্টাফিসের নিকটে নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর-মূর্ত্তির বেদীমূলে মাল্যদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তাহার পর জাতীয় সঙ্গীত ও প্রশস্তি সঙ্গীত গীত হইলে পর, ঋষির জয়ধ্বনির মধ্যে মাল্যদান করা হয়। জন সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ, শ্রীজীমূতবাহন সেন, শ্রীরাম চন্দ্র অধিকারী এবং মানভূম জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান শ্রীভবতোষ সেন মাল্যদান করেন। লোক-সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ ও অনুরক্তগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

**চরখা যজ্ঞ অনুষ্ঠান**—অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে শিল্পাশ্রমে দিবসব্যাপী চরখা যজ্ঞ করা হয়। চরখা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শিল্পাশ্রমের, নিমডি লোকসেবায়তনের এবং মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্ম্মীগণ এবং পুরুড়া, নিমডি কস্তুরবা কেন্দ্রের সেবিকাগণ যোগদান করেন।

**নিবারণ চন্দ্রের স্মরণ-সভা**—রাত্রি ৭ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে উন্মুক্ত আকাশতলে ঋষির সজ্জিত মূর্ত্তির সম্মুখে এই স্মরণ-সভার অনুষ্ঠান হয়। মন্ত্র, রামধুন ও প্রার্থনা সহকারে বৈঠকের কার্য্য আরম্ভ হয়। নিমডি লোক সেবায়তনের কর্ম্মীরা প্রার্থনা পরিচালনা করেন। ঋষির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচিত্তভূষণ মন্ত্র পাঠ করেন। তারপর গান, আবৃত্তি, ভজন, প্রবন্ধ ও নিবারণ চন্দ্রের রচনা-পাঠ ও বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বৈঠকের কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে।

নিবারণ চন্দ্রের মহান জীবনের উদ্দেশ্যে রচিত আবৃত্তিগুলি পাঠ করেন—আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীসন্তোষ কুমার রায়, ডাক্তার শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান অশেষ মুখোপাধ্যায়, লোক সেবায়তনের কর্ম্মী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী, মাঝিহিড়া আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীবীরেন বসু। আবৃত্তিগুলি সুন্দর ও মনোজ্ঞ হয়।

অনুষ্ঠানের গান, ভজন, ধর্ম্মসঙ্গীত ও ঋষি রচিত গীতগুলি অনুষ্ঠানকে হৃদয়গ্রাহী করে। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীবিমলা কান্ত সরকার অনুষ্ঠানোপযোগী অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী দুইটি ভজন গান করেন। নিবারণ চন্দ্র রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত 'নদীতে সইল উজান' গানটি শ্রীসুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীবিধান চট্টোপাধ্যায় ও কন্যা কুমারী হাসি চট্টোপাধ্যায় গান করেন ও যন্ত্র সঙ্গীত সহকারে শ্রীদোল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এই গানে যোগ দেন। মধুরভাবে গীত হওয়ায় ঋষির গানটি ভাবগ্রাহী হয়। শ্রীবিধান চট্টোপাধ্যায় আর একটি মধুর রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন। নিমডি লোক সেবায়তনের মেয়েরা ভাবমধুর একটি ধর্ম্মসঙ্গীত সুন্দরভাবে গান করেন।

নিবারণ চন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধের অংশ পাঠ করা হয়। দেশ বিখ্যাত বিশিষ্ট প্রবন্ধকারগণ তাঁহাদের গভীর বিচার দৃষ্টি দ্বারা নিবারণ চন্দ্রের প্রতিভা-পূত জীবনের বিভিন্ন দিকের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ঐ সকল উদ্ধৃতাংশে বিবৃত হয়। নিবারণ চন্দ্রের নিজ রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া সময়োপযোগী বিচারোজ্জ্বল বাণী সমূহ পাঠ করা হয়। নিবারণ চন্দ্রের সত্যাগ্রহ তথা কর্ম্মী-জীবনের আদর্শ বিষয়ে প্রবন্ধাংশ শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত পাঠ করেন। নারীদের প্রতি নিবারণ চন্দ্রের মহান আহ্বান বাণী সমূহ পাঠ করেন — নিমডি কস্তুরবা কেন্দ্রের সেবিকা—শ্রীমতী ভাবিনী দেবী।

অনুষ্ঠানের উপসংহার কালে নিবারণ চন্দ্রের মহান জীবনের আদর্শ স্মরণ করিয়া বক্তাগণ ঋষির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বক্তৃতাংশে যোগ দেন—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজীমুতবাহন সেন, শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য। ঋষির মহান আদর্শের অনুসরনকারী হিসাবে ঋষির সহকর্ম্মী ও জেলার কর্ম্মীদের যে দায়িত্ব আছে—সেই মহান দায়িত্বের উপযোগী রূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিবার যে আহ্বান তাঁহাদের কাছে রহিয়াছে—বিশেষ করিয়া বিষয়ের এই দিকটি বক্তাগণ আন্তরিক আবেগপূর্ণতার সহিত নিবেদন করেন। বিভিন্ন বক্তৃতায় নিবারণ চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ও তাঁহার মহান জীবন ও কর্ম্মের এবং তাঁহার তপস্যাপূত পবিত্র জীবন-সাধনার ও আদর্শের স্মরণ ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বৈঠকের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন গঠন কেন্দ্রের বিশিষ্ট কর্ম্মীগন ও নিবারণ চন্দ্রের অনুরক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীন জীবনে আজও নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠান ঘরোয়া ভাবে করিতে হইয়াছে—জনগণের মহান জাতীয় অনুষ্ঠান—নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী—একদিন জনগণের যথার্থ স্বাধীনতাময় জীবনের ভিত্তিতে জনগণের মহান জন-অনুষ্ঠান রূপে মানভূমের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইবে—মানভূমের জনগণ তাহারই উজ্জ্বল সুদিনের অপেক্ষা করিয়া নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি বেদীমূলে অর্ঘ্যদান করিয়াছেন। নিবারণচন্দ্রের মহান কর্ম্ম-নির্দ্দেশের স্মৃতি তাহারই সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে।

**লক্ষণপুর**—১লা শ্রাবণ স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে লক্ষণপুর গ্রামে চরখা যজ্ঞ হয়। সর্বশ্রী কবীন্দ্র নাথ, অহীন্দ্র নাথ, ক্ষিতীশচন্দ্র, পৃথিবীরাজ চৌধুরী প্রভৃতি চরখা যজ্ঞ করেন। বিল্বমঙ্গল চৌধুরী ও বারিদ বরণ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সন্ধ্যায় ছাত্রবৃন্দের হরিসংকীর্তন হয়।

**তানাসী**—শ্রীজগন্নাথ মাহাতর উদ্যোগে তানাসী গ্রামে কর্মীদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে নিবারণ চন্দ্রের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। বৈঠকে শ্রীজগন্নাথ মাহাত নিবারণ চন্দ্র সম্বন্ধে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

**হেরবনা**—হেরবনা গ্রামের কর্মীগণ এক ঘরোয়া বৈঠকে নিবারণ চন্দ্রের কর্ম জীবন আলোচনা করিয়া ও তাহার আদর্শ পালনের সংকল্প করিয়া তাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।



**ছুটমুড়া**—১লা শ্রাবণ ছুটমুড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সকাল ৭টার সময় হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র পাঠকের সভাপতিত্বে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই দিন স্কুলের ছুটির দিন হইলেও পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে অনেক ছাত্র ও ভদ্রমহোদয়গণ আগমন করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে শ্রীমান অরবিন্দ ওঝা একখানি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এবং শ্রীমান সহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান বসন্ত কুমার মাহাত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন-কথা আলোচনা করেন;— স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত লাল মোহন মিশ্র মহাশয় ঋষির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন;— গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর ওঝা মহাশয় নিবারণচন্দ্রের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় নিবারণচন্দ্রের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলে ঋষির পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য অর্দ্ধমিনিট কাল দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন;— সভাস্থলে ঋষির একখানি ছবি ও তাঁহার বাণী "লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়" লিখিয়া দেওয়া হয়।

## স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পঞ্চদশ স্মৃতি বার্ষিকীতে কাশী প্রবাসী মানভূম বিদ্যার্থীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রবাসী মানভূমী (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের) বিদ্যার্থীদের উদ্যোগে ১লা শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্নে কাশী মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের পঞ্চদশ স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীবসুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতি কর্ত্তৃক ঋষি নিবারচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্য প্রদান করা হয়। এই স্মৃতি সভায় মানভূমীদের মধ্যে—

(১) শ্রীবসুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়,
(২) ,, সম্পদ কুমার রায়
(৩) ,, মিলন কুমার রায়
(৪) ,, মন্মথ মালাকার
(৫) ,, রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং (৬) ,, পটল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীগোপাল ঠাকুর বি, এ, বি, এড, এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বার্ষিকী শ্রেণীর ১৫ জন ছাত্র সমবেত হইয়া ছিলেন।

স্বর্গীয় ঋষিজীর প্রতিকৃতিটীকে মাল্য ভূষিত করিবার পর মানভূমের জননায়ক, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ প্রেরিত শুভবাণী সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করা হয়। অতঃপর সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি আরম্ভ হয়। সভাপতির ভাষনে শ্রীবসুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "১লা শ্রাবণ তারিখটী মানভূমের পক্ষে বড় দুর্দ্দিন, এই দিনটিতেই আজ থেকে পনর বছর আগে মানভূম তার একান্ত আপনার জন ঋষি নিবারণচন্দ্রকে হারিয়েছে।"

শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন নিবারণ চন্দ্র ছিলেন সত্যমন্ত্রের দ্রষ্টা, দার্শনিক, মাতৃমন্ত্রের সাধক, স্বাদেশিক তিনি আমাদের নমস্য। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবনচরিত, সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বসুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "নিবারণচন্দ্রের মত নেতার নিকট হ'তে মানভূম একদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিল। তাই আজ জেলার এই দুরবস্থার সময় ঘন ঘন তাঁর স্মৃতি মনে জাগ্‌ছে। মানভূমে আজ বড় দুর্দ্দিন, সবদিকে অন্ধকার, মানভূম আজ আভ্যন্তরীন নানা সমস্যায় বিব্রত, নানা ভেদ-বৈষম্যে খণ্ড বিখণ্ড হ'তে চলেছে। তাই এই বিপদে আমাদের সবচেয়ে বড় দরদী ঋষি তপস্বী নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি ঘন ঘন এ'সে চোখের পাতাকে জলভারাক্রান্ত করে তুলছে। তাঁকে আমরা কোন দিনই ভুলতে পারবো না। বার বার তাঁকে আজ তাই আহ্বান করছি সকলের অন্তরে আবার তিনি নূতন করে জন্মগ্রহণ করুন।

সভার অন্যতম বক্তা শ্রীসম্পদ কুমার রায় বলেন "আশা সঞ্চিত হৃদয়ে আমরা সমবেত হয়েছি এই চিরবাঞ্ছিত মহাশ্মশানে (মণিকর্ণিকা) আমাদের হৃদয় অর্ঘ্য মানভূমের প্রকৃত প্রাণ সঞ্চারক নেতার স্মৃতিতে অর্পণ করবার জন্য।" অতঃপর তিনি "নিবারণ চন্দ্র ও মানভূম" এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া মানভূমের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথার উল্লেখ করিয়া বলেন "আমাদের

মানভূম বাসীদের বর্ত্তমানে অনেক কর্ম্মই সম্পাদন করবার আছে। আজ মানভূম শত বাধা বিপত্তিতে টলটলায়মান, তাই আমরা তাঁর অভাব বিশেষ করে উপলব্ধি করছি। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই — কিন্তু আছে তাঁর জীবনাদর্শ যা আমাদের করবে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ও কর্ম্মের প্রেরণায় উন্মাদ।" তাঁহার ভাষণের শেষে শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া স্বর্গ হইতে নিবারণচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ কামনা করেন। শ্রীমিলন কুমার রায় বলেন যে আজ মানভূমের যে রকম দুর্দ্দিন তাহাতে আমরা যদি নিবারণ চন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়চেতা লোকের স্মরণ এবং আদর্শ অনুসরণ করি তাহা হইলে মানভূমের খুব উপকার হইবে।

অতঃপর সভার প্রধান অতিথি শ্রীগোপাল চন্দ্র ঠা'র বি, এ, বি, এড, বলেন যে সুদূর বিদেশে থাকিয়াও মানভূমের সন্তান হিসাবে এই কয়েকটী প্রবাসী মানভূমী মানভূমের ঋষি তপস্বী নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত করিয়া তাহাদের জন্মভূ'মি মানভূমের প্রতি যথার্থ প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে। তিনি সভায় সমবেত অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রদিগকে ও তাহাদের নিজেদের স্থানীয় সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট, অনুপ্রানিত এবং তাহাতে গৌরব বোধ করিবার উপদেশ দেন। ঋষিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার সময় উপসংহারে উপস্থিত বিদ্যার্থীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীঠাকুর বলেন যে দেশের এই যুগ সন্ধিক্ষনে (আজ) দেশের যুবক সম্প্রদায়কে বিদ্রোহীর মনোভাব লইয়া এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। সভায় আরও ২।৩ জন ছাত্র বিভিন্ন ভাষায় (ইংরাজী, হিন্দি) বক্তৃতা করিবার পর সভা ভঙ্গ করা হয়।

**শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন—**

স্নেহাস্পদেষু—

কল্যাণভাজনগণ, তোমাদের পত্র পাইয়া আমি অন্তরে গভীর আনন্দবোধ করিতেছি।

মানভূমের সন্তান হিসাবে মানভূমের প্রতি প্রেম, দায়িত্ব ও গৌরববোধ লইয়া তোমাদের সুদূর প্রবাস জীবনে তোমরা মানভূমের তপস্বী ঋষির গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিপূজার যে আয়োজন করিতেছ, তাহাতে আমরা গভীর ভাবে আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের আন্তরিক পূজার স্বার্থকতা তোমাদের জীবন পথের লক্ষ্যকে আলোকিত করুক এই কামনা।

তোমাদের অকিঞ্চন ঋষি তোমাদের জন্য যে মহান সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন—তাহার দানে তোমরা তোমাদের প্রিয় মানভূম তথা তোমাদের দেশমাতৃকার সেবার কর্ম্ম অবিস্মরণীয় জীবন শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তাঁহার স্মৃতিবাসরে তোমরা ইহার সত্য ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিবে—ইহাই আমার কামনা।

শুভাকাঙ্খী শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ

---

**গড়জয়পুর,** বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে গত ১লা শ্রাবণ স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের "পঞ্চ দশ স্মৃতি বার্ষিকী দিবস" প্রতিপালিত হয়। সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার পূতমূর্ত্তি মাল্য-ভূষিত করা হয় এবং জন সাধারণ তাঁহার উদ্দেশ্যে ধূপ ও পুষ্প অর্ঘ দান করেন। সভায় তাঁহার অতীতের পবিত্র শিক্ষকতা, সর্ব্বত্যাগী অহিংস সৈনিকের হাস্যমুখে দুঃখ বরণ কাহিনী—বেদনা পূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করা হয়। ভারতের এই বিশিষ্ট মহা-মানবের দান, ত্যাগ এবং আদর্শ যাহাতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবন্ত থাকে তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকট সমবেত প্রার্থনা করা হয়।

## স্থানীয় সংবাদ

**হোলির মোকদ্দমা**—গত ১৯৪৯ সালে হোলির দিনের ঘটনা উপলক্ষ্যে গবমে'ণ্ট হইতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ কয়েকজনকে আসামী করিয়া যে মোকদ্দমা আনা হইয়াছিল তাহাতে গবর্মে'ণ্ট পক্ষের সাক্ষীদিগের এজাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সোমবার ২৪শে জুলাই হইতে উক্ত সাক্ষী-গনের জেরা হইতেছে। পাটনার বিখ্যাত ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত বি, কে সেন সরকারী সাক্ষীগনকে জেরা করি-তেছেন। মোকদ্দমা, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাগ'ার আদালতে চলিতেছে।



**রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব**—গত ১লা শ্রাবণ হইতে রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাত্যাহিক কার্য্য সূচী হিসাবে— হোম পূজাদি, বা'ল্য ভোগ নাম কীর্ত্তন, পাঠ নগর সংকীর্ত্তন আরতি প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বামী অসীমানন্দ স্বরস্বতী এক্ষণে রামচন্দ্রপুরে অবস্থান করিতেছেন।

**বনসিমলির নীলগিরি আশ্রম**—মানভূমের পুরাতন কর্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী কিছুদিন যাবত হাজারী-বাগের জরিডি থানার বনসিমলী গ্রামে এক জনকল্যান মূলক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। গত শ্রীরামনবমীতে তাহার উদ্যোগে এখানে এক বিরাট মেলা হইয়াছিল।

**বাঘমুণ্ডি থানায় বসন্ত**—প্রকাশ যে বাঘমুণ্ডি থানার সুইসা গ্রামে কিছু দিন হইল বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কয়েকটি লোক মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গ্রাম-বাসীগন হোম ও সংঘ কীর্ত্তন দ্বারা বসন্তের প্রকোপের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

**ষ্টেশনের মুসাফির খানা ও মিলিটারী পুলিশ**—বি, এন আর এর বহু ষ্টেশনে রেলের চুরি নিবারণার্থ মিলিটারী পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। ইহারা কমপক্ষে ৪।৫ জন একসঙ্গে ষ্টেশনের মোসাফির খানা সমস্তটিই দখল করিয়া থাকে। মোসাফির খানাগুলি ইহাদের স্থায়ী আবাসরূপে পরিণত হইবার ফলে যাত্রীগণ মোসাফির খানা হইতে স্বাভাবিকভাবেই স্থানচ্যুত হইয়াছে। এই বর্ষাকালে ইহার ফলে মহিলা যাত্রীদের বিশেষ করিয়া অসুবিধা হইতেছে।

**সেরাইকেলা সংবাদ**—গত ১১ই জুলাই সেরাই-কেলার কংগ্রেস কর্মিগণ জেমসেদপুর সারকিট হাউসে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে—সেরাইকেলার আদিত্যপুর অঞ্চলের রায়তদের নিজ জমি গবমেণ্ট তাহার খাস জমি বলিয়া দখল করিয়া লইতেছেন। মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

## বলরামপুর শরৎস্মৃতি শিল্ড প্রতিযোগীতা

আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে শরৎস্মৃতি শিল্ড প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইবে। মানভূম জেলার সকল ফুটবল টীমকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ই আগষ্ট। বিস্তৃত বিবরণের জন্য সেক্রেটারী ফুটবল এসোসিয়েসন এর নিকট লিখুন। এনট্রি ফি ৪৲ চারি টাকা।

হংসেশ্বর নন্দী

পোঃ রাঙ্গাড়ি, বলরামপুর।

---

## চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

**মিউনিসিপ্যালিটী ও ট্যাক্সদাতা**

মহাশয়,

আমরা ১নং ও ২নং ওয়ার্ডস্থ 'মহানন্দ চক্রবর্ত্তী' লেনের বাসিন্দা। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকর্ত্তাদের অবহেলায় আমাদের কয়েকটি বিশেগ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। মৌখিক অনুরোধ বার বার করিয়াও কোন ফল পাই নাই। নিম্নে কয়েকটী কথা লিখিলাম—আপনার পত্রিকা মারফৎ কর্ম্মকর্ত্তাদের সচেতন করাইতে আপনাকে অনুরোধ জানাই।

১। বহুদিন যাবৎ কোনও প্রকারের আলোর ব্যবস্থা নাই।

২। সহরময় বৈদ্যুতিক আলোয় ভরিয়া গেল তথাপি আমাদের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর কথা ছাড়িয়া দিন, কোনও প্রকার আলোরই বন্দোবস্ত হয় নাই।

৩। রাস্তার ময়লা দিনের পর দিন প্রায়ই পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখাও চলিতেছে; পুটুস গাছের আড়ালে অপরের বাড়িতে রাখিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করা হয়।

৪। অধুনা রাস্তার পূর্ব্বদিকের ড্রেন মেরামৎ (ইটা, সিমেণ্ট দ্বারা) হইতেছে এবং বহুদিনের সঞ্চিত নর্দ্দমার কাদা মাটি (আবর্জ্জনার পরিবর্ত্তিত রূপ) এই রাস্তাটির উপরেই বিছাই করা হইতেছে। ইহার সহিত কাচের টুকরা ও পাথর মিশান আছে।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## চাকুরীর সুযোগ

**ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট**

পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে। ১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল



**প্রকাশিত হইল সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত**

সর্ব্বত্র প্রচলিত গৃহে গৃহে গীত

## বৃহৎ মনসা মঙ্গল

ইহাই সেই **"শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল"** বিরচিত প্রামাণিক গ্রন্থ।

মূল্য মাত্র ২৲ টাকা

প্রকাশক
দোলগোবিন্দ দত্ত
কালীতলা, পুরুলিয়া মানভূম।



# উজ্জ্বল ভারত

(মাসিকপত্র তৃতীয় বর্ষ)

**সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত**

(বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ)

প্রতি সংখ্যা ৵০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্যালয়ঃ ১৮এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড

কলিকাতা—২৬


# বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে বিহার গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বরাভূম কনসার্ণের জমিদারী কার্য্যের ম্যানেজমেণ্টের ভার গত ১৪-৭-৫০ তারিখে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেডকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। ইতি — ১৫-৭-৫০

ম্যানেজার —
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ।


## হিন্দুস্থান
## কো-অপারেটিভ
## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

**পুরুলিয়া।**

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন।

সদর মানভূমে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই শ্রাবণ ১৩৫৭, ৩১শে জুলাই ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৴০

## মুক্তি প্রেস

সর্বপ্রকার ছাপাইবার
কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
প্রতিষ্ঠান।

আপনার প্রয়োজনীয় ছাপাইবার কাজ
সুন্দররূপে মুক্তি প্রেসই
করিয়া দিবে।

# চিঠি পত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে )

## ছোটরাঙ্গা বাঁধের বিবরণ

মহাশয়,

আমি মানবাজার থানার ছোটরাঙ্গা গ্রামনিবাসী শ্রীনবীন মাঝি। আমার নামে বাঁধের জন্য ৮২০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু ঐ টাকা শ্রীসোম মাঝি আসিয়া বাঁধ খুঁড়িবার সময় গ্রামের লোককে ডাকিয়া বলে—ভাই আমি সরকার ঘরের থাকে টাকা আনিয়াছি বাঁধ খুঁড়াইব। তখন আমি দুই জন আমাদের ভদ্রলোককে ডাকিয়া বলি জিজ্ঞাসা করুন আচ্ছা আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম আমার নামে কি টাকা আসিয়াছে? তখন ভদ্রলোক সোম মাঝিকে বলিল—তুমি যদি নবীনের নামে টাকা আনিয়াছে তো বল। তখন সোম মাঝি বলিল আমার নাম থাকিতে কি উহার নামে টাকা আনিব? কি করিয়া সরকার আমাকে টাকা দিবে? তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম—সরকার ধরেত ধরুক, আমি নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিলাম কাহাকেও কিছুই জানাইলাম না। ২৫।২৬ বৈশাখ মাসে ইণ্ডিয়ান সাহেব বড়রাঙ্গাতে শ্রীশ্রীনাথ মাঝির সঙ্গে দেখা হয়। ইণ্ডিয়ান জিজ্ঞাসা করে —"আপ লোক বাড়িকা এই না? এই জঙ্গল উপারে নবীন উজ্‌বেগ আদমিত ভারি মাতাল হো গেয়া। বাঁধের কামত কুছ নাহি হো গেয়া।" তখন শ্রীনাথ মাঝি বলিল—পরীক্ষা করুন কে নবীন মাঝি। তখন কোন বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। গত ১৩ই আষাঢ় আমি গরাম থানে লাঙ্গল জুড়িয়াছি সেখানে দুর্গাচরণ মাহাত আসে আমাকে বলে—বাঁধটিত জলে পূর্ণ হইয়াছে কবে বাঁধ মাপ করাবেন। আমি বলি—তাইত আজ্ঞা আমি বাঁধের কোন জানি নাই। সে বলে—আচ্ছা খাতা কেমন সারিয়াছ? তাও আমি বলিলাম—জানি নাই। "কে বাঁধে কাজ করাচ্ছে? আমি বলিলাম—সোম মাঝি। তখন দুর্গাচরণ মাহাত বলে—তোমার নামে সরকার ঘরে ৮২৫৲ আটশত পঁচিশ টাকা সেনসেন হইয়াছিল আমি তোমাকেই জানি। ইহা মুক্তিতে ছাপিয়া দিবেন। এতদিন চলিয়া গেল তবুও সোম মাঝি বলিলনা—তোমার নামে টাকা আনিয়াছি। মহাশয় এই ব্যাপারটা অতি শীঘ্রই তদন্ত ব্যবস্থা করিবে।

ষোল আনা গঠিত এজেন্ট, শ্রীনবীন চন্দ্র মাঝি
২৬শে আষাঢ় সাং ছোটরাঙ্গা, পোঃ জামতড়িয়া
থানা মানবাজার।

---

## নিজের জিনিষে নিজেই চোর

মহাশয়,

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার একটি কাড়া আমাদের গ্রামের শিব মাহাত চুরি করিয়া লইয়া যাইয়া কালিমাটীর হাটে ১৫০৲ টাকায় বিক্রয় করে। বাঁদডি গ্রামের কাবুল মাহাত জানিচিনি হয়। টাকা লইয়া শিব মাহাত চলিয়া গেলে পরে আমি হাটে উপস্থিত হই এবং কাড়াটিকে চিনিতে পারিয়া চৌকিদারকে লইয়া আসি। আমি ও কাড়া খরিদ্দার সকলে মানকি সাহেবের জিম্মাতে সারাদিন থাকি। হাট কর্মচারীদের কাজ কর্ম রাত ১২টায় শেষ হইলে মানকির কর্মচারী কাড়াটি আমার কিনা জিজ্ঞাসা করিলে—আমি বলি এটি আমারই। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি মোকদ্দমা করিব কিনা? আমি বলি নিশ্চয়ই করিব। তখন সে চোরকে ধরিয়া আনিতে বলিলে আমরা ৫।৬ জন জানি চিনি সহ কাড়া চোরকে রাত্রেই ধরিয়া আনিয়া মানকির জিম্মায় দিই। মানকী চোরের নিকট হইতে টাকা লইয়া খরিদ্দারকে ফেরত দেন। এবং রাত্রি ২টার সময় চোরকেও ছাড়িয়া দেন। পরে আমাকে বলিলেন তুমি ৫০টি টাকা দিয়া কাড়া লইয়া যাও। আমি বলিলাম আমি থানায় যাইতেছি। তখন কর্মচারীরা বলে—তবে তোমাকেই চোর করিব। শেষে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ২১৲ টাকা জরিমানা দিয়া কাড়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি।

শ্রীলালু ভূমিজ, সাং ধাধকিডি
থানা শিলি, জিলা রাঁচী।

---

## বাঘমুণ্ডির দুরবস্থা

মহাশয়,

১নং বাগমুণ্ডি-বলরামপুর রাস্তা এই বর্ষাতে অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। উক্ত রাস্তায় তিনটী পুল ভাঙ্গিয়াছে। এবং স্থানে স্থানে রাস্তার উপর গর্ত্ত হইয়াছে। উক্ত রাস্তায় একটি সার্ভিস্ বাস্ যাতায়াত করে। রাস্তার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বাস যাত্রীগণের জীবন সংশয়াপন্ন। উক্ত রাস্তাটি যাহাতে অতি সত্বর মেরামত হয় এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

২। বাগমুণ্ডি দাতব্য হাসপাতালের বিল্ডিংগুলি এ বৎসরের বর্ষায় ধসিয়া পড়িতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে অবগত করান হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন সুব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। যাহাতে অতি সত্বর মেরামত হয় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র লাহা
সাং+পোঃ—বাঘমুণ্ডি।

---



'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ১৫ই শ্রাবণ সোমবার

## আগামী সাধারণ নির্বাচন

নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের ভোটে সমস্ত ভারতবর্ষময় সাধারণ নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা ও আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ভারত গবমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক প্রদেশে ঘুরিয়া প্রদেশের মন্ত্রীগণ, জনসাধারণের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অভিমত ও মতামত শুনিয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নির্ব্বাচনের জন্য এক দফা ভোটার লিষ্ট তৈরী হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সেনের অভিমতে জানা যায় যে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ হইবে। এই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হইলে গ্রামে ও সহরে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীকে দেখিতে হইবে যে তাহার নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে তবে তাহা করিতে হইবে। আগামী ১৯৫১ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার লিষ্ট প্রকাশিত হইবে এবং ১৯৫১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের নির্ব্বাচন ক্ষেত্র স্থির করিবার জন্য প্রতি বিভাগে এক একটি উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে ইতিমধ্যেই নির্ব্বাচন ক্ষেত্র স্থির হইয়া ঘোষিত হইয়াছে। বিহারে এখনও ঘোষণা করা হয় নাই।

গত ২১শে জুলাই বিহারে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও নির্ব্বাচন ব্যবস্থা উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন পাটনাতে আসিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গত ২৪শে জুলাই পাটনাতে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে—আজ হইতে ১০ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে সমস্ত ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। তিনি বলেন ভোটার তালিকা যথা সম্ভব নিখুঁত করিবার চেষ্টা হইবে এবং যাহাতে মৃত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কেহ ভোটার না হয় অথবা যাহার যোগ্যতা নাই সে যাহাতে ভোটার না হইতে পারে তাহার জন্য ভোটার তালিকাগুলি ভাল করিয়া দেখা হইতেছে।

তিনি বলেন যে কংগ্রেস এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই নির্ব্বাচন যাহাতে অতি শীঘ্র হয় সে সম্বন্ধে একমত। এই জন্যই ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসেই প্রাথমিক ভোটার তালিকার খসড়া গ্রামে এবং সহরে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হইবে যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীই ইহা দেখিতে পারে যে তাহার নাম ভোটার তালিকা ভুক্ত হইয়াছে কিনা। ভোটার তালিকা সম্বন্ধে যদি কোন ভুল ত্রুটী থাকে তবে তাহা নির্ব্বাচন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।

মিঃ সেন বলেন যে এখন হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ সময় আছে তাহাতে জনসাধারণ ভোটার তালিকাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং গঠনমূলক সমালোচনা এবং অভিমত দ্বারা সাহায্য করিতে পারে।

তিনি বলেন যে, যাহাতে একজন লোক অন্য লোকের নামে মিথ্যা করিয়া ভোট না দিতে পারে সেজন্য প্রতি ১০০০ বা ১৪০০ ভোটার লইয়া এক মাইল পরিধির মধ্যে এক একটি ভোট গ্রহণের কেন্দ্র স্থাপন করিবার কথা হইতেছে। এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভোটার যাহারা ভোট দিতে আসিবে তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একপ্রকার বিশেষ রাসায়নিক রং দ্বারা রঞ্জিত করিবারও কথা হইতেছে। এ বিষয়ে কংগ্রেস এবং অন্যান্য সকলেরই সম্মতি আছে বলিয়া তিনি বলেন।

মিঃ সেন বলেন যে বিরোধী দলসমূহ তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের লইয়া যাইবার জন্য কোনপ্রকার যানবাহন ব্যবহার করা যেন নিষিদ্ধ করা হয়। মিঃ সেন বলেন যে তিনি নিজে ইহার পক্ষপাতী। কারণ ইহাতে নির্ব্বাচনের

জন্য খরচ খুব কম হইবে। এবং যদি প্রতি ১০০০ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করা হয় তবে কোন ভোটারকেই ভোট দিতে আসিবার জন্য আধমাইলের বেশী পথ হাঁটিতে হইবে না। কোন গাড়ী ব্যবহার করার সম্বন্ধে নিষেধ বৃদ্ধ অথবা অথর্ব হইলেও সকলের পক্ষেই সমভাবেই বলবৎ থাকিবে। কারণ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিলে দেখা যাইবে যে বহু লোক হঠাৎ অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি একথাও বলেন যে যাহাদের নিজেদের মোটর গাড়ী আছে তাহাদিগকেও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাইবার জন্যও গাড়ী ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না কারণ সে ক্ষেত্রে বন্ধুদের লইয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি ভোটারও আনিতে পারেন।

ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনারের উক্ত অভিমতগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীদের ভোটাধিকার তাহাদের নিজেদের পক্ষেই অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনা ডাকিয়া আনে যদি তাহারা নিজেদের অধিকারের মূল্য না উপলব্ধি করিতে পারে এবং সুবিবেচনার সহিত তাহাদের অধিকার প্রয়োগ না করে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণ খুব যে বেশী সচেতন তাহা বলা যায় না। সেজন্য যেমন একদিকে দেশকর্ম্মীদের কর্ত্তব্য দেশের জনসাধারণকে ভোটের অধিকারের ব্যবহার যাহাতে তাহারা বিবেচনার সহিত করে তাহার জন্য তাহাদের সচেতন করিয়া তোলা অন্যদিকে দেশের গবর্মেণ্টেরও উচিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া যাহাতে নির্ব্বাচনের ব্যাপার ন্যায় এবং সুবিচারের সহিত পরিচালিত হয় সে বিষয়ে ত্রুটীহীন ব্যবস্থা করা।

সাধারণতঃ যে রাজনৈতিক দলের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে — অর্থাৎ যাহারা গবর্মেণ্ট পরিচালনা করেন তাহারাই নির্বাচনের পরিচালনা ও ব্যবস্থা করেন বলিয়া নির্বাচনে যাহাতে তাহাদের দলের পরাজয় হইয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হয় সে জন্য নির্বাচনে নানা প্রকার অসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করার অসংখ্য সুযোগ তাহাদের থাকে। বস্তুতঃ যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য দু এক স্থানে আইন সভার কয়েকটী উপনির্ব্বাচন কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করিবার জন্য কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সম্বন্ধে নানাবিধ অন্যায় ও অসঙ্গত পন্থা গ্রহণের অভিযোগ শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ অনেক ব্যক্তি করিয়াছেন। বেশীদূর না যাইয়াও আমাদের এই মানভূম জিলায় জিলা বোর্ডের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দ যেরূপ একদিকের পক্ষ লইয়া প্রকাশ্যে নানারূপ বিধি বহির্ভূত ও অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন তাহতে আগামী নির্বাচন বাস্তবিকই ন্যায় ও সঙ্গত পথে পরিচালিত হইবে কি না এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম নির্বাচন যদি কংগ্রেস গবর্মেণ্ট নিরপেক্ষ ভাবে ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিতে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান না হন তবে যে দূষিত ধারা তাহারা সৃষ্টি করিবেন তাহা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়া জাতিকে দীর্ঘ দিনের জন্য অধঃপাতিত করিয়া রাখিবে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস কিরূপ ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবে তাহার উপর দেশের ভবিষ্যত জীবনের গতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

ভোটারের তালিকা যাহাতে নির্ভুল ও ত্রুটীশূন্য হয় নির্বাচন ব্যাপারে তাহা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমরা এই জিলার ব্যাপারে ভোটার তালিকা ভুক্ত করার কাজ হইতে বাড়ীতে নম্বর দেওয়া পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের যেরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ দেখিয়াছি তাহাতে এই জিলার ভোটার তালিকাগুলি যে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ত্রুটিপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক জেলার জনসাধারণ ও কর্ম্মীদিগকে এখন হইতেই এ বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় হইয়া ভোটার লিষ্টগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে যে সমস্ত নাম বাদ গিয়াছে বা যে সমস্ত ত্রুটি রহিয়াছে তাহা সংশোধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

ভোট গ্রহণের কেন্দ্রের ব্যাপারে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রীযুত সেন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমস্ত দিক দিয়াই যুক্তিসঙ্গত। প্রতি ১০০০ হাজার ভোটারের জন্য এক একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এমন ভাবে ব্যবস্থা করা যাহাতে কোন লোককে আধ



মাইলের বেশী হাঁটিতে না হয়—এইরূপই উচিত হইবে। আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা একটা ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার রূপে পরিণত করা হইয়াছে। ব্যক্তিগতই হোক বা প্রতিষ্ঠানগতই হোক প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কোন প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন পরিচালনা করা দুরূহ। স্বাধীন গণ-তান্ত্রিক ভারতে নির্বাচন ব্যাপারে বাস্তবিকই এরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার যাহাতে অর্থবান বা অর্থহীন ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই নির্বাচন পরিচালনা সহজ হয়। এই দিক দিয়া ভোটার প্রভৃতি নির্বাচন কেন্দ্রে বহন করিয়া আনিবার জন্য যানবাহনের কঠোর নিষেধ খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্বোপরি ভোটার জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন ও বিবেচনা প্রসূত মনোবৃত্তিই তাহাদের নিজেদের সুবিধা অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। তাহারা যদি এ বিষয়ে সচেতন হন তবে ভবিষ্যত ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার অভিযোগের কারণ নাও থাকিতে পারে। আর যদি গড্ডালিকা প্রবাহে তাহারা কোন বিচার বিবেচনা না করিয়াই ভোটের অধিকার প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত না হন তবে পরিণাম সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেও তাহার কোনই মূল্য থাকিবে না।

---

## ধানবাদ উদ্বাস্তু কেন্দ্র

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পরে ধানবাদ এবং ঝরিয়া খনি অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু উদ্বাস্তু আসিয়া পড়ে। তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ১লা এপ্রিল ধানবাদে একটি জনসভায় শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্র নাথ রায়কে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জিকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটী গঠিত হয়। শ্রীশঙ্কর লাল আগরওয়ালা একটি বাড়ী দেন। সেখানে বহু উদ্বাস্তু আসিয়া আশ্রয় পায়। সাধারণের প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা কমিটী কেন্দ্রের কার্য্য ভাল ভাবেই চালাইয়া আসিতেছিলেন।

গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হীরেন বাবুকে এই উদ্বাস্তু কেন্দ্রটি গবর্মেণ্ট তাহার হাতে ছাড়িয়া দিতে বলিলে উদ্বাস্তদের স্থায়ীভাবে সুবিধা হইবে এই বিবেচনায় তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গত ১৭ই মে বিহার গবর্মেণ্ট সরকারীভাবে এই কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহার পর হইতেই কেন্দ্রে অবস্থিত উদ্বাস্তদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া যায়। ইহাকে ঠিক শিবির বলা চলেনা। একটি বাড়ীতে কয়েকটি কুঠরীতে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা মিলিয়া প্রায় ৬০ জন বাস করে। ধানবাদের এস, ডি, ওর উপরই ইহার ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত। শ্রীভি রাম বলিয়া একজন সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই উদ্বাস্তদের সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়া থাকেন। ইহাদের জন্য রেশন চিকিৎসা প্রভৃতি সর্ব প্রকারই ব্যবস্থার কথা কাগজে আছে। কিন্তু অব্যবস্থার জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন তাহারা অনেকে কাপড় চোপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষত পাইতেছেনা—এমনকি রেশন ইত্যাদি যাহা পাইতেছে তাহাও বহু দুর্ভোগের পর। সর্বাপেক্ষা মুস্কিল চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। সরকার পক্ষ হইতে কোন ডাক্তার নাই। কোন প্রাইভেট ডাক্তার দেখিয়া ব্যবস্থা পত্র দিলে উদ্বাস্তু রোগী হাসপাতাল হইতেও কোন ঔষধ পায় না। ছোট ছোট ছেলেরা 'বিকেটী'— শিক্ষার কোন সুবিধা বা ব্যবস্থা নাই। ইহার বিশদ বিবরণ কেবলমাত্র স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অব্যবস্থা ও চূড়ান্ত হৃদয়হীনতারই পরিচয় দেয়। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট যেখানে অর্থ প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেখানে স্থানীয় কর্মচারীদের উদ্বাস্তদের সম্বন্ধে এরূপ বিরূপতা এবং ঔদাসীন্যের কারণ কি তাহা বাস্তবিকই প্রশ্নের বিষয়।

আমরা এ বিষয়ে বর্তমানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ দিতে বিরত রহিলাম। আমরা আশা করি স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ইহাদিগকে ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার বস্তু মনে না করিয়া ন্যূনতম মনুষ্যত্বেরও পরিচয় দিবেন। আমরা আজ স্বীকার করিতে না চাহিলেও স্বাধীনতার সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত ও বিষ উঠিয়াছিল—সেই সমস্ত বিষটুকু পাকিস্তানের হিন্দুদেরই পান করিতে হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষে অমৃতের ভাণ্ড পাইয়াছি

বলিয়া একথা ভুলিয়া গেলে নিতান্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হইবে। আমরা আশাকরি উদ্বাস্তুদের ভারপ্রাপ্ত বিহারের উচ্চ কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**জনসাধারণের সহ্যের শক্তি**—সম্প্রতি পটমদা থানার কুমীর গ্রামের অধিবাসীরা মহা বিপদে পড়িয়াছে। কাছের পুরাতন জঙ্গল হইতে ফরেষ্টগার্ড গ্রামবাসীর বহু গরু মহিষ ধরিয়া চালান দিতে গেলে গ্রামবাসী অনন্যোপায় হইয়া একজন ভদ্র মাহাত লোককে ২৩৬৲ টাকায় জামীন রাখিয়া টাকার জোগাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ফরেষ্টগার্ড নির্বিচারে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদেরও মারপিট করিয়াছে। গ্রামের লোক থানায় ডাইরী দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এই জন্য যে, তাহারা জানে যে সে ক্ষেত্রে ফরেষ্ট গার্ড নিজে জঙ্গল হইতে গাছ কাটিয়া তাহাদের বিপদে ফেলিবে। অন্য স্থানের লোকের নিকট ব্যাপারটা নেহাৎ অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও আমাদের মানভূমের রামরাজত্বে ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। গ্রামের চাষী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এইভাবে অভিযোগ করিয়া চালান দিলে পরে মোকদ্দমায় যা'হা হয় হোক না কেন ইহাদের মোকদ্দমা লড়িতেই প্রাণ বাহির হইবে। সুতরাং থানায় ডাইরী দেওয়াও তাহাদের পক্ষে বিপদজনক। এ অবস্থায় গ্রামবাসীরা কি করিবে? বিহার গবর্মেণ্ট যদি জঙ্গল রক্ষার আর প্রহসন না করিয়া মানভূম জেলায় জঙ্গলের নামে যে কটি গাছ এখনও আছে তাহা সমস্তই কাটিয়া ফেলিয়া জঙ্গলশূন্য করিয়া জিলাবাসীকে জঙ্গল আইন এবং ফরেষ্টগার্ড, রেঞ্জার, ফরেষ্টার প্রভৃতি ভূতের অনুচরদের হাত হইতে রেহাই দেন তবে তাহারা বাস্তবিকই উপকৃত হইবে। বর্তমানে জঙ্গলের চেয়ে টাঁড় ঢের ভাল কারণ সে ক্ষেত্রে বিহার গবর্মেণ্ট জঙ্গলের নামে জিলাবাসীদের উপকার করিতে আসিবেনা। জনসাধারণের সহ্যের সীমা বহুদিনই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে আমরা গবর্মেণ্টকে ইহা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

---

**ভারতের খাদ্য-অবস্থা ও মন্ত্রীদের পরস্পর-বিরোধী ও যুগান্তকারী অভিমত**—ভারতের খাদ্য অবস্থা যতই শোচনীয় হইতেছে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীদের আশ্বাসবাণী এবং অস্বীকৃতি ততই অধিকতর হইতেছে। বোম্বাইতে ভারতের কৃষিমন্ত্রী মিঃ মুন্সী ২০শে জুলাই ঘোষণা করেন যে, সরকার দেশের কোনও স্থানে কাহাকেও অনাহারে মরিতে দিবেন না। ২৫শে জুলাই নয়া দিল্লী হইতে তিনি আশ্বাস দেন যে—খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষের আলোচনাকে ভিত্তিহীন এবং খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবৃতিগুলি আশঙ্কামূলক ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন যে দুর্ভিক্ষের আলোচনা মজুত ও মুনাফা লাভের সুযোগ দেয়। সুতরাং ইহা করিওনা। এদিকে বিহারের খাদ্যাবস্থা চিন্তাজনক হইয়া পড়িয়াছে। ২১শে জুলাই তারিখে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে—পূর্ণিয়া ও সংর্ষা জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খবর পাইয়াছেন যে সেখানে অন্তত পক্ষে অনাহারে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। বিহারের প্রধান মন্ত্রীর এই স্বীকৃতির ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ২৬শে জুলাই পাটনাতে এক সম্বর্ধনা সভায় বিহারের অর্থমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ বলেন যে—এই প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা আতঙ্কজনক এবং অনাহারে মৃত্যুর কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন যে—১৯৪৩ সালে কলিকাতায়, যে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিয়াছে সেরূপ অবস্থা না হইলে তাহাকে অনাহারে মৃত্যু বলা যায় না। এখন লোক যে মরিতেছে তাহা অল্পাহার ও অপুষ্টির জন্য 'রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাইতেছে। সর্বোপরি তিনি এই সকল মৃত্যু সংবাদ না ছাপাইতে বা ১০।১৫ দিন খবর চাপা দিয়া রাখিতে সংবাদ পত্র গুলিকে অনুরোধ করেন। কারণ এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইলে যে সকল জঘন্য ব্যক্তি মানুষের দুর্গতি লইয়া ব্যবসায় করে তাহারা মজুত খাদ্যশস্য লুকাইয়া ফেলিবে। চোরাবাজারী মুনাফা খোর ও মজুত্‌ কারীদের সায়েস্তা করিবার ক্ষমতা এতবড় একটা গবর্মেণ্টের নাই—তাই সকলে অনাহারে মরিতে মরিতে সমস্বরে মন্ত্রীদের জয়ধ্বনি করিয়া কেবল নৃত্য করিয়া ইহাই জানাও যে—আমরা খাসা আছি। মোগল, পাঠান ও বৃটিশ এই তিনজনকেই আজ হার মানিতে হইয়াছে এটা মানিতেই হইবে।

---



## বরফ বোমা

ডাঃ উইলহেলম টেলম্যান একজন জার্মাণ বৈজ্ঞানিক। যুদ্ধের সময় তিনি রাশিয়ানদের হাতে পড়েন। ছয় বৎসর তাঁহাকে সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকিতে হয়। গত বৎসর তিনি একটি সুযোগ পাইয়া এরোপ্লেনে রাশিয়া হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এখন তিনি বুয়েনস আয়ার্সে আর্জেণ্টিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করিতেছেন। ডাঃ টেলম্যান তাঁহার রাশিয়ার জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা লণ্ডনের 'ডেইলি মেল' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

বন্দী হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে চাকালফ ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টের ঘরে ডাকিয়া পাঠানো হইল। কমাণ্ডাণ্ট বলিলেন, 'আপনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করিতে রাজী আছেন?" টাকা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব আপনার থাকিবে না।" একটুখানি ইতস্তত: করিয়া আমি সম্মত হইলাম। চারদিন পর একজন লোক আসিয়া আমাকে মলোটভ সহরে লইয়া গেল। সেখানে দেখিলাম একটি বিরাট এলুমিনিয়ামের কারখানা তৈরি হইতেছে। উরাল পর্ব্বত হইতে তার বিদ্যুৎ আসিবে।

একদিন মস্কো হইতে একটি ইনস্পেকসন কমিশন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে আমি চিনিতে পারিলাম, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার ছাত্র ছিলেন। আমি তাঁহাকে অধ্যাপক ডি বলিব। তিনি আমাকে মস্কো বদলী করিবার আশ্বাস দিলেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে সামরিক বিভাগ হইতে আমার বদলীর আদেশ আসিল।

আমাকে একাকী বিমানযোগে মস্কো যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। সেখানে অধ্যাপক ডি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাঁর বিরাট গাড়ীতে করিয়া আমাকে মার্কার হোটেলে পৌছাইয়া দিলেন। সেখানে একটি মস্ত সুন্দর ঘর আমার জন্য রিজার্ভ করা হইয়াছিল।

কয়েক দিনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উন্নতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠিত হইল এবং আমাকে উহাতে নিযুক্ত করা হইল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে অধ্যাপক ডি বলিলেন যে আমরা জার্মাণ ভি-২ রকেটের পরীক্ষা দেখিবার জন্য শীঘ্রই টমস্ক যাইব।

টমস্ক গেলাম। সেখানে যে সব রকেট ছোঁড়া দেখিলাম সেগুলি ভি-২ রকেটের চেয়ে অনেক বড়। একটি ২০ টন বৃহদাকার বস্তু তীব্র বেগে আকাশে উঠিতেছে এ দৃশ্য বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও চিত্তাকর্ষক। রকেটগুলি কখনো কখনো ১৩১ মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিত। একটি ৪০ টনের অতিকায় রকেট লইয়া উহাকে ২৫০ মাইল পর্য্যন্ত ছুঁড়িবার পরীক্ষা চলিতেছিল। এক প্রকার ষ্টেপ-রকেট দেখিলাম, রকেট ফাটিবার পর তার সমস্ত অংশগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; শুনিলাম, তার সর্ব্ব শেষ অংশটিতে নাকি এটম শক্তি আছে।

অতঃপর আমরা ভলগা নদীর তীরে রকেট প্লেনের আর এক পরীক্ষাগার দেখিতে কালিনিন সহরে গেলাম। এই রকেট প্লেনগুলি জার্মান ভি ১ রকেটের মত; উহাতে দুইজন লোক বসিতে পারে। ইহাদের গতিবেগ ভীষণ। তিন ইঞ্জিন-যুক্ত একটি রকেট-প্লেন ঘণ্টায় ১২৫০ মাইল বেগে ছুটিয়াছিল।

অধ্যাপক ডি আমাকে বলিলেন যে এবার আমরা ককেসাস যাইব এবং সেখানে আরও বিস্ময়কর জিনিষ দেখিব। ককেসাসের একটি উপত্যকায় আমরা উপস্থিত হইলাম। স্থানটি অদ্ভুত। পাহাড়ের মধ্যে সমতল স্থান, চতুর্দ্দিকে দেয়ালের মত ১০০০ ফুঃ উচ্চ পাহাড় খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। পাশের আর এক উপত্যকা হইতে রকেট ছুঁড়িয়া এখানে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি হইল। এই ধোঁয়ার মধ্যে নূতন রকেট ছোড়া হইল। দ্বিতীয় রকেট হইতে ঘন সাদা বাষ্প বাহির হইয়া ঐ মেঘের সঙ্গে মিশিয়া গেল। এই সংমিশ্রণ হওয়ামাত্র ভীষণ বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক এবং প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল; মনে হইল যেন নরকের দক্ষিণ দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। সে বিদ্যুৎ চমক এবং বজ্রপাতের যেন আর শেষ নাই। আমাদের চারপাশে পাহাড়গুলির উপর বাজ পড়িতে

লাগিল, পাহাড় কাঁপিতে লাগিল, উপত্যকায় বসিয়া আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন এক অগ্নিকুণ্ডে বসিয়া আছি। ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত একটু কমিলে আবার নূতন রকেট ছোঁড়া হইল। আবার নারকীয় তাণ্ডব সুরু হইল। দুইঘণ্টা এইভাবে চলিবার পর ঝড় একটু কমিল।

পাহাড়ের যুদ্ধে শত্রুকে গোলাবর্ষণের দ্বারা সহজে কাবু করা যায় না বলিয়া এই কৃত্রিম ঝড় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়ের আড়ালে থাকিয়া কামানের গুলি এড়ানো সম্ভব, কিন্তু এই ঝড়ের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আশ্রয়শূন্য উন্মুক্ত পাহাড়ে এই ধরণের ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত সুরু হইলে মানুষ বা জন্তু কাহারও পক্ষে প্রাণ রক্ষা করা সহজ হইবে না।

মস্কো ফিরিলাম। কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি সোভিয়েটের চাকরি করিতেছি। হঠাৎ সংবাদ পাইলাম আমার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা বাঁচিয়া আছে। অধ্যাপক ডি-কে বলিলাম, আমি জার্ম্মেনীতে দেশে ফিরিতে চাই। অধ্যাপক ডি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর বলিলেন,—আপনি এমন আশা পোষণ করিতেছেন যাহা পূর্ণ হইবার নহে।

পরদিন সংবাদ পাইলাম আমাকে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব-তীরে নভরসিস্ক যাইতে হইবে। সেখানে জাহাজে একটি পরীক্ষা আমাদের দেখা দরকার। গেলাম, ছয়টি বিরাট সাবমেরিণ অপেক্ষায় ছিল। আমরা একটি ক্রুজারে চড়িলাম। সাবমেরিণ ছয়টি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইল। তীরভূমি অদৃশ্য হইয়া গেল। সাবমেরিণগুলি তখন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আরও একমাইল অগ্রসর হওয়ার পর সাবমেরিণগুলি ডুবিল। ত্রিশ মিনিট পর জল হইতে উঠিয়া আমাদের ক্রুজারের কাছে উহারা আসিল, তারপর রওনা হইল উত্তর দিকে। জাহাজের রেলিং ধরিয়া অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতারা উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়া বাইনোকুলার চোখে দিয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ প্রায় আধ-মাইল দূরে জল হইতে পাহাড়ের মত বিরাট একটি স্তম্ভ উঠিয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। স্তম্ভটির উচ্চতা ৬৬ ফুট; আমরা স্তম্ভিত হইয়া উহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এই স্তম্ভের মুখে যত বড় যুদ্ধ জাহাজই পড়ুক না কেন, কাগজের নৌকার মত উহা তলাইয়া যাইবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্তম্ভটি অদৃশ্য হইল। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্তম্ভটি যতক্ষণ খাড়া ছিল সেই সময়ের মধ্যে তার আয়তন বাড়েও নাই, কমেও নাই। জলের ভিতর বোমা ফাটিলে জল ফোয়ারার মত উপরে ওঠে, এটি কিন্তু সেরকম নয়; এই স্তম্ভ ৯০ ডিগ্রি কোণ করিয়া একটি বড় ঢেউয়ের মত সোজা উপরে উঠিল এবং ঠিক সেই অবস্থাতেই শেষ পর্য্যন্ত রহিল।

ক্রুজারে দাঁড়াইয়া আমরা কোথাও কোন বিস্ফোরণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতেই পারি নাই। সামান্য একটু ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল মাত্র। বুঝিলাম নৌ যুদ্ধে অস্ত্ররূপে এই জলস্তম্ভ ব্যবহৃত হইবে।

কৃষ্ণ সাগরের এই পরীক্ষায় আমাকে কতকগুলি কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কাজ শেষ না হইতেই টেলিগ্রাম পাইলাম যে আমাকে অবিলম্বে আরল সাগরের তীরে কিরঘিজ উপত্যকায় যাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ একটা এরোপ্লেন আমার জন্য প্রস্তুত হইল, আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম।

অধ্যাপক ডি আমার হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আপনি আসায় খুব ভাল হইয়াছে। শীঘ্র তৈরী হইয়া লউন; এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের আরল সাগর অভিমুখে রওনা হইতে হইবে।

আরল সাগরে উপস্থিত হইয়া আমরা পার্শ্ববর্ত্তী একটি পাহাড়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এক ঝাঁক এরোপ্লেন আবির্ভূত হইল। এরোপ্লেন হইতে ৪০টি ৫০০ পাউণ্ডের বোমা সমুদ্রের মধ্যে ফেলা হইল। বোমা ফেলার স্থান হইতে আমাদের পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র এক মাইল। বোমা পড়িবামাত্র জল ছিটকাইয়া আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিল; কয়েক মিনিটের মধ্যে জল শান্ত হইল। মনে হইল সমুদ্রের উপরটা যেন জমিয়া যাইতেছে।

এবার আমরা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলাম। ১২০০ ফিটের মধ্যে আসিবার পর মনে হইল যেন একটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড়ের মুখে আমরা পড়িয়াছি। সমুদ্রের উপর তখন ঘন কুয়াসা জমিতেছে। আমরা যত অগ্রসর হই, ততই ঠাণ্ডা বাড়ে। বোমা পড়ার আগে তাপ ছিল ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সমুদ্রের ৯০০ ফিটের মধ্যে আমরা যখন উপস্থিত হইলাম তখন তাপমান যন্ত্রের পারা শূন্য ছাড়াইয়া আরও ২৬ ডিগ্রী নামিয়া গিয়াছে। ফার এবং অন্যান্য ভীষণ গরম পোষাক পরিয়াও আমরা শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আরও ৩০০ ফুট অগ্রসর হইলাম। তাপ তখন শূন্যের ৪৩ ডিগ্রী নীচে। আর দশ পা অগ্রসর হইলাম। তাপ আরও কমিয়া শূন্যের নীচে ৫০ ডিগ্রীতে নামিল।

চার ঘণ্টা পর কুয়াসা কাটিল, তাপ একটু বাড়িল। এখন সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল। দেখিলাম আরল সাগরের সমস্ত জলের উপর একটি মোটা বরফের আস্তর পড়িয়া গিয়াছে। যে সব জায়গায় বোমা পড়িয়াছে সেখানে বরফ ১৮ ইঞ্চি গভীর।

বন্দরে এই বোমা পড়িলে সেখানকার লোকজন সব কিছু বরফ হইয়া জমিয়া যাইবে। এই বোমা রকেটে ভরিয়া বহু দূর হইতে ছোঁড়া যায় ইহার নাম ষ্টালিনের বরফ বোমা (Ice Bomb)। ঠাণ্ডা যুদ্ধের ঠাণ্ডা অস্ত্র।

বরফ বোমার পরীক্ষা দেখিবার পর আমরা মস্কো ফিরিলাম। এক দিন অধ্যাপক ডি এবং সমর বিভাগের কয়েকজন কর্ত্তাব্যক্তি বলিলেন, রাত্রে এরোপ্লেনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন। এইরূপ হঠাৎ নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে নাই ইহা আমি অনেক আগেই বুঝিয়া ছিলাম। নীরবে রওনা হইলাম। ভোর বেলা আকাশ পরিষ্কার হইলে বুঝিলাম জার্ম্মেনীর উপর দিয়া চলিয়াছি। এতক্ষণে সঙ্গীরা বলিলেন আমরা পিনেমুণ্ডে যাইতেছি।

পিনেমুণ্ডেতে একটি রকেট পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। উসেডম এবং গাইফসভালের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান একটি বিরাট অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। দেড়শতের অধিক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এখানে রকেটের আরও উন্নতির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা চালাইতেছেন। পিনেমুণ্ডেতে আমার সামনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রকেট নামাইবার কয়েকটি পরীক্ষা হইল; দেখিয়া অবাক হইলাম। লেনিনগাড জেলার ক্রনষ্টাড হইতে বালটীক সাগরে ভিসমরের নিকটবর্ত্তী পোয়েল দ্বীপ লক্ষ্য করিয়া রকেট ছোঁড়া হইল; যে স্থান লক্ষ্য করা হইয়াছিল ঠিক সেইখানে গিয়া রকেটগুলি নামিল। আরেকবার একই পরীক্ষা হইল; প্রত্যেকবারই রকেটগুলি অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যে উপনীত হইল। ক্রনষ্টাড হইতে পোয়েল দ্বীপ পর্য্যন্ত রকেট ছোঁড়ার দূরত্ব ছিল প্রায় ৭০০ মাইল। সাইবিরিয়ায় টমস্ক নামক স্থানে আর একটি বিশাল রকেট পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। ক্রনষ্টাড হইতে উহার দূরত্ব ১৫০০ মাইল। এই দুই স্থানের মধ্যে নির্ভুল লক্ষ্য করিয়া রকেট ছোঁড়ার পরীক্ষা সফল হইয়াছে।

এই সমস্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে রাশিয়া হইতে ইউরোপে এবং আমেরিকার যে কোন লক্ষ্যে রকেট ছোঁড়া সম্ভবপর হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়া মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছে। অগ্নিবাণ আগেই তৈরী হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণে কি বরুণবাণ এবং জলস্তম্ভ পাওয়া যাইতেছে?

—যুগবাণীর সৌজন্যে

---

## যদি চীন ইহা করিতে পারে…

আমাদের নিজেদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধেই আমরা এবং অনেক মন্ত্রীরাও যে রকম অজ্ঞ বলিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে বিদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে চট্ করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুস্কিলের ব্যাপার। যে সব দেশ আবার লৌহ যবনিকার আড়ালে আছে বলিয়া প্রকাশ করা হয় সে দেশগুলির সম্বন্ধে অসুবিধা আরও বেশী। অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও যে সমস্ত সংবাদদাতা আবার যে সমস্ত কাগজের জন্য লেখেন—তাহাতে সংবাদগুলি কতটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা বিকৃত তাহাও নির্দ্ধারণ করা মুস্কিল। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে—বিলাতের রক্ষণশীল দলের কাগজ 'দি টাইমস,' এর চীন সম্বন্ধে সংবাদদাতার রিপোর্ট আর যাহাই হোক চীনের লাল গবর্মেণ্টের অনুকূলে বাড়াইয়া কিছু বলিবে না ইহা ঠিক।

এই অবস্থায় 'সম্প্রতি পিকিঙএ' অবস্থিত দি টাইমস এর বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত রিপোর্ট পাঠকগণের

নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইবে। তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন তিনি যে চীন এর 'শাসকদলের' আদর্শের প্রতি সহানুভূতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ—এ অভিযোগ তাহার সম্বন্ধে করা চলে না। যদি লেখাতে ভুলও থাকে তবে চীনের সম্বন্ধে কম করিয়া বলার জন্যই হইতে পারে বেশী করিয়া বলার জন্য নয়। সেই জন্যই নিম্নলিখিত বিবরণটী চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"পার্টি (কমিউনিষ্ট পার্টি)—কুয়োমিনটাং (চীন হইতে বিতাড়িত চিয়াং কাইশেকের গবর্মেণ্ট) এর শাসন কালে যে সমস্ত নিকৃষ্টতম অন্যায় ছিল তাহার অধিকাংশই দূর করিয়াছে। শাসন যন্ত্র—যেখানে কর্তৃপক্ষীয় পদগুলি কেবল দলের সদস্যগণের দ্বারাই অধিকৃত—তাহার সততার সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্নই করা চলে না। সামরিক বাহিনী প্রশংসনীয়রূপে নিয়মানুবর্ত্তী; সেখানে কোনপ্রকার স্বজন পোষণ নাই; ঔদাসীন্য এবং শিথিলতার স্থানে দক্ষতা এবং সজীবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের কম্যুনিষ্ট মতবাদী না হইলেও চীনকে পুনর্গঠন করিয়া তুলিতে গবর্মেণ্টের জন্য কাজ করিতে বলা হইতেছে। তাহাদের উপদেশ গৃহীত হয় এবং তাহাদের যোগ্যতাকে মর্য্যাদা দিয়া সেখানে একটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

ভারতের একজন অতি গোঁড়া কংগ্রেস সমর্থকও কি ভারতের সম্বন্ধে একথা জোর করিয়া বলিতে পারেন যে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক বৃটিশ শাসন কালীন "অধিকাংশ নিকৃষ্টতম অন্যায়গুলি দূর করা হইয়াছে?" বাস্তব ক্ষেত্রে বহু নিষ্ঠাবান কংগ্রেসজন একথাই শোচনীয়ভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে—স্বরাজের পর হইতে সে গুলির মধ্যে বহু অন্যায় আরও বেশী বাড়িয়াছে। ভারতীয় সৈন্যেরা যে প্রশংসনীয়রূপে নিয়মানুবর্ত্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত ইহা বরাবরই এরূপ ছিল। কিন্তু দেশের শাসন যন্ত্র 'অবিসংবাদিতরূপ অসাধু' এবং কেহ যদি কোন সাধারণ সভায় একথা বলিবার জন্য দাঁড়ায় যে—এখানে কোন স্বজন পোষণ নাই তবে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপ ছাড়া তাহার ভাগ্যে অন্য কিছু জুটিবে না। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাই একান্তে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন যে—যোগ্যতা এবং সজীবতার স্থলে ঔদাসীন্য এবং শিথিলতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষিত এবং দক্ষ লোকদের অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে—এইরূপ যে সামান্য কয়েক জনকে সরকারী চাকুরীতে লওয়া হইয়াছে তাহারা ক্রমবর্দ্ধমান অবিশ্বাসীতেই পরিণত হইয়াছে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে—তিনি যুবকদিগকে সরকারী চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করেন কারণ গবর্মেণ্টের চাকুরী মানুষকে দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতনের দিকে লইয়া যায়।

সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে—"শিক্ষিতেরা এই নূতন শাসনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কম্যুনিষ্ট পার্টির ইহারাই মেরুদণ্ড হইয়াছে। (চীনের) মুক্তির পরে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে বিরাট সম্প্রসারণ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে এই শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বারাই (চীনকে)। পুনর্গঠন এবং শিল্প সম্পন্ন করিবার যে বিরাট কাজের ভার কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্ট লইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে কাজ দিতে হইবে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য করা হইয়াছে। শ্রেণী-পার্থক্যের জন্য কোন লেখা পড়া জানা লোককে বাদ দেওয়া হয় না। যুদ্ধের ফলে শিক্ষিতরা এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে কোনপ্রকার অর্থনৈতিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের বিরোধিতা করিবার মনোবৃত্তি নাই। শত্রু শ্রেণী বলিয়া কিছু নাই, কোন বিরোধীতা নাই সেজন্য কোন ত্রাসও নাই।

ব্যক্তিগত পুঁজিকে সোজাসুজি বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি প্রয়োগ না করিয়াও ট্যাক্স দ্বারাও ভিকেটারী বণ্ড' খরিদ করা অল্প বিস্তর বাধ্যতামূলক করিয়া ধনীদের সঞ্চিত অর্থ অতি দ্রুত কমান হইতেছে। নূতন গবর্ণমেণ্টই এই প্রথম, দৈনন্দিন শাসন কার্য্য ধারার মধ্যে দয়া এবং সৌষ্ঠবের পরিচয় আনিয়াছে। কৃষকের প্রতি সেখানে একজন মানুষের মতোই আচরণ করা হয়। এ পর্য্যন্ত যে পুলিশ প্রকাশ্যভাবে শাসকদের ক্ষমতা অধিকারের দালাল এবং সামরিক বাহিনীর ক্রীতদাস রূপে পরিণত হইয়াছিল — এখন তাহারা দীন ও দরিদ্রকে প্রকৃতভাবে সম্মান প্রদর্শন ও দয়া করে।



পিকিং (চীনের রাজধানী) এর রাস্তায় এরূপ ব্যাপার সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমরা এই উদ্দেশ্যেই ইহা উদ্ধৃত করিতেছি যে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জানা উচিত যে—এশিয়ায় আমাদেরই প্রতিবেশী একটি বিরাট রাষ্ট্রে কি ঘটিতেছে! সেদিন আমাদের প্রধান মন্ত্রী (জহরলাল) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে ভারতে সংকীর্ণ চিন্তা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গীর যে বিপদজনক ধারা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে—তাহার নিন্দা করেন। তিনি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। বাস্তবিকই আমাদের যদি অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা কি কেবল বিরাট শিল্পসম্পন্ন দেশ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা হইতেই? ইহাদের অতীতের ঐতিহ্য এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত আমাদের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটী সভ্যতার মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধে মিঃ মুন্সী যতই উচ্ছাস প্রকাশ করুন না কেন—আমাদের পরীক্ষামূলক কার্য্যগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার আদর্শে করিতে যাইয়া আমরা কি বিপদ ডাকিয়া আনিব? প্রকৃত পক্ষে চীন ও জাপানের সহিতই আমাদের মিল অনেক বেশী রহিয়াছে। তাহাদের অনেক সমস্যার সহিত আমাদের বহু সমস্যার মিল রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে—ভারতকে চীন হইতে দেওয়া হইবে না—এ রূপ ভীতি প্রদর্শন না করিয়া সে দেশে যে সমস্ত বিরাট পরীক্ষামূলক কাজ চলিতেছে তাহার সম্বন্ধে নির্ভূল তথ্য প্রচার করিলে দেশের অনেক সাহায্য হইবে।

উপরে আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় অর্থাৎ চীনে যে দুর্নীতি, অসাধুতা এবং স্বজন-পোষণ আমাদের দেশ অপেক্ষাও বেশী প্রবল ছিল, চীন তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমূলে ধ্বংস করিয়াছে—তবে আমাদের পক্ষে এই তথ্য মূল্যবান যে — যেখানে আমরা ব্যর্থ হইয়াছি সেখানে চীন কিরূপে এবং কেন সাফল্যলাভ করিতে পারিল? চীন এখনও একটা শ্রেণীবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই—সেখানে কোন "ত্রাস' নাই এবং এ পর্য্যন্ত 'সরাসরি বাজেয়াপ্তের' ব্যাপারও সেখানে হয় নাই। যদিও সিদ্ধান্তের দিক দিয়া সেখানে কমিউনিষ্ট ডিক্টেটারত্ব বর্ত্তমান তথাপি তাহা ভারতের কার্য্যতঃ কংগ্রেস ডিক্টেটারশিপের চেয়ে বেশী কঠোর ও নির্দ্দয় নয়। জনসাধারণ চীনের গবর্ণমেণ্টের পিছনে আছে। "চীনে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কেহই কুয়োমিনটাং গবর্ণমেণ্টের প্রত্যাবর্ত্তন চায় না। সেখানে কোন সংগঠিত বিরোধীতার অস্তিত্ব নাই এবং ট্যাক্স অত্যধিক বলিয়া যে অসন্তোষের কথা কুয়োমিনটাং প্রচারকেরা জোর গলায় প্রচার করিতেছে—তাহা সমস্ত পৃথিবীময় ট্যাক্সদাতাদের ট্যাক্সেরই বিরুদ্ধে যে সাধারণ অসন্তোষ তাহার বেশী অন্য কিছু নয়।"

পণ্ডিত নেহেরু অবিরত এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে— ভারতবর্ষে তাহার "বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন" আনিবার স্বপ্নে জনসাধারণ যথেষ্ট সহযোগীতা করিতেছেন। এক সময় ছিল যখন তিনি ভারতে বৃটিশ শাসকদের অবিরত এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেন যে — তাহারা যে ভারতের জনসাধারণের সহযোগীতা লাভ করিতে পারিতেছে না — ইহাই তাহাদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা তাহার বেলায় একই কষ্টি-পাথরে যাচাই করিব না কারণ আমরা মনে করি তাহার উদ্দেশ্য ভাল। আমরা তাহাকে বরং এই আশ্বাসই দিব যে— সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ের নীতির ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম সতত', সাধুতা ও যোগ্যতার দরকার যাহা না হইলে কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট বা পুঁজিবাদী যেই হোক না কেন, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষাকার্য্যই সফল করিতে পারে না — তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে কোন পন্থাই গ্রহণ করুন না কেন, জনসাধারণ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সহযোগীতা করিবে। চীন যদি করিতে পারে তবে ভারত কেন পারিবে না? এইরূপ করিতে না পারার কারণ একমাত্র এই হইতে পারে যে— হয় গবর্ণমেণ্ট যাহা বলে তাহা করিতে চায় না — অথবা ইহা অযোগ্য, না হয় জনসাধারণের অধঃপতন সর্বপ্রকার সংশোধনের অতীত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই স্বীকৃতি অতি দুঃখজনক। জীবনের ন্যূনতম মানদণ্ড লাভ করিবার জন্য আমরা কি কমিউনিষ্টই হইব? (আচার্য্য কৃপালনী প্রতিষ্ঠিত 'ভিজিলের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে।)

# কোরিয়া যুদ্ধের পরিস্থিতি

কোরিয়ার যুদ্ধ আজ এক মাসের উপর চলিতেছে। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ার সৈন্য বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার প্রায় তিন চতুর্থাংশ দখল করিয়া আমেরিকান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য বাহিনীকে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের পার্ব্বত্য অঞ্চলে একেবারে কোণ ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর কোরিয়ার দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্ক বাহিনী দৈত্যকায় মার্কিনী বিমান বহরের প্রবল বোমা বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া প্রবল জলস্রোতের ন্যায় আগাইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে দক্ষিণ কোরিয়ার বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন রাজধানী টেগুকে উপলক্ষ্য করিয়া উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল যে সাঁড়াশী অভিযান চালাইয়াছে তাহাতে রাজধানী টেগু বিশেষ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। টেগুর উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন উত্তর কোরিয়ান সৈন্যবাহিনী সম্প্রতি দখল করিয়াছে; ইহার ফলে, রাজধানী টেগু তিন দিক হইতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর পুসানের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এই পুসান বন্দর বহির্জ্জগতের সহিত দক্ষিণ কোরিয়ার জলপথে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র। দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যের জন্য জলপথে বা বিমানপথে যতপ্রকার সাহায্য এই পুসান বন্দরেই পাঠানো হইতেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার নিকট এই পুসান বন্দরই বর্ত্তমানে একমাত্র প্রাণকেন্দ্র। উত্তর কোরিয়ার বাহিনী এই পুসান বন্দরের ৭০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সমতল ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধ করিতে মার্কিন সৈন্য ও বিমানবহর সক্ষম হয় নাই। তবে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত পুসান বন্দরের যুদ্ধ কি রূপ লইবে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল এবং সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ানোতে স্বস্তি পরিষদ (সিকিউরিটী কাউন্সিল) সদস্য রাষ্ট্র-সমূহকে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবিলম্বে সৈন্য ও সাহায্য পাঠাইতে জরুরী আবেদন জানাইয়াছেন। ঐ আবেদনের উত্তরে কমনওয়েলথ্ ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ কোরিয়ায় অবিলম্বে সৈন্য সামন্ত পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন। বৃটীশ জঙ্গী বিমান বহর ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ায় সাহায্যের জন্য পাঠানো হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তুরস্ক, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রও কিছু কিছু পরিমাণ সাহায্য দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরণ করিতেছেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরাইবার চেষ্টায় মার্কিন নৌবহর উত্তর কোরিয়ার অধিকৃত ইয়ংডক বন্দরটিকে গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত করিবার পর অধিকার করে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ান বাহিনী ঐ বন্দরটি হইতে মার্কিন সৈন্যদের হঠাইয়া পুনরাধিকার করিয়াছে। মার্কিন সৈন্যদল স্থানে স্থানে প্রতি আক্রমণের প্রচেষ্টা চালাইতেছে। মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয়া সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের কারণ বর্ণনা করিয়া মার্কিন প্রচার দপ্তর হইতে বলা হইতেছে যে উত্তর কোরিয়ার সামরিক বল দক্ষিণ কোরিয়ার রক্ষাকারীদের অপেক্ষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় সতের গুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত চীনের গৃহযুদ্ধে চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম লিপ্ত অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ কোরিয়ার সৈন্যদল উত্তর কোরিয়ান বাহিনীর সহিত লড়িতেছে। ইহাও প্রচার করা হইতেছে যে রুশ সামরিক পরামর্শদাতারা উত্তর কোরিয়ান সৈন্যবাহিনীকে পরামর্শ ও পরিচালনা করিতেছেন।

এদিকে, যুদ্ধাঞ্চল হইতে পলায়নপর দক্ষিণ কোরিয়ার আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা নাকি নাগরিকবেশে মিশিয়া গিয়া পশ্চাৎ হইতে মার্কিন যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়ার সমর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে যুদ্ধাঞ্চল হইতে কোনও আশ্রয়প্রার্থীকে আসিতে দেওয়া হইবে না—এবং ঐরূপ আশ্রয়প্রার্থীদের দক্ষিণ কোরিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে আসিতে দেখিলে "শত্রু সৈন্য" রূপে গণ্য করিয়া গুলি করিয়া মারা হইবে।

মার্কিন সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক আর্থার দক্ষিণ কোরিয়ার রণাঞ্চল পরিদর্শন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চরম জয়লাভের দৃঢ় আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ লইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহা সোভিয়েট প্রতিনিধির স্বস্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল।



---

# পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সহিত ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনারের জিলার খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

গত ২০শে জুলাই ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার মহাশয় পুরুলিয়া সদর সাব ডিভিজনের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পুরুলিয়ায় আসেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি উক্ত দিন বার লাইব্রেরীর কয়েক জন প্রতিনিধিকে তাহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাহার আমন্ত্রণে বার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে সর্বশ্রী দীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সুকুমার বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র বোস, তাহার সহিত দেখা করেন। প্রতিনিধিগণ আলোচনা প্রসঙ্গে জিলার খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে কমিশনারকে যাহা বলেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। তাহারা বলেন যে—

১। সদর সাব ডিবিজনে বর্ত্তমান চাউলের দর গুণানুসারে ২৪৲ টাকা হইতে ২৬৲ টাকা মণ। ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত বৎসরের এই সময়টা চাউলের বাজার দর যাহা থাকিত এবৎসর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

২। কেবল মাত্র ১৯৪৩ সালে যে বৎসর বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বিহার হইতে বাঙ্গলায় চাউল রপ্তানীর কোন বাধা নিষেধ ছিল না—তখনই বর্ত্তমান বৎসরের মত দর হইয়াছিল।

৩। ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট ১১৷৷০ টাকা হইতে ১৪৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের খরিদ দর দিয়াছিলেন এবং তখন বাজার দরও প্রায় অনুরূপ ছিল। গবর্মেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরে মোটা চাউল ১৪।০ মণ হিসাবে দর দিতেছেন কিন্তু জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসেই মোটা চাউলের বাজার দর ১৭৷৷০ টাকা এবং মাঝারী চাউল ২০৲ টাকা ছিল।

৪। মানভূম সদর ধান্য উৎপাদক অঞ্চল এবং এই অঞ্চলে উৎপন্ন শস্য চাউলই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র প্রধান খাদ্যশস্য হওয়ার দরুণ, এবছরের চাউলের উচ্চ দর নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মজুর শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এখানকার জন সংখ্যার মধ্যে ইহারাই সর্বাধিক। বিহারের অন্যান্য প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই যেমন একবারের বেশী চাষের উৎপাদন হয়, মানভূমের এই সদর সাবডিবিজনে তাহা হয় না। এখানে একবারই চাষ হয় এবং সেই জন্যই এখানকার সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বিহারের অন্যান্য স্থানের সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক কম।

৫। বর্ত্তমান বৎসরে চাউলের এরূপ অস্বাভাবিক উচ্চ দরের কারণগুলি এই :—

(ক) গত বৎসরে বৃষ্টি দেরীতে হওয়ায় অনেক ধানের জমি চাষ করিতে পারা যায় নাই।

(খ) ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের শেষের দিকে বৃষ্টি হয় নাই। ফলে সদর সাবডিবিজনের বাইদ জমি—যাহা এখানকার মোট ধান জমির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ—তাহাতে ধান একবারেই হয় নাই।

(গ) ইচ্ছা করিয়াই হোক বা ভুল করিয়াই হোক ১৯৪৯ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরুলিয়া সদর হইতে ধানবাদে ধান চাউল যাইবার সরকারী বাধা নিষেধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সময়টাতেই চাষের নূতন ধান বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানী হয়। সুতরাং এই সময়ে বাধা নিষেধ উঠাইবার ফলে সদর হইতে খুব বেশী পরিমাণে চাউল বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

৬। এই জিলার পার্শ্ববর্ত্তী শিল্প অঞ্চল ধানবাদ এবং ধলভূমে পুরুলিয়া সদর অপেক্ষা চাউলের বাজার দর অনেক বেশী থাকে। ফলে এণ্টিস্মাগলিং ফোর্সের তৎপরতা সত্ত্বেও বহু পরিমাণে চাউল সে সব অঞ্চলে চলিয়া যায়।

৭। পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গলা দেশের জেলাগুলিতে বিশেষ করিয়া বাঁকুড়াতে চাউলের দর—মানভূমে বিহার গবর্মেণ্ট

যে দর দেন—তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সদরের প্রধান প্রধান চাউলের কেন্দ্রগুলি যথা—মানবাজার, হুড়া, কাশীপুর প্রভৃতি মানভূম বাঁকুড়ার সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় সেই সব স্থানে বাঁকুড়া হইতে বহু পরিমাণে আমদানী চাউল পারচেজিং এজেণ্টরা এবং অন্যান্য ডিলাররা কিনিয়া থাকে। এবৎসর তাহা প্রায় বন্ধ হওয়াতে সদরের মজুত চাউলের পরিমাণ আরও কমিয়া যায়।

৮। বার এসোসিয়েশন সরকার কর্ত্তৃক খাদ্য শস্য সংগ্রহের বিরোধী নয়। কিন্তু সদরের প্রয়োজন না মিটাইয়া বাহিরে চালান দেওয়া যাইতে পারিবে না ইহাই দাবী করে। এখানেই চাউলের অভাব।

৯। আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি যে, যদি বাহির হইতে বর্ত্তমান বৎসরে সাব ডিবিজনে চাউল আমদানী করা সম্ভব না হয় তবে বাহির হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্য শস্য আমদানী করিয়া যাহাদের আয় কম তাহাদের নিকট কণ্ট্রোল দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বান্দোয়ান ও পটমদা অঞ্চলে ইতি-মধ্যেই ঘোর দুর্দ্দশা চলিতেছে।

১০। আমাদের বার এসোসিয়েশন খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ঘটনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কমিশনারের সহিত এই আলোচনার সময় মানভূমের ডিপুটি কমিশনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পরে কমিশনার তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে—তাহার কিছু বলিবার আছে কিনা। ডিপুটি কমিশনার বলেন যে—"আমার কিছু বলিবার নাই।"

---

## ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি অনুষ্ঠান

**ঝালদা—গত ১লা শ্রাবণ**—ঝালদা মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গনে বেলা ৪টার সময় শ্রীকালীপদ হালদারের সভা-পতিত্বে এক সভায় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী পালন করা হয়। সভায় সর্বশ্রী হরিপদ চ্যাটার্জী শক্তিপদ মুখার্জ্জি মণি মুখার্জ্জি, শরৎ দাস ও হনুমান মারোয়াড়ী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি যোগদান করেন।

**তানাসীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি উপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ**—গড় জয়পুর থানার তানাসী গ্রামে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকীতে শ্রীজগন্নাথ মাহাত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া নিম্নলিখিত "আশার বাণী" পাঠ করেন:

"আজ স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের স্মৃতি দিবসটীর অনুশীলনে প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে তিনি একদিন আমাদের মানভূমের হৃদয় দেবতা স্বরূপ মহাজন ছিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগ নিষ্ঠা, দান এবং শান্তির বাণী অসীম ও নির্ম্মল ছিল। তিনি কেবল স্বাধীনতা-কামী রাজনৈতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সত্যের প্রতীক। এবং আধ্যাত্মিক জগতেও মানুষে যাহাতে মানসিক স্বাধীনতাগুলি আনয়ন করিতে পারে তজ্জন্যই তিনি আজীবনকাল মনে প্রাণে এই মানুষ সত্য নর নারায়ণের সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মানুষ ও জনসাধারণের সেবা করাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্যধন। সুতরাং আজ যে আমরা তাঁহার নিকট ঋণী একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে দিন আমরা তাঁহার উক্ত ঐকান্তিক কামনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিব সেই দিনই বুঝিতে হইবে যে আমাদের আজ ঋণ মুক্তি হইল।

তাই আজ তাঁহার স্মৃতি দিবসটিতে ঋণ পরিশোধের তাগিদ দিতেছে ভাবিয়া সকলের হৃদয়ে তাহার আশার বাণী সঞ্চারিত হউক। যেমন অদ্য পূণ্যতম তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ চলিয়া গেল এবং চলিবেও, তেমনি হে ঋষিবর! তোমারও স্মৃতি দিবস কল্পে তোমার সত্যের রথ চলিতেছে এবং চলিবে।

---

## কংগ্রেসের সভাপতি

নাসিকে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ অধি-বেশন হইবে তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইবার জন্য এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত তিন জনের নাম প্রস্তাব করা হই-য়াছে। ১। শ্রীশঙ্কর রাও দেও, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সাধারণ সম্পাদক, ২। আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের ভূতপুর্ব সভাপতি, ইনি পূর্বে গান্ধীজীর বর্ত্তমানেই



পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—ইনি গত বৎসর ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়ার সহিত সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন ও পরাজিত হন। আচার্য্য কৃপালনী সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে সভাপতির নির্ব্বাচনের জন্য অর্থব্যয় প্রভৃতি না হওয়াই উচিত। সভাপতির পদের জন্য প্রতিযোগিতা হইলে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভোট দিয়া সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

---

# স্থানীয় সংবাদ

**পুরুলিয়া হোলির মোকদ্দমা**—গত ২৪শে হইতে ২৬শে জুলাই তিনদিন পাটনার প্রমুখ উকিল শ্রীযুক্ত বি, কে, সেন, শ্রীযুক্ত বর্মা'র আদালতে সরকারী পক্ষের ৯জন সাক্ষী ও অভিযোক্তা পুরুলিয়া সহরের থানার হাবিলদারকে জেরা করেন। সরকারী পক্ষের আরও অন্যান্য সাক্ষী উপস্থিত না হওয়ার দরুণ মামলা আগামী ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে।

**স্বামী অসীমানন্দ গ্রেপ্তার**—রামচন্দ্রপুরের বিজয়-কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দ স্বরস্বতীকে গত ১৪ই জুলাই রামচন্দ্রপুর আশ্রমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি নিজস্ব জামীনে মুক্তিলাভ করেন।

স্বামী অসীমানন্দ পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংগঠন পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন একটি লেখার জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। দীর্ঘ দিন বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণের পরে গত ১৪ই জুলাই রামচন্দ্রপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২০শে জুলাই তিনি পাটনা হাইকোর্টে হাজির হইয়াছিলেন। মামলার শুনানীর দিন এখনও ধার্য্য হয় নাই। তিনি বর্ত্তমানে ১৫ দিনের জন্য অনশন ও মৌনব্রত ধারণ করিয়াছেন।

**বনস্পতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ**—পুরুলিয়ার বার এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে আনীত বনস্পতি নিরোধ বিল সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বনস্পতিকে নিষিদ্ধ করিয়া বিল পাশ হওয়া দরকার।

**বজ্রাঘাতে মৃত্যু**—গত ৮ই শ্রাবণ সোমবার বেলা ২ টার সময় চাষ থানার সতনপুর নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মল্লিক বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছেন। বজ্রাঘাতের সময় সুরেনবাবু ধানের ক্ষেতে লোকজন লইয়া কাজ করিতে-ছিলেন। বিদ্যুতের চমক লাগিয়া তিনি এবং আরও ৪।৫ জন মাটিতে পড়িয়া যান। কিন্তু আর কাহারও কিছু হয় নাই। থানায় সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ আসিয়া মৃতদেহ সংকারের অনুমতি দেয়।

**মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের টাকা আংশিক ফেরত**—কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখা গত ২৯শে জুলাই শনিবার হইতে আমানতকারী দিগকে তাহাদের আমানতের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

**শোক সংবাদ**—গত ২৮শে জুলাই পুরুলিয়ার অন্যতম প্রবীনতম অধিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র মুখার্জ্জি কিছুদিন রোগ ভোগের পর মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার প্রায় ৮১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘদিন পোষ্ট মাষ্টারের চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

**বিহারের রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত মানভূম জিলা কংগ্রেস সভাপতির প্রতিদ্বন্দ্বীতা**—মানভূম জিলা হইতে নাসিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইবার জন্য পুরুলিয়া-আড়ষা নির্বাচন কেন্দ্র হইতে একটি আসনে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় ও মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীমহেশ্বর মাহাত মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতেছে।

**চাণ্ডিল রাস্তায় বাস দুর্ঘটনা**—চাণ্ডিল হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একখানি যাত্রীবাহী বাস ১৬শে জুলাই সকাল প্রায় ৮টার সময় একটি কালভার্টের নিকট পড়িয়া উল্টাইয়া যায়। প্রায় ৮ জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আহতদের পুরুলিয়া হাসপাতালে আনা হয়। গাড়িখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশিত হইল সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত

সর্ব্বত্র প্রচলিত গৃহে গৃহে গীত

## বৃহৎ মনসা মঙ্গল

ইহাই সেই **"শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল"** বিরচিত প্রামাণিক গ্রন্থ।

মূল্য মাত্র ২৲ টাকা

প্রকাশক
দোলগোবিন্দ দত্ত
কালীতলা, পুরুলিয়া মানভূম।

## উজ্জ্বল ভারত

(মাসিকপত্র তৃতীয় বর্ষ)

সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
(বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ)

প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্যালয় : ১৮এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা—২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগৎকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

## "সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর
১১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৷০ প্রতি সংখ্যা—৵০

## ম্যাসেজ

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ম্যাসাজ দ্বারা নানাবিধ দুরারোগ্য বেদনা, ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি রোগ সারান হয়। অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
মুক্তি প্রেস
পুরুলিয়া

## সংহতি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীসুরেন নিয়োগী

এত সুলভ মূল্যে এত উপাদেয় পত্রিকা বাংলা মাসিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন মিত্র, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখায় পূর্ণ থাকে।

সত্বর গ্রাহক হউন

কার্যালয়—২০৩।২বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

## কৃষ্ণচন্দ্র দে এণ্ড ব্রাদার্স

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

চকবাজার, পুরুলিয়া
মানভুম।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে শ্রাবণ ১৩৫৭, ৭ই আগষ্ট ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৶০

## মুক্তি প্রেস

সর্বপ্রকার ছাপাইবার
কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
প্রতিষ্ঠান।

আপনার প্রয়োজনীয় ছাপাইবার কাজ
সুন্দররূপে মুক্তি প্রেসই
করিয়া দিবে।

# সদর লোক্যাল বোর্ড

## নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, জেলা মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত খোঁয়াড় বাঁধ ও হাটগুলিতে ১৯৫০-৫১ সালের জন্য ডাক নীলামে আগামী ১৬৷৮৷৫০ তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নীলামে খতম হইলে খাজনার সমস্ত টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি না দিলে উক্ত খোঁয়াড় কিম্বা হাট প্রভৃতিতে দখল দেওয়া হইবে না এবং উক্ত টাকা বিনা নোটীশে বোর্ডে বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭ দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম ডাক সদর লোকাল বোর্ডের অফিসে জুবিল টাউন হলের হাতার মধ্যে বেলা ১টা হইতে আরম্ভ করা হইবে। যাহার কিছু মাত্র খাজনার টাকা বাকী থাকিবে তাহাকে ডাক দিতে দেওয়া হইবে না। যাহাদের এক বৎসরের অধিক মেয়াদ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের আগামী ১৯৪ সালের দরুণ সমস্ত খাজনার টাকা নীলামের দিন জমা দিতে হইবে।

| খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় |
|---|---|---|---|---|
| ১। আনাড়া | ২। বোরো (বুড়িবান্ধ) | ৩। ভজুডি | ৪। চন্দনকিয়ারী | ৫। চেলেমা |
| ৬। হুড়া | ৭। খুঁটী | ৮। মনিহারা | ৯। কপালি | |

সত্যকিঙ্কর মাহাত
চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।


## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

### ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

### পুরুলিয়া।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন। সদর মানভূমে সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভুষণ সুর
অর্গেনাইজার




# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ২২শে শ্রাবণ সোমবার

## ৯ই আগষ্ট

"করিব অথবা মরিব" সংকল্প লইয়া ১৯৪২ সালের পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে ৯ই আগষ্টের অভ্যুদয় হইয়াছিল আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে তাহার স্মরণ দিবস আসিতেছে। জাতীয় জীবনের এই পরম স্মরণীয় দিনটিকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

এই দিনে স্বাধীনতার যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল তাহার সমাপ্তি হইয়াছিল ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে। এই শৃঙ্খল-ভার মুক্ত করিবার জন্য যে সমস্ত ভারতবাসী আত্মদান করিয়া গিয়াছেন জাতি তাহাদের শ্রদ্ধাবনত শিরে স্মরণ করিবে।

একটা জাতির জীবনে যে সমস্ত দিনগুলিতে এমন ঘটনা হয় বা এমন ঘটনা আরম্ভ হয় যাহা তাহার অগ্রগতির সূচনা করে, তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে—জাতি তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে চায় এইজন্য যে—যে সাধনা, যে তপস্যা, যে দান সে দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া জাতির জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, জাতির নিজের নিকট নিজের যে শক্তিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল—তাহা যেন তাহার জীবনে শাশ্বত হইয়া তাহার চিরন্তন গতিপথের সম্বল প্রদান করে। আজ জাতির জীবনে ৯ই আগষ্টকে এই জন্যই পূর্ণভাবে স্মরণ করিতে হইবে।

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, জাতির দুর্জ্জয় পণ, তাহার অনমনীয় সংকল্প। আমরা ভারতের স্বাধীনতা আনিব নয় প্রাণত্যাগ করিব—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প না হইলে জাতি যে শুধু পরাধীনতা হইতেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না তাহা নয় এইরূপ সংকল্প না হইলে তাহারা স্বাধীনতাকেও রাখিতে পারে না—জাতির অগ্রগতি তো দূরের কথা।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষেও যখন গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া জাতির জীবনকে দুঃসহ ও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে তখন জাতির একমাত্র দুর্জ্জয় সংকল্পই জাতিকে এই সঙ্কট মূহর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে। জাতিকে আজ গভীরভাবে ইহাই চিন্তা করিতে হইবে যে—৯ই আগষ্ট আমরা যে স্বাধীনতার সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তাহা কেবলমাত্র ইংরাজকে ভারত পরিত্যাগ করানোতেই শেষ হইয়া যায় নাই। ইংরাজ আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমস্ত অন্যায় ও দুর্নীতি গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা হইতেও জাতি মুক্ত হইবার পণ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পরেও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে—দেশ এখনও কুশাসন, শোষণ, দুর্নীতি হইতে মুক্ত হয় নাই। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট যে দুর্জ্জয় পণ লইয়া আমাদের জাতি অগ্রসর হইয়াছিল আজও তাহাকে অনুরূপ পণ লইয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে। জাতির মধ্যে যাহা কিছু অকল্যাণ আছে তাহা বিধ্বংস করিবার জন্য তাহাকে আজ "করিব অথবা মরিব" এই পণ লইয়া অভিযান সুরু করিতেই হইবে। আজিকার ৯ই আগষ্ট জাতির জীবনে এই নব যুগের সূচনা করুক আমরা ইহাই কামনা করি।

---

## অনাহার ও মৃত্যু

ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী কিছুদিন পূর্বে ভারতের খাদ্য মন্ত্রীর পদ গ্রহণের পরেই ঘোষণা করিলেন যে—তিনি ভারতে অনাহারে এক ব্যক্তিরও মৃত্যু ঘটিতে দিবেন না।

সম্প্রতি ভারতের নানা স্থানে—বিহারে, মাদ্রাজে বাংলায় খাদ্যের অভাবে নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিহারে নানা স্থান হইতে অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ যে সেখানে কয়েকটি জেলায় এমন খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে যে লোকে লতাপাতা শিকড় বাকড়, খাইয়া দিন কাটাইতেছে। বাংলায়ও নানা স্থান হইতে সঙ্কটজনক খাদ্যাভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীরা নানারূপ বিশেষ ও অদ্ভূত কাজ করিয়া যাইতেছেন। বাস্তবিক বিহারে অনাহারে মৃত্যু হইতেছে কিনা এবং

খাদ্যাবস্থা বাস্তবিক কিরূপ তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি গত ৩০শে জুলাই একদিনে বিমান যোগে উত্তর বিহার পরিদর্শন করিয়া পাটনাতে নামিয়াই এই অভিমত জোরের সহিত প্রকাশ করিলেন যে—"বিহারে কোন দুর্ভিক্ষ নাই বা বিহারে কেহ অনাহারে নাই।

তিনি এই কথাই বলেন যে—হত জনের মৃত্যু সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তিনি অবগত হইয়াছেন যে, মাত্র একজন ভিক্ষুকের প্রকৃত অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে।

"বিহার সরকারের হাতে বর্ত্তমানে খাদ্য মজুত আছে।"

"খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের লোক সংখ্যা ৩১ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় এগার লক্ষ লোক খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিপন্ন। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে বহু লোকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

গত ২রা আগষ্ট নয়াদিল্লীতে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে খাদ্য মন্ত্রীকে ভারতের নানা স্থানে খাদ্যের অভাব ও দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি যাহা উত্তর বা খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করেন তাহা এই :—

"খাদ্যোৎপাদন বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নহে। সবই আনুমানিক হিসাব।"

"বিহারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে তিন মাসের খাদ্য মজুত আছে। তাহা সত্বেও কেন্দ্র হইতে ১৮০০০ হাজার টন গম প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

তিনি ঘোষণা করেণ যে—"দেশে খাদ্যের অভাব আদৌ নাই।

ইহার পরে ভারতে খাদ্যাবস্থার উন্নতি কল্পে ভারত গবর্মেণ্ট কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার একটি হিসাব দেন। বলেন যে—

বিদেশ হইতে বহু কোটী টাকার খাদ্য শস্য ভারতে আমদানী করা হইয়াছে ও হইতেছে।

প্রত্যেক বৎসরই খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তিনি হিসাব দেন যে ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহার পূর্ববর্ত্তি বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২ কোটী ১১ লক্ষ মণ খাদ্য অতিরিক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর ১৯৪৯-৫০ সালে আবার উহা অপেক্ষাও প্রায় ২ কোটী ৫২ লক্ষ মণ শস্য অতিরিক্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

তিনি বলেন যে—বৎসরে বাঁদরের উৎপাতে প্রায় ১ কোটী ৩৫ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৬২ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য নষ্ট হয় যাহার আনুমানিক মুল্য প্রায় ১৬ হইতে ২০ কোটী টাকা। এই বাঁদর নিধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গত ৩ বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বহু কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ভারত সরকার বিদেশ হইতে চাষের জন্য বহু কলের লাঙ্গল আনিয়াছেন।

আমরা ভারতের খাদ্য মন্ত্রীর—অনাহারে মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাহার হিসাব অনুযায়ী ভারতের খাদ্যাবস্থা এবং এই অবস্থাকে শোধরাইবার জন্য ভারত গবর্মেণ্ট কি করিতেছেন তাহার একটা নিষ্কর্ষ দিলাম।

এরূপ অবস্থায়ও লোকে যদি অনাহারে মরে তবে তাহাকে অনাহারে মৃত্যু বলা যায় না! লোকে খাদ্য না পাইয়া মরিতেছে বা তাহারা অপুষ্টি অর্থাৎ কম খাইয়া মরিতেছে একথাই খাদ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলে বলিতেছেন। লোকে যে কম খাইতেছে তাহার কারণ কি? খাদ্য দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা নয়—দুর্মূল্যতা। এই দুর্মূল্যতা কেন? চোরাবাজারী মুনাফাখোরেরা খাদ্য শস্যকে দুর্মূল্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা ইহা কেমন করিয়া করিতে পারে? গবর্মেণ্টের শাসন ব্যবস্থা ইহাদের সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। খাদ্যমন্ত্রী এই খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে—খাদ্যাভাব নয়—গবর্মেণ্টের কুশাসনই এই খাদ্যাভাবের অবস্থার জন্য দায়ী। আর একটি বিবৃতিতে বলেন যে তাহার দায়িত্ব থাকিলেও তিনি শক্তি হীন।

মুন্সীজী দেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত দেশের বাস্তব অবস্থার তুলনা করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভারতের খাদ্যমন্ত্রী দেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বা যাহা দেশের লোককে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। দেশে খাদ্যের অল্পতার জন্যই হউক বা চোরাবাজারীদের জন্যই হউক বা চোরাবাজারীদের জন্যই হউক বা গবর্মেণ্টের কুশাসনের জন্যই হউক দেশে খাদ্যের অবস্থা সন্তোষজনক নয় এবং কোন কোন অঞ্চলে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, লোকে খাদ্যের অভাবে বাস্তবিকই অনাহারে মরিতেছে। ইহাকে অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই এবং অস্বীকার করা—অবস্থার উন্নতি করিবার উপায়ও নয়।



প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করার ব্যাধিটা আমাদের শাসন কর্ত্তৃপক্ষরা উত্তরাধিকারী সূত্রে বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পাইয়াছেন এবং তাহাতে ইংরেজ গবর্মেণ্টকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। উচ্চ হইতে অধঃ সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহা একরূপ। ভারতের কৃষিমন্ত্রী যেমন ভারতের প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করিতেছেন—প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ প্রদেশের, জিলার কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ জিলার, থানার কর্ত্তৃপক্ষ থানার এবং গ্রামের চৌকীদারও গ্রামের পকৃত অবস্থা অস্বীকার করিবারই কাজটা ভাল করিয়া রপ্ত করিয়াছেন। ফলে যে সমস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তাহা লওয়া হইতেছে না এবং তাহা লওয়া হইলেও কার্যকরী করার আন্তরিকতা দেখা যাইতেছে না। শস্য হানি করিতেছে বলিয়া ভারত গবর্মেণ্টকে বাঁদর মারিতে যেরূপ তৎপর দেখা যাইতেছে—লোককে উপবাসে রাখিয়া অনাহারে মানুষ হত্যা করিবার জন্য চোরাবাজারীদের সায়েস্তা করিবার জন্য অনুরূপ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিলে ক্ষতি কিছুই হয় না। বরং তাহা দ্বারাই সমাধানের পথ পাওয়া যাইতে পারে। গুটি কয়েক কলের লাঙ্গল বা বাহির হইতে খাদ্য শস্য আনাইয়া ভারতের খাদ্যাবস্থার বিশেষ সুরাহা হইবে না। একদিকে যেমন মজুতকারীদের বা চোরাবাজারীদের কঠিনহস্তে নির্মমভাবে দমন করিতে হইবে আর একদিকে তেমনি জনসাধারণের সহিত পকৃত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া শস্য উৎপাদন কার্য্যে তাহাদিগকে যোগান দিতে হইবে। সর্বোপরি মূল সমস্যা যে, শোষণ—তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে হইবে। এজন্য পথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। সমাজে বা রাষ্ট্রে এই শোষণ ব্যবস্থা বজায়, কায়েম এবং দৃঢ় রাখিয়া এবং তাহার সমর্থন, পোষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দেশের লোককে অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার কল্পনা অযৌক্তিক, অসম্ভব এবং দেশকে ভুলাইবার চেষ্টা করা মাত্র। ইহা স্বাভাবিকভাবেই এরূপ পরস্পর-বিরোধী যে ইহার সম্বন্ধে অধিক বলার বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয় না।

আমরা দেশের জনসাধারণকেই এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলিতেছি। খাদ্যাভাবে বা অনাহারে অথবা স্বল্পাহারে যখন লোকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে আগাইয়া যাইতেছে তখন তাহাদের ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, মূলগত শোষণ ব্যবস্থার অবসান না হইলে তাহাদের এ অবস্থা হইতে মুক্তি নাই। বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখিয়া কৃষিমন্ত্রী বা ভারত গবর্মেণ্ট বা যে কেউ হোকনা কেন দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিবে না। নিজেদের অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে জনসাধারণ নিজেরা—সংঘবদ্ধভাবে শোষণ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া। ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের মৃত্যু**—গত শনিবার ৮২ বৎসর বয়সে বাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি বহুদিন যাবত ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডিপুটি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ এই সময়ে একজন অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ পরিচালক হারাইল। আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

---

**শোক সংবাদ**—গত ৪ঠা জুলাই পুরুলিয়ার অন্যতম প্রবীন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৮০ হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি এলাহাবাদে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন যাবত সরকারী পুলিশ বিভাগে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন এবং অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ছিলেন। পুলিশবিভাগে এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত পুরুলিয়াতে ওকালতী করেন। আমরা তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

---

**খেলার মাঠ ধানক্ষেত**—পুরুলিয়া জিলাস্কুলের খেলার বড় মাঠটি ধানক্ষেতে পরিণত করা হইয়াছে। জিলা স্কুলের দক্ষিণপার্শ্বে চারিদিকে দেয়াল দিয়া জমি সমান

করিয়া বহু অর্থব্যয়ে এই বিরাট খেলার মাঠটি একদিন তৈরী করা হইয়াছিল। বহু ছাত্র ছাত্রী ঐ মাঠে খেলাধূলা করিত। 'অধিক শস্য ফলাও' কে কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টায় একদিন দেখা গেল মাঠটি ট্রাক্টার দিয়া চষিয়া তাহাতে ধান লাগান হইতেছে। সমস্ত মাঠটি এখন একটি ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। এ বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই—কারণ ধান চাষ হইতেছে। ইহার ফলে ছেলেরা স্বাস্থ্যচর্চা হইতে বঞ্চিত হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না! প্রত্যেক ব্যাপারেই একটা সঙ্গতি থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ বিবেচনা বলিয়াও একটা জিনিষ আছে। পুরুলিয়া সহরের আশে পাশে বহু পতিত জমি পড়িয়া আছে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ খেলার মাঠটিকে ক্ষেতে পরিণত না করিয়া সেগুলি হাতে লইলে পারিতেন।

———

**ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী বিলোপের ব্যবস্থা**—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী বিলোপের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন কানুন বা ব্যবস্থা হইতেছে তাহা দ্বারা যে বিশেষ কিছু কাজ হইতেছে তাহা দেখা যাইতেছে না। বিহারে একবার জমিদারী গ্রহণ করিয়া তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবার পর আবার জমিদারী ফিরাইয়া দিবার ফলে জনসাধারণ একদিক দিয়া যেমন বিভ্রান্ত হইতেছে আর এক দিয়া তেমনি জনসাধারণের নিকট গবর্মেণ্টের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং জমিদারদের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। উত্তর প্রদেশেও একটা আইন করিয়া প্রজাদের নিকট জমিদারদের দিবার জন্য ক্ষতি পূরণের টাকা গ্রহণ করিবার কার্য্য ও নীতি অসফল হইবার ফলে জমিদারী বিলোপ এ যাবত আর কার্য্যকরী হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি আর একটি আইন পাশ হইয়াছে। কাশ্মীরের সংবাদে প্রকাশ যে সেখ আবদুল্লা জাতীয় সম্মেলনের কর্ম্মীদের বৈঠকে এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমানে যে সব মালিকের জমির পরিমাণ ২০ একরের অধিক তাহাদের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা কৃষাণদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিলি করা হইবে। ইহার জন্য কোন প্রকার ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়া হইবে না। এ সম্বন্ধে সংবাদে প্রকাশ যে ইহাতে দিল্লীর কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে আপত্তি করায় কাশ্মীর সরকার কর্ত্তৃক ক্ষতি পূরণ দানের নীতি স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কাশ্মীরের আবার অধিকাংশ জমিদারই হিন্দু। আবদুল্লা সরকারের এই ভূমি সংস্কার নীতিতে এই হিন্দু জমিদাররাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই জমিদারী বিলোপের ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে সমস্ত ভারতবর্ষে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজ হইতেছে না। কংগ্রেস বা গবর্মেণ্ট যে এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল, ব্যাপার দেখিয়া তাহাও মনে হয় না। ইহাতে জনসাধারণের দুর্ভোগই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে।

———

**বনস্পতিতে যকৃত নষ্ট**—সম্প্রতি বনস্পতির স্বপক্ষে জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য পুঁজিপতি ও তাহাদের এজেন্টগণ যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই একটা স্মরণযোগ্য বিষয়। বনস্পতির এজেন্টগণ সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র জনসাধারণকে দিয়া ছাপান কাগজে সহি লইতেছেন যে—"আমরা বনস্পতি চাই"। সম্প্রতি বাঙ্গালোরের ১লা আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেডিসিন-এর চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ পার্থ নারায়ণ পণ্ডিত বলেন যে—বনস্পতির ব্যবহার যকৃত নষ্ট করে এবং পাকাশয়ের গোলমাল সৃষ্টি করে। বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরেও বনস্পতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাঙ্গালোরের ডাঃ পার্থ নারায়ণের অভিমত তুচ্ছ করিবার নহে। বিজ্ঞান মন্দিরের অভিমতেরও গুরুত্ব খুবই অধিক। বনস্পতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় অভিমত এবং ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কেবল টাকার জোরে বনস্পতিকে গ্রহণীয় করা হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা বনস্পতি চাই বলিয়া পুঁজিপতিদের ফাঁদে পড়িতেছেন তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই না বুঝিয়া নিজেদের এবং দেশের অনিষ্টকে ডাকিয়া আনিতেছেন।

———



# ঘাটোয়ালী হাকিম ও গুরুজী

( যতীন্দ্র নাথ মাহাত, মাঝিহিড়া )

গত ৩০শে জুলাই ঘাটোয়ালী হাকিম বাগডেগাতে, হিন্দি শিক্ষক সূর্য্য নারাণ চৌধুরীর (গুরুজী) আস্তানাতে হাজির হন। ইতিপূর্ব্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া মাকড়কেন্দীনিবাসী হরলাল মাহাত প্রভৃতির নামে উক্ত তারিখে বাগডেগাতে উপস্থিত হইবার জন্য নোটিশ জারী করেন।

উহারা অগত্যা কৃষি কাজের ক্ষতি করিয়া বাগডেগাতে উপস্থিত হন। ঐ সময় আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। হাকিম প্রথমে মাঝিহিড়া নিবাসী চন্দ্র মাহাতর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। হাকিম তাহাকে বলেন—আপনি কি ১১ই বৈশাখ চাপাতী গ্রামে গিয়াছিলেন এবং সেখানে কি আপনি হরলাল মাহাত ও গুরুজীর সঙ্গে কোন কথা-বার্ত্তা করিয়াছেন? চন্দ্র মাহাত বলেন—ঐ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি নাই। তাহাছাড়া আমি নিজেও ঐ তারিখে চাপাতীতে যাই নাই।

অতঃপর হাকিম হরলাল মাহাত নোটীশ পাইয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হরলাল মাহাত বলেন—নোটীশে নাম ও ঠিকানার গোলমাল থাকার জন্য আমি নোটীশ গ্রহণ করিতে চাই নাই, চৌকিদার জোর করিয়া আমার ঘরে নোটীশখানা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল।

অপর একখানা নোটিশ হরলালের নামে স্বাক্ষর দেখাইয়া হাকিম তাহাকে বলিলেন—আপনি নোটীশ স্বাক্ষর করিয়াছেন অথচ বলিতেছেন নোটীশ গ্রহণ করেন নাই। হরলাল অস্বীকার করিয়া বলিলেন—ঐ স্বাক্ষর আমার নয় উহা অপর কাহারও হইবে। হাকিম চপরাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে চপরাসী বলিলেন—অন্য লোক তাহার নামটা সহী করিয়াছে। হাকিম বলিলেন, গলতি হুয়া।

তার পর হাকিম, মাকড়কেন্দীর চন্দ্র শেখর মাহাতর খোঁজ করিলে হরলাল মাহাত বলিলেন—চন্দ্র শেখর নোটীশ পায় নাই। হাকিম অন্য এক নোটীশে চন্দ্র শেখরের স্বাক্ষর দেখাইলেন। এবং বলিলেন এই দেখুন চন্দ্র শেখর মাহাত নোটীশ পাইয়া সহী করিয়া দিয়াছেন। হরলাল মাহাত তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন—এ সহী তাহার নয় কারণ ঐ তারিখে চন্দ্র শেখর মাহাত বাড়ীতে ছিলেন নাই। হাকিম একটু বিস্মিত হইয়া চপরাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে—চপরাসী দিল্লু সিংকে ডাকান, (চাপাতীর লোক, স্থানীয় হিন্দি প্রচারক) তিনি বলেন চন্দ্র শেখর মাহাত বাড়ীতে ছিলেন না বলিয়া নোটীশ খানাতে অন্য লোক সহী করিয়াছে। হাকিম বলিলেন নোটীশ তাহাকে দাও নাই? চপরাসী বলিলেন তাহার বাবার কাছে দেওয়া হইয়াছে।

তারপর হাকিম হরলাল মাহাতকে জিজ্ঞাসা করেন কিছুদিন আগে আপনি মুক্তিতে যে পত্রখানা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আপনার লিখিত কিনা এবং গুরুজী ঠিক ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা?

জবাবে হরলাল মাহাত বলিলেন,—পত্রখানা আমারই লিখিত এবং পত্রে যে কথা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা গুরুজী বলিয়াছেন। কি কথা গুরুজী বলিয়াছেন হাকিম তাহা জানিতে চাহিলে হরলাল বলেন যাহা লিখা হইয়াছে তাহা মুক্তিতে পাইবেন।

অতঃপর হাকিম তাহাকে বলিলেন—আমি তদন্ত করিতে আসিয়াছি, আপনার মুখে আমি সমস্ত ব্যাপার জানিতে চাই। মুক্তিতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা ঠিক আপনার পত্রানুযায়ী না এডিটার (সম্পাদক) ঐ সঙ্গে আরও কিছু কথা সামিল করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমার জানা দরকার। মাঝিহিড়ার চন্দ্র মাহাত তো বলিতেছেন—আমি কিছুই জানিনা। তারপর চন্দ্র মাহাতর স্বাক্ষরযুক্ত একখানা কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া হরলালকে দেখাইলেন।

১১ই বৈশাখ চাপাতীতে গুরুজীর সঙ্গে হরলাল মাহাতর যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—হরলাল আদ্যোপান্ত তাহা বিবৃত করিলেন। সাক্ষ্যদানকালে হরলালের মুখে তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

তারপর হাকিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গুরুজীকে কয়বার দেখিয়াছেন ও তাহার সহিত আপনার কোন বিদ্বেষ ভাব আছে কিনা? এ কথার জবাবে হরলাল বলিলেন আমি তাহাকে দুইবার দেখিয়াছি। প্রথম দেখিয়াছি মাঝিহিড়াতে, যে সময় আশ্রমের ঘর পোড়ার

তদন্ত করিতে ডি, আই, জি আসিয়াছিলেন সেই সময় ও ১১ই বৈশাখ চাঁপাতীতে দিহু সিং-এর ঘরে। তাহার সহিত আমার কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব নাই। হাকিম—হরলালের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সমস্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও কাগজের অন্তে স্বাক্ষর লইলেন।

অতঃপর হাকিম গুরুজীকে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিলে গুরুজী নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। আমি হরলাল মাহাতকে কোনদিন দেখি নাই। আজ আমি তাহাকে প্রথম চিনিতেছি যে এই লোকটীর নাম হরলাল। মাঝিহিড়াতেও আমি তাহাকে দেখি নাই। আমি ১১ই বৈশাখ চাঁপাতী যাই নাই। সেই দিন আমি বেলা ৩।৪ টা পর্য্যন্ত বাগডেগাতেই ছিলাম। ৪টার পর আমি বান্দডি যাই। বান্দডির স্কুলের শিক্ষক বাগডেগার রাষ্ট্র ভাষা স্কুলের ২য় শিক্ষক, বান্দডি যাইবার সময় এই দুই জনও আমার সঙ্গে ছিল। গুরুজীর নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া হাকিম বিরক্ত হইয়া "বহুত গড়বড় হোতা হ্যায়" বলিয়া খাতা কলম রাখিয়া এক খিলি পান মুখে দিলেন। হাকিমের ইচ্ছা ছিল যে, গুরুজী অন্ততঃ চাপাতীর উপস্থিতিটা স্বীকার করুক, ঘটনা সম্বন্ধে একদম অস্বীকার করুক। কারণ তাহার উপস্থিতিটা অস্বীকার করিলে বিপদ হইবে কারণ বহু লোকের সঙ্গে ঐ তারিখে তাঁহার সহিত সাক্ষাত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার চাঁপাতীতে উপস্থিত হওয়ার সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

তারপর হাকিম তাহাকে বলিলেন—আপনি তবে বলিতে চান যে, মুক্তিতে যাহা ছাপা হইয়াছে ও হরলাল মাহাত যাহা বলিতেছেন তাহা একদম মিথ্যা?

গুরুজী—হাঁ তাহা একদম মিথ্যা।

হাকিম আবার জিজ্ঞাসা করিলে গুরুজী আবার বলিলেন—হাঁ তাহা একদম মিথ্যা (একদম ঝুঠা)। হাকিম তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন—আপনি যে সেদিন চাঁপাতী যান নাই তাহার প্রমাণ কি?

গুরুজী—চাঁপাতীর দিহু সিং ও আমার সঙ্গে যাহারা ছিল তাহারাই বলিবে।

অতঃপর হাকিম বাগডেগার হিন্দী শিক্ষককে চাঁপাতীর ঘটনার কিছু জানেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার জবাবে হিন্দি শিক্ষক বলেন—গুরুজী সেদিন চাঁপাতী যান নাই। বেলা ৩।৪ টার সময় স্কুলের মিটিং করিবার জন্য বান্দডি গিয়াছিলেন। অমিও ঐ সঙ্গে ছিলাম।

তারপর হাকিম বান্দডির হিন্দি শিক্ষককে এই ব্যাপারে কি জানেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হিন্দি শিক্ষক বলেন—১১ই বৈশাখ গুরুজী বান্দডি গিয়াছিলেন। চাঁপাতী যাওয়ার সংবাদ মিথ্যা। হাকিম তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন—চাঁপাতী গিয়াছিলেন কি না তাহা আপনি কি ভাবে জানিলেন? তিনি যদি ৩।৪ টার আগে চাঁপাতী গিয়াছিলেন? জবাবে হিন্দি শিক্ষক বলেন চাঁপাতী গেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হইত কারণ চাঁপাতী যাইতে হইলে বান্দডি দিয়াই যাইতে হয়।

হাকিম, চাঁপাতীর দিহু সিংকে এই ব্যাপারে কি জানেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে দিহু সিংও ঐ ধরণের উত্তর দেন।

অতঃপর হাকিম তদন্ত কার্য্য সমাপন করিয়া চাপরাসীকে গাড়ী প্রস্তুতের নির্দ্দেশ দিলেন। ঐ সময় আরও একজন কিছু বলিতে চাহিলে—তিনি তাহা এড়াইয়া যাইতে চান। আমি এই সাক্ষীরও এজাহার লইবার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিলে বলেন—ও কি তাহাদের কোন কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে? তখন আমি বলি—তাহার মুখেই শুনিতে পাইবেন, ১১ই বৈশাখ গুরুজী যে চাঁপাতী গিয়াছিলেন হয়তো উহার নিকট তাহার প্রমাণও পাইতে পারেন।

ইহাতে হাকিম বলেন—ছোড় দিজিয়ে উনকো, উসমে কেয়া ফায়দা হ্যায়। তখন আমি বলি—তবেতো অনেককেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতে বলেন—হরলাল তো উহার নাম করে নাই। তখন উত্তরে আমি বলি—হরলাল হয় তো তাহাকে দেখেন নাই, কিন্তু এ ব্যক্তি উহাদের দেখিয়াছে। এমত যুক্তি দিলে হাকিম বলেন দেখিলে কি হইবে কোন কথা তো শুনে নাই। উত্তরে আমি বলি—গুরুজী যে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, আমি চাঁপাতী যাই নাই—ইহা যে মিথ্যা কথা বলিতেছেন এর কাছে তার প্রমাণও তো পাইতে পারেন। সুতরাং এর কথা শুনা প্রয়োজন। তবুও তিনি উহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্য বলেন—দু তরফ তো দু রকম বলিবেই।

এ হয় তো বলিবে—গুরুজী চাঁপাতী গিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ওখানে তো এ আর কিছু দেখে নাই। ইহাতে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি—আপনি একই ধরণের কথা বলিতেছেন, ও কি বলিবে তাহা আপনি আগেই অনুমান করিতেছেন কেন? কি বলিবে তাহা শুনুন ও লিখিয়া নেন। গুরুজী তো বলিতেছেন তিনি চাঁপাতী যান নাই এ কি বলিবে তাহাও শুনুন।

আমি বাদানুবাদ করিতেছি দেখিয়া সূর্য্য নারায়ণ চৌধুরী (গুরুজী) হাকিমকে আমার নাম লিখিয়া লইতে বলেন, এবং বলেন যে লিখিয়া নেন যে ইনি জবরদস্তি লিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। হাকিম আমার নাম লিখিয়া নেন। গুরুজী নামের শেষে লোক সেবক কর্মী লেখাইবার চেষ্টা করিলে তিনি তাহা আর লিখেন নাই।

অতঃপর হাকিম আর তর্ক বিতর্ক না করিয়া বলিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিটির নাম জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে আমার নাম লিলু মাহাত, বাগডেগাতেই বাড়ী। হাকিম একটু বিরক্ত হইয়া লিলু মাহাতকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি এ ব্যাপারে কি জান? জবাবে লিলু মাহাত বলে—১১ই বৈশাখ আমি গুরুজীকে চাঁপাতীতে দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ছিল মাঝিহিড়ার চন্দ্র মাহাত (দেখাইয়া) আর মাকড়কেন্দীর হরলাল মাহাত (দেখাইয়া) ও আরও একজন ছিল তাহাকে আমি চিনি নাই। গুরুজীসহ এই চারজন চাঁপাতীর দিহু সিং এর বাড়ীতে আঙ্গিনায় খাটের উপর বসিয়াছিল। তাহা ছাড়া গুরুজীকে পরব-টাঁড়েও দেখিয়াছি। একথার পর হাকিম জিজ্ঞাসা করেন তাহাদের কোন গল্প শুনিয়াছ? লিলু মাহাত বলে গল্প করিতেছিল তবে আমি সে দিকে অত কান দিই নাই। হাকিম জিজ্ঞাসা করেন আঙ্গিনার চারদিকে প্রাচীর নাই? লিলু—না একবারেই ফাঁকা। হাকিম আবার বলেন তুমি তার পর কোথায় গেলে? লিলু বলে—বিকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যা নাগাদ বাগডেগাতে ফিরিয়া আসি। গুরুজীও আমার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। সেদিন উনি আর বান্দডি যান নাই।



লিলুর আর বিশেষ কিছু বলিবার না থাকায় লিপিবদ্ধ বক্তব্যের শেষে হাকিম তাহাকে স্বাক্ষর করিতে বলেন। লেখাটি পড়িয়া শুনাইবার অনুরোধ করিলে পড়িয়া শুনান।

যাত্রার প্রাক্কালে হাকিমকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হইলে, তিনি তাহার উত্তর দেন।

প্রশ্ন—আপনি কি ঘাটোয়ালী হাকিম?

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—সূর্য্য নারাণ কি হরলালের নামে কোন মামলা আনয়ন করিয়াছে?

উত্তর—তাহা আমি জানি না।

প্রশ্ন—আপনি তদন্তে আসিয়াছেন অথচ সে সম্বন্ধে আপনি অবগত নন এর মানে কি?

উত্তর—আমি এস, ডি, ওর নির্দ্দেশে আসিয়াছি, তাঁহার নিকট আমি এই তদন্তের বিবরণ পেশ করিব।

প্রশ্ন--নোটীশ তো আপনার অফিস হইতেই আসিয়াছে এবং তাহা আপনিই পাঠাইয়াছেন?

উত্তর--হাঁ।

প্রশ্ন—এস, ডি, ও, কি আপনাকে এদের নামে নোটীশ দিতে বলিয়াছিলেন?

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—এস, ডি, ও যাঁহাকে দিয়া তদন্ত করান নোটীশ কি তাঁহাকেই বাহির করিতে হয়?

উত্তর—হাঁ তাহাই নিয়ম।

তারপর সময় নাই বলিয়া হাকিম অপেক্ষমান কাড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। কাড়ার গাড়ী রওনা হইল। এইস্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তদন্ত কালে প্রত্যেক সাক্ষীকেই আদালতের ন্যায় হলপ করাইয়া লইয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ১০ই বৈশাখ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া ১১ই বৈশাখ প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত চড়ক পূজার মেলা ছিল। ঐ মেলাতে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। ঐ মেলাতে বহু লোক গুরুজীকে দেখিয়াছে, সুতরাং ঐ তারিখে গুরুজীর চাঁপাতীতে উপস্থিতির প্রমাণ করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। তদন্তের প্রহসন সম্পন্ন হইল। কিন্তু জন-গনের অন্তরে এক প্রশ্ন রহিয়া গেল ইহা তদন্ত না

অবাঞ্ছিতভাবে হিন্দি প্রচারকারীর পক্ষে সহায়তা দানের চেষ্টা? গুরুজী শ্রী সূর্য্য নারায়ণের অন্যায়ভাবে হিন্দি প্রচারের ও প্রচারের নামে দৌরাত্ম্যের যে কার্য্যকলাপ এই অঞ্চলে চলিয়াছে—তাহারই দৃষ্টান্তের পরিচয় যেটুকু শ্রীহরলাল পাইয়াছিলেন মুক্তিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাকিম জনগণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তদন্ত করিয়া অন্যায়ের প্রতিকারের মনোভাবে আসিয়াছিলেন—না,—নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে সত্যকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টায় অথবা সত্য প্রচারকারী হরলালকে বিপদে ফেলিবার ব্যবস্থার সন্ধানে আসিয়াছিলেন—জনগণের কাছে আজ তাহাই প্রশ্ন। আর কতকাল বিচারের নামে এই প্রহসন ও অনাচার চলিবে?

---

## বিভাগীয় কমিশনার কর্ত্তৃক বান্দোয়ান খাদ্যাবস্থার তদন্ত

(অটলচন্দ্র মাহাত)

২১।৭।৫০ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, এস, ডি, ও এবং শ্রীহরিপদ খাওয়াস বান্দোয়ান থানার অবস্থা তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা বান্দোয়ানের বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ অগ্রবালের দোকানে গিয়া উঠেন। সেখানে তাহারা দোকানের গম বিক্রীর কাগজপত্র দেখেন। তখন অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীবিশম্ভর ও শ্রীফুলচাঁদ মাড়োয়ারী উপস্থিত ছিল।

খাতাপত্র দেখিয়া কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন যে এখানের লোক খাইতে পাইতেছে কি না? চাষীদের ঘরে ধান্য আছে কি না? গ্রেন গোলার ধান্য সকলেই দেওয়া হয় কি না? উল্লিখিত ব্যক্তিগণ (শ্রীফুলচাঁদ, বিশম্ভর ও বালমুকুন্দ) এক বাক্যে বলেন যে না এখানে কোন কিছুর অভাব নাই। চাষীদের ঘরে যথেষ্ট ধান্য রহিয়াছে। এবং গ্রেন গোলার ধান্য যথেষ্ট দেওয়া হইতেছে।

আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে ইঁহারা মিথ্যা কথা বলিতেছেন। চাষীদের ঘরে একেবারেই ধান্য নাই। গ্রামস্থ মহাজনেরাও এখন ধান্য দিতেছেন না। গ্রেন গোলার ধান্য তো এখানে এ বৎসর দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ আবার জোরপূর্ব্বক বলে যে ইহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। থানায় কোন কিছুর অভাব হয় নাই।

আমরা বলিলাম যে দেখুন আপনারা যদি বাস্তবিক তদন্ত করিতে আসিয়া থাকেন তবে বান্দোয়ান থানার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে গিয়া তদন্ত করুন। তাহা হইলেই সত্যকার অবস্থা বুঝা যাইবে। নতুবা চিরজীবন যাহারা দেশের ও দশের ক্ষতি করিতেছে, শোষন করিতেছে, তাহাদের বড় বড় দালানে গিয়া দেশের অবস্থা তদন্ত করিতে পারিবেন না। করিলে কোন কিছু বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীহরিপদ খাওয়াস বলেন যে এমন কতকগুলি গ্রাম আছে যে গ্রামের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এবং কত লোক খাদ্য না পেয়ে একাহারী অবস্থায় থাকে।

আমি বলিলাম থানার প্রত্যেক গ্রামের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। আর প্রত্যেক গ্রামের অধিকাংশ লোকেই একাহারী অবস্থায় কালযাপন করিতেছে।

শ্রীহরিপদ খাওয়াস বলেন যে, ওহে আমরাও চাষী বটি। গ্রামে এখন খাদ্যের অভাব হয় নাই।

আমি বলিলাম অন্যান্য বৎসরে তাহাই ছিল। কিন্তু গত বৎসর ধান্য না হওয়ায় ফলে এ বৎসর লোকে খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এ কথা আপনাকে তখনও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি। চাষীদের ঘরে ধান্য নাই। এমন কি অনেকে বীজধান্য পর্য্যন্ত যোগাড় করিতে পারে নাই। গরু, ছাগল, জমি পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া কোন প্রকারে কৃষি কাজ চালাইতেছে। তার যদি আপনি মনে করেন যে খাদ্যাভাব হয় নাই তবে তদন্তের জন্য এখানে না ছুটাই উচিত ছিল।

এই সময় তাহারা যাইতে প্রস্তুত হন। উল্লিখিত মাড়োয়ারীগণ বলিতে থাকেন যে, খাদ্যের কোন অভাব নাই। চাষীদের ঘরে যথেষ্ট ধান্য রহিয়াছে।

কমিশনার সাহেব এই দুই উক্তির মধ্যে কোনটি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। তবে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে "এখানের বড় বড় মাড়োয়ারীগণ বলিতেছেন যে এখানে খাদ্যের অভাব হয় নাই।" বাস্তবিকই তাঁহাদের খাদ্যের অভাব হয় নাই। অভাব হইয়াছে থানার চাষী ও গরীব মজুরদের। আর তাহাদের অবস্থা কেহ যদি তদন্ত করিতে আসেন তবে বড় বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতির দালানে গিয়া তদন্তের কাজ সমাধা করিলে উহা যথার্থ তদন্ত হইবে না। মাত্র টি, এ, আদায় করাই হইবে। সেইজন্য মনে হইতেছে যে, এহ তদন্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের গাফিলাতি হইয়াছে। বান্দোয়ানের বড় বড় মাড়োয়ারীদের বক্তব্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা থানার লক্ষ লক্ষ জনগণের অবস্থাকে শোচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর। থানায় দারুণ অন্নাভাব থাকা সত্ত্বে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তদন্তকারীদেরও নিকটে খাদ্যাভাব হয় নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার হইতে পর্য্যন্ত দেশের জনগণকে বঞ্চিত করিয়া জনগণের অবস্থাকে শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত বড় বড় চোরাবাজারীগণই বর্ত্তমান কংগ্রেসের মস্ত পৃষ্ঠপোষক। ইহারা বহুমুখী, বহুরূপী এবং বহু পোষাক ধারী। ইহারা ইংরাজের আমলে ইংরাজ, কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেস। দেশের অর্থ শোষণ করিয়া ইহারা দরিদ্র জনগণের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়া আসিতেছে।

আজ যখন দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর চাপে থানার জনগণ হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখনও তাহারা তদন্তকারী কমিশনার, ও এস, ডি, ওর সামনে অম্লানবদনে দেশের সত্যকার অবস্থাকে চাপা দিয়া এবং থানার জনগণের শোচনীয় অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিবার জন্য ইহারা বলিলেন যে—বান্দোয়ান থানায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। চাষীদের ঘরে যথেষ্ট ধান্য রহিয়াছে। আর দায়িত্বসম্পন্ন মাননীয় তদন্তকারীরাও সত্যকার অবস্থা সাহসের সঙ্গে জানিবার চেষ্টা করিলেন না বা বিবদমান উক্তির মধ্যে সত্যকে প্রামাণিতরূপে জানিয়া মিথ্যাকে চুপ করাইয়া আসিতে পারিলেন না। অথচ এই সব তদন্তকারীর কার্য্যধারা ও মর্জির উপরেই লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। তদন্তকারীদের নিজেদের ভিতরেই সত্যকে জানিবার আগ্রহ নাই বলিয়াই—বাস্তব অবস্থারূপ জলন্ত সত্যের সামনে দুই চারি জনের মিথ্যা প্রচার এমন সাহস পাইতে পারে। তদনুরূপ এই প্রহসনের ফল জনগণকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। থানার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনকে অধিকতর বিপদের মুখে টানিয়া আনিবার দায়িত্ব আজ কাহার উপর পড়িবে—থানার ঐ ব্যবসায়ীদের উপর অথবা ঐ তদন্তকারীদের উপর? আর এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের বিচারই বা আজ কে করিবে?

---

## পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা

গত ৩১শে জুলাই দিল্লীতে ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টের এক বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কোরিয়ার যুদ্ধে যে ভাবে পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন হইবার সম্ভাবনায় এক জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই যুদ্ধ ব্যাপারে ভারত গবর্মেণ্ট যে পথ বা নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের যাবতীয় সমস্যার কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, বিশ্বশান্তি বিপন্ন হইবার নূতন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের অর্থনীতির উপরও তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় নিয়ত সতর্ককতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং মূল্যবান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা করিতে হইবে। সমস্ত সরকারী দপ্তরে সর্ব্বাধিক ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে এবং জনসাধারণকেও সংযতভাবে ব্যয় করিতে হইবে।

কোরিয়ার সজ্ঘর্ষ সম্প্রসারিত হইলে বিশ্বশান্তি বিপন্ন হইবার যে আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে আমার সরকার সচেতন। এই কারণেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ষ্ট্যালিন এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব একিসনের নিকট আবেদন করেন। কোরিয়ার যুদ্ধ

সীমাবদ্ধ করার জন্য এবং চীনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থার অবসানকল্পে যাহাতে এই বিরাট দুইটি দেশ তাহাদের প্রভাব প্রয়োগ করেন এবং নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার মধ্য দিয়া কোরিয়া সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়, তাহাই পণ্ডিত নেহরুর আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল।

### নূতন বিশ্বসঙ্কট

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, পৃথিবীতে অকস্মাৎ যে জরুরী অবস্থা দেখা দিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই এখানে সমবেত হইয়াছি। পৃথিবীতে পুনরায় যুদ্ধের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সজ্ঘর্ষ অনুষ্ঠিত হইলেও এই যুদ্ধ সম্প্রসারিত হইবার আশঙ্কা বিশ্ববাসীকে অভিভূত করিয়াছে।

### সরকার পুনর্গঠন

পার্লামেন্টের বিগত অধিবেশনের পর আমার সরকার শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ৫ই মে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পদত্যাগ করেন। আমি তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করি এবং তাঁহাকে পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করি। আমি তাঁহার পরামর্শক্রমে ৭৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রী-পরিষদ নিয়োগ করিয়াছি। মন্ত্রীসভার অধিকাংশই পুরাতন মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য।

### উত্তর কোরিয়া আক্রমণকারী

আমার সরকার কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ভারত কোরিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম দুইটি প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। ঘটনাবলী এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছে যে, উত্তর কোরিয়াই আক্রমণকারী। আক্রমণের নিকট নতিস্বীকার না করাই ভারতের নীতি। আক্রমণের নিকট নতিস্বীকার করিলে পৃথিবীর অপরাপর অংশেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখা দিবে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের শক্তি ও প্রস্তুতিই প্রতিপন্ন করিয়াছে যে উত্তর কোরিয়া আক্রমণকারী।

### শান্তির প্রয়োজনীয়তা

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, কোরিয়ার সজ্ঘর্ষের শীঘ্রই অবসান হইবে এবং সমস্ত শান্তিপ্রিয় জাতির অদম্য চেষ্টার ফলে বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত হইবে। আজ মানবজাতির নিকট শান্তির প্রয়োজন সর্ব্বাধিক এবং মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে শান্তিই একমাত্র আশা।

### দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারত

আমার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্রহ্ম পরিদর্শন করেন। তাঁহার সফরের ফলে আমাদের দেশ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের যোগসূত্র দৃঢ়তর হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এশিয়ার স্বাধীন দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আনন্দের কথা যে, ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও জনসাধারণ তাহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ়তর করিতেছেন এবং বহু দুঃখের পর ব্রহ্ম তাহার সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতেছে।

### পাক ভারত সম্পর্ক ও কাশ্মীর

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি দিল্লীতে আমাদের অতিথি হন। আমার প্রধান মন্ত্রী এবং তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি সার ওয়েন ডিক্সনের সহিত কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার ফলে যে সকল নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাসিত হয়, তাহাদের সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইতেছে।

### দিল্লী সংখ্যালঘু চুক্তি

গত এপ্রিল মাসে দিল্লীতে উভয় প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাতের ফলে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহা সংখ্যালঘুদের মনে স্বস্তির ভাব আনিয়াছে এবং পরিস্থিতির বিপদজনক সম্ভাবনা অনেকখানি প্রশমিত করিয়াছে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইলেও এবং অধিকতর সৌহার্দ্দ্যমূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলেও অনেক অসুবিধা রহিয়া যায় এবং উভয় দিক হইতেই জনসাধারণ ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করিতে থাকে।

উদ্বাস্তু-সম্পত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। উভয় সরকারই ইহার সমাধান করিতে উৎসুক।



### দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত

গত ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান সম্পর্কে ভারত, পাকিস্থান ও দঃ আফ্রিকা সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। ফেব্রুয়ারীর প্রাথমিক সম্মেলন ও প্রধান সম্মেলনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আবহাওয়া দূষিত হইতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া আশা করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশা পূর্ণ হয় নাই। ভারতীয় সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য অত্যাচারমূলক আইনসমূহ আরও কড়াকড়িভাবে জারী করা হয়। আমার সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দিয়া কোন লাভ হইবে না। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রশ্নটি পুনরায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে তুলিতে হইবে।

### অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ভারত সরকার দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। এ-সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা দেশের অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহ বাড়াইয়া দিয়াছে।

### খাদ্য-পরিস্থিতি

আমার সরকার পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্য-পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিতেছেন। খাদ্যের সামগ্রিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কয়েকটি এলাকায় চাউল সংগ্রহ সন্তোষজনক হয় নাই। বিশেষভাবে মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে অসুবিধা দেখা দিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আগমনের ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে না দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। আমার সরকার এই সকল অসুবিধা দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্যের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল হইবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত।

### উদ্বাস্তু-পুনর্ব্বাসন

আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতি কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে। বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। যখন উত্তরে এই সমস্যা আয়ত্তাধীনে আনা হইতেছিল, তখন বাঙ্গলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর ক্রমাগমনের ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত হিসাব বানচাল হইয়া যায় এবং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

### বাণিজ্য

ভারতের বাণিজ্য-পরিস্থিতিও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা উন্নততর। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর আমাদের বাণিজ্য দ্বিগুণ হইয়াছে।

---

## চিঠিপত্র

**(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। অনেকে প্রকাশার্থ যে পত্র লেখেন তাহাতে নাম থাকে না। পুরা নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না। এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রেরিত পত্রাদি স্পষ্ট অক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লেখা দরকার। পত্র না পড়িতে পারিলে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পত্রাদি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনরূপ নেহাৎ ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা হয় না। এ বিষয়ে পত্র প্রেরকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন বলিয়া আশা করি। মুঃ সঃ)**

### আদিবাসী ছাত্রের শিক্ষার প্রতি কুঠার আঘাত

মহাশয়,

গত ৩১শে জুলাই লক্ষণপুর আদিবাসী ছাত্রাবাসের একজন ছাত্রের অভিভাবক আমাকে বলেন, অতুলদা, আমাদের ছাত্র এখানে আর আসতে চাইছে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন? কি অসুবিধা? ইনি বলেন, ছাত্রেরা বলিতেছে, এই বোর্ডিং-এ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হচ্ছে না। আমি ঐ ছেলের অভিভাবককে লইয়া

ছাত্রাবাস পরিচালক শ্রীফণী ভূষণ ব্যানার্জির কাছে, জানিবার জন্য গেলাম। আলোচনার পরে বুঝিতে পারিলাম বর্ত্তমানে কিছুদিন ছাত্রাবাসের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

ছাত্রেরা বলেন, কথা ছিল এখানে থাকলে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টাইপেণ্ড বা আদিবাসী ছাত্রবৃত্তি সাহায্য পাওয়া যাবে। ছাত্রাবাসের পরিচালক একথাও বলিয়াছিলেন যে, তিন চার মাস বোর্ডিং খরচ ঘর হইতে চালাবার পর, গবর্মেণ্ট হইতে ষ্টাইপেণ্ড পাইতে পারে। আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

বর্ত্তমানে ছাত্রাবাস পরিচালক বলেন—কি করা যায়। আমি এই ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য গবর্মেণ্টকে জানাইয়া ছিলাম। কিন্তু কোন রকম ব্যবস্থা করেন নাই। গত বৎসর ৬০ জন ছাত্রকে সাহায্য করিয়া ছিলেন, এ বৎসর মাত্র ২০ জন ছাত্রকে দিতেছেন। আর ১০ জন ছাত্র সেবা মণ্ডলের নিকট পাইতেছে। বাকি ছাত্রগণ বাড়ী হইতে বোর্ডিং খরচ যোগাইতে পারিতেছে না। অন্য কোন উপায়ে কোন সাহায্য না পাওয়ার জন্য অনেক ছাত্র নিজের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। ফলে ছাত্রদের এখানেও পড়া হইতেছে না, বাড়ীতেও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। আমরা এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখিয়া ছিলাম যে, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পাঁচলাখ টাকা সাহায্য দেওয়া হইতেছে কিন্তু কি যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার কোন পাত্তা নাই। বর্ত্তমানে আদিবাসীদিগকে মিথ্যা স্তোক ও আশা দিয়া কেবল হয়রাণি করা হইতেছে। শিক্ষার প্রতি যে কুঠারাঘাত করা হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিনীত

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ সর্দ্দার

---

## আড়তা পোষ্ট আফিসের অব্যবস্থা

মহাশয়,

আপনার প্রচার বহুল পত্রিকা মারফৎ চন্দনকেয়ারী থানার অন্তর্গত আড়তা পোষ্ট আফিসের অব্যবস্থা সম্বন্ধে দু একটি ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করিতেছি।

আমরা গত ১৭ই জুন শ্রী শ্রীপতিলাল বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে ঘোড়াগাড়া মোকামে (চন্দনকেয়ারী থানার আড়তা পোষ্ট আফিসের অধীন) যথাক্রমে ১৫ টাকা এবং ৩০ টাকা বিশেষ প্রয়োজনে মনি অর্ডার করি। আমাদের ঘর মেরামত এবং বীজধান খরিদ করা ঐ টাকার উপর নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আড়তা পোষ্ট আফিসের পোষ্টমাষ্টারের গাফিলতির—বা ঔদাসীন্যের জন্য ঐ টাকা সময় মত বিলি না হওয়ায় এ বৎসরের মত আমাদের বীজধান ফেলা বা ঘর মেরামত করা হইল না। ইহার পরিনামে সারা বৎসর আমাদিগকে যে কি দুর্দ্দশার মধ্যে কাটাইতে হইবে তা একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বাড়ী হইতে চিঠি দ্বারা জানা গেল যে ইতিমধ্যেই ঘর মেরামত না হওয়ায় তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। সময়মত সংস্কার করিতে না পারার জন্য বর্ষার ভীষণ ঝড় এবং বৃষ্টিতে ঘরের ছাদনটী উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে—যাহার ফলে ঘরের মানুষকে পরের দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইতেছে। অপরদিকে ঠিক সময়ে বীজ ফেলিতে না পারায় সারা বৎসর যে কি দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে তাহা চিন্তা করিতেও ভয় পায়। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা বলিব আমাদের ঐ আড়তা পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়।

মনি অর্ডার কুপনের ষ্ট্যাম্প দেখিয়া জানা যায়—মনি অর্ডার দুইটী আড়তা পৌছাইতে মাত্র ৪ দিন লাগিয়াছিল অর্থাৎ ২১ জুন ঐগুলি আড়তা পৌছাইয়াও ছিল। এবং ১৪ দিন পরে অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই বিলি করা হইয়াছে। অথচ ঘোড়াগাড়া গ্রামে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া পিয়ন যাইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। কেবল মাত্র পোষ্টমাষ্টারের দায়িত্ববোধহীনতার জন্যই আমাদিগকে এইরূপ বিপদে পড়িতে হইল। আর এইটি একমাত্র ঘটনা নয়—ইহা একটি উদাহরণ মাত্র। উক্ত পোষ্ট আফিসটীতে সচরাচর এইরূপ ঘটিতেছে। আমরা যে সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাই তাহাও প্রায়ই যথা সময়ে বিলি করা হয় না। যদিও অন্ততঃ এক সপ্তাহের মধ্যে পাইবার কথা (কারণ বেনারস হইতে আড়তা পৌছিতে মাত্র ৩দিন লাগে এবং ঘোড়াগাড়ায় পিয়নের সপ্তাহে দুই দিন বিট্)। দেখা যায় কখনও ১৫।২০ দিন কখনও এক মাস পরে ঐ গুলি পাওয়া যায়। কখনও পিয়নের গাফিলতির জন্য তাহাও হয় না। আজ বহুদিন ধরিয়া আড়তা পোষ্ট আফিসের এইরূপ অব্যবস্থা চলিতেছে।

মহাশয়, সুদূর বিদেশে থাকিয়া ডাকযোগই খবরাখবর আদান প্রদানের আমাদের একমাত্র উপায় কিন্তু তাহার মধ্যে যদি এইরূপ অব্যবস্থা হয় তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখুন আমাদের কি হইবে।

আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন এই ঘটনাটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ইহার প্রতিকার করিয়া আমাদের উপকার সাধন করেন।

বিনীত—শ্রীরং ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপটলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পঞ্চকোটরাজ হাউস, শিবালয় বেনারস সিটি ১৭।৭।৫০

---

## পত্র প্রেরকগণের প্রতি

১। শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায়—চাষ

শত্রখানি নেহাত ব্যক্তিগত।

২। জমিদারী ও জঙ্গল সম্বন্ধে একখানি পেন্সিলে লেখা পত্র আসিয়াছে। তাহাতে নাম ও ঠিকানা কিছুই নাই। নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না।

৩। শ্রীরাধা গোবিন্দ মাহাত—জেমসেদপুর

ব্যাপারটি বর্ত্তমানে আর বেশীদূর গড়ায় নাই। এবং এখন এ বিষয়ে কোনপ্রকার উচ্চ বাচ্য নাই। সে হেতু আপনার চিঠি প্রকাশের এখন আর প্রয়োজন নাই।

---

# কোরীয়-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

**যুদ্ধ-পরিস্থিতি**—কোরিয়ার যুদ্ধ যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে বোধ হয় আগামী সপ্তাহেই ইহা চরম পরিণতি লাভ করিবে। শেষ রক্ষার আশায় যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকান সৈন্য সামন্ত এবং রণসম্ভার দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হইতেছে—এবং কিছু কিছু সাহায্য ইতিমধ্যে পৌছিয়াও গিয়াছে—কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। রাজধানী টেগু এবং পুসান বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ অঞ্চল মাত্র দক্ষিণ কোরিয়ার অধীনে আছে এবং তাহাও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইতেছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ঘোর জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। চীনের গৃহযুদ্ধের মত, ইহাকেও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধরূপে গণ্য করিয়া যদি আমেরিকা প্রমুখ রাষ্ট্র সমূহ নিরপেক্ষ থাকিত—তাহা হইলে অবস্থার এত অবনতি ঘটিত না। বিশেষ করিয়া যখন সকল প্রকার সাহায্য দানের দ্বারাও দক্ষিণ কোরিয়াকে কম্যুনিষ্ট প্রভাব হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না।

**গণতন্ত্র-বিরোধিতা**—ঘটনা প্রবাহ ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, কোরীয়বাসীদের উপর যদি এই সমস্যা সমাধানের ভার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে উত্তর কোরীয় গবর্ণমেণ্টের আদর্শে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সম্মিলিত রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে সকল কোরীয়বাসীই মত দিত। উত্তর কোরীয় গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি ভাল কি মন্দ—সে কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে, জনমত এবং জনপ্রিয়তাই গণতন্ত্রের মাপ কাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক মূলনীতি সম্পর্কে কোনও রাষ্ট্রই বিশেষ আগ্রহশীল নহেন। সুতরাং প্রচলিত গণতন্ত্রের আদর্শে, উত্তর কোরিয়ার কার্য্যকে গণতান্ত্রিক এবং আমেরিকা তথা স্বস্তি পরিষদের অনুসৃত নীতি ও কার্য্যক্রমকে গণতন্ত্র বিরোধী বলিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে, কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয়ের মূল কারণই হইল দক্ষিণ কোরিয়ার জনসমর্থনের শুধু অভাবই নয়, সক্রিয় বিরোধীতাও। সৈন্য সামন্তের অভাব হইল গৌণ কারণ। অন্যদিকে, উত্তর কোরীয় বাহিনীর পিছনে রহিয়াছে জনসমর্থন—এবং উত্তর কোরিয়ার জয়ের কারণ হইল ইহাই। চীনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আমেরিকার এই সহজ শিক্ষা টুকু লাভ করা উচিত ছিল।

**একতরফা বিচার**—প্রশ্ন উঠিয়াছে—আক্রমণকারী কে? সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের (ইউ, এন, ও) সনদ অনুযায়ী কোনও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অন্য কোনও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। সেই সনদ অনুযায়ী কোরিয়া সম্পর্কে আমেরিকার নীতি আক্র-

মণাত্মক বলিয়া যে অভিযোগ রাশিয়া করিয়াছে—তাহার সন্তোষজনক উত্তর আমেরিকা বা স্বস্তি পরিষদ দিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রুশ প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিয়া স্বস্তি পরিষদ যে প্রস্তাব লইয়াছেন তাহা "বে-আইনী" বলিয়া রাশিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে। ইহারও সন্তোষজনক উত্তর আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। স্বস্তি পরিষদ হইতে রুশ প্রতিনিধির অনুপস্থিতি 'ইচ্ছাকৃত বলিয়া ধরিয়া লইলেও—বিচারের পূর্ব্বে, উত্তর কোরিয়ার বক্তব্য শুনিবার জন্য যে প্রস্তাব যুগোশ্লাভিয়া করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিবার পিছনে কোনও যুক্তি নাই। বিচারের আগে, উভয় পক্ষের কৈফিয়ৎ শোনা বিচারের একটা অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ এবং মূলনীতি। সুতরাং উত্তর কোরিয়ার বক্তব্য শুনিয়াই তাহাকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা স্বস্তি পরিষদের পক্ষে এক তরফা বিচার হইয়াছে।

**ভারত সরকারের নীতি**—কোরীয় সমস্যায় ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর কোরিয়ার কার্য্যকে আক্রমণাত্মক বলিয়া নিন্দাবাদ এবং ঐ নিন্দার্হ কার্য্যের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন—ইহাতে যথেষ্ট সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। কোরীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রশংসার্হ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ ইহা অন্যতম। যুদ্ধের দ্বারা শান্তি স্থাপন যে সম্ভব নহে এই আদর্শ অনুসরণ করিলে ভারত সরকারের বহু বিঘোষিত নীতি এবং এই সম্পর্কে অবলম্বিত শান্তি প্রচেষ্টার সহিত সঙ্গত এবং সুসমঞ্জস হইত। কোরীয় যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতি বিচার করিবার জন্য ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে এবং পার্লামেণ্ট প্রধান মন্ত্রীর অনুসৃত ন.তিকে সমর্থন করিয়াছে। পার্লামেণ্টের উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যকে সমর্থন করিয়াছেন।

**নূতন সমস্যা**—দীর্ঘ ৭ মাস পরে রুশ প্রতিনিধি স্বস্তি পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিকে অপসারিত করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিকে কাউন্সিলে গ্রহণ করার প্রশ্নে রাশিয়া স্বস্তি পরিষদ বয়কট করিয়াছিল। আগষ্ট মাসে স্বস্তি পরিষদের সভাপতিত্বের পালা রুশ প্রতিনিধির উপর পড়াতে তিনি এইবার যোগদান করিয়াছেন। পরিষদের আলোচ্য বিষয় লইয়া তিনদিন ধরিয়া প্রবল বাক্‌বিতণ্ডার পর রাশিয়ার প্রস্তাব ৮-১ ভোটে অগ্রাহ্য করিয়া আমেরিকার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। রাশিয়ার প্রস্তাব ছিল চীনের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে—এবং আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার আক্রমণকে নিন্দাবাদ করিয়া প্রস্তাব আনিয়াছিল। ইহার পর, স্বস্তি পরিষদের আলোচনা কি রূপ গ্রহণ করে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কোরিয়ার পরাজয়ের ফলে, সমগ্র এশিয়া খণ্ডে আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপে ক্ষুন্ন হইবে। সেই কারণে, আমেরিকা হয়ত এমন কোনও হঠকারিতা করিয়া বসিতে পারে যাহা তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কাকে বৃদ্ধি করিবে।

---

## বিবাহিতা বালিকা অপহরণ

পুরুলিয়া তেলকল পাড়া মহুলঘুটার শ্রীপ্রহ্লাদ দাস (চর্মকার) এই মর্মে গত ২৬শে জুলাই পুরুলিয়া থানায় ডাইরী করিয়াছেন যে—মহুলঘুটা নিবাসী নরসিং মাদ্রাজী রামলু মাদ্রাজী প্রভৃতি কয়েকজন ছত্রিশ গড়িয়া ও মাদ্রাজীদের সাহায্যে গত ২৪শে জুলাই তাহার ১৩ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা কন্যাকে বলরামপুরে কন্যার শ্বশুর বাড়ী হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাদের ব্যবসায় এইরূপ মেয়ে অপহরণ করিয়া বিক্রয় করা। মেয়েটিকে এখনও পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

---

## তুলিন শীল্ড প্রতিযোগীতা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও তুলিন ফুটবল শীল্ড 'টুর্ণামেণ্ট" হইবে। বয়স্কদের প্রতিযোগিতা। ১৪ই আগষ্টের মধ্যে ৪৲ চার টাকা ভর্ত্তি ফি সহ সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—তুলিন ফুটবল শীল্ড টুর্ণামেণ্ট ১৯৫০
পোঃ তুলিন, জেঃ মানভূম।

---



# মানভূম জেলা বোর্ড

## সদর লোক্যাল বোর্ডের সুপারভাইজার অফিস, পুরুলিয়া

### দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

**নম্বর ৮ খৃষ্টাব্দ ১৯৫০-৫১**

১। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মুদ্রিত ফরমে সদর লোক্যাল বোর্ড অফিসে সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক আগামী ৩০।৮।৫০ তারিখে বেলা ৪॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শীলমোহরযুক্ত দরপত্র (টেণ্ডার) গৃহীত হইবে এবং ঐ তারিখেই বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক দরপত্রদাতাগণের অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে খোলা হইবে।

২। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ ডিষ্ট্রিক্ট সুপাভাইজারের অফিসে এবং নোটীশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

| এষ্টিমেটের নং ক্রমিক নং | কাজের নাম | নির্দ্ধারিত | জামানতি | কার্য্য শেষ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ইচাগড়, থানা ইচাগড় এম. ই, স্কুল কম্পাউণ্ডার কূপ নির্ম্মাণ | ১১৮২৲ | ৫০৲ | ৩১শে মে, '৫১ |
| ২। | ভাণ্ডারকুলি, থানা পাড়ার কূপ নির্ম্মাণ | ঐ | ঐ | „ |
| ৩। | কেশরগড়িয়া, থানা চন্দনকিয়ারী কূপ নির্ম্মাণ | ঐ | ঐ | „ |
| ৪। | বামড়া, থানা পুরুলিয়া কূপ নির্ম্মাণ | ঐ | ঐ | „ |

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন মুখার্জ্জি
সুপারভাইজার - সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।

---

প্রকাশিত হইল সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত
সর্ব্বত্র প্রচলিত গৃহে গৃহে গীত

**বৃহৎ মনসা মঙ্গল**

ইহাই সেই **"শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল"** বিরচিত
প্রামাণিক গ্রন্থ।

মূল্য মাত্র ২৲ টাকা

প্রকাশক
দোলগোবিন্দ দত্ত
কালীতলা, পুরুলিয়া মানভূম।

**চাকুরীর সুযোগ**

**ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট**
পুরুলিয়া (মটরষ্টাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে।

১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল

# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 5 of 1950—1951.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 4 P.M. on 11. 8. 50 of 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 P. M. on 11. 8. 50. in presence of the tenderers or their authorised agents

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 of 50-51 | 1. | Spreading and consolidating the metal on Hura Manbazar Road. | 3806/- | 100/- | 15. 11. 50 |
| 73 of „ | 2. | Do do on the Lodhurka Gourangdi Road. | 2000/- | 50/- | „ |
| 74 of „ | 3. | Do do on Manbazar Dhanara Road. | 578/- | 50/- | „ |

The details of items and quantities of works to be done may be seen in the District Engineer's office during office hours and the works will be done as far as funds are available.

Steam roller or hand roller for S/C of metals will be supplied free of cost, but the running cost including wages of crew and guard, week end cleaning charges when the roller should be made to rest, should be borne by the contractor.

All S/C work contractors must provide themseleves with necessary sets of screens, templates, strings as per specification in force.

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৭, ১৪ই আগষ্ট ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

## মুক্তি প্রেস

**সর্বপ্রকার ছাপাইবার কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।**

আপনার প্রয়োজনীয় ছাপাইবার কাজ সুন্দররূপে মুক্তি প্রেসই করিয়া দিবে।

# দেশের খবর

**নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন**—আগামী নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সাতজনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হইয়াছে: পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, শ্রীশঙ্কর রাও দেও, শ্রীএস কে পাতিল, অধ্যাপক এন জি রঙ্গ, এবং শেঠ গোবিন্দ দাস। সভাপতি নির্বাচনে যাহাতে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতা না হয় তাহার জন্য বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ খুবই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নাম প্রস্তাব করা হইলেও তিনি দাঁড়াইবেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতে নাম প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৮ই আগষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, এবার কংগ্রেস সভাপতির জন্য খুব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইবে এবং প্রধানতঃ আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই নির্বাচন আগষ্টের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে নাসিকে কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হইবে।

---

**ভারতীয় পার্লামেণ্টে বাংলার অবস্থা ও দিল্লী চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা**—গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশনে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে দুইদিন ধরিয়া তুমুল আলোচনা চলে। পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেণ্টে—পাক ভারত চুক্তির ফলে বাংলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবের দশ বারোটি সংশোধন প্রস্তাবের মর্ম হইতেছে যে—চুক্তি সফল হয় নাই বা পাকিস্তান চুক্তি পালন করে নাই সুতরাং চুক্তিটি পরিবর্ত্তন করা হউক।

পণ্ডিত নেহেরু তাহার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে তিনি ইহা স্বীকার করেন যে—দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ কষ্ট খুবই হইয়াছে, বর্ত্তমানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেনা, এবং যথেষ্ট লোক চলিয়া আসিতেছে ইহা সত্ত্বেও এই চুক্তি বিপুলভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। তিনি লোক বিনিময় অবাস্তব ও উদ্ভট বলিয়া মনে করেন। পাকিস্তান গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—তাহারা চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যাগ্র এবং তাহারা উহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিরোধীতা করিয়া বলেন যে—সংখ্যালঘু চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের দুর্দ্দশা ও পূর্ববঙ্গে স্থিত হিন্দুদের দুর্দ্দশা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলেন যে—হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে নিরাপত্তা বোধ লইয়া বাস করিতে পারিবে, বাস্তুত্যাগ বন্ধ হইবে, ও যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহারা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে—চুক্তির ইহাই উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। একমাত্র লোক বিনিময়ই বর্ত্তমানে ইহার শ্রেষ্ঠ সমাধান এবং পাঞ্জাবের ব্যাপারে পণ্ডিত নেহেরু নিজেই লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আর বাংলার ব্যাপারে তিনি ইহা কংগ্রেসের মূলনীতি বিরোধী বলিয়া বলিতেছেন। ডাঃ মুখার্জি বলেন যে—বাংলার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর এবং এত গুরুতর যে তাহা বর্ণনার অতীত। প্রধানমন্ত্রীর নিকট তিনি এই আবেদন জানান যে তিনি যেন আত্মসন্তুষ্টিতে নিমগ্ন না থাকিয়া আত্মসন্তুষ্টি পরিহার করিয়া সাহসের সহিত এবং জাতীয় মর্য্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করেন।

শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি কয়েকজন সদস্য এই চুক্তি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং অন্যান্য বহু সদস্য তীব্রভাবে ইহার সমালোচনা করিয়া বিরোধীতা করেন।

দুই দিন ব্যাপী বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তান গবর্মেণ্টের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে—ভারত গবর্মেণ্ট কিছুতেই লোক বিনিময়, দেশ বিভাগ রদ বা পাকিস্তানের কিয়দংশ দাবী করা প্রভৃতি মানিয়া লইবে না। লোক বিনিময় প্রভৃতি কংগ্রেসের মূলনীতির বিরোধী। যে সমস্ত বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট দাতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

ইহার পরে পার্লিয়ামেণ্টে বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি সমর্থিত হয়।

---




# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ২৯শে শ্রাবণ সোমবার


## ১৫ই আগষ্ট

১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট সমাগত। ১৯৪৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই ১৫ই আগষ্ট ভারতের তৃতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকী।

স্বাধীনতার ঘোষণার পরে ভারতবর্ষে পূর্ণ তিনটি বৎসর চলিয়া যাইতেছে। এই তিনটি বৎসর পার হইয়া বর্ত্তমান যে বৎসরে আমরা পদার্পণ করিতেছি তাহা আমাদের জাতির জীবনে অনেক সঙ্কট লইয়াই অপেক্ষা করিতেছে। একমাত্র জাতির সংঘবদ্ধ অনমনীয় সংকল্পই জাতিকে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার পূর্ণক্ষমতা হাতে পাইয়া দেশ কোন দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহার শুধু হিসাব নিকাশ করিলেই আমাদের কাম্য অবস্থা আসিবেনা। ইহা সত্য যে আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা সাধন করিতে পারি নাই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জাতির জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কেবল দুর্বিপাকেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; শিক্ষা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কোন দিকে যাইবে ঠিক করিতে পারিতেছেনা; অন্যান্য ব্যাপারের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সর্বোপরি যাহা সমস্ত দেশবাসী অনুভব করিতেছে তাহা এই যে—জাতি স্বাধীন হইলেও মানুষ হিসাবে মানুষের মর্য্যাদা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—স্বাধীন জীবনের কোন প্রকার অনুভূতি, প্রেরণা জাতির মধ্যে নাই।

ইহার উপরে জাতীয়তার ভিত্তি টলমল করিতেছে। সাম্প্রদায়িকতার তো কথাই নাই—একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাদেশিকতা সমস্ত জাতিকে এমন বিচ্ছিন্ন করিতে চলিয়াছে যে আশঙ্কা হয়, ভারতবর্ষে আবার পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ঠিক যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাতে কোন দিক দিয়াই একটা সবল ভরসার কিরণ কেহ দেখিতে পাইতেছেনা। প্রেরণাহীন ভারতবর্ষে আজ এই তৃতীয় বৎসর অন্তেও স্বাধীনতার অনুষ্ঠান পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আরও প্রাণহীন হইয়া একটা গতানুগতিক অনুষ্ঠানরূপে চলিয়া যাইতেছে।

যে জাতি বহু সাধনায় সুদীর্ঘ কাল পরে স্বাধীনতার মতো অমূল্য সম্পদ অর্জন করিয়াছে আজ তিন বৎসর যাইতে না যাইতে তাহারই অনুষ্ঠান দিবসে জাতি উদাসীন—ইহা অপেক্ষা অধিকতর মর্মন্তুদ ঘটনা একটা স্বাধীন জাতির জীবনে আর কিছু হইতে পারেনা। এই দিবসটির জন্য জাতি সমস্ত বৎসর ধরিয়া উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিবে, এই দিনটিতে বিচিত্র ভাবে অনুষ্ঠান করিবার জন্য সে নব নব কল্পনায় বিভোর হইয়া স্বপ্ন দেখিবে, ইহাকে সে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া পূর্ণ করিবার জন্য অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিবে—কারণ ইহা তাহার জাতির জীবনে যে পরম মূহুর্ত্ত আনিয়াছিল! তাহার মুক্তির দ্বার এই দিন খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার শৃঙ্খলভার এই দিন অপনোদিত হইয়াছিল,—তাহার দাসত্ব-জীবনের এই দিন পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই দিনই সে প্রথম নিজের কাছে ও পরের কাছে গৌরবে শির উন্নত করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল—সকলের সঙ্গে সমান—আমিও স্বাধীন মানুষ, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার শক্তির দ্বারা আমি অধিকার করিয়াছি—আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। এই কথাটি বলিবার অধিকারের জন্য—স্বাধীন ভারতের মুক্ত আকাশের তলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য আজ প্রায় শতাব্দী ধরিয়া কত সহস্র সহস্র প্রাণ নিজেদের জীবনের অর্ঘে জাতির যাত্রাপথ সুগম করিয়া দিয়াছে—কত মাতার অশ্রু, পত্নীর মৌন বেদনা জাতির অভিযানের রক্তরাঙ্গা পথকে ধৌত করিয়া অনাবিল করিয়াছে, জাতির প্রতিটি দিনের বেদনার ইতিহাসে তাহার প্রত্যেকটি কাহিনীর আলেখ্য সুরক্ষিত হইয়া আছে—তবে আজ কেন জাতি এই পরম দিনটিতে উদাসীন? প্রাণহীন আচার যেন নতমস্তকে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

আমাদের দুঃখের জন্য আমরা দোষ দিয়া আসিতেছি দেশের নেতৃবৃন্দের, কংগ্রেসের এবং শাসন যন্ত্রের পরি-

চালনার দায়িত্ব ভার লইয়া আজ যাহারা কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইয়াছে তাহাদের। সমস্ত দায়িত্ব তাহাদের উপর দিয়া তাহাদের অভিশাপের ভারে জর্জরিত করিলেও কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেনা—যতক্ষণ না আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব বোধ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত, সচেতন ও সক্রিয় হইতেছি। ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা আসিয়াছে তাহা ইংরেজ দয়া করিয়া দান করিয়া যায় নাই বা বর্ত্তমান যে নেতৃবৃন্দের উপর আমরা কেবল দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া আছি তাহারা দয়া করিয়া শাসন-ভার লইয়া ভারতবাসী জনসাধারণকে অনুগ্রহ বা কৃতার্থ করিতেছেন না। স্বাধীনতা আমরা দেশবাসী জনসাধারণ নিজেদের শক্তিতে নিজেদের রক্তের বিনিময়ে অধিকার করিয়াছি। এই সম্পদে এবং ইহার ফলে সকলের সমান অধিকার সমান দাবী এবং ইহার জন্য আমাদের সকলের সমান দায়িত্ব। তবে আমরা কেন কেবল নিস্ক্রিয় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া দুঃখে মুহ্যমান হইয়া নেতৃবৃন্দের উপর দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। যে দায়িত্ব যে কর্ত্তব্যবোধে ও যে প্রেরণায় এবং যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সেই দায়িত্ব, কর্ত্তব্যবোধ, প্রেরণা ও আদর্শ লইয়াই আমরা আজ সক্রিয় ও সচেষ্ট হইয়া কেন স্বাধীনতাকে বাঞ্ছনীয় রূপ দিতে যত্নবান হইব না? দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতি লাঞ্ছনা বরণের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, ত্যাগের মন্ত্রে সে দীক্ষিত হইয়াছে এবং অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের আক্রমণকে কেমন করিয়া পর্য্যুদস্ত করিতে হয় সে শক্তি ও কৌশল তাহার জাতীয় জীবনে সে আয়ত্ত করিয়াছে। তবে কেন সে আজ মৌন ও নিস্ক্রিয় থাকিবে?

আজ এই উপলব্ধি এই আত্মসচেতনতা এবং এই সচেষ্টতা দ্বারা জাতির সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। যে স্বাধীনতা আমরা আনিয়াছি তাহাকে দেশের সকলের সমভাবে কল্যাণের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে আমাদের জনসাধারণকে সেই আদর্শে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সক্রিয় হইতে হইবে। ইহাতে যদি সংঘর্ষ আসে তো আসুক, যদি সংগ্রাম অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে তবে যে আদর্শে যে পথে সংগ্রাম করিয়া ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে সে পথে সেই আদর্শেই সংগ্রাম করিয়া তাহাকে তাহার অর্জিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতার রূপ দিতে হইবে।

এই ১৫ই আগষ্টে ভারতবাসীকে নিক্রিয় ও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। যাহা কিছু স্বাধীন জীবন ও জনস্বার্থের প্রতিকূল, যাহা কিছু অন্যায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিবার শক্তি লইয়া আজ দেশের প্রত্যেকটি লোককে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে হইবে। নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সমবেত ও সংঘবদ্ধভাবে আমাদের জীবনকে ক্লেদমুক্ত করিয়া সকলের জন্য সমান আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অভিযান সুরু করিতে হইবে। প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে সক্রিয় হইলে ইহাকে সম্ভব আমরা নিশ্চয়ই করিয়া তুলিব। আর তাহা পারিবনাই বা কেন?

দেশের আত্মসর্বস্ব যাহারা আজ এই স্বাধীনতার অনুষ্ঠানকে প্রাণহীন আড়ম্বরের রূপসজ্জায় কলঙ্কিত করিতেছে স্বাধীনতাকে সেই গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার যে সক্রিয় সাধনা তাহা দ্বারাই দেশের জনসাধারণ আজ স্বাধীনতা দিবসের সত্যকার প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করুক।

---

## বাস্তুত্যাগী যুবকের আত্মহত্যা

যুগান্তরের গত ১০ই আগষ্ট তারিখের মফঃস্বল সংস্করণে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি এই :—

**বাস্তুত্যাগী যুবকের আত্মহত্যা**

**জনৈক উদ্বাস্তু যুবক মঙ্গলবার সকালে গ্যালিফ ষ্ট্রীটে চলন্ত ট্রামের সম্মুখে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ট্রামখানি তাহাকে কিছুদূর ঠেলিয়া লইয়া যায় এবং চালক ট্রাম থামাইতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বেই যুবকটির মৃত্যু হয়।**

**পুলিশ এখনও পর্য্যন্ত যুবকটির পরিচয় জানিতে পারে নাই। তবে তাহার বেশভূষা হইতে মনে হয় যে, সে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তাহার পকেটে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত মর্মে একটুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছে :—**

**"বাস্তুত্যাগী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ—কেহই নাই—কলমটি আছে, বিক্রীকরে দাহকার্য্য করা হয় যেন।"**

**এই লিপির শেষ লাইনটির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। উহাতে যুবকের মনের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং মনে হয় যে, এমন কি মৃত্যুতেও সে অপরের ভার স্বরূপ হইতে চাহে না।**



যুবকটি আত্মহত্যা করিলেও কোন ভাবপ্রবণতার বশে করে নাই। মানুষের যে জীবন ভার বহন করে তাহাই যখন ভার হইয়া দেখা দেয় তখন তাহা হইতে মুক্ত হওয়াই বহুক্ষেত্রে মুক্তির উপায় হয়। এই আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন যুবক যে মৃত্যুর পরেও অন্যের দানে নিজের মৃতদেহকে ভারগ্রস্ত করিতে চাহে নাই, তাহাতেই বোঝা যায় যে সে তাহার জীবিতকালে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহা সম্ভব হয় নাই।

## সহীদ ক্ষুদিরাম

**১৩১৫ সালের ২৭শে শ্রাবণ**

**জাতির পক্ষে স্মরণীয় দিন**

**এই দিনেই মজঃফরপুর বোমার মামলার আসামী বৃটিশের রাজ-দ্বারে দেশপ্রেমের অপরাধে অপরাধী ১৭ বৎসরের বালক ক্ষুদিরাম হাসিতে হাসিতে ফাঁসীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল।**

**অগ্নিযুগের সেই নির্ভীক অগ্নি-শিশু মাতৃমন্ত্রের সাধক ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগকে আজ আমরা স্মরণ-করি।**

অন্যান্য ঘটনার মতোই ইহা খবরের কাগজের সংবাদেই ইতিমধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ এই সব ঘটনাগুলি অতি সুস্পষ্টভাবেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতেছে।

পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্যা বা পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের সমস্যা—ভারতের সমস্যা। কোন প্রকার প্যাক্ট দ্বারা ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা যে বৃথা ইতিমধ্যে তাহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আজ পাকিস্তানে হিন্দুদের যে দুর্দ্দশা তাহার জন্য দায়িত্ব তাহাদের নয়, সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতবর্ষের। পাকিস্তান হইতে যে সমস্ত হিন্দু আজ এখানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া উদ্বাস্তুরূপে পরিগণিত হইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে যে আচরণ ও যে ব্যবস্থা করা দরকার ছিল ভারতবর্ষ তাহা সম্যকভাবে করে নাই। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিরাট জনসমষ্টিকে—গৃহে অনাহুত ও অবাঞ্ছিত নাছোড়বান্দা ভিখারীর মতো নেহাত নাচার হইয়া কিছু কিছু দিতে বাধ্য হইতেছি। তাহাদের মানুষের মূল্য এবং মানুষের মর্য্যাদা দিতে আমরা যে শুধু অক্ষম হইয়াছি তাহা নয়—আমরা অস্বীকার করিতেছি। এবং তাহার ফলেই যে অবস্থা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—এই দৃঢ়চিত্ত যুবকের আত্মহত্যা তাহারই একটা সামান্য প্রকাশ।

আজ হোক কি কাল হোক পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান না হইয়া যাহারা থাকিবে সেই পূর্ব্ববঙ্গের এক কোটী কি দেড় কোটী লোকের ব্যবস্থা ভারতবর্ষেই করিতে হইবে, হইতেছেও তাহাই। কিন্তু আমাদের উপ-যুক্ত মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্য্যব্যবস্থার অভাবে আমরা এই সমস্যাকে সহজতর না করিয়া জটিলতর করিয়া তুলিতেছি। উপযুক্ত মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে পাকিস্তান হইতে আগত এক কোটী কি দেড় কোটী লোকের সুব্যবস্থা এই তেত্রিশ কোটী অধ্যুষিত বিরাট ভারতবর্ষে হইতে পারে না—ইহা একটা কথাই নয়। পরাধীন ভারতবর্ষে ঠিক এইরূপ না হইলেও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিঃাশ্রয় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই করিয়াছি। দামোদর বন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারের ভূমিকম্প পর্য্যন্ত বহু ঘটনাবলীই ইহার প্রমাণ। আমরা এই জন্যই ইহার

উল্লেখ করিলাম যে—ঘটনার গুরুত্ব, গভীরতা বা ব্যাপকতা পাকিস্তানের বর্ত্তমান উদ্বাস্তুদের অনুরূপ না হইলেও যে মনোভাব বা যে আবহাওয়া তখন ঐ সমস্ত সমস্যাগুলিকে সহজায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা এই যে—দেশের যে কোন স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন দুর্বিপাকই হোকনা কেন সমস্ত ভারতবর্ষ তখন—তাহা নিজের বিপদ বলিয়া গ্রহণ করিত। তাই উড়িষ্যার কোন অঞ্চলে বন্যা হইলে মালাবারের গ্রামে সাড়া পড়িয়া যাইত।

সমস্ত ভারতবর্ষের অবিলম্বে স্বাধীনতার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবকে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। ইহারই পরিণতিতে বিপর্য্যয়ের ফলে এই দুই প্রদেশে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হইল। যে বিপদ হইল—সমস্ত ভারতবর্ষ কিন্তু তাহা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল না। স্বাধীনতার পরে বিশেষ করিয়া প্রাদেশিক স্বয়ংকর্তৃত্বের ফলে ভারতবর্ষের এই একাত্ম মনোভাব প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া এক অতি কদর্য্য রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। আজ কোন প্রদেশের সমস্যা বা বিপদ মাত্র সেই প্রদেশের গবর্মেণ্টের বা বেশী কিছু হইলে খানিকটা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সমস্যা—তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের নিজের সমস্যা বলিয়া মনে করার ধারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই এখন বাংলার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে বাংলাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এই কথা প্রকাশ্যে শোনা যায় যে—বিহারে প্রেরিত বাংলার উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা নাও হইতে পারে এবং যখন কোন স্থান হইতেই তাহার সম্বন্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদও শোনা যায় নাই তখনই বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে ভারতবর্ষ এই উদ্বাস্তুদের সমস্যা সকলের বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে। সুতরাং ভারত গবর্মেণ্ট ইহাকে সমগ্র ভারতের সমস্যা বলিলেও এবং ইহাদের জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রযত্ন করিলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ইহাদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করিতেছে না।

এই জন্যই দেখা যাইতেছে যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু নরনারী শিশু ভারতবর্ষের আপদের মতই পড়িয়া আছে—যাহা দেখিয়া জনৈক মার্কিন ভ্রমণকারী ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন যে—এরূপ অবস্থা যে কোন সভ্য দেশের মানুষের হইতে পারে তাহা কল্পনার অতীত। উদ্বাস্তু শিবিরগুলিও প্রায় একই অবস্থার পরিচয় দেয়। গবর্মেণ্ট হইতে সকলেই যেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এই কথাই ভাবিতেছে যে—এই আপদগুলির সম্বন্ধে কি করা যায়? যাহার ফলে তাহাদের ভারতবর্ষেও স্থান হইতেছে না।

বাস্তুত্যাগী যুবকটির এইভাবে আত্মহত্যায় আজ এই প্রশ্নই উদয় হয় যে তাহাদের পাকিস্তানে স্থান তো নাই ভারতবর্ষেও কি স্থান পাওয়া দুষ্কর? তাহাদের ভাগ্য দেবতা বোধ হয় তাহাদের জন্য একমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন মৃত্যুর পর পারে। তাহাদের দিয়া ভারতবর্ষের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে—তাহারা নেহাত অনাঙ্খিত এবং অবাঞ্ছিতের ভাগ্যই তাহাদের বরণ করিতে হইবে।

কিন্তু অবাঞ্ছিত হইলেও ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু হইয়া যে লক্ষ লক্ষ নর নারী আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে মরিয়া ধরিয়াও বহু লোক বাঁচিয়া ভারতবর্ষেই থাকিবে এবং বাংলা দেশেই থাকিতে বাধ্য হইবে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে এবং পরিস্থিতি পূর্ববঙ্গের এই লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রকৃত সর্বহারা করিয়া বাংলা দেশে আনিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনসাধারণ বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকগণ আকস্মিক একটা বিপর্য্যয়ে এবং পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতায় বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। একথা কেউ ভাবিতেছেন কিনা জানিনা যে, এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আজ অবস্থা বিপর্য্যয়ে সমস্ত সংস্কার-মুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের আজ শ্রেণীভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, শুচি অশুচির পার্থক্য নাই। হিন্দু পুরুষ ও নারীর সহজাত সংস্কারকেও অবস্থা নিষ্ঠুরভাবে দলিয়া মথিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। আজ ইহারা শুধু সর্বহারাই নয়—সচেতন সর্বহারা। বেশীর ভাগ যুবক যুবতীই ঐ আত্মহত্যাকারী অজ্ঞাত যুবকটির মতো অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। সকলেই আত্মহত্যা করিবেনা—কিন্তু আজ যদি ভারতবর্ষ ইহাদের সহিত একাত্মভাবে ইহাদের গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে তবে ভবিষ্যতে তাহাকে যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়।

---



# চীনে ইনফ্লেসন নিবারণ

প্রজা দরদী প্রকৃত প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট কি দুঃসহ অবস্থার মধ্য হইতে কত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের আপামর সাধারণকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ করিয়া দিতে পারে, চীনের পিপ্‌লস গবর্ণমেণ্ট তার পরিচয় দিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তারপর এই আট মাসের মধ্যে কি ভীষণ ইনফ্লেসনকে তাঁহারা কতখানি কমাইতে পারিয়াছেন আমাদের ভাল করিয়া জানা দরকার। আমাদের প্রভুরা তিন বছরের মধ্যে ইনফ্লেসন নিবারণ তো দূরের কথা সামান্য মাছের দরটাও একটুখানি কমাইতে পারিলেন না। গভীর জলের মাছ ধরিবার আশায় ট্রলার কিনিবার জন্য কর্ত্তারা উড়িয়া ডেনমার্ক যাইতেছেন। লোকে বলে অতদূর ছুটিবার প্রয়োজন কি? গভীর জলের মাছ তো আর জলে থাকে না, ডাঙ্গাতেই বেশী থাকে; লালদিঘীর পাশে আর হগ মার্কেটের পিছনে অনেক বড় বড় গভীর জলের মাছ ধরা পড়িবে; সেগুলিকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলে জলের মাছ আপনিই সস্তা হইবে। ট্রলার কেনার দরকার হইবে না।

১৯৪৮ সালে চীনদেশে জিনিষপত্রের দাম যুদ্ধের আগের তুলনায় ৭৭,৩০,০০০ গুণ বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের আগে যে কাপড়ের দাম ছিল এক টাকা গজ, ১৯৪৮ সালে তার দর হইয়াছে ৭৭,৩০,০০০ টাকা গজ। ১৯৩৭ সালে চীনে প্রচারিত নোটের অঙ্ক ছিল ১৪০ কোটি ডলার। ১৯৪৮ এ হইয়াছিল ৬,০০,০০,০০০ কোটি ডলার। কোটি কোটি টাকা কানেই শুনিয়াছি, চীনদেশের চ্যাং আমলের কারেন্সি কর্ত্তারা ৬ কোটি কোটি টাকা বাজারে ছাড়িবার যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে এই অবস্থা ঘটিলে চ্যাং গবর্ণমেণ্ট সোনার উয়ান নামে এক নোট বাহির করেন এবং বলেন যে ত্রিশ লক্ষ টাকার পুরাণো নোটের বদলে লোকে এক টাকার সোনার উয়ান পাইবে। বলা বাহুল্য সোনার উয়ান নামেই সোনা, কাজে শুধু কাগজ। এতেও কোন ফল হইল না, দাম সমান ভাবেই বাড়িতে থাকিল; কয়েক মাসের মধ্যেই এক টাকার জিনিষের দাম আবার ১ লক্ষ টাকা হইয়া গেল। ৭৭ লক্ষ গুণ দাম বাড়াইবার পর দাম কমাইবার এই ফন্দী টিঁকিল না। আমেরিকা এবং বৃটেন দুই জনেই বড় বড় কারেন্সি এক্সপার্ট পাঠাইয়া চ্যাং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে মাও সে তুং গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবার পর তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ইনফ্লেসন নিবারণ ও মূল্য হ্রাসের দিকে মন দিলেন। বাজেট ঘাটতি ছিল ইনফ্লেসনের প্রধান কারণ, নূতন গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে এই ঘাটতি পূরণে অগ্রসর হইলেন। ১৯৪৯-এ গবর্ণমেণ্ট গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শতকরা ৬০ টাকা খরচ কমাইয়া ফেলিলেন; ১৯৫০-এর বাজেটে ঘাটতি আরও কমিয়া শতকরা সাড়ে আঠারোতে নামিয়া আসিল। চ্যাং গবর্ণমেণ্ট ১২ বৎসরে যাহা পারে নাই, ইহারা ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই অসাধ্য সাধন করিলেন। ১৯৫০এর মার্চ্চ মাসে গবর্ণমেণ্ট নোট প্রচার বন্ধ করিবার জন্য একটি তিন দফা কর্ম্মসূচী প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—(১) গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সমান করিতে হইবে, (২) দেশের সর্ব্বত্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমানভাবে সরবরাহ করিতে হইবে এবং (৩) ব্যাঙ্কের জমা ও খরচ সমান করিতে হইবে। এই তিনটি দফাকে The Three Balances বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বাজেটে আয় ব্যয় সমান করার জন্য তাঁরা স্থির করেন যে সর্ব্বপ্রকার সরকারী খরচ কমাইয়া ফেলিতে হইবে, খরচের প্রধান বরাদ্দ চারিটি মাত্র থাকিবে। যথা,—(১) কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করিবার খরচ, (২) সৈন্য ও সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন, (৩) খাদ্যাভাব নিবারণ এবং (৪) কয়েকটি মূল শিল্প পুনর্গঠন। অফিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা কমাইয়া বাড়তি সমস্ত লোককে সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয় এবং সৈন্যদলকে অবসর সময়ে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হয়। অতিশয় কঠোর হস্তে সর্ব্বদিকে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা তো করা হয়ই।

ট্যাক্স আদায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হইল। চ্যাং

গবর্ণমেণ্টের আমলে রাজনৈতিক প্রভাবশালী বড় লোকেরা ট্যাক্স ফাঁকি দিত। ঘুষ দিয়া ট্যাক্স কমানো রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। ট্যাক্সের অংশ ঘুষ হিসাবে ট্যাক্স আদায়কারীদের পকেটে যাইত। সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি মোটেই ট্যাক্স দিত না। এখন সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট ট্যাক্স আদায় হয়। ট্যাক্স আদায়ে ঘুষ এবং ফাঁকিও একদম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দেয়, ট্যাক্সের হার সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়। ট্যাক্স রিটার্ণ পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে দাখিল করিতে হয়। এই ব্যাঙ্ক ট্রেজারির কাজ করে।

গ্রামের লোকের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে টাকার বদলে শস্য আদায় করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বত্র খাদ্য সরবরাহে সুবিধা হয়, গরীবদেরও ট্যাক্স দিতে অসুবিধা হয় না। এই প্রোগ্রাম এত কার্য্যকরী হইয়াছে যে গত জুন মাসে ট্যাক্সের পরিমাণ চার আনি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ট্যাক্স হ্রাস সত্ত্বেও যে টাকার ফসল আদায় হইবে তাহা বাজেটে বেশী বরাদ্দের চেয়ে হইবে।

ইনফ্লেশন বন্ধের দ্বিতীয় উপায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের সর্ব্বত্র সমান সরবরাহ। খাদ্য, বস্ত্র, তুলা, কয়লা এবং লবণ সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সর্ব্বত্র বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেশের লোক সকলে মিলিয়া এই কাজ সফল করিবার জন্য এত আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিতেছে যে সমস্ত জিনিসের দাম দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। চ্যাং গবর্ণমেণ্টের আমলে খাদ্য আমদানী একটা মস্ত জিনিষ ছিল, বহু টাকা ইহাতে খরচ হইত। পিপ্‌লস গবর্ণমেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সরবরাহ এবং যানবাহন ব্যবস্থা খারাপ বলিয়া সর্ব্বত্র খাদ্যদ্রব্য সমানভাবে পৌঁছায় না। আগে মহাজনদের হাতে খাদ্যের ব্যবসা ছিল, তারা দেশের কথা না ভাবিয়া কেবল লাভের অঙ্ক করিত বলিয়া অভাব ঘুচিত না। পিপ্‌লস গবর্ণমেণ্ট খাদ্যের ব্যবসা নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং চীনের সর্ব্বত্র খাদ্য সরবরাহের জন্য রেল, ষ্টীমার, লরী, গরুর গাড়ী, নৌকা এবং মুটে ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ট্রান্সপোর্টের সাহায্য লইয়াছেন। ইহাতে যথেষ্ট সুফল গত কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গিয়াছে।

ইনফ্লেশন নিবারণের তৃতীয় পন্থা ব্যাঙ্কের জমা ও ঋণদানের টাকার সমতা সাধন। সমস্ত ব্যাঙ্ক এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছে। ষ্টেট ট্রেডিং কোম্পানী-গুলিও এদিকে খুব কাজে লাগিয়াছে। ফলে গত মার্চ্চ মাস হইতে গবর্ণমেণ্টকে নূতন কোন নোট বাহির করিতে হয় নাই।

এই ভাবে উপরোক্ত তিন ব্যালান্সের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট ১২ বৎসর ব্যাপী ভয়াবহ ইনফ্লেসনের উর্দ্ধগতি কয়েক মাসের মধ্যে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইনফ্লেসন যে বন্ধ হইয়াছে পণ্যমূল্যের তালিকা দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। ৮০টি প্রয়োজনীয় জিনিষের গড় ধরিয়া ১৯৫০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর তুলনায় নিম্নলিখিত স্থান সমূহে পণ্যমূল্য এই ভাবে কমিয়াছে :

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ = ১০০

১০ই মে তারিখের দাম খুচরা বিক্রীর সূচক সংখ্যা

| | |
|---|---|
| ক্যাণ্টন | ৭৯.৬ |
| পিকিং | ৭৬.২ |
| তিয়েন্‌ৎসিন | ৭৫ |
| সাংহাই | ৭৪.৭ |
| হ্যাংকাউ | ৬৬.৬ |
| চুংকিং | ৫৩.৩ |
| সিয়ান | ৫০.২ |
| সমগ্র দেশের গড় | ৭১.২ |

ইহাতে দেখা যায় চুংকিং, সিয়ান প্রভৃতি স্থানে জিনিষের দাম অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের সুদের হারও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। চ্যাং গবর্ণমেণ্টের সোনার উয়ান নোট জারীর পর সুদের হার দৈনিক শতকরা ১২০ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সকাল বেলা ১০০ ডলার



ধার করিলে বিকালে তাহাকে ২২০ ডলার ফেরৎ দিতে হইত। মার্চ্চ মাসে ইনফ্লেশন বন্ধ হওয়ার পর ব্যাঙ্কের সুদের মাসিক হার বড় বড় সহরে এইভাবে কমিয়াছে :

| শহর | ২৮ ফেব্রুয়ারী | ১৮ মে |
|---|---|---|
| সাংহাই | ৪২ পার্সেণ্ট | ৩ পার্সেণ্ট |
| তিয়েনৎসিন | ৬৩ ,, | ৪.৫ ,, |
| হ্যাংকাউ | ৪৫ ,, | ৪.৫ ,, |

পিপ্‌লস ব্যাঙ্ক অফ চায়নার সুদের হার আরও কম; মাসে ২ হইতে ৩ পার্সেণ্ট।

চ্যাং গবর্ণমেণ্টের আমলে নোট কেহ লইতে চাহিত না। সোনা, রূপা, বিদেশী ব্যাঙ্ক নোট অথবা পণ্যের বদলে পণ্য ছাড়া চীনা নোট কেহ লইত না। কোন কোন অঞ্চলে ধান ও লবণ টাকার স্থান অধিকার করিয়াছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে পিপ্‌লস গবর্ণমেণ্টের নোট লোকে লইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ হইতে ১১ই মের মধ্যে সোনার দর ১৬ হইতে ২৮ পার্সেণ্ট নামিয়া গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে রূপার দর কমিয়াছে ৩১ হইতে ৪৭ পার্সেণ্ট। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারও দ্রুত কমিতেছে। ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ব্যাঙ্কের জমা কিভাবে বাড়িতেছে তার নমুনা ৬ই মে তারিখে বড় বড় সহরের ব্যাঙ্কের জমার সূচক-সংখ্যা ( ২৮ ফেব্রুয়ারী = ১০০ )

| | ষ্টেট ব্যাঙ্ক | প্রাইভেট ব্যাঙ্ক |
|---|---|---|
| সাংহাই ... | ৩০৩ | ১৬৯ |
| তিয়েনৎসিন ... | ২৫৭ | ১৫৪ |
| হ্যাংকাউ ... | ২৮৯ | ১৮১ |
| ক্যাণ্টন ... | ২১৮ | ৩১৬ |
| চুংকিং ... | ৮৭৭ | ২৫২ |

আগে একটা চেক দিনে তিন বার হাত বদল হইত, অর্থাৎ চেক ভাঙ্গাইতে দেরী করিবার ভরসা কেহ পাইত না। এখন একটা চেক গড়ে তিন সপ্তাহে একবার হাত বদল হয়। এই জন্য ব্যাঙ্কগুলি এখন জাতীয় পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার জন্য টাকা দিতে পারিতেছে।

পিপ্‌লস গবর্ণমেণ্টের অক্লান্ত চেষ্টায় ইনফ্লেশন বন্ধ হইয়াছে, টাকার ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়াছে এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদটা তাহারা এত শক্ত করিয়া লইতেছে যে জাতি গঠনে বেশী অসুবিধা এখন আর হইবে না। আমেরিকার সোনা এবং ইংরেজের এক্সপার্টের সাহায্যে চ্যাং গবর্ণমেণ্ট ১২ বৎসরে যাহা পারে নাই, মাও গবর্ণমেণ্ট ঐ দুইটির একটিও না লইয়া কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় ও যত্নে এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। যে গবর্ণমেণ্টকে দেশশুদ্ধ লোক আপন ভাবে তার পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব হয়।

—যুগবাণীর সৌজন্যে

---

## বলরামপুর সংবাদ

( বিশেষ সংবাদ দাতা )

সম্প্রতি চাষের সুরু হইতেই বলরামপুরের 'মজদুর সংঘ' (কমিউনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রকাশ) বলরামপুর গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী, মাঝি শ্রমিকদের সংগঠন করিয়া চাষের মজুরী হিসাবে কামীন মুনিষের দৈনিক মজুরী ৭ সের ধান ও ১ সের মুড়ি,—দাবী করে। যাহারা চাষ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করে তাহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই হারে মজুরী দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। অন্যান্য যে সমস্ত মুনিষ, কামীন, প্রচলিত (ইহা অপেক্ষা কম) মজুরীতে চাষের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল উক্ত 'মজদুর সংঘ' দ্বারা পরিচালিত হইয়া আদিবাসীগণ লাঠি, কাঁড়বাঁশ ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে জবরদস্তি ক্ষেত হইতে উঠাইয়া দিতে থাকে। বহুক্ষেত্রে যেখানে অনেক চাষী মজুরের সাহায্য না লইয়াও নিজেরাই ধান লাগাইতেছিল তাহাদেরও উক্ত দলবদ্ধ আদিবাসীগণ লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধান ক্ষেত হইতে তুলিয়া দেয়। ফলে চাষের কাজে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বহু চাষী নিরুপায় হইয়া অগত্যা থানায় যাইয়া সংবাদ দেয়। পুলিশ গ্রামে যাইয়া লাঠি ও অস্ত্রে সজ্জিত মজুরদের দেখে, কিন্তু কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া ফিরিয়া আসে। সম্প্রতি বাঁশগড়

গ্রামে ক্ষেত্রের মালিকরা নিজেরাই যখন ধান লাগাইতেছিল তখন তাহাদের গ্রামে প্রায় এক হাজারের উপর আদিবাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের ক্ষেত হইতে জোরপূর্ব্বক তুলিয়া দিতে আসে। তাহারা থানায় যাইয়া থানায় উপস্থিত পুরুলিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট **শ্রীযুক্ত লেলে** সাহেবের নিকট ঘটনার বিবরণ দিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করে। লেলে সাহেব কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে লাঠি হস্তে সাঁওতাল স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং আদিবাসী পুরুষরা ক্ষেত্রের আলের ধারে এবং চারিদিকে দলবদ্ধভাবে ধনুকে তীর লাগাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। এই অবস্থায় **ম্যাজিষ্ট্রেট** কোন কিছু না বলিয়া চাষীদের বলেন যে—**ইহারা যাহা চাহিতেছে তাহা তোমাদের দিতে হইবে।** ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া যান।

ইহার পরে কানা গ্রামের এক চাষীর 'আফর' (বীজ ধানের চারা) একদিন রাত্রে মজুররা কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। তাহার পরের দিন চাষীরা বলরামপুর থানায় গেলে তথায় জিলার পুলিশ সাহেবকে উপস্থিত দেখিয়া, চাষীরা তাহাকে বলে যে—কম্যুনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত আদিবাসী মজুররা রাত্রে তাহাদের আফর (বীজ ধানের চারা) কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। **পুলিশ সাহেব** ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে—**এখানে কম্যুনিষ্ট কোথায়? বাংলাদেশের রোগ তোমরা এখানে কেন টানিয়া আনিতেছ? এখানে কম্যুনিষ্ট থাকিলে হাণ্টারের চোটেই তাহাদের সায়েস্তা করিয়া দিতাম। তোমরা কম্যুনিষ্টদের নাম না করিয়া বল যে কতকগুলি গুণ্ডা এইসব করিতেছে।**

স্থানীয় পুলিশ এবং জেলা কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ নীরবতা ও উদাসীনতায় এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে যে বলরামপুরের কম্যুনিষ্ট পরিচালিত মজুরগণ তাহাদের কার্য্যে উৎসাহিত হইতেছে। বাঁশগড়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই মজুরগণ লাল ঝাণ্ডা লইয়া "কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়" প্রভৃতি ধ্বনি দিতেছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও জিলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিকার না পাইয়া এবং গত ৫ই আগষ্ট পুরুলিয়াতে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় আসিবেন—এই খবর পাইয়া বলরামপুর থানার বিভিন্ন গ্রামের বহু লোকের সহিযুক্ত একটি দরখাস্ত লইয়া প্রায় ৩০।৩৫ জন গ্রামবাসী উক্ত তারিখে কৃষ্ণবল্লভ বাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য পুরুলিয়াতে আসেন। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাহার পূর্বদিন অর্থাৎ ৪ঠা আগষ্ট রাত্রিতে পুরুলিয়াতে আসিয়া সেই রাত্রিতেই রাঁচী চলিয়া যান। সুতরাং আগত গ্রামবাসীগণ মন্ত্রী মহাশয়ের দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যান। তাহারা পুরুলিয়াতে ডেপুটি কমিশনারের সহিত দেখা করিয়া একটি দরখাস্ত দিয়াছিলেন। **ডেপুটি কমিশনার** সাহেব দরখাস্তটি পড়িয়া অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলেন যে—**দরখাস্তের বিবরণ আপনারা প্রমাণ করিতে পারিবেন? এরকম কি আপনারা লিখিতে পারেন?** গ্রামবাসীগণ বলেন যে—যাহা সত্য তাহাই এই দরখাস্তে লেখা হইয়াছে। **ডেপুটি কমিশনার** মহাশয় ইহাতেও খুব রাগিয়া তাহাদের বকাবকি করেন। (উক্ত দরখাস্তের নকল ভারতের প্রধান মন্ত্রী, বিহারের প্রধান মন্ত্রী, রাজস্ব সচিব ও রাঁচির কমিশনারকে পাঠান হইয়াছে)। এই ব্যাপারে গ্রামবাসীগণ অবাক হন। এইরূপ ব্যবহারের পর **ডেপুটি কমিশনার** বলেন যে—**আপনারা বাড়ী যান। ডি, এস, পি তদন্তে যাইতেছেন।**

পরদিন **ডি, এস, পি,** বলরামপুর থানায় আসিয়া উক্ত দরখাস্তে যাহাদের সহি ছিল তাহাদের বহু লোককে ডাকান। তাহারা প্রত্যেকেই এই সমস্ত কার্য্যকলাপ কম্যুনিষ্টদের বলিয়া দৃঢ়ভাবে বলেন। **ডি, এস, পি** বলেন যে—**ইহাদের কম্যুনিষ্ট বলিয়া আমার লেখা চলিবে না। কম্যুনিষ্ট বলিয়া প্রমাণ হইলে গবর্মেণ্টের অনেক খরচ। তাহাদের ভাতা দিতে হইবে, এবং তাহাদেরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাদের গুণ্ডা বলুন এবং ছোটখাট মোকদ্দমা করুন—যেমন ছাগল চুরী ইত্যাদি।** দরখাস্তকারীরা বলেন যে—তাহারা তো ছোট খাট এই সমস্ত কাজ করে না। আমরা ইহাদের লাল ঝাণ্ডা লইয়া দলবদ্ধভাবে "কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ধ্বংস হউক" "কম্যুনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে প্রায়ই দেখিতেছি, অথচ আপনি বলিতেছেন কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম করা চলিবে না। ইহা আশ্চর্য্য বটে। **ডি, এস, পি,** তখন বলেন যে—**দেখুন আমার কোন হাত নাই, আমি শীঘ্রই প্রমোশন পাইয়া এস, পি, (পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) হইয়া যাইব। আমি এখন এইসব বখেড়ায় কি করিয়া যাই?**

দরখাস্তকারীরা অতঃপর থানা হইতে চলিয়া আসে।

---

## বান্দোয়ানে খাদ্যশস্য বণ্টন

( ভজহরি মাহাত )

বান্দোয়ান, পটমদা এবং মানবাজার থানার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের দুরবস্থা অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ যে—বান্দোয়ান থানার বুভুক্ষু জনগণের সাহায্যার্থে গবর্মেণ্ট প্রতি মাসে কিছু কিছু গম ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। উক্ত গম বুভুক্ষু জনগণের মধ্যে বিলি না হইয়া কিভাবে কাহাদের মধ্যে বিলি হইতেছে তাহা জানিবার বিষয়।

বান্দোয়ান নিবাসী শ্রীবালমুকুন্দ অগ্রবাল উক্ত গম থানার ক্ষুধার্ত্ত জনগণের ভিতর বিলি করিবার ভার লইয়াছেন। বিলি নমুনা স্বরূপ জুন মাসের উল্লেখ করা হইল। জুন মাসের দরুণ ২৫৴০ মণ গম আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। উক্ত গম মধুপুর নিবাসী হিন্দী প্রচারক শ্রীনকুল মাহাত এবং বান্দোয়ান নিবাসী পুলিশের দক্ষিণহস্ত শ্রীমড়ীরাম মাহাত এই দুই জন ব্যক্তি, বান্দোয়ানের দারোগা, অফিসার, বড় বড় মাড়োয়ারী এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্লিপ দিয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। যাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ যাহারা ক্ষুধার জ্বালায় গো, মহিষ, ছাগল, ঘরবাড়ী জমি জমা বিক্রী করিতেছে তাহারা এক মুঠাও পাইল না। বরং উল্টা ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিল।

ইহার পরেও শুনা যাইতেছে যে বহু গম ও কিছু চাউল নাকি বান্দোয়ান থানায়—রিলিফ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা কি পরিমাণে চোরাবাজারে গিয়াছে, কি পরিমাণে নিজেদের মধ্যে বণ্টন হইয়াছে এবং কি পরিমাণে জনগণের মধ্যে বিলি হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

আমরা জুন মাসের বিলির বিবরণ দিলাম।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বান্দোয়ানের বাঙ্গালী | ১॥০৴ | ওয়েলফেয়ার | ৴৫ |
| বিনোদ ময়রা শর্ম্মা | ॥০৴ | মিডিল স্কুল | ।০ |
| সমস্ত মাড়োয়ারী | ১০॥০৴ | তহশীলদার | ।০ |
| থানা | ১৸০৴ | পিয়ন | ৴৫ |
| ডাক্তার | ।৫ | হিন্দী স্কুল | ।৫ |
| রাখাল | ২॥০৴ | মদভাটি | ৴৫ |
| হেল্‌থ অফিসার | ৴৫ | শ্যামজি কাচ্ছি | ।০ |
| বান্দোয়ানের মুসলমান | ।৫ | বালিয়া কাচ্ছি | ৴৮ |
| বনমালী ঠাকুর | ।২॥০ | রামজি সিং | ১৴০ |
| চিলাগ্রাম | ॥০৴ | অন্যান্য | ।০ |
| বারঘুটু গ্রাম | ।৫ | যশপুর মুসমাম | ।০ |
| ফরেষ্টার | ৴৫ | খুচরা | ৪।২॥০ |

বিলির বিবরণে সমস্তই স্পষ্টিকৃত হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বরাবাজার নিবাসী শ্রীরামজী সিং বান্দোয়ান হইতে গম পায় কি করিয়া? প্রকাশ যে উনি নাকি বরাবাজারের গমের কর্ত্তা। এইভাবেই ক্ষুধার্ত্ত জনগণের জন্য প্রেরিত খাদ্যশস্যের বণ্টন হইতেছে।

---

## স্থানীয় সংবাদ

**জিতানে নিবারণ স্মৃতি বার্ষিকী**—গত ১লা শ্রাবণ জিতান গ্রামে শ্রীভজহরি মাহাতর বাড়ীতে থানার কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়া ঘরোয়াভাবে স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। সুতাকাটা সঙ্গীত এবং ঋষির জীবনী আলোচনা করা হয়। ঋষির আদর্শে কর্ম্মীরা চলিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে। "ওহে ঋষি তুমি ত্যাগের প্রতীক" নামক গানটি সুন্দরভাবে লিখিয়া দেওয়ালে টানাইয়া

দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী ভাবিনী দেবী রামধুন ও স্বদেশী গান করে। পরে ঋষির আত্মার প্রতি সমবেতভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

**নিমডি লোকসেবায়তনে রবীন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী**—লোক সেবায়তনের কর্ম্মীরা অনাড়ম্বরভাবে বিশ্বকবির নবম মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী পালন করে। ভোরে বৈতালিকদল গ্রাম পরিভ্রমণ করে, দুপুরে রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও লেখা পাঠ করে, সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা ও কর্ম্মীরা মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করে।

**ছুটমুড়ায় রবীন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী**—গত ২২শে শ্রাবণ সোমবার ছুটমুড়া প্রধান ছাত্রাবাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীমান অরবিন্দ ওঝা কবির জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং একটি কবিতা পাঠ করেন। ইহার পরে ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ কবির রচিত কবিতাবলী আবৃত্তি করেন এবং কজেকজন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পরে ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র পাঠক মহাশয় ঋষির আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

**বলরামপুরে প্রকাশ্য রাহাজানী**—বলরামপুরের রামদাস সাও ডাভা হাট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। দস্যুরা তাহার নিকট হইতে নগদ ১১৬৲ টাকা ও ৴৫ সের লাহা কাড়িয়া লয়। রামদাস সাওকে পুরুলিয়া হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

**বজ্রাঘাতে মৃত্যু**—গত ২৯শে জুলাই বজ্রপাতের ফলে চাষ থানার ডাবরবহাল গ্রামের জনৈক স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে ও একজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঐ দিন অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বাঁধ পুকুর ভাঙ্গিয়া কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

**ফুলমী গ্রামে ১০৭ ধারা**—চাণ্ডিল থানার ফুলমী গ্রামের বহু লোকের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা দায়ের করা হইয়াছে। প্রকাশ যে কাজলগড়া নামক একটি বাঁধে গ্রীষ্মকালে বাঁধের মালিক দল কাটিয়া মাছ ধরিতে গেলে গ্রামবাসীরা এই বলিয়া আপত্তি করে যে, পানীয় জলের এই একটি মাত্র পুষ্করিণীর জল এখন মাছ ধরিবার জন্য নষ্ট করিতে পারিবেন না। অন্য সময় মাছ ধরিতে পারেন। এই ব্যাপারেই পুকুরের মালিক মামলা দায়ের করিয়াছে।

---

# চিঠি পত্র

**(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। অনেকে প্রকাশার্থ যে পত্র লেখেন তাহাতে নাম থাকে না। পুরা নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না। এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রেরিত পত্রাদি স্পষ্ট অক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লেখা দরকার। পত্র না পড়িতে পারিলে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পত্রাদি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনরূপ নেহাৎ ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা হয় না। এ বিষয়ে পত্র প্রেরকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন বলিয়া আশা করি। মুঃ সঃ)**

## পুলিশের গুণ্ডামী

মহাশয়,

পাড়া থানার অন্তর্গত রাণীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীভুড়া মাঝি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি ১২ই শ্রাবণ শুক্রবারে আনাড়ার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হাটে একটি ৴১ সেরের শোল মাছ বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতে ছিলাম। রাস্তায় পাড়া থানার জমাদার বাবু ও তিন জন কনেষ্টবলের সঙ্গে দেখা হয়। তাহারা বলিল—তুমি মাছটি কোথায় লইয়া যাও। আমি বলিলাম—গরীব লোক মাছটিকে বিক্রয় করিব। ১॥০ টাকা পয়সা পাইলে তোমাদিগকে দিব। কনেষ্টবল চোখ রাঙ্গাইয়া বলে—জাননা আমরা পুলিশের লোক, আমরা পয়সা দিব না, মাছটি দাও নতুবা জোর করিয়া লইব। আমি কিছুতেই মাছটি দিই না। বলিলাম পয়সা না



দিলে মাছ দিব না। তখন আমাকে কনেষ্টবল তিন জন মিলিয়া চড় চাপড় দেয়। ও ছড়িতে গুঁতাইয়া দেয়। আনাড়ার মদন মোহন দেঘরিয়া রাস্তায় যাইতে ছিল, সে দেখিতেছিল। জমাদার বাবুকে বলিল, আপনি সামনে থাকিয়া এইরূপ অন্যায় কাজ করিতেছেন কেন? মাছের লোভে রাস্তার মাঝে ডাকাতির কাজ করিতেছেন। আপনারা নিজেরাই ডাকাত ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। আপনি শান্তি রক্ষা করিবেন কি? শান্তির নামে ডাকাইত সাজিয়াছেন। তখন ইতস্ততঃ করিয়া সকলে থানার দিকে রওনা হইল। পলাশকুঁড়া গ্রামের জ্যোতিলাল মাঝি ও পোষ্ট মাষ্টারের পুত্র দিলেন্দুর মুখোপাধ্যায় হাটে যাইয়া দারোগাকে জানায়, দারোগা বলিল ইহার বিহিত করিব কিন্তু এখনও কোন বিহিত করে নাই। আমি গরীব লোক এইভাবে আমাকে নির্য্যাতন করিয়াছে। গরীবের টাকা পয়সা নাই যে কেশ করি। আমাদের স্বাধীন রাজত্বে মার খাওয়াই লাভ। পুলিশ স্বাধীনতা পাইয়াছে—নির্দ্দোষী জনসাধারণকে শাসন করিবার জন্য। টাকা ও খাবার জিনিষ অর্থাৎ খুকড়ি আণ্ডা ও মাছ দিলে দোষী নির্দ্দোষী হয়। নির্দ্দোষী লোক কোন সেলামী না দিলে চোর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হইবে। এই স্বাধীন দেশের পুলিশের রীতি ও আচার ব্যবহার। ইহাতে সকলে হতাশ হইয়া ভাবিতেছে যত সব চোররা পুলিশগিরি করিতেছে ও অফিসার সাজিয়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেছে। ইতি

শ্রীভুড়া মাঝি, সাং রাণীপুর।

---

## তুলিন ডাক বিভাগের অত্যাচার

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

প্রতিদিন ডাক বিভাগের অত্যাচারে আমরা যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছি, আশা না থাকিলেও, "যদি" কোন প্রতিকার হয়, এইজন্য আমার অভিযোগ আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বাধিত হইবে।

মানভূম জেলার মধ্যে তুলিন যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র তাহা সকলেই জানেন। এখানকার ডাক ঘরে টেলিগ্রামের ব্যবস্থা হওয়া যে খুবই উচিত ছিল তাহা প্রমানাতীত সত্য। তাহা দূরে যাক খাম পোষ্টকার্ড পর্য্যন্ত প্রয়োজন মত প্রায় কোনদিনই পাওয়া যায় না। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াও প্রতিকার হয় না। জনসাধারণ যখন এইসব অসুবিধায় ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন, ঠিক সেই সময় কর্ত্তৃপক্ষ এমন একজন পিয়নকে পাঠাইয়াছে, যিনি কারও ভাষা বুঝেন না। বহুকাল হইতে এই গ্রামের এক হরিজন দক্ষতার সহিত পিয়নের কাজ করিতেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ঐ পদের জন্য প্রার্থী হন। কিন্তু উপর হইতে অন্য একজনাকে এখানে পাঠানো হয়। তিনি বেশ ভাল ভাবেই কাজ করিতে ছিলেন, হঠাৎ বদলি করিয়া এমন একজনকে পাঠানো হইয়াছে যে জন্য ডাকঘরের কাজ অচল হইয়া আসিয়াছে, জনসাধারণও চিঠি পায় না। তিনি বাংলা, ইংরাজী কিছুই জানেন না। মৃত পিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্রই ডাক ঘরের সকল কাজ চিঠি বিলি প্রভৃতি এখনও করিতেছেন তাই রক্ষা। কাজ না জানা, ভাষা না বুঝা একজনকে পিয়ন করিয়া পাঠানো হইল কেন?

শ্রীভোলানাথ হালদার

---

## মানবাজার অঞ্চলে চিনির হাহাকার

গতবারে কণ্ট্রোলের সময় মানবাজার থানার অন্তর্গত জাওড়া কুলটাঁড় সেণ্টারে সরকারের তরফ হইতে চিনি বিতরণের জন্য ডিলার নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এবারে পুনরায় চিনি কণ্ট্রোল হওয়ার পর কোন ডিলার নিযুক্ত হয় নাই বা উক্ত স্থানে আজ পর্য্যন্ত চিনি বিতরণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

কাজেই আজ দীর্ঘদিন যাবৎ মানবাজার অধিবাসীগণ অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। জাওলা কুলটাঁড়ের অধিবাসীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অধিকারীবর্গ শীঘ্র মধ্যে চিনি বিতরনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন ইহাই আমরা আশা করি।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত
জাওড়া কুলটাঁড়—পোঃ মানবাজার।
তাং ২৪শা শ্রাবণ

---

### জঙ্গল ও জঙ্গলের মালিকের দুর্ভোগ

মহাশয়,

আমরা কাশিপুর, থানার অন্তর্গত খড়িকাগড়া মৌজার জমিদার, আমরা বহু কষ্টে চেষ্টা যত্ন করিয়া জঙ্গল রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম। ফলে জঙ্গলটির খুবই শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে জঙ্গল সরকার গ্রহণ করে। গত ডিসেম্বর মাসে আমীন আসিয়া মাপ করে এবং কূপ খোলা হয়। আমরা ডি, এফ, ওর নিকট দরখাস্ত দিয়া জানাই যে—আমাদের জঙ্গল, আমাদেরই এজেন্ট করা হোক। ডি, এফ, ও, বলেন যে—আগামী আশ্বিন মাসে কূপ নীলাম হইবে—যাহার ডাক বেশী হইবে সেই এজেন্ট হইবে।

ইহার পরে নিজেদের জালানী কাঠের জন্য ১০০ গাড়ীর জন্য দরখাস্ত করি। আমাদের বলা হয়—তোমরা যে জমিদার ও জঙ্গলের মালিক তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক আমরা কাগজ পত্র দেখাইয়া প্রমাণ করিলে ৪৬ গাড়ী কাঠের পারমিট লিখিয়া দিয়া বলেন যে—কাশীপুর ফরেষ্টার অফিসে যাইয়া পারমিট দেখাইলে কাঠ পাইবে। আমরা সেই অনুযায়ী করিলে ফরেষ্টার বাবু বলিলেন যে—এখন গার্ড নাই, গার্ড আসিলে কাঠ পাইবে। প্রায় ১ মাস পরে গার্ড আসিল এবং বলিল যে—৪।৫ দিনের মধ্যে পারমিট অনুযায়ী কাঠ কাটিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জঙ্গল হইতে ৫।৬ মাইল দূরে আমাদের গ্রাম সুতরাং অত অল্প সময়ে কাঠ কাটিয়া গ্রামে আনিয়া পৌছান সম্ভব নয়। সুতরাং কাঠ কাটিয়া খড়িকাগড়াতে আমাদের কাছারিতে রাখাই ঠিক হইল। তিন দিন কাষ্ঠ কাটিয়া মোট যখন প্রায় ২০ গাড়ি হইয়াছে তখন ফরেষ্টার বাবু গার্ডকে কাশিপুরে ডাকাইয়া লন এবং গার্ড আসিয়া বলে যে, এখন আর কাঠ পাইবে না—আশ্বিন মাসে কূপ খোলা হইলে কাঠ পাইবে। আমরা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইলাম।

ইতিমধ্যে এজেন্ট সতীশ চন্দ্র রাউত দুইটি গ্রামের নামে ৭৫ গাড়ী কাঠের পারমিট আনিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই কাঠ কাটিতে আরম্ভ করে। সেই অবস্থায় খড়িকা-গড়া মৌজার প্রায় ২০০ শত একর জঙ্গল শেষ হইয়াছে এবং আমরা নিজে যাইয়া দেখিয়াছি যে আলাঝাড়া, আলুড়ি, জামকুড়ি, লাড়া, হদলদা, উপড়রা, কুলতোড়া, সোনাপল, বনকাটি, নুতন গ্রাম প্রভৃতি গ্রামবাসীর নিকট হইতে প্রত্যেক গাড়ীর মূল্য বাবত ৫৲।৬৲।৭৲ টাকা লওয়া হইয়াছে। উক্ত দুইশত একর জঙ্গল বিক্রয়ের সমস্ত টাকা কে আত্মসাৎ করিল তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। আমরা ডি, এফ, ও, সাহেবকে এই সমস্ত বিবরণ দরখাস্ত দিয়া জানাই এবং রেঞ্জার বাবু যাইবেন বলিয়া তিনি বলিলেন। কিন্তু এখনও কেহই আসে নাই।

এইরূপ জঙ্গল বিক্রয় হওয়াতে জঙ্গলের মালিকদের প্রায় ৩০০০৲, ৩৫০০৲ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। দেশের জঙ্গল তো শেষই হইতে চলিয়াছে। এজেন্টরা জঙ্গলের টাকা নির্বিচারে আত্মসাৎ করিতেছে। গ্রামের জনসাধারণ কাঠ পাইতেছে না—বা উচ্চমূল্যে কাঠ খরিদ করিতে বাধ্য হইতেছে,—মালিকরাও তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং জঙ্গলও শেষ হইয়া যাইতেছে। ইহাই হইয়াছে জঙ্গল ফরেষ্টারভুক্ত হওয়ার ফল। দেশের লোক মরিতেছে আর উপরি লোক লুটিতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত মণ্ডল
সাং বাপড়ি, পোঃ গৌরাঙ্গডি,
থানা কাশিপুর।

---

## ফিরে এসো

বাবা শিবু, তুমি ফিরে এসো। তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। তুমি শীঘ্র না এলে আমিও বাঁচিবনা।

রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
বলরামপুর।



# তেলকল পাড়ার ঘটনা

### মহুলঘুটায় বিঘ্নজনক পরিস্থিতিঃ ক্রমান্বিত উপদ্রবের সংবাদঃ দুর্বৃত্তদের সহায়তায় পুলিসের যোগাযোগের অভিযোগঃ অবিলম্বে যথার্থ তদন্ত ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজনঃ

( নিজস্ব সংবাদ দাতা )

তেলকল পাড়ার অন্তর্গত মহুলঘুটা বস্তিটি বর্ত্তমানে বাসিন্দাদের বসবাসের পক্ষে বিপজ্জনক স্থান হইয়া উঠিয়াছে। মদ্যপায়ী কতকগুলি দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক তথায় বসবাস করার ফলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বে-আইনী মদ্য বিক্রয় অবাধ মদ্যপান ও মাতলামীর উপদ্রব, ব্যাভিচার ও নিরীহ বাসিন্দাদের শান্তিহানি, মারপিট এবং প্রাণহানীর আতঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন উপদ্রব প্রায়ই সৃষ্টি হইতেছে। ইতিমধ্যেই কতকগুলি মারপিট ও তৎসংক্রান্ত মামলা প্রতি-মামলা দায়ের করা হইয়াছে ও চলিতেছে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্রীপ্রহ্লাদ দাস মুচির কন্যা পুষ্পাকে অপহরণ করার অভিযোগে মহুলঘুটার নরসিং মাদ্রাজী ও দুইজন ছত্রিশ গড়িয়ার নামে থানায় অভিযোগ করা হয়। ঐ সংক্রান্ত ব্যাপারে মহুলঘুটায় ২৫।৭।৫০এ ষোল আনার বৈঠক ডাকা হইলে বৈঠকের স্থলে শ্রীউদ্ধব দাস মুচির সহিত নরসিং মাদ্রাজী, ইউসুফ, খোকনা বাউরী প্রভৃতি জন-কয়েকের মারামারি সংক্রান্ত এক অভিযোগের মামলা ও প্রতি-মামলা দায়ের করা হইয়াছে। এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে কতিপয় লোকের দ্বারা জনকয়েকের উপর নানাবিধ ভীতি প্রদর্শনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও ২।৩টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ৩.৮.৫০এ ঐ টোলার ডাঃ আব্দুল রহমান এক মোকদ্দমা আনয়ন করিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, শ্রীউদ্ধবকে ঐ ব্যাপার সাহায্যে করায় নরসিং, ইস্রাইল, খোকা বাউরী প্রভৃতি কতিপয় লোক একরাত্রে তাহাকে রাস্তায় চড়াও করিয়া মারিবার চেষ্টা করে ও সাইকেল জখম করে। নরসিং প্রভৃতিও থানায় গিয়া ইহার প্রতি-মামলা দায়ের করিয়া আসেন। ৫।৮ তারিখে সদর থানা পুলিস কর্ত্তৃক তদন্তও অনুষ্ঠিত হয়। সামান্য মহুলঘুটা টোলায় এইভাবে গোলযোগের পরিস্থিতি চলিতে থাকিয়া বিগত ১২.৮.৫০ তারিখে পুনরায় একটি নূতন ঘটনার উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে। এবং এই ঘটনাটির সহিত পুলিস জড়িত থাকিয়া ঘটনাটিকে জটিল ও লোকের পক্ষে ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনাটি এই :—

বিগত ১০।৮।৫০ তারিখে শ্রীমাগা বাউরী জেলা হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট মহুলঘুটার নরসিং মাদ্রাজীর বিরুদ্ধে এক দরখাস্তে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করে। অভিযোগে জানান হয় যে—নরসিং মাদ্রাজী মাগার বাসায় মাগার স্ত্রীর সহিত অবৈধ সংযোগ করিয়া নরসিং এর দুর্বৃত্তকারী দলবলের সহায়তায় জবর-দস্তি করিয়া মাগাকে নিজঘর হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং তাহার স্ত্রীর সহিত যুক্ত হইয়া তাহার গৃহটিকে দুর্বৃত্ত মদ্যপদিগের একটি আড্ডাখানা করিয়াছে—তজ্জন্য সে অফিসারের নিকট বিচার ও সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে।

এই অভিযোগপত্র পাইয়া হরিজন ওয়েলফেয়ার আফিসার বিগত ১২৮ এ মহুলঘুটায় তদন্তে যান। হরিজনদের কার্য্যে উদ্যোগী বলিয়া ও মহুলঘুটার নিবাসী বলিয়া শ্রীউদ্ধবদাসকে তিনি ঐ তদন্তে সঙ্গে যাইতে বলেন এবং উদ্ধব ও শ্রীদাম বাউরী সঙ্গে যায়। এই ঘটনার পর যাহা ঘটে তাহা উদ্ধবদাস ওয়েলফেয়ারের নিকট নিম্ন-লিখিত রূপ এক গুরুতর অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহা এই :—

হরিজন ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে তদন্তে যাওয়ায়—নরসিং প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তদন্ত করা বিষয়ে উদ্ধবকে উদ্যোগী মনে করিয়া তাহারা সেই দিনই অর্থাৎ ১২।৮এ রাত্রি ১০৷৷০ টার সময় উদ্ধবের বাড়ী চড়াও করে। এই কাজে নরসিং মাদ্রাজীর সহিত ইসরাইল, ইউসুফ, রফিক, খোকনা বাউরী প্রভৃতি ও

মাদ্রাজীদের মধ্যে রামলু, নগিয়া প্রভৃতি ছিল। উদ্ধব তখন বাড়ীতে ছিল না। পাড়ায় জাতমঙ্গলে ছিল। আক্রমণকারীর উদ্ধবকে ডাকিতে উদ্ধবের স্ত্রী দরজা খুলিয়া দেয়। দরজা খুলিয়া দিতেই আক্রমণকারীরা লাঠি ও অস্ত্র সহ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং গালাগালি দিতে থাকে ও উদ্ধবের খোঁজ করিতে থাকে। উদ্ধবকে না পাইয়া বাহিরে ঘেরাও করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পাড়ার হেলুদাস উদ্ধবকে গিয়া এই খবর দিলে উদ্ধব পিছনের দিক দিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এবং তাহার ভাইকে খিড়কি দিয়া বাহির করিয়া থানায় পাঠাইয়া দেয়।

উদ্ধবের ভাই নামোপাড়া থানার নিকট পৌঁছাইলে ঐ স্থানে পাড়ার ডাক্তার রহমনের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাহাকে বৃত্তান্ত জানায়। তখন উভয়ে নামোপাড়া ফাঁড়িতে সাহায্যের জন্য আবেদন করে। ফাঁড়ি হইতে একজন হাবিলদার ও তিনজন কনেষ্টবল সাইকেলে মহলঘুটা রওনা হয় এবং ডাঃ রহমান ও উদ্ধবের ভাই পদব্রজে পিছনে আসিতে থাকে।

ইতিমধ্যে উদ্ধবের বাড়ী আক্রমণকারীরা উদ্ধবের বাড়ী হইতে চলিয়া যায়।

কনেষ্টবল সহ হাবিলদার মহলঘুটা আসিয়া প্রথমেই উদ্ধবের বাড়ী না গিয়া—ইসরাইলের বাড়ীতে আসিয়া জটলা ও পরামর্শ করে। তাহার পর উদ্ধবের বাড়ী যায়। উদ্ধব দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল। উদ্ধবের সঙ্গে দেখা হইতেই একজন কনেষ্টবল উদ্ধবের বুকে জোরে গুঁতা দিয়া বলে—কি সব বদমাইসী করিতেছিস—চল থানায় চল। উদ্ধব নিজের পক্ষে বলিতে চেষ্টা করিলে পুলিসেরা ধমকাইয়া বলে—তোকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং উদ্ধবের স্ত্রীকে টানাটানি করিয়া ধাক্কা দিয়া থানায় যাইতে বলে। বাড়ীতে উদ্ধবের শ্বাশুড়ী ও উদ্ধবের ভগ্নি ছিল উহাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। এবং এই চারিজনকে থানায় লইয়া রওনা হয়। উদ্ধবের ২০ দিনের শিশু গুরুতর অসুখে ভুগিতেছে—ডাক্তার পেনিসিলিন দিতেছেন। এই রকম অবস্থার জন্য আপত্তি জানাইলেও কিছু হয় না। শিশুটিকে লইয়া সকলকে যাইতে হয়। ইহাদের লইয়া ইসরাইলের ঘরের সামনে পুলিশেরা আবার আক্রমণকারীদের সহিত জটলা করে। এমন সময়ে ডাঃ রহমান ও উদ্ধবের ভাই গুণা আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা আসিতেই ইসরাইল ডাঃ রহমানকে গালি দিতে থাকে। পুলিসের সম্মুখে এইরূপ গালাগালি করা কেন হইতেছে বলিয়া ডাঃ রহমান আপত্তি করায় ইসরাইল তৎক্ষণাৎ টর্চ্চ দিয়া ডাঃ রহমনের মাথায় আঘাত করেন। ডাঃ রহমান পড়িয়া যান ও মাথা দিয়া রক্ত পড়ে। পুলিস নীরব থাকেন। তখন স্থির হয় ডাঃ রহমনকেও গ্রেপ্তার করা হইবে। এবং গ্রেপ্তার করিয়া উদ্ধবের পরিবারের চারিজন ও ডাঃ রহমানকে থানার দিকে লইয়া যাওয়া হয়। বুচাবাঁধের পাড়ে আসিয়া পুলিস সকলকে ছাড়িয়া দিয়া বলে—তোমরা যাও আপোষে মিটাইয়া লও। উহারা ঘরে ফিরিয়া যায়। উদ্ধব সেই রাত্রেই ১২॥ টার সময় তাহার বাড়ীর সকলকে লইয়া হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বিবরণ জানায়। তিনি পরদিন আসিতে বলেন। পরদিন ডাঃ রহমন সহ উদ্ধব ওয়েলফেয়ার অফিসারকে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানায়। নামোপাড়া পুলিসের এই আচরণ দেখিয়া উদ্ধব ও ডাঃ রহমান সদর থানায় যাইতে ইতস্ততঃ করে। হাবিলদার, কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে সদর থানায় অভিযোগের কোনো ফল হইবে না বলিয়া তাহাদের ধারণা হয়। কিন্তু অপরের পরামর্শক্রমে ১৩.৮এ সন্ধ্যার সময় উহারা সদর থানায় অভিযোগ জানাইতে যায়। কিন্তু সেই সময় থানাতে কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। কেবল একজন কনেষ্টবল ছিল। সে বলে আমি এসব কিছুই জানিনা, বড়বাবুকে আসিতে দাও। পরদিন ১৪.৮এ উদ্ধব সকালে ৯॥০ টার সময় সদর থানায় যায়। দারোগা প্রভৃতি বলে যে—পরশু রাত্রেই (১২ ৮এ) নামোপাড়ার হাবিলদার রিপোর্ট দিয়াছে। তোমাদের আর কোন ডাইরী লওয়া হইবে না। তাহার আর কোন কথা না শুনিয়াই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলে।

পর পর এই সকল ঘটনায় মহল্লার জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া আছে। সঙ্ঘবদ্ধ দুর্বৃত্তদের উপদ্রবে নিরীহ মহল্লাবাসী একেই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে—দুর্বৃত্তদের বিরাগ ভাজন না হইবার ভয়ে প্রতিকারে অগ্রসর হইতে দ্বিধা করে এবং প্রতিকার ব্যবস্থায় সরকারী ব্যবস্থার অনুপযোগিতাও এই দ্বিধার অধিকতর কারণ। তাহার উপর যদি পুলিশ দুর্বৃত্তদের সহায়তার অংশ গ্রহণ করিতে থাকে তবে অন্যায়ের প্রতীকারও হয় না দুর্বৃত্তদের উপদ্রব আরো বাড়িয়া যায়।

উপরিউক্ত ভাবে যে উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহার সত্যতা যথার্থভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া সত্বর বিহিত ব্যবস্থা না করিলে তেলকল পাড়ার নিরাপত্তা অধিকতর বিপন্ন হইবে বলিয়া তেলকল পাড়া বাসিন্দারা আশঙ্কা করিতেছেন। এবং এই সূত্রে, পাড়ায় অবস্থিত অনাচারের যে কেন্দ্রগুলি আছে তাহার সন্ধান করিয়া পাড়ায় শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে তথা পাড়াবাসীকে সচেতন করা বিষয়ে তেলকল পাড়ার অধিবাসীরা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।

---



# কোরীয়-যুদ্ধের পরিস্থিতি

প্রায় পঞ্চাশ দিন ধরিয়া এক তরফা লড়াই চলিবার পর গত সপ্তাহের শেষভাগে আমেরিকা ব্যাপক প্রতি-আক্রমণের প্রচেষ্টা সুরু করে। পুসান বন্দর অধিকারের উদ্দেশ্যে উত্তর কোরীয় বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি চিন্‌জু অধিকার এবং একমাত্র প্রাকৃতিক বাধা নাকটং নদী অতিক্রম করিয়া মাসান অভিমুখে ধাবমান হয়। কিন্তু আমেরিকানরা স্বীয় সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠন করিয়া এই অঞ্চলে প্রবল প্রতি-আক্রমণ সুরু করে। আমেরিকান সৈন্যের চাপে উত্তর কোরীয় বাহিনী পিছু হঠিতে আরম্ভ করে এবং মার্কিন বাহিনী কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া চিন্‌জু ঘাঁটির তিন মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের সুদৃঢ় রক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়া মার্কিন সৈন্যরা অগ্রসর হইতে বিশেষ বেগ পাইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের যুদ্ধে বর্ত্তমানে মার্কিন প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইতেছে।

কোরিয়ার হিংস্রতম লড়াই দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক রাজধানী টেগুকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে। প্রায় চার ডিভিশন কম্যুনিষ্ট সৈন্য টেগু হইতে দশ মাইল দূরে ঘাঁটি করিয়াছে এবং উত্তর কোরিয়ার দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্ক বাহিনী টেগুর রক্ষা ব্যবস্থার উপর অহরহ হানা দিতেছে। কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টায় আমেরিকান বিমান বহর ও গোলন্দাজ সৈন্য দিবারাত্র বোমা এবং গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছে। প্রতি মুহুর্ত্তে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িতেছে এবং সহরের কেন্দ্র হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার ট্যাঙ্ক বাহিনী পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যে-কোনও সময়ে টেগুর পতন হইতে পারে।

উত্তর কোরীয় বাহিনী পূর্ব্ব উপকূলের পোহান বন্দর অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চলে তাহাদের অগ্রগতি অপ্রতিহত রহিয়াছে।

**আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**—কোরীয় যুদ্ধের প্রশ্ন লইয়া স্বস্তি-পরিষদে রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। কোরীয়ার বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে রুশ প্রতিনিধি প্রথমে প্রস্তাব করেন যে, শান্তিজনক মীমাংসা-সাপেক্ষে কোরিয়ার উভয় পক্ষ যুদ্ধ স্থগিত রাখুক এবং কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লউক। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। পরে আবার রুশ প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার উভয় প্রতিনিধিকে স্বস্তি পরিষদে আহ্বান করিয়া বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হউক। মার্কিন প্রতিনিধি ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলেন যে, উত্তর কোরিয়া আক্রমণকারী বিধায় তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবার কোনও অধিকার নাই। এ বিরোধের কোনও সমাধান এখনও হয় নাই। এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি মারফৎ আমেরিকা রাশিয়াকে চরম পত্র দিয়াছে যে, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া তাহার "বিরোধিতা-মূলক নীতি" পরিবর্ত্তন না করে, তবে স্বস্তি পরিষদের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। প্রকাশ, রুশ এবং যুগোশ্লাভ প্রতিনিধিদ্বয়কে বাদ দিয়া অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া বৃটিশ প্রতিনিধির আবাসে এক জরুরী বৈঠক হইয়াছে। ঐ বৈঠকে রুশ প্রতিনিধির স্বস্তি পরিষদের সভাপতিত্ব নাকচ করিবার জন্য নিয়ম কানুনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং ইহাও নাকি আলোচিত হয় যে ঐ ব্যবস্থা অকার্য্যকরী হইলে যে কোনও অজুহাতে যতদিন পর্য্যন্ত রুশ প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি থাকিবেন অর্থাৎ এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত, পরিষদের আর কোনও বৈঠক আহ্বান না করা। ইহাও প্রকাশ যে, রুশ প্রতিনিধি মিঃ জেকব মালিক এই বিরোধের সমাধানের জন্য অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত বেসরকারী ভাবে আলোচনা চালাইতে রাজী হইয়াছেন।

স্বস্তি পরিষদে রুশ প্রতিনিধি অভিযোগ করেন যে মার্কিন বিমান বহর নির্ব্বিচারে উত্তর কোরিয়ার হাসপাতাল ও বেসামরিক অঞ্চলগুলির উপর বোমাবর্ষন করিয়া সাধারণ নাগরিকদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছে। আমেরিকাকে সতর্ক করিয়া দিয়া রুশ প্রতিনিধি বলেন যে এ সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা না করিলে

আমেরিকা এবং তাহার সমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহ এর পরিণামের জন্য দায়ী হইবেন।

**কোরীয় যুদ্ধের জের**—কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে সমগ্র এশিয়াখণ্ডে একরূপ "সাজ, সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে। জাতীয় চীনের শেষ আশাসস্থল ফরমোসা দ্বীপকে রক্ষা করা সম্পর্কে আমেরিকা গৌণভাবে নিজ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিন সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক আর্থার ফরমোসায় গিয়া মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। মনে হয়, ইহার পর আমেরিকা জাতীয় চীন সম্পর্কে তাহার নীতি পরিবর্ত্তনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবে এবং ফরমোসা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

আবার তিব্বত অভিমুখে কয়েক সহস্র কম্যুনিষ্ট বাহিনীর যাত্রার কথা শোনা যাইতেছে। কম্যুনিষ্ট চীন ইতিপূর্ব্বে তিব্বত এবং ফরমোসাকে "প্রতিক্রিয়া পন্থীদের" কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চীনে ফিরাইয়া আনিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ইহাও প্রকাশ যে, এশিয়া খণ্ডে সোভিয়েট রুশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ভ্লাডিভস্টককে বিপুল নৌবহরের সমাবেশ হইতেছে।

---


## দি পুরুলিয়া নার্সারী ভাটবাঁধ

**পুরুলিয়া. মানভূম।**

প্রোঃ অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স (রেজিষ্টার্ড)

উৎকৃষ্ট সব্জী বীজ ও কলম গাছের মূল্য তালিকা।

যথাক্রমে

বাঁধাকপি—জলদী, মাধ্যমিক ও নাবী তোঃ ১৲, ১০ ও ১

ফুলকপি—জলদী, মাধ্যমিক, নাবী ও রাক্ষুসে তোঃ ৮০, ১৲, ১।০, ৫৲

মূলা—১ ফুট, ১॥০ ফুট ও ২ ফুটে তোঃ ৵০, ৶০, ।০ সের ৫৲, ৭৲ ও ১০৲

যে কোন বীজ ২ তোলার দামে ২॥০ তোলা পাইবেন।

## পুরুলিয়া সহরে

### ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

# "শ্রীদুর্গা মার্কা"

**ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত "আগ মার্ক"**

[ "আর্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]

আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।

নিবেদক:
**শ্রীরাম কৃষ্ণ মিলস্ লিঃ**
**ধানবাদ।**

প্রাপ্তিস্থান:
(১) জয়নারায়ণদাস হরিদাস
(২) রামজীদাস ভীমরাজ

ডিপো:
নামোপাড়া—পুরুলিয়া।


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

শ বর্ষ
শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা ভাদ্র ১৩৫৭, ২১শে আগষ্ট ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## মুক্তি প্রেস

সর্বপ্রকার ছাপাইবার
কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
প্রতিষ্ঠান।

আপনার প্রয়োজনীয় ছাপাইবার কাজ
সুন্দররূপে মুক্তি প্রেসই
করিয়া দিবে।

## Bengal Nagpur Railway.

### NOTICE.

Is hereby given that one wagon lime, contents of NW 27753 received on 3. 8. 49, transhipped into NG wagon No. 86 BN and lying unconnected at Purulia, will be sold by public auction to the highest bidder at Purulia Goods Shed at 9 hrs. on 24. 8. 50 as per provisions of the Railway Act IX of 1890.

Terms—Cash payment,

By order,

Dt. 1-8-50 Comml. Traffic Manager,
B. N. Rly, Calcutta.

## Bengal Nagpur Railway

### SALE NOTICE

One wagon lime (contents of 27753 NW) lying on hand at Purulia since 3. 8. 49 will be sold on cash payment by Public auction at Purulia on 11.9.50, at 11 hours under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890.

Comml. Traffic Manager.

## দি পুরুলিয়া নার্সারী, ভাটবাঁধ

### পুরুলিয়া মানভুম।

প্রোঃ অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স (রেজিষ্টার্ড) উৎকৃষ্ট সব্জী বীজ ও কলম গাছের মূল্য তালিকা। যথাক্রমে বাঁধাকপি—জলদী, মাধ্যমিক ও নাবী তোঃ ১৲, ১।০ ও ১৲ ফুলকপি—জলদী, মাধ্যমিক, নাবী ও রাক্ষুসে তোঃ ৸০, ১৲, ১।০, ৫৲। মূল্য—১ ফুট, ১॥০ ফুট ও ২ ফুট তোঃ ৵০, ৶০, ।০ সের ৫৲, ৭৲ ও ১০৲। যে কোন বীজ ২ তোলার দামে ২॥০ তোলা পাইবেন।

# WANTED

(1) Three Medical Officers holding registrable qualifications under the Bihar and Orissa Medical Act, with experience of Anti-malaria work on a pay of Rs. 150/- (including compensatory allowance in lieu of private practice), plus fixed T. A. of Rs. 30/, with usual D. A, per month each.

(2) Three qualified Health Inspectors to work as Malaria Supervisors, on a pay of Rs. 50/-, plus fixed T. A. of Rs. 7/8/-, with usual D.A., per month each.

The posts are temporary for six months or until further orders. Preference will be given to those who are natives of or domiciled in the Province. Applications will be received by the undersigned upto 26th August '50.

Chairman, District Board, Manbhum,
P. O. Purulia.

## চাকুরীর সুযোগ

### ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্তি চলিতেছে।

১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল





# 'মুক্তি'

সন ১৩৫৭ সাল, ৪ঠা ভাদ্র সোমবার


## অন্ন সঙ্কট

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি এক অতি উৎকট অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ইহার রূপ অতি শোচনীয়। বহু লোক অনাহারে মরিতেছে, খাইতে না পাইয়া অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া নানাস্থানে নানাভাবে দেখা দিতেছে। বিহারে বেগুসরাইতে রাজস্ব মন্ত্রীর যাইবার কথা শুনিয়া দলবদ্ধভাবে লোক—"রুটী দাও নয় গুলি দাও" ধ্বনি করিয়া তাহার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছিল। রাজস্ব মন্ত্রীর সফর বাতিল হওয়াতে তাহারা ফিরিয়া যায়। মজঃফরপুরে দলবদ্ধ হইয়া লোক সরকারী শস্য গুদাম আক্রমণ করিতেছে। বাংলাতে বহু স্থানে খাদ্য দাবী করিয়া লোক মিছিল বাহির করিতেছে, মাদ্রাজের অবস্থাও তদনুরূপ।

খাদ্যের এই অপ্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে এক এক সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এক এক কথা বলিতেছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী বলিতেছেন—খাদ্য মজুত তবে যানবাহনের অসুবিধায় খাদ্যশস্য যথাস্থানে পৌছিতে পারিতেছেনা। বিহারের সম্বন্ধে তিনি বলেন এখানেও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুত রহিয়াছে। বিহারের খাদ্যমন্ত্রী কিন্তু বলেন যে—খাদ্যশস্যই নাই তো দেওয়া যায় কোথা হইতে। অথচ এদিকে ভারতীয় পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির যে হিসাব দেন তাহাতে দেখা যায় যে—শস্য উৎপাদন বছরের পর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে; বিদেশে হইতে খাদ্য আমদানী করা হইতেছে; কলের লাঙ্গল আনাইয়া চাষ করা হইতেছে—"অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" এর জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ হইতেছে। অথচ লোক খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং অনাহারে মরিতেছে।

অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করিলে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা, অযোগ্যতা বা অক্ষমতা স্বীকার করিতে হয়। কাজেই তাহা স্বীকার করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তো লোককে অনাহারে মৃত্যু হইতে বা খাদ্যাভাবজনিত দুরবস্থা হইতে রক্ষা করা যাইবেনা।

দেশের শাসন ব্যবস্থা যেভাবে চালান হইতেছে তাহাতে এই পরিণতিই হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। গবর্মেণ্ট বা নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে বলিতেছেন। আমাদের দেশের লোক কংগ্রেস বা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হয় নাই—কিন্তু তাহাদের সহযোগিতা লইবে কে? কংগ্রেস বা কংগ্রেস গবর্মেণ্ট স্বরাজ প্রাপ্তির পর হইতেই জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া যাহারা বরাবর জনসাধারণের সর্বনাশই করিয়া গিয়াছে এবং ইহাই যাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষ্য, তাহাদের সহযোগিতাই বাছিয়া লইয়াছে বা একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। ফলে যেখানে জনসাধারণ সহযোগিতা করিতে গিয়াছে সেখানে তাহারা উল্টা মার খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে বা আসিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিয়ত ইহা দেখিতে পাইতেছেন। গবর্মেণ্টের সহযোগিতার অর্থ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই যে—আমরা ন্যায় অন্যায় যাহাই করিনা কেন দেশের লোক সমস্বরে তাহাকে শুধু সমর্থনই করিয়া যাইবে এবং আমরা যাহা বলিব বা করিব তাহা নির্বিচারে কেবল মানিয়া লইয়া চুপ করিয়া থাকিবে। দেশের লোক ইহাও করিত যদি ব্যবস্থাটা সুপরিচালিত ও জনস্বার্থের অনুকূল হইত। আজ গত তিন বৎসর ধরিয়া বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যেও তাহারা ইহাই করিতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে মরিয়াও তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেছে না। অনাহারে মরিলেও তাহাদের বলিতে হইতেছে—আমরা অনাহারে মরিতেছি না—অসুখে মরিতেছি। দেশের লোক আর কতদিন পর্য্যন্ত শূন্য জঠর লইয়া কেবল 'তথাস্ত' বলিয়া যাইবে?

এই মানভূম জিলার অবস্থাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া কেবল

খাদ্য পরিস্থিতির কথাই বলা হইতেছে। এখানে সর্বত্রই খাদ্যের অভাব—বিশেষ করিয়া কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলিলেই সত্য কথা বলা হয়। অর্থাৎ সেখানে পয়সা দিয়াও লোকে ধান চাউল বা কোন খাদ্য-শস্য পাইতেছে না। আজ কয়েক মাস হইতেই ইহার প্রথম লক্ষণ দেখিয়াই গ্রামের লোকে গবর্মেণ্টকে জানাইতে আরম্ভ করে। দেশের কর্মীরা, আইন সভার সদস্যেরা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে নানাভাবে বুঝাইবার, বলিবার এবং অবস্থা সম্বন্ধে প্রণিধান করাইবার চেষ্টা করিলেন। এ বিষয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে কি করিলে সুরাহা হইতে পারে তাহারও কার্য্যকরী পন্থা—জনসাধারণের সহযোগীতা প্রভৃতি যাহা কিছু করিবার সকলই তাহাদের গোচরে আনা হইল। কিন্তু তাহারা জিলার এই অবস্থাটাকেই অস্বীকার করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার লক্ষ্য করিবারই প্রয়োজন মনে করিলেন না। বরং এখান হইতে আরও কঠোরভাবে একচেটিয়া ধান চাউল সংগ্রহ করিয়া বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা আরও ভাল করিয়া করিলেন।

তারপরে লোকে বলিল--চাষ আসিয়াছে, সুবৃষ্টি হইতেছে—আমাদের ঋণস্বরূপ বীজধানের ব্যবস্থা করিলে আমরা চাষটাও অন্তত ভাল করিয়া করিতে পারি। কিন্তু সে কথা কে শোনে! আজ বান্দোয়ান পটমদা, প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরিলে দেখা যাইবে যে শত শত বিঘা আবাদ-যোগ্য জমি পতিত হইয়া পড়িয়া আছে। বীজ ধানের অভাবে চাষ হয় নাই।

এখন অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা চরম অবস্থাকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। চাষ থানায় চাউল পাওয়া যাইতেছেনা—বান্দোয়ান ও পটমদায় তো এ অবস্থা কায়েম হইয়া আরও উৎকট হইয়া চলিয়াছে তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।

এক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যেটা আশু প্রয়োজন তাহা হইতেছে—বাহির হইতে খাদ্যশস্য আনিয়া এইসব অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে লোককে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু গবর্মেণ্ট বরং চারিদিক হইতে গুটাইয়া যেখানে যাহা আছে লইয়া যাইবারই ব্যবস্থা করিতেছে—সরবরাহ করা তো দূরের কথা।

গবর্মেণ্ট নিজেও কিছু করিবে না বরং ক্ষুধার্ত্তের অন্ন কাড়িয়াই লইয়া যাইবে—এবং অন্য কেহ যদি জনসাধারণকে সাহায্য করিতে যায় তাহাও তাহাদের করিতে দিবে না। জিলার এই অবস্থা দেখিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী একথাও বলিতেছেন যে—গবর্মেণ্ট আমাদের অনুমতি দিলে আমরা যেখানে চাউল আছে সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে যেমন চাষ, বান্দোয়ান, পটমদা প্রভৃতি স্থানে টাকায় ২ সের পৌণে ২ সের হিসাবে চাউল সরবরাহ ও বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। অনেক সহৃদয় ব্যক্তিও ইহা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট ইহাদের অনুমতি দিতে রাজী নহেন। যে চাউল এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছে, না হয় সেই চাউলই জিলায় যাহাদের খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা জনসাধারণের সহযোগিতায় করা হউক—কিন্তু তাহাও ইহাদের শাস্ত্রের বাহিরে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহা করিতে যায় তবে তাহাকে কণ্ট্রোল আইন অনুযায়ী জেলে পাঠাইবার বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে—কিন্তু খাদ্য প্রাপ্তির অভাবে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে খাদ্য সরবরাহ করিতে দেওয়া হইবে না। এই অমানুষিক ব্যবস্থা ও নির্মম আচরণ কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে চলিয়াছে।

আমরা এইরূপ পরিস্থিতির পরিণতির কথাই নেতৃবৃন্দ, শাসকবর্গ ও পরিচালকগণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। আমাদের দেশের লোকের নিকট এরূপ চরম অবস্থার সৃষ্টি করা হইতেছে যাহাতে লোকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন উপায় গ্রহণে বাধ্য হইবার দিকে চলিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। এইরূপ ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা জগতের ইতিহাস বহুবার বলিয়া দিয়াছে। ভারতের অদূর ভবিষ্যতে এই অন্ন সঙ্কট কিরূপ সঙ্কট আনিবে তাহা ভবিষ্যৎই স্থির করিবে।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**বালিকাদের শিক্ষা ও হিন্দী**—পুরুলিয়া সহরে বহুদিন হইতে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়টি চলিয়া আসিতেছে। ইহা সহরের মেয়েদের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বর্ত্তমানে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বাংলার মাধ্যমে হইয়া থাকে কারণ যে সব মেয়েরা পড়ে তাহাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরে যখন মানভূমে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান বা গ্রহণ একটা অপরাধজনক ব্যাপার হইয়া পড়িল তখন হইতেই অন্যান্য স্কুলের মতো শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়টিকেও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চলিতে হইল। বর্ত্তমানে কিছুদিন হইল গবর্মেণ্ট হইতে মেয়েদের জন্য এখানে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই সকলের ধারণা এই যে ইহা শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়টিকে নষ্ট করিবার জন্যই। কারণ বহু বাড়ীতে এবং মেয়েদের নিকট—নতুন সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলে স্কুলে যাতায়াতের ভাড়া লাগিবেনা প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভন দিয়া প্রচার চলিতেছে। অবশ্যই পুরুলিয়ায় মেয়েদের মায়েরা এইরূপ সংকীর্ণ আচরণ অতি ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—কিন্তু আমরা কেবল এই কথাই ভাবিতেছি যে, প্রাদেশিক হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ততায় একটা গবর্মেণ্ট তাহার অনুচরসহ কত অমর্য্যাদাকর নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতে পারে।

---

**আদালতের প্রবেশ পথ**—পুরুলিয়া সহরে মোটর-ষ্ট্যাণ্ডটি আদালতের হাতার মধ্যে অবস্থিত। সদর রাস্তা হইতে পুরোণো ভিক্টোরিয়া স্কুলের পাশ দিয়া আদালতে যাইবার বা বাস ধরিতে যাইবার পথটী এবং মোটরষ্ট্যাণ্ডের কিছু পরিমাণ স্থানের অবস্থা বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া আছে। এই পথটি ডিঃ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে নয়—ইহা খাস সরকারের অধীনে। এই পথ দিয়া বহু লোক ও যানবাহন সাঁরাদিন যাতায়াত করে। তাহাদের যে কি দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা তাহারাই জানে। গর্ত্ত, খানা, কাদা প্রভৃতিতে স্থানটি দুরধিগম্য। জনসাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ যত্নবান হইবেন।

---

**জনসাধারণের অনাহার ও মন্ত্রীদের ভোজ**—গত ১১ই আগষ্টের 'ইণ্ডিয়ান নেশনে' প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে—রাঁচীতে গত ৯ই আগষ্ট নূতন নিযুক্ত সূতার ইম্পোর্টার, মুদি ডাইং ওয়ার্কস (সুতা রং করিবার কারখানা) এর শ্রী জি, পি, মোদী রাঁচী বি, এন, আর হোটেলে বিহারের কয়েকজন মন্ত্রীকে বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেন। এই ভোজে ৫জন মন্ত্রী যোগ দেন। একজন পেটের পীড়ার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন এবং মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আনসারী নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া যোগ দেন নাই। এই ভোজে কয়েকটি জিলার কংগ্রেস সেক্রেটারীও উপস্থিত ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন। এই বিরাট ব্যয়বহুল চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র ভোজ যেদিন মন্ত্রীরা এবং কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকেরা গ্রহণ করিতেছিলেন ঠিক তাহার দুই দিন পূর্বে অর্থাৎ ৭ই জনৈক মন্ত্রীর বেগুসরাই যাইবার কথায় সেখানে শত শত দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট গ্রামবাসী—"রুটি দাও অথবা গুলি দাও" বলিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। মন্ত্রী মহাশয় সফর বাতিল করেন। বিহারের অনশনক্লিষ্ট ক্ষুধিত জনসাধারণের মর্মবেদনা ব্যবসায়ীদের অর্থের প্রশস্ত দেওয়াল ভেদ করিয়া ক্ষুধিত জনগণের প্রতিনিধিদের তৃপ্ত কর্ণে প্রবেশ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিবে—ইহা অসঙ্গত! তবে একটা বিষয়ে লোকের ভুল ধারণা ইহারা অপসারিত করিয়া দিতেছেন—মন্ত্রীরা জনসাধারণের জন্য নহে—জনসাধারণই মন্ত্রীদের জন্য।

---

**১৫ই আগষ্টে ভুমিকম্প**—১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে আসাম ও সন্নিহিত প্রদেশে প্রবল ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের আলোড়ন ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং ভারতের বাহিরে পৃথিবীর বহু স্থানে ব্যাপকভাবে হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমি-কম্পের পরে এরূপ ভয়ানক ভূমিকম্প আর হয় নাই। ইহার ব্যাপকতা বিহারের ভূমিকম্প অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ইহার ফলে আসামে অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছে। যদিও প্রাণহানির সংবাদ বেশী পাওয়া যায় নাই তবুও ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হানির ব্যাপকতা মর্মন্তুদ। সহস্র সহস্র গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। দার্জিলিং এর নিকট একদল শ্রমিক রাস্তায় কাজ করিতেছিল পাহাড় ধ্বসিয়া তাহাদের সকলেরই জীবন্ত সমাধি হইয়া গিয়াছে। এই মর্মন্তুদ অবস্থা সমস্ত দেশবাসীকেই ব্যথিত করিবে। বিহারের ভূমিকম্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে—মানুষের পুঞ্জীভূত পাপের ফলেই ইহা হইয়াছে। মানুষের পাপ কি ভাবে জড় প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করে জানিনা তবে ইহা ঠিক যে, আমাদের দেশে সংস্কারাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ১৫ই আগষ্টের ভূমিকম্পকে স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে অশুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করা অস্বাভাবিক নহে।

---

# খাদ্য পরিস্থিতি

দেশের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি এবং বিহারে খাদ্যাভাবে লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীমুন্সী অযৌক্তিকভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন করায় কতিপয় শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র তীব্র ভাবে তাঁহার সমালোচনা করিয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যায় জনগণের বিরক্ত হইবার ন্যায্য কারণ রহিয়াছে। তাঁহার বিবৃতিতে সরলতার অভাব এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সম্যক উপলব্ধিহীনতার পরিচয় রহিয়াছে। ইহা খুব ভাল হইত, যদি তিনি সরলভাবে স্বীকার করিতেন যে, খাদ্য দপ্তরের ভার লইবার পরে তিনি দেখিতেছেন যে, তাঁহার দপ্তরের কাগজপত্র যাই বলুক না কেন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই নৈরাশ্যজনক এবং তাহার প্রতীকার কল্পে তিনি খাদ্যবিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল প্রত্যেক প্রদেশের এবং ভাল অবস্থাপন্ন লোকগণের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য চাহেন, এবং তাহা না পাইলে গভমেণ্ট একক জনগণকে অনাহার হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। মন্ত্রী মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার পর হইতে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে এবং অনবরত ভ্রমণ করিয়াছেন। এই ভ্রমণকালে তিনি বিভিন্ন গবর্মেণ্ট যে শস্য সংগ্রহ করিয়াছেন তদতিরিক্ত দেশের প্রত্যেক স্থান হইতে যাহা কিছু শস্য পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য জনগণের বিশ্বাস ভাজন লোকদের লইয়া শক্তিশালী রিলিফ কমিটি (সাহায্য কমিটি) গঠন করিতে পারিতেন। তিনি যানবাহন বিভাগের মন্ত্রীর সহায়তায় রেলগাড়ী, মোটর ট্রাক, এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্বারা দ্রুত এবং অবাধে এই সংগৃহীত শস্য ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করিতে পারিতেন। আমি আশা করি শ্রীমুন্সী ইহা ভাল করিয়াই জানেন যে, সরকারের কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং কংগ্রেস কমিটীগুলি জনগণের পক্ষে সততার এবং কার্য্যকারিতার মর্য্যাদা একেবারেই হারাইয়াছেন, মন্ত্রীগণ ইহাদের সম্বন্ধে যত উচ্চ অভিমতই পোষণ করুন না কেন। যদিও এই মর্য্যাদা হানির সম্পূর্ণভাবে যথেষ্ট ভিত্তি না থাকে, তথাপি ইহা বাস্তব ব্যাপার এবং তজ্জন্য জনগণের সেবার জন্য গভর্মেণ্টকে অধিকতর জনপ্রিয় সংস্থাগুলির সহযোগিতা চাহিতেই হইবে।

কিন্তু যদিও গভর্মেণ্ট ইহা না করেন, তাহা হইলে জনগণকে নিজেদের জন্য এবং বুভুক্ষু দরিদ্রদের জন্য ইহা করিতেই হইবে। গভর্মেণ্টের সহিত সংস্রবহীন শ্রেষ্ঠ অধিবাসীগণের কর্ত্তব্য, রিলিফবোর্ড (সাহায্য সমিতি) গঠন করিয়া বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারা সহায়তা কার্য্যের ভার গ্রহণ করা। তাঁহারা খাদ্যবস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার এবং খাদ্যবস্তু অবাধে প্রেরণের সুব্যবস্থার জন্য গভর্মেণ্টের সহযোগিতা চাহিবেন। রিলিফবোর্ডগুলি যদি শক্তিশালী কার্য্যকরী এবং জনগণের বিশ্বাসভাজন হয় তাহা হইলে গভর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি গবর্মেণ্ট জনগণের কমিটীগুলিকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই বিপদে পড়িবেন। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের আমলে জনগণের উপর যখনই যে কোনো দারুণ আপদ আসিয়াছে তখন এই উপায়েই সাহায্যকার্য্য সংগঠন করা হইয়াছে। জনগণের সংস্থার সাহায্যেই গত বৎসর উত্তর গুজরাটের দুর্ভিক্ষের সমাধান হইয়াছিল এবং কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের বর্ত্তমান বন্যার আপদও এই প্রকারেই অনেকাংশে নিবারিত হইতেছে।

শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা

১২.৮.৫০ তারিখের ইংরাজী হরিজন পত্রিকা হইতে অনূদিত

---

## বিহারে মৃত্যু

ওয়ার্দ্ধায় আমার নিভৃত আবাসে থাকিয়াও আমি আন্দাজ ৩ মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ভাগলপুরের জনগণের অবস্থা নৈরাশ্যপূর্ণ, এবং তাহারা নিরুপায় হইয়া চরম অবস্থায় শস্যভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদের



সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই ইহা ঘটিতেছে। যদি খাদ্যদ্রব্য যথেষ্টই ছিল, এবং দুর্ম্মূল্যতাই উহার একমাত্র কারণ তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অথবা সস্তায় বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলার ব্যবস্থা হইয়াছিল কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে প্রশ্ন উঠে—তাহা কেন করা হয় নাই, এবং তাহার জন্য দায়ী কে? আমি বিশ্বাস করি অপর দিকে আইনের সুদীর্ঘ বাহু দ্বারা এই সব বুভুক্ষু জনতাকে দমন করিবার জন্য গভর্মেণ্টের পেষণযন্ত্র অবশ্যই নিয়োজিত হইয়া থাকিবে। সেই সময়ে আমার প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এই সব লুণ্ঠনের প্রকৃতি এইরূপ ছিল যে, লুণ্ঠনকারীরা খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনো জিনিষই স্পর্শ করে নাই। আমার সংবাদ দাতার পত্রখানি আমি এতদিন 'হরিজন সেবক' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতে পারি নাই। উহার ইংরেজি অনুবাদ এই পত্রিকার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা প্রচার করা হইয়াছিল যে 'অধিক শস্য ফলাও' আন্দোলন এতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট এখন উহার পরিবর্ত্তে 'অধিক কাপাস ফলাও' আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছে। শ্রীমুন্সী খাদ্যদপ্তরের ভার লইয়া অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ কিছু বলেন নাই। তিনি জোর দিয়াছিলেন অধিকতর বৃক্ষ রোপণের উপর, এবং জনগণের প্রতি যতদূর সম্ভব শস্য আহার ত্যাগ করিয়া অধিক শাকসব্জী খাইবার নির্দ্দেশের উপরেই। তিনি কি করিয়া বুঝিবেন জনগণের দারুণ দারিদ্র্যের কথা, যাহাদের ভাগে ভাতরুটির সঙ্গে প্রায়ই এক টুকরা পিয়াঁজও জোটে না? ইহা প্রবাদের সেই আফিমখোর রাজার কথার ন্যায়—যিনি তাঁহার প্রজাগণকে বরফি ও পেঁড়া খাইয়া দুর্ভিক্ষের সমাধান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য থাকিয়াই বা লাভ কি যদি তাহা ক্ষুধার্ত্তগণের নিকট না পৌছে।

শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালা

১২।৮।৫০ তারিখের ইংরেজি হরিজন পত্রিকা হইতে অনূদিত।

* * * *

হরিজন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালাকে ভাগলপুরের জনৈক পত্র লেখক তথায় খাদ্যশস্য লুটপাট হওয়ার সংবাদ দিয়া ঐ সম্পর্কে সর্ব্বোদয় কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য কী হইবে তদ্বিষয়ে তাহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছেন। তাহা ১২।৮।৫০ তারিখের ইংরাজী হরিজনে প্রকাশিত হইয়াছে:

আমার বিবেচনায় গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য হইতেছে সর্বোদয় কর্ম্মীদের সহায়তা ও সহযোগ লইয়া যাঁহাদের নিকট খাদ্যশস্য মজুত আছে তাঁহাদিগকে তাহা বিনামূল্যে দান অথবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিয়া তাহা করাইবার ব্যবস্থা করা, এবং পল্লীঅঞ্চলে ঐ খাদ্যশস্য দিয়া দোকান খোলা এবং জনগণের অবস্থা সম্যকভাবে জানিয়া তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থানুসারে রেশনকার্ড দ্বারা তাহা বিলি করা অর্থাৎ প্রয়োজনমত বিনামূল্যে সস্তাদরে অথবা খরিদ দরে দেওয়া। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণকে শস্য উৎপাদন করিতে উপদেশ দেওয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে।

---

# স্থানীয় সংবাদ

## চাষ এলাকায় খাদ্য পরিস্থিতি

### চাউল অগ্নিমূল্য

### একটাকায় একসের চাউলও পাওয়া যাইতেছেনা

( নিজস্ব সংবাদ দাতা )

আজ এক সপ্তাহ যাবৎ চাষ অঞ্চলে ভীষণ অন্ন কষ্ট দেখা দিয়াছে। মূল্য দিয়াও চাউল পাওয়া যাইতেছে না চাউলের দর টাকায় একসের। দলে দলে লোক দেহাত হইতে আসিয়া চাষে ভীড় জমাইতেছে। কিন্তু দোকানে চাউল নাই। আজ কয়েকদিন হইল কিছু চাউল বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে কিন্তু তাহা এখনও বিতরিত হয় নাই। মনসা পূজায় গ্রামেঘরে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। ঐ বাজেয়াপ্ত চাউল পাইবার আশায় দলে দলে লোক আসিয়াছিল কিন্তু সরকার পক্ষের প্রতিনিধি না আসায় গ্রামের লোক হা হুতাশ করিয়া ফিরিয়া গেল!

বিভিন্ন গ্রামগুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। সতনপুর আমডিহা, সনাবাদ, পেটানী, কুসুম টিকরী—গুন্তাজ্বালা—রাঙ্গাডি, মাদনাডি, মোহনডি, বাঁধঘুটু, ডুংগরীটাঁড় খুদনীতোপা, বিক্রমডি, কেন্দাডি, তেঁতুলিয়া সাঁওতালডি বাঘরাই বেড়া ও গড়গা পারের রাণীপুকুর, ডাড়ামহাল বাউৎডি, আসানশোল, উকরিদ সনাটাড়, হরিনা, পাথরকাটা জোলাবাঁধ, পিঁপরাটাড়—প্রভৃতি সব গ্রাম গুলির ও শিয়াড়দা, কান্তডি, চৌরা, বাজার, ছাড়ামাড়া নারায়নপুর, বাহাদুরপুর, সনাগিডি, জামগড়িয়া—প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। হাজারীবাঘের সীমান্তের গ্রামগুলির তো কথাই নাই। জয়পুর থানার রোপো এলাকায় অবস্থাও অনুরূপ।

এইসব গ্রামের কথা পূর্ব্বে সংবাদ পত্র মারফত কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই প্রতীকার হইল না। এবার হয়তো লোক না খাইয়া চুপচাপ মরিয়া যাইবে। থানার যাহারা বেসরকারী নেতা বলিয়া পরিচিত তাহারা তো একথার কোনও আন্দোলন করেন নাই। কেননা তাহারা জানেন আন্দোলন করিলে হয়তো উপরিওয়ালাদের মনঃক্ষুণ্ণ হইবে তাহা হইলে তোষামোদে সংগৃহীত উচ্চাসন আর থাকিবে না। এখন লোকদের বাঁচাইতে হইলে—চাষে একটি সরকারী খাদ্য শস্য বিতরণ কেন্দ্র খুলিতে হইবে। তাহার শাখা থানার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতেও খুলিতে হইবে। লোক টাকায় দুই সের চাউল খুঁজিতেছে। চাউলের বদল—জুনার, বুট, গম চাহিতেছে। আজ যদি কোনও এলাকা হইতে উদ্‌বৃত্ত শস্য সরকার লইয়া গিয়া থাকেন তবে সে এলাকার কৃষকদের খাওয়াইবার দায়িত্ব তাহার আছে। উত্তম ব্যবস্থা হইতেছে ইহাই, মধ্যম হইতেছে যে—উপযুক্ত স্থানীয় কমিটি বসাইয়া দিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের উপর দুইমাসের কাজের ভার দিন। এখনও লোক নীতি মানিয়া চলিতেছে। সময় থাকিতে ব্যবস্থা না করিলে ক্ষুধার জ্বালায় লোক যে নীতিচ্যুত হইবে।

## পটমদা থানার বর্ত্তমান দুরবস্থা

( নিজস্ব সংবাদদাতা )

পটমদা থানার শোচনীয় খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে বহু আবেদন করিয়াও কোন সুফল হয় নাই। গত বৎসর এই থানা ও বান্দোয়ান থানায় অনাবৃষ্টির জন্য ফসল একরূপ হয় নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমানে টাকায় একসের চাউলও মিলিতেছে না। দৈনিক হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত লোক চাউলের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও অনাহারে অর্দ্ধাহারে এবং শাকপাতা খাইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। চাষের জমি বর্ত্তমানে ধান্যের বা টাকার অভাবে চাষীরা চাষ করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। অনেকেই বহুকষ্টে মহাজনের ঘরে ডবল সুদে ধান্য লইয়া কাজ শেষ করিয়াছে কিন্তু এখনও বহুজমিই অনাবাদী থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারী ধান্য গোলা একরূপ বন্ধ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ যাহারা প্রায় প্রতি গ্রামেই কিছুনা কিছু ধান্য দাদন করিত আজ সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীও খাতক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। সরকারী লোনের টাকা মাত্র আদিবাসীগণের জন্যই নাকি বরাদ্দ। তাহার মধ্যে বহু নিরীহ আদিবাসী বহু হয়রাণ হইয়াও যথাসময়ে টাকা পাইতেছে না। মাহাত শ্রেণী ও অন্যান্য বর্ণ হিন্দুরা সরকার হইতে কোন সাহায্যই পাইতেছে না। ফলে কি আদিবাসী কি বর্ণ হিন্দু সকলেই ঘোর দুর্দ্দশায় ও দুশ্চিন্তায় পতিত হইয়াছে।

বহু আবেদন নিবেদনের পর থানায় বাঙ্গুড়দা গ্রামে একটী খাদ্যশস্যের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তথায় যথেষ্ট খাদ্য শস্য দেওয়া হইতেছে না। মাত্র কিছু গম, ১০০৲ চাউল ও ২০০৲ বুট দেওয়া হইয়াছিল প্রতি গৃহস্থকে মাত্র ৲২সের হিসাবে চাল বা বুট দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে কোন উপকারই হইতেছে না। বহু লোক ১৫।২০ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া ৲২ দুইসের বুট লইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। দোকান-দারকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, তাহাকে ৲২ সের করিয়া দিবার হুকুম আছে এবং এই জিনিষেই ১ মাস চালাইতে হইবে। তারপরে চোরাবাজারে যাহা যাইতেছে তাহার কথা বাহুল্যমাত্র।

থানার জনসংখ্যা ৭০,০০০। মাত্র শতকরা দশজন লোকেরও খাদ্য আছে কিনা সন্দেহ। আগামী ভাদ্র আশ্বিন মাস অতীব দুঃসময়, চাষের কাজও নাই এবং সরকার হইতে এই থানায় কোনরূপ রিলিফ কাজেরও



ব্যবস্থা নাই। শতকরা ১০ জন বাদ দিলেও ৬১,০০০ লোকের দৈনিক গড়ে ৲।৵০ দেড় পোয়া হিসাবে ধরিলেও ৫৬১৮৫ খাদ্য শস্যের দৈনিক প্রয়োজন। আগামী ২ মাসে ন্যূনপক্ষে ৩৩,৭১২॥০ মণ খাদ্য শস্যের প্রয়োজন। এসম্বন্ধে খাদ্যমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যতক কোন ফল হয় নাই।

থানার শান্তি শৃঙ্খলা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চুরি ডাকাতির হিড়িক ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অতি সত্বর এই থানায় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য শস্য বরাদ্দ করিয়া থানার ৭।৮টী কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফত বিলি ব্যবস্থা না করিলে থানার অবস্থা ক্রমান্বয়ে আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

## রবীন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী

২২শে শ্রাবণ রাত্রি ৭টায় জগন্নাথ কিশোর কলেজ ইউনিয়নের সোশ্যাল সাবকমিটির উদ্যোগে হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে রবীন্দ্র-মৃত্যু-বার্ষিকী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পালন করা হয়। বহু ছাত্র ছাত্রী ও পুরুষ, মহিলা বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে নিজেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সোশ্যাল সাব কমিটির সম্পাদক শ্রীরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। কলেজের বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক মথুরাবাবু স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রভাত চ্যাটার্জ্জীর উদ্বোধন সঙ্গীত "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' এর পর সভার কাজ আরম্ভ হয়।

সভায় বিভিন্ন বক্তা যথা—অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়, প্রমোদ ঘোষ, অনিমা সিংহ, তারাশঙ্কর রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী ঝা, বক্তৃতা করেন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করেন।

সভায় কলেজের ছাত্রদ্বারা রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গীত হয়। সভাপতি মথুরা বাবু তাঁহার ভাষণে "রবীন্দ্রনাথ কি ঋষি ছিলেন?" স্ব-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে কলেজের ছাত্র শ্রীরাধারমন বন্দ্যোপাধ্যায় "ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়" সমাপ্তি সঙ্গীত করেন। রাত্রি ৯৷০।১০ টায় সভার কাজ শেষ হয়। সভায় ভিক্টোরিয়া স্কুল, জিলা স্কুল ও শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

## হোলীর মোকদ্দমা

গত ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট পুরুলিয়ার হোলীর মোকদ্দমায় সরকারী সাক্ষীগণের পুনরায় জেরা হয়। পাটনার প্রমুখ উকীল শ্রীযুক্ত বি, কে, সেন জেরা করেন। এই দিন জেরা সম্পূর্ণ হইবার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকজন সরকার পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত না হওয়ায় পুনরায় ২৫শে আগষ্ট জেরার দিন পড়িয়াছে।

## মনিহারা গ্রামে ডাকাতি

গত ২৭শে শ্রাবণ রাত্রি ২।২॥ ঘটিকার সময় একদল ডাকাত কাঁচা বাঁশের লাঠি লইয়া মনিহারা গ্রামের শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী আক্রমণ করে। প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যকিঙ্করবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। নববধুর গাত্রে ২৫ ভরির স্বর্ণালঙ্কার ছিল। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের গাত্রেও প্রায় ১০।১৫ ভরির স্বর্ণালঙ্কার ছিল। ডাকাতেরা স্ত্রীলোকদের গাত্র হইতে জোরজবরদস্তি করিয়া অলঙ্কারগুলি ছিনাইয়া লয়। জনৈকা মহিলার কান হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লইবার সময় কান দুইটি ছিঁড়িয়া যায়। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্করবাবু এবং তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ সর্ব্ব শক্তি দিয়া ডাকাতদিগকে বাধা দেন এবং অনেককে আহতও করেন। বৈদ্যনাথ বাবু গুরুতররূপে আহত হইয়া প্রাচীর টপকাইয়া অন্য বাড়ীতে আশ্রয় লন। ডাকাতেরা সত্যকিঙ্করবাবু এবং তাহার ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে সাংঘাতিকভাবে প্রহার করে। প্রকাশ যে, সত্যকিঙ্করবাবু সাহায্যের জন্য যথেষ্ট চীৎকার করিলেও গ্রামের কোন ব্যক্তিই সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন নাই। অন্য পাড়া হইতে একমাত্র শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বর্শাহস্তে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আহত হন।

পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইলে তাহারা কয়েকজন দাগী আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

# খাদ্য পরিস্থিতি সংকটের দিকে

## প্রতীকারের কোনো চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত হয় নাই

## তদুপরি সরকারী চাউল-রপ্তানী অব্যাহত চলিয়াছে

## জেলাবাসীর সামনে সবচেয়ে সংকটের সময় চলিয়াছে

## শেষ-প্রতীকার-চেষ্টায় বিহারের খাদ্যমন্ত্রী তথা ভারতের খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্যোগ

মানভূমের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস ১৯শে আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ একটি রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। রিপোর্টটি এই :—"মানভূম জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি বর্ত্তমানে গুরুতর সংকটের রূপ ধারণ করিতেছে। মানভূমের বাজারে চাউল পাওয়া কঠিন হইতেছে। এবং কয়েকটি থানায় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হারেও বহুক্ষেত্রে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্‌সম্পর্কে মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বিহার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে আবেদন জানান সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার উদ্যোগ করা হয় নাই। শোনা গিয়াছিল অবস্থা বিবেচনায় সরকারী বিভাগ দ্বারা চাউল সংগ্রহ করিয়া জেলার বাহিরে চালানের কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল চালান বন্ধ করা হয় নাই। জেলার এই নিদারুণ অনটন সত্ত্বেও জেলা হইতে অতি আয়াসে সংগ্রহ করিয়া সরকারী বিভাগ বাহিরে চাউল এখনো প্রেরণ করিতেছেন। বান্দোয়ান হইতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী ১৭ই তারিখে সংবাদ দিতেছেন যে—আজ প্রায় ৭।৮ দিন বান্দোয়ান বাজারে চাউল প্রায় একেবারেই নাই। বহু কষ্টে লোক চারিদিক হইতে কিছু কিছু জোগাড় করিয়া কোনো রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছে। গত ১৬ই আগষ্ট বান্দোয়ান হাটেও চাউল প্রায় একেবারেই ছিল না। নিতান্ত সামান্য যে টুকু ছিল তাহাও টাকায় ১ সের করিয়াও পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে সরকারী গম বুট কিছু পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা পাইয়াছেন। কিন্তু জিনিষগুলি স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গতভাবে বিক্রয় করা হইতেছে না। জনগণ ঠিকভাবে পাইতেছে না। যে গম ছিল তাহারও বহু পরিমাণ গম নিয়ন্ত্রিত বাজার হইতে ইতিমধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। বুটও এক দিন কিছু পাওয়া যায় তো অন্য দিন পাওয়া যায় না। আমদানী গম বুটও চাহিদার তুলনায় নিতান্ত সামান্য মাত্র। থানার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।" বৎসরের বর্ত্তমান সময়ে মানভূমে তথা বিশেষ করিয়া ঐ অঞ্চলে লোকের সবচেয়ে নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৮ই তারিখের এক পত্রে চাষ থানা হইতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন যে, চাষেও চাউল সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে—এবং টাকায় ১ সের চাউল পাওয়াও মুস্কিল হইতেছে।

"বিগত ৪ঠা আগষ্ট বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী পুরুলিয়ায় আসিলে মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পুনরায় তাঁহাকে পরিস্থিতি বিশেষভাবে জ্ঞাত করা হয় এবং মানভূমে যথোচিত ব্যবস্থা ও সহায়তার আবেদন করা হয়। কিন্তু কোনো ফল এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বিগত ১৫ই আগষ্ট পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের এক বৈঠকে স্থির হয় যে অবিলম্বে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি ডেপুটেশন বিহারের খাদ্য সচিবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইবেন এবং আশ্বাসজনক উত্তর না পাইলে সেই ডেপুটেশন প্রতীকার প্রত্যাশায় ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী রওয়ানা হইবেন।"

---



# বলরামপুরে গুলি কাণ্ড

## বিহার মিলিটারী পুলিস কর্ত্তৃক গুলিবর্ষণ : তিন জন আহত

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

**গত ১৪ই আগষ্ট বলরামপুরের ডিপুর্টাঁড়ে বরাভুম ষ্টেশনে অবস্থিত বিহার মিলিটারী পুলিস কর্ত্তৃক গুলি বর্ষণের ফলে তিন জন গ্রামবাসী আহত হয়। একজনকে পুরুলিয়া হাসপাতালে আনিয়া তাহার একটি পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। কোন মৃত্যু হয় নাই।**

**বিহার মিলিটারী পুলিস**—রেলে বিশেষ করিয়া মালগাড়ী হইতে যাহাতে চুরি না হয় ও তাহা বন্ধ করিবার জন্য বহু ষ্টেশনেই এই বিহার মিলিটারী পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছে। প্রায় ষ্টেশনেই ৪।৫ জন করিয়া সশস্ত্র মিলিটারী পুলিস ষ্টেশনের মোসাফিরখানাগুলি অধিকার করিয়া অবস্থান করিয়া আছে। ইহারা ষ্টেশনেই থাকে।

**ঘটনাস্থলের বিবরণ**—বলরামপুরের ষ্টেশনের নাম বরাভূম। এই বরাভূম ষ্টেশন হইতে দক্ষিণদিকে রেলওয়ে লাইন চাণ্ডিল চক্রধরপুর অভিমুখে গিয়াছে। দক্ষিণদিকে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি রেল লাইন হইতে কিছু দূরে পূর্বদিকে সাপুয়া গ্রাম। এই সাপুয়া গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব দক্ষিণে ডিপুর্টাঁড়ের একটি ক্ষুদ্র বস্তি আছে। ইহাকে বেড়মার টোলা বা ডিপুর্টাঁড়ের গ্রামও বলা হয়। ইহারও পূর্ব দক্ষিণে আমেরিকান মিশন। এই ডিপুর্টাঁড়ের গ্রাম হইতে রেললাইন আনুমানিক আধ মাইলের কম হইবে না। ডিপুর্টাঁড়েব গ্রাম বা টোলা হইতে রেল লাইন পর্য্যন্ত কোন বস্তি বা গ্রাম নাই।

**ঘটনার বিবরণ**—গত ১৪ই আগষ্ট সোমবার বেলা প্রায় ৩।৩॥০ টার সময় সাপুয়া গ্রামের নিকটস্থ আমবাগানে সাদা পোষাকে বিহার মিলিটারী পুলিসের একজন সিপাহী গ্রামের একটি মেয়েকে ধরিয়া মারপিট করিতেছে দেখা যায়। তাহার চীৎকার শুনিয়া গ্রাম হইতে ২।৩ জন লোক বাহির হইয়া আসিয়া মিলিটারী পুলিসটিকে বাধা দেয় এবং তাহার সহিত কিছু মারামারিও হয়। মিলিটারী পুলিসটি ইহার পরে ছুটিয়া ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের নিকট রেল লাইনে যে একদল গ্যাংকুলি কাজ করিতেছিল তাহাদের নিকট যায় এবং সেখান হইতে লাইন ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া যায়।

ইহার কিছুক্ষণ পরে আনুমানিক প্রায় ৪টার সময় ইউনিফর্ম পরিহিত তিন জন মিলিটারী পুলিস (তন্মধ্যে একজন হাবিলদার)—তাহারা বন্দুক লইয়া সাপুয়া গ্রামের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে। গ্রামের বাহিরে দু একজন লোককে দেখিয়া তাহারা তাহাদের দিকে বন্দুকের তাক করিতে থাকে। লোকেরা পলাইয়া যায়। তারপর তাহারা গ্রামের বাহিরের রাস্তা দিয়া গ্রাম পার হইয়া মিশনের কাছাকাছি ডিপুর্টাঁড়ের বস্তির নিকট ছুটিয়া আসে।

এই সময় ডিপুর্টাঁড়ের শ্রীচরণ গোপ (১৯) তাহার বাড়ীর কাছে মাঠে কাড়া চরাইতে ছিল। তাহার কাছেই উক্ত টোলার গণশা ওরফে বনসা গোপ (১৪) ও জ্যোতি গোপ (১৩) গরু চরাইতে ছিল। মিলিটারী পুলিসরা দৌড়িয়া আসিয়া শ্রীচরণকে ধরে ও তাহাকে টানিতে টানিতে ও মারিতে মারিতে রেল লাইনের দিকে লইয়া যাইতে থাকে। ইহা দেখিয়া জ্যোতি ও বনসা তাহাদের পিছনে—ধরে নিয়ে গেল, ধরে নিয়ে গেল—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতে থাকে। টোলাটিতে মাত্র ১০।১২ ঘরের বস্তি। গ্রামের পুরুষ প্রায় সমস্তই চাষে ও অন্যান্য কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া গ্রামের ২৫।৩০ জন বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া নিরুপায়ভাবে চীৎকার করিতে থাকে।

শ্রীচরণকে যেখান হইতে টানিয়া লইয়া যাওয়া

হইতেছিল সেখান হইতে রেল লাইন প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে। শ্রীচরণ যাইতে আপত্তি করায় তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া রেল লাইনের দিকে লইয়া যাইবার জন্য পুলিস প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। কিছু দূর যাইয়া একটি কুসুম গাছের নিকটে আসিয়া সিপাহীরা শ্রীচরণকে ধরিয়া বন্দুক দিয়া তাহার মাথায় ও বুকে মারিতে ও গুঁতাইতে থাকে। বনসা ও জ্যোতি তাহাদের পিছনেই আসিতেছিল। এই সময় দুইজন সিপাহী শ্রীচরণকে ছাড়িয়া দেয় এবং একজন সিপাহী তাহাকে ধরিয়া মারিবার জন্য বন্দুক উঠাইলে শ্রীচরণ হাত দিয়া বন্দুকের নলটি ধরে। তখন আর একজন সিপাহী তার হাতে গুলি করে। এ গুলির ব্যাপার দেখিয়া বনসা ও জ্যোতি চীৎকার করিতে থাকে। তাহারা শ্রীচরণের নিকটেই ছিল। সিপাহীরা তখন শ্রীচরণকে ছাড়িয়া দিয়া বনসা ও জ্যোতির দিকে গুলি চালায়। গুলিতে বনসার এক পায়ের হাঁটু উড়িয়া যায় এবং সে পড়িয়া যায়। জ্যোতির পায়েও গুলি লাগে এবং সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইতে থাকে। বনসাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সিপাহী তিন জন শ্রীচরণকে ছাড়িয়া তাহার কাছে আসে। শ্রীচরণ এই অবসরে পলাইয়া যায়। ইহাদের খুব নিকট হইতেই গুলি করা হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে রেল লাইন প্রায় এক পোয়া মাইলেরও বেশী হইবে। বনসা যেখানে পড়িয়া যায় সেখানে রক্তের স্রোত বহিতে থাকে এবং জমি ভিজিয়া যায়। সিপাহী তিন জন বনসার দুই হাত ও এক পায়ে ধরিয়া তাহাকে বহিয়া রেল লাইনের দিকে লইয়া যাইতে থাকে। বনসার আহত পাটি মাটিতে ঘসটাইতেছিল। তাহাকে রেল লাইনের ধারে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে ২২০/১৭ ও ২২০/১৮ নং টেলিগ্রাফ পোষ্টের নিকট আনিয়া ফেলা হয়। সে সময় সেখানে রেল লাইনের উপর বহু গ্যাংকুলি কাজ করিতেছিল।

এই সমস্ত ঘটনা আন্দাজ বেলা ৪টা হইতে ৫ টার মধ্যে সংঘটিত হয়। ফাঁকা মাঠের মধ্যে যখন এই সমস্ত ব্যাপার চলিতে থাকে তখন আমেরিকান মিশনের লোকেরা, অদূরস্থ গ্রামবাসীরা এবং গ্যাংকুলিরা সমস্তই দেখিতে পায়। মোট পাঁচবার গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

আহত বনসাকে রেল লাইনের ধারে আনিয়া ফেলিবার একটু পরেই বরাভূম ষ্টেশন হইতে একটি আপ মালগাড়ী (চাণ্ডিল অভিমুখে) যখন ডিসট্যাণ্ট সিগনেল পার হইতেছিল তখন মিলিটারী পুলিসরা গাড়ীখানি থামায় এবং তাহাতে বনসাকে উঠাইয়া নিজেরাও উঠিয়া মালগাড়ীটিকে আবার বরাভূম ষ্টেশন পর্য্যন্ত পিছু হটাইয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করে।

আহত বালক বনসাকে বরাভূম ষ্টেশনে আনিয়া ২নং ডাউন প্লাটফরমের উপর মিলিটারী পুলিশের আস্তানার পাশেই মাটির উপর ফেলিয়া রাখিয়া কয়েক জন সিপাহী বন্দুক লইয়া পাহারা দিতে থাকে। সেই সময় কলিকাতাগামী ১৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জারের আসিবার সময় হইয়াছিল। বহু লোক ষ্টেশন প্লাটফরমে ছিল। আহত বালক বংসা যেখানে পড়িয়াছিল সেখানটি রক্তে ভিজিয়া যায়। সে রক্তের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে জল চাহিতেছিল। কিন্তু প্রহরারত সিপাহীরা নিজেরাও জল দিতেছিলনা অথবা বন্দুক দিয়া ভয় দেখাইয়া কাহাকেও নিকটে আসিতে দিতেছিল না। আহত বালকটি মাঝে মাঝে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে সিপাহীরা তাহাকে মাথার চুলে ধরিয়া ধাক্কাদিয়া শোয়াইয়া দিতেছিল। ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত শত শত লোকের সম্মুখেই ইহা হইতেছিল।

ইহার পরে বলরামপুরের সাব রেজিষ্টার আসিয়া তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী (ডাইং ডিক্লেয়ারেশন) লন। বনসা বলে যে—আমি কাউকে কয়লা চুরি করতে দেখিনি। আমি টাঁড়ে গরু চরাচ্ছিলাম। আমাকে গুলি করা হয়, আমি পুলিসগুলিকে ছুটে আসতে দেখি। এই ডাইং ডিক্লেয়ারেশনে শ্রীনারাণচন্দ্র বক্সী নামক বলরামপুরের জনৈক অধিবাসীও স্বাক্ষর করেন।

প্রায় ৬৷৷০ টার সময় বনসাকে প্রথম কার্ষ্ট এড্ দেওয়া হয়। তাহাকে রাত্রি বেলা একটি মাল গাড়ীতে পুরুলিয়া



পাঠান হয়। হাসপাতালে তাহার একটি পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। সে এখন হাসপাতালে।

শ্রীচরণ ও জ্যোতি উভয়েই বলরামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হয়। তাহাদিগকে পুরুলিয়া চালান করা হইয়াছে।

এই গুলি কাণ্ডের ফলে বলরামপুর ও পার্শ্বস্থ অঞ্চলে বিশেষ আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে হইতে কোন প্রকার নিরাপত্তার ভাব দূরীভূত হইয়াছে।

গত ১৭ই আগষ্ট লোক সেবক সংঘ হইতে শ্রী শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জি এম, এল, এ ও শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত এম, এল, এ ঘটনা স্থলে যাইয়া ঘটনা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক তদন্ত করেন।

## কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন

কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য এবার এই তিন জন প্রার্থীর মধ্যে প্রবল নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইবে—আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী ; শ্রীশঙ্কর রাও দেও এবং শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন। আচার্য্য কৃপালনী ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্কর রাও দেও কংগ্রেসের বর্ত্তমান সাধারণ সম্পাদক। উভয়েই রাজনৈতিক মতবাদে গান্ধীপন্থী বলিয়া পরিচিত। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্বোধনের পক্ষপাতী।

সভাপতি পদের জন্য অন্যান্য প্রার্থীগণ—পণ্ডিত নেহেরু, শেঠ গোবিন্দ দাস, শ্রী এস, কে পাতিল, ও অধ্যাপক রঙ্গ তাহাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন।

আগামী ২৯শে আগষ্ট সভাপতি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে। নাসিক কংগ্রেসের যাহারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছে—সমস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এইরূপ দুই হাজার নয়শত প্রতিনিধি সভাপতি নির্বাচনে ভোটদান করিবেন। এ পর্য্যন্ত ২ হাজার ৪ শত ৬৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সদস্য তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। বাংলা ও অন্ধ্রের প্রতিনিধি নির্বাচন এখনও হয় নাই। ২৯শে আগষ্টের পূর্বে এই নির্বাচন গুলি শেষ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য ইতিপূর্বে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—সুভাষ বাবু জয়লাভ করেন ; ১৯৪০ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রী এম, এন, রায়—মৌলানা আজাদ সভাপতি নির্বাচিত হন ; ১৯৪৮ সালে ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়া ও শ্রী পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—শ্রীট্যাণ্ডন পরাজিত হন।

গত ১৮ই আগষ্ট আচার্য্য কৃপালনী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে,—নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা যাহাতে না হয় তাহার জন্য আমি যে সব প্রস্তাব করিয়াছিলাম আমাদের নেতৃবৃন্দ তাহা অনুমোদন করেন নাই বলিয়াই প্রতিদ্বন্দ্বীতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে—কংগ্রেসের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীরই কর্ত্তব্য। তিনি এই আবেদন করেন যে—কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের মারফত দেশের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে ভোটারগণ যেন ভোট দেন।

## পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্বাচন

গত ১৬ই আগষ্টের বিহার গেজেটে পুরুলিয়া সহরে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্বাচন আগামী ২০শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচন সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম ঘোষণা করিয়াছেন।

ওয়ার্ড নং ১ হইতে ৩—২০শে নভেম্বর ১৯৫০
" ৪ " ৬—২১শে " "
" ৭ " ১০—২২শে " "
" ১১ " ১৩—২৩শে " "
" ১৪ " ১৬—২৪শে " "

## ঝালিদা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচন

আগামী ১১ই নভেম্বর হইতে ঝালিদা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদের সাধারণ নির্বাচন ১১ই ডিসেম্বর হইতে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

ওয়ার্ড নং ১ — ১১ই ডিসেম্বর ১৯৫০
" ২ — ১২ই " "
" ৩ — ১৩ই " "
" ৪ — ১৪ই " "

# চিঠি পত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

## মানভুম পুলিশের এ কি ব্যবহার
## মারকে মার পাঁচ সিকা গুনাগার।

মহাশয়,

গত ৬।৮৫০ তারিখের রাত্রিতে মানবাজার থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সিঁদ চুরী হয়। এবং তাহাতে ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। চোরেরা তাঁহার ধান, চাল, ঘটি, বাটী, থালা প্রভৃতি যাবতীয় বাসন, কাপড়চোপড়, গহনাপত্র এবং যাহা কিছু নগদ সঞ্চিত ছিল সকলই লইয়া যায়। এমনকি পরদিন তিনি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে কি খাইতে দিবেন বা কোন পাত্রে করিয়া দিবেন এবং সকলে স্নান করিয়া কি পরিধান করিবেন তাহারও কোন উপায় ছিল না। পরদিন ৭।৮।৫০ তারিখে মানবাজার থানায় সংবাদ দিয়া উক্ত চুরির অনুসন্ধান করিবার জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত দারোগা বাবুকে অনুরোধ করেন তাহাতে তৎকালে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ছোট দারোগা মহাশয় ঘটনাস্থলে গিয়া সকল অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

পরদিন বেলা ১টার সময় শ্রীযুক্ত দারোগাবাবু উক্ত চন্দনপুর গ্রামে শুভাগমন করেন। "দারোগা বাবুরা" মফঃস্বলে শুভাগমন করিলে যেরূপভাবে অভ্যর্থনা করা দরকার ও আহারাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব শ্রীযুক্ত দেবেন বাবু তাহার কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই। দারোগাবাবুর চর্ব্যচোষ্যের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে কিছু ঋণ গ্রহণ করিতেও হইয়াছিল। চোরেরা দেবেনবাবুর বাক্স ইত্যাদি লইয়া গিয়া যেস্থানে ভাঙ্গিয়াছিল দারোগাবাবু আহারাদির পর উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন। ঐ স্থানে চোরেরা যে সকল ভাঙ্গাবাক্স ভাঙ্গাবাসন ইত্যাদি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল দারোগাবাবু দেখাশুনা করিয়া ঐ সকল তালিকাভুক্ত করিলেন। পরে উক্ত চোরপরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দেবেনবাবুকে বাড়ী লইয়া যাইতে বলেন। তিনি আরও বলেন, উক্ত দ্রব্যাদি মানবাজার থানায় লইয়া যাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তাঁহার কথামত দেবেনবাবু ঐ সকল চোর পরিত্যক্ত ভাঙ্গা দ্রব্যাদি ঘরে তোলেন।

দেবেনবাবুর বাড়ীতে ফেরত আসিয়া দারোগাবাবু তাঁহাকে বলেন আপনি যে সকল জিনিষ ফেরত পাইলেন তাহার একটি তালিকা করিয়া সহি করিয়া ঐ তালিকাটী আমাকে দেন, কারণ যদি ভবিষ্যতে আপনি দাবী করেন যে আমি ঐসকল চোর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি পাই নাই।" দেবেনবাবু ইহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া উক্ত দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করিয়া সহি করিয়া দারোগাবাবুর হস্তে সমর্পণ করেন।

পরদিন প্রাতে জলযোগান্তে দারোগাবাবু থানায় ফেরৎ যাইবার জন্য দেবেনবাবুকে একটি গোগাড়ী ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলেন। দেবেনবাবুর নিজস্ব গাড়ী না থাকায় দারোগাবাবুকে মানবাজার পর্য্যন্ত গোগাড়ী দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন "আমাকে যদি আপনি গোগাড়ীর জন্য পুনরায় চাপ দেন তাহা হইলে আমাকে আরও ৫।৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা সত্ত্বেও তিনি এমন কতকগুলি কথা বলেন, যাহার জন্য দেবেনবাবুর পুত্র ঋণ গ্রহণ করিয়াও গাড়ী যোগাড় করিয়া দিতে বাধ্য হন। এসকল দেশ ভয়ানক গরীব। দারোগাবাবুদের এইরূপ সদ্ব্যবহারের জন্য এদেশের লোকজন চুরি, ডাকাতি হইলেও তাঁহাদের চুরির সংবাদ দিতে সাহস করেন না। আজকাল চাষের সময় গ্রামবাসীগণ সমস্ত দিনই প্রায় নিজ নিজ জমিতে ধান্য রোপণ জন্য ব্যস্ত থাকে সেকারণ দেবেনবাবুর পুত্রের গোগাড়ী প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হয়। এই সামান্য মাত্র বিলম্ব হওয়াতেই দারোগবাবু রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া যান এবং বলেন—আমার আর গাড়ীর আবশ্যক নাই—এই বলিয়া তিনি হাঁটিতে আরম্ভ করেন ও বলেন—আমি আপনাকে জব্দ করিতে পারি কিনা দেখুন। ইহা শুনিয়া দেবেনবাবু ভীত হইয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করেন। দারোগাবাবু তাঁহার কাকুতি মিনতিতে বিন্দুমাত্র দ্রবীভূত না হইয়া যে সকল চোর পরিত্যক্ত দ্রব্য তিনি পূর্বে সহি করাইয়া লইয়া দেবেনবাবুকে বাড়ীতে তুলিতে বলিয়া ছিলেন এখন ঐ সকল দ্রব্য মঞ্জুর করিয়া মানবাজার পাঠাইবার জন্য হুকুম করেন। এখন যদি তাঁহাকে ঐ সকল দ্রব্য মানবাজার পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে এই চাষের দিনে নদী পার হইয়া পাঠাইতে আরও ১০।১২ টাকার দরকার। উক্ত টাকাও তাঁহাকে ঋণ করিয়া যোগাড় করিতে হইবে, একেত তিনি সর্ব্বহারা তাহার উপর থানাতে খবর দিয়া এইরূপে আরও ঋণের চাপে চাপা পড়িতেছেন, তিনি বড় আশা করিয়া থানায় গিয়াছিলেন এখন তাহার বিপরীত হইল। হায়রে ভগবান! ইহাকেই বলে মারকে মার আবার পাঁচসিকা গুনাগার।

হেমচন্দ্র মাইতি মোঃ আঁকরো, পোঃ জামতড়িয়া

---



## ডি, আই এর শিক্ষা প্রচার ও ওয়েলফেয়ারের কল্যাণ সাধন!

মাননীয়, শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার মুক্তিতে স্থান দিয়া সাধারণের ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটু উপকার সাধন করবেন।

(১) আড়শায় একটী মিডিল স্কুল আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এবৎসর হঠাৎ স্কুলের জেলা ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের কুদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। তিনি এই স্কুলটী তুলিয়া দিয়া আড়শা গ্রামের আধ মাইল দূরবর্ত্তী পল্‌পল্ নামক একটী গ্রামে হিন্দি স্কুল স্থাপন কামনায় এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে মিথ্যামিথ্যি নানারূপ অপবাদ দিয়া স্কুলটীর মঞ্জুরী পত্র এখনও দেন নাই। উক্ত কার্য্যের সাহায্যকারী আড়শা থানার ওয়েলফেয়ার "অরূপ সিংমুড়া" এবং তাঁর ফুল "অবনী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়"। পল্‌পল্ গ্রামের কতকগুলি আদিবাসীর ও ইহাতে যোগ আছে। ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় এবং অরূপ সিং মন্ত্রণা করে অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে একটী হিন্দি স্কুলও (নিঃ প্রাঃ) আড়শায় আরম্ভ করান কিন্তু ছাত্র না পাওয়ার জন্য স্কুলটী চালু হয় নাই। বিশেষতঃ অবনী ভূষণের বেসিক ট্রেণিং পড়িবার ইচ্ছা হইলে স্কুল ছেড়ে দিয়ে রাঁচি পড়িতে যায় এবং ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কে নানারূপ লাগান্ বাঝান করিয়া যায়। সেই রাগে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় আমাদের মিডিল স্কুলের মঞ্জুরী পত্র এখনও দেন নাই। আমাদের বোর্ডে ৮৮৪৲ টাকা জমা দেওয়া আছে। আমরা আস্‌ছে বর্ষার আগে আমাদের স্কুলটী পাকা করিব তবে বোর্ড সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে আমাদের স্কুল সম্বন্ধে বললে তিনি বল্‌ছেন "গোয়াল ঘরে" স্কুলের মঞ্জুরী পত্র দিব না। আমরা যখন বলছি "আমাদের স্কুলটী পাকা করিয়া দিব", তখন তিনি বল্‌ছেন, "কেন হিন্দি স্কুল আড়শা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল?" আমরা হিন্দির বিরুদ্ধাচরণ কোন দিনই করি নাই। কোন মতেই তিনি মঞ্জুরী পত্র দিচ্ছেন না।

(২) আমরা যদিও অশিক্ষিত তবুও দুই চারিটী ইংরাজী শব্দের মানে বুঝ্‌তে জানি এবং ওয়েলফেয়ার মানে সাধারণের মঙ্গলকারী বলেই মনে হ'চ্ছে। আমাদের থানার ওয়েল ফেয়ার মানে কি মন্দকারী না ভালকারী? তিনি নিম্নলিখিত ভাল কাজগুলি সাধারণতঃ করে থাকেন:—

(১) ধান্য দাদনের সময় প্রত্যেক ধান্য গ্রাহকের নিকট হইতে একটী করিয়া টাকা এবং মোটা গ্রাহকের কাছ হইতে খাসী বা পাঁঠা দান পাইবার আশায় তাঁর লোলুপ দৃষ্টি তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। উক্ত প্রকারের তাঁর সৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আশায় তিনি অনেকগুলি সাহায্যকারী যোগাড় করিয়াছেন এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি তাঁর অসৎপ্রবৃত্তি সকল সাধন করিতেছেন। ধান্য আদায়ের সময়ও তাই অবস্থা বা ব্যবস্থা। তিনি এই দুইটা কাজ ছাড়া আর কিছু করেন না। আর অন্য কোন কাজ জানা আছে কিনা জানিনা। তবে তিনি বলে থাকেন "আমার সব লাইনে দখল এবং করিবার অনেক কিছুই আছে।" বার মাসের উপর তের মাসেই তিনি আড়শায় থাকেন এবং সকলেই দেখিতে পায়। আরও বহু ব্যাপারে তিনি ঘুঁসরূপ পুরস্কার লইবার চেষ্টা করেন। বহু স্থলের ঘুঁসের প্রমাণ এবং সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি। ইন্‌কোয়ারী করিলে সমস্তই জানিতে পারা যাইবে। অতএব এইরূপ অহিতকামী লোককে আমরা এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। নিবেদন ইতি। বিনীত—আড়শা গ্রাম বাসীগণ:—

সর্ব্বশ্রী পাণ্ডব মাহাত আড়শা, গোলোক বিহারী মণ্ডল, প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল, ফলারি মাঝি কাশীপুর সরকার মাঝি সাং কাশীপুর, শ্রীচরণ মাহাত, হাড়িরাম মাহাত, ভরত মাহাত, সবর মাহাত।

আড়শা, ৭ই আগষ্ট ১৯৫০।

---

## প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা

হুটমুড়া তরুণ সংঘের উদ্যোগে মানভূম জেলার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হইয়াছে। প্রতিযোগীতার বিষয় "তরুণদিগের অধিকার ও দায়িত্ব"। প্রবন্ধ পরিষ্কারভাবে ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিয়া ভাদ্র মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যে—"অরবিন্দ ওঝা, সম্পাদক হুটমুড়া তরুণ সংঘ, পোঃ হুটমুড়া, জেলা—মানভূম" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধ ভাল বলিয়া বিবেচিত হইলে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।—

আহ্বায়ক—শ্রীশশধর মিশ্র।
সভাপতি, হুটমুড়া তরুণ সংঘ।

# কোরীয়-যুদ্ধের পরিস্থিতি

দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক রাজধানী টেগুর পতন আসন্ন; দক্ষিণ কোরীয় গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই রাজধানী পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাকটং নদী অতিক্রম করিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য টেগু অধিকারের জন্য অভিযান চালাইয়াছে এবং আরও তিন ডিভিশন সৈন্য নদীর অপর তীরে অপেক্ষা করিতেছে। কম্যুনিষ্ট অগ্রগতি রোধ করার জন্য মার্কিন সৈন্যবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং দৈত্যাকায় মার্কিন বিমান বহর মাত্র একদিনেই কম্যুনিষ্ট বাহিনীর উপর পাঁচ শত পাউণ্ডের ৩৮০০ বোমা নিক্ষেপ করে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নর্মাণ্ডীতে যে অভিযান চালায় একমাত্র তাহার সহিতই টেগু রণাঙ্গনের তুলনা চলিতে পারে। কিন্তু মার্কিন বোমা ও গোলাগুলি বর্ষণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট বাহিনী যন্ত্র চালিত ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর সাহায্যে মার্কিন রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া রাজধানীর প্রান্ত দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

টেগুর সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক; কারণ টেগু হইতে পুসান বন্দর পর্য্যন্ত সোজা রেলপথ এবং পাকা রাস্তা গিয়াছে। সুতরাং টেগুর পতনের পর পুসান বন্দর রক্ষা করা মার্কিন তথা দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে।

মার্কিন প্রতি আক্রমণের যে চেষ্টা সুরু হইয়াছিল তাহা কম্যুনিষ্টদের দ্রুত অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে রোধ করা ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। কোরীয় যুদ্ধের সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া মার্কিন সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে অবিলম্বে সৈন্যসামন্ত পাঠাইতে জরুরী আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোনও রাষ্ট্রের সৈন্য সমস্ত কোরিয়ায় আসিয়া পৌঁছে নাই।

---


## পুরুলিয়া সহরে

ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

## "শ্রীদুর্গা মার্কা"

ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত 'আগ মার্কা'

["আর্জ্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত]

আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখুন।

নিবেদক:
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ
ধানবাদ।
ডিপো:
নামোপাড়া—পুরুলিয়া।

প্রাপ্তিস্থান:
(১) জয়নারায়ণদাস হরিদাস
(২) রামজীদাস ভীমরাজ
পুরুলিয়া।


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১১ই ভাদ্র ১৩৫৭, ২৮শে আগষ্ট ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

অন্নহারা, গৃহহারা চায় ঊর্দ্ধপানে,
——ডাকে ভগবানে।

যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
দেখা দেন দয়ারূপে বীর্য্যরূপে
দুঃখে কষ্টে ভয়ে—

সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়॥

—রবীন্দ্রনাথ

( ১৪ পৃষ্ঠার পর হইতে )

বাসটীতে উঠি, দেখিলাম বাসের ছাদনী তেলের টিন, সূতা ও কাপড়ের বস্তায় পরিপূর্ণ। ঐ গুলি নিশ্চই কোন ব্যবসায়ীর মাল। যাত্রিবাহী বাসে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যদ্রব্যসমূহ বহন করা আইনসঙ্গত কিনা জানি না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি:ত মনে হয় ইহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। পুনরায় এই সব মাল লওয়াতে যদি যাত্রি সাধারণের বসিবার অসুবিধা হয় তাহা হইলেত কথাই নাই।

শুনিলাম জন-প্রিয় সরকার বাহাদুর বাসের ৩য় শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইলে দুই পয়সা করিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন বাসেই এই আদেশ পালিত হয় না। যথেচ্ছ ভাড়া আদায় করা হয়। প্রত্যেককে টিকিট দেওয়া হয় না। আমার নিকট ৮ মাইলের ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ॥০ আনা আদায় করা হইল। আমি যখন বাসের Conductorকে সরকার বাহাদুরের আদেশ জানাইলাম তখন সে আমতা আমতা করিতে লাগিল। অতঃপর আমি টিকিট দাবী করি। ৩ জন জয়নগর যাত্রীর ১টী টিকিট দেওয়া হইল। কিন্তু ঐ টিকিটে ১৫।৮।৫০এর পরিবর্ত্তে ১৪।৮।৫০ লিখিত আছে এবং উহাতে কোন সহি নাই।

যাই হোক বাস ছাড়িল কিন্তু বাজারে থামিয়া পুনরায় ছাদে মাল চাপাইতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রিগণের নানা অসুবিধা স্বত্বেও মাল উঠিতে লাগিল। অনন্তর ষ্টেশনের গুমটী পার হইলে বাস পুনরায় থামিল। এখানে ১২ টিন কেরোসিন তেল তুলিতে হইবে। কিন্তু ছাদের উপরে স্থান নাই। কণ্ডাক্টরের আদেশে জনৈক ভৃত্য ঐ তৈলপূর্ণ টিনগুলি ৩য় শ্রেণীর কামরায় উঠাইয়া দিল। আমি এবং আরও কয়েকজন যাত্রী ইহাতে প্রবল আপত্তি করি। কিন্তু তাহারা আমাদের কথায় কোন কর্ণপাত করিল না। একে কামরাটী যাত্রীতে পরিপূর্ণ, ভালরূপে বসিবার স্থান নাই তদুপরি ১২টিন কেরাসিন তেল এবং ১টী ডালের বস্তা ঐ কামরায় থাকাতে আমাদের যে কি অসুবিধা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। রেলের কামরায় কেরোসিন তেলের ন্যায় দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাবার নিয়ম নাই বাসে কি সেই নিয়ম আছে?

টিকেটের এক পৃষ্ঠায় কয়েকটী Rules লেখা আছে দেখিলাম: Please report to the Company any incivility or want of attention or neglect of duty on the part of the Company's servants. তাহাদের মধ্যে একটি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় কোম্পানী কি জানেন না যে তাহাদের বাসে যাত্রীদের ভয়ানক অসুবিধা করিয়াও কর্মচারীগণ নানাপ্রকার মালে বাস পূর্ণ করে?

বাসে আরোহীগণের অনেকের মুখে শুনিলাম বাসের কর্ম্মচারীরা স্থান থাকা স্বত্বেও নিকটের যাত্রী লইতে চায় না। নানাভাবে তাহাদের অপমানিত করে এবং যথেচ্ছ ভাড়া আদায় করিয়া টিকিট দেয় না। স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের উপর পুঁজিপতিদের এই অন্যায় অত্যাচার আর কতদিন চলিবে? জানি, যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য Government এর A. S. F. আছে। তৎসত্বেও এই সব দুরাচার বন্ধ হয় না কেন? বাসের স্বল্পতা এবং যাত্রীর সংখ্যাধিক্য হেতু এই সব অনাচার ও দুর্ভোগ সংঘটিত হয়। সরকার বাহাদুরের আরও বাস চলিবার অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য। আধুনিক কণ্ট্রোলের যুগে গ্রামবাসীগণের সহর আগমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

শুনিলাম উক্ত বাস কোংএর প্রধান পরিচালক মানভূম কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীশ্যামলাল সুরেকা। অন্ততঃ তাঁহার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানে Govtএর আদেশ তথা কংগ্রেসের আদর্শ যথাযথভাবে পালিত হইবে, ইহাই জনসাধারণ আশা করে। কিন্তু অতীব দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় তাঁহার বাসগুলিতেও ভাড়ায় Black marketing চলিতেছে। আমার নিকট টিকিট খানি আছে এবং উহা অপর দুইজন সহযাত্রীর দ্বারা স্বাক্ষর করান হইয়াছে। অন্যান্য বাসগুলিতেও আরোহী-গণকে একই প্রকার দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। আপনার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে যদি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে বাস যাত্রিগণের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ লাঘব হয় তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ইতি—ভবদীয়, শ্রীশশাঙ্ক শেখর মিশ্র
ভবানীপুর গ্রাম ১৭।৮।৫০

---

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
### ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
**পুরুলিয়া।**

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন।
সদর মানভূমে সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভুষণ সুর
অর্গেনাইজার

১১ই ভাদ্র সোমবার } 'মুক্তি' { সন ১৩৫৭ সাল

# মানুষের নীরব ক্রন্দন আজ কে শুনিবে?

আমরা প্রাণহীন হইয়া গিয়াছি। আমাদের যাঁহারা প্রতিনিধিত্বের আসন লইয়া শাসন-পরিচালনার নামরূপ একপ্রকার পরিচালনার কাজের মধ্যে আছেন—তাঁহারাও চেতনহীন দায়িত্ববিহীন হইয়া গিয়াছেন। আর আমাদের স্বরাজ জীবন মানুষের আতঙ্কের জীবন হইয়া উঠিতেছে। স্বরাজ জীবনের পথযাত্রায় যে অপরিসীম বিশৃঙ্খলা, অনা-চার, আত্মবিস্মৃতি ও নিষ্ঠুর সংগ্রহ-বৃত্তির পরিকীর্ণ ক্লেদস্তূপ আজ জাতীয় জীবন-যাত্রাকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে—তাহার বাস্তব-কঠোর পেষণস্পর্শে আমাদের স্বরাজ জীবনের প্রেরণা স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভরসা উদ্যোগ হতাশায় বিলিন হইয়া যাইতেছে। এই স্বরাজ জীবনের পথ-যাত্রার রথ-চক্রে নিষ্পেষিত অগণিত মানুষের বুকফাটা নীরব ক্রন্দন আজ কে শুনিবে?

চির-দরিদ্র পীড়িত জীবনের পরিবেশে আমরা স্বরাজ জীবন সুরু করিলাম। এই জীবনকে পরিবর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে আমরা সভ্য-জীবনের—সমাজ-জীবনের প্রাথমিক একটা ব্যবস্থা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইব—তাহাই আশা ছিল। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। তাহারই অগ্রযাত্রায় ক্রমবর্দ্ধমান বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়া অব্যবস্থার নিত্য-বিপর্য্যয়ে দলিত মানুষের জীবনে আজ যে গ্লানিকর দুর্ভিক্ষের জীবন দেখা দিয়াছে তাহার দায়িত্ব আজ কে লইবে? তাহার প্রতীকার আজ কে করিবে?

প্রতিকার যাহারা করিবে তাহার উত্তর দিতেছে—দুর্ভিক্ষ হয় নাই। মানুষ পশু-খাদ্য ঘাসের বীজ খাইয়া জীবন ধারণের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতেও দুর্ভিক্ষ হয় নাই? তবে আর কখন হইবে? যেখানে বছরের যে কোনো একট ফসল নষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়—যেখানে দুই মাসের আধার জনার হয় নাই, কাজ নাই, ক্রয় শক্তি নাই, সহায়তা নাই—দুই মাস কি করিয়া চলিবে সামনে তাহার কোনো ভরসা নাই—তাহাও দুর্ভিক্ষ নহে? তবে আর দুর্ভিক্ষ কি? স্বরাজ জীবনে দুর্ভিক্ষের এই সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে জানা ছিল না! দুই তিন দিন অনাহারের পর ঘাসের বীজের অনিশ্চিত ভরসায় অগনিত লোক যাহাদের দিন কাটাইতে হইতেছে—তাহাদের সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে হইলে সহায়হীন জঠরের সমস্ত তন্ত্রী মর্ম্মন্তুদ বেদনায় জানাইয়া দিত—দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে।

মানুষকে দুই মুঠা অন্নের জন্য ভিক্ষুকের মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইতেছে—মানুষের মর্য্যাদা লইয়া একথা ভাবিতেও অপমান বোধ হয়। তবু উপায় নাই। আমরা সামাজিক দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই। দুঃখের সহিত আমরা দেখিয়াছি যে, সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্ব আজ যাঁহাদের হাতে সমাজকে তাঁহারা সর্ব্বনিম্ন প্রাথমিক দাবী ও জীবনভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তবু মানুষের বিপর্য্যয়ের দিনে তাঁহাদের কাছে মানুষের হইয়া আবেদন জানাইতে হইবে। কাজের ভার লইয়াও নিজেদের অসামর্থ্যতার বোধ যাঁহাদের নাই—মানুষের দুঃখের পরিমাণ বোধ যাহাদের ধারণায় নাই—তাহাদের চেতনাকে তবু জাগাইতে প্রয়াস করিতে হইবে; তাহাদের কাছে মানুষের মর্ম্মযাতনার আহ্বানে হাত পাতিয়া বলিতে হইবে—মানবতার জন্য ফিরিয়া চাও। আমাদের আজিকার এই অবস্থার মধ্যেই সমাজ-চেতনা জাগাইবার প্রয়াসের সঙ্গে আমাদের দাবী, অধিকার, শক্তি ও সংগ্রামের পথে আমাদিগকে আগাইতে হইবে।

মানুষের কষ্ট যাহা দেখিলাম মর্ম্মন্তুদ। তাহাদের দিন কি করিয়া চলিতেছে, আর কটা দিন কি করিয়া চলিবে—তাহা ভাবিতেও ভয় হইতেছে। সহস্র সহস্র লোক অসহায় শিশু পুত্র সহ নীরবে যে কি দুঃখের দিন কাটাইতেছে—তাহার নীরব ক্রন্দন ধ্বনি মূর্ত্ত হইবার শক্তি লাভ করিলে আজ মানভূমের আকাশ কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু তাহাদের অন্তর আজ কণ্ঠ হারা। তাহা-দের অন্তরের নীরব ক্রন্দন-ধ্বনি আজ হৃদয় দিয়া, প্রকাশের ভাষা দিয়া কে শুনিবে-তাহাই ভাবিতেছি।

আমরা শুনিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি। তবু সমাজের মানুষ হিসাবে, স্বরাজ জীবনের অধিকারী হিসাবে আমাদের বারবার প্রয়াসে নিজেদের দুঃখ বিষয়ে চেতন ও হৃদয়বন্ত হইতে হইবে। সমাজের সেবক হিসাবে সমাজের মানুষকে—সমাজের দুঃখ নিবারণকর্ত্তা হিসাবে সমাজের শাসন শক্তিকে মানুষের নীরব ক্রন্দন শুনিতেই হইবে। তাহাদিগকে শোনাইতেই হইবে। মানুষ না শুনিলে আর কে শুনিবে?

# মানভূমে ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি

## সম্মুখে বিরাট হাহাকার ঘনীভূত

### থানায় থানায় খাদ্যসংকটের মর্ম্মন্তুদরূপ : তৃণবীজ খাইয়া জীবন ধারণ

### গ্রামে গ্রামে নিরন্ন অধিবাসীর অর্দ্ধাহারে অনাহারে কালযাপন

**বিলম্ব হইলেও এখনো সহায়তার জন্য মানবতা'র নিকট আবেদন**

**নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সরকার আগাইয়া আসুন**

**লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জেলা পরিস্থিতি বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত করিয়া যে ভয়াবহ অবস্থা সমূহের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে—তাহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আগামী দু এক সপ্তাহের মধ্যে সহায়তার ব্যবস্থা না করিলে গভীর ও ব্যাপকরূপে মর্ম্মন্তুদ সংকটের বিভৎস রূপ দেখা দিবে।**

জেলায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে চাউল দুষ্প্রাপ্য, দ্রব্যমূল্য সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে—এই সময়ের সহায় জনার প্রভৃতি হয় নাই—লোকে কাজ পাইতেছেনা—কর্জ্জ পাইতেছে না—নিরতিশয় কষ্টে রহিয়াছে এবং জেলার কতকগুলি অঞ্চলে অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়াছে। এই অবস্থা বর্ত্তমানে কিরূপ লইতেছে তাহা সম্যকরূপে জানিবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে অধিকতর পীড়িত অঞ্চলগুলি তদন্তের জন্য কর্ম্মী প্রেরণ করিয়া যে অবস্থা জানা যাইতেছে তাহাতে বুঝাযায়—অবস্থা আরো ভয়াবহ।

**বান্দোয়ান তদন্তের বিবরণে প্রকাশ—গ্রামে গ্রামে খাদ্য একেবারে নাই। খাবারের জন্য লোকে হাহাকার করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। জনার মুগ বহুলোকের হয় নাই—হাতে ক্রয় শক্তি একেবারে নাই—কিছু না পাইয়া বহু লোকে ঘাসের বীজ খাইয়া কোনো ক্রমে জীবন ধারণ করিতেছে—বহু কষ্টে সংগৃহীত অপরিণত জনার যেটুকু পাইতেছে খাইতেছে ; বহুলোকে দু তিন দিন অনাহারে পর্য্যন্ত কাল কাটাইয়া যাহা জোগাড় করিতেছে খাইতেছে। জীবন ধারণ এক নিরতিশয় দুর্দ্দশা, অপমান ও দুঃখের রূপ ধারণ করিয়াছে। বান্দোয়ানে যে অবস্থা—জেলার আরো কয়েকটি অঞ্চলে—পটমদা, চাষ, মানবাজারের দক্ষিণ অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে সেই অবস্থা উপনীত। মানভুমের জীবনে এক নিরতিশয় যাতনা ও বিপদের সময় অতিবাহিত হইতেছে।**

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে—"জেলায় ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপক অনটন ও দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে ক্রমান্বিত আবেদন নিবেদন ও আশঙ্কা জ্ঞাপনের পর্য্যায় চলিতে থাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই আমাদের নিকটতম অধিবাসী মানুষের যে এমন ভীষণ দুরবস্থা দেখা দিয়াছে—আজ তাহা চিন্তা করাও মর্ম্মান্তিক। এখনো যদি সরকার নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে সরকারের বর্ত্তমান পরিচালকদের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকার থাকিবে না। বিলম্ব হইলেও এখনো সরকারের অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের জেলাবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা বিষয়ে জনগণের মধ্যে আন্তরিক সহায়তা, চেতনা এবং অবিলম্বে দৃঢ় জনমত গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান সংকটের অবস্থা আরো কতদুর অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে কি রূপ লইয়াছে তাহা অবগত হইবার জন্য সঙ্ঘের অন্যতম সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বিগত ২২শে আগষ্ট হইতে বান্দোয়ান অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তিনি স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীকুশধ্বজ মাহাত, শ্রীঅটল মাহাত, শ্রীসন্তোষ দাস প্রভৃতির সমভিব্যাহারে বান্দোয়ান হাট, সুপুরুডি, লিকি, মধুপুর, জিতান, গুঁড়ুর, পারবাদ হেতাকল, কাটাগড়া শালবনী ও বাঁসাবুরু পরিভ্রমণ করেন ও শোচনীয় অবস্থার যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন তাহার বিবরণীর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।



**বান্দোয়ান হাটের অবস্থা :**

আমরা ২৩শে আগষ্ট বুধবার বেলা ২৷৷০ টার সময় বান্দোয়ান হাটে যাই। হাটে লোক সংখ্যা সাধারণতঃ যেরূপ হয় প্রায় সেরূপ লোকসংখ্যা দেখি। বহুদিন হইতে বান্দোয়ান অঞ্চলের রিপোর্ট আসিতেছিল—হাটে চাল নাই ; কোনো কোনো হাটে মাত্র ৫।৬ মন চাল আসিয়াছে। মধুপুর হইতে বান্দোয়ানের কাছাকাছি যাইতেই ঝুড়ি মাথায় একটি লোকের সহিত দেখা হইল ; সে উল্লাসে চিৎকার করিয়া বলিল—হাটে আজ চাউল আসিয়াছে—তোমরা কে কে চাউল লইবে—যাও। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম স্থানীয় মাপের পরিমাণে টাকায় একসের। হঠাৎ চাউল আসায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কোর্টের পর হইতে হাটে এতগুলি চাউল এই প্রথম। হাটে গিয়া দেখি প্রায় ৪০।৫০ মন চাউল আসিয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়া বিক্রেতাদের বহুজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তাহারা বাঁকুড়া জেলার রায়পুর, কাঁইসা, রাউতড়া প্রভৃতি জায়গা হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া দুর্দ্দিশার দিনে লাভের আশায় বিক্রয় করিতেছে। লোক কিছু বাঁকুড়ার ও কিছু মানভূমের। মানভূম সীমান্তে ঝিলিমিলিতে তাহাদের ঘুস দিতে হইতেছে বলিল। চালের হাহাকার—চাল দেখিয়া মানুষ উল্লসিত হইয়াছে। বিক্রয়ের ব্যাপার দেখিবার জন্য আমরা অনেকক্ষণ থাকিয়া দেখিলাম—চাল বিশেষ বিক্রয় হইতেছেনা। লোকজনের মধ্যে আলোচনা করিলাম—সকলেই দুঃখের সঙ্গে জানায়—কিনিবার পয়সা বা ক্ষমতা নাই। নিরন্ন অনাহারক্লিষ্ট নরনারী অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়া সামান্য পয়সা কড়ি আনিয়াছে—সস্তায় যদি কিছু পায় লইবে। তরি তরকারীর বাজারও তেমন কিছু নহে। বহু লোক ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহে ফিরিতেছে। হাটে কাপড় বিক্রয়ের অবস্থা দেখিলাম। অবাধ অনাচারের ব্যাপার। এ বিষয়ে পরে লিখিব। হাট শ্রীহীন। হাট হইতে বান্দোয়ান বাজারের দিকে গেলাম।

**সরকারী খাদ্য শস্যের বিক্রয় ব্যবস্থা**

আজকাল মূল খাদ্য শস্যগুলি সবই সরকারী ব্যবস্থার অধীন। সরকারী ভাণ্ডার হইতে কিছু গম, বুট ও কিছু পরিমাণ চাউল বান্দোয়ানের ব্যবসায়ী বিক্রয়ের জন্য পাইয়াছেন। এবং আজকাল কণ্ট্রোলের জিনিষ বিক্রয়ের জন্য তদারক করিবার যে সকল ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে করা হইয়া থাকে—তাহারই সগোত্রীয় একটি ব্যবস্থা মারফত এই খাদ্য শস্যগুলি বান্দোয়ানে বিক্রয় হয় সংবাদ পাইয়া ছিলাম। ব্যাপার দেখিবার জন্য গেলাম। বান্দোয়ান থানার তিনটি লোককে সুপারভাইজার করা হইয়াছে। ব্যবস্থা এই হইয়াছে যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্লিপ কাটিয়া লোককে দিবেন—লোকে সেই স্লিপে নির্দ্ধারিত পরিমাণ শস্য ডিলারের নিকট পাইবে। তদারককারী নিয়োগ ও কার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে যে সকল বিবরণ শুনিলাম এবং আগেও শুনিয়াছি সেই সকল বিষয়ের তদন্তে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিলাম—সেগুলি এখন আলোচনা করিব না, পরে করিব। স্লিপ কাটা বিষয়ে যাহা দেখিলাম তাহাই লিখিতেছি। যেখানে স্লিপ কাটা হইতেছে সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাহা দেখিলাম তাহাকে কোনো ব্যবস্থা বলা চলেনা—অব্যবস্থা ও অনাচারেরই নামান্তর। কোনো নিয়ম নাই—দরকার মত কখনো বলা হয় পরিবার প্রতি ২ সের দেওয়া হইবে—কিন্তু এ বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যতিক্রম করা হয় এবং প্রয়োজন মত ইহাও বলা হয় যে প্রত্যেক পরিবার হিসাবে দেওয়া হইবে কিন্তু প্রয়োজনে বলিতে হয় যে, যে আসিতেছে তাহাকেই দেওয়া হইতেছে। এ সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সকল অনাচার ঘটিতেছে তাহা আমরা জানিয়াছি। এবং এই বিক্রয় ব্যবস্থাও কিছুই নহে কারণ একমাসের মধ্যে মাত্র চাউল ২০০ মন, গম ২৭৫ মন ও বুট ২০০ মন পাওয়া গিয়াছে—যাহা ঐ অঞ্চলের ক্ষুধিত বিপুল জন সংখ্যার চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দলে দলে লোক আসে জনকতক পায় ; বিক্রেতারা যে কটিকে ইচ্ছা দেয়—দেওয়া বন্ধ করে। লোকে রোজ রোজ আসিয়া ঘুরিয়া যায়। এই ব্যবস্থা।

**গ্রামের মর্ম্মন্তুদ অবস্থা**

লোকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিলাম—গ্রামে গিয়া স্তম্ভিত হইলাম। সভ্য সমাজের খাদ্য সমূহের মধ্যে অপক্ক অপরিণত জনার যাহার ফসল প্রায় হয় নাই—তাহা খুঁটিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের বৃথা চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামে গিয়া দেখিলাম কর্ম্মহীন লোক গ্রামে চুপ করিয়া নিজের দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছে—কেহ কেহ গ্রামের মাঠে মাঠে আহার সন্ধান করিতেছে। আহার অর্থে ঘাসের বীজ। কোনো কোনো ঘরের দাওয়ায় খাটে বিছানো গামছার উপরে ঘাসের বীজ শুকান হইতেছে। ঘাসের বীজ দিয়া অনাহারের কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা চলিতেছে!

বহু লোকের সন্ধান পাইলাম যাহারা দু তিন দিন অনাহারের পর ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু আহার্য্য পাইয়াছে। অবস্থা এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, বহু গ্রামের প্রায় সমগ্র অধিবাসী শিশু পুত্র কন্যা সহ দুই তিন বেলা করিয়া উপবাস দিয়া কোথাও ঘাসের বীজ, বনের শিকড় প্রভৃতি খাইয়া দিন কাটাইতেছে—কোথাও বহু আয়াসে ঘরের ঘটিবাটি তৈজস পত্র বেচিয়া, বন্ধক দিয়া কিছু জোগাড় করিতেছে। অবস্থা ভয়াবহ। এইভাবে আর কি করিয়া চলিবে—তাহা ভাবিতে পারা যায় না। অথচ আগামী ফসল না উঠা পর্য্যন্ত দুই মাস এই ভাবে কাটাইতে হইবে।

**অবস্থার রূপ**—এই সময় সাধারণতঃ লোক কাজ পায় না। এই সময়ের ফসল—জনার, মুগ, বিরি, গুঁদলু, বড়ধনা প্রভৃতি খাইয়া ও কর্জ্জ করিয়া এবং চাষের খরচের পর উদ্বৃত্ত ধান্য যাহা থাকে তাহার যোগান দিয়া

লোকের দিন কাটে। এ বছর ধান লোকের হাতে একেবারে নাই—চাষও ধার করিয়া করিতে হইয়াছে আর এবারের ভাদ্রের ফসল রোপনের পর অতি বৃষ্টি হওয়ায় জনারও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শতকরা ১০ হইতে বড়জোর ২৫ ভাগের মধ্যেও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহার অতি অল্প স্থানে জনার হয়—তাহার কিছুই হয় নাই। জনারের আমদানী নাই—তাই লেনদেন নাই—যেটুকু আছে অপরিণত খাইয়া শেষ হইতে চলিল। মুগ অঙ্কুরিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে—অন্যান্য ফসলের অবস্থাও তেমনি। আর কর্জ্জের অবস্থা এই যে, মহাজনে ঋণ দিতেছে না। সরকারী ধান্য খরিদ, বাহিরে চালান প্রভৃতিতে বেশী মূল্য পাওয়ায় মহাজনেরা ধান্য বেচিয়া গ্রামের ভাণ্ডার শূণ্য করিয়াছে। আর যেটুকু ধান তাহাদের হাতে আছে ও যেটুকু কর্জ্জ তাহারা দিতেছে—উহা তাহারা লোকের দুর্দ্দশার অবকাশে মানুষকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করিবার উপায় করিয়াছে। ইহার যে সকল অত্যাচার মূলক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—তাহা পরে জানাইব। এখন কোনোদিকে কোনো কাজ নাই। যদি বা দুই চারিজন কোনো কাজে শ্রমিক নিয়োগ করিতে লোক ডাকিতেছে—দলে দলে লোক হাজির হইতেছে। সুযোগে মজুরীও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। পেটের জ্বালায় লোকে জিনিষপত্র গরু বাছুর ছাগল ভেড়া নিতান্ত কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছে।

**অতিবৃষ্টিতে ক্ষতি** - শ্রাবণের নিদারুণ বৃষ্টিতে বহু ক্ষতি হইয়াছে। বড় বড় আল ভাঙ্গিয়া বহু বহাল জমির ধান মাটি ও পাথরে চাপা পড়িয়া ক্ষেত ও ধানের ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে বহু ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—বহু দেওয়াল ভগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু লোক নিরাশ্রয়। এই সকল অবস্থা লোকে কি ভাবে উত্তীর্ণ হইবে ভাবিতেছে।

**ফসলের ও চাষের অবস্থা**—ধান্যের ফসল ভাল হইয়াছে। যদি নিয়মিত বৃষ্টি হয় তবে ফসল ভাল হইবে। কিন্তু বহু জমি—শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ অনাবাদী থাকিবে। খরচের অভাবে আলের মেরামত ও চাষের যত্নের অভাব হইতেছে। এবং এই সময়ের যে চাষ সুরু হইতেছে—তিল, সরিষা, কুথি, বিরি প্রভৃতি খরচের অভাবে আগাইতেছে না।

**সরকারী উৎপীড়ন**—লোকের এই নিরতিশয় দুঃখজনক অবস্থায় এই সময়ে সরকারী সহানুভূতি ও উপযুক্ত সহায়তা লোকে আশা করিয়াছিল। কিন্তু লোকে দেখিতেছে পুরাতন সরকারী ঋণ আদায়ের জন্য সরকারী পাইক বান্দোয়ান থানায় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। যাহার ঘরে কিছু খাইতে নাই—দু তিন দিন মুগ সিদ্ধ খাইয়া কাটিতেছে—তাহাদের গরু কাড়া ক্রোক করিয়া হায়রাণ করিয়া যে ভাবে ঋণ সংগ্রহ করা হইতেছে তাহার বিবেচনাহীন কাহিনী সমূহও নিষ্ঠুরতা জনক। এই সকলের বিবরণ পরে প্রকাশ করা হইবে।

---

## বিহারের খাদ্যমন্ত্রী সমীপে প্রতিনিধিদল

মানভূমের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জরুরী আবেদন জানাইবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল পাটনায় বিহারের খাদ্য সচিবের সহিত দেখা করিবার জন্য গত ২৫শে আগষ্ট পাটনা রওনা হইয়াছেন। এই প্রতিনিধি দলে সঙ্ঘের প্রধান সচিব শ্রী বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, আইন সভার সদস্য শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত ও লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত আছেন।

সঙ্ঘের পক্ষ হইতে মানভূমের সংকটজনক ব্যাপক পরিস্থিতির ও অত্যন্ত পীড়িত অঞ্চল সমূহের বিস্তারিত বিবরণের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে প্রতিনিধিদল প্রাদেশিক সরকারকে তাহা জ্ঞাত করিয়া অবিলম্বে জেলায় ব্যাপক ও কতকগুলি অঞ্চলে বিশেষ সহায়তা প্রদানের জন্য আবেদন জানাইবেন। জেলায় অতিসত্বর খাদ্য শস্য আমদানীর জন্য ও নিরন্ন কর্ম্মহীন জনসাধারণকে কর্ম্ম দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারকে বলা হইবে। সরকারের সেচ বিভাগের ও জেলাবোর্ডের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের মারফত শ্রমদান করিবার বিভিন্ন পরিকল্পনা খাদ্য মন্ত্রীকে প্রদান করা হইবে। খাদ্য শস্য আমদানী করার সিদ্ধান্ত হইলেও জনসাধারণের ক্রয়শক্তি নাই। খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিক চাহিদার পরিমাণ বিষয়ে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল প্রস্তাব লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অবিলম্বে জেলা হইতে সরকারী ব্যবস্থায় শস্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া সংগৃহীত চাউল জেলায় বিক্রয়ের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইবেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। লোকে ঘাসের বীজ ও অল্প যাহা জনার হইয়াছে তাহার অপরিণত দানা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে—বহু লোকে দুই তিন বেলা অনাহারে কাটাইতেছে। সরকারী সহায়তা ও শ্রমদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তাহা যোগ্য বিধিব্যবস্থায় ও বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মীদের সহায়তায় করার প্রয়োজনীয়তা খাদ্য মন্ত্রীকে জানান হইবে।

বিহারের খাদ্য মন্ত্রীর কাছ হইতে আশ্বাসজনক উত্তর না পাইলে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল ভারতের খাদ্য সচিবের সহিত দেখা করিতে দিল্লী রওনা হইবেন। (নিজস্ব সংবাদ দাতা)

---



## অন্নাভাবে দুরবস্থা

বান্দোয়ান, পটমদা, মানবাজার, বরাবাজার থানার দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের জনগণের অবস্থার বিবরণ দিয়া বহুবার সাহায্যের আবেদন করিয়া পত্রের দ্বারা এবং মুক্তি পত্রিকার মারফত জানান হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতিও মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বরং ঐ শোচনীয় অবস্থাকে এড়াইয়া অসত্য বিবরণ ও অজুহাত প্রকাশ করিতেছেন।

বর্ত্তমানে লোক একাদিক্রমে দিনের পর দিন অন্নাভাবে, অনাহারে থাকিতেছে। দৈনন্দিনের একটি তালিকা দেওয়া হইল। জনসাধারণের অবস্থা কোন পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে তাহাতেই বোঝা যাইবে। অন্নাভাবে, অর্থাভাবে, কৃষিঋণের অভাবে, বীজধান্যের এবং সাহায্যের অভাবে চাষীরা বহু জমি চাষ করিতে পারে নাই। বিঘার পর বিঘা অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। আর্থিক অবস্থা শোচনীয় থাকার জন্য আগে যাহারা কৃষিঋণের টাকা লইয়াছিলেন তাহা আদায় দিতে অক্ষমতার আবেদন জানাইয়াও এবং অনাদায়ে জমি লিখিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাদের গরু, কাড়া ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কত কত লোক জীবন ধারণের জন্য বাংলা দেশে অথবা ঝরিয়ায় কয়লা খনিতে গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আদিবাসী। জনসাধারণের চাপে পড়িয়া ইদানিং সরকারী ভাণ্ডার হইতে যৎসামান্য খাদ্যশস্য উক্ত অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য কিভাবে বিলি বণ্টন হইতেছে তাহা ৩৭শ সংখ্যার মুক্তিতে "বান্দোয়ানে খাদ্য শস্য বণ্টন" নামক প্রবন্ধে বুঝিতে পারা যাইবে। মোটের উপর সমস্ত থানা ব্যাপী অন্নের জন্য, অর্থের জন্য জীবিকার উপায় না থাকার জন্য, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের জন্য এবং গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য বিলি বণ্টনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। একাদিক্রমে দিনের পর দিন পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতার অনাহারে থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। গত বুধবারে (১৬।৮।৫০) হাটে ক্রেতাদের মধ্যে শত করা ২জন চাউল টাকায় /১ সের হিসাবে পাইয়াছিল। বাকী লোকগুলি কেহই চাউল পাইল না। থানায় ব্যবসায়ীদের নিকট প্রেরিত গম, বুট, চাউল যদি একদিন লোকে ২।১ সের কিনিতে পায় তবে আর সে চাউল বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য পাইবে না। বাকী দিনগুলি তাহাকে উপবাস দিয়া দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটাইতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে জনগণের সাহায্যের জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠান প্রয়োজন তেমনি তাহার সঙ্গে শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় জনগণকে কর্ম্ম দিয়া, ঋণ দিয়া সহায়তা দানের একটি ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আর্থিক অবস্থার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে এবং ডিলারের মনোভাব ভাল না থাকার ফলে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত গম, বুট, চাউল প্রভৃতি যে কয়েকটি ভাগ্যবানের টাকা আছে তাহারাই উহা পাইতেছে। যদি কোন প্রকারে ২।১ টাকা কেহ উপার্জ্জন করে তবে তাহাকে কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া ১০।১২ মাইল হাঁটিয়া বহু পরিশ্রমে এক জনের সংস্থানের মত খাদ্যদ্রব্য মাত্র লইয়া ঘরে ফিরিতে হয়। তাহারও উপর আবার যদি স্লিপ বিতরণকারী-বাবুদের অনুগ্রহ হয় তবেই সে পাইতে পারে নতুবা নয়। বান্দোয়ান থানার সমস্ত গ্রামের লোকের পক্ষে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে বান্দোয়ানে যাওয়া কি সম্ভব? দৈনিক বৃষ্টি হওয়ার ফলে নদীতে বন্যা তো লাগিয়াই আছে। এই অবস্থায় হয় লোককে বন্যাতে ঝাপ দিতে হয় নতুবা অনাহারে মরিতে হয়। ১৪।৮।৫০ তারিখে বেলা ২টার সময় থানার সম্মুখে একজন অন্ধ ব্যক্তিকে রাজপথে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, "গত সন্ধ্যায় কিছু খাইতে পাই নাই। অদ্য এখন পর্য্যন্তও পেটে কোন কিছু দিতে পারি নাই। এখন সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতেছে। পা গুলি আর চলিতেছে না।"

বান্দোয়ানের শ্রীসন্তোষ দাস এই সংবাদ থানাতে দেন। তৎক্ষণাৎ একজন সিপাহী আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যান। পরে ছোটবাবু আসেন। শ্রীসন্তোষ

দাস এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে তাহাকে অনুরোধ জানান। অন্ধ হইয়াও এই ব্যক্তি এতদিন নিজের ভরণ পোষন চালাইয়াছে, আজ সে অন্নাভাবে চলিতে অক্ষম হইয়া রাজপথে কেন আশ্রয় লইয়াছে—ইহা চিন্তার বিষয়। এই সব ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলে যাহা ঘটিতেছে তাহারই নমুনা মাত্র। এইগুলির ভিতর দিয়াই অবস্থার গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বাস্তব অবস্থার পরিচয় লইতে গিয়া আজ আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি যে,—অন্নাভাবে শ্রী, সৌন্দর্য্য হারাইয়া জীর্ণ শীর্ণ শরীর লইয়া বহু লোক যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। ইহা আজ স্বাধীন ভারতের অপমান। স্বাধীন ভারতেও কি আজ আমাদের দুর্ভিক্ষের দুঃখ এবং প্রতিকারহীন অসহায়তা উপলব্ধি করিতে হইবে? এই সমস্ত অধিবাসী সাহায্যের জন্য যে সরকারের নিকট আবেদন করেন নাই এমন নহে। কিন্তু নিজের সরকারের কাছ হইতেও এ পর্য্যন্ত সহায়তার কোনো চেষ্টা বা সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব না দেখিয়া নিজেদের কপালের ও জাতীয় জীবনের উপর দোষারূপ করিয়া মর্ম্মন্তুদ জীবন যাপন করিতেছে।

কাপড়ের মূল্যও আজ চরমে উঠিয়াছে। দোকানে গেলে দোকানদার জিজ্ঞাসা করেন—চোখ খুলে নেবে না চোখ বুজে নেবে? চোখ খুলিয়া লইব বলিলে দোকানদার স্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় কাপড় পাইবে না। রাস্তা দেখ। অথচ গাদা গাদা কাপড় তাহাদের দোকানে রহিয়াছে। আজ প্রায় ৮।১০ মাস এমনি ভাবে চলিতেছে। গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই।

ভারতের খাদ্য মন্ত্রী মুন্সীজী নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে "বিহার সরকার যোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই বলিয়াই বিহারে স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।" বাস্তবিকই এখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক সমস্ত দিক দিয়া জটিলতর অবস্থা ধারণ করিয়াছে। বিহারের বর্ত্তমান সরকার যদি এই সমস্ত অভাব অভিযোগের কোন সুব্যবস্থা করিতে না পারেন তবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী তাঁহাদের থাকিবে না। সরকার যদি প্রাণহীন নিশ্চেষ্টের মত থাকেন তবে কংগ্রেস সরকার হিসাবে কংগ্রেসের দায়িত্ব পালনে অসামর্থতার অপরাধ তাহাদের ঘটিবে। আমরা দুঃখের সঙ্গে দেখিতেছি লক্ষ লক্ষ লোকের কাতর ক্রন্দনেও ইহাদের হৃদয় টলিতেছেনা। আজ জনগণকে নূতন শক্তি লইয়া জনগণের প্রতি সেবাপরায়ণ পরিচালকদের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশবাসীর আজ গভীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দেখা দিয়াছে—ইহা জনগণকে আজ বুঝিতে হইবে।

## অবস্থার দিনলিপি :—

খাস বান্দোয়ান এবং সমগ্র বান্দোয়ান থানার চাউলের যে অবস্থা : ৯।৮.৫০ তারিখ হইতে ১৭।৮।৫০ তারিখ পর্য্যন্ত একটি তালিকা।

৯৮.৫০ হাটে সামান্য চাউল আসিয়াছিল। টাকা সের হিসাবে বিক্রী হইয়াছে। ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা ৫জন লোক ২।১ টাকার করিয়া পাইয়াছিল। বাকী লোক হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়।

১০।৮.৫০—সমস্ত বান্দোয়ানে এক মুষ্টিও চাউল কিনিতে পাওয়া যায় না।

১১৮।৫০—এক মুষ্টিও চাউল পাওয়া যায় নাই। জনগণের অবস্থা মর্মন্তুদ। শত শত লোক চাউল কিনিতে না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। দারোগাকে জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই।

১২।৮৫০—তারিখেও চাউলের ঐরূপ অবস্থা। বান্দোয়ানের অধিকাংশ লোক শাক, পাতা প্রভৃতি খাইয়া দিন যাপন করে। আবার অনেকে অনাহারে দিন কাটাইতেছে।

১৩।৮।৫০—তারিখেও ঐরূপ অবস্থা।

১৪৮।৫০—বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের হাতে সামান্য বুট আসিয়াছিল। শত শত লোক উহা ক্রয় করিতে গিয়াছিল। অধিকাংশ লোক পাইল না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। ডিলার বলে এক দিনে এত লোককে দিতে পারিব না। অনাহারীদের কাতর অনুনয়েও কোনো ফল হয় নাই।

১৫।৮।৫০—তারিখে ক্রেতার সংখ্যা বেশী হয়। কতকগুলি লোক পাইল বাকী সকলে ফিরিয়া আসিল। ডিলারের জবাব আগের মত—"এক দিনেই শেষ করিলে চলিবে না। ২০ জনে /২ সের বুট পাইবে। মাত্র ১দিন। গভর্ণমেণ্ট বেশী পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য পাঠাইলে আমরাও বেশী বেশী দিব। নতুবা আমার দ্বারা দেওয়া হইবে না।" দারোগাকে বলিলে তিনি বলেন, আমার কোন হাত নাই।

১৬।৮।৫০ তারিখে উহাও অর্থাৎ ঐ সামান্য বুটের সহায়তাও আর পাওয়া যায় না। ক্রেতাদের সংখ্যা এই দিন খুব বাড়িয়া যায়। কিন্তু কোন কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে না পারিয়া বহু লোকে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে গ্রামের দিকে যাত্রা করিল। হাটে কিছু চাউল আমদানী হইয়াছিল। উক্ত চাউল ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা ২ জন পাইয়াছে। টাকায় ওজনী /১ হিসাবে। বাকী লোকগুলি খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। না খাইয়া মরিতে হইবে বলিয়া আপশোষ করিতে লাগিল। রাত্রিতে এক ট্রাক চাউল লইয়া ইন্সপেক্টার আসেন।

১৭।৮।৫০ তারিখে ৫ শত বরং তারও উপর ক্রেতা চাউল ক্রয় করিতে আসে। প্রায় অর্দ্ধেক লোককে /২ সের করিয়া দেওয়া হয়। বাকী লোকগুলিকে ডিলার বলিয়া দেন চাউল পাইবে না। আর আজ যাহারা পাইলে তাহারা আর পাইবে না। বাকী দিনগুলি কি ভাবে কাটাইবে তাহা আমরা জানি নাই। মার্কেট ইনস্পেক্টারকে এ সম্বন্ধে বলিলে এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে খাইতে পাইতেছে না? সমস্ত লোক এক সঙ্গে বলে যে আমরা কেহই পাইতে পাইতেছি না। ইনস্পেক্টার আবার জিজ্ঞাসা করেন তবে কি খাইয়া আসিয়াছ? আবার লোক জবাব দেয় আমরা খাইতেই পাইতেছি না। ইনসপেক্টার আবার জিজ্ঞাসা করেন কে কে না খাইয়া মরিয়াছে? তিনি বলেন—মরিলে পর তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। তখন জনৈক এক ব্যক্তি বলে যে মরিলে পর ব্যবস্থা করিয়া আর কি হইবে? ব্যবস্থা তো মরিবার আগেই করা দরকার। তাহা হইলে লোক বাঁচিবে। তখন ইনস্পেক্টার বলেন, "আমাকে বলিয়া আর কি হইবে? আমাকে বলা ভুল। তবে বাস্তবিক এখানে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়াছে। সাহায্য পাওয়া দরকার। ডিষ্ট্রীক্ট সাপ্লাই অফিসারকে একখানা দরখাস্ত দেওয়া উচিৎ আমি কালই তার ব্যবস্থা করিব।" উক্ত তারিখে উপস্থিত ক্ষুধার্ত্ত জনতার মধ্য হইতে কতকজনের একটি দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে।

থানার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ২।১ দিনের মধ্যে কোন ব্যবস্থা যদি করা না হয় তবে থানার অবস্থা অতীব সংকটময় হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। জনসাধারণও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই সংবাদ সরকারের নিকট ও জনসাধারণের নিকট জানাইতেছি। খাদ্যাভাবের নিদারুণ কষ্টে পড়িয়া মরিয়া হইয়া কিছু লোকের দ্বারা যদি কোনো বিপর্য্যয় ঘটে তবে সে জন্য জনসাধারণ দায়ী নয়। এ জন্য সরকার ভবিষ্যতের জন্য দায়ী হইবে।

শ্রীরামধন মাহাত, সাং কাঁশবহাল, শ্রীকুঞ্জ মাঝি, সাং ছোঃ পড়্যাশা, শ্রীনরেশচন্দ্র মাহাত, সাং তুলসীডি, শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ সিংহ দেব, সাং গুড়ুর, শ্রীভাকড়ু মাহাত, সাং তুলসিডি, শ্রীযুগলকিশোর মাহাত, শ্রীকালিপদ মাহাত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাহাত, শ্রীভজহরি মাহাত, সাং জিতান।

---

# স্থানীয় সংবাদ

### জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে নিদারুণ অন্নসংকটের সংবাদ : চাল নাই কাজ নাই দুঃসময়ের জনার প্রভৃতিও নাই : জীবন ধারণ সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে :

**চাষ অঞ্চলে**—চাউল পাওয়া দুষ্কর হইতেছে। লোকে কাজ পাইতেছে না কোনো কোনো অঞ্চল হইতে চোরাই চাল আসিয়া চাষের ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইতেছে শোনা যাইতেছে। কিন্তু চাষের অধিবাসী চাউল পাইতেছে না। মূল্য ৩২৲ টাকা মনে উপনীত।

**বরাবাজার অঞ্চল**—বরাবাজার থানায় বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। জনার প্রায় হয় নাই। লোকে কাজ না পাইয়া খাদ্যশস্য কিনিতে পারিতেছে না। অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছে।

**চাণ্ডিল অঞ্চল**—চাউল স্থানীয় সেরে টাকায় পাচ পোয়া। তাহাও পাওয়া কঠিন হইতেছে। মহাজনেরা কর্জ্জ দিতেছে না। অঞ্চলবাসীগণের দিন অতিকষ্টে কাটিতেছে।

**মানবাজার অঞ্চল**—সাধারণভাবে মানবাজার অঞ্চলের অবস্থা খুবই খারাপ যাইতেছে। লোকে কাজ পাইতেছে না। কর্জ্জ পাইতেছে না। মানবাজারের কয়েকটি অঞ্চলের অবস্থা বান্দোয়ানের গুরুতর অবস্থার সমপর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। লোকে দিনের পর দিন অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২।৩ দিন ধরিয়া অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। অবিলম্বে সহায়তা প্রয়োজন।

**পুরুলিয়া অঞ্চলের একটী গ্রাম**—পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত .কড়চা গ্রামে ১৩৬টী গৃহস্থ বসবাস করে। তন্মধ্যে মাত্র ৫টী গৃহস্থের বাড়ীতে চাল ও ধান যাহা আছে তাহাতে তাঁহাদের কার্ত্তিক মাসের ১৫ দিনে পর্য্যন্ত খাবার চলিতে পারে। মাত্র ৩টী গৃহস্থের ১৫ দিনের খাবার চলিতে পারে এই পরিমাণ চাল বা ধান আছে। বাকী ১২৮টী গৃহস্থের বাড়ীতে চাল ধান একেবারে নাই। জনার, গুঁদলু প্রভৃতি শস্য হয় নাই, সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিরি হইলে আশা ছিল কিন্তু মাত্র বীজ যাহা ছড়ান হইয়াছিল তাহাই উৎপন্ন হিসাবে ফিরিয়া পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

গ্রামে কাহারও নিকট উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য নাই। ক্ষেতের কাজও শেষ হইয়াছে অতএব কায়িক পরিশ্রম করিয়া কিছু রোজগার করা যায় এমন কাজও নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতেও ধান চাল খরিদ করিতে পাওয়া যাইতেছে না। কাজও মিলিতেছে না। এই দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া সমস্ত গ্রামবাসী অসহায় ভাবে কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া আছে।

**বাঘমুণ্ডি অঞ্চল**—সুইসা অঞ্চলের নিজস্ব সংবাদ দাতা জানাইতেছেন—২২শে আগষ্ট এ অঞ্চলে খাদ্যাবস্থা অতিশয় সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পৌছিয়াছে। গ্রাম্য নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার সমূহ শ্রাবণ মাসটা অর্দ্ধানশনে এবং বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভাদ্র পড়িবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অনশনের সম্মুখীন হইয়াছে। দু'তিন দিন ছাড়া কোনরূপ যৎকিঞ্চিৎ অন্নের সংস্থান করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা খুব কম নহে।

শ্রমিক শ্রেণী বৎসরের অধিকাংশ সময়েই আধ পেটা খাইতে চির অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। এখনও তাহাদের বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই নিকান, গাছিয়ান্ (ধান গোছান) শেষ হইলে পর তাহারাও মহা সমস্যায় পড়িবে।

আঞ্চলিক খাদ্য সঙ্কটের প্রধান কারণ :—

কয়েক বৎসর হইতেই চাউল অবরোধ আইন কায়েম থাকিলেও উহা কোনদিনের জন্যও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুইসা ও তিরুলডি ষ্টেশন এলাকাগুলি ইহাতে বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুইসা ষ্টেশনের সমীপে তিনটি দোকান আছে। ঐ দোকানগুলিতে দিবারাত্র ১০।১৫ জন চাউল পাচারকারীকে সব সময় দেখা যায়। ইহারা ৩৫৲—৪০৲ দরে টাটা, রামগড় প্রভৃতি এলাকায় অবাধে প্রত্যহ দুইটী আপ ও দুইটী ডাউন ট্রেণে (মোট ৪টী ট্রেণে) চাউল পাচার করিতেছে। পরিবর্ত্তে তাহারা চিনি প্রতি সের ১॥০ (দেড় টাকা) ও আটা ৸০ (বারো আনা) সের দরে আমদানি করিয়া থাকে। চাউল পাচারকারীগণের মধ্যে কতিপয় স্ত্রীলোকও আছেন। অধিকাংশই মুসলমানী। সর্ব্বসমেত সংখ্যা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ হইবে।

পাচারকারীগণ সুইসা ও তিরুলডি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিচিত।

ইহারা ছাড়াও সুইসা ও তিরুলডিতে আরও বহু পাচারকারী আছে। সকলে মিলিয়া চাউলের দরকে অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। এ অঞ্চলে ২৭৲ টাকা মণ দরে যে চাউল লোকে আজকাল ক্রয় করে তাহাকে ঘরে আনিয়া মাপিলে ৩০৲।৩২৲ টাকায় পড়িয়া যায়। বিক্রেতার মাপ এত ছোট। সে চাউল আবার খুচরা বিক্রয় বহু কষ্টসাধ্যে হয়। চার আনা আট আনার চাউল দুর্ল্ভ।

"কংগ্রেস রাজ্যে চোরাবাজারী ও ধনিক বণিক রাজা জমিদারই স্বাধীনতা পাইয়াছে" বলিয়া যে একটা প্রবাদ রটিয়াছে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। চোরাবাজারীরা একে ত বেআইনী মাল পাচার করেই তার উপর রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষও ইহাদিগকে যথেষ্ট সুনজরে দেখেন। ইহাদের টিকিট করিতে বা কোন মালই বুক করিতে হয় না। এক কথায় গ্রামের জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া ষ্টেশন মাষ্টার, পয়েন্টসম্যান, টি টি আই, গার্ড, ড্রাইভার, এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্স, রেল পুলিশ, সিভিল পুলিশ, ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেই ইহাদের "চাঁদির জুতা" খাইয়া আত্মবিক্রীত হইয়া আছে। ইহারই নাম সৌভাগ্য।

**জয়পুর অঞ্চল**—জয়পুর হইতে স্থানীয় ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত মর্ম্মে জানাইতেছেন যে, জয়পুর থানার খাদ্য পরিস্থিতি যে শোচনীয় হইবে ইহা পূর্ব্বেই অনেকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহার প্রতিকারের জন্য চোরাইভাবে চাউল চালান বন্ধ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত ১১।৩।৫০ তারিখে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মহাশয় যখন এখানে আসেন, তাঁহাদিগকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে এবং সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। যাহা হউক, অতীত গত হইয়া গিয়াছে, এস্থানে সে বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বর্ত্তমানে এখানে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার আশু প্রতীকার প্রয়োজন। গত মাস খানেকের মধ্যে এখানে চাউলের মূল্য ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বহু চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে চাউল ৩০৲।৩২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। গত ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট এখানে চাউল একদম পাওয়া যায় নাই। বহু লোক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও চাউলের জোগাড় করিতে পারেন নাই। ঐদিন সমস্ত গ্রামে এবিষয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক গত ২১।৮।৫০ তারিখে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কিছু চাউল উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিপূর্ব্বে গত ১৯.৮।৫০ তারিখে এখানকার চাউলের বর্ত্তমান পরিস্থিতি জানাইয়া জেলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসার, ডেপুটী কমিশনার, কমিশনার ও বিহার প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রীকে শীঘ্র মধ্যে এখানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

চাউলের বর্ত্তমান উচ্চমূল্য এখানকার অধিকাংশ লোকেরই ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। গত শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত চাষের কাজে অনেকেই নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া কোন প্রকারে দিন কাটিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে চাষ উঠিয়া যাওয়ায় অধিকাংশ মজুর এবং গরীব চাষী বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে আয়ের কোন উপায় নাই, অপর দিকে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় বহু লোক বর্ত্তমানে একবেলা খাইয়া, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া, নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে থানার ৪।৫ জায়গায় যে কলেরা চলিতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, খাদ্যাভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

অন্যান্য বৎসর এই সময় জোনার, মাড়ুয়া ইত্যাদি খাইয়াই অধিকাংশ চাষী মজুর এই দুঃসময় কাটাইয়া দিত। কিন্তু এ বৎসর প্রথম দিকে অতি বৃষ্টির জন্য ঐ সকল মোটেই হয় নাই। সেইজন্য অবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে। এই খাদ্যাভাব ও উপায়হীনতার জন্য থানার মধ্যে নানাস্থানে চুরি ডাকাতির হিড়িক বাড়িয়া গিয়াছে। বহু মধ্যবিত্ত পরিবার আজ শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন। এ সম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

সেইজন্য সরকার বাহাদুরের প্রতি এ অঞ্চলবাসীর সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বাস্তব সত্যকে নিছক মিথ্যা গুজব বা প্রতিক্রিয়াশীলদের রটনা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া যেন কতকগুলি লোকের অপমৃত্যুর কারণ না হন।

---

## বস্ত্র সমস্যা

**(প্রাপ্ত)**

অন্ন সমস্যার গুরুভারে বস্ত্র সমস্যা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্ত্র সমস্যাও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

বাজারে ধুতি মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। যদিবা কোনও দোকানে দুই এক খানার দেখা পাওয়া যাইতেছে

তাহাও পরিধানের কথা ছাড়িয়া দিন সাধারণ ব্যবহারেরও উপযুক্ত নহে এবং মূল্যও সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বহু উচ্চে। এই একটী নেহাৎ ধোলাই করা আছে বলিয়াই কাপড় বলিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু যাহা পাওয়া যায় তাহা ইতরভদ্র কাহারও পরিবার উপযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ কাপড়ের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ব্রিটিশ আমলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সময় হইতেই উচ্চ হইয়া কংগ্রেস আমলের পুনঃ নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার পর উচ্চতর পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অধুনা বিগত মহাযুদ্ধকালীন চোরা-বাজারে যে দরে কাপড় পাওয়া যাইত সেইরূপ দরেই কাপড়ের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে কাপড় বাজারে দেখা যাইতেছিল প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ধনী সম্প্রদায় ছাড়া কাহারও প্রচুর পরিমাণে পাইবার উপায় ছিল না। ক্রয় ক্ষমতার বহু উর্দ্ধে কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাকে নিয়ন্ত্রিত মূল্য করিয়া কাপড় বিক্রয় করিলে কি বলিবার আছে?

সে বাজারেও চোরাকারবারীরা নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষাও বেশী লইয়া কাপড় বিক্রয় করিয়া শোষণ চালাইতে দ্বিধা করে নাই। কয়েকটী মামলার রিপোর্টও ইন্‌স্‌পেক্টারের হাত হইতে উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট পৌঁছিয়াছিল কিন্তু এতাবৎ কাল কোন্ যাদুমন্ত্রের দ্বারা সেগুলিকে ধামা চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে তাহা প্রণিধানের বিষয়। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দের প্রথম দিকের ঘটনার ১৯৫০ খৃঃ অব্দের শেষ দিক অবধি যখন কোনও প্রতিকার হইল না তখন বুঝিতে হইবে ইহার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য রহিয়াছে।

গত কয়েক মাস ধরিয়া কাপড় শতকরা ২০৲ টাকা মুনাফার যায়গায় ৩০৲।৪০৲ টাকা এমনকি শতকরা ৫০৲ টাকা মুনাফাতেও বিক্রয় হইতেছে। দেখিবার কেহ নাই। অথচ এই দেখিবার জন্যই ১১ জন ইন্‌স্পেক্টার, একজন এ, ডি, এস, ও, এবং একজন ডি, এস, ও জন-সাধারণের পয়সায় রাখা হইয়াছে। মুনাফাখোরেরাও দেখিয়াছে যে যদি কোনও ইন্‌স্‌পেক্টার মামলা করেও, তাহা হইলেও তাহার দৌড় খুব জোর ডি, এস্, ও, অফিসের হেডক্লার্কের আলমারী অবধি। তাহা ছাড়া আরও সুবিধা আছে, কাপড়ের মামলা যদি আলমারী হইতে বাহিরই হয় তাহা হইলেও কাগজগুলি একবার রাজধানী পাটনা ঘুরিয়া না আসিলে হাকিম সন্দর্শন করিবেন না—করিবার উপায় নাই। কারণ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাপড়ের মকদ্দমা চালু হইতে পারিবে না। এই দীর্ঘকাল অবধি কাপড়ের কেস্ ফাইল করিতে পারে এমন ইন্‌স্‌পেক্টার চাকুরীতে বহাল থাকিলে হয়! অতএব কাপড়ের বাজারে চুরি হোক বা ডাকাতি হোক—চোর বাটপাড়দের ভয়ের কারণ খুব কম। এইরূপ যখন সরকারী ব্যবস্থা তখন কাপড়ের চোরা কারবার যে অব্যাহত গতিতে চলিবেই তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ধান চাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পার্থক্য এইখানে প্রকট যে—ধান চাল নিয়ন্ত্রণ আদেশের কোনওরূপ অমান্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে মামলা চালু করিতে পারা যায় কিন্তু বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমান্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে মামলা চালু হইতে পারে না, কেস্ চালু করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লওয়ার জন্য কাগজ পত্রাদি পাঠাইতে হইবে। অনুমতি আসিলে পর কেস চলিবে। তাহারও আবার জাতিভেদ আছে। ইম্পোর্টার বা হোলসেলারদের বিষয়ে কিছু করিতে হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই করিবেন, তাঁহারাই ইহাদের কর্ত্তা। এরূপ পার্থক্য থাকার হেতু আছে। ব্রিটিশ সরকার মিলমালিক-দিগকে হাতে রাখতে চাহিয়াছিলেন জনসাধারণের দিকে চাহিবার প্রয়োজন ছিল না। তাই এইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেস সরকার কি চাহেন জানিনা তবে সেই ব্যবস্থাই চালু রহিয়াছে। কাপড়ের বাজারে যদি কড়া শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ধাক্কা লাগিবে বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড়ের মিল-গুলিতে। কিন্তু ধান চালের বাজারে কড়াকড়ি হইলে খুবজোর চাষীদিগকে ধাক্কা লাগিবে কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধু চাষীরা উৎপাদিত জিনিষ কি মূল্যে বিক্রয় করিল তাহাতে সরকারের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। চাষীরা বরং যতদূর সম্ভব কম দাম পাউক মিলওয়ালাদের মুনাফার অঙ্ক যেন বাড়ে বই কমে না। কাজেই বাজারে কাপড় যে দরে খুসী অবাধে বিক্রয় হইতেছে। এবং গবর্মেণ্টই এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে ইহার কোন প্রতিকার সম্ভব নহে।

---



## রাষ্ট্র বনাম সমাজ

[ অন্নদাশঙ্কর রায় ]

ভারতের মতো চীনদেশের সমাজও নানা প্রাচীন প্রথার পেষণে চলৎশক্তি হারিয়েছিল। আশা করা গেছল কুওমিনটাং সমাজকে তার চলৎশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু দেখা গেল শক্তি বলতে কুওমিনটাং বোঝে সামরিক শক্তি। বল পরীক্ষার দিন সামরিক শক্তি তার কোন কাজে লাগল না ক্ষমতা চলে গেল কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে কমিউনিষ্টরা ফতোয়া জারি করল—বাল্য বিবাহ বন্ধ হলো, পিতামাতার নির্বন্ধে বিবাহ করা চলবে না, স্বেচ্ছা বিবাহ প্রবর্তিত হলো। বিধবা বিবাহে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হলো। রক্ষিতাবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি উঠিয়ে দেওয়া হলো। গণিকালয় থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গণিকাদের লেখা-পড়া শিখিয়ে হাতের কাজ শিখিয়ে অন্যান্য বৃত্তির উপযুক্ত করে তোলা হলো।

সমাজের অর্ধেক লোক তো নারী। অর্দেক লোক যদি পঙ্গু হয়ে থাকে তা হলে সমাজ কী করে চলৎশক্তি ফিরে পাবে? আর সমাজ যদি পক্ষাঘাতে অসাড় হয় তা হলে রাষ্ট্র কী করে শক্তিশালী হবে? শুধু সামরিক শক্তি বাড়িয়ে? চিয়াং কাইশেক হয়তো তাই মনে করতেন, মাওৎসে তুং তা মনে করেন না। তিনি যেমন শূদ্রশক্তির উদ্বোধন করে জয়যুক্ত হয়েছেন তেমনি নারীশক্তির উদ্বোধন করে জয়ের ভিত্তি দৃঢ়মূল করেছেন। নারী ও শূদ্রের সমবেত শক্তি তাঁকে মহাশক্তিমান করেছে। তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকতেন যে, সমাজ সংস্কারে হাত দেবেন না, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকুক, তা হলে সামরিক শক্তির অতিরিক্ত কোনো শক্তি তাঁর পিছনে থাকত না।

মহাস্থবির চীন এমনি করে পুনর্যৌবন লাভ করছে। দেখতে দেখতে সে এশিয়ার অগ্রগণ্য শক্তিধর হয়ে উঠল। আর কয়েক বছর পরে দেখা যাবে সে ভারতকে শিক্ষাদীক্ষায় ছাড়িয়ে গেছে, অন্নে বস্ত্রে অতিক্রম করেছে। এর কারণ সে সব রকম সামাজিক কুপ্রথার মূল ধরে টান মেরেছে। আর্থিক অব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক কুপ্রথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটা না সরলে আরেকটা সরবে না। সমাজকে ঢেলে না সাজলে আর্থিক সুব্যবস্থা সুদূরপরাহত। সেইজন্যে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হয়। ধর্ম যদি পথ রোধ করে দাঁড়ায় তা হলে ধর্মকেও ঘা দিতে হয়। ধর্মকে যে আফিং বলা হয় তার কারণ ধর্ম নিজের এলাকার বাইরে গিয়ে সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

বাংলা হরিজন—১৯-৮-৫০

---

## চিঠি পত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

### ডিষ্ট্রিক্ট সাপ্লাই ও ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেসের জনসাধা-রণের অভিযোগ নিবারণের নমুনা

মহাশয়,

সরকারি কর্ম্মচারিদের উদাসিনতার একটি বিবরণ প্রমাণ সহ আপনার কাছে পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনার মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

চাণ্ডিল থানা এলাকার চিনির ডিলার জনসাধারণের অসুবিধা ঘটাইয়া চিনির চোরাবাজারি কারবার এ পর্য্যন্ত বেপরওয়া ভাবে চালাইয়া আসিতেছে। আমরা সে বিষয় বহুবার মৌখিক নিবেদন সরকারে বাহাদুরের নিয়োজিত কর্ম্মচারি ইন্সপেক্টার জে, এন্ শুক্লাকে জানাই। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ইংরাজী ৯ই জুন তারিখে হুলমী, ওড়িয়া, শিরুম, রাগড়ুব গ্রামবাসীগণ রেজেষ্ট্রী একনলেজমেণ্ট সহ দরখাস্ত একখানি ডিষ্ট্রিক্ট সাপ্লাই অফিসারকে ও একখানি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে পাঠাই। একনলেজমেণ্ট রসিদ সই হইয়া ফিরিয়া আসে। আমাদের আশা হয় যে হয়ত এই বার একটা প্রতিকার হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিকার না হওয়ায় আপনার মুক্তি পত্রিকার শরণাপন্ন হইতেছি যাহাতে উপরওয়ালাদের নজরে পড়ে এবং এবিষয়ে রীতিমত তদন্ত করিয়া চোরাবাজার-কারীর হাত হইতে জনসাধারণের আবশ্যকীয় জিনিষ কাড়িয়া লইয়া, উপযুক্ত লোকের হাতে অর্পন করেন। আশাকরি এবারও আমাদের অরণ্যে রোদন হইবে না।

রেজেষ্ট্রী রসিদ ও একনলেজমেণ্ট রসিদ ইহার সাথে পাঠাইতেছি। ইহাদের অন্ততঃ একটা উত্তরও দেওয়া উচিত ছিল।

ওড়িয়া হুলমী ও শিরুম রুগড়ুব
গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ থানা চাণ্ডিল, মানভূম।

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
মহাশয়!

গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে গত ১৫।৮।৫০ তারিখে সাহিত্য মন্দিরের চতুর্থ অধিবেশন শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ দেও মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। 'সাহিত্য প্রসঙ্গে' স্বাধীনতা যজ্ঞে বাংলা সাহিত্যের দান এবং বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান সম্বন্ধে আলোচিত হয়। সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এই সাহিত্য মন্দিরের দারুণ অর্থসঙ্কট জানিয়া ইহাকে রক্ষার জন্য স্থানীয় গভর্মেণ্টকে ও জনসাধারণকে ইহার প্রতি সাহায্য ও সুদৃষ্টির জন্য আবেদন জানান।

নিবেদন ইতি—শ্রী[illegible]চন্দ্র ভাণ্ডারী
সম্পাদক

---

## অভিযোগের চিঠিঃ—

মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামের সন্নিকটস্থ বাগডেগা গ্রামে অবস্থিত হিন্দি প্রচারক শ্রীসূর্য্য নারায়ণ চৌধুরী সম্পর্কিত সংবাদ ও তাদ্বিষয়ে অনুষ্ঠিত সরকারী তদন্ত সম্পর্কে কৌতূহলজনক বিবরণ মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী ঐ সকল বিষয়ে নিজ প্রতিবাদ জানাইয়া মুক্তি পত্রিকার নামে অভিযোগ সহ মুক্তিতে প্রকাশার্থ একটি হিন্দি চিঠি দিন ২০ হইল প্রেরণ করিয়াছেন। স্থানাভাবে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই। শীঘ্রই আগামী কোনো সংখ্যায় উত্তর সহ ঐ চিঠি প্রকাশিত হইবে। —মুক্তি সম্পাদক।

---

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মাগুড়া গ্রামে সরকারী পঞ্চায়েত গঠনের ব্যাপারে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার দিকে স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। পঞ্চায়েত গঠনের ব্যাপারে গত ১৭ই আগষ্ট Nomination দাখিলের তারিখ ও ১৮ই আগষ্ট Scrutinyর তারিখ নির্দ্দিষ্ট ছিল। জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট Returning অফিসার হিসাবে উক্ত উদ্দেশ্যে ১৭ই ও ১৮ই তারিখের গ্রামে আসিয়াছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন উপলক্ষে বিপুল জাগরণ বা সাড়া দেখা যায়। ১৫টি নির্দ্দিষ্ট পঞ্চের আসনের জন্য ৩৭ খানা মনোনয়ন পত্র ও মুখিয়ার জন্য ২ খানা—সর্ব্বসাকুল্যে ৩৯ খানা মনোনয়ন পত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল হয়। Nomination form ইংরাজীতে থাকার দরুণ জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইংরাজীতে অজ্ঞতার দরুণ যথাযথ স্থানে এবং যথাযথভাবে সমস্ত জিনিষ পূরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বহু জনপ্রিয় প্রার্থীর Nomination নাকচ হইয়া যায়। মোট ১৩ খানা নাকচ হয়। ইহার ফলে বহু পাড়া প্রতিনিধি শূন্য হইয়া যাওয়ায় এবং গ্রামের একটী বিশেষ অঞ্চল হইতে অধিকাংশ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার দরুণ গ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। বিক্ষুব্ধ জনতা যাহাদের সংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ হইবে তাহাদের মধ্যে হইতে প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত রোহিনী মাহাত ও গ্রামের অনেকে সামান্য ভুল ত্রুটীর জন্য Nomination পত্র নাকচ না করিতে এবং ঐ গুলির বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সানুনয় অনুরোধ জানান। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুরোধ রক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় Nomination পত্র নাকচ কালে গ্রামের আদালত মাহাত (হানই অশ্বারূঢ় অবস্থায় শ্রদ্ধেয় নেতা অতুলবাবুর সত্যাগ্রহে বাধা দিয়াছিলেন এবং জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন) অভদ্রোচিতভাবে গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাধা সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত Nomination পত্র নাকচ ব্যাপারে বিশেষ বাগ্বিতণ্ডা করেন ও দুর্ব্ব্যবহার করেন। ইহার ফলে পঞ্চায়েত অফিসে এক হট্টগোলের সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পঞ্চায়েত অফিস পরিত্যাগ করেন। উপরোক্ত ভাবে পঞ্চায়েত গঠিত হইলে পঞ্চায়েত বিশেষ দুর্ব্বল ও জনসমর্থনহারা হইবে। এবং পঞ্চায়েত গঠনের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। অতএব জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমি যে সব প্রার্থীদের নির্ব্বাচন নাকচ হইয়াছে, তাহাদের মনোনয়ন পত্র পুনর্বিবেচনার জন্য এস, ডি, ও সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীপতিলাল গোস্বামী, মাগুড়া।
২০।৮।৫০

---

## বাসযাত্রীর দুর্ভোগ

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত অভিযোগ সমূহ প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাসের মালকেরা কিভাবে নিরুপায় জনসাধারণকে প্রতারণা ও অত্যাচার করিতেছে,বাস যাত্রিদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি একেবারে লক্ষ্য করে না—এই পত্রে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

গত ১৫ই আগষ্ট বৈকাল ৩॥ টার সময় আমার বাড়ী জয়নগর (৮ মাইল) যাইবার জন্য মহালক্ষ্মী কোং এর হুড়াগামী একটি বাসে আরোহণ করি। Standএ যখন

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )



# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 7 of 1950—1951.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 4 P.M. on 1. 9. 50 of 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 P. M. on 1. 9. 50. in presence of the tenderers or their authorised agents.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 of 50-51 | 1. | Special repairs to damaged culvert in M. 7 of Manbazar Bandwan Road. | 893/- | 50/- | 15. 12. 50 |
| 68 of do | 2. | Storm and rain damage repairs to sweeper's quarters at Manbazar | 270/- | 27/- | 15. 11. 50 |
| 71 of do | 3. | Repairing the Dispensary buildings at Jhalda. | 711/- | 50/- | 15. 12. 50 |
| 80 of do | 4. | Repainting the girder bridge of Chotorjore (including other necessary urgent repairs) in M. 21 of Purulia Manbazar Rd. | 367/- | 37/- | do |
| 81 of do | 5. | Do do do in M. 25 of Purulia Manbazar Road Bherajore. | 395/- | 40/- | do |
| 82 of do | 6. | Do do do of Mathajore in M. 19 of Purulia Manbazar Road. | 670/- | 67/- | do |

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 of do | 7. | Improving the existing opening of the culvert at M. 7/11 of Manbazar Bandwan Road by adding an opening 2′ x 2′ near it. | 566/- | 50/- | do |
| 13 of do | 8. | Painting Utlai bridge at M. 29 of Raghunathpur Raniganj Rd. | 309/- | 31/- | do |
| 17 of do | 9. | Painting Dubra bridge at M. 43 of Raghunathpur Hazaribagh Road | 200/- | 20/- | do |

The details of items and quantities of works to be done may be seen in the District Engineer's office during office hours and the works will be done as far as funds are available.

Cement, if available in stock, may be supplied for the abovementioned works, and the cost will be realised from the contractors.

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum


পুরুলিয়া সহরে

ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

"শ্রীদুর্গা মার্কা"

ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত 'আগ মার্কা'

["আর্জ্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]

আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।

প্রাপ্তিস্থান:
(১) জয়নারায়ণদাস হরিদাস
(২) রামজীদাস ভীমরাজ
পুরুলিয়া।

নিবেদক:
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ
ধানবাদ।
ডিপো:
নামোপাড়া—পুরুলিয়া।


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই ভাদ্র ১৩৫৭, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

ক্ষুধায় মানুষ কাতরে মাগিছে অন্ন
পতঙ্গ সম মরিবে তারা অগণ্য;
তাহলে তোমার ললাটে কিসের জন্য
রাজ-গৌরব-তাজ —
কিসের রাষ্ট্র-জীবন যদি বা
বুভুক্ষু মরে আজ?

—পথচারী

## শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত

যুক্ত প্রদেশের শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া দিল্লী হইতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও ঘোষণা করিয়াছেন।

গত ২৯শে আগষ্ট সভাপতি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিসে ভোট গণনা করা হয়।

সভাপতি পদের জন্য যে তিন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন তাহারা নিম্নলিখিতরূপ ভোট পাইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—১৩০৬ ভোট
২। আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী—১০৯২ ভোট
৩। শঙ্কররাও দেও—২০২ ভোট

---

## বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন

গত ৩০শে আগষ্ট পাটনাতে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণের এক অধিবেশনে পুর্ণিয়ার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু এম, এল, এ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত সভাপতি পদের জন্য সর্বশ্রী প্রজাপতি মিশ্র, মহামায়া প্রসাদ, বৈদ্যনাথ চৌধুরী প্রতিযোগিতা করেন।

শ্রীযুক্ত প্রজাপতি মিশ্র, শ্রীযুক্ত মহামায় প্রসাদের নেতৃত্বে প্রায় ৮০ জন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিকট এই অভিযোগ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন যে—সভাপতি নির্বাচন আইনসঙ্গতভাবে হয় নাই এবং অবৈধভাবে এই নির্বাচন পরিচালিত হইয়াছে। এই নির্বাচন নাকচ করা হউক।

---

### জেলা স্কুলে ছাত্রদলনের সংবাদ

জেলা স্কুলে হেড মাষ্টার কর্তৃক নিরপরাধ ছাত্রদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করার এক সংবাদে সহরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে—এবিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহান্তে আগামী সংখ্যায় বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

### প্রস্তাবিত হাই স্কুল লইয়া বিভ্রাট

জনসাধারণ অবগত আছেন যে জিলা স্কুলের 'ষ্ট্রাইকের পর ঐ স্কুলের বাংলাভাষী ছাত্রেরা তদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল এম, ই স্কুলে ও প্রস্তাবিত হাই স্কুলে যোগদান করিলে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাবে উভয় স্কুলের পরিচালনা ও আবাসগৃহের কর্তৃত্ব প্রস্তাবিত হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর উপর ন্যস্ত হয়। ঐ কমিটী স্কুলের জন্য শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সরকার পক্ষ অনুমোদন দিতে নানাভাবে বাহানা করিতে ছিলেন এবং স্কুলের বাসগৃহ ও এম, ই, অংশটির ব্যবস্থাভার মিউনিসিপ্যালিটিকে ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং কমিটীর উপর এই অধিকার ন্যস্ত থাকা বেআইনী হইবে জানান। কমিটী এই আদেশকে বেআইনী মনে করিয়া ইহাতে রাজী হন না। ইত্যবসরে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ এম, ই বিভাগের শিক্ষকদের সহযোগে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে অবাঞ্ছিতভাবে অধিকার স্থাপনা করিয়া স্কুলের সমগ্র ব্যবস্থা লইবার চেষ্টা করিতেছেন। ম্যানেজিং কমিটী এইরূপ আইন বহির্ভুত দখল প্রতিরোধ করিবার সংকল্প লইয়াছেন। সহরবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। অবস্থার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। বিশদ সংবাদ পরে দেওয়া হইবে।

---


# WANTED

A Competent Hindi-knowing Matriculate for Proposed Bikramaditya High English School, at Ichagarh P. O. Patkum (Manbhum). Boarding and Lodging free. Pay Rs. 45/- per month plus usual dearness allowance. Apply with full details of experience to :

Mr. S. Deb,
Proprietor Patkum Estate
Patkum House,
P. O. Purulia.





# 'মুক্তি'

১৮ই ভাদ্র সোমবার সন ১৩৫৭ সাল


## অনাহারে মৃত্যু

ভারতবর্ষে নানাস্থানে খাদ্যাবস্থার শোচনীয় পরিণতি-স্বরূপ অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি মানভূম জিলাতেও দু একটি স্থানে এরূপ মৃত্যু হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে।

অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইলে বা মন্ত্রীদের জানান হইলে তাহারা সাধারণ ভাবেই এ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে—ইহা সত্য নয় কেবল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা করা হইতেছে। তাহারা ইহাও বলেন যে—লোকে অপুষ্টিতে, কম আহারে বা অসুখে মরিতেছে—খাইতে না পাইয়া মরিতেছে ইহা হইতেই পারেনা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনাহারে মৃত্যু আমাদের দেশে নুতন নয়। বৃটিশ আমল হইতেই ইহা দেশের সাধারণ ঘটনা হিসাবেই চলিয়া আসিতেছে। দেশের যে সংখ্যক লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। বেশীর ভাগ লোকেই অর্দ্ধাশনেই অর্থাৎ একবেলা খাবারে কাটাইত এবং তারমধ্যেই অনেকে বাস্তবিক পক্ষেই খাদ্য জুটাইতে না পারিয়া মরিত। ইহা ছিল স্বাভাবিক অবস্থা এবং অবস্থা কোন প্রকারে একটু খারাপের দিকে গেলে দলে দলে লোক না খাইতে পাইয়া মরিত।

তখন এ অবস্থার সম্বন্ধে আমরা দায়ী করিতাম বিদেশী শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে। বাস্তবিকই তাহাই ছিল। সুজলা সুফলা ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন শোষণের দ্বারাই অতি দরিদ্র অবস্থায় পরিণত করা [illegible]য়াছিল। অন্নপূর্ণাকে ভিখারী করা হইয়াছিল। [illegible]শন অর্দ্ধাশন ও দারিদ্র ভারতের সাধারণ অবস্থা হইয়া [illegible]য়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ঘটিলে দুর্ভিক্ষ বলা হইত।

স্বাধীনতা লাভের পরেও সে অবস্থাকে পরিবর্ত্তন [illegible]তে কিছু সময় লাগিতে পারে ইহা সত্য কথা। তবে [illegible]শের নেতৃবৃন্দ বা শাসকবৃন্দ ঠিক পথে তাহার পরি[illegible]নের জন্য চেষ্টিত হইলে ইহা অচিরেই পরিবর্ত্তিত [illegible]তে পারিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা দেখা [illegible]তেছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে [illegible]প পরিবর্ত্তনের কোন প্রচেষ্টাই নাই—কোন দৃষ্টি[illegible]ই নাই। ইহারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে—[illegible]মরা যখন শাসন করিতেছি তখন দেশে খাদ্যাভাব [illegible]তেই পারেনা, যদি কোথাও খাবার কষ্ট হয় তাহা [illegible]শের লোকের দোষে হইতেছে এবং যাহারা একথা বলে [illegible]হারা আমাদের অর্থাৎ গবমেণ্টকে ভাল চক্ষে দেখিতেছেনা। অনাহারে মৃত্যু? এ একটা মিথ্যা কথা এ হইতেই পারেনা।

ভোগ বিলাসের অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া আমাদের দেশের শাসন অধিকারীরা দরিদ্রের অনশনকে তুচ্ছ করিতে পারেন এবং বিলাস জীবনের ইহা স্বাভাবিক ধারা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—কিন্তু স্বরাজ জীবনের চেতনা তাহা মানিবে কেন? ক্ষুধার্ত্তেরা আজ কলরোল তুলিয়াছে। বহু মূল্যবান প্রাসাদের অলিন্দে ভোগ্য পরিবৃত হইয়া যাঁহারা আজ পরিচালনার আসনে আসীন, উপবাস ক্লিষ্ট বুভুক্ষু দরিদ্রের মৃত্যু যন্ত্রণার মর্ম্মবাণী তাঁহাদের কাছে আজ কি আহ্বান বহন করিবে? পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া যদি কোনরূপে কোন কাতর আর্ত্তনাদের অস্পষ্টধ্বনিও তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে তবে তাহা তাহাদের নিশ্চিত আনন্দে তাল ভঙ্গ করিতেছে বলিয়া তাহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা বিতরণের আশ্বাস দিয়া তাহাদের চুপ করাইবার চেষ্টা হয়তো কোথাও চলিতেছে মাত্র। দুর্ভিক্ষের মর্ম্মভেদী বিপর্য্যয়ের প্রতিরোধ-লক্ষ্যে জীবন-আলোড়নকারী সংগ্রামের সে প্রাণ কোথায়?

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের হর্ম্যতল হইতে অনশন ক্লিষ্ট জীবনের পর্য্যায়ে নামিতে হইবে। তবেই উপলব্ধি হইবে—অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা কি এবং কিভাবে ঘটিতেছে। জনগণের ইহা দাবী, ভিক্ষা নয়। জনগণের প্রতিনিধিরা স্বতঃই ইহা করিবে দেশ ভাবিয়াছিল। কিন্তু সে কর্ত্তব্যও আজ উপেক্ষিত—অধিকন্তু তাহাদের দুর্দ্দশাকে, খাদ্যাভাবে তাহাদের বাস্তব মৃত্যুকে অস্বীকার করার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের এই কর্ত্তব্যহীনতার ও দায়ীত্বকে অস্বীকার ও এড়াইবার যে প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহাই সর্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক।

দেশে অনাহারে মৃত্যুর দুর্ঘটনা আরম্ভ হইয়াছে—সরকার এখনও চেতন না হইলে—ব্যাপক অনাহারের মৃত্যু জনগণের জীবনকে অভিশপ্ত করিবে। এবং এই অনাহারে মৃত্যুর তাপদহন যে শুধু তাহাদের জীবনাবসানের সঙ্গেই শেষ হইবে তাহা নয়—ইহা বর্ত্তমান রাষ্ট্রজীবন বা রাষ্ট্র ধারারও মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

আজ ভাবিবার কথা—লোকে আজ এরূপ নিরাশ যে, রোগের প্রতিষেধ দিতে গেলে—মৃত্যু হওয়ার ওষুধ চায়। লোকে ইচ্ছা করিয়া অনশন করিতেছে না; অন্নাভাবে উপবাস করিতেছে ও মরিতেছে। নিদারুণ অন্নাভাব না থাকিলে এই সকল মৃত্যু ঘটিত না। ইহাকে অস্বীকার করিলেও ইহা চাপা থাকিবেনা এবং প্রকৃতির হিসাবের খাতাতেও মানুষের অনাহারে এই মৃত্যুর ফলে যে দেনা জমা হইয়া চলিয়াছে—তাহার দায়ীত্বের জবাবদিহি একদিন প্রকৃতির কাছেও দিতে হইবে।

---

# জেলা খাদ্য-পরিস্থিতির মর্ম্মন্তুদ রূপ

## অবশেষে অনাহারে মৃত্যু ঘটিল

### চাষ থানায় অনাহারের ফলস্বরূপ ১০ জনের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ

### লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী দ্বারা তদন্তে সংবাদের সত্যতা সমর্থিত

### পটমদা বান্দোয়ান ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অবিরত মর্ম্মান্তিক বিবরণ

### সত্বর সহায়তা চাই, কাজ চাই, চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা চাই

### সরকারের সহিত যোগাযোগ ও সত্বর সহায়তা লাভের চেষ্টা

**চাষ থানা হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ কয়েকদিন ধরিয়া পুরুলিয়ায় ছড়াইতেছিল। লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদ্বারা তদন্তে ইহার সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে ও বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে- ক্রমাম্বিত অনাহারের ফলে জীবনীশক্তিহীন মানুষ মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কাল কাটাইতেছে। মৃত্যুর জন্য সামান্য আঘাতের অপেক্ষা মাত্র। ইতিমধ্যে ১০ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং জেলার বিভিন্নস্থানের যে সংবাদ তাহাতে এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার বিস্তার হইতে সম্ভবতঃ আর দেরী লাগিবে না। চাষথানার অবস্থা মর্ম্মান্তিক। অনাহারে মৃত্যুর সংবাদগুলিতে জানা গিয়াছে- কোথাও বা অন্ন সংগ্রহে অসামর্থ্যতা হেতু ক্ষীণ-প্রাণ-দেহ-বিশিষ্ট লোকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শুকাইয়া—অন্তরে শোষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কোথাও বা কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর হঠাৎ আহার্য্য পাইয়া খাওয়ার ফলে নিয়ত উপবাস-ক্লিষ্ট ক্ষীণ-জীবনশক্তি-সম্পন্ন শরীরে উহা মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।**

লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বিগত ২৬শে, ২৭শে আগষ্ট প্রতিনিধিদল পাটনায় খাদ্যমন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সহায়তা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর কার্য্যকরী পন্থা বিষয়ে পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন ঘটায়, বিগত ৩১শে আগষ্ট রাঁচিতে ঐ প্রতিনিধিদল উক্ত মন্ত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। কার্য্যকরী কিছু সহায়তা দিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া খাদ্যমন্ত্রী ৫ই আগষ্ট ও রাজস্বমন্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যে পুরুলিয়া আসিবেন জানাইয়াছেন। লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সরকারী কার্য্যধারার অভিনব বিধিব্যবস্থা সমূহের গণ্ডী পার হইয়া সহায়তা ক্ষেত্রে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত বিশেষ ভরসা না রাখাই উচিত।"

**চাষে তদন্ত**—অনাহারে মৃত্যুর সংবাদের সত্যতা তদন্তের জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের অন্যতম সচিব শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য চাষের সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি পরিদর্শন করেন ও তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী এ বিষয়ে সংবাদ দেওয়া হইতেছে।

**কুশলবাঁধার মর্ম্মন্তুদ সংবাদ**—চাষ থানার গড়গাপার অঞ্চলের কুশলবাঁধা গ্রামের বিলাসিনী অনাহারে মারা গিয়াছে। বিলাসিনীর স্বামী ধোকল তুরী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত। সে কিছু রোজগার করিতে পারেনা। বিলাসিনীই জাতীয় বৃত্তি করিয়া ও শ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিত। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে না পারায় কোনও খাদ্য জুটাইতে পারে নাই। যাহা সামান্য পাইত তাহা দুটি ছেলে একটি মেয়ে ও তাহার স্বামীকে খাওয়াইত। ফলে সে অনাহারে ঝিমাইয়া প্রাণত্যাগ করে। এখনও এই গ্রামের অনেকের সেই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে।



**টুগরীর মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা**—দামোদর নদীর কিনারে—টুগরী গ্রামের বন্ধু কামার অন্নাভাবে মারা গিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু জুটাইতে পারে নাই।

**রাণীপুকুরে অনাহারের ভয়াবহ পরিণাম**—চাষ থানার গড়গাপার অঞ্চলের রাণীপুকুর গ্রামে মনসা পূজার ৪দিন আগে মাছিন্দী ধোবা, গুহিরা ধোবা, আকুল ধোবার ছেলে, শম্ভু ধোবার স্ত্রী, রামডির তুলসী কুইরী ও তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। প্রথমতঃ তিনদিন যাবৎ তাহারা কোনও খাদ্যদ্রব্য জুটাইতে পারে নাই; পরে ৪র্থ দিন গ্রামের বাবুলাল রায় তাহাদিগকে কিছু ধান দেন ঐ ধানের আতপ চাউলের মাড় প্রস্তুত করিয়া তাহারা মরা পেটে পেট ভরিয়া খায়। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের গা বাহিয়া ঘাম পড়িতে থাকে—পরে ঠাণ্ডা হইয়া মারা যায়।

**উকরিদের দুর্ঘটনা**—চাষ থানার অন্তর্গত উকরিদ গ্রামে গত ২২শে আগষ্ট ২ জন স্ত্রীলোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তদন্ত করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে গত ১৯শে হইতে অন্নাভাব বশতঃ উপবাসে ছিল এবং ২২শে কিছু ছোলা জোগাড় করিয়া খাইয়াছিল, যাহার ফলে হজম করিতে না পারিয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

**ক্ষুধিতের হতাশা: আমরা বাচিয়া কি করিব**—চাষ থানার ধানডাবর গ্রামে কলেরা দেখা দিলে পুরুলিয়া হইতে হেলথ্ অফিসারগণ প্রতিষেধক টীকা দিতে যান। কয়েকজন মজুর ও কৃষক টীকা লইতে চায় না, তাহারা বলে যে—মরিয়া যাইবার কোনও ঔষধ আছে তো আমরা নিতে পারি—ঘরে ছেলে মেয়েরা না খাইয়া মরিবে—আমরা কলেরায় বাঁচিয়া কি করিব। নিজে খাইব কি আর অন্যদের খাওয়াইব কি করিয়া। ডাক্তার বাবু বলেন তোমরা টীকা না লইলে অপরের ক্ষতি হইবে—তখন তাহারা টীকা লইতে রাজি হয়।

**জনগণের মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও সরকারী মনোভাব**—এই অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। রাণীপুকুর, কুশলবাঁধা, টুগরী প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে অন্নাভাবে লোক মারা গিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থায় খাদ্য শস্য পাওয়ার আশায় থানার গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে। জেলার ডেপুটি কমিশনার গত ১৮।৮।৫০ তারিখ চাষ এলাকা পরিদর্শন করিতে আসিয়া থানায় ও ডাক বাংলায় চাষের জনকতক মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। উক্ত বৈঠকে শ্রীমিশ্রীলাল জায়শোয়াল নামক জনৈক হিন্দী প্রচারক বলে যে, হুজুর এখানে বড় অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে—চাউলের দর টাকায় একসের তাহাও আবার পাওয়া যাইতেছেনা। এই কথা শুনিয়া ডেপুটি কমিশনার "তোমরাই ব্লাক মার্কেট করিতেছ ইত্যাদি অপমান সূচক বাক্য বলিয়া শ্রীমিশ্রীলালকে ভৎসনা করে ও বলেন যে অন্নকষ্টের কথা জনসাধারণ তো কেহ কিছু বলিতেছে না। উক্ত বৈঠকে ডেপুটি কমিশনারের যে কয়জন ভাড়াটে লোক চাষের তরফে ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়াছিলেন তাহারা—উচ্চবাচ্য করিবার সাহস করেন নাই।

সরকারী চাউল পাইবার আশায় কয়েকজন মিলিয়া একটি আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতে গিয়াছিল। তাহার ঐ মনোভাব দেখিয়া তাহা দেয় নাই। ইহারাও ঐ ভাড়াটেদেরই অনুকল্প।

জনৈক মৌহুমী ভাড়াটে ডেপুটি কমিশনারকে বলে যে এ অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে অনেকের ধান আছে তাহা সরকারী হেপাজতে আনিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হৌক, থানার কংগ্রেস প্রমুখেরা তাহাতে মৌন সম্মতি দেয়। ডেপুটি কমিশনার সত্বর তাহার অনুসন্ধান দিতে বলে।

**পটমদা থানার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি**—২৬শে আগষ্ট তারিখে পটমদা থানার মাচা গ্রামের সরকারী খাদ্য শস্য বিতরণ কেন্দ্রে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। মাচা গ্রামে গবর্মেণ্ট হইতে বর্ত্তমানে একটী নূতন খাদ্য শস্যের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই স্থানে বর্ত্তমান সপ্তাহে মাত্র ৫০/ মন চাউল ও ৫০/ মণ গম বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতীব কম। এই থানার বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থা এতদূর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে দৈনিক ৪৫ শত মন খাদ্য শস্যের প্রয়োজন।

প্রতিদিন হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারী খাদ্য শস্য কেন্দ্রে আসিয়া তাহাদের প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অদ্য গভর্ণমেণ্ট সুপারভাইজারের সহিত চালের শ্লিপ লইয়া জনতার এক ঝগড়া উপস্থিত হয় এবং উহা শেষে মারামারিতে পরিণত হয়। থানা হইতে পুলিশ আসিয়া প্রহ্লাদ দাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। থানার পরিস্থিতি দিন দিন আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ৩০।৩৫৲ মণ দরেও চাউল মিলিতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষকে বহু আবেদন করিয়াও কোন সন্তোষজনক ফল হইতেছে না। অবস্থা সংকটাপন্ন।

**তুলিন সংবাদ: ভিখারীর প্রাবল্য**—গত চার পাঁচ বৎসর তুলিন গ্রামে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভিখারী প্রায় দেখা যায় নাই। অধুনা প্রায় মাসাধিক কাল হইতে ক্রমবর্দ্ধমানরূপে ভিখারী দেখা যাইতেছে। ইহারা সকলেই চারিদিকের গ্রামের বাসিন্দা। চাল ৩০৲—৩৫৲ টাকা মণ, আলু দুষ্প্রাপ্য কুমড়া মণ ১০৲ কচু ১২॥০, জোনার একেবারেই নাই, অবস্থা গুরুতর।

**পাড়া অঞ্চলের সংবাদ**—এই অঞ্চলের লোকের দুর্গতির সংবাদ আসিয়াছে—আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত সংবাদও আগামী বারে থাকিবে।

———

# বলরামপুরে ঘোরতর পরিস্থিতি

## সশস্ত্র উপদ্রবকারী দলের অবাধ গুণ্ডামী, লুণ্ঠন ও মারপিট

## ব্যাপক অরাজকতায় সমগ্র থানার গ্রামবাসিগণ সন্ত্রস্ত

### দীর্ঘদিন ধরিয়া স্বেচ্ছাচারিতার বহু ঘটনার পর অবস্থা চরমে উপনীত ঃ বহু গ্রামবাসী প্রহৃত, পুলিসের লোক আহত ঃ সরকারী নীতির বিষময় ফল উপনীত

### অবশেষে বাধ্য হইয়া মিলিটারী পুলিস বলরামপুরে প্রেরিত

**বলরামপুরের ১৮।২০টি গ্রামে উপদ্রবকারীগণ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহকারে বিভিন্ন গ্রামে লোকের উপর চড়াও করিতেছে—মারপিট, লুণ্ঠন করিতেছে—গ্রামগুলিতে ঘোর অরাজকতা চলিতেছে—এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে অভিযোগ আসিতেছিল ইদানীং অকস্মাৎ কয়েকদিন ধরিয়া এই সকল অভিযোগের কাহিনী পুরুলিয়ায় ক্রমাগত আসিতে আরম্ভ করে। এ বিষয়ে বিহারের মন্ত্রীদের নিকট সত্বর প্রতিকারের জন্য জানাইতে লোক প্রেরণ করা হয়; এবং ক্ষিপ্র ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে ৩১শে আগষ্ট আমারু গ্রামে তদন্তে যাইয়া এক রাইটার কনেষ্টবল ও পুলিস গুরুতর রূপে আহত হন এবং উপদ্রবকারীরা অধিকতর সংখ্যায় দলবদ্ধভাবে উত্তেজিত হইয়া ঘুরিতেছে; অবস্থা বিঘ্নসংকুল; তজ্জন্য ১লা সেপ্টেম্বর মিলিটারী যায় ও রাঁচি হইতে গুর্খা মিলিটারীও ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়।**

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এই উপদ্রব ক্ষতি ও অশান্তির দিক দিয়া বর্ত্তমানে থানাবাসীর পক্ষে ভয়াবহ হইলেও—বাস্তবতঃ শক্তি ও ভিত্তির দৃষ্টিতে ইহা বিশেষ কিছুই নহে। প্রতিরোধের প্রতি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শাসন বিভাগ ইহাকে অবাধে চলিতে দিয়া ভয়াবহ রূপ লইতে সুযোগ দিয়াছেন। সরকারের যথার্থ প্রতিরোধের ইচ্ছা থাকিলে সহজেই ইহার অবসান হইতে পারে।"

লোক সেবক সঙ্ঘের অফিসে প্রাপ্ত ঘটনার সমুদয় ব্যাপার অনুধাবন করিয়া সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ঘটনার উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বলেন যে—'১৯৪২।৪৩ সালে বলরামপুরে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের দ্বারা গঠিত যে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হয়—তাহাই ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হয়। তাহাদের ক্ষেত্র তথা প্রভাব উল্লেখযোগ্য ছিল না; তথাপি সঙ্ঘগুলির পশ্চাতে দু একজন কম্যুনিষ্ট কর্মী থাকিয়া পরিচালনা করিতে থাকে এবং ১৯৪৬ সালে হিংসাত্মক উপদ্রবের কার্য্যরূপে গোবিন্দপুরে ধান্য লুঠ করে। এবং পুলিসের কবলে না পড়ার জন্য লুকাইয়া কাজ করিতে থাকে। ১৯৪৮ হইতে জিলায় হিন্দী প্রসারের অঙ্গস্বরূপ সরকারী সহায়তায় আদীবাসী-উত্তেজনা সৃষ্টির যে সকল কাজ চলিতেছিল, বলরামপুরের কমিউনিষ্ট পরিচালিত কার্য্যধারাও সেই আদীবাসী উত্তেজনার রূপ পরিগ্রহ করে। সেই সময় ভারতে ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট ধরপাকড়ের কাজ সুরু হয়। বলরামপুরের ঐ সকল কাজের পাণ্ডা একজন কমিউনিষ্টকে ধরার জন্য ডেপুটিকমিশনার ফৌজ লইয়া এক গ্রাম ঘেরাও করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, কমিউনিষ্ট ধরা পড়িল না। তাহার পর হইতে কমিউনিষ্টদের প্রবর্ত্তিত কাজের ধারা জেলায় প্রবর্ত্তিত আদীবাসী উত্তেজনার রূপ লইয়া আরো বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। মারপিট লুণ্ঠন, আদীবাসীদের দ্বারা জমি লুণ্ঠন



প্রভৃতি হইতে লাগিল। লোকে আতঙ্কিত হইয়া থানায় ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেটদের ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের তদন্তে গমনাগমন হইতে লাগিল। তাহাতে দুর্ব্বৃত্তদের কাহারও কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা হইল না। বরং দুর্ব্বৃত্তরা আরো উৎসাহিত ও অবাধ উপদ্রবের অধিকার লাভ করিল। নিগৃহীতরা সহায়তা চাহিলে আরো বিপদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। এবং অবশেষে লোক ব্যাকুল হইয়া ডেপুটি কমিশনারের দ্বারস্থ হইল। পরিবর্ত্তে ডেপুটি কমিশনার ক্রোধান্বিত হইয়া অভিযোগ আনয়ন করার জন্য এমন অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিলেন যে—প্রতিকার প্রার্থীগণ পালাইয়া বাঁচিলেন। এই প৺ ভূমিকায় আমাদের বিষয়টি বিচার করিতে হইবে। এই অবস্থা-ধারা ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাপার অনুধাবন করিয়া আমাদের অভিমত এই যে, জেলায় অবাঞ্ছিত কার্য্যধারার উদ্দেশ্য সাধনে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়ভাবেই হউক বা সক্রিয়ভাবেই হউক কমিউনিষ্টদের উপদ্রবের কাজ করিবার সুযোগ দিতেছেন এতদুদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে উহাদের প্রভাব স্থাপনকে সহ্য করিতেছেন এবং সমস্ত উপদ্রবকে অবাধে চলিতে দিয়া অবস্থাকে সংকটতর করিয়াছেন। অপরপক্ষে বলরামপুরের ক্ষেত্রে যে দু একজন কমিউনিষ্ট আছেন তাঁহারা সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহাদের লক্ষ্য বহির্ভূত ভাবে সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের কার্য্যধারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং হিংসাত্মক কার্য্য পদ্ধতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিলেও জেলার এই সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যে হিংসাত্মক কার্য্যধারা অবলম্বন করিয়া আদিবাসী-উত্তেজনা কাজের সহিত সরকার বিরোধী আন্দোলন মিশ্রিত করিয়া এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। জনপ্রভাব লাভের জন্য তথাকথিতভাবে এই সরকার বিরোধী রূপ রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকিতে পারে এবং অপরপক্ষে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সহ্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকিতে পারেন। ইহা এক বিচিত্র অবস্থা। ইহার যথার্থ তদন্ত প্রয়োজন।

"শাসন বিভাগের প্রতিরোধ শক্তির দৃষ্টি দিয়া বলরামপুরের এই ব্যাপার বিশেষ কিছুই নহে। ইহাকে বাড়িতে দিবার সুযোগ দিয়া, ঐ অঞ্চলবাসীর উপর অবাধ অত্যাচার চলিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে দিয়া মানুষের নিরাপত্তা ও স্বার্থের দৃষ্টিতে অবস্থা গুরুতর করিয়া তোলা হইয়াছে। দু একজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী যথেচ্ছাচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আদিবাসীদের ভিতর উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া দলবদ্ধভাবে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর পীড়ন কার্য্য চালাইতেছে এবং থানাবাসীর প্রতি বর্ত্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক কোনো শক্তি বা ভিত্তি নাই। সরকারের নিষ্ক্রিয়তাই ইহার শক্তি। অবাধ পীড়নের যথেচ্ছাচার বন্ধ করিবার ইচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষের থাকিলে নিতান্ত সহজেই ইহার অবসান হইবে।'

"এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এ বিষয়ে বিহার মন্ত্রীদেরও ঘটনা পূর্ব্ব হইতে জানান হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রতিরোধে তাঁহাদের মনোযোগ থাকিলে অবস্থার এই ভয়াবহ রূপ ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকার সাহস অবলম্বন সম্ভব হইত না।"

### বলরামপুর পরিস্থিতির বিভিন্ন ঘটনা

এই সম্পর্কে মুক্তি অফিসে যে সকল তথ্যাদি আসিয়াছে তাহার বিভিন্ন দিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি এই সংখ্যায় দেওয়া হইতেছে। বিশদ বিবরণ সমূহ পরে বিবৃত হইবে। সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি এই :—

### সাধারণ অবস্থা

বলরামপুর থানায় বলরামপুরের সন্নিকটবর্ত্তী জুরাডি, ডমনজোড়, কানা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া এই উপদ্রবকারীর দল গঠিত হইয়াছে। ৬।৭ টি গ্রামে উহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি এবং ১২।১৩টি গ্রামে উহাদের প্রভাব রহিয়াছে। কতকগুলি গ্রামের প্রভাবশালী লোকেরা দলের প্রধানরূপে কাজ করিতেছে। মজদুর সঙ্ঘ নামে কাজ চালান হইতেছে। প্রধানরা তাহাদের প্রভাব ও উপদ্রব দ্বারা গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্ঘের অধীনস্থ করিতেছে। লুঠপাট দ্বারা ও সঙ্ঘের সদস্যের চাঁদা দ্বারা অর্থভাণ্ডার করা হইতেছে। এইসব ব্যবস্থার সুযোগকারী কয়েকটি গ্রামের লোক উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়া কাজ করিতেছে এবং অন্যান্য গ্রাম এবং বহু গ্রামের বহু লোক ভয়ে দলভুক্ত হইতেছে। নামে মজদুর সঙ্ঘ হইলেও প্রকৃতপক্ষে আদিবাসিগণের দলবদ্ধ প্রতিপত্তির ইহা কার্য্যধারা। সঙ্গে কিছু কিছু অন্য শ্রেণী ভয়ে সংশিষ্ট আছে। জবরদস্তি ধান কাটিয়া লওয়া, জঙ্গল লুঠ করিয়া লওয়া জবরদস্তি চাঁদা লওয়ায় কার্য্যধারা চলিতেছে। যাহারা বিরোধ করিতেছে, যাহারা দলভুক্ত হইতেছে না, চাঁদা দিতেছে না তাহাদের উপর মার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন চলিতেছে। লোককে জবরদস্তি লাল ঝাণ্ডার জয় বলান হইতেছে। এ বিষয়ে বহু ঘটনা পুলিসে জানান হইয়াছে—কিন্তু তাহার কোনো প্রতিকার হয় নাই। ইতিমধ্যে বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। এই দলগুলি যখন তখন কখনো দুই তিন শত কখনো চার পাঁচ শত লোক জমা করিয়া ইতঃস্তত উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে। থানায় খবর দিতে আসিতে গেলেও মার দেওয়া হইতেছে।

### ঘটনার দৃষ্টান্ত সমূহ

১৯৪৯ সালের ২ রা মে—জুরাডি গ্রামে জঙ্গল লুঠ করা হয়। মিলিটারী উপস্থিত হয়।

১৯৫০ সালের ২রা এপ্রিল—৪০০।৫০০ লোকের জনতা কর্তৃক হাঁসপুর জঙ্গল লুঠ করা হয়।

২৫শে জুলাই—শালবনীর নিকট রাস্তায় হাসপুরের শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাত্র ও শ্রীনিকুঞ্জ পাত্রকে গুরুতর প্রহার করা হয়।

২৬শে জুলাই—৪০০।৫০০ লোকের অস্ত্রশস্ত্রসহ বাঁশগড়ে চাষীদের দরজায় দরজায় চড়াও করা হয়। সংবাদ পাওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী লেলে উপস্থিত হন।

আগষ্টে—বাঁশগড়ের শ্রীমধু নাপিতকে রাস্তায় একলা পাইয়া বাঁধের ধারে প্রহার করে ও টাকা পয়সা নেয়।

আগষ্টে—কানা গ্রামে শ্রীবংশী রজককে অস্ত্রশস্ত্রসহ কিছু লোক এক বাড়ীতে ঘেরাও করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা আটক রাখে।

## জমি দখলের দৃষ্টান্ত সমূহ

এই দলগুলির দ্বারা বে আইনী জমি দখলের কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইতেছে :—

বাঁশগড়ে—এবৎসর চাষের সময় একজন বৈষ্ণবের জমি কাড়িয়া লওয়া হয়।

হাসপুরে—গ্রামবাসীর গর-আবাদী জমি কাড়িয়া লওয়া হয়—পুলিস সাহেব তদন্তে যান।

গৌতিংলহরে—পুরুলিয়ার শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জমি দেড় বৎসর হইল বেদখল করা হয়। ফৌজদারী মামলা হয়। অবস্থা এমন করা হয় যে, মামলা টিকে না। এই সকলের কোন প্রতিকার হয় নাই।

## সাম্প্রতিক ঘটনা

বিগত ২৫ শে আগষ্ট বলরামপুরের নিকটবর্ত্তী আমারুতে এক ঘটনা ঘটে। সংবাদে বলা হইয়াছে যে ঐ গ্রামবাসী শ্রীপবন মাহাত ও শ্রীবাবুলাল মাহাত এই দুই জনের পরিবারবর্গ উৎপাতকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। উপরিলিখিত তারিখে লাল ঝাণ্ডা লইয়া কয়েকজন লোক লাঠি, কাঁড়বাঁশ টাঙ্গীসহ বলরামপুর যাইবার রাস্তায় জঙ্গলে বসিয়া থাকে। শ্রীপবন মাহাত বলরামপুরে যাইবার পথে ঐ স্থানে আসিলে উহারা পবন মাহাতকে ধরিতে যায়। পবন মাহাত ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিয়া থাকে। ইহার কিছু পরেই প্রায় ৫০০।৬০০ লোক লাল ঝাণ্ডা ও কমিউনিষ্ট পার্টি কি জয় ধ্বনি সহকারে শ্রীবাবুলাল মাহাতর ঘর যায়। অনুনয় করা সত্ত্বেও বাবুলালকে মারিতে থাকে ও বাবুলাল অচৈতন্য হয়। বাবুলালের ১০ মাস গর্ভবতী স্ত্রী ঝাপাইয়া পড়িয়া রক্ষা করিতে যায়—বাবুলালের স্ত্রীকেও দুই লাঠি মারা হয়। বাবুলালের ভাই শ্রীভোলা মাহাত রক্ষায় আগাইয়া আসিলে তাহাকেও বেদম প্রহার করা হয়। তাহারপর উপদ্রবকারীর দল পবন মাহাতর ঘর যায়। শাবল দিয়া দরজার অংশ ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পবনকে লাঠিদ্বারা গুঁতা ও মার দেওয়া হয়; বাহিরে আনিয়া তাবলার বাঁটে মাথায় আঘাত করে। তাহার পর তাহাকে লাল ঝাণ্ডা কি জয় বলাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পবনের ঘর হইতে ৬৭৲ টাকা, কুঠার, আলো, শাড়ী প্রভৃতি লইয়া যাওয়া হয়। বেদনায় পবনের শরীর ফুলিয়া যায়। পরদিন পবন ঐ দলের অনুমতি লইয়া হাসপাতাল যায়। থানায় খবর দেওয়া হয়।

## বর্ত্তমান সংকটের উৎপত্তি

অবশেষে পুলিষের উপরেই চোট পড়িল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বিগত ৩১শে আগষ্ট জনৈক এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাবইনস্পেক্টর একজন কনেষ্টবল সহ আমারুতে তদন্তে যান। তাঁহারা বাবুলাল মাহাতর এজাহার লইয়া পবন মাহাতর বাড়ীরদিকে যাইবার সময় উপদ্রবকারীদেব একটি দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টরের মাথায় চোট লাগে এবং কনেষ্টবলের মার গুরুতর হয়। উভয়ে কোনক্রমে বলরামপুর যাইবার রাস্তায় আসিলে বলরামপুর-মিশনের গাড়ী দেখিতে পাইয়া উহাদের বলরামপুর লইয়া যায়। পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া হইতে পুলিসসাহেব ও একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ২৫।৩০ মিলিটারীর এক ফোর্স লইয়া বলরামপুর যান। বেলা ১১।১২ টার সময় ঐ পুলিস পার্টি আমারুর দিকে যায়। আমারুর জঙ্গলে ও মাঠে ১০০০ হাজার জনতা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। মিলিটারী ফোর্স ফিরিয়া আসে। ইতি-মধ্যে রাঁচি হইতে গুর্খা ফোর্স আনান হয়। ২রা সেপ্টেম্বর সকালে আরো মিলিটারী ফোর্স বলরামপুর গিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদের জন্য জনসাধারণ উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

## বলরামপুরের শেষ সংবাদ

সংবাদে প্রকাশ—বেশী সংখ্যায় মিলিটারী বলরামপুরে যাওয়ায়—উপদ্রব কারীরা জিনিষপত্র পরিবারবর্গ সহ গ্রাম ছাড়িয়া ভয়ে জঙ্গলে পলাইতেছে। ইহারা কানা, আমারু, ডমনতোড়, জোরাডি, হাসপুর গ্রামের লোক। মিলিটারী ২রা ও ৩রা হাসপুর জোরাডি যায়। উপদ্রব কারীদের ঘর হইতে গরু ছাগল জিনিষপত্র কিছু কিছু থানায় লইয়া আসে। হাসপুরের ৪জন ও আমারুর ৩জনকে পুলিশ ধরিয়া পুরুলিয়া চালান দিয়াছে। প্রধানদের কেহ ধরা পড়ে নাই।

বলরামপুর পরিস্থিতি বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি রাজস্ব সচিবের সহিত কথাবার্ত্তা করায় সচিব তিন চারি দিন মধ্যে বলরামপুর পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসিবেন জানাইয়াছেন।



# অপরাধী কে?

( অরুণচন্দ্র ঘোষ )

মাঝিহিড়া অঞ্চলের জনৈক হিন্দী প্রচারকের বিষয় সম্পর্কিত একটি তথ্যের নূতনতম কয়েকটি বাদানুবাদের পুনরুত্থাপনের প্রয়োজনে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। ৫ই জুনের মুক্তির চিঠিপত্র বিভাগে আমাদের জনৈক কর্ম্মী শ্রীহরলাল মাহাত বাগডেগার জনৈক হিন্দী প্রচারকের বিরুদ্ধে সংবাদ জানাইয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে লেখা হয় যে, ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল চাঁপাতি গ্রামে এক কথাবার্ত্তায় ঐ প্রচারক শ্রীসূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী হরলালকে বলেন—তুমি চিত্তবাবুর সি, আইডি হইয়া আমাদের গুপ্ত বৈঠকের খবর লও। যাও চিত্তবাবুকে বল, যে আমিই মাঝিহিড়া আশ্রম পোড়াইয়াছি এবং বাকী ঘরগুলি ইচ্ছা করিলে পোড়াইতে পারি। আমি নিজে গুণ্ডা হই নাই—গুণ্ডা করেছেন তাঁরা—আশ্রম ত্যাগ করে গুণ্ডা হইয়াছি। আমার গুণ্ডামী আরো প্রকাশ পাবে—আদিবাসীদের লইয়া জমি দখলের গুণ্ডামী চালাইব ইত্যাদি। এই সংবাদ প্রকাশ হইবার পর গত ৩০শে জুলাই ঘাটোয়ালী হাকিমের দ্বারা এই ব্যাপারের তদন্ত হয়, হিন্দী শিক্ষক যে গ্রামে থাকেন সেই বাগডেগা গ্রামে, মাঝিহিড়া হইতে সওয়া মাইল দূরে। হাকিমের কাছে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে সূর্য্যনারায়ণজী হরলালের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলেন যে—'১১ই বৈশাখ আমি চাঁপাতি যাই নাই—অন্যত্র গিয়াছিলাম।' হাকিমের তদন্তরূপ প্রসঙ্গের বিবরণ সকলও ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্টের মুক্তিতে বিশদভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা লিখিত হয়। এই সকল চিঠিপত্র ও বিবরণীর প্রতিবাদে উক্ত গুরুজী শ্রীসূর্য্য নারায়ণ চৌধুরী ৪ঠা আগষ্টে লিখিত একটি প্রতিবাদ পত্র আমাদের প্রেরণ করেন। আমরা যথাসময়ে পাই। প্রধানতঃ মুক্তির বিষয়েই অভিযোগ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন বলিয়া, মুক্তির পক্ষ হইতে তাঁহার অভিযোগের উত্তর সহ তাঁহার প্রতিবাদ পত্র ছাপাইবার প্রয়োজন ছিল; তাহাতে দীর্ঘ স্থান লাগিবে বলিয়া স্থানাভাবে এতদিন তাঁহার পত্র প্রকাশ করা হয় নাই। তাহার পর ৩০শে জুলাই হাকিমের তদন্তের বিবরণ মুক্তিতে প্রকাশিত হইলে, তদন্তে প্রদত্ত সূর্য্য নারায়ণজীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া ১৪ই আগষ্ট ও ১৯শে আগষ্ট কয়েকটি প্রতিবাদ পত্র মুক্তিতে প্রকাশের জন্য আসে। এইগুলিও এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এক সঙ্গে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করায় প্রকাশে বিলম্ব হইল। নিম্নে সূর্য্য নারায়ণজীর পত্র দিয়া বিষয়টি আরম্ভ করিতেছি। এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মুক্তি পত্রিকার সহিত সম্পর্ক যুক্ত আছি বলিয়া মুক্তি পত্রিকার পক্ষ হইতে সূর্য্য নারায়ণজীর অভিযোগের উত্তর দিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

## অভিযোগ পত্রখানি এই :—

শ্রীমান সম্পাদক, মুক্তি, পুরুলিয়া।

ইহা লিখিতে বড় দুঃখ হইতেছে যে মানভূম হইতে মুক্তি নামক বাংলা সাপ্তাহিক বাহির হইতেছে, যাহাতে প্রায়ই উহার সম্পাদক মহোদয়ের কৃপাতে একে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া গলৎ (ভুল) খবর সমূহ ছাপা হইতেছে। বিশেষ করিয়া হিন্দী-বাংলার প্রশ্ন লইয়া উহাতে হিন্দীস্কুল, হিন্দীশিক্ষক এবং হিন্দী প্রচারকগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এমন কি হিন্দীওয়ালাদিগকে চোর-ডাকাতের উপাধি দেওয়া হইতেছে। কোথাও কোথাও তো চুরি ডাকাতির ঘটনাস্থানে উপস্থিত না থাকিলেও বেচারী শিক্ষক এবং প্রচারকদিগকেও উহাতে সম্মিলিত করিয়া লওয়া হইতেছে। এরকম খবর ছাপান এক সংবাদ পত্রের তথা তাহার সম্পাদকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বলা যাইতে পারে কি?

আমি মানবাজার থানার অন্তর্গত বাগডেগা স্কুলে গত তিন বৎসর হইতে শিক্ষকের কাজ করিয়া আসিতেছি। আমার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, যোগ্যতা এবং সততার (ইমানদারির) সহিত ঐ স্থানের জনতা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত আছেন। বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনও আমাকে ভালরূপে জানে। ইহার অধীনে আমি ২ বৎসর

কাজ করিয়াছি। সম্প্রতি ১ বৎসর জিলা এডুকেশন কাউন্সিলের অধীনে কাজ করিতেছি।

উক্ত মুক্তি পত্রে ১৯৫০এর ৮ই জুনের সংখ্যায় আমার উপর দোষারোপ করিয়া যে খবর ছাপা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন। যে কোনো বিচারশীল লোক উহা পড়িয়া বিচার করিতে পারেন। যে দিনে এই ঘটনা বলা হইতেছে সে দিন ২৪শে এপ্রিল সোমবার ছিল। আমি নিজের স্কুলে কাজ করিতেছিলাম। ঐ দিন স্কুল ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিতাম না এবং উক্ত গ্রামে আমি যাইও নাই। উক্ত গ্রামে তদন্ত করিবার জন্য সদর এস, ডি, ও কর্ত্তৃক এক মাজিষ্ট্রেট পাঠান হইলে পর পরিষ্কার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছিল যে ঐ দিন আমি চাপাতি গ্রামে যাই নাই। চাপাতির গ্রামবাসীগণ এবং যাহার নাম সাক্ষী বলিয়া ছাপা হইয়াছে তিনি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অস্বীকার করিয়াছেন যে আমাদের সাক্ষাতে উক্ত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেনওনা এবং ঐ রকম কথাও হয় নাই। উক্ত খবরে পরিষ্কার লেখা হইয়াছে যে আমি সূর্য্য নারায়ণ সিংহই মাঝিহিরা আশ্রমে আগুন লাগাইয়াছি এবং বাকী ঘরও পোড়াইয়া দিব। ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য যে কোনো অপরাধী গোপনে নিন্দনীয় কাজ করিবে এবং নিজের অপরাধের চর্চ্চা স্বয়ং সর্ব্ব সাধারণের সামনে করিবে। আমার তো এই দুঃখ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষোভ হইতেছে যে মানভূম জিলা হইতে একটিই বাংলা পত্র মুক্তি প্রকাশিত হইতেছে যাহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হওয়া উচিত ছিল, পরন্তু ঐরূপ না হইয়া জনতার চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করা হইতেছে এবং উহাদের উপর মিথ্যা অপবাদসমূহ প্রচার করাও হইতেছে। ইহাতে সর্ব্ব সাধারণের হিত না হইয়া অহিত হইতেছে। আমি মুক্তি সম্পাদক তথা স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার মহোদয়ের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষিত করিতেছি যে এই রকম আপত্তিজনক ব্যক্তিদের উপর উচিত ব্যবস্থা শীঘ্রাতিশীঘ্র করা যায়।— ভবদীয়

৪—৮—৫০ সূর্য্যনারায়ণ সিংহ

বাগডেগা হিন্দী স্কুল।

## মুক্তির পক্ষে উত্তর—

(১) মুক্তি সম্পাদকের উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়া পত্রখানির মুখবন্ধ করা হইয়াছে যে—তাঁহার কৃপায় অবিরত একে অন্যের পরে দোষারূপ করা হইতেছে, গলৎ খবর দেওয়া হইতেছে।' সমগ্রভাবে এইরূপ অভিযোগের অর্থ হয় না। মুক্তিতে প্রকাশিত প্রত্যেক ঘটনার বা বিবরণের বা লেখার বিচার করিয়া প্রমাণ সহ সেই তথ্য সত্য নয় বলিয়া স্থাপনা করিতে পারিলে তবেই উক্তির মূল্য থাকিবে। জেলায় আজ অসত্যের, অবিচারের রাজত্ব চলিতেছে। সরকারের সহযোগিতায়, হিন্দী প্রচারের নামে বহু অন্যায় আচরণ করা হইতেছে। মানভূমের কল্যাণের জন্য সেই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুক্তিতে লিখিতে হইতেছে। যাঁহারা সেই অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তাঁহারা তাঁহাদের সেই কাজকে সমর্থন করিতে, তাহার দোষ ঢাকিতে এবং সেই কাজের অঙ্গস্বরূপে মুক্তির প্রতি দোষারোপ আনয়ন করিতে মুক্তির উপর অভিযোগ আনয়ন করিবেন—তাহা স্বাভাবিক। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কেহ অভিযোগ করিতেছেন কিনা—তাহা তাঁহার সম্পর্কিত ব্যাপারটি প্রমাণ সহ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য নারায়ণজীর সম্পর্কিত ব্যাপারটির আলোচনাতেও ইহার অভিযোগের প্রেরণা কি তাহা ধরা যাইবে। এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত লেখাগুলিতেও তাহা বুঝিবার পক্ষে সহায়তা মিলিবে।

চিঠিপত্র বিভাগে জনমত প্রকাশিত হয়। উহা মুক্তির মতামত নহে। উহাতে প্রকাশিত কোনো পত্রকে কেহ অসত্য বলিতে চাহিলে তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব প্রতিবাদকারীর। তজ্জন্য সম্পাদককে দোষী করার অর্থ নাই। বর্ত্তমান প্রতিবাদকারীর প্রতিবাদের যে কোনো যৌক্তিকতা নাই—তাহা পরবর্ত্তী লেখাগুলিতে বুঝা যাইবে।

### অপবাদ কে দিতেছে—

(২) পত্র লেখক লিখিয়াছেন—'মুক্তি কর্ত্তৃক হিন্দী বাংলার প্রশ্ন লইয়া হিন্দী স্কুল, হিন্দী শিক্ষক ও হিন্দী প্রচারকদের ঘৃণার চক্ষে দেখা হইতেছে ও তাহাদের মিথ্যা চুরি ডাকাতিতে সামিল করা হইতেছে—চোর ডাকাত উপাধি দেওয়া হইতেছে।' সমগ্রভাবে এই অভিযোগেরও অর্থ নাই। দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রমাণ দিতে হইবে। তবে আমাদের কথা এই যে—যে কাজ করিলে



জনগণের ঘৃণা অর্জ্জন করা হয়—তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত তাহার শত শত উদাহরণ দেখিয়া ঐ সকল দলকে মুক্তি সাবধান করিতেই চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে যে, তাঁহারা জনগণের ঘৃণা অর্জ্জন যেন না করেন এবং জনগণের দুঃখ যেন না বাড়ান। অবস্থার চক্রে যদি কোনো কোনো লোক চুরি ডাকাতির ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া দেখা দেয়—জনকল্যাণের প্রয়োজনে সেই সংবাদসূত্র বা সত্য ঘটনাকে প্রকাশ না করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা মুক্তির নাই। তবে বিশিষ্ট ঘটনাগুলি বিচার করা মুক্তির কাম্য।

### পত্র লেখকের সততার দাবী—

(৩) পত্র লেখক নিজের পক্ষ সমর্থনে নিজের ব্যক্তি জীবনের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন যে, তিন বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন—বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে দু বৎসর কাজ করিয়াছেন—সম্মেলন তাঁহাকে জানে এবং বর্ত্তমানে এডুকেশন কাউন্সিলের অধীনে কাজ করিতেছেন। এবং তাঁহার চরিত্র ও সততার কথা জনসাধারণ জানে।' এসব কথা তিনি না তুলিলেই ভাল করিতেন। অবস্থার প্রয়োজনে এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইতেছে। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন এবং এডুকেশন কাউন্সিল যে কিরূপ প্রতিষ্ঠান এবং জেলায় কি উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তাহা আজ জেলাবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ হইয়া কেহ কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন এই পরিচয়ই তাঁহার সততার বিপক্ষে যথেষ্ট তথ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জেলার অধিকার, শান্তি, নিরাপত্তা, ভাষা, সংহতি ও স্বার্থ নষ্ট করিবার জন্য সকল রকম অবাঞ্ছিত ও অসদুপায় অবলম্বন করিয়া তাহার উপযুক্ত কর্ম্মী নিয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে—এ বিষয়ে আমাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া সূর্য্যনারায়ণজীর ব্যক্তিগত কাজ কর্ম্মের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও তাঁহার কৃত বহু ব্যাপারের ফলভোগে ভুক্তভোগী। তিনি হরলালের প্রকাশিত পত্র অনুসারে হরলালকে বলিয়াছিলেন—'আমায় গুণ্ডা করেছে আশ্রমের লোকেরা। আশ্রম ত্যাগ ক'রে গুণ্ডা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েছি।' এ বিষয়ের একটু ইতিহাস আছে। ১৯৪৩ সালে ভাগলপুর জেলে ইঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ইনি সাঁওতাল পরগণার একজন কর্ম্মী। সেই সময় ইঁহার অনুরোধে ইঁহার স্ত্রীকে কস্তুরবার কর্ম্মীরূপে গ্রহণ করাইতে আমরা চেষ্টা করি। আমাদের সহায়তা তিনি চাহেন এইজন্য যে—তাঁহার জেলার কর্ম্মী কেহই তাঁহাকে সহায়তা করিতেছে না। তাহার পর ১৯৪৮ সালে—ইনি আমাদের জানান যে ইনি অত্যন্ত অভাবে পড়িয়াছেন—নিজের জেলার সমস্ত কর্ম্মীর নিকট, নিজ জেলা কংগ্রেসের নিকট, এম, এল এ দের নিকট সহায়তা চাহিয়াও কোনো ফল হয় নাই—সুতরাং আমাদের আশ্রয়ে থাকিতে চান। জানান যে সহায়তা অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সম্মতি দিই। তিনি আসিয়া আশ্রমে থাকেন। কি কাজ করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, হিন্দী পড়াইবার কাজ লইতে পারি। সুতরাং মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আমরা উহাকে হিন্দী পড়াইবার শিক্ষক করিয়া প্রেরণ করি। উনি ইহাও জানান যে, দেশে উঁহার স্ত্রী অভাবে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাহাতে বলি—আমরা যেরূপ শাকভাত খাইয়া চালাইতেছি—উঁহারও তাহাতে স্থান হইবে—লইয়া আসুন—আপনারা একসঙ্গে থাকিয়া যা পারেন কাজ করুন। উঁহাদের পথ খরচা আলাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়—এবং শীঘ্র উঁহার দেশে যাইবার ঠিক হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে বলি—সূর্য্যনারায়ণজীর সঙ্গে সেদিনকার যোগাযোগের—আমাদের পক্ষ হইতে আন্তরিকতার ও তাঁহার পক্ষ হইতে নির্ভরতার সাক্ষ্য স্বরূপ কতক চিঠিপত্র এখনো জমা আছে। কিন্তু বিধি বাম হইলেন—জেলায় হিন্দীর যে প্রতিষ্ঠানগুলি তখন বিপর্য্যয়ের আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছিল—আমাদের দিক হইতে এত প্রেমসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমাদের আশ্রমে থাকিয়া সূর্য্যনারায়ণজী গোপনে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করিলেন। হটাৎ একদিন মাঝিহিড়া হইতে না বলিয়া চলিয়া গিয়া দেড় মাইল দূরে বাগডেগা গ্রামে আমাদের কাজের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা স্বরূপ—বিষ প্রসারণের কেন্দ্রস্বরূপ হিন্দী স্কুল নামধারী একটি প্রচার ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। তাহার পর হইতে আরম্ভ হইল—বিদ্বেষ প্রচার—হাকিমদের ও প্রচারকদের যাতায়াত—অসত্য প্রচার—গ্রামবাসীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি—সূর্য্যনারায়ণজী সংক্রান্ত ঘটনা

লইয়া কর্ম্মীদের উপর পীড়ন, মামলা, মোকদ্দমা, গ্রামবাসীর হায়রানী—ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হিন্দীপ্রচারের নামে মাঝিহিড়ার গ্রামবাসীর মধ্যে বিরোধীদের সৃষ্টি ও উপদ্রব—তাহাদের সঙ্গে গুরুজীর অবাধ মেলামেশা—মাঝিহিড়া বুনিয়াদী স্কুলে অবিরত উৎপাত, ডাকাতি, প্রকাশ্যে অবাধ ভীতি প্রদর্শন এবং একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ দেখা গেল জনগণের তিল তিল পরিশ্রমে গঠিত বিরাট মাঝিহিড়া আশ্রমের প্রকাণ্ড চালাঘরে বিপুল অগ্নিকাণ্ড। তাহার পর আরম্ভ হইল—হিন্দী প্রচারকারীদের মধ্যে কানাকানি—গতিবিধির বহু ব্যাপার, সরকারী তদন্তের উপর তদন্তের রথযাত্রা, তদন্তের নামে কৌশলহীন প্রহসন সমূহ। অবস্থা এমন বেফাঁস হইয়া দেখা দিল যে, এমনভাবের অবস্থায় বিভিন্ন বিভাগ চিন্তিত হইলেন তাঁহাদের অনুচরগুলিকে বাঁচাইবেন কি করিয়া। তাহার পর বিপদ কাটাইয়া তোলা হইল—বিরোধীবর্গ সাহস পাইয়া আবার চোট পাট সুরু করিল এবং নিজেদের পশ্চাতে সরকারী সহায়তার অবাধ ক্ষমতার বল অনুভব করিয়া দম্ভ অহমিকার ঘোষণা সমূহ আরম্ভ হইল। মাঝিহিড়ার গৃহদাহের ঘটনা সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে যে সকল গোপন তথ্যের আভাস বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র হইতে আমাদের নিকট আসিতেছে তাহার আলোকে চাঁপাতির ঘটনা আশ্রয় করিয়া যে দম্ভোক্তি করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের সুবিধা হইতেছে। অচিরেই হয়তো একদিন সেই সকল তথ্য প্রকাশের দিন আসিবে।

## আমরা রাষ্ট্রভাষা বিরোধী কিনা

সূর্য্যনারায়ণজীর ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া এত কথা লিখিবার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দীভাষা ও হিন্দীভাষীর বিরুদ্ধে আমাদের বিরূপতা আছে—নিয়ত যে এই ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়—সূর্য্যনারায়ণজীর মানভূম আগমনের ঘটনাটিতে তাহার একটি বাস্তব প্রতিবাদ রহিয়াছে। এই প্রতিবাদের ঘটনাটি ছোট হইলেও ইহা আমাদের মন ও কর্ম্মধারার বৃহৎ সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রথিত রহিয়াছে। এবং হিন্দী শিক্ষক ও হিন্দীভাষা প্রচারের ব্যাপার কেন জনগণের বিরাগভাজন হইতেছে এই বিষয়ে সূর্য্যনারায়ণের নিজস্ব আপত্তির প্রতিবাদস্বরূপে সূর্য্যনারায়ণেরই নিজ আশ্রম-ত্যাগের ঘটনাটি সাক্ষ্য হইয়া আছে। আমাকে আর বেশী কি বলিতে হইবে?

## ঘটনা সত্য কিনা

পত্র লেখক লিখিয়াছেন—৫ই জুনের মুক্তিতে হরলাল লিখিত বিবরণ ভিত্তিহীন যে কোনো বিচারশীল বুঝিতে পারিবেন। ১১ই বৈশাখ আমি বাগডেগা ছাড়িয়া চাঁপাতি যাই নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তে পরিষ্কার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে; এবং হরলাল বর্ণিত সাক্ষীও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হরলাল বর্ণিত ঘটনা অস্বীকার করিয়াছে।

বিচারশীলকেও সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়। এবং বিচারশীল লোক একটা মেলায় শত শত লোকের সংশ্রবে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করার মতন অবিবেচনা করিয়া বসেন না! ৭ই আগষ্টের মুক্তিতে ৩০শে জুলাই হাকিমের তদন্তের প্রত্যক্ষদর্শী কর্ম্মী যতীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বিবরণে দেখিতে পাই যে, সূর্য্যনারায়ণজী বিবৃতি প্রসঙ্গে যখন চাঁপাতির মেলায় যাওয়াটাই অস্বীকার করিতেছেন তখন হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন—"বহুত গড়বড় হোতা হায়" এবং কলম রাখিয়া পানের খিলি খাইতেছেন। আমরা বুঝিতে পারি এইরূপ তদন্তে হাকিমের মনোভাব কি। সূর্য্যনারায়ণজীর উক্তি বলিয়া হরলাল যাহা বিবরণ দিয়াছেন সেই উক্তিগুলিকে অস্বীকার করিলে অবস্থা হয়ত কিছু সুবিধার হইত কিন্তু তাহা না করিয়া সূর্য্যনারায়ণজী চাঁপাতি যাওয়ার ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করিতেছেন; এই অবস্থায় সব ধরা পড়িয়া যায়। হাকিম তাহা ঠেকাইবেন কি করিয়া? ফলস্বরূপ এই হইয়াছে যে, ব্যাপার সবই সত্য তাই আমূল ঘটনাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা সূর্য্যনারায়ণজী করিয়াছেন এবং করিয়া এখন মেলার শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। চাঁপাতি মেলায় সূর্য্যনারায়ণজীকে বহু লোক দেখিয়াছিল—তাহারা সাক্ষ্যদিতে প্রস্তুত। তাহাদের মধ্যে জনকতকের প্রতিবাদপত্র এখানে ছাপাইলাম।

## বিরোধীসাক্ষী, তদন্তের রূপ ও উক্তির সত্যতা

সূর্য্যনারায়ণ বলিয়াছেন—একজন সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছে। সে অস্বীকার করিয়াছে সত্য। সে অস্বীকার করিবে স্বাভাবিক। কারণ সে ঐ দলের। সূর্য্যনারায়ণজীর সঙ্গে ছিল বলিয়া হরলাল তাহার উল্লেখ করিয়াছিল। সূর্য্যনারায়ণজী যাহা বলেন নাই তাহা হইতেছে যে—ঘটনা সত্য অন্য লোকে ইহাও সাক্ষ্যে বলিয়াছে। তাহা হইলে তদন্তে কি ঠিক হইল কি বুঝা যাইবে? তাহা ছাড়া—যাহা তদন্ত হইয়াছে তাহা তদন্তই নহে। তাহা আসামীর পক্ষে অবস্থা সামলাইবার ব্যবস্থা। যথার্থ তদন্ত হইলে হাকিমের চাঁপাতি যাওয়া উচিত ছিল, আরো বহু লোকের সাক্ষ্য লওয়া উচিত ছিল—সূর্য্যনারায়ণ ও হরলাল কে কি চরিত্র ও স্বভাবের লোক তাহা ভালভাবে তদন্তে জানা দরকার ছিল। তাহা হয় নাই। সুতরাং তদন্ত হয় নাই। অপর পক্ষে—হরলাল সূর্য্যনারায়ণের উক্তি বলিয়া যাহা বিবৃত করিয়াছে—তাহা সত্য বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হরলাল মিথ্যা বলিবার স্বভাবসম্পন্ন নয় তাহা অঞ্চলবাসী জানে—সে আমাদের বিশ্বাসী কর্ম্মী। এইভাবে অযথা গল্প বানাইবার উদ্দেশ্য হরলালের কি থাকিতে পারে? এবং এই উক্তিসমূহের শ্রোতা অপর সাক্ষী বিশ্বাস যোগ্য কিনা এবং এই দম্ভ করার ব্যাপারের কি একটা সম্ভাব্য প্রেরণা, অবস্থা ও যোগসূত্র সূর্য্যনারায়ণজীর কর্ম্মপরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে—তাহার যথার্থ তদন্ত হইলে উক্তি সত্য কিনা প্রকাশিত হইবে।

## অপরাধী দম্ভ করে কি না

পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন— 'কোনো অপরাধী নিজে কখনো কি অপরাধ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে পারে?' সচরাচর করে না, অবস্থা বিশেষ করে। সেখানে অপরাধীবর্গের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে বা শাসন শক্তিকে ফাঁকি দিবার ক্ষমতা থাকে সেখানে এই দম্ভ করার অবস্থা ও প্রয়োজন তাহারা বোধ করে এবং এইরকম বহু দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তাহারা অন্যায় করে—এবং তাহা অবাধে প্রচার করে অপরকে ভীত ও অবনমিত রাখার জন্য; এবং শাসনের দিক দিয়া নিরাপদ অনুভব করিয়া দম্ভ করিবার অসুবিধা নাই বুঝিয়া দম্ভ করিয়া আত্মগৌরবের তৃপ্তি লাভ করে। এসব বিষয়ে বেশী লিখিবার দরকার নাই। কারণ আমার উপরের আলোচনাগুলি হইতেও এই কথার জবাব রহিয়াছে এবং যথার্থ তদন্ত হইলে ইহার কার্য্যকরী উত্তর লাভেরও পথ আছে বলিয়া আমি মনে করি। এই সকল আচরণ করিয়াও সূর্য্যনারায়ণজী যে উচ্চ কণ্ঠে মুক্তিতে প্রতিবাদ জানাইতে সাহসী হইয়াছেন—তাহার কারণ সরকারের বিশেষ কর্ম্মধারার উপর সূর্য্যনারায়ণের দলের অটুট ভরসা। জানি না তাহাদের ভরসার দিন আর কতদিন থাকিবে।

## প্রতিকারের যোগ্য লোক

সেইজন্য সূর্য্যনারায়ণ ডেপুটি কমিশনারকে এ বিষয়ে প্রতিকার করিতে আহ্বান জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের আকাঙ্খিত মত প্রতীকার করিতে তিনিই পারিবেন—মুক্তি পারিবে না। কারণ যেখানে দুর্গত জনগণের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সরকারী রাজনীতির প্রসার ও আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন করাই কল্যাণের সজ্ঞা বলিয়া বিবেচিত হয় সেখানে জনকল্যাণে জনচেতনা জাগ্রত করার ও প্রতিকারের পথ লাভ করার কাজ লোকের চক্ষে ধুলা দেওয়া ছাড়া আর কি বিবেচিত হইবে? ইহারা যে মনোভাব ও কার্য্যধারা লইয়া বিচারের দাবী করিতেছেন তাহাতে ইহা ছাড়া আমরা আর কি বলিতে পারি?

## অন্যান্য প্রতিবাদ পত্রসমূহ

মাননীয় মুক্তি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১০ই বৈশাখ রাত্রি ১০টার সময় আমি ও আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন লোক মেলা দেখিবার জন্য চাপাতীতে যাই। সেখানে যাইয়া আমরা মেলার মধ্যে গুরুজীকে দেখিতে পাই। মেলার মাঝখানে সে বসিয়াছিল। হাতে টিপা আলো ছিল। মাঝে মাঝে টিপিয়া চারিদিক দেখিতেছিল। ছৌনাচের সময় তাহার অনুরোধে আমাদের গ্রামের ছেলেরাও কিছুক্ষণ নাচ করিয়াছিল।

পরদিন ১১ই বৈশাখ আন্দাজ ৭।৮টার সময় আমি যখন দিনু সিংএর বাড়ীতে যাই তখন গুরুজী, মাঝিহিড়ার চন্দ্র মাহাত, মাকড়কেন্দীর হরলাল মাহাত ও আর একজন ঐ সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিল। আমি যাইয়া গুরুজীর খাটে বসিয়া ছিলাম। রাত্রি জাগরণ ছিল বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়ি। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া

দেখি গুরুজী ছাড়া তাহারা আর কেহই সেখানে ছিল না। ১২ বারটার সময় দিনু সিং এর বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন ভোজন করা হয়। মাছ বিরির ডাল ও ভাত ব্যবস্থা ছিল। বিকালে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া বাগডেগাতে আসি। বাগডেগাতে পৌছাইতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিনা, ১১ই বৈশাখ গুরুজী বাঁন্দডি গেলেন কখন? রাষ্ট্রভাষার প্রচারকরা যদি এমন ভাবে অসত্য ভাষণ করিতে পারেন তবে তাহারা যে কেমন শিক্ষা ও রাষ্ট্র ভাষার প্রসার করিবেন তাহা অতি সহজেই অনুমান কর যাইতে পারে। ইতি বিনীত—

শ্রীলিলু মাহাত, বাগডেগা। ১৪।৮।৫০

মহাশয়,

বিগত ৩৬শ সংখ্যা ২২শে শ্রাবণ তারিখের মুক্তিতে ঘাটোয়ালী হাকিম ও গুরুজী শীর্ষক বিবরণটী পাঠ করিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। একজন হিন্দী শিক্ষকের তথা দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির মুখে এই ধরণের মিথ্যা কথা বলাটা যে কতদূর শোভনীয় তাহাই চিন্তার বিষয়। মাকড়কেন্দী গ্রামের হরলাল মাহতকে বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্রে, না সত্যসত্যই ইনকুয়ারীর জন্য ঘাটোয়ালী হাকিম বাগডেগাতে আগমন করিয়াছিলেন তাহার রহস্য ঘাটোয়ালী হাকিম ও হিন্দি প্রচারক গুরুজীই জানেন। ১০ই বৈশাখের রাত্রিতে ও ১১ই বৈশাখ গুরুজীর চাঁপাতি উপস্থিতি অস্বীকার করিলেও জনসাধারণ তাহার চাঁপাতি উপস্থিতির প্রমাণ দিতে সক্ষম। গত ৩০শে জুলাই লিলু মাহাত এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে হাকিমের কাছে সমস্ত বিবরণ দাখিল করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আমরাও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারিব। কথায় বলে হা করলে হাকিম বুঝে, হাকিম মহোদয় সেদিন বাগডেগাতে নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছেন। দেখা যাক তাঁর বিচার ব্যবস্থা। আমাদের হাতে কোন পঞ্চায়েতী বিচার নাই; নইলে গুরুজীর ফলার করার ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতাম। তবু আমরা এ বিষয়ে মুক্তি মারফৎ আমাদের অভিমত প্রকাশ করিতেছি।

আমরা স্থানীয় চাঁপাতি গ্রামে ১০ই বৈশাখ শিব্ পূজা উপলক্ষে রাত্রিতে ছৌনাচ দেখিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। দেখি একজন অচেনা লোক হাতে ঘড়ি হিন্দীভাষী—জানিতে হইল লোকটা কে, জানিলাম বাগডেগা গ্রামের তিনি হিন্দী মাষ্টার। চাঁপাতির দিনু সিং এর আমন্ত্রণে তার বাড়ীতে আসিয়াছেন। চাঁপাতি গ্রামেও ছৌনাচ আসরে তাঁহাকে বহুলোকে দেখিয়াছে। আজ তিনি চাঁপাতিতে পরব দেখিতে আসার কথা অস্বীকার করিতেছেন। তিনি একজন হিন্দী শিক্ষক হিসাবেও এই ধরনের মিথ্যা বলিতে বিরত থাকা উচিত ছিল। তিনি তরণী সিংএর ছেলের নাচে সন্তুষ্ট হইয়া একটা টাকা পুরস্কার দিলেন। ঐ গ্রামের শোভারাম মাহাত জনসাধারণকে হিন্দী মাষ্টারের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাছাড়া তিনি বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন। অথচ তিনি চাঁপাতির উপস্থিতিটা অস্বীকার করিতেছেন। তবে কি তাঁর কায়া না আসিয়া পরব দেখিবার জন্য তাঁহার ছায়াটী আসিয়াছিল? উঃ! কি মিথ্যার রাজ্য! আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি—যে এরকম অসত্য ভাষী শিক্ষকের মানভূমে অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। ঘাটোয়ালী হাকিম যে উদ্দেশ্যেই এ ঘটনা তদন্ত করুন না কেন, ঐ ধরণের অসত্যবাদী লোকের সমাজের ন্যায়ের বিচারালায়ে বিচার হইবে। হাকিমের আইনে মিথ্যাবাদীরা রেহাই পাইলেও ন্যায়ের বিচার কখনও রেহাই পায় না আজিও পাইবে না।

শ্রীঅক্ষয় মাহাত সাং চাঁপাতি, শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত গ্রাম মাকড়কেন্দী, শ্রীশত্রুঘ্ন মাহাত সাং মাকড়কেন্দী, শ্রীমাগারাম মাহাত সাং মাকড়কেন্দী, শ্রীলালমোহন মাহাত গ্রাম মাকড়কেন্দী, শ্রীঈশান সিং ভূমিজ সাং চাঁপাতি, শ্রীরতন মাহাত, শ্রীঠাকুরদাস মাহাত সাং চাঁপাড়ি, শ্রীচিনিবাস মাহাত সাং চাঁপাতি, শ্রীসর্বেশ্বর মাহাত সাং সরুপডি, শ্রীব্রজকিশোর মাহাত সাং কৃষ্টনগর ওর্ফে স্বরুপডি।

মহাশয়,

বিগত ১০ই বৈশাখ রাত্রিতে আমি এবং হরলাল আরও কয়েকজন চাঁপাতি গ্রামে চড়ক পূজা দেখিতে যাই এবং ১১ই বৈশাখ অনুমান ৭।৮টার সময় আমরা দুইজন দীনু সিংহের বাড়ীতে গুরুজীর সঙ্গে দেখা করি। এই সময় নানারকম কথার আলোচনা হয় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুজী উক্ত প্রকাশিত মুক্তির কথাগুলি বলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি চাঁপাতি গ্রামে যাই নাই, এই মিথ্যা কথা প্রচার করেন, কিন্তু এই মিথ্যা প্রচার করা তাঁর মত ভদ্রলোকের উচিত হয়না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, তিনি উক্ত দিবসে চাঁপাতি গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে, আমি উক্ত দিবসে চাঁপাতি গ্রামে উপস্থিত ছিলাম না, ইহা মিথ্যা এবং হরলাল কর্ত্তৃক মুক্তিতে প্রকাশিত বিবরণটি গুরুজীর মত লোকের অস্বীকার করা অমানবোচিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—গুরুজী ৩০শে জুলাই বাগডেগাতে ঘাটোয়ালী হাকিমের কাছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিয়াছেন আমি তাহার প্রবল প্রতিবাদ করিতেছি।

১৯।৮।৫০ শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত, সাং মাকড়কেন্দী।

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক,

বিগত ৩৬শ সংখ্যা ২২শে শ্রাবণ তারিখের মুক্তিতে প্রবন্ধ দেখিলাম যে—ঘাটোয়ালী হাকিম ও গুরুজী। বিগত ৩০শে জুলাই বাগডেগাতে ঘাটোয়ালী হাকিমের কাছে হিন্দী শিক্ষক সূর্য্যনারায়ণ, যে অসত্য সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, এতে আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। কেননা তিনি সূর্য্যস্বরূপ উদিত হ'লেন চাঁপাতিতে—তা ঢেকে রাখা যাবে কি করে? চাঁপাতিতে ১০ই ও ১১ই বৈশাখ তারিখে শিবপূজার মেলায় তাঁর উপস্থিতির ঘটনা সত্য এবং এই সত্য ঘটনাটিকে এড়াইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হহবে?

রামায়ণে আছে রাবণ এক দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, ইনিও না হয় একজন ছোট খাটো দিগ্বিজয়ী বীর, কিন্তু মানভূমের জনশক্তি বালিরাজের কাছে লাঙ্গুলের বন্ধনে পড়ে জনসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে সত্যের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করে, শেষে তাঁকে সরে পড়তে হবে দেখছি। যাক এখন সে কথা। ঘাটোয়ালী হাকিম তদন্ত করেই জেগে আছেন না সুনিদ্রা গেছেন? আমরা এ ঘটনার বিচার চাই—বিচার চাই। যদি আমাদের নিকট সত্য সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন বোধ করেন, জানাইবেন। প্রস্তুত রহিলাম। ইতি—

সর্বশ্রী বিকলচন্দ্র মাহাত, সেখ মহম্মদ সোলেমান, মদন মোহন মাহাত, রাজেন্দ্রনাথ মাহাত, ছুটুলাল মাহাত, সতিশচন্দ্র মাহাত সাং সিজাডি, পরমানন্দ মাহাত, শ্যামাপদ মাহাত, কৃষ্ণচন্দ্র মাহাত সাং মাকড়কেন্দী।

## জনৈক কর্ম্মীর চিঠি :—

**রাষ্টভাষা প্রচার ও গুরুজী**—মানবাজার থানার কর্ম্মী শ্রীহরলাল মাহাত কর্ত্তৃক বাগডেগার হিন্দি প্রচারক গুরুজী সম্বন্ধে মুক্তিতে একটি যে পত্র প্রকাশ করে তাহাতে উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গত ৩০শে জুলাই ঘাটোয়ালী হাকিম বাগডেগাতে আসিয়াছিলেন। সাক্ষ্যদান কালে উক্ত গুরুজী শ্রীসূর্য্যনারাণ চৌধুরী সেদিন হাকিমের নিকট তাঁহার ১১ই বৈশাখে চাঁপাতীতে উপস্থিত বিষয়ে অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিকই যে, হরলাল মাহাতর সঙ্গে তাঁহার যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এবং কথা প্রসঙ্গে সূর্য্যনারাণবাবু যে সকল সাংঘাতিক ও নিজ অপরাধমূলক কথা চিন্তাহীনভাবে ও দম্ভ সহকারে বলিয়াছিলেন—তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়ায় অসুবিধা বুঝিয়া তাহা এড়াইবার জন্য পুনরায় আবার নিতান্ত চিন্তাহীনভাবে কতকগুলি নির্জলা মিথ্যাভাষণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ তৈরী করা মিথ্যা অবলম্বন করিলে কি প্রকার দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হয় সূর্য্যনারায়ণবাবু তাহা চিন্তা করেন নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—নূতন একটা কাহিনী সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে হাকিমের নিকট দ্বিধাহীনচিত্তে মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। সরকারী পক্ষ ও এই হিন্দী প্রচারকদল ভাবিয়াছেন—এই ভাবে তদন্ত প্রহসন ও মিথ্যা কাহিনী প্রস্তুতের দ্বারা ব্যাপারটা ঢাকিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা জনসমাজের ন্যায়ের বিচারালয়ের কথা মনেও ভাবেন নাই। যেখানে শত শত লোকের সহিত সাক্ষাত হইয়াছে যেখানে গুরুজি শত শত লোকের সঙ্গে এক সঙ্গে চড়ক পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছে, যেখানে তাহাদের সঙ্গে একত্র আহার করিয়াছে, গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া বাগডেগাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে—সেখানে এই সমস্ত বিরাট পরিমাণ প্রমাণসমূহের কাছে সামান্য তদন্ত

প্রহসনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও মুষ্টিমেয় হিন্দি প্রচারকদলের মিথ্যাভাষণ সত্যকে ঢাকা দিবার জন্য কি করিতে পারে? জনসাধারণ আজ সচেতন—সত্যকে কৌশল দিয়া ঢাকা যাইবে না। জনসাধারণ সত্য ও ন্যায়ের আদর্শের পথে দণ্ডায়মান হইবে। অন্যায়কারীদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনগণ যাহা সত্য প্রমাণ করিবে—তাহারা প্রমাণ করিবে—১০ই ও ১১ই বৈশাখ সূর্য্যনারাণবাবুর চাপাতীর উপস্থিতির ঘটনা। হিন্দী প্রচারকারীদের পক্ষে অনুষ্ঠিত সমস্ত চক্রান্ত তাহারা আজ ব্যর্থ করিতে প্রস্তুত।

সূর্য্যনারাণবাবু ১০ই বৈশাখ বিকালে চাপাতী গিয়াছিলেন। ১১ই বৈশাখ বিকাল ৩।৪টা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। দিন্থু সিংএর বাড়ীতে তাহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহার্য্য বস্তুর মধ্যে ভাত, বিরি কলায়ের ডাল ও মাছের ব্যবস্থা ছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১০ই বৈশাখ রাত্রিতে সূর্য্যনারাণ ছৌনাচের আসরের মধ্যস্থলে তাঁহার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাহার জন্য একটা চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। টর্চলাইট হস্তে তিনি ঐ চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে জনতার দিকে বাতি টিপিয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় হরলাল মাহাত ও আরও কয়েকজন ব্যক্তি থাকিয়া দিন্থু সিংএর বাড়ীতে যে আলোচনা হয় সেই আলোচনার মধ্যেই কথা প্রসঙ্গে ঐ কুখ্যাত উক্তি সূর্য্যনারাণবাবুর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। মাঝিহিড়া বিদ্যালয় গৃহ ভস্মীভূত ব্যাপারে তাহাকে কেহ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। তিনি নিজেই নিজেদের প্রতাপ প্রতিপত্তি ও দম্ভের প্রমাণ স্বরূপ জানাইয়াছিলেন যে—তাঁহারা মাঝিহিড়া বিদ্যালয় পোড়াইয়াছেন এবং আরো পোড়াইতে পারেন।

১১ই বৈশাখ সূর্য্যনারাণ দিন্থু সিংএর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া বিকালে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়াছেন। তারপর বেলা ৩।৪টার সময় চাঁপাতী হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বাগডেগাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে বাগডেগারই কয়েক-জন লোক ছিল। এত সকল কাণ্ড করিয়াও তিনি যে আজ চাপাতীর উপস্থিতি অস্বীকার করিতেছেন তাহা ভাবিয়াই বিস্ময় বোধ করিতেছি।

বাগডেগাতে যেদিন হাকিম মহোদয় আসিয়াছিলেন, উক্ত দিবস আমিও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম। প্রত্যেক লোকের জেরা এজেহার আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই তদন্তের ব্যাপারও একটি রহস্যপূর্ণ। তদন্তে উপস্থিত থাকিয়া—সূর্য্যনারায়ণবাবুর মিথ্যাভাষণ—সূর্য্যনারায়ণের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের অনুকূল ব্যবস্থাসমূহ—হাকিমের তদন্ত ধারা—এবং মিথ্যার রূপ উদ্‌ঘাটনে লিলু মাহাতর স্বতঃপ্রণোদিত সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপার-সমূহ দেখিলাম।

ঘাটোয়ালী হাকিম কোন কারণ না দর্শাইয়াই হরলাল মাহাত প্রভৃতিকে ডাকাইয়াছিলেন। সুতরাং হাকিম যে কেন তাহাদের ডাকাইতেছেন তাহা জানিবার আর কোন উপায় ছিল না। অথচ হাকিমের আহ্বানে না উপস্থিত হইলেও হয় তো বা কোন ধারায় আবার অভিযুক্ত হইতে হইত। কৃষি কর্ম্মের বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও উপস্থিত হইতে হইয়াছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে হরলাল মাহাতর নোটীশে নাম ও ঠিকানায় গোলমাল থাকার জন্য হরলাল মাহাত ঐ ত্রুটিপূর্ণ নোটিশ গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন না। সেই জন্য নোটিশ বাহক হরলালের নামে অপর এক ব্যক্তির স্বাক্ষর লইয়া তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের চন্দ্রশেখর মাহাতর ব্যাপারেও ঐ নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মান্যবর হাকিম মহোদয়ের নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিলে তিনি উক্ত ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার কোন প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

মাকড়কেন্দীর নোটিশ লইয়া হাকিমের সঙ্গে বাদানু-বাদ চলিতে থাকা কালে নোটিশের স্বাক্ষরখানা চন্দ্র-শেখরের কিনা তাহা জানিবার জন্য চাঁপাতীর দিন্থু সিং এর সাক্ষ্য আবশ্যক হইয়াছিল। এই কারণে অনুমান করা সহজ যে নিশ্চয় দিন্থু সিং ঐ নোটিশখানা পৌছাইবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। আর যদি না গিয়া থাকেন তবে স্বাক্ষরের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাহার আবশ্যক হইল কেন? তিনি যে সেখানে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে কেন সন্দেহ নাই। এখানে বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য যে তিনি সরকারী কর্ম্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও আদালত সংক্রান্ত সরকারী কর্মের এই দায়িত্ব তাহাকে কেন দেওয়া হইল? আর যদি তাহাকে কোন দায়িত্ব না দেওয়া ছিল তবে স্বাক্ষরের সত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবার জন্য তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইল কেন? দিন্থু সিং একজন হিন্দী প্রচারক। (এখানে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সে বা তাহার বাড়ীর কেহই হিন্দী জানে না বা তাহারা কেহই হিন্দী বুঝে না।) সেইজন্যই কি এমনভাবে সরকারী কর্ম্মের গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল? আজ সকলেই জানে যে, জেলায় অবাঞ্ছিতভাবে যাহারা হিন্দী প্রচার করে বা হিন্দী প্রচারের নামে জেলাব্যাপী যে অন্যায় চলিতেছে তাহার যাহারা সমর্থন করে—তাহারা আজ সরকারী কাজের সহিত হরিহর আত্মা হইয়া জেলায় নরককুণ্ডের আবির্ভাব করাইয়াছে। তাহাদের যাহার যা খুসী করিতে পারে—সরকারী কাজের দায়িত্ব করিতে পারে—যখন যাহা খুসী সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে—তাহারা শান্তিপ্রিয় লোকের উপর চড়াও করিয়া পুনরায় হাকিম হইয়া সেই নিগৃহীত লোককে সাজা দিতে পারে। ইহাই কি আজ হিন্দী প্রচারকদের আসল রূপ হইয়া উঠে নাই?

৩০শে জুলাই যেদিন ঘাটোয়ালী হাকিম বাগডেগাতে আসিয়াছিলেন, সে দিন এই অঞ্চলে যে দুচার জন মাত্র হিন্দীর সমর্থক আছে তাহারাও ঐ দিবস সমবেত হইয়া-ছিল। তাহাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিয়া তদন্তের প্রহসনটা যে দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র এবং পূর্ব্ব পরিকল্পিত ইহা উপলব্ধি করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। হাকিম আসিবেন, আসিয়া কি করিবেন কিভাবে তদন্ত করিবেন, তাহা এই হিন্দী প্রচারকরা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল। অথচ হরলাল এই ব্যাপারের কিছুই জানিত না। সূর্য্যনারায়ণবাবুর পক্ষে যত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, হাকিম নিরলসভাবে তাহা-দের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে লীলু মাহাতর



সাক্ষ্য গ্রহণ করাইবার জন্য হাকিমের সঙ্গে কত বাদানুবাদ করিতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারটা কেন তদন্ত করা হইতেছে তাহা হাকিমের নিকট জানিতে চাহিলে, তিনি সেবিষয় কিছুই জানেন না বলিয়া তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন ব্যাপার না জানিয়া শুনিয়াই কি একজন দায়ীত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারী তদন্তে বাহির হইয়াছিলেন? তদন্তের মধ্যে কি যে গোপন রহস্য নিহিত ছিল তাহা কেবল বিচারকরাই বলিতে পারেন।

বর্ত্তমানে জেলার সরকারী কর্মনীতির ধারা দেখিয়া আজ সত্য সত্যই অন্তরে প্রশ্ন আসে ইহা কি? সরকারী কর্ম্মপরিচালনা দেখিয়া মনে হয়—ইহা একটা বিশৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের কাণ্ড। আজ এই জেলাতে সরকারী সহায়তায় হিন্দী প্রচারের সুযোগে সুবিধাবাদী লোকেরা গ্রামের মধ্যে যাইয়া শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি দ্বারা গ্রামবাসিগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে; নানা অঘটন ঘটাই-তেছে। এবং এই রাষ্ট্রভাষা প্রচার কার্য্যও জেলাতে একটা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছু নয়। জেলাবাসী ইহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছে। সরকারী সহায়তায় পরিপুষ্ট এইসব ময়ূরপুচ্ছধারীরা যে আর কতকাল জেলার জনগণের উপর আধিপত্য করিবে তাহাই চিন্তার কথা। শাসন এবং শোষণের জগদ্দল পাথর জেলার জনগণের বুকের উপর আর কতকাল যে চাপাইয়া রাখা হইবে—তাহা ভাবিয়া দেশবাসীর অন্তরে এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগ্রত হইতেছে। বর্ত্তমান লোকপ্রিয় (?) সরকারকে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সেদিন আজ আসিতেছে, যেদিন জেলাবাসী আপন মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্যায় অত্যাচার, অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ও বিপুল বিক্রমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। জেলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবীত করিবার জন্য সম্মুখে যত বাধাই আসুক না কেন, জেলাবাসী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায় ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া বীরোচিত পথেই যাত্রা করিবে। মানভূমের সংস্কৃতি

শক্তি ও আপন প্রাণের ভাষার সামঞ্জস্যেই রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রভাষা মানভূমবাসীর অন্তরে রূপ পরিগ্রহ করিবে।

রাষ্ট্রভাষা মহান রাষ্ট্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করুক ইহাই আমরা চাই। তবে রাষ্ট্রভাষাকে অবলম্বন করিয়া সরকারী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সূর্য্যনারায়ণবাবু প্রভৃতির মত জেলার হিন্দী প্রচারকেরা যে অপকার্য্য, স্বার্থসাধন ও বিদ্বেষ সৃষ্টির পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন—তাহাতে তাঁহারা রাষ্ট্রভাষার উপর দেশের বিরাগ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন এবং রাষ্ট্রভাষা প্রচারকারীদের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়া চলিয়াছেন। দেশবাসীর চোখ আজ খুলিয়াছে। তাহারা এই ষড়যন্ত্রময় জীবনধারার পূর্ণ প্রতিকার নিশ্চিতভাবে করিবে। ইতি

বিনীত

যতীন্দ্রনাথ মাহাত, মাঝিহিড়া।

১৯।৮।৫০

---

## পুরুলিয়া নাগরিক সংঘ

সহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত এবং ক্রমোন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এবং নাগরিক কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সহরবাসীদের সচেতন এবং শিক্ষিত করিয়া যাহাতে পৌরসভার কার্য্যাবলী ঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য "নাগরিক সংঘ" নামে একটি পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সহরের প্রত্যেক সাবালকই এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি ঠিকভাবে সংগঠন করার উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীসুকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক—শ্রীঅলক চৌধুরী, সভ্যবৃন্দ—সর্বশ্রী মিহির চট্টরাজ, অশোক চৌধুরী, মহাদেব মুখার্জি, মনোজ মজুমদার, জ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত, বনবিহারী বরাট, গোপাল নন্দী, সবিতা রঞ্জন রায়, ডাঃ অমিয় কবিরাজ।

---

# স্থানীয় সংবাদ

**হাকিমের মেজাজ**—প্রকাশ গত ২৩শে জুলাই মানভূমের এস, পি, হুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ডাক বাংলোয় অবস্থান করেন। বাংলো ও তৎসংক্রান্ত জিনিষ পত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই ছিল। তথায় মেথর পাওয়া যায় না এই কথা জানাইলে এস, পি, মহোদয় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চৌকিদারকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিয়া তাহাকেই পায়খানা সাফ করিতে আদেশ করেন। পরে ২৫শে তারিখে বাংলোর খাতায় সহি করিতে বলিলে ও ভাড়া চাহিলে আর এক দফা গালাগালি করিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হন। তখন চৌকিদার খাতা ফেলিয়া পলাইয়া যায়। প্রকাশ যে, চৌকিদার বিষয়টী তাহার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছে।

**রাঁচীতে নিবারণ স্মৃতি**—গত ১লা শ্রাবণ রাঁচিস্থ মানভূম কলেজ ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পঞ্চদশ স্মৃতি বার্ষিকী ঘরোয়াভাবে পালন করেন। নিবারণচন্দ্রের প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সভায় ঋষির জীবনআদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ আলোচনা হইয়াছিল।

**চিরকুণ্ডায় প্রকাশ্য হত্যা**—গত ২৪।৮।৫০ তারিখে চিরকুণ্ডা সিনেমা হলের সম্মুখে এক যুবক অপর এক ড্রাইভারকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিয়াছে। প্রকাশ যে, আততায়ী পলায়ন করিয়াছে। সন্ধ্যা ৭—৩০ মিনিটে ইহা প্রকাশ্য রাস্তায় সংঘটিত হয়। আহত ড্রাইভারকে ধানবাদ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়, কিন্তু আঘাত গুরুতর হওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, একদা ড্রাইভারটী উক্ত যুবককে অসাবধানে মোটর সাইকেল চালাইতে নিষেধ করিয়া ভর্ৎসনা করে। সেইজন্য যুবকটী তাহাকে আঘাত করিয়াছে। চিরকুণ্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ ইহার তদন্ত করেন। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।



**মলয় স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা**—মানভূম জেলার কিশোর ছাত্র ও ছাত্রীদিগের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে 'মলয় স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'র জন্য জেলার ছাত্র ও ছাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধের বিষয়—"মানভূমের বর্ত্তমান সমস্যা"। ফুলস্কেপ কাগজের ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই, কালীতে লিখিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কোন প্রবেশমূল্য লাগিবে না। যোগ্যতা অনুসারে ৫ জনকে শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলী পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ ২০শে অক্টোবরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি পোঃ পুরুলিয়া, জেঃ মানভূম।

**নিশ্চিতপুরে ডাকাতি**—বেগুনকোদরের নিকটবর্ত্তী নিশ্চিতপুর গ্রামে গত ৯ই ভাদ্র শনিবার শ্রীহাড়িরাম মাহাতর গৃহে ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা হাড়িরামকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং তাবলা দ্বারা আঘাত করিলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। বাড়ীর অপরাপর বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগকেও প্রহার করিয়া ডাকাতেরা সমস্ত চাল, ধান, নগদ টাকা, ছাগল, হাঁস প্রভৃতি লইয়া চলিয়া যায়। প্রকাশ যে হাড়িরাম ডাকাতদিগকে বাধা দিবার সময় একজন ডাকাতকে স্বীয় তাবলা দ্বারা আঘাত করিতে সমর্থ হয়।

**ভূতামে ঝাঁপান উৎসব**—গত ১০ই ভাদ্র রবিবার ভূতাম গ্রামে ঝাপান উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই ঝাপান উৎসব ভূতাম গ্রামের জীবনে এই প্রথম। লোকের জনতা প্রায় এক হাজার দেড় হাজার হইয়াছিল। নপাড়া, মাধবপুর ও জামবাদের গুণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতায় নপাড়ার ক্ষেতু সহিস্‌ই জয়ী হয়। গ্রামের রাস্তার মধ্যে জনতার চাপ এত অধিক হয় যে, ভূতাম গ্রামের একজন ও রমাইডি গ্রামের একজন আহত হয়। এই উৎসব গ্রামের যুবক সংঘের তরুণ কর্ম্মী শ্রীমন্ত্রী মাহাতর উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬।৭ টা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে এই উৎসব চলিতে থাকে।

**হুটমুড়া স্কুলে ফুটবল প্রতিযোগিতা**—গত ২।৯।৫০ তারিখে হুটমুড়া এবং হুড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের এক প্রীতি সম্মিলনী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ভাল খেলোয়াড় হিসাবে শ্রীমান অনিল কুমার বিদ্ ও শ্রীমান দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীকে দুইখানি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

**মিথ্যা মামলা খারিজ**—মানভূমের বিশিষ্ট জনপ্রিয় কর্ম্মী লোক সেবক সঙ্ঘের সদস্য শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী ও দানশীল, ধর্ম্মপ্রাণ, লক্ষণপুর গ্রামের হাই স্কুল, ডাক্তারখানা, আদিবাসী ছাত্রাবাস ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মোকর্দ্দমা গত ৩০।৮।৫০ তারিখে খারিজ হইয়াছে।

বিবরণ এই যে, একখানা হিন্দিতে লেখা দরখাস্ত ইঁহাদের বিরুদ্ধে রাজস্ব সচিব কৃষ্ণ বল্লভ সহায়ের নিকট পাঠান হয়। এই দরখাস্ত করা হয় গ্রামের দুইবার ১১০ ধারায় সাজা প্রাপ্ত এবং ডাকাতি কেশে জড়িত কেশব বাউরী এবং আরও আট জন হরিজন কর্ত্তৃক। অভিযোগে জানান হয় যে, তাহাদের হিন্দি পড়ায় বাধা দেওয়া হইতেছে ও মারিবার ভয় দেখান হইতেছে। দরখাস্ত খানা ছোটনাগপুর আদিবাসী সেবা মণ্ডলের মন্ত্রী নারায়ণজীর মারফত ডি, সি, সাহেবের নিকট আসে ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মামলা আনয়ন করা হয়। এই মামলা করার পিছনে স্থানীয় বিখ্যাত হিন্দি প্রচারকদের উদ্যোগ ছিল।

**'সংগঠন' ও 'কোল্ডফিল্ড টাইমস্' পত্রিকার মামলা**—হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পুরুলিয়ার 'সংগঠন' পত্রিকার সম্পাদক, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী ও 'কোলফিল্ড টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে বিহার সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত রুলিং বাতিল করেন। বিচারপতিদ্বয় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উক্ত পত্রিকা দুইটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধে আদালত অবমাননা করা হয় নাই।

---

**ভ্রম সংশোধন**—গত ৭ই আগষ্টে (৩৬ সংখ্যা) প্রকাশিত "মুক্তিতে" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্তের মৃত্যু ৪ঠা জুলাই হইয়াছে বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। তাহা ৪ঠা আগষ্ট হইবে।

মুঃ সঃ

---

# পুরুলিয়া সহরে
## ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল
# "শ্রীদুর্গা মার্কা"
## ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত "আগ মার্কা"
[ "আর্জ্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]

**আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।**

প্রাপ্তিস্থান: জয়নারায়ণদাস হরিদাস, রামজীদাস ভীমরাজ, রণছড়দাস প্রহ্লাদ রায়, ভোলানাথ হালদার, ভগবানদাস গোলাপ রায়, কালা ট্রেডিং কোং, পুরুলিয়া।

নিবেদক: **শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ।**

ডিপো: **নামোপাড়া—পুরুলিয়া।**



## দি পুরুলিয়া নাসারী, ভাটবাঁধ
### পুরুলিয়া মানভূম।

প্রোঃ অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স (রেজিষ্টার্ড) উৎকৃষ্ট সব্জী বীজ ও কলম গাছের মূল্য তালিকা। যথাক্রমে বাঁধাকপি—জলদী, মাধ্যমিক ও নাবী তোঃ ১৲, ১।০ ও ১৲ ফুলকপি—জলদী, মাধ্যমিক, নাবী ও রাক্ষুসে তোঃ ৸০, ১৲, ১।০, ৫৲। মূলা—১ ফুট, ১॥০ ফুট ও ২ ফুট তোঃ ৵০, ৶০, ।০ সের ৫৲, ৭৲ ও ১০৲। যে কোন বীজ ২ তোলার দামে ২॥০ তোলা পাইবেন।



## চাকুরীর সুযোগ
### ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে। ১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল



# হিন্দুস্থান
# কো-অপারেটিভ
## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
### পুরুলিয়া।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন।

সদর মানভূমে সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার


বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

| | | |
|---|---|---|
| ১১শ বর্ষ<br>৪১শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার<br>২৫শে ভাদ্র ১৩৫৭, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০ | বার্ষিক মূল্য—৬<br>নগদ মূল্য—৵০ |


ক্ষুধায় মানুষ কাতরে মাগিছে অন্ন
পতঙ্গ সম মরিবে তারা অগণ্য;
তাহলে তোমার ললাটে কিসের জন্য
রাজ-গৌরব-তাজ —
কিসের রাষ্ট্র-জীবন যদি বা
বুভুক্ষু মরে আজ?

—পথচারী

# বলরামপুরের পরবর্ত্তী সংবাদ

## মিলিটারী পুলিসের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ঃ গ্রাম ছাড়িয়া ভয়ে বিরোধীদের পলায়ন

## জনগণের মধ্যে সাহসের সঞ্চার ঃ গ্রাম পঞ্চায়েৎ গুলি প্রতিরোধ শক্তি গঠনে তৎপর

বলরামপুরের সংবাদ গত সংখ্যায় মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদের পর বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া গিয়াছে। পুলিস গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিরোধীদের বাড়ী চড়াও করিতেছে। বিরোধীদের প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া,—তাহাদের মধ্যে কিছু বলরামপুর থানা ছাড়িয়া—পরিবারবর্গ সহ পলাইয়াছে। প্রথমে কয়েকটি গ্রাম হইতে বহু লোক পলাইয়াছিল। গ্রামের এমন বহু লোক যাহারা প্রধান উপদ্রবকারীদের ও উৎপাত জবরদস্তির ভয়ে পার্টির সামিল হইয়া কাজ করিতেছিল—তাহারা প্রথমে পলাইতেছিল। এখন তাহারা গ্রামে থাকিতেছে। গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি ইহাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়াছে। যাহারা আসল উপদ্রবকারী তাহারা ৫।৬ গ্রামের প্রায় ২০।৩০ ঘর। তাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়াছে। যাহারা ভয়ে সামিল ছিল এমন কিছু লোক তাহাদের পরিবারবর্গ সহ গ্রামে ফিরিতে ইতঃস্তত: করিয়া আনাগোনা করিতেছে। জনসাধারণের ভিতর একটা সাহস ও সংঘবদ্ধতার ভাব দেখা দিয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি দুর্নীতিকারীদের দমনে সহায়তায় তৎপর হইতেছে। পুলিস ও মিলিটারী সহ ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যে আমারু হাঁসপুর কানা, জুয়াড়ি প্রভৃতি উপদ্রবের প্রধান গ্রামগুলি ঘুরিয়া বিরোধীদের ঘরবাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাদের না পাইয়া তাহাদের কপাট তক্তা খাট, গরু, হাঁস মুরগী, ছাগল, ঘী, তরিতরকারী ও চাউল, ধান ও তৈজসপত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিতেছে। প্রকাশ, পুলিস ও মিলিটারী ইতিমধ্যেই অনেকগুলি হাঁস, মুরগী, ছাগল, ঘী, তরিতরকারী খাইয়া ফেলিয়াছে। বিরোধীদের দ্রব্য হইলেও এইভাবে আত্মসাতের কাজ বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া জনগণ মন্তব্য করিতেছে। কোথাও কোথাও কোনো কোনো লোককে পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক নিরপরাধ জানান হইলেও পীড়ন করা হইতেছে। পঞ্চায়েৎগুলির সহযোগিতায় কাজ হইলে এই অবস্থা নিবারিত হইতে পারে। আমারু, হাসপুর, কানা, জুয়াড়ি হইতে ১৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুলিয়া চালান দিয়াছে। ইহাদের ভিতর পুলিসকে মারার অভিযোগে ধৃত তিনজন স্ত্রীলোক আছে। আমারু গ্রামের পঞ্চায়েৎ উপদ্রবকারীদের একজনকে ধরিয়া পুলিসে সমর্পণ করে। এ পর্য্যন্ত ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উপদ্রবকারীদের প্রধান পাণ্ডা কেহ ধরা পড়ে নাই। কারণ তাহারা পলাতক।

( নিজস্ব সংবাদ দাতা )

## পুরুলিয়ার শিক্ষাজগতের সংবাদ সমূহ

প্রস্তাবিত হাইস্কুল বিষয়ে সরকারী যোগাযোগে যে সকল অবাঞ্ছিত ব্যাপার সমূহ কয়দিনের মধ্যে ক্ষোভজনকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং জেলা স্কুলে, ছাত্রদের প্রতি বিদ্যালয়-পরিচালক কর্ত্তৃক যে সকল অত্যাচারমূলক ও মর্য্যাদ-হানীজনক ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার বিবরণ সমূহ জানিবার জন্য পুরুলিয়ার জনগণ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন—এবারের সংখ্যায় স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

# পুণ্যগান্ধী জয়ন্তী আগত প্রায়

**বিশ্ববন্দ্য মানবের উজ্জ্বল জীবন-বর্ত্তিকা আজ বিভ্রান্ত জাতিকে পথ প্রদর্শন করিবে তাঁর জীবনাদর্শের পুণ্য-স্মরণের দায়িত্ব যেন আমরা পালন করি।**



'মুক্তি'

২৫শে ভাদ্র সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

## সহযোগিতার আহ্বান

সম্প্রতি ভারতের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ চোরাবাজারী, লাভখোর এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া তাহাদের দমনার্থে ভারতের জনসাধারণকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কয়েকদিন পূর্বে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আসামে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু আসামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে আসিয়া জনসভায় বক্তৃতা কালে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়া তিনি বলেন যে চোরাবাজারী প্রভৃতিরা দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। কোন প্রকার দরদ না দেখাইয়া মুনাফা-শিকারীদের কঠোর ভাবে দমন করিবার জন্য অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ ও উহাদের কারাগারে নিক্ষেপের জন্য তিনি বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে (প্রাদেশিক সরকারকে) নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহেরু আসামেই আর একটি বক্তৃতায় প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন যে—বর্ত্তমানে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত বাড়িয়াছে—ইহা ধ্বংস ও দুর্বলতার পথ।

দেশের সর্বদিকে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া ভারত রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উক্তভাষণে প্রাদেশিকতা বা প্রাদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড অনিষ্টকারীতা দূরীকরণের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা না করিলেও মুনাফাশিকারীদের দমন করিবার জন্য তাহাদের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরুও তাহার জন্য বদ্ধপরিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের প্রেসিডেণ্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের এই দুই প্রধান কর্ণধার সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও দেশের এই প্রধান শত্রুদের দমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দেশের লোকে সর্বদাই এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত, তাহাদের সহযোগিতা লাভ করা বিশেষ কঠিন নহে। কিন্তু এখানে একটা বিচার্য্য বিষয় এই যে যদি সহযোগিতার অর্থ এই হয় যে, তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে গবর্মেণ্ট যাহা করিবেন—তথাস্তু বলিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন তাহা হইলে সে সহযোগিতা চাওয়ার অর্থ হয় না। তাহাতে কোন কাজও হইবে না বরং অকাজই বেশী হইবে। জনসাধারণকে ক্ষমতা দিয়া যদি তাহাদের সাহায্য করিতে গবর্মেণ্ট অগ্রসর হন তবে এই সব মুনাফাশিকারীদের অবিলম্বেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। কিন্তু গবর্মেণ্ট কি বাস্তবিকই তাহা চান? আজ কার্য্য কারণ দেখিয়া বলিতে হয় যে নেতৃবৃন্দ তথা গবর্মেণ্ট এই সমস্ত মুনাফা শিকারীদের বাস্তবিকই নিঃশেষ করিতে চান কিনা? কারণ উপর হইতে আরম্ভ করিয়া চোরাবাজারী ও মুনাফাকারীরাই আজ কংগ্রেসের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে প্রভাব প্রয়োগের প্রধান স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টেও তাহাদেরই প্রভাবের প্রাধান্য। এক্ষেত্রে নানারূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই বলা যায় যে চোরা বাজার নিবারণ ও মুনাফাশিকারীদের দমন করিতে সহযোগিতা করিতে যাইয়া জনসাধারণ যে বিপদে পড়িবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? ইহার জন্য সচেষ্ট ও সক্রিয় কর্ম্মীরা এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের অধীনস্থ প্রদেশ, জিলা, থানার কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা এই অপরাধের জন্য নানা মিথ্যা অজুহাতে যখন নির্য্যাতিত হইবেন তখন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বা পণ্ডিত নেহেরু তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থায় উদাসীন হইবেন না বা তাহাদের নিকট সত্য ঘটনা জানাইলেও তাহা অবিশ্বাস করিয়া অধীনস্থ পরিচালকদের তথা সরকারী কর্মচারীদের কথাই বেদবাক্য ধরিয়া সহযোগকারী জনকর্মীদের আরও বেশী বিপদে ফেলিবেন না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই ইহা দেখিতেছি। এসব বিষয়ে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ ও চূড়ান্ত সহযোগিতা কোন গবর্মেণ্টই কোন দিন পান নাই তাহা যেমন পাইয়াছেন কয়েকদিন আগে এই স্বরাজেরই আমলে মানভূমের ক্ষেত্রে আমাদের কংগ্রেস গবর্মেণ্ট। প্রাদেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তাহা সে কিরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে বিনষ্ট করা হইল তাহা আজ সহযোগিতার জন্য আহ্বানকারী ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ খুব ভাল করিয়াই জানেন!

এই জন্য এই সমস্ত মহৎ বাক্যের অন্তরালে ইহাদের আন্তরিক কর্ম্মলক্ষ্য আছে কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। দেশ আজ এইসব কথা কলের গানের ধ্বনির মত মনে করিতেছে। ইহারা যদি বাস্তবিক সহযোগিতা দ্বারা কিছু করিতে চান তবে গোড়া হইতে সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। মোটা খদ্দর ও উঁচু গান্ধীটুপী পরিয়া দেশদ্রোহী আদর্শ চোরাবাজারী ও মুনফাশিকারীরা যাহারা আজ গবর্মেণ্টের চারিদিকে ভীড় করিয়া আছে এবং এবারকার নাসিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে ভীড় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—নেতৃবৃন্দ তাহাদের সহযোগিতা লইয়াই চলিয়াছেন। জনসাধারণ যেদিন বুঝিবে যে গবর্মেণ্ট অথবা নেতৃবৃন্দ বাস্তবিকই জনসাধারণের সাহায্য ও শক্তি লইয়া সত্য সত্যই জনসাধারণের সেবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন সেদিন তাহাদের সহযোগিতার জন্য আর আহ্বান করিতে হইবে না—জনসাধারণই তাহাদের আহ্বান করিবে।

# মানভূমব্যাপী ক্ষুধিতের হাহাকার

## কাজ নাই, অর্থ নাই ও নিদারুণ অন্নাভাব

## আরো বহু মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায়

### এখনো কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হয় নাই ঃ লোক সহায়তার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল ঋণের জন্য অগণিত লোকের ছুটাছুটি ঃ সরকারী অব্যবস্থায় অপরিসীম হয়রাণী ও ক্ষতি যোগ্য প্রতীকারে অবিলম্বে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন জরুরী অবস্থার উপলব্ধি চাই ঃ ক্ষিপ্র শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা চাই

**ব্যাপক সহায়তা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে জনগণকে জানান প্রয়োজন**

**লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব জানাইতেছেন যে, অবস্থা ক্রমশঃই সংকটাকার ধারণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকারের সংবাদ আসিতেছে। লোক ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বিশেষ সংকটাপন্ন অঞ্চলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ঋণের আশায় লোকে দুই চারি টাকা কর্জ্জ করিয়া পুরুলিয়া ও থানা-বাজারগুলিতে আসিতেছে ও বহুক্ষেত্রে কপর্দ্দকহীন হইয়া ক্লান্ত অভুক্ত অবস্থায় ব্যর্থ হইয়া ফিরিতেছে। তাহাদের মর্মন্তুদ অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই সকল অবস্থার মধ্যে ঝালদা থানা হইতে অনাহারে কয়েকজনের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। এই সংবাদটির সম্যক তদন্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।**

লোক সেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের দ্বারা পাটনা ও রাঁচিতে মন্ত্রীদের সহিত খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে সাক্ষাৎকার ও তাহার পর পুরুলিয়ায় খাদ্যমন্ত্রীর আগমন সংবাদে জনসাধারণ সহায়তা বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা জানিতে উদগ্রীব হইয়া আছেন। লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব জানাইয়াছেন যে—খাদ্যশস্য সরবরাহ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রীর কথায় জানা গিয়াছে যে, বিশেষ দুর্গত অঞ্চলে সুলভমূল্যে খাদ্য বিক্রয়ের দোকান খোলা হইতে পারে এবং মানভূমে সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত চাউলের অংশ জেলায় প্রদত্ত হইবে ও জেলার বাহিরেও প্রদত্ত হইবে। এবং বাহির হইতে বিশেষ পরিমাণ শস্য জেলায় আমদানী করার অবস্থা তাঁহার নাই; ২৫০০ মণ গম ও বাজড়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহা সেপ্টেম্বরে দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্তগুলি মন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানা গিয়াছে। তাঁহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি করা হইয়াছে—তাহা জানা যায় নাই। সঙ্ঘের সচিব আশঙ্কা করিয়া বলেন যে—খাদ্য সচিব জেলার অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ ও অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে আমাদের ধারণা হয় নাই। এবং জেলায় সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনা হইয়া থাকিলে তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। এবং জেলাতেও সেই অনুসারে ব্যবস্থা এখনো গ্রহণ করা হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবস্থার উদ্যোগে এই বিলম্বিত ক্রম অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছিত নয় বলিয়া তিনি বলেন। এবং সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের দ্বারাই তাঁহাদের অবস্থাকে উপলব্ধি করার ও তদ্বিষয়ে চেষ্টা এবং আয়োজনের রূপ জানা যাইবে।



জেলাবাসীকে ঋণ এবং শ্রম প্রদান করা বিষয়ে ঐ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ফলাফল সম্বন্ধে সঙ্ঘের সচিব বলেন—কৃষিঋণদানের ও বাঁধ প্রভৃতির জন্য খরচ প্রদানের ব্যবস্থা যাহা জেলায় আছে, অবস্থা অনুযায়ী তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া জেলায় অধিকতর লোককে কার্য্যদানের উপায় করিবেন বলিয়া রাজস্বমন্ত্রী মনোভাব ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে কার্য্যকরী কর্ম্মপরিকল্পনা যাহা সরকার গ্রহণ করিলে জনগণের সুবিধা হইবে তাহা লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে জানান হইয়াছে। এসব বিষয়ে কোনো পন্থা এখনো পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়াছে কিনা আমরা জানিতে পারি নাই। এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন সত্বর বলিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব মনে করেন।

### ঋণের আশায় ধর্ণা—হায়রাণী ও ক্ষতি

সরকারী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা বিষয়ে সমালোচনা করিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—নিদারুণ অন্নাভাব, অর্থ ও কর্ম্মের অভাবের জন্য লোকে সরকারী ঋণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুরুলিয়া সহরে ও থানা-বাজার গুলিতে আনাগোনা করিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে জমি, সম্পত্তি ও অন্যবিধ বিশ্বাসযোগ্য জামিনে কিছু কিছু ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঋণ প্রদানের ব্যাপার সাধারণ অবস্থাতেও চাহিদার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় ইহার যেরূপ ব্যাপক ও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল—তাহা না করায় অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়াছে। দলে দলে লোকে গ্রাম হইতে পুরুলিয়া আসিয়া ঋণ না পাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। অল্প সংখ্যক লোক ঋণ পায়। ঋণবণ্টন দপ্তরে ঋণ দিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকা থাকে না—জামিন বিষয়ে তদন্ত ও বণ্টন বিষয়ে বিলি ব্যবস্থা কার্য্যের উপযুক্ত লোক ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রচারের সম্পূর্ণ অব্যবস্থা এবং সর্ব্বোপরি ঘুস, প্রতারণার অবাধ ও নিষ্ঠুর আচরণসমূহ—ঋণ প্রদানের যথার্থ উদ্দেশ্যের বহুলাংশই নিষ্ফল করে। এই প্রকার দুর্নীতিসমূহের বহু দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ গ্রামে জমা হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মানুষের কষ্টের কথা উপলব্ধি করিয়া এই সকলের সত্বর নিরাকরণ প্রয়োজন। ঋণের আশায় মরিয়া হইয়া নিঃস্ব গ্রামবাসীগণ কোনক্রমে দুদশ টাকা কর্জ্জ করিয়া সহরে আসে। দুই তিন দিন তাহারা ঋণের জন্য ধর্ণা দিয়া, হাতের সম্বল যাহা কিছু শেষ করিয়া শেষে নির্দ্দেশ পায়—আবার পরে আসিও। কবে কখন আসিতে হইবে জানে না। আবার একদিন ঐ ভাবে আসে। আবার ফিরিয়া যায়। দুবার তিনবার এইভাবে আসিয়াছে—এমন দৃষ্টান্তসমূহ লোক সেবক সঙ্ঘের অফিসে আসিতেছে। ফিরিবার সময় রিক্ত ও অভুক্ত অবস্থায় ঘর ফিরিয়াছে তাহারও সংবাদ সমূহ আসিতেছে। বহু অভিযোগের ভিতরে সম্প্রতি কয়েকদিনের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে—তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

### ঋণের প্রত্যাশায় হায়রাণীর দৃষ্টান্ত

বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি: সুদূর বান্দোয়ান হইতে গ্রামবাসীরা ২।৩ বার আসিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিতেছে। কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী সম্প্রতি কয়েকদিনের মধ্যে অভিযোগ করিয়াছে। এইসব গ্রামবাসীর মধ্যে অভুক্তদের খাওয়াইবার প্রয়োজন ঘটে।

পুঞ্চা থানার রাজনোয়াগড়ের ৬০ জন লোক ৬ই সেপ্টেম্বর ডেপুটি কমিশনারের বাংলায় যান। অভুক্ত অবস্থায় ১০॥০ হইতে ২॥০ টা পর্য্যন্ত তাহাদের আটক রাখিয়া বলা হয়—কেন্দা ডাক বাংলায় কাল যাইও। ঐখানে তদন্ত হইবে। ঐ দল হইতে অভিযোগ জানান হইয়াছে যে, ডেপুটী কমিশনার দলের একজন প্রধানকে চটিয়া বলেন—তুমি হল্লা করিতে এই সকল লোককে আনিয়াছ। কর্ম্মচারীদের বলেন, ইহাকে আটক রাখ। বলিয়া চলিয়া যান। দলটি ২॥০ টা পর্য্যন্ত আটক থাকে।

হাড়ামজাঙ্গা, দুবচড়কা প্রভৃতি গ্রামের নিরতিশয় দরিদ্র হরিজনগণ দলবদ্ধভাবে আসিয়া সহায়তার অভাবে ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ দিতেছে।

### মানবাজারে সহায়তা প্রত্যাশায় বহু গ্রামবাসী

মানবাজারের কর্ম্মী সংবাদ দিতেছেন—টোপরবাদ, তিলাবনী, সহরকুলি, লাকড়াখুন্দী, সেরেঙ্গডি, ধান্দা, পুন্দা,

পাহনাড়ি, কল্লাবনী প্রভৃতি গ্রামের বহু অধিবাসী যে কোনোপ্রকার সহায়তার জন্য মানবাজারে থানা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। তাহারা থানা ওয়েলফেয়ার ও দারোগাবাবুর নিকট নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানাইয়া আবেদন করিয়া বলে—তাহাদের কোনো কাজ নাই, খাদ্য কিনিবার কোনো সঙ্গতি নাই—সহায়তা না দিলে তাহারা মারা পড়িবে। তাহারা পুরুলিয়া আসিতে চায়—মানবাজারের গ্রামবাসী তাহাদের জন্য সত্বর চেষ্টা করিতেছে বলায় তাহারা নিরস্ত হয়। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

### পাড়া অঞ্চলের উদ্বেগজনক অবস্থা—

পাড়া থানা কেন্দ্রের নির্ব্বাচিত জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি, কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নিরীহ এবং বুভুক্ষু গ্রামবাসীগণের খাদ্যাভাবে হাহাকার এবং আবেদন শুনিতে হইতেছে। পাড়া থানার নডিহা কেন্দ্রে এবং পাড়া থানার চতুষ্পার্শেও নিকটবর্ত্তী এমন কোন মহাজন অথবা আড়ৎদার দেখিতে পাইতেছি না যাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত গ্রামবাসীগণকে ধার দিয়া অথবা মূল্য লইয়াও খাদ্য শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। বর্ত্তমান বৎসরে রবি শস্যও একেবারে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ের আধার জোনারও তাহাদের কপালে জোটে নাই। কেহ কেহ শাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া এবং অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতেছে এবং কেহ বা কুখাদ্য খাইয়া কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাটপুর এবং উদয়পুর গ্রামের উল্লেখ করিতেছি। ঐ গ্রামগুলিতে বহুলোক কলেরায় মারা গিয়াছে এবং এখনও কলেরা চলিতেছে। জেলা বোর্ড হইতে কলেরা নিবারণ জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। খাদ্যাভাব পুরণ না হইলে কলেরার প্রতিকারের আশা কম। বিগত ৩১শে আগষ্ট উদয়পুর গ্রামের কয়েক ব্যক্তি চাউল সংগ্রহের জন্য পুরুলিয়াতে আসে এবং মাননীয় এস, ডি, ও সাহেবের নিকট দরখাস্ত দেয়; কোনো প্রতীকার হয় নাই। গ্রামবাসীগণ পেটের জ্বালায়—পুরুলিয়ার গোদাম হইতে দশ সের, বিশ সের অথবা কেহ বা কিছু বেশী চাউল কিনিয়া লইয়া যাইবার সময় পুলিশের অত্যাচারে অধিক নাচার হইয়া পড়িতেছে। কোথায় খাবার সংগ্রহ করিবে—না জেলের ভয়। ভয়ে পুরুলিয়া হইতে চাউল সংগ্রহ করা মুস্কিল হইতেছে। এই সব অসুবিধা দূর হওয়া প্রয়োজন।

বিপদ আরো যাহাতে না বাড়ে তজ্জন্য শীঘ্র মধ্যে এ সকল অঞ্চলে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য শস্য বিলি ব্যবস্থার জন্য সরকারী কেন্দ্র খুলিতে জনসাধারণ আবেদন জানাইতেছে।

### পাড়া থানার একটি গ্রাম—

গ্রামের নবযুবক সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে—

পাড়া থানার অন্তর্গত কালুহার গ্রামে গৃহস্থ সংখ্যা ১৪০। সকলেই কৃষিজীবী। অধিকাংশ গৃহস্থকে মহাজনদের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতে হয়। মাত্র ৩.৪টী গৃহস্থের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত খরচ সংকুলান আছে। রবিশস্য অতিবৃষ্টি হেতু সামান্য পরিমাণে হইয়াছে। এখন নূতন ধান্য আমদানি না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামবাসিগণের দিন গুজরাণ মহা মুস্কিলে দাঁড়াইয়াছে। এজন্য যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দরে এই গ্রামে খাদ্যশস্যের আমদানি হয় সেজন্য গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছে।

## বান্দোয়ান অঞ্চল : চল্লিশদিন পার করো

থানার পরিস্থিতি দিনের পর দিন মন্দের দিকে যাইতেছে। চাউল কিছু কিছু বাংলা দেশ হইতে আমদানী হইতেছে। লোকের কাছে পয়সা নাই ও কোন কাজও নাই। বর্ত্তমানে চাউলও সরকার পাঠান নাই। ঋণ দেওয়ার বিষয়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়েছিল তাহা কার্য্যে কখন পরিণত হইবে? বহুলোকের দরখাস্ত পাঠালাম। বর্ত্তমানে যে দুই চারিটী বাঁধ কাটানো যাইতে পারে তাহারও লিষ্ট ও দরখাস্ত পাঠাইলাম। বাঁধগুলি দুই তিন দিনের মধ্যে যাহাতে মঞ্জুর হয় তাহার ব্যবস্থা সত্বর করা দরকার। কোন রকমে ৪০ দিন পার



করা দরকার। ৪০ দিন পার করিলে পরে আর সরকারী সহায়তার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে। এখন সত্বর সহায়তা চাই।

## পটমদা অঞ্চল : সাহায্য দাও

### গাড়ীগ্রামে সভা

২১।৮।৫০ তারিখে গাড়িগ্রাম আদিবাসী স্কুলের নিকট এক বৃক্ষতলায় কতকগুলি গ্রামের বহু লোক লইয়া একটী বৈঠক হয়। তাহাতে প্রস্তাব হয় যে, এই অঞ্চলে মহাজন নাই, লোক বহু কষ্টে পড়িয়াছে। মাচা ও বাঁগুড়দা উভয় জায়গায় কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত সরকারী জিনিষ বিক্রী হইতেছে। আমরা গরীব, ঐ জিনিষ আনিতে আমাদিগকে ৮।১০ মাইল দূর যাইতে হয়। গ্রামসমূহে অন্নকষ্ট থাকায় যে চাউল, গম, ছোলা আনিতে যায় সে বহু কষ্ট পায়। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। তাহার জন্য যাহাতে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রে কেন্দ্রে জিনিষ বিক্রি হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে, গবর্ণমেন্ট যে ঋণের টাকা দিতেছেন তাহা বহু দরখাস্ত আবেদন নিবেদন করিয়াও আমরা দক্ষিণ পটমদা অঞ্চলের গরীব অধিবাসীরা পাই নাই। দক্ষিণ পটমদা নিবাসী গরীবের দল যাহাতে গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

দক্ষিণ পটমদা গ্রাম সমূহের নাম—লাওয়া, পকলাবেড়া, বাঁশতলা, ভেলাগড়া, কাড়রিকোল, লছিপুর, জোড়সা, তুণ্ডরুরু, ঝুঁজুগা, জামডি, সারজুঁগুলি, চুড়দা, বাঁশগড়, দুয়ারীডি, ঘোড়াবাঁধা, কুঁকুড়ু, অপ, জেরবন, সারি, বাটালুখা, পুনশ্চা, নূতনডি, লায়লম, রাপাকা, চিমটি, ধুসরা, বামনী, গোবরঘুসি, বুরুডি, ঘোসডি, ইত্যাদি এই সকলের মত লইয়া এস, ডি, ও সাহেবকে দরখাস্ত তিনটী প্রস্তাবে করা হইয়াছে। এবিষয়ে তদন্তকরা একান্ত দরকার। ইতি ২২।৮।৫০ ৫ই ভাদ্র।

### কর্ম্মীর সফর

কর্ম্মী শ্রীরেবতী কান্ত চট্টোপাধ্যায় পটমদা অঞ্চলের লাওয়া, পকলাবেড়া, লছিপুর, বলাডি প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া জানাইতেছেন যে, এইগুলি সীমান্ত অঞ্চল বলিয়া লোকের আরো কষ্ট হইতেছে। অবস্থা বান্দোয়ানের সমতুল্য। লোকে কর্জ্জের জন্য অধীর হইয়াছে। এই দূর অঞ্চলে খাদ্য-শস্যের কেন্দ্র অবিলম্বে প্রয়োজন।

### পটমদা অঞ্চলে নূতন উৎপাত

পটমদা অঞ্চল হইতে কর্ম্মী শ্রীধনঞ্জয় মাহাত জানাইতেছেন যে ৩০।৮।৫০ তারিখে পটমদা থানা অন্তর্গত বড়াম হাটে বঁটা নিবাসী সর্দ্দারেরা ঢোল দেওয়াইতেছেন যে মানগো হাটে চাউল বা কোনো জিনিষ লইয়া যাওয়া নিষেধ। উদ্দেশ্য এই যে, নিষেধ জারী থাকিলে লোকে ঐ রাস্তায় তরিতরকারী চাউল প্রভৃতি যাহা লইয়া যাইবে তাহাতে তাহারা ঘুস আদায় করিবে। বঁটা গ্রামে ঐ সর্দ্দারের পক্ষীয় লোকেরা চিমটি, রাপাচা, পাগদা হইয়া যে রাস্তা বঁটার গিয়া বঁটারে নদীতে দুইটি বড়ঘাটে ( চিমটিঘাট ও বঁটার ঘাটে ) উপস্থিত থাকিয়া মাথায় ঝুড়ি করিয়া যাহারা শাক তরিতরকারী জিনিষ পত্র লইয়া যাইতেছে তাহাদের কাছ হইতে /০ আনা হইতে ।০ আনা ঘাট মাশুল আদায় করিতেছে। যাহাদের পয়সা নাই—তরিতরকারী, জনার চাল প্রভৃতি আদায় করিতেছে। কাহারো নিকট /১ ঝিঙা, জনার ২ গণ্ডা, চাল /১ চাল /॥০ ইত্যাদি লইতেছে। লোকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ডিম, তরিতরকারী, জনার প্রভৃতি লইয়া যায়। লাভের আশায় কেহ কেহ বহু কষ্টে চাউল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে যায়। গরীবের উপর এই নিপীড়নের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

### পটমদার আরো কিছু গ্রাম

বান্দোয়ানের কর্ম্মী শ্রীঅটল মাহাত, শ্রীপূর্ণ মাহাত ও শ্রীকালীরাম মাহাত লোক সেবক সঙ্ঘের অফিসের নির্দ্দেশে বান্দোয়ান হইতে পটমদা হইয়া টাটা সীমান্ত পরিভ্রমণ করিয়া ৩০শে আগষ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতেছেন—

"আমরা পথে শিলি পাহাড়ী, দুয়ারিডী, অপ, সারি, নূতনডি প্রভৃতি গ্রাম হইয়া যাই। অনেক জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখি। লোকের জীবন যাত্রার অবস্থা নিতান্ত বিশৃঙ্খল। স্বাধীন ভারতের কোন ব্যবস্থা সে সব স্থানে নাই। অন্নাভাবে লোকেরা গরু, ছাগল প্রভৃতি বিক্রী করিয়া শেষ করিয়া দিয়াছে। গোবরঘুসি হাটে টাকায় /১ সের হিসাবেও চাউল পাওয়া যায় না।

কাপড়ের অবস্থা বান্দোয়ান অঞ্চলের মতই। জঙ্গল তো প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। ট্রাকে ট্রাকে বোঝাই করিয়া পাহাড় হইতেই কাঠ চালান যাইতেছে। জঙ্গল খাস করার অপূর্ব্ব কল্যাণ প্রমাণিত হইয়াছে। মনে হয় ইতিমধ্যেই জঙ্গল শেষ হইয়া যাইবে।

### টাটায় চাউল লইয়া যাওয়ার অবস্থা

বান্দোয়ান পটমদা অঞ্চল হইতে টাটা অঞ্চলে বহু পরিমাণে চাউল চলিয়া যাইতেছে—এই বিবরণ প্রদান করিয়া জনৈক অফিসার বান্দোয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে চাউলের অনটনের দাবী লঘু করিতে প্রয়াস পান বলিয়া উপরোক্ত ঐ তিনজন কর্ম্মীকে এ বিষয়ে ঘটনা স্থলগুলি পরিদর্শনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তাঁহারা টাটা যাইবার রাস্তাগুলি হাটের বারে পরিদর্শন করিয়া ৩০শে আগষ্ট জানাইতেছেন যে, তাঁহারা সারাদিন বহুভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কয়েকটি মাত্র গ্রামের লোককে চাউল লইয়া যাইতে দেখেন। বাংলা হইতে কিছু কিছু চোরাই চাল যাহা ঐ অঞ্চলে আসিতেছে তাহা লোকের ক্রয় শক্তির অভাবে বিক্রিত হইতেছে না বলিয়া তাহা টাটার দিকেও বিক্রয় করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এ বিষয়ে তাহারা লিখিতেছেন যে, বান্দোয়ান থানার মহুল বনা, মধুপুর, গুড়ুর, পটমদা থানার চড়কপাথর, মুকরু, বাঁগুড়দা, হুড়ুমবিল, বরাবাজার থানার কানাবহাল, গহমিকচ', আমড়াবেড়া, মানবাজার থানার বোরো গ্রামের মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি কিছু কিছু চাউল লইয়া মানগোতে আসিয়াছিল। কাহারও নিজের ঘরের চাউল নহে। বড় বড় মহাজন এবং মাড়োয়ারীর ঘর হইতে লইয়া আসিয়া টাকায় ৴১ সের হিসাবে বিক্রী করিতেছে। বহু আগে যে পরিমানে আমদানী হইত তাহার চেয়ে অনেক কম এখন আমদানী হয়। টাটানগরেও চাউলের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। চাহিদা বেশী ও দরও ভাল পাওয়া যায়। সেজন্য অর্থাভাবে কোনো রকমে চাউল সংগ্রহ করিয়া দুই চারিজন লোকে বিক্রয় করিতে যাইতেছে।

## জেলা খাদ্য-পরিস্থিতি ও মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

জেলার সংকটজনক খাদ্য-পরিস্থিতি বিষয়ে লোক সেবক পক্ষ হইতে বিগত ২৬শে আগষ্ট পাটনায় ও ৩১শে আগষ্ট রাঁচিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর খাদ্য মন্ত্রীর পুরুলিয়ায় আগমণ বিষয়ে বিবরণ লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থ প্রদান করা হইয়াছে। বিবরণ এই :—

"বিগত ২৬শে আগষ্ট সঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত ও শ্রীভজহরি মাহাত পাটনায় বিহারের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহের সহিত বেলা তিন ঘটিকায় সাক্ষাৎ করেন।

### মানভূমের সংকটজনক পরিস্থিতি

তাঁহারা মানভূমের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির সমস্ত দিক বিশদভাবে মন্ত্রীকে বলেন। তাঁহারা বলেন—সাধারণভাবে সমগ্র মানভূমের অবস্থাই সংকটাপন্ন। চাউল দুষ্প্রাপ্য; খাদ্যমূল্য ২৬৲ হইতে ৩২৲ চলিতেছে এবং আরো বাড়িবার অবস্থায় রহিয়াছে। জেলায় জোনার ও তজ্জাতীয় অন্যান্য ফসল, নিতান্ত কম হইয়াছে তাহা না হইবার মত। মহাজনে কর্জ্জ প্রায় দিতেছেই না। মহাজনেরাও চাল ধান বিক্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট প্রায় হইয়া আছে। চাষীদের হাতে বলিবার মত শস্য বা অর্থ না থাকায় কেহই কোনো কাজ পাইতেছে না। সাধারণ লোকের প্রায় শক্তি নাই। অবস্থা গুরুতর। সমগ্র জেলায় দুইমাস আর কি করিয়া চলিবে তাহার উপায় নাই। এই হইল সাধারণ অবস্থা। এবং ইহার উপর কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থা এখনিই অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলে পরস্পরকে সহায়তা দিবার উপায়ই নাই। চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মূল্য এই সকল অঞ্চলে আরো বেশী। লোকের কিনিবার শক্তি আদৌ নাই। ঐ সকল অঞ্চলের লোক ঘাসের বীজ প্রভৃতি খাইয়া কোনো ক্রমে জীবন ধারণ করিতেছে। বহু গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসী দুইতিন বেলা সম্পূর্ণ



উপবাসে দিন কাটাইয়া ঘাসের বীজ প্রভৃতি দিয়া টিকিয়া আছে। বহু লোক মৃত্যুর দ্বারদেশে কাটাইতেছে। অবিলম্বে সহায়তা না পাইলে মানভূমেও অনাহারে মৃত্যু দেখা দিবে এবং তাহা ব্যাপকভাবেও হইতে পারে। (এখানে বলা প্রয়োজন—তখনো মানভূমে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নাই বা লোক সেবক সঙ্ঘের গোচরীভূত হয় নাই।)

অনটনের তাড়নায় উচ্চমূল্যে খাদ্য ক্রয়ের জন্য জন-সাধারণের এক বিরাট অংশ ঘরের ছাগল ভেড়া, তৈজসপত্র, কোদাল, কুড়ুল এমনকি গরু বাছুর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বহু জনে নিঃস্ব হইয়া, বসিয়া আছে। শ্রাবণের বিপুল জলে জমি, ঘর বাড়ী, শস্যের বহু ক্ষতি হইয়াছে। এ বৎসর ধান ভাল হইতে পারে তবে বীজ ধান অভাবে সমগ্র জেলার কিয়ৎ পরিমাণ জমি অনাবাদী রহিয়া গেছে।

তিল গুঁজা, কোদো প্রভৃতি বুনিবার কাজ খরচ অভাবে উপযুক্তভাবে অগ্রসর হইতেছে না। খরচ প্রয়োজন এবং পয়সার অভাবে লোকে নিতান্ত কমমূল্যে ঘরের দ্রব্য বেচিতেছে ও যেটুকু ঋণ কেহ কোথাও মহাজনদের কাছে পাইতেছে—সুযোগ বুঝিয়া নানা অবৈধভাবে তাহাদের দ্বারা শোষিত হইতেছে। সরকারী ঋণের জন্য ছুটাছুটি করিয়া ঋণ ঠিকমত পাইতেছে না যেটুকু পাইতেছে তাহাতেও নানাভাবে লাঞ্ছিত ও শোষিত হইতেছে।

### সরকারী ব্যবস্থার রূপ

জেলায় এই পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারী নীতি কি চলিতেছে তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে—জেলার এই কষ্ট আজ বহু দিন হইতে হইয়াছে—এবং খারাপ অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাইতেছিল বলিয়া আমরা সরকারকে ক্রমাগত জানাইয়াছি কিন্তু আপনাদের পক্ষ হইতে অবস্থা বুঝিবার বা সহায়তা দিবার চেষ্টা না হইয়া বরং জেলা হইতে নির্বিচারে অবাধে সরকারী ধান্য ও চাউল রপ্তানী নীতি অনুসরণ করিয়া যাওয়া হইতেছে। ফলে জেলার চাউলের অবস্থা অধিকতর দুষ্প্রাপ্যতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া অবাঞ্ছিতভাবে ও মূল্যে খাদ্য ক্রয়ের ব্যবস্থার দ্বারা জেলার খাদ্য-মূল্যকে অযথা বাড়াইয়া লোকের দুর্দ্দশা বেশী করা হইয়াছে। সরকারী কাজের ফলে অবস্থাকে সংকটতর করিয়াও এখনো পর্য্যন্ত জেলা হইতে সরকারী শস্য-রপ্তানীর কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে, অবিলম্বে ইহা বন্ধ করা দরকার। এবং সরকারী খরিদকৃত চাউল জেলায় বিক্রয়ের জন্য দেওয়া উচিত।

সরকারী নিয়ন্ত্রিত গম, চাউল প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য জেলায় জেলায় যাহা ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয় তাহার বিষয়ে তাঁহারা বলেন যে—তাহার কিছু পরিমাণ বান্দো-য়ান প্রভৃতি অঞ্চলে দেওয়া হইয়াছিল—গম, বুট ও চাউল মিলিয়া সর্ব্বসমেত মোট ১০০ মণেরও কম। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য অবস্থার তুলনায় নিতান্তই কম হইয়াছে এবং জনগণকে বিক্রয়ের বিষয়ে অবাধ অনাচার চলিয়া তাহা জনগণের সহায়তার কাজে পূর্ণভাবে লাগে নাই এবং বহুল পরিমাণ বে-আইনীভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। খাদ্য-শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খল বিক্রয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা জানান।

কৃষকদিগকে বিগত বৎসরে প্রদত্ত সরকারী ঋণ আদায়ের জন্য বর্ত্তমান দুর্বৎসরেও যে ভাবে পীড়ন করিয়া আদায় করা হইতেছে—তদ্বিষয়ে তাঁহারা মন্ত্রীকে জানান। খাদ্য-মন্ত্রীমহোদয় এ বিষয়ে রাজস্ব সচিবকে জানাইতে বলেন।

### সহায়তার রূপ কি হওয়া প্রয়োজন

প্রতিনিধিগণ জেলার এই অবস্থার প্রতীকারে ৮ দফার এক কর্ম্মপরিকল্পনা প্রদান করিয়া খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে ও পরে রাজস্ব সচিবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কর্ম্মপরিকল্পনা যে বিষয়গুলি লইয়া তাহা এই :—(১) খাদ্য-শস্য সরবরাহ (২) ব্যাপক কৃষিঋণ দান (৩) ক্রয় শক্তিহীন জনগণকে শ্রমদান (৪) শিল্পী সহায়তা দান (৫) অক্ষম নরনারীকে সহায়তা দান (৬) ক্রয় বিক্রয় ক্ষমতার প্রসার (৭) গৃহীত সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন (৮) বণ্টন শৃঙ্খলা।

## প্রস্তাব সমূহ

### খাদ্য সরবরাহ

(১) খাদ্য শস্য সরবরাহ বিষয়ে পরিকল্পনার মধ্যে যাহা বলা হয় তাহার মধ্যে এই ছিল যে—জেলায় চাউল নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায় জেলার জন্য কমপক্ষে দেড় হইতে দুমাসের জন্য সদর মানভূমে সপ্তাহে ২০০০০

বিশ হাজার মণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন। ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ ইহা দেওয়া দরকার। (ইহা হইলে প্রতি থানায় গড়ে সপ্তাহে ১০০০ মণের কিছু কম পড়িবে। গড়ে প্রতি থানায় ৭০ হাজার লোক সংখ্যা ধরিলে সপ্তাহে জন প্রতি ৷৷৷/ নয় ছটাক পড়িবে। জেলার বাহির হইতে এই খাদ্যশস্য আনান নিতান্তই প্রয়োজন। জেলায় সর্ব্বত্র সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল বিক্রয়ের কেন্দ্র করা দরকার এবং নিতান্ত দুর্গত অঞ্চলে অধিকতর চাউল ও অধিকতর সংখ্যায় বিক্রয় কেন্দ্র করা প্রয়োজন। প্রতি থানায় অন্ততঃ পক্ষে ১টি ও দুর্গত অঞ্চলে কমপক্ষে ৩টি করিয়া দোকান করা প্রয়োজন। এবং জেলা হইতে সরকারী চাউল বাহিরে রপ্তানী অবিলম্বে বন্ধ করিয়াই চাউল বিক্রয় জেলায় করার নীতি গ্রহণ করার অনুরোধ জানাইয়া খাদ্য মন্ত্রীকে এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

**ব্যাপক কৃষিঋণ দান**

(২) ব্যাপক কৃষিঋণ দান বিষয়ে বলা হয় যে—এই ঋণ দান ব্যাপক ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এখন দেওয়া দরকার। ইহাতে চাষীদের ক্রয়শক্তি ও অপরকে কাজ দিবার শক্তি হইবে। এই ঋণ দ্বারা কৃষির আহার্য্য কিনিয়া বাঁচিবার কাজে ব্যবহারের অধিকার থাকিবে। ঋণ প্রদান বিষয়ে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাহার নিরাকরণার্থে প্রতি থানা-বাজারেই ঋণ দান কেন্দ্র ও ঋণ দেওয়া বিষয়ে জামিন তদন্ত কাজের ব্যবস্থা থাকিবে—প্রস্তাব করা হয়। জনগণের মধ্যে এই সব বিষয়ে প্রচার, তারিখ ও সময় প্রদানে নিয়ম করা অবশ্য প্রয়োজন। পরিশোধের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী হার ও স্বল্প কিস্তি হার থাকিবে। ব্যক্তিগত দায়িত্বে ঋণ দেওয়া ও আদায় হইবে। যাহাদের ঘর, জমির আইল ভাঙ্গিয়াছে, ক্ষেত নষ্ট হইয়াছে—তাহাদের বেশী ঋণ দিতে হইবে। এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় ঋণ প্রদান ব্যাপারে দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ঋণ বিষয়ে এই প্রস্তাবগুলি থাকে।

**ক্রয়শক্তিহীন জনগণকে শ্রমদান**

(৩) সেচ বিভাগ হইতে বাঁধ কাটানোর জন্য সহায়তা দানের যে কাজ হয়, জনগণকে শ্রমদানের পন্থা হিসাবে তাহা অবিলম্বে বিশেষ আয়োজনে ব্যাপকভাবে করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নূতন বাঁধ এখন কাটানো চলিবে। জেলার সর্ব্বত্র এবং অধিকতর দুর্গত অঞ্চলে বিশেষ আয়োজনে এবং বেশীভাবে নূতন বাঁধ কাটানোর কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন বাঁধ সংস্কারের কাজ যেখানে যেখানে ও যতটুকু সম্ভব করা যাইবে। এই সকলের দ্বারা বর্ত্তমানে জনগণ কাজ পাইবে ও ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের উন্নতি হইবে। এসব প্রতি থানার বিশ্বাসী জনসাধারণের পরামর্শ সহকারে বাঁধের স্থান নির্বাচন ও কার্য্য পরিচালনার শৃঙ্খলা-রক্ষাব্যবস্থা ও তাহার আনুষঙ্গিক দুর্নীতি গুলির নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রমদান বিষয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব রূপে জানান হয় যে, জেলা বোর্ডকে সত্বর বিশেষ সহায়তা দিয়া বোর্ডের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ও মেরামতের ব্যাপক কার্য্যদ্বারা শ্রমদানের কাজ প্রদান করিতে হইবে। ইহার জন্য জরুরী অবস্থার উপযোগী বিধি বিধান ও ব্যবস্থা দ্বারা বোর্ডকে সহায়তা দিতে হইবে। এবং বোর্ডের উপর ভার দিয়া জরুরী কাজের উপযোগী সত্বর ব্যবস্থা সহকারে এ বিষয়ে বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করিতে হইবে।

**শিল্পী সহায়তা দান**

(৪) তাঁতের কাজ, বাঁশের কাজ, চাটাই ঝুড়ি বোনা প্রভৃতি বহু প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে—তাহারা বহুস্থলে পুঁজি, কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। এসব বিষয়ে ব্যক্তিগত অবস্থাসমূহ বিবেচনা করিয়া পুঁজি ও দ্রব্যাদি সরবরাহ করা প্রয়োজন। তাঁতিদের সূতার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। এ সকল বিষয়ে জনগণের সহায়তায় অতি শীঘ্র ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল কাজ হইতে পারিবে জানান হয়।

**অক্ষম নরনারীকে সহায়তা**

(৫) নিতান্তই যাহারা কোনো কাজে অসমর্থ, যাহাদের কিছুও সম্বল নাই, অপরে যাহাদের সহায়তা করিতেও অক্ষম হইতেছে, তাহাদিগের বিশেষ অবস্থা সমূহ বিবেচনা করিয়া সহায়তা প্রদান করা। জেলায়



সংকটাপন্ন অবস্থা হওয়ায় এই জাতীয় লোকের নিরতিশয় কষ্ট হইতেছে। এবিষয়ে সহায়তার ব্যবস্থাস্বরূপ প্রস্তাব দেওয়া হয় যে বিশেষ দুর্গত অঞ্চল হিসাবে ৫টি থানায় ৫০০ শত লোককে ও অন্যান্য থানায় ২০০ শত লোককে খয়রাতী দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। নিতান্ত কম করিয়া দিতে গেলেও সহায়তার রকম জন প্রতি সপ্তাহে মাত্র ৴২ সের খাদ্যশস্য বা তাহার উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয় ইহা প্রস্তাব দেওয়া হয়।

**ক্রয় বিক্রয় ক্ষমতার প্রসার**

(৬) জেলার ভিতরে যে যে অঞ্চলে লোকের কিছু দিনের জন্য নিজেদের শস্য আছে তাহা খুঁজিয়া লোককে বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বেশী দুর্গত অঞ্চলে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা করিতে জনসাধারণকে বা নির্ব্বাচিত কিছু লোককে সাময়িকভাবে অন্ততঃ অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্ষমতা দান করা। এই উদ্দেশ্যে ট্রাকের জন্য, রাস্তার জন্য, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতার জন্য যে সকল সরকারী সম্মতি ও বিধিবিধানের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাটে ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে সকল সরকারী বাধাসমূহের সৃষ্টি করা হয় ও অনাচার হয় তাহার অপসারণ করা দরকার জানান হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইলে জনগণের পক্ষ হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করা হইবে—ইহা জানাইয়া এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

**গৃহীত সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন**

(৭) জেলায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি সরকারী নীতির আলোচনা করা হয়। (ক) সরকারী খরিদকার দ্বারা মানভূম হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া সরকারী রপ্তানী নীতির মারাত্মক কুফল আলোচনা করিয়া ইহা অবিলম্বে বন্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হয় পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) গত বৎসর প্রদত্ত কৃষিঋণ এ বৎসর দুর্গতি দেখা সত্ত্বেও জবরদস্তি আদায় করা হইতেছে এবং ইহার ফলে নিঃস্ব চাষীর যে অধিকতর কষ্ট হইতেছে তাহার এই নীতির মূলে সরকারী মনোভাবের আলোচনা করিয়া ইহা বন্ধ করিতে বলা হয়। আরেকটি সরকারী নীতির বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) জনগণের জন্য ব্যবস্থামূলক বা জনগণের প্রতি সহায়তামূলক কাজসমূহের ব্যবস্থা করার নামে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক জেলায় যে সকল এজেন্সি ও লোকজনকে নিয়োগ করিয়া তাহাদের উপর ব্যবস্থা করার ভার দিয়া ও তাহাদিগকে ঐ সকল অপব্যবহারের সুযোগ দিয়া জনসাধারণের কষ্ট বাড়াইবার ধারা মানভূমে অনুসৃত হইয়া থাকে—তাহার ক্ষতিকারিতা ও অবাঞ্ছনীয়তা বিষয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমান সংকটের কথা বিবেচনা করিয়া ও মানুষের নিরতিশয় দুঃখের কথা স্মরণে রাখিয়া খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ে এই নীতি অনুসরণ না করায় পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যবস্থাসমূহে কি দুর্নীতি চলে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদিগকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা উপযুক্ত করিবার ও থানায় থানায় জনগণের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার মনোভাব রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন।

**বণ্টন শৃঙ্খলা**

(৮) উপরিউক্ত বিচারের দৃষ্টিতে লোকের প্রতি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থার সঙ্গে সেই সকল সহায়তা যাহাতে সুশৃঙ্খল বণ্টনের দ্বারা পরিচালিত হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের কি আচরণ হইবে তদ্বিষয়ে প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের জানান যে, এই সকল কাজের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকার করিবেন এবং সরকার যে ভাবে ব্যবস্থা উপযুক্ত ভাবিবেন গ্রহণ করিবেন। এবং লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় এবং কাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থা ধারায় এই সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে দায়িত্বে যুক্ত হইবার অবস্থা না থাকিলেও, জনগণের দুর্দ্দশায় তাহাদের সহায়তার কাজে কিরূপ বিধি ব্যবস্থায় সহায়তাসমূহ যথার্থভাবে দেওয়া যাইবে এ বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে তাহা দিবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের থানা-স্থিত কর্ম্মীগণ সহায়তা প্রদান করিবেন। তাঁহারা জনগণের পক্ষ হইতে জনগণের মধ্যে কি ভাবে ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে—সেই ভাবের পরামর্শ প্রদান করিবেন। খাদ্য চাহিদা অনুসারে কোন কোন গ্রামের কি প্রয়োজন—কোন কোন গ্রামের কত লোকের কি পরিমাণ ঋণ অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক—কোন কোন অঞ্চলে

বাঁধের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রম প্রদানের উপযোগিতার দিক দিয়া বাঁধ খনন প্রয়োজন তাহার তালিকা নির্দ্ধারণ—বেসরকারী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতার ভার দিয়া যে সকল লোক সরকার হইতে নির্ব্বাচিত হইবে তাহারা জনগণের বিশ্বাসভাজন কিনা এ বিষয়ে জনমত লাভের পক্ষে সহায়তা প্রদান—অভাবগ্রস্ত শিল্পী, যাহাদিগকে পুঁজি দেওয়া দরকার ও নিতান্ত অসমর্থ লোক যাহাদিগকে খয়রাতী দেওয়া প্রয়োজন সেই সকল লোক নির্ব্বাচন বিষয়ে সহায়তা প্রদান কার্য্য আমাদের থানায় থানায় কর্ম্মীরা করিয়া দিবে। সরকার চাহিলে আমরা থানায় অবস্থিত আমাদের কর্ম্মীদের নাম তাঁহাদের দিব এবং সরকার ইচ্ছা করিলে থানায় তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। লোক সেবকের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে আমাদের এই কর্ম্মনীতি জ্ঞাপন করা হয়। খাদ্য বিক্রয় ঋণদান, শ্রমদান ও সহায়তাদান প্রভৃতি বিষয়ে যাথার্থরূপ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা না করিলে ঐ সকলের ব্যবস্থা সরকার করিলেও তাহা সম্যক কার্য্যকরী হইবে না এবং দুর্নীতি ও অবিচারের আবর্ত্তে তাহার উদ্দেশ্য বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যাইবে ইহা বিশেষরূপে জানান হয়।

### জরুরী ব্যবস্থার জন্য আবেদন

প্রতিনিধিগণ বলেন—জেলার অবস্থা বিষয়ে আমরা সংবাদপত্রে আলোচনা কিছু কিছু করিয়াছি—কিন্তু অবস্থা যেরূপ সংকটাপন্ন হইয়াছে—তাহার অনুযায়ী প্রচার ও আন্দোলন আমাদের জেলা হইতে করা হয় নাই; আমরা সরকারকে সহায়তার জন্য ক্রমাগত এ বৎসরের জানুয়ারী হইতে জানাইয়া আসিতেছি এবং অবস্থা ক্রমাগত যেরূপ খারাপ হইয়া আসিতেছে তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমাদের দিক হইতে নিয়তই যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এবং তাহার প্রতি সরকারের কর্ম্মনীতি যাহা হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া প্রতিনিধিগণ বলেন—এখন অবস্থা চরমে উপনীত হইয়াছে—এখন আর সময় ক্ষেপন না করিয়া দুএকদিনের মধ্যে জেলায় সহায়তা পৌঁছানো প্রয়োজন। এবং তজ্জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁহারা আবেদন জানান।

## খাদ্য মন্ত্রীর উত্তর

খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ উত্তরে বলেন যে, মানভূমে খাদ্য বিষয়ে এরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। সংবাদ পত্রে অতুল বাবুর খাদ্য বিষয়ে বিবৃতি পাঠ করিয়া তিনি অবস্থা অবগত হন। (লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সঙ্ঘের পরিচালকরূপে অতুল বাবুর এই বিবৃতি ২২।২৩শে জুলাই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়।)

তিনি বলেন যে, খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি আলোচনা ও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, ঋণদান, সেচ কার্য্যের দ্বারা শ্রমদান ও অন্যান্য সহায়তা দান ব্যাপার রাজস্ব মন্ত্রীর দপ্তরভুক্ত এবং বোর্ডের মারফত সহায়তা দানের কার্য্যভার স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রীর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। ঐ গুলি ঐ মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে এবং ঐ বিভাগগুলি সহায়তার যাহা ব্যবস্থা করিবেন—অর্থ মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। তাঁহার বিভাগীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, তাঁহার দপ্তরের অধীনে চাউল নাই, অতিকষ্টে প্রদেশের দুর্গত অঞ্চলের জন্য চাউল সংগ্রহ করিয়া দিতে হইতেছে; সেজন্য বাহির হইতে মানভূমে চাউল দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তিনি মানভূম হইতে চাউল ক্রয় করিয়া সরকারী রপ্তানীর কার্য্য বন্ধ করিয়া মানভূমের দুর্গত অঞ্চলে দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এ বিষয়ে প্রতিনিধিরা জানান যে জেলায় চাউলের অনটন অত্যন্ত বেশী বলিয়া জেলায় সরকারী খরিদও নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে—এই অবস্থায় ঐ চাউলের উপর নির্ভর করা মুস্কিল হইবে। ইহাতে খাদ্যসচিব খাদ্য-শস্যের একটি চার্ট বাহির করিয়া বলেন যে মানভূমে ইতিমধ্যে ১৪০ টন গম (প্রায় ৪০০০ চার হাজার মণ) প্রেরণ করা হইয়াছে। (এই সংখ্যা প্রতিনিধিদের শুনিতে ভুলও হইয়া থাকিতে পারে)। এবং বলেন, মানভূমে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে ২৫০০ আড়াই হাজার মণ গম ও বাজড়া পাঠাইতে পারি। ইহা ছাড়া আর কিছু করিতে পারা সম্ভব হইতেছে না। উপরি উল্লিখিত গম সম্বন্ধে প্রতিনিধিরা বলেন—ঐ পরিমাণ



গম কি ভাবে কখন গিয়াছে আমরা জানি না—তবে ইহা জানি যে, উহা মানভূমের জনগণ বিশেষ পায় নাই। উহার অপব্যবহার হইয়াছে। খাদ্য মন্ত্রী বলেন, জেলায় খাদ্য-বন্টনের কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁহারা ডেপুটি কমিশনারের মারফত অফিসারগণের দ্বারা করিবেন এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় কাজ চালাইবেন; এবং কার্য্য পরিচালনায় লোক সেবক সঙ্ঘের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। জেলায় দুর্গত অঞ্চল নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমাদের দিক হইতে পরামর্শ প্রদান করা হইলে তিনি জানান এ বিষয়ে জেলায় কর্তৃপক্ষগণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল ব্যবস্থা-লক্ষ্যের মধ্যে যে সকল বিঘ্নজনক দিক আছে—প্রতিনিধিগণ তাহারও আলোচনা করেন। খাদ্য মন্ত্রী শীঘ্রই মানভূমে আসিয়া মানভূমের দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শনের সংকল্প জ্ঞাপন করেন।

## রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ

খাদ্য মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন অর্থাৎ বিগত ২৭শে আগষ্ট পাটনায় বেলা ৯টার সময় প্রতিনিধি দল রাজস্ব সচিব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা রাজস্ব সচিবকে জেলার সম্যক অবস্থা পূর্ব্ব-উল্লিখিত মর্ম্মে জ্ঞাপন করেন। তাহার বিভাগ হইতে ঋণদান, সেচ কার্য্যের দ্বারা শ্রমদান, শিল্পী-সহায়তা ও অক্ষমদিগকে সহায়তা দান করা প্রভৃতি বিষয়ের পরিকল্পনা সমূহ জানান হয়। এ বিষয়ে বিশদ ও কার্য্যকরী আলোচনার জন্য রাঁচীতে ৩১শে তারিখে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন; এবং ঐ বৈঠকে জেলার ডেপুটি কমিশনার ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীকে তিনি উপস্থিত থাকিতে আহ্বান করিয়া কার্য্যকরী পন্থায় সহায়তা গ্রহণ করিতে চান জানান। প্রতিনিধিরা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

জেলার এই অবস্থাতেও পূর্ব্বঋণ সংগ্রহের সরকারী নীতি গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রতি যে আচরণ করা হইতেছে—তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে মন্ত্রীমহোদয় তাহা বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন জানান।

অক্ষমদিগকে সহায়তা দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি কোনো কোনো দুর্গত অঞ্চলে এই পন্থা গ্রহণ করিয়া ইহার নৈতিক কুফল উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তিনি ইহার পক্ষপাতি নন। নিতান্ত অক্ষম অসমর্থ সহায়হীনদিগকে এই সহায়তা না দেওয়া ছাড়া আর পথ নাই এবং দুঃস্থ নির্ব্বাচিত করিয়া সহায়তা দিলে ইহার কোনো নৈতিক কুফল হইবে না ইহা তাঁহারা জানান।

খাদ্য পরিস্থিতির সহিত সংশ্লিষ্ট কথাবার্ত্তার প্রয়োজনে জেলায় সরকারী কর্ম্মধারা ও লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে খাদ্য সমস্যা বিষয়ে সহায়তা প্রদান সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়, তাহাতে প্রতিনিধিগণ জানান যে, জেলার অবস্থা যাহাই হউক না কেন, জনগণের এই নিরতিশয় কষ্টে সরকার যদি জনগণকে যথার্থ সাহায্য দিতে ইচ্ছুক হন এবং তাহার উদ্দেশ্যে জনগণের তথা বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সহায়তা লইতে আগ্রহশীল হন তবে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা এ বিষয়ে সমুচিত পরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

### স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ সম্পর্কিত কাজ

জেলা বোর্ডের মারফত রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামত প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনগণকে কাজ দিবার প্রস্তাব স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত করার কথা ছিল। মন্ত্রী মহোদয় পাটনায় না থাকায় এ বিষয়ে আলোচনা হয় নাই।

## রাঁচিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত ৩১শে আগষ্ট শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রী শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাগর মাহাত, শ্রীভজহরি মাহাত ও শ্রীনকুল সহিস সন্ধ্যা ৬টার সময় রাজস্ব সচিব শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায়ের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। ঐ বৈঠকে রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ও মানভূমের ডিপুটি কমিশনার যোগদান করেন। এই দিন কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শেষ না হওয়ায় তাহার পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর পুনরায় কথাবার্ত্তা করেন। আলোচনায় ঋণদান, সেচ কার্য্য দ্বারা শ্রমদান, শিল্পীদিগকে পুঁজি ও অক্ষমদিগকে সহায়তা দান বিষয়ে আলোচনা হয়।

### ঋণ দানের বিষয়ে কর্ম্মধারা

আলোচনায় স্থির হয় যে, থানার নিকটস্থ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে আবেদন লওয়া, তদন্ত ও রেজিষ্ট্রির কাজ এবং সেইখানে টাকা প্রদানের কাজ হইবে। যে কৃষিঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণই কৃষকদের বর্ত্তমানে অন্ন সংস্থানের জন্ম ব্যবহারে ক্ষমতা থাকিবে। দীর্ঘ মেয়াদী হারে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইবে এবং সেই হার স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারণ করিবেন। ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দেওয়ার প্রশ্নে তাঁহারা জানান যে, যাহাদের জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি জামিন-স্বরূপ রাখার না থাকিবে তাহারা ঋণ লইতে গেলে তাহাদিগকে সম্মিলিত দায়িত্বে ঋণ লইতে হইবে তবে যুক্ত দায়িত্ব থাকিলেও আদায়ের সময় আচরিত প্রথা অনুযায়ী কোনো একজনের কাছ হইতে ঋণ আদায় করা হইবে না, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব ঋণ আদায় করা হইবে।

স্বাভাবিক বিপদ বিষয়ক ঋণ ( Natural Calamity Loan ) নামে যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—তাহার অনুযায়ী ঘর ভাঙ্গা, আইল ভাঙ্গা, জমিনষ্ট প্রভৃতির সংশোধনার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঋণ দেওয়ার আলোচনা হয়। এবিষয়ের বিধি বিধান যথার্থরূপে দেখিয়া তাঁহারা পরে জানাইবেন।

জেলার প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মন্ত্রী মহোদয় জানান।

### সেচ কার্য্যদ্বারা সহায়তা

এ বিষয়ে তাঁহার বিভাগ হইতে কার্য্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রীমহোদয় জ্ঞাপন করেন এবং কোন থানায় কি বাঁধ হইবে এ বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষ হইতে পরামর্শ দেওয়া হইলে উহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন জানান। এই সময়ে বাঁধ কাটানের কাজ চলিলে বৃষ্টি হইলে মাপে অসুবিধা ঘটাতে পারে এই প্রশ্ন উঠিলে প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব দেওয়া হয়—নালা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া মাপের কাজ চলিবে, কোনো অসুবিধা হইবে না।

### শিল্পী-সহায়তা

রাজস্ব সচিব বলেন—এ বিষয় ঋণ দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। ইহাতে কোন্ বিভাগীয় ঋণ চলিবে এ বিষয়ে পরে জানাইবেন। যাহারা নিতান্ত সামান্ত কাজের শিল্পী এবং বনের ছাল ও কাঠ কুড়াইয়া শিল্প কাজ করে—এই প্রকার বহু দরিদ্র লোক যাহাদের পক্ষে ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করাও মুস্কিল—এই জাতীয় শবর প্রভৃতি দরিদ্র লোকদের কথা বলা হইলে তিনি বলেন, তিনি নিজে যাইয়া তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

### অক্ষমদিগকে সহায়তা

নিতান্ত যেখানে দরকার হইবে সেখানে খয়রাতী দেওয়া সম্বন্ধে রাজস্ব সচিব বিবেচনা করিবেন জানান।

### সরকারী নীতি বিষয়ে আলোচনা

গত বৎসরে প্রদত্ত ঋণ এবৎসরে আদায়ের যে কাজ চলিতেছিল—তাহা রাজস্ব সচিব বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন। হাটগুলিতে ক্রয় বিক্রয়ে সরকারী বাধা ও অনাচার বিষয়ে আলোচনা হইলে তিনি জানান যে, এ বিষয়ে জনসেবকেরা নিজেরাই ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহার উত্তরে প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে সরকারী দায়িত্বের কথা বলেন ও জনগণের পক্ষ হইতে সমুচিত ব্যবস্থায় চেষ্টা করিলে সরকারী অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথাও জ্ঞাপন করেন।

### দুর্গত অঞ্চলের তালিকা

রাজস্ব সচিবকে মানভূমের অতিশয় দুর্গত অঞ্চলের একটি তালিকা দেওয়া হয়। তাহাতে দেওয়া হয়—বান্দোয়ান, পটমদা, মানবাজারের কিয়দংশ, বরাবাজারের কিয়দংশ, চাষ, চাণ্ডিলের কিয়দংশ ও পুরুলিয়া থানার ও থানা সংলগ্ন অঞ্চলের কিছু গ্রাম। তখন পর্য্যন্ত বিশেষ দুর্গত অঞ্চল বলিয়া যাহা জানা গিয়াছিল দেওয়া হয়।

আলোচনান্তে রাজস্ব সচিব জানান যে, শীঘ্রই তিনি মানভূমের অবস্থা পরিদর্শনে আসিবেন।

## রাঁচিতে পুনরায় খাদ্য মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ

৩১শে আগষ্ট রাঁচিতে খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহের সহিত লোক সেবক সঙ্ঘের উপরি উল্লিখিত প্রতিনিধি দল সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করেন। এবং পূর্ব্বে আলোচিত খাদ্য বিষয়ক প্রস্তাবগুলি পুনরায় বিশদভাবে



আলোচনা করেন এবং মানভূমের খাদ্যপরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে জানান এবং মানভূমে অনাহারে লোক মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন। চাষ থানার চারিটি গ্রামে ১০ জনের শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ প্রদান করেন এবং এই সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে লোক সেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠিত তদন্তের কথা জানান। এবং ইহাও জানান যে, যে অসহায় ও মর্ম্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে ইহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, মানভূমের কয়েকটি অঞ্চলে বহু লোকের জীবন এইরূপ পরিবেশের মধ্যে কাটিতেছে। সত্বর সহায়তা না গেলে অনাহারে আরো মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আলোচনান্তে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, তিনি ৫ই সেপ্টেম্বর জামসেদপুর হইয়া পুরুলিয়া যাইবেন। ঐদিন বেলা ১১টা পৌছিয়া বেলা ৩টা পর্য্যন্ত পুরুলিয়া থাকিয়া জেলার অফিসারগণ, ব্যবসায়ীগণ ও কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মীগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন এবং লোক সেবক সঙ্ঘের কার্য্যকর্ত্তাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন। পুরুলিয়ায় অবস্থা অনুধাবন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন। জামসেদপুর হইতে পুরুলিয়া আসিবার কালে পথিপার্শ্বে নিকটেই বান্দোয়ান পটমদার দুর্গত অঞ্চল দেখা করার সুবিধা হইলে তাহা দেখিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে জানান হয় যে তাহা হইলে তাঁহাকে ২৫ মাইল বেশী ঘুরিতে হইবে। ইহা সম্ভব হইবে না স্থির হয়।

জনগণের নিজেদের মধ্যে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা বেসরকারী লোকদের মধ্যে প্রসার করা বিষয়ে ও তদুদ্দেশ্যে রাস্তা, ট্রাক, বিক্রয়ের অধিকার সম্বন্ধে যে সকল সরকারী অনুমতি প্রয়োজন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া মন্ত্রী মহোদয় বলেন—এ বিষয়ে আমি মানভূমে গিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিব এবং সাব-ডিভিসনের মধ্যে খাদ্য সরবরাহে বাধা অপসারণ করিয়া দিলে রাস্তা ট্রাক প্রভৃতির জন্য বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হইবে না। আমি গিয়া ব্যবস্থা করিব।

### স্বায়ত্ত শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী

এই বিভাগের মন্ত্রী রাঁচিতে না থাকায় এবারেও বোর্ডের মারফত শ্রমদানের ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা হইতে পরে নাই।

### কার্য্যপন্থায় জনগণের সহায়তা

জেলায় উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহের কার্য্যকরী প্রয়োগ করা হইলে এবং তাহার জন্য জনগণের সহায়তা গ্রহণ স্বরূপে লোক সেবক সঙ্ঘের থানা-স্থিত কর্ম্মীদের নাম চাহিয়া পাঠাইলে লোক সেবক সঙ্ঘ হইতে নাম দেওয়া হইবে—ইহা প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে জানান হয়। লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস এ বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোনো খবর পান নাই।

## পুরুলিয়ায় খাদ্য-মন্ত্রীর আগমন

বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় খাদ্য-মন্ত্রী পুরুলিয়া আসেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা করেন। দ্বিপ্রহর আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় তিনি পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক ও কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সঙ্গে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিংহ ও জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্য শ্রীশ্যামলাল সুরেখা, শ্রীরামলাল সরাওগী, শ্রীকিষণ লাল সিংহানীয়া ও শ্রীসত্য নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি অপর কয়েকজন ব্যক্তি আসেন।

কুশলবার্ত্তাদির পর খাদ্য-মন্ত্রী জানান যে, তাঁহাকে তিনটার মধ্যেই রাঁচি রওনা হইতে হইবে। সেজন্য তিনি বেশীক্ষণ থাকিতেছেন না। সাধারণ কথাবার্ত্তার পর উপস্থিত দুই একজন খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই চারি কথা উত্থাপন করিলে লোক সেবক সঙ্ঘের উপস্থিত কর্ম্মীরা স্থির করেন—সময়ের অল্পতার জন্য এই সকল কথার উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব নহে বলিয়া স্বল্প সময়ের উপযুক্ত আলোচনা করাই সমীচীন হইবে। মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত কংগ্রেস-কার্য্যকর্ত্তাদের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, তিনি ইঁহাদের সঙ্গে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া অবস্থা জানিয়াছেন এবং আলোচনান্তে ব্যবস্থা কি হইবে স্থির করিয়া লইয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে খাদ্য-মন্ত্রী বলেন—রাঁচিতে বিভূতিবাবু প্রভৃতির সহিত আলোচনার ফলে জেলার অবস্থা খুব বেশী আশঙ্কা-

জনক বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—এখানে আসিয়া অবস্থা যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পরিস্থিতিকে কি ভাবে অনুধাবন করিয়া তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে এ বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া মন্ত্রী বলেন যে, রাঁচির আলোচনায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল বিহারের সহর্ষা জেলার মত এই জেলার অবস্থা হইয়াছে কিন্তু অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে। সহর্ষা জেলার অবস্থা কি তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর বিপদ দেখা দিয়াছে। তাহাতে লোক সেবক সঙ্ঘের জনৈক সচিব বলেন যে, ব্যাপকতার দিক দিয়া সহর্ষার বিপদ—মানভূম হইতে অধিকতর হইতে পারে—মানভূমে সহর্ষার মত অত লক্ষ লোকের নিদারুণ দুঃখ না হইয়া থাকিলেও, মানভূমে হাজার হাজার লক্ষ লোকের যে কষ্ট হইয়াছে তীব্রতার (intensityর) দিক দিয়া তাহা সহর্ষারই মত হইয়াছে। ইহাতে খাদ্য-মন্ত্রী সহমত না হইলে উক্ত সচিব বলেন যে, অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে এবং অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার অবস্থার চেয়ে তীব্র দুঃখ আর কি হইতে পারে? সহর্ষাতেও এই তীব্র দুঃখ, মানভূমেও তাহাই। তবে হইতে পারে মানভূমের চেয়ে সহর্ষায় বেশী লক্ষ লোকের এই কষ্ট উপস্থিত। খাদ্য-মন্ত্রী বলেন—তুলনামূলক বিচার তিনি করিতে পারেন না। উত্তরে উক্ত সচিব জানান যে মন্ত্রী মহোদয় করিতে পারেন না এই যুক্তি লইয়াই তাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ব্যাপকতার দিক দিয়া সহর্ষার মত অবস্থা এই জেলায় না হইয়া থাকিলে—সহর্ষার মত অবস্থা যাহাতে না ঘটে ইহাই তাঁহারা চান।

কথা প্রসঙ্গে খাদ্য সচিবের কাছ হইতে জানা যায় যে জেলা হইতে খাদ্য রপ্তানী বন্ধের যে আশ্বাস তিনি দিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে সংগ্রহ খাদ্যের অংশ বাহিরে প্রেরণের কাজ রাখিতে হইবে। লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক জেলার অবস্থা বিবেচনায় জেলার চাউল জেলা হইতে অন্যত্র প্রেরণ না করিয়া অন্য স্থানের আবশ্যকতা অন্য স্থান হইতে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান। খাদ্য-মন্ত্রী তাহা সম্ভব হইতে পরিবে না জ্ঞাপন করেন। জেলার দুর্গত অঞ্চলে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের দোকান করা হইবে খাদ্য মন্ত্রী জানান। মানভূমে অধিকতর দুর্গত অঞ্চল কোনগুলি তদ্বিষয়ে কি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে—লোক সেবক সঙ্ঘের প্রধান সচিব ইহা জিজ্ঞাসা করিলে খাদ্য সচিব উপস্থিত কংগ্রেস কার্য্যকর্ত্তাদের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন—ইঁহারা যেরূপ স্থির করিবেন সেই মত নির্দ্ধারণ করা হইবে।

লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে খাদ্য বিষয়ে আরো দু একটি কথা উত্থাপিত হইলে খাদ্য মন্ত্রী জানান যে, সময়ের অল্পতার জন্য তিনি বিশদ কোনো আলোচনা করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে জানান হয় যে সময়ের অল্পতা উপলব্ধি করিয়া সেই মতই তাঁহারা কথা বলিতে চান। তাঁহারা জানান যে, সাধারণভাবে তদ্বিষয়ে মানভূম জেলায় সরকারী কর্ম্মনীতি যাহা তাঁহারা সম্যক পরিচিত থাকিলেও এবং তদ্বিষয়ে লোক সেবকের পক্ষ হইতে যে আচরণ হওয়া দরকার তাহার স্থায়ী কর্ম্মনীতি থাকিলেও, জেলার জনগণের মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁহারা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া পাটনা ও রাঁচি বৈঠকে খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে তাহাদের কর্ম্ম পরিকল্পনা ও মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন—এবং তাহারা খাদ্য বিষয়ে সরকার কি কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন—তদ্বিষয়ে আগ্রহশীল রহিয়াছেন, খাদ্য মন্ত্রী পুরুলিয়া আসিয়া জেলার অবস্থা কি ভাবে কি অনুধাবন করিয়া কি মতামত গঠন করিয়াছেন এবং অবস্থার প্রতিকারে কি কার্য্যধারা গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা তাঁহারা জানিতে চান। এখন সময় যেহেতু নাই সেজন্য খাদ্য-মন্ত্রী যেন লিখিতভাবে উহা তাঁহাদের জানাইয়া দেন। তজ্জন্য মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ জানান হয়।

খাদ্য মন্ত্রী আন্দাজ ২॥ ঘটিকার সময় আশ্রম ত্যাগ করেন। খাদ্য মন্ত্রী পুরুলিয়া আসিয়া জেলার অধিকতর দুর্গত অঞ্চল সমূহের কোনো স্থানে যাইতে পারেন নাই—জানা গিয়াছে।

লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস হইতে জানা গিয়াছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সঙ্ঘের অফিস খাদ্য-মন্ত্রীর নিকট হইতে প্রার্থিত মত লিখিত বিবরণ পান নাই।

(লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস হইতে প্রেরিত বিবরণ হইতে গৃহীত)

---



# কোরীয় যুদ্ধের পরিস্থিতি

কোরিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে কম্যুনিষ্ট বাহিনী পুনরায় প্রবল আক্রমণ সুরু করিয়াছে। মার্কিন বাহিনী ১২০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণে সাময়িকভাবে যে প্রতি আক্রমণ সুরু করিয়াছিল এবং বিপন্ন রাজধানী টেগুর একরূপ অবশ্যম্ভাবী পতনকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃই ব্যর্থ হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব উপকূলে প্রায় ত্রিশ হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্যের প্রবল চাপে পোহাং বন্দরের পতন ঘটিয়াছে। আবার ষাট হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য নাকটং নদী অতিক্রম করিয়া রাজধানী টেগুর ৭ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়া রক্ষার জন্য প্রায় এক লক্ষ মার্কিন সৈন্যকে কোরিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গণে মোতায়েন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে বৃটেন, ক্যানাডা, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র কিছু কিছু সৈন্যসামন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠাইয়াছে এবং পাঠাইতেছে।

কোরীয় যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে এই যুদ্ধ এখনও কিছুকাল চলিতে পারে। কারণ দক্ষিণ কোরীয় তথা মার্কিন বাহিনী পিছু হটিতে হটিতে দক্ষিণপূর্ব্ব কোরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি শক্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্য সামন্ত ও রণসম্ভারও আসিয়া পৌছিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সঙ্কীর্ণ এলাকায় দক্ষিণ কোরিয়ার গেরিলা-বাহিনীর উপদ্রবকে সংযত করা মার্কিন সৈন্যদের পক্ষে অপেক্ষাকৃতভাবে সম্ভব হইতেছে। তৃতীয়তঃ কোরীয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়াতে রাশিয়ার লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—কারণ যে অসুবিধার মধ্যে মার্কিন সৈন্যদের লড়াই করিতে হইতেছে তাহাতে যুদ্ধ যত দীর্ঘকাল চলিবে আমেরিকার ততোধিক লোকক্ষয় এবং অর্থনাশ ঘটিবে। উপরন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলগুলি মার্কিন বাহিনীর পক্ষে পুনরাধিকার করা খুবই দুঃসাধ্য হইবে—এইসব কারণে কোরীয় যুদ্ধের আশু সমাপ্তি সম্পর্কে রাশিয়া আগ্রহান্বিত হইলেও উৎকণ্ঠিত নয়।

কোরীয় সমস্যা লইয়া স্বস্তি পরিষদে তর্কবিতর্কের অন্ত নাই। এই মাস হইতে বৃটিশ প্রতিনিধি স্বস্তি পরিষদের সভাপতি হওয়ায় আমেরিকার প্রস্তাবগুলি সমর্থন করাইবার সুযোগ ঘটে। সুতরাং পরিষদের সমস্ত রাষ্ট্রকে উত্তর কোরিয়াকে কোনও প্রকার সাহায্য দান না করিতে নির্দ্দেশ দিয়া এক প্রস্তাব আমেরিকা আনয়ন করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি তাহা সমর্থন করে। কিন্তু রাশিয়া তাহার বিশেষ ক্ষমতাবলে সেই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছে।

মার্কিন বিমান বহর কর্ত্তৃক উত্তর কোরিয়ার ব্যাপক ধ্বংস সাধন ও প্রাণনাশে বিচলিত হইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু উত্তর কোরিয়ার সেবাকার্য্যের জন্য একটি রেড ক্রশ মিশন পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই মিশন পাঠাইবার কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে নিরীহ ব্যক্তিদের প্রাণনাশ এবং অহেতুক ধ্বংস সাধনের ফলে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। এ সম্পর্কে স্বস্তি পরিষদকে তিনি সকল বিষয়ই জানাইয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজে লেক সাকসেস (আমেরিকা) পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত আছেন।

---


**WANTED**

A Competent Hindi-knowing Matriculate for Proposed Bikramaditya High English School, at Ichagarh P. O. Patkum (Manbhum). Boarding and Lodging free. Pay Rs. 45/- per month plus usual dearness allowance. Apply with full details of experience to :

Mr. S. Deb,
Proprietor Patkum Estate
Patkum House,
P. O. Purulia.

## পুরুলিয়া সহরে

ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

# “শ্রীদুর্গা মার্কা”

ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত ‘আগ মার্কা’

[ “আর্জ্জীমন” অর্থাৎ “শিয়ালকাঁটা” বর্জ্জিত ]

**আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।**

প্রাপ্তিস্থান: জয়নারায়ণদাস হরিদাস, রামজীদাস ভীমরাজ, রণছোড়দাস প্রহ্লাদ রায়, ভোলানাথ হালদার, ভগবানদাস গোলাপ রায়, কালা ট্রেডিং কোং, পুরুলিয়া।

নিবেদক: **শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ।**

ডিপো: **নামোপাড়া—পুরুলিয়া।**


## মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড

### জন স্বাস্থ্য বিভাগ

# নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৫০-৫১ সালের জন্য (আগামী অক্টোবর হইতে মার্চ্চ) সদর মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম সমূহে টিকা দিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে লাইসেন্সড্ টিকাদার নিযুক্ত করা হইবে।

যাঁহারা টিকাদারের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আগামী ১৯৷৯৷৫০ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় অত্রাফিসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে টিকাদারির লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

প্রত্যেক টিকাদার তাহাদের এ্যাপ্রেন্টিসকে অবশ্য সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

**শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত**
হেল্থ অফিসার
ডি, বি, মানভূম।

তাং ৯৷৯৷৫০

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা আশ্বিন ১৩৫৭, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

মানব মুক্তির লাগি অতুলন তপস্যা যাঁহার,—
জ্বালি গেল দীপ্ত দীপ বেদীতলে নিত্য সাধনার,
যার শিখা, যার জ্যোতি আলোকিবে দেশের আঁধার
নমস্কার তারে নমস্কার ॥

যাঁর জন্ম-জয়ন্তীর কালজয়ী স্মরণ-সম্ভার
লোকে লোকে জ্বালে দীপ বিমুগ্ধ প্রাণের উপচার,
যাঁর বিশ্ববন্দ্য পদে ত্রিভুবন আনে অশ্রুভার
নমস্কার তাঁরে নমস্কার ॥

*

বিশ্ববন্দ্য
মহাত্মার
আবির্ভাব জয়ন্তীর
বেদীতলে
আমাদের
প্রাণের নমস্কার
জানাই।
তাঁর পুণ্য নাম
আমাদের জীবনে
জয়যুক্ত হউক।

( তৃতীয় পৃষ্ঠার পর হইতে )

দায় বহন করিয়া বহু-ব্যাপার নিরত জাতি তাঁহার জয়ন্তীকে পালন করিয়া শেষ করিতে চায়--তাহারই এই আহ্বান।

আমরা ইহারই মধ্যে তাঁহাকে ভুলিয়াছি। তাঁহার অর্জ্জিত গৌরবের যে আসন পরিত্যক্ত তাহার অঙ্কপটে অধিকার অর্জ্জনের, ভেদ বর্দ্ধনের, ক্লেদ লেপনের, আত্ম-দলনের, শেল বর্ষণের অতন্দ্রিত মানস ব্যাপৃতিতে আজ আমরা মগ্ন। আজ আমাদের সময় কোথায়? আজ আমাদের তাঁহার কথা বলিবার অধিকার কোথায়? যাঁহাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারি তাঁহারই পূজাঅনুষ্ঠানের সমারোহ করা সাজে। তাই আজ তাঁহার কথা বলিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি।

আমাদের কর্ম্ম জীবনে তিনি নাই—তবু তিনি আপন সত্যে আছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যের মধ্যে আছেন বলিয়া বারম্বার আমাদের কলঙ্ক মোচনের জন্য ডাকিতে হইবে—জয়তু গান্ধীজী। তিনি আপন সত্যে আমাদের জয় করিবেন এই বিশ্বাসে অপরাধীর হৃদয় লইয়াও তাঁহার অনুষ্ঠান আমার করিব—জয়তু গান্ধীজী।


# হিন্দুস্থান

# কো-অপারেটিভ

## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

## পুরুলিয়া।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে সবাই। আপনারও ভবিষ্যতের ভার আমাদের উপর দিন। সদর মানভূমে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আবেদন করুন।

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার


# নোটিশ

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে **দুর্গা পূজা** এবং **দেওয়ালি** উৎসব উপলক্ষে আলোক সজ্জার জন্য কোন অস্থায়ী অথবা অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি দেওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং আমাদের কন্‌জিউমারগণকেও এতদ্দারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতি মিটারের জন্য গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত ১০০ ওয়াটের অতিরিক্ত আলো না জ্বালেন। অন্যথায় ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোনরূপ বন্ধ হইলে তাহার জন্য কোম্পানি কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না।

প্রকাশ থাকে যে কোম্পানি কেবল মাত্র পূজার স্থানে ( প্যাণ্ডেলে ) প্রতি পূজার নিমিত্ত ৫০০ ওয়াট পর্য্যন্ত আলো জ্বালাইবার মত ইলেকট্রিক সাপ্লাই করিতে পারিবেন। যাঁহাদের ঐরূপ আলোর আবশ্যক হইবে তাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে পূজার ১৫ দিন পূর্ব্বে অত্রাফিসে দরখাস্ত করিবেন। নচেৎ আলোর ব্যবস্থা করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

এই সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রত্যেক কনজিউমারের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

ইতি—

রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার

দি পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই
করপোরেশন লিমিটেড।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০




# "মুক্তি"

১লা আশ্বিন সোমবার সন ১৩৫৭ সাল


## জীবনের দায়িত্ব ও সরকারী আচরণ

জেলার খাদ্য-পরিস্থিতির কথাই বলিতেছি। সমগ্র জেলাব্যাপী নিরন্ন অসহায় মানুষের আজ যে কঠিন দুঃখে দিন কাটিতেছে—সেই দুঃখ ও আসন্ন বিপর্য্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আমাদের জীবন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে ইহা স্বাভাবিক। ইহার কথা বার বার উঠিবে ইহাও স্বাভাবিক। কংগ্রেস মহানগরীর বিরাট উদ্যোগ—বিশ্বের কূটনৈতিক উত্থান পতন ও যুদ্ধ বিগ্রহ—আসন্ন নির্বাচনের লক্ষ্যে ভারতব্যাপী মহা-প্রস্তুতি—এই সকলকে ছাপাইয়া ভারতের বহু জীবন ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরের মানুষের যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ দেখা দিয়াছে তাহার সঙ্গে আমাদের জেলার অসহায় বুভুক্ষু মানুষের ব্যাকুলতাময় আহ্বান আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা না হইয়া কি হইতে পারে?

আমরা যখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব লইয়া রাষ্ট্রীক-রূপে বাঁচিতে চলিয়াছি তখন নিজেদের সম্মিলিত দায়িত্বের অন্তর্গত মানুষের জীবনের দায়িত্ব নাগরিকরূপে আমাদের প্রত্যেকের এবং সমবেতরূপে রাষ্ট্রের উপর নিঃসন্দিগ্ধভাবে ন্যস্ত। ব্যষ্টি যদি মরে তবে রাষ্ট্ররূপে বাঁচার গৌরব ও দাবী আমাদের থাকে না। ইহা অসার্থক ও অযোগ্যতার কলঙ্কে নিষ্ফল নাম বহন করিতে থাকে।

যে খাদ্য মানুষের জীবন ধারণে একমাত্র সম্বল সেই খাদ্য বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আরো গুরুতর। কারণ ব্যষ্টিগত ও সমাজগত মানুষের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের চাবী আজ রাষ্ট্রীয় পরিচালনার হাতে। জনগণের নিজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে যোগ্যতর ব্যবস্থার নামে রুদ্ধ করিয়া সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিজ হাতে লইলে—দায়িত্ব কত মহান হয় তাহা অনুমেয়। কিন্তু মানুষের নিজের ব্যবস্থাকে নিজে করিতে না দিয়া—তাহার এই সান্ত্বনারও পথ রুদ্ধ করিয়া, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার দায়িত্বে বসিয়া যদি মানুষের জীবন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার বহুধা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা হয়—তবে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মানুষের বিপর্য্যয়ের দিনে নিজেদের দায়িত্ব-হানীর এই অপরাধের উপলব্ধি করিবারও শক্তি থাকা চাই। যে লঘু দায়িত্ববোধে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই লঘু-বিচারবোধে যদি আবার নিজেদের অপরাধকে, নিজেদের কৃত অবস্থাকে ও তাহার প্রতিকারের দায়িত্বকে লঘু এমনকি অস্বীকার করা হয়—তবে অবস্থা প্রতীকার-হীনভাবে দুর্যোগময় ও সংকটময় হয়। বিপদের দিনে মানুষ দায়িত্বশীল মানুষের মনে নূতন দৃষ্টির উপলব্ধি চায়। আজ প্রদেশ ও ভারতের কাছে দেশের মানুষের এই একান্ত আবেদন।

যিনি পরিচালক তিনি মানুষের দুঃখ খুঁজিয়া বেড়ান। কোথাও দুঃখের সংবাদ উড়ো হাওয়ায় শুনিলেও তিনি নিজের মহান দায়িত্ব স্মরণ করিয়া আপন আগ্রহে তাহাকে খুঁজিয়া তাহার প্রতিকারে আন্তরিক ও চরম সহায়তার পথ খুঁজিতে থাকেন। আর যিনি পরিচালকের নামের আসনে থাকিয়া তাহার যোগ্য কর্ম্ম, শক্তি ও জীবন-যাপন হইতে বিরত থাকেন তিনি মানুষের দুঃখের খবর শুনিলেও—নিজের দায়িত্বের আহ্বানের সম্মুখীন হইলেও, তাহাকে উদাসীনতার সঙ্গে শ্রবণ করেন, তাহাকে চাপা দিবার, উড়াইয়া দিবার, লঘু করিবার চেষ্টা করেন, এবং কর্ম্ম-বিভ্রান্তি ও নানা বাহানার জাল সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মব্যবস্থাকে সম্ভবমত এড়াইয়া চলিবার জীবন যাপন করেন।

খাদ্য পরিস্থিতির সম্পর্কে জেলার ব্যাপারে আমাদের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন—কেহ কেহ জেলায় আসিয়াছেন—তাঁহাদের আচরণ হইতে তাঁহারা আজ কোন শ্রেণীর পরিচালক তাহার কি পরিচয় দিবেন?

আমাদের প্রতিনিধিদের আমরা মানুষের দুঃখের দিনে মানুষের সহায়ক দেখিতে চাই। যে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-জাল নিজেদের কর্ম্মলক্ষ্যে থাক, যে কোনো কলাকৌশল চক্রধারা নিজেদের বৃহত্তর জীবনকে আচ্ছন্ন ও পরিচালিত করিতে থাক—মানুষের জাগতিক জীবনের চরম দুঃখের কাতর আহ্বানের দিনে মানব জীবনের এই নিতান্ত সহজ বোধকে যেন ঐসকল প্রশ্ন আচ্ছন্ন করিতে না পারে—এই আমাদের একান্ত কামনা।

আমরা কি পরিচালকদের ইহাও দেখিতে পাইব না?

## গান্ধী জয়ন্তীর আহ্বান

বিশ্ববন্দ্য মহামানব, সত্যদ্রষ্টা ঋষি, লোকোত্তর চরিত, মহান আত্মা, অপরাজেয় চারিত্র্যশক্তিময় যুগপুরুষ মহাত্মার আবির্ভাব জয়ন্তীর অনুষ্ঠান দিবস আগত প্রায়। এই সেদিন দেশের অগনিত লোক—কোটি কোটি নরনারী অপরিসীম বিশ্বাসে দুঃখে সুখে বিপর্য্যয়ে যাঁহার সাধনলব্ধ নির্দ্দেশের মুহূর্ত্ত ইঙ্গিতে নীরবে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতিকে জাতির নামে রূপায়িত করিয়াছে—আজ তাঁহারই জন্ম জয়ন্তীর আহ্বান। এই সেদিনও আশা ছিল—স্বাধীন জীবনের ভূমিকাপটে দিগন্ত উজ্জ্বলকারী আশা, বিশ্বাস, উপচার ও সমারোহ লইয়া জাতির জনকের স্মরণ-আয়োজন বিরাট মহিমায় পালনের দিন শীঘ্রই দেখা দিবে। কিন্তু আজ জাতি হিসাবে তাঁহার নাম লইতেও দ্বিধা ও সঙ্কোচে অন্তর ভারিয়া উঠিতেছে। আজ যেন গতানুগতিকতার

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# আর চল্লিস দিন পার করো

## অগণিত বুভুক্ষিতের আর্ত্ত-আহ্বান

### জেলার সংকটময় খাদ্য-পরিস্থিতির যোগ্য ও সত্বর সহায়তা চাই

### বিপন্ন না হইলে স্বভাব-নিষ্ক্রিয় লোকে এত ব্যাকুল হইতনা

### আজ যাহাদের হাতে ব্যবস্থার দায়িত্ব পরিস্থিতিকে তাঁহাদের যথার্থরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তাহারই উপর সহায়তার রূপ, তাহার গতি ও তাহার আন্তরিকতা নির্ভর করিবে

### জনগণের জানা প্রয়োজন দায়িত্ববহনকারী সরকার জেলার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

জেলার খাদ্য-সংকট বিষয়ে সাম্প্রতিক যে সংবাদ তাহাতে পরিস্থিতি নিয়তই সংকটতর অবস্থার দিকে যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মানভূমে সাধারণভাবে যে সংকট দেখা দিয়াছে—তাহার সঙ্গে নিরতিশয় দুর্গত অঞ্চলগুলির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আরো দুই এক জায়গা হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। জয়পুর থানা হইতে দুই জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদের সত্যতা যথার্থভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া আড়ষা জয়পুর অঞ্চলের অবস্থা জানিবার জন্য তদন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আগামী ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত এক একটি দিন অধিকতর সংকটের পথে আগাইবে। আমাদের দেশের স্বভাব-নিষ্ক্রিয় জনগণ নিজেদের বহু দুঃখ সহ্য করিয়া পার করে। এ বৎসর নিরতিশয় সংকট দেখা দেওয়ায় জনগণ আজ এত ব্যাকুল হইয়াছে। অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ও যথার্থ ব্যবস্থা সত্বর প্রয়োজন।

মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের সচিবের নিকট তদন্তে জানা গিয়াছে যে—"জেলায় খাদ্য শস্যের যে অনটন ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে—তাহার সমাধান কল্পে এখনো কোনো সরকারী ব্যবস্থা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। এ বিষয়ে যেটুকু সহায়তার আশ্বাসে মন্ত্রীগণের দিক হইতে সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে—তাহা কার্য্যকরী ব্যবস্থায় এখনো প্রয়োগ করা হইয়া উঠে নাই। জেলায় সরকারী সংগৃহীত চাউল কিছু পরিমাণে জেলার ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—দুঃখের বিষয় জেলার বাজারে তাহা বিক্রয়ার্থে দেওয়া হয় নাই। এবং দুর্গত অঞ্চল সমূহে সুলভ খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র সমূহ এখনো খোলা সম্ভব হয় নাই। ব্যবস্থার ত্রুটি বশতঃ ইহা করা হয় নাই বলিলে অবিচার করা হয় বলিয়া—পরিস্থিতিকে সম্যক উপলব্ধি করা হয় নাই বলিয়াই মনে করিতে হইতেছে। কৃষিঋণদান ও সেচন কার্য্যের সহায়তাদান প্রভৃতির যে কাজ সরকারের দ্বারা চলিতেছিল—ঐ সকল গুলিকে ব্যাপকতর ও যথাযোগ্য করিবার যে সংকল্প মন্ত্রীমহোদয়রা ব্যক্ত করেন—তদ্বিষয়ে যে বিস্তারিত দ্রুত কর্ম্ম প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা এইরূপ সংকট সময়ে আশা করা যাইতে পারে—তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। জনগণের দুর্দ্দশার প্রতীকারের দায়িত্বকে উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মধারার উন্নতি সাধন করা হইবে—ইহাই জনগণের আশা।



### কর্জ্জের জন্য দলে দলে বহু গ্রামবাসীর আগমন

কর্জ্জের জন্য দূর দূরান্তরের বহু গ্রাম হইতে বিপন্ন গ্রামবাসীগণ দলে দলে পুরুলিয়া সহরে আগমন করিয়া ঋণ প্রদানের সরকারী বিভাগগুলিতে সম্মিলিত হইতেছে। বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর পুঞ্চাথানার পিড়রা, ধরমপুর কেন্দা, বড়ডি, বিন্দুডি ও পুহুড়ার বহু লোক আগমন করেন। উক্ত থানার ভাদসা, মানড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মিলিয়া সাত মৌজার বহু লোক ঐ দিন পুরুলিয়া আসেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পুঞ্চা থানার পেঁচাড়া, কুম্ভারগাড়া, ধবনী, পলমা গ্রামের লোকও সম্প্রতি 'ঋণের' প্রত্যাশায় পুরুলিয়া আগমন করে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পাড়া থানার পলাসকুড়া গ্রামের বহু গ্রামবাসী ঋণের দরখাস্ত দিয়াছে।

বান্দোয়ান থানার গ্রামগুলি হইতে বহুসংখ্যক দরখাস্ত আসিতেছে। ঐ স্থানগুলি হইতে বহু লোক ঋণের সন্ধানে আসিতেছে। জেলার সর্বত্র হইতে বুভুক্ষু ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণ ঋণ পাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়াছে।

বাঁধ কাটাইবার খরচের সহায়তার আবেদন করিয়া বান্দোয়ানের দুর্গত অঞ্চলের গ্রাম হইতে ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে আবেদন আসিতেছে।

### জয়পুর অঞ্চল ও সরকারী অবহেলা

জয়পুর হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে—জয়পুর থানার "খাদ্য পরিস্থিতি" বহুদিন হইতে জিলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানান হইয়াছিল। গত সাতদিন পূর্ব্বে মানভূমের ডেপুটী কমিশনার সাহেব থানায় আসিয়া বলেন যে "আগামী ৭।৯।৫০ তারিখে আমি স্বয়ং আসিয়া থানার বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে জনসাধারণের সহিত আলোচনা করিব।" ইহার দিন ৪.৫ আগে হইতেই গ্রামে গ্রামে চৌকিদার গিয়া বলে যে গ্রামের প্রত্যেক ঘরের এক জন করিয়া থানায় যাইতে হইবে সেখানে সুবিধা দরে চাল, গম, জোনার ইত্যাদি দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া আশান্বিত হইয়া অনেক গরীব তাহাদের সম্বল থালা, বাসন, ঘটি, ইত্যাদি উচ্চ সুদে বন্ধক দিয়া এবং গৃহপালিত পশু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে চৌকিদার সহ থানায় উপস্থিত হয়। বেলা তিনটার সময় ডেপুটি কমিশনার সাহেবের আসিবার কথা ছিল। বেলা ২টার সময় "প্রচার বিভাগীয় মটর" আসিয়া গ্রামোফোনের "ঝুমুর গান" শুনাইয়া অপেক্ষমান বুভুক্ষু জনসাধারণকে সান্ত্বনা দিতেছিল। তিনটার সময় ডেপুটি কমিশনারের বদলে মানভূম সদর সাবডিভিজনাল অফিসার আসিয়া উপস্থিত হন। সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী মাইকের সামনে দাঁড়াইয়া দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং খাদ্যাভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এস, ডি, ও, সাহেব "এই থানায় খাদ্যাভাব নাই" বলিয়া মত প্রকাশ করেন। জনসাধারণ ইহাতে বিক্ষুব্ধ হয়। কয়েকজন ইহার প্রতিবাদ করে। ইহাতে প্রতিবাদকারীদের গ্রামের নাম লিখিয়া লইতে স্থানীয় পুলিশকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় ও বলা হয়—তদন্ত হইবে। অতঃপর এস, ডি, ও কয়েক জন চাউল ব্যবসায়ীদের সহিত থানার অফিসরুমে আলোচনা করিয়া চলিয়া যান। দূরাগত গ্রামবাসীগণের অনেকেই বহুক্ষণ চাউল পাইবার আশায় বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। অনেক স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল।

কষ্টের প্রতীকার হইবে বলিয়া আমরা বহু আশান্বিত ছিলাম, দুঃখের বিষয় ডেপুটি কমিশনারের পরিবর্ত্তে যিনি আসিলেন তিনি—কয়েকজন মুনাফাখোর চাউল ব্যবসায়ী যাহারা বর্ত্তমান দুরবস্থাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিতেছে, সেই সব সমাজদ্রোহী মুনাফাখোরদের সহিত আলোচনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহারাই আজ বর্ত্তমান দেশের কর্ণধার যাহাদের নিকট হইতেই আমরা দুরবস্থার প্রতিকার চাহিতেছি। ইহার যোগ্য তদন্ত ও প্রতিকার হইবে কি ?

### আড়সা থানার খাদ্য সঙ্কট

আড়সা হইতে পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীপাণ্ডব মাহাত জানাইতেছেন যে, আড়সা থানায় বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা দিয়াছে। শীঘ্র সহায়তা না দিলে কিরূপ শোচনীয় পরিণাম দাঁড়াইবে কল্পনাও করিতে পারা যাইতেছে না। এ বৎসর দারুণ বর্ষার ফলে ধান্যের বীজ দুই তিন বার করিয়া বপন করিতে হইয়াছে। তারপর বর্ষার প্রাবল্যে রবিশস্য কিছুই তেমন উৎপন্ন হয় নাই; বুভুক্ষু লোক আজকাল বাঁধের ধারে ও অন্যান্য স্থান হইতে বন্য শাক

ঘাস ও গাছের কাঁচা কাঁচা পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। চাউলের দর বর্ত্তমানে এখানে টাকায় পাঁচ পোয়া। তাহাও দুষ্প্রাপ্য।

প্রায় একমাস হইল আড়সার হাটে চাউল আমদানী প্রায় একেবারে বন্ধ। হাটের উপর যাহারা নির্ভর করে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। গ্রামে যে দুই চারিজন লোকের সামান্য চাউল ও ধান্য আছে তাহাতে তাহাদেরই কোনক্রমে সংকুলান হইতে পারে। তাহাদের নিকট চাউল আশা করিতে পারা যায় না।

পাহাড় হইতে বহু কষ্ট করিয়া দুই তিন দিন পরিশ্রম করিয়া একবোঝা বা একভার কাঠ বিক্রয় করিয়া তিন চারি আনা হয়। তাহার মধ্যে একআনা করিয়া গার্ডদেরই হস্তগত হয়। বাকী দুই দিনের পরিশ্রমের ফল তিন আনায় —চাউল হয় তিন ছটাক। এইভাবে বহু পরিশ্রমে লোক কাটাইতেছে। এরূপভাবে আর কত দিন মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, গাছের পাতা, ঘাস ও জল-বাতাস খাইয়া বাঁচিতে পারিবে? আড়সা থানার এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত না হইলে দুরবস্থার আর সীমা পরিসীমা রহিবেনা। হয়ত অনেকেরই অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

আড়সা থানাতে ১২৯টী মৌজা আছে এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৭২ হাজারেরও অধিক। কিন্তু থানাতে মাত্র পাঁচ মণ গম চল্লিশ মণ চিনি ( মাসিক ) দেওয়া হয়। অন্যান্য চাউল, বুট, জোনার প্রভৃতির কিছুই গবর্ণমেণ্ট হইতে এখানে দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। অবস্থা ও লোক সংখ্যানুপাতে অন্য থানার ব্যবস্থা হইতে এই থানার ব্যবস্থা অনুপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। সকল রকম শস্য চাউল, গম, বুট ও চিনি অধিবাসীর সংখ্যা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে কণ্ট্রোল দরে যথাসত্বর সরবরাহ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সরকারের প্রতি থানার জনগণ আবেদন জানাইয়াছেন।

## প্যাডি লেভি ও বর্ত্তমান ব্যবস্থা

প্যাডি লেভি বা ধান্য সংগ্রহ আইনের দ্বারা কাহারো মজুত ধান্য সরকার নিয়মবিধি অনুসারে সরকারী নির্দ্ধারিত দরে খরিদ করিয়া দরকার মত খরচ করিতে পারেন। মানভূমে এই আইনজারী কিছুদিন হইতে বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কয়েকদিন হইল এই আইন মানভূমে জারী হইয়াছে। কোনো স্থানে—কোনো থানার কোনো গ্রামে কাহারও নিকট তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ ধান্য বা চাউল মজুত থাকিলে তাহা সরকারী অফিসার গিয়া লইতে পারিবেন ইহাই আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোনো গ্রামাঞ্চল হইতে বুভুক্ষু জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে এইরূপ মজুতদারের সংবাদ দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ অফিসার প্রেরণ করিয়া সেই খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণকে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সংবাদের সত্যতা জানা গেলে বুঝা যাইবে বাস্তবিক ইহার দ্বারা অভাবগ্রস্ত জনগণের কোথায় কি পরিমাণ সহায়তা হইয়াছে।

---

# সরকারী ঋণ বিষয়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থা ও সমীচীন প্রস্তাব

## সরকারী বিভাগের কাজ কর্ম্ম

ঋণদান বিষয়ে স্থানীয় সরকারী বিভাগ সমূহের বর্ত্তমান কাজ কর্ম্ম বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের সচিবের বক্তব্য এই যে, 'পূর্ব্বাপেক্ষা তৎপরতা দেখা দিয়াছে কার্য্যকলাপ হইতে ইহার ধারণা করা যাইতে পারে। তবে যে সকল ব্যবস্থায় কাজ কর্ম্ম করা হইতেছে তাহা বর্ত্তমানের ব্যাপক ও জরুরী প্রয়োজনের উপযুক্ত হইতে পারিতেছে না। ঋণ প্রদানের বিভাগ সমূহে ঋণ প্রার্থনা করিয়া বহু দরখাস্ত জমা হইয়া উঠিতেছে—সেগুলির বহু সংখ্যক সত্বর ব্যবস্থিত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আর দেড় মাস লোককে সহায়তা দিবার যে উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমানে ঋণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে—তদ্দৃষ্টে কার্য্যধারার এই গতির উন্নতি সাধন প্রয়োজন।"



## ঋণ প্রদানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা

লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন যে, "ঋণ প্রদানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই যে, লোকে ঋণ প্রদানের বিভাগ সমূহের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করিবে। সেই বিভাগসমূহের নির্দ্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বা অন্যান্য অফিসারগণ অঞ্চলে অঞ্চলে গিয়া দরখাস্তকারীদের কোনো স্থানে, কোনো থানা কেন্দ্রে বা কোনো ডাক বাংলায় ডাকাইয়া তাহাদের অবস্থা জমি ও সম্পত্তির নির্দ্দেশসূচক কাগজ পত্র তদন্ত করিবেন। তদন্ত করিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিবেন এবং তাহার পর ডি, সি ও এস, ডি, ও কর্ত্তৃক অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, সহি প্রভৃতি হইবে। তাহার পর লোন বিভাগ হইতে পত্র দ্বারা বা চৌকিদার মারফত সেই লোকদিগকে ডাকাইয়া পুরুলিয়া বা বলরামপুর অথবা রঘুনাথপুর সাব রেজেষ্ট্রী অফিসে ঋণের পরিমাণ হিসাবে সম্পত্তির অংশ রেজেষ্ট্রী করাইয়া রসিদ লইয়া, পোষ্ট অফিসের রসিদ টিকিট লইয়া, উকিল, মোক্তার বা ওয়েলফেয়ারের দ্বারা জানিচিনির কার্য্য হইলে টাকা পাইবেন—এই ভাবে কার্য্য ধারা নির্দ্ধারিত আছে।

"এই কার্য্য ব্যবস্থা বিলম্বিত ধারায় চলে এবং জরুরী অবস্থার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এ বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘ হইতে মন্ত্রীদের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং জেলার ডেপুটি কমিশনারের উপস্থিতিতে রাজস্ব মন্ত্রী সুবিধাজনক ব্যবস্থার অনুকূলে মত প্রদান করেন ও সেই মত কার্য্য চলিবে স্থির হয়। কিন্তু কার্য্যধারা বিষয়ে সংবাদ লইয়া যাহা জানা গেল উহা এখনো অনুসৃত হয় নাই।

"তাহা ছাড়া—কোথায় দরখাস্ত করিতে হইবে—কবে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তে যাইবেন—কবে পুরুলিয়া আসিতে হইবে—কিভাবে কোথায় সহায়তা মিলিবে এসব বিষয়ে জনগণের মধ্যে কোনো সংবাদ প্রচার না হওয়ার ফলে—সব সময় সব ব্যবস্থিতভাবে না হওয়ার কারণে—একটা নিতান্ত গোলযোগ ও অপরিসীম হায়রাণীর ভিতর জনগণকে চলিতে হইতেছে। যাঁহাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে যোগ্যতার সহিত এ বিষয়ে কার্য্য ধারার পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা তাঁহাদের করা দরকার। লোকের অবস্থা ও জরুরী প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

## ঋণ দানের বিভাগ সমূহ

লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস হইতে প্রচারার্থ জানান হইয়াছে যে, সরকারী বিভিন্ন বিভাগ হইতে যে বিভিন্ন প্রকারের ঋণ দেওয়া হয় তাহা এইরূপ :—

(১) কৃষি ঋণ ( Agricultural Loan ) নিয়ম আছে এক বৎসর অন্তে পরিশোধ করিতে হইবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে—ইদানিং মন্ত্রীদের সহিত আলোচনায় স্থির হইয়াছে। ইহা গরু কাড়া খরিদ প্রভৃতি চাষের খরচের জন্য দেওয়া হয়। এই ঋণ কৃষিজীবী বর্ত্তমানে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহে খরচ করিতে পারিবেন।

(২) জমির উন্নতি করার ঋণ ( Land Improvement Loan )—মাটি প্রভৃতি কাটানর জন্য দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের কিস্তিতে শোধ করার সময় দেওয়া হয়। ইহাকে তাকাবি ঋণও বলা হয়।

উপরোক্ত এই দুইটি লোন—একটি স্বতন্ত্র বিভাগে দেওয়া হয়। জেলা ঋণ অফিসার মিঃ এ, কে, বসু ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তরে—ইহার জন্য জনগণ যোগাযোগ করিতে পারেন। এই ঋণের জন্য দরখাস্তের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত ফরম আছে। সেই ফরম পূরণ করিয়া পাঠাইতে হয়। ফরম ঐ অফিসারের বিভাগে তথা কাছারীতে মুন্সীখানায় কর্ম্মচারীদের কাছে পাওয়া যাইবে। ফরম পূর্ণ করিয়া দলবদ্ধ ভাবে ডাকের মারফত বা একজনের উপর ভার দিয়া গ্রামবাসী পাঠাইতে পারেন। উক্ত ফরম দেখিয়া হাতে কপি করিয়া লইলেও চলিবে।

এডিশনাল কলেক্টর বা সহকারী ডেপুটি কমিশনার মিঃ ব্রাউনের (এ, ডি, সির) অফিসের মারফত যে দুইটি ঋণ দেওয়া হয়। তাহা যথাক্রমে এই :—

(১) স্বল্পায়তন সেচন কার্য্যের ঋণ—( Minor Irrigation Loan ) বাঁধ কাটানর জন্য খরচ ঋণ স্বরূপ দেওয়া হয়। পূর্ণঋণ শোধ, অংশতঃ শোধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা ইহাতে আছে। এই ঋণ উর্দ্ধতম

পক্ষে ২৫০০৲ দেওয়া হয় এবং আদীবাসীদের ৪০০০৲ দেওয়া হয়। কিস্তিবন্দিতে আদায় করা হয়।

(২) অপর ঋণটি—পতিতজমি সংস্কার ঋণ—( Waste Land Reclamation Loan ) প্রতি এক একর জমি সংস্কারের জন্য ১০০।১৫০৲ টাকা দেওয়া হয়। এবং প্রতি ১০০৲ টাকার জন্য জামিন স্বরূপ ১৫০৲ টাকার জমি বন্ধক রাখা হয়।

উপরোক্ত এই দুইটি ঋণের জন্য নির্দ্ধারিত ফরমে ডেপুটি কমিশনারের নামে আবেদন করিতে হয়। নির্দ্ধারিত ফরম না পাওয়া গেলে ফরমে যে সকল বিষয় জানাইবার থাকে তাহা জানাইয়া সাধারণভাবে অনেকে আবেদন করিয়া কাজ চালাইতেছেন। সরকারী ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, এই দুই ঋণের জন্য আবেদন সহকারী ডেপুটি কমিশনারের ( এ, ডি, সির ) অফিসে বা জেলা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে দাখিল করা চলিবে। কংগ্রেস কমিটীর উপরও তদন্ত প্রভৃতির ভার ন্যস্ত করা আছে।

ঋণ লইতে গেলে জমি সরকারে বন্ধক রাখিতে হয়—নিয়ম আছে। সরকারী পক্ষ জমি সংক্রান্ত কাগজ পত্র তদন্ত করিয়া ঋণ ধার্য্য করেন ও উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া বন্ধক দিতে হয়।

লোকে ঠিকমত ফরম পাইতেছে না--তজ্জন্য কাজের ক্ষতি হওয়া উচিত নহে। ফরমের চাহিদামত বিষয়গুলি লিখিয়া দিলেই তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গ্রহণ করা প্রয়োজন। এবং এরূপভাবে অনেকে কাজও সারিতেছেন।

### ঋণের আবেদনে কি লিখিতে হইবে

(ক) কৃষিঋণের জন্য যে ফরম নির্দ্ধারিত আছে তাহাতে চাহিদার বিষয় এইগুলি রহিয়াছে—(১) আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, বাসস্থান (২) কতটাকার ঋণ আবশ্যক অঙ্কে ও কথায় লেখা দরকার (৩) ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কি জানান (৪) জামিনের প্রকৃতি—জামিন ব্যক্তিগত বা অন্য প্রকারের, জামিন স্থাবর সম্পত্তি হইলে ঐ সম্পত্তি দায়মুক্ত কিনা এবং দায়মুক্ত না হইলে দায়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ—রেজিষ্টারী করা হইয়া থাকিলে ঐ রেজিষ্টারী করা দলিলের নম্বর, তারিখ, রেজিষ্টারী অফিসের নাম। যে ভূমি জামিন রাখা হইবে তাহার অবস্থান, কোনো স্বত্বের লিখন থাকিলে ঐ ভূমি যে স্বত্বলিপির অন্তর্গত তাহার খতিয়ান সম্বন্ধে উল্লেখ। ঐ ভূমিতে আবেদনকারীর স্বত্ব। (৫) পরিশোধের প্রস্তাবিত তারিখ বা তারিখ সমূহ।

(খ) বাঁধের জন্য যে আবেদন করা হইবে তাহার ফরম অনুযায়ী চাহিদা এই (১) নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোঃ থানা, (২) বাঁধ নূতন তৈরী বা মেরামতের জন্য (৩) বাঁধের স্থান কোন গ্রামে ও কোন রেভিনিউ থানা অন্তর্গত—থানার নম্বর, খতিয়ান বা খেওট নম্বর, প্লট নং (৪) ঐ বাঁধের দ্বারা কত বিঘা জমিতে সেচন কার্য্য হইবে, পুরাতন বাঁধ সংস্কার হইলে পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে সেচন হইত তাহার কত বেশী সেচন হইবে; মোট কত বিঘায় সেচন হইবে। (৫) কত জনের জমিতে সেচনের সুবিধা হইবে—তাহাদের নাম ও গ্রাম। (৬) ঐ সেচন সুবিধার দ্বারা কি কি ফসল হইবে।

এইগুলি পূরণ করিয়া আবেদন দিলে ফরম না হইলেও ঋণ দিবার বিভাগগুলির এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে।

### কৃষি বিভাগীয় ঋণ

উপরোক্ত বিভাগীয় ঋণ ব্যতীত কূয়া প্রভৃতি করার জন্য কৃষি বিভাগীয় ঋণ দান করা হইয়া থাকে। চাষীর নিজ ব্যয়ে কূয়া তৈরীর এক অংশ ঋণ স্বরূপে দেওয়া হয়। এই ঋণ কেহ লইলে তাহা দ্বারা কূয়া কাটাইয়া বিপন্ন লোককে কাজ দিতে পারেন। সাহেব বাঁধের ধারে কৃষি বিভাগের অফিস হইতে এই ঋণ দেওয়া হয়।

### লোকের অসুবিধা ও কর্ত্তব্য

হাকিমের তদন্ত, রেজিষ্ট্রীর তারিখ ও লোন পাইবার তারিখ বিষয়ে লোকের কিছু জানা থাকে না বলিয়া লোকে নিরতিশয় কষ্ট পায়। বার বার ফিরিয়া যায়। ঋণ পাইলেও দুতিন দিনের চেষ্টায় পাওয়া যায়। অনেকে ভাবে যে দিন দরখাস্ত দিতে আসিবে সেই দিনই ঋণ পাইবে কিন্তু নানা কষ্টে পড়িয়া যায়। শীঘ্র মধ্যে সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সন্ধান প্রভৃতি



লইবার জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে ২।১ জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া সন্ধান লইয়া পরে কাজ করা উচিত। তাহাতে অযথা খরচ ও হায়রাণী কমে।

### সরকারী ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত

এসব বিষয়ে শীঘ্র পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। চৌকিদারদের দ্বারা গ্রামবাসীর কাছে পূর্ব্বে সংবাদ ও ফরমের নমুনা পাঠাইয়া দিয়া থানায় হাকিমদের নির্দ্দিষ্ট দিন অনুযায়ী তদন্তে যাওয়া দরকার এবং এই ব্যবস্থা খুব শীঘ্র করা প্রয়োজন এবং তদন্ত হইলে সত্বর রিপোর্ট দিয়া বিভাগীয় সম্মতি, অনুমোদন সারিয়া সত্বর ঐ গ্রামবাসীদের চৌকিদার মারফত নিকবর্ত্তী রেজিষ্ট্রী অফিসে হাজির হইবার খবর দিয়া ঐ দিন এক সঙ্গে বহু গ্রামের জামিন রেজিষ্ট্রী ও ঋণের টাকা দান করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপরোক্তরূপ কেন্দ্রে ইহার জন্য পর পর যে কয়দিন দরকার অফিস করা কর্ত্তব্য। এই ভাবের ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার গতিতে ও আন্তরিকতার সহিত করিলে লোকে এ বিষয়ে কিছু সহায়তা হইতে পারিবে।

---

# কংগ্রেস আদর্শের বিচার ও ঘোষণা চাই

## কংগ্রেসের নাসিক অধিবেশনের প্রাক্কালে পণ্ডিত নেহেরুর বিবৃতি

আগামী ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের নাসিকে ভারতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইতে চলিয়াছে। এবৎসর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নির্ব্বাচিত হওয়ায়—দেশে যে সকল মনোভাবের আলোড়ন হইয়াছে—তাহাতে পণ্ডিত নেহেরু মনে করেন দেশের কর্ম্মীদের মধ্যে কংগ্রেস আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা শিথিল হইবার অবস্থা দেখা যাইতেছে। তজ্জন্য তিনি আদর্শকে যাচাই করিয়া যথার্থ নির্দ্দেশ দিবার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :--

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ, এমন কি উত্তেজনারও সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলমাত্র কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যেই নহে অন্যদের মধ্যেও এই আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখা গিয়াছে। স্বভাবতঃই আমিও এ ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলাম—কেননা, জীবনের বৃহদংশই আমি কংগ্রেসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম। কংগ্রেস কোন পথে অগ্রসর হইতেছে, ভারতের অসংখ্য নরনারীর ন্যায় আমিও সেদিকে তাকাইয়া রহিয়াছি এবং নির্বাচন প্রসঙ্গটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছি। সাধারণতঃ এই নির্বাচনের যতটুকু গুরুত্ব থাকে, কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন দল উহার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবিরোধী দলগুলি নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে প্রকাশ্যেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যাপারটি ব্যক্তিগতও নহে বা অন্যান্য ঘটনার সহিত সংস্রবশূন্যও নহে। বরং উহা কংগ্রেস ও সমগ্র দেশের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

সেজন্যই আমাদের আদর্শ ও কার্যনীতি কি হইবে, তাহা ঘোষণা করা প্রয়োজন হইয়াছে। এই আদর্শ ও কার্যনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মীকে অবহিত থাকিতে হইবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের পক্ষে স্বীয় কার্যনীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া সর্বপ্রকার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

নাসিক কংগ্রেসের সম্মুখে এই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। নাসিকে আমরা সকলে মিলিত হইবার পূর্বে প্রতিনিধিবর্গ যাহাতে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন, তজ্জন্যই আমি এই বিবৃতি প্রচার করিতেছি।

আমাদের প্রধান সমস্যাগুলি কি? আন্তর্জাতিক, সাম্প্রদায়িক ও অর্থ নৈতিক মোটামুটি এই তিন শ্রেণীতে সেগুলি বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই তিনটি প্রধান ব্যাপারেই কংগ্রেসের সুনিশ্চিত, কর্মধারা ও সুনির্দিষ্ট মতবাদ ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং গত তিন-চার বৎসরে অনেক কিছু ঘটিয়াছে। সে সকল

ঘটনার ফলে আমাদের কার্যনীতি ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে কি? না, আমরা কংগ্রেসের সে সকল নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিব, যেগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছি?

## পররাষ্ট্র নীতি

আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এবং বিপদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ এক পরিস্থিতির মধ্যে আজ আমাদিগকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়টি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রায় এক মাস পূর্বে আমি পার্লামেণ্টে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। আজ উহার পুনরুক্তির ইচ্ছা আমার নাই। ভারতের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমাদিগকে সময় সময় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, যেগুলি বাস্তবিকই গুরুতর। এ সকল সিদ্ধান্তের পিছনে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকা প্রয়োজন হয়।

সেজন্যই আমি বলিতে বাসিতে চাহি যে, আমরা যে কার্যনীতি ঘোষণা করিয়াছি এবং অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, কংগ্রেস উহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া অনুমোদন করুন। এই অনুমোদন কেবলমাত্র সাধারণভাবেই দেওয়া যাইতে পারে। কেননা, পরিবর্ত্তনশীল অনিশ্চিত পরিস্থিতির সহিত সর্বদাই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, এমন কোন বিস্তারিত কার্যনীতি স্থির করিয়া দেওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে।

## অর্থ নৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক কর্মধারার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে এইটিই হইতেছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উন্নতি করিতে পারি নাই। আমাদের সুযোগ-সুবিধা সীমাবদ্ধ এবং সর্বদাই আমাদিগকে প্রবল অন্তরায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু, বিগত কালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারা কিরূপ হইবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়জন।

আমরা আদর্শ অনুসরণ করিব এবং সুনির্দিষ্ট কার্যনীতিকে সফল করিয়া তুলিব। কিন্তু, সর্বদাই আমদিগকে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের শক্তি ও সম্পদ এবং অন্যান্য বহুতর জটিল সমস্যার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কংগ্রেস মোটামুটিভাবে যে কর্মনীতি স্থির করিয়া দিবে উহা অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, জন-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কায়েমী স্বার্থের জন্য আমরা নিশ্চয়ই পেছনে পড়িয়া থাকিব না বা আদর্শ আদর্শ হইতেও বিচ্যুত হইব না। জন-সমাজের কল্যাণের দিক হইতেই আমরা প্রত্যেকটি কার্য বিচার করিয়া দেখিব।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সমস্যা সমাধানের যে কোন চেষ্টাই করা হউক না কেন সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে এবং স্বভাবতঃই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর কম বা বেশী সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইবে। যোগ্য, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী ব্যক্তিগণকে লইয়া আমরা উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট পরিকল্পনা কমিশন গঠন করিয়াছি। এই কমিশন তাড়াতাড়ি কাজ দেখাইতে পারে নাই বলিয়া উহার সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচকরা পরিকল্পনার আসল কথাটিই জানেন না—এই কাজটি যে কত জটিল তাহাও তাঁহারা বুঝেন না।

আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সীমাবদ্ধ—অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমরা এমন কোন পরিকল্পনা রচনা করিতে পারি না, যাহাকে কার্যে রূপদান আমাদের সাধ্যয়ত্ত নহে। আমরা আদর্শবাদী হইব, কিন্তু, বাস্তবের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াও আমাদিগকে চলিতে হইবে। প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটুক, অথবা আমাদের সমগ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় আকস্মিক কোন পরিবর্ত্তন আসুক ইহা আমরা চাহি না। কেননা, উহার ফলে বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতি দেখা দিবে এবং আমাদের উন্নতি ত্বরান্বিত না হইয়া বরং বিলম্বই ঘটিবে।

পথ মোটেই সুগম নহে, কেবলমাত্র ঘোষণা প্রচার করিয়া বা কোন যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই কার্য সম্পাদিত হইবে না। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ চিন্তাধারা ও কঠোর শ্রমের দ্বারাই ফল লাভ ঘটিতে পারে। অন্ততঃ বর্ত্তমানে



আমাদিগকে মিশ্র অর্থনীতির দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। ক্রমশঃ উহার এমন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যাহাতে শেষ পর্যন্ত আমরা একটি প্রকৃতই সমবায়মূলক এবং সর্বজনের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

আমাদের কর্মনীতি যাহাই হউক না কেন শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপরই উহা নির্ভরশীল হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে আমরা শুধু বর্ত্তমান প্রয়োজনই মিটাইতে পারিব না, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণেরও সুযোগ আসিবে।

## কংগ্রেস ও কৃষক সমাজ

কৃষক সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য কংগ্রেস জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথা এবং সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটাইবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। যথাসম্ভব দ্রুত এই সংকল্পকে কার্যে রূপ দিতে হইবে। চাষীর হস্তে জমি সমর্পণের পর আমরা কৃষি সমবায় গড়িয়া তুলিব। উহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষক-সমাজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবে।

## সাম্প্রদায়িক সমস্যা

তৃতীয় সমস্যাটিকে আমি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নামে অভিহিত করিয়াছি। প্রধানতঃ তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কেই এ কথাটি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও উহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। কংগ্রেস আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক বা অন্য যে কোন সংকীর্ণ ও অনুদার মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টায় বাধা দিয়া আসিয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই উহা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। গত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসে জাতীয় জীবনের অন্য কোন ব্যাপারে বোধহয় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

কংগ্রেসের এই নীতি পার্লামেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন এবং উহা আমাদের শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু, সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন যে দেশ বিভাগের পর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান পূর্বে এই আদর্শ প্রচারে সাহসী হইত না, আজ প্রকাশ্যেই তাহারা উহা প্রচার করিতেছে এবং এমন কি, আমাদের শাসনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মূল সত্যকেও অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক কথা হইতেছে এই যে, সাম্প্রদায়িকতার এই আদর্শ ক্রমশঃ কংগ্রেসেও প্রবেশ করিয়াছে এবং এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কার্যনীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ধর্মীয় চিন্তাধারার সমর্থক সংবাদপত্রসমূহ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই বিষয়টির গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল মারাত্মক লক্ষণের প্রতি আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না।

হয়ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থানের তীব্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ভারতেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারলাভ করিয়াছে, ভারতে যাহা ঘটিতেছে, উহার কৈফিয়ৎ হিসাবে হয়ত ইহাই বলা হইবে। কিন্তু, এই উক্তির পেছনে যৌক্তিকতা আছে কি? এই মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি? আমার বিশ্বাস, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমান বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্রেরই উন্নতির পরিপন্থী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহার ফলে ভারতের গুরুতর অনিষ্ট হইবে। কেবলমাত্র সুমহান আদর্শ ও দীর্ঘদিনের অনুসৃত কর্মধারার দিক হইতে আমি একথা বলিতেচি না, বর্ত্তমান যুগে কার্যক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষা চালানো হইয়াছে, তাহাতেও আমি উহাই বুঝিতে পারিয়াছি।

## বাঙ্গলার অবস্থা ও ভারত-পাকিস্থান চুক্তি

আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে আমি বাঙ্গলার পরিস্থিতি ও ভারত-পাকিস্থান চুক্তি সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। এই চুক্তিতে কেবলমাত্র কয়েকটি সিদ্ধান্তই স্থান পায় নাই—উহাতে আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। এই চুক্তিতে নূতন আদর্শ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, কংগ্রেসের ঐতিহ্য এবং আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন, এই উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এই চুক্তিতে এমন একটি কার্যনীতি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা (ভবিষতে আমার কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক না কেন) আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াই অনুসরণ করিব।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয়,

দেশ বিভাগের পরে পাকিস্থানের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ও বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি আশা করি যে, আমরা সেই সকল ব্যাপারের সমাধান করিব, তবে সেই সকল মতানৈক্য যাহাই হউক না, সেই সকল বিষয়কে রাজনীতিক ব্যাপার বলিয়াই মনে করা উচিত, উহার সহিত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কোন সম্পর্ক নাই।

"আমরা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আধুনিক কালের উন্নতিকামী কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হইয়া পারে না। বিভিন্ন ধর্মের লোক অধ্যুষিত এই ভারত গবর্ণমেণ্ট ধর্মনিরপেক্ষ না হইয়া কাজ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে সকল প্রকার কাজের সময় ঐ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং রাষ্ট্রকে সকল প্রকারে ঐ মনোভাব সৃষ্টির কার্যে উৎসাহ দিতে হইবে। আমার আশঙ্কা হয় যে, পাকিস্থানের সহিত আমাদের বিরোধের জন্য আমরা প্রায়ই ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং অনেকে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশসূচক ধ্বনি করেন এবং অনেকের মনে পাকিস্থানের অনুসৃত পন্থা সংক্রামিত হইবার লক্ষণ দেখা যায়।

"আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া থাকি, সংখ্যালঘুর প্রতিও সেই ব্যবহারই করিতে হইবে। কেবল ভাল ব্যবহার করিলেই চলিবে না পরন্তু তাহাদের প্রতি যে ভাল ব্যবহার করা হইতেছে ইহা তাহারা যাহাতে অনুভব করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাকিস্থানও এইরূপ করুক ইহা আমরা চাই, আমাদের এই ইচ্ছা খুবই সঙ্গত। আমাদের অভিযোগ এই যে পাকিস্থান উহা করে নাই। পাকিস্থান যাহাই করুক না কেন ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য প্রত্যেককে উন্নতি করার সমান সুযোগ দেওয়াও আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদিগকে শঙ্কা ও সন্দেহের মনোভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার দায়িত্ব প্রধানতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই; এই দায়িত্ব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নহে।

বর্ত্তমানের ভ্রান্ত ধারণার জন্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে তাহার নীতি ঘোষণা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

"উদ্বাস্তু সমস্যা এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রহিয়াছে। ঐ সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু উহার অন্য নীতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। এই সকল হতভাগ্য উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমাদেরই এবং উহা আমাদের কর্ত্তব্য।

"আমার মনে হয়, ক্ষমতালোলুপতা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনার জন্যই কংগ্রেসে দুর্নীতি প্রবেশের অন্যতম কারণ। যখনই জেলায়, প্রদেশে অথবা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের নির্বাচন হয় তখনই তাহার সহিত ভবিষ্যৎ সাধারণ নির্বাচনের একটা সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে, যাঁহারা এখন কংগ্রেস কমিটিতে যাইতে পারিবেন, তাঁহারাই নির্বাচন পরিচালন এবং পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করিবেন, তাঁহারাই প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন এবং তাঁহাদেরই প্রার্থীরূপে মনোনীত হইবার একটা আশা থাকিবে। ইহার ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাহার করণীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে। অনেকে এখন কেবল সাধারণ নির্বাচনের স্বপ্ন দেখেন এবং কাহারা প্রার্থী মনোনীত হইবেন সেই চিন্তাই করিয়া থাকেন। আমরা যদি কংগ্রেসের কর্মতালিকা হইতে নির্বাচন পরিচালন পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ বাদ দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের অনেক অসুবিধা দুর হইত এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে অবনতি লক্ষিত হইতেছে তাহা এড়ান যাইত।

"আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বনের এখনও সময় আছে। সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের কাজ কংগ্রেস কমিটির কর্মতালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, যদি ইহা করা যায়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায়ও কংগ্রেসে সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হইতে পারে।"

---



# ষড়যন্ত্রকারী কে?

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুত কেশব চন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে ১০৭ ধারাব মকর্দ্দমা হইয়াছিল এবং যাহা প্রমাণ অভাবে খারিজ হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া এতদঅঞ্চলে এবং লক্ষণপুর গ্রামে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং জনসাধারণ বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষণপুরের আদীবাসী ছাত্রাবাসে নবাগত পাটনা জেলার বিশিষ্ট কর্মী শ্রীরামকেবল শর্ম্মার উপস্থিতিতে গ্রামের বিশিষ্ট দরখাস্তে যাহাদের টিপ ও সহি আছে তাহাদিগকে এবং গ্রামের অপরাপর হরিজনদের জিজ্ঞাসা করে যে তোমরা কৃষ্ণ বাবু ও কেশব বাবুর নামে দরখাস্ত করিলে কেন? এবং যদি করিয়াছিলে তাহা হইলে তাহা কোর্টে প্রমাণ দিলে না কেন? উত্তরে—মতি বাউরী, বয় বাউরী, ঋষি বাউরী (যাহারা লেখাপড়া জানেনা বা সহি করিতে জানে না অথচ যাহাদের নাম একই রকম হস্তাক্ষরে সহি করা আছে) তাহারা বলিল, আমরা দরখাস্ত করি নাই বা এ সম্বন্ধে কিছু জানি নাই।

গুহিরাম বাউরী লেখাপড়া জানে সেও বলিল—আমি বাবুদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি নাই বা সহি করি নাই।

বিষ্টু বাউরী যে ভাল লেখা পড়া জানে ও নিজের নাম ভাল ভাবে সহি করিতে পারে তার নামটী বিষ্টু বাউরীর জায়গায় বৃষ্টি বাউরী লেখা আছে। সেও বলিল আমি উক্ত বিষয় কিছুই জানি না বা এরূপ কোন দরখাস্তে সহি করি নাই।

কালিদাস (জাতিতে বৈষ্ণব) তাহাকে দরখাস্তে হরিজন উল্লেখ করা হইয়াছে। সেও বলিল আমি ঐরূপ কোন দরখাস্তে টিপ দিই নাই। হরিজনগণ ও গ্রামবাসীগণ সকলে বলে যে এসব কে করিতেছে এবং কাহারা আমাদের গ্রামে অশান্তি আনিতেছে আমরা তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিব।

গ্রামবাসীগণ ও হরিজনগণ সকলে ১১০ ধারায় সাজা প্রাপ্ত ও উপস্থিত আদিবাসী ছাত্রাবাসের পরিচালক ফণি ব্যানার্জ্জির পৃষ্ঠপোষক (সহচর বা চাকর) কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকাইলে সে আসিতে অস্বীকার করে এবং নানা জনের কাছে নানারূপ বলিতেছে যে সকলে মিলে করাইল এখন কেউ মানিতেছে না। কাহারও কাছে বলিয়াছে যে আমরা ত ওসব করি নাই দারগাকে ইতিপূর্ব্বের মকর্দ্দমায় ঘুস দিব বলিয়াছিল তাহা না দেওয়ায় দারগা ঐরূপ করিয়াছে। কাহারও কাছে বলিতেছে যে আমরা তো কেশব চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন করি নাই। কৃষ্ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম। আবার কাহারও কাছে বলিতেছে যে আমরা ওসব কিছুই জানি নাই।

ডমন বাউরী ও ক্ষুদিরাম বাউরীর হিন্দিতে সহি আছে। ডমন বাউরী বলিল সেও উক্ত বিষয় কিছু জানে না। ক্ষুদিরাম বাউরী ইতিপূর্ব্বে হিন্দি ট্রেণিং লইয়াছে এবং উপস্থিত পুরুলিয়ায় রাজ মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে। তাহার স্ত্রী বলিল আমাদের উনি ওসব বিষয়ে নাই, যাহা করিবার আদীবাসী বিদ্যালয়ের ফণী ব্যানার্জ্জী ও কেশব বাউরী করিয়াছে। ক্ষুদিরামের পিতা বলে যে আমার ছেলে ওসব কিছু করে নাই।

বয় বাউরী, মতি বাউরী, ঋষি বাউরী ও বিষ্টু বাউরী বলে যে দারগা বাবু আমাদের মকর্দ্দমা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কৃষ্ণ বাবু তোমাদের পড়াশুনা বন্ধ করিতেছে কিনা। উত্তরে আমরা বলি, না তিনি আমাদের পড়াশুনা বন্ধ করেন নাই। তিনি আমাদিগকে বাংলা না ছাড়িয়া হিন্দি শিখিতে ইচ্ছা করিলে দুইই শিখিতে বলিয়াছেন। গুহিরাম, ডমন ও ভ্রমর বাউরী বলে যে তাহাদের সহিত দারগার কোন দিন দেখাও হয় নাই।

যে হিন্দি দরখাস্ত লিখিয়া এ মোকর্দ্দমা হইয়াছিল পূর্ব্বে আর এক খানা হিন্দিতে লেখা দরখাস্তে কৃষ্ণ চৌধুরী ও তাহাদের দুইজন চাকরের বিরুদ্ধে এস, পির নিকট এই অঞ্চলের ষড়যন্ত্রকারীরা অভিযোগ করিয়াছিল—তাহা দারগা ও ইন্সপেক্টরের তদন্ত হইয়াই শেষ হয়। আরও নানান ষড়যন্ত্র উক্ত গ্রামের কৃষ্ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে হইয়াছিল। বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, লক্ষণপুর।

---

# জেলা স্কুলের নবতম পর্য্যায়

( অরুণ চন্দ্র ঘোষ )

বিগত ৩১শে আগষ্ট জেলা স্কুলে ছাত্রদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করার এবং সেই ব্যাপারটি লইয়া স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা এক কাহিনী সৃষ্টির সংবাদে সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ হইতে যে সংবাদ জানা যায় তাহাতে মানভূমের অন্যতম প্রধান শিক্ষালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বিচারহীন ও অবাঞ্ছিত কার্য্যের অভিযোগ এবং বহু ছাত্রের ভবিষ্য নিয়ন্ত্রণকারী একটি এরূপ শিক্ষালয়ের প্রতি বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা ধারার আরোপ হইতে থাকায় এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সম্যক বিবরণ সংগ্রহের আবশ্যকতা আমারা উপলব্ধি করি। এতদুদ্দেশ্যে আমরা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনা অবগত হই। যে ক্লাসের ছাত্রদের উপর মার হইয়াছে সেই ক্লাসের ও অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রেদের ও ছাত্রদের কয়েকজন অভিভাবকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিবরণ সংগ্রহ করি।

দু পক্ষের নিকট হইতে ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করিয়া যথার্থ অবস্থা নিরূপণের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য এক পক্ষ আজ এমন এক অবস্থায় রহিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের কাছে ঘটনার তথ্য জানিতে সাক্ষাৎকার করার কোনো প্রেরণা বা আবশ্যকতা অন্তরে অনুভব করিতে পারি নাই। কারণ এই ঘটনাটি আজ দুইটি সাধারণ বিবদমান পক্ষের আকস্মিক ব্যাপার নহে। একপক্ষ ক্ষমতার আসনে থাকিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া জনজীবনে সময়ে সময়ে অবাঞ্ছিত আচরণ সমূহ করিয়া যাইতেছেন—যাহার জন্য জনগণকে সময়ে সময়ে সেই সকল উদ্দেশ্য প্রণোদিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও প্রতিকারের প্রচেষ্টায় দাঁড়াইতে হইয়াছে ও হইতেছে। সেইগুলি প্রতিরোধের কর্ম্ম হইয়াছে—সেখানে যোগাযোগের অবকাশ কিছু ঘটে নাই। আজিকার ব্যাপারটিও সেই ধারারই সূত্রে গ্রথিত। যে মনোভাবের ফলে পূর্ব্বতন ঘটনা সমূহ ঘটিয়াছে—সেই মনোভাবেরই প্রেরণা থাকিয়া থাকিয়া অবাঞ্ছিত অস্বাভাবিক আচরণ সমূহের জন্ম দিতেছে। এ ক্ষেত্রে যাহারা জানিয়া বুঝিয়া ঘটনা সৃষ্টি করিতেছেন—তাঁহাদের কাছে ঘটনার বিবরণ জানিতে গিয়া কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

ঘটনা সংশ্লিষ্ট বহু শিশু ও বালকদের কাছ হইতে ও এই সংবাদের বিবরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছি। সেই দৃষ্টি দিয়া সংবাদের সত্যতা বিষয়ে বিচার ছাড়াও ঘটনাটির ভিতরে প্রামাণ্য রূপে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার দ্বারাও বিবরণের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

**ঘটনাটি এই :—**

৩১শে আগষ্ট তারিখে শুক্রবারে দ্বিপ্রহরে টিফিনের সময় জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর এ ও বি বিভাগের কতকগুলি ছাত্র ড্রিল শেডে বল খেলিতেছিল। বলটি শেড হইতে বাহির হইয়া গেলে একটি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীজগদীশ প্রসাদ শর্ম্মা বলটি ধরে। ছাত্ররা চাহিলে দেয় না। হেডমাষ্টারের ঘরের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়। ইহাতে ছেলেদের সহিত জগদীশের বচসা হয়। ইহার পর জগদীশ হেড মাষ্টারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে যে, ঐ ছাত্রেরা তাহাকে ছোরা দেখাইয়াছে। হেডমাষ্টার স্কুলের পঞ্চম ঘণ্টায় জগদীশ সহ ঐ ছাত্রদের ক্লাসে আসিয়া তাহাকে সনাক্ত করিতে বলেন—সে কয়েকজনের নাম বলে। হেডমাষ্টার ছাত্রদের ব্যাপার বলেন; ছাত্রেরা তাহাদের বক্তব্য বলিতে গেলে বলেন—লিখিতভাবে দরখাস্ত দাও; ছুটির পরে বিচার হইবে। ছুটির পর ছেলেরা হেডমাষ্টারের কাছে গেলে তিনি কাগজপত্র দেখিয়া বলেন—যাক্ এসব থাক, তোমরা যাও। ছেলেরা তাঁহার কক্ষ হইতে সকলে বাহির হইয়া যায়। বাহিরে ঐ স্থানে ছুটি প্রাপ্ত আরো ছেলে ছিল। আগের ছাত্রেরা কক্ষ হইতে বাহিরে যাওয়ার পর ঐ ছেলের দলের মধ্য হইতে ৮।১০ জন ছেলে 'হো' করিয়া এক সঙ্গে শব্দ করিয়া ওঠে। সম্ভবতঃ ছোরামারার অভিযোগ কার্য্যকরী না হওয়ায় সাফল্যসূচক উল্লাস ধ্বনি করে। হেড মাষ্টার শুনিতে



পাইয়া ক্রোধান্বিত হন এবং ছেলেদের ধরিয়া তাঁহার কাছে আনিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে স্কুলের ভৃত্যদের আদেশ দেন। ছেলেরা পলায়ন করিতে থাকে। দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅশোক বসুর সাইকেল হেডমাষ্টারের ঘরে ছিল; সে ঐ সময়ে উহা লইবার জন্য তথায় গমন করে। হেডমাষ্টার তাহাকে তাঁহার ঘরের কাছে দেখিয়াই ধরিয়া ফেলেন এবং ঘরে লইয়া বেত মারিতে থাকেন। সজোরে বেতের প্রহার পড়িতে থাকিয়া বেতের চটা ছাড়িয়া যায়। অশোক মার খাইতেছে দেখিয়া পলায়নপর বালকদের মধ্যে অশোকের ক্লাসের কতকগুলি ছেলে ফিরিয়া আসে ও তাহাদের মধ্য হইতে শ্রীঅজিত মজুমদার হেডমাষ্টারকে গিয়া বলে—'দোষ না করিতেও যখন মারিতেছেন এবং আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন তখন একলা অজিতকে কেন মারিতেছেন, আমাদেরও মারুন। হেডমাষ্টার ক্রোধান্বিত হইয়া বলেন—দেখি কে কত মার খাইতে চাও—নাম দাও, বলিয়া অজিতকে বেতে করিয়া অজস্র ধারে হাতে মাথায় ঘাড়ে মারিতে লাগিলেন, বেত ভাঙ্গিয়া গেল। এই মারের সময় স্কুলের মাষ্টারেরা ও ছাত্রেরা হেডমাষ্টারের কক্ষে বাহিরে ভিড় করিয়াছিলেন। কক্ষে কৃত্তিবাস বাবু মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। তিনি এত মার দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া আগাইয়া গিয়া দুই হাত রক্ষা করিবার জন্য প্রসারিত করিয়া বলেন—ব্যস বহুত হুয়া। এই সময় কক্ষের বাহিরে রামলক্ষণজী বলিয়া এক মাষ্টার ছিলেন। তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ সূচক কিছু কথা বলিয়া ছেলেদের ঠেলিয়া ভিতরে গিয়ে কৃত্তিবাস বাবুর উপরে পড়েন। ক্যা হাম রামলক্ষণ রহতে তুম হেডমাষ্টারকা উপর ঝামেলা করেগা—বলিয়া উত্তেজিতভাবে কৃত্তিবাস বাবুকে সামনা করেন। অপর দুইজন মাষ্টার রামলক্ষণজীর মাঝে পড়িয়া নিরস্ত করেন। রামলক্ষণ বাবু উত্তেজিতভাবে হেডমাষ্টারকে বলেন—ছাত্রদের এই অরাজকতার মধ্যে মাষ্টারদের প্ররোচনা রহিয়াছে। হেডমাষ্টার এই কথার সম্মতিসূচক ভাবে কৃত্তিবাস বাবুর প্রতি বলেন যে, কৃত্তিবাস বাবু হস্তক্ষেপ করায় ছেলেরা উৎসাহিত (encouraged) হয়েছে; এবং বলেন যে—রামলক্ষণ না থাকিলে বাঙ্গালী ছেলেরা মাষ্টারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমার ওপর চড়াও হোত। হেডমাষ্টার আরো বলিতে থাকেন—আমি স্কুলে শৃঙ্খলার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এইভাবে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলার পর মারপ্রাপ্ত অশোক ও অজিতের নাম ব্লাক রেজিষ্টারে লেখা হয় ও অজিতের সহিত যাহারা আসিয়াছিল সেই ১৬ জন ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং ছাত্রদের বলা হয় যাও, কাল তদন্ত হবে।

অজিত ও অশোকের উপর বেতের যে নির্দ্দয় মার হয়—উহা তাহাদের শরীরে নির্দ্দয়তার সাক্ষ্যস্বরূপে বহু কালো কালো দাগ রাখিয়া যায়।

## ঘটনার তারিখের পরবর্ত্তী ব্যাপার সমূহ

ঘটনার পর চারিটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সম্পন্ন করা হয়। (১) ছেলেদের ও মাষ্টারদের সম্মিলিত বৈঠকে হেডমাষ্টার আনীত বৃহত্তর অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা ২) কৃত্তিবাস বাবুর উপর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন ও কৈফিয়ৎ তলব (৩) ১৪ জন ছাত্রের ওপর দুই টাকা করিয়া জরিমানা (৪) ৩১শে তারিখে ঘটনার প্রারম্ভে যে ছাত্রটি ছোরামারার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল—পুনরায় সেই জগদীশ প্রসাদ শর্ম্মার পিতা কর্ত্তৃক বাঙ্গালী ছেলেদের নামে জগদীশের উপর চড়াও ও অত্যাচার করার অভিযোগ আনয়ন ও সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা উত্থাপন এবং দুইটি ছাত্রকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করার সাবধানতা জ্ঞাপন।

## ছাত্র ও শিক্ষকদের বৈঠক

১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবারে স্কুলের চতুর্থ ঘণ্টায় মাষ্টারদের এক বৈঠক হয়। তাহার পর ৬ষ্ঠ ঘণ্টায় কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত এক বৈঠক হয়। তাহাতে হেড মাষ্টার উপস্থিত থাকেন না। সহকারী হেডমাষ্টার শ্রীধনপতি বাবু ছাত্রদের বলেন যে, হেডমাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন যে, তিনি স্কুলে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্কুলে এত বিশৃঙ্খলা কেন। ছাত্রদের কিসের বিক্ষোভ তাহা হেডমাষ্টার জানিতে চান এবং হেডমাষ্টার ইহাও সন্দেহ করিতেছেন য এই সকল বিশৃঙ্খলার পিছনে মাষ্টারেরা জড়িত

আছেন। জনৈক শিক্ষক শ্রীকালী বাবু ছাত্রদের বলেন যে, হেডমাষ্টার ছাত্রদের বিশৃঙ্খলার জন্য আমাদের উপর উহাতে জড়িত থাকার দোষ দিতেছেন। আমরা হেডমাষ্টারকে বলিয়াছি যে, ছেলেদের পরীক্ষা করিয়া দেখুন আমরা জড়িত আছি কিনা তাহারা কি বলে। অতএব ছাত্রেরা কি বলিতেছ বল।

ইহাতে ছাত্রদের পক্ষ হইতে বহুজনে অভিযোগ করে যে তাহাদের দিক হইতে শৃঙ্খলাভঙ্গ হয় নাই বরং স্কুলের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিয়ম-বহির্ভূত-ভাবে বহু অবাঞ্ছিত কার্য্য ও ছাত্রদের পীড়নদ্বারা ছেলেদের মনে অশান্তি উৎপাদন করিতেছেন। তাহারা জানায় যে, বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ছাত্রদের উপর করা চলিতে পারে না। কিছুকাল যাবত হইতে স্কুলে পর পর অনেকগুলি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে ছাত্রেরা তাহার বিষয়ে আলোচনা করে। স্কুলের পক্ষ হইতে অযৌক্তিক ও অবিচার মূলক ব্যবহারের ঘটনা-স্বরূপ ছাত্রেরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করে তাহার মধ্যে কতকগুলি এই :—

(১) সুকুমারের সংশ্লিষ্ট ঘটনা—অন্যায় ভাবে ৭০০ ছেলের সামনে হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক অসম্মানজনক অযথা শাস্তি বিধান (২) তড়িৎকুমারের (ভাদুর) সংশ্লিষ্ট ঘটনা—নিতান্ত দুর্ব্বল শিশু বালকের উপর তাহার অজ্ঞাত দোষের জন্য নির্দ্দয়ভাবে হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক প্রহার (৩) অনিমিখের সংশ্লিষ্ট ঘটনা—ক্লাসের মাষ্টারের নির্দ্দেশের প্রতিবাদ করায় হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহার (৪) নৃপেনের সংশ্লিষ্ট ঘটনা—নৃপেনের কাছ হইতে বল কোনক্রমে ক্লাসে শিক্ষন কার্য্যে রত হেডমাষ্টারের কাছে চলিয়া যায়—তাহাতে হেডমাষ্টারকে মারার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তাহার উপর জরিমানা (৫) ক্লাসে মরা ইঁদুর সংক্রান্ত ঘটনা—কোনো ক্লাসে মৃত ইঁদুর দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রেরা প্লেগের ইঁদুর সন্দেহ করিয়া মাষ্টারদের জানায়—ইহার পর হেড মাষ্টার ঐ ক্লাসের সমস্ত ছাত্রের উপর জরিমানা করেন। (৬) প্রণব বাবুকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার বিষয় সম্পর্কিত ঘটনা—জেলা স্কুল হইতে মাষ্টার প্রণব বাবু স্কুল ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে ছাত্রেরা স্কুলে সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার প্রার্থনা চাহিলে হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক তাহা নামঞ্জুর করা হয়। ৩১শে আগষ্টের ঘটনাও ছাত্রদের উপর অযথা পীড়নের ঐ সকল ব্যাপারের মতই ঘটিয়াছে ছাত্রেরা জানায়। এবং স্কুলে ছাত্রদের মনে অশান্তি ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য কর্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত আচরণকেই দায়ী করে। এই সকল অভিযোগের দুই একটি বিষয় সাধারণভাবে ও অনুপযুক্তভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা ব্যতীত অধিকাংশেরই কোনো জবাব মাষ্টারদের পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই। এবং কিছুক্ষণ এই সব আলোচনা হইয়া বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**কৃত্তিবাস বাবুর উপরে অভিযোগের আদেশ জারী**

ইতিমধ্যে হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক কৃত্তিবাস বাবুর উপরে ঘোরতর ষড়যন্ত্র পরিচালনার এক অভিযোগ আনয়ন ও কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। নিরীহ দুর্ব্বল ছাত্রের উপর নির্দ্দয় প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া কৃত্তিবাস বাবুর অন্তরে করুণা উদ্রেক হওয়ার অপরাধে পুরস্কার আসিয়া হাজির হয়। হেডমাষ্টারের পক্ষ হইতে কৃত্তিবাস বাবুর প্রতি যে পত্র দেওয়া হয়—সংবাদ সঙ্কলন করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ যাহা জানা গিয়াছে তাহা এই :—

হেডমাষ্টার জানাইতেছেন যে তিনি দুরন্ত ছেলেদের শায়েস্তা করিতে ছিলেন; কৃত্তিবাস বাবু ধৈর্য্য হারাইয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা দেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশ করেন তাহাতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা সমর্থন পায়। এবং কৃত্তিবাস বাবুর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কাজের পর হইতে স্কুলের বাহিরেও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া ক্ষুণ্ণ হইবার অবস্থা ঘটিতেছে। সুতরাং এই বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের জন্য তাঁহার যে ঘোরতর অপরাধ হইয়াছে সে বিষয়ে কৃত্তিবাস বাবুর কি জবাবদিহি করিবার আছে—যেন জানান হয়।

এই প্রকার কৈফিয়ৎ তলব হয়। এই ব্যাপারটি এখন কি অবস্থায় ঝুলিতেছে এবং অভিশপ্ত জেলার এই শিক্ষকের ভাগ্যও এখন কোন পর্য্যায়ে ঝুলিতেছে তাহা আমাদের ভাগ্য-বিধাতাদের অলক্ষ্য ফাইলের বিধিলিপিরাই জানেন!

**জরুরী জরিমানার আদেশ**

সঙ্গে সঙ্গে ১৪ জন ছাত্রের উপরও জরিমানার আদেশ জারী হইয়া গেল। দশম শ্রেণীর ছাত্র সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিয় দাস, রণেন্দ্র সেন, সুকুমার বক্সি,



জগদীশ সিংহ, সুজিত সেন, কল্যাণ দাঁ, শ্যামসুন্দর দত্ত, অজিত দে, সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্ত্তী, নীহার দুবে, মুকুল মুখোপাধ্যায়কে দুই টাকা করিয়া জরিমানা দিবার নির্দ্দেশ হইল। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের প্ররোচনায় স্কুলের শৃঙ্খলাভঙ্গের গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছাত্রদের প্রতি ন্যায় ও শাস্তির বিধান করা হইল!

**সাম্প্রদায়িক উৎপীড়নের গুরুতর অভিযোগ**

ইতিমধ্যে এই সাম্প্রদায়িক ঘটনা আরো ব্যাপৃত হইবার অভিযোগ দায়ের হইল। ৩১শে আগষ্টের ঘটনার সহিত সর্ব্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট ছাত্র শ্রীজগদীশ প্রসাদ শর্ম্মার পিতা স্কুলে হেডমাষ্টারের নিকট ছাত্রদের নামে এক গুরুতর অভিযোগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া হেডমাষ্টার ছাত্রদের জানাইলেন। জগদীশের পিতার অভিযোগ এই যে স্কুলের ছুটীর পর পথে জগদীশকে একা পাইয়া কতিপয় ছাত্র জগদীশকে গালিগালাজ ও পীড়ন করে। হেডমাষ্টার জগদীশকে সেই ছাত্র সনাক্ত করিতে বলেন। জগদীশ শর্ম্মা ছাত্রদের মধ্য হইতে কল্যাণ দাঁ ও সুকুমার বক্সিকে দেখায়। ইহার পর হেডমাষ্টার ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত স্বরে ছাত্রদের বলিতে থাকেন—স্কুলের ছাত্রদের এই বিশৃঙ্খলা তিনি কি করিয়া সামলাইবেন? তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত। এই সকলের যোগ্য ব্যবস্থার কথা তিনি ভাবিতেছেন। হয় তাঁহাকে পুলিস সাহেবকে ডাকিয়া অভিভাবকের সামনে সিভিল সার্জ্জেনকে দিয়া ছাত্রের নাড়ী ধরাইয়া বেত লাগাইতে হয়—নয় পুলিস ডাকিয়া কোর্টে কেস দিতে হয়—নতুবা খুব উচ্চদরে জরিমানা করিতে হয়। বলেন এই সকলের কোনো পথ তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে।

শৃঙ্খলাভঙ্গের গুরুতর পরিস্থিতিতে বিচলিত হেডমাষ্টার প্রতিকার ব্যবস্থায় অগ্রসর হইলেন। কল্যাণ দাঁ ও সুকুমার বাক্সিকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করিবার (Rusticate) বিষয়ে পূর্ব্বসূচনা (warning) দেন যে, পুনরায় দোষ ঘটিলে বিতাড়িত করিবেন। এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে, হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক জগদীশের দ্বারা আনীত ছোরা দেখানর অস্বাভাবিক অভিযোগের কোনো তদন্ত করার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ যে, জগদীশ শর্ম্মার পিতার অভিযোগ উপলক্ষ্য করিয়া স্কুলের পক্ষ হইতে জেলা ডেপুটি কমিশনারকে পত্র দেওয়া হইয়াছে যে, জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটিবে। জেলাধীশ অবস্থার প্রস্তুতি আরো কি ভাবে করিয়া তুলিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই এবং স্কুলের পক্ষ হইতে কর্ণধারা পরবর্ত্তী আর কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও আমাদের নিকট এখন অগোচর। জেলা স্কুলের নবতম পরিস্থিতি হইল ইহাই।

জেলা স্কুলের বিগত ষ্ট্রাইক এবং জেলা স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা স্কুল পরিত্যাগকারী ছাত্রদের নানা প্রকার প্রলোভন দিয়া স্কুলে ফিরাইয়া লইবার পর স্কুলের কার্য্যধারার মধ্যে প্রায়শঃই যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার আলোকে ৩১শে সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি বুঝিতে হইবে। ছাত্রেরা স্কুলের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে সকল ঘটনার অভিযোগ করে তাহারও সম্যক তদন্ত ও যাচাই প্রয়োজন। এই জেলা স্কুল আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া সহরের জীবনে নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছে। এবং আজিকার ঘটনাটিও সম্যক অনুধাবন করিয়া নিঃসন্দেহে দেখা যাইতেছে যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ছাত্রদের উপর অযৌক্তিক বিরূপতার ভাবপোষণ করিয়া যে বিচারহীন ও অর্থহীন পীড়নসমূহ করিতেছেন—তাহা দৃষ্টিকটুরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিলে নিজেদের আচরণকে সমর্থনের জন্য অপরকে অভিযুক্ত করিয়া কত অবাঞ্ছিত ব্যাপার-জাল সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন। জেলায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ যতদিন শাসন ক্ষমতার সুযোগে জেলার জীবনে অভিশাপ হইয়া চলিতে থাকিবে ততদিন জেলাবাসীকে নানাবিধ অবিচার, অসম্মান ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে—ইহা অবধারিত। তথাপি জেলাবাসী তথা সহরবাসীর পক্ষ হইতে, ছাত্রদের অভিভাবকদের তথা লাঞ্ছিত ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে ইহার দৃঢ় ও নির্ভিক প্রতিবাদ ও প্রতিকারের পথ অন্বেষণের প্রয়োজন।

ছাত্রদের উপর আচরিত অন্যায় ও অসম্মান সত্ত্বেও কোনো অভিভাবকের কাছ হইতে যদি উপযুক্ত দৃঢ় প্রতিবাদ না হইয়া দুর্ব্বল মনোভাবের প্রকাশ হয় বা

হইয়াছে তবে তাহাতে জনসাধারণ আন্তরিক দুঃখই লাভ করিবে। স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়ের সম্ভাবিত কোপ অনুমান করিয়া তাহা এড়াইবার জন্য আমাদের মধ্যে কেহ যদি সাহসে না দাঁড়াইতে পারি—তবে অন্যায় আরো পাইয়া বসিবে। ভয় করিয়াও অন্যায় ঘটিতেছে, না করিয়াও ঘটিতেছে। অন্যায়ের প্রতিকারে দাঁড়াইবার জন্য আমাদের নিয়তই অধিক হইতে অধিকতর শক্তি অর্জ্জন করা প্রয়োজন।

---

# বিশ্ববরেণ্য গান্ধীজীর জয়ন্তী সমাগত

## ব্রত উদ্‌যাপনে লোকসেবক সঙ্ঘের আহ্বান

### ২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, সোমবার হইতে সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠানের কর্ম্মসূচি

জাতির জনক বিশ্বের পরম প্রিয় মহাত্মার পুণ্য জন্মদিবস আগামী ২রা অক্টোবর। তাঁহার চির-অবিস্মরণীয় স্মৃতি তর্পনের মধ্যে আমরা তাঁহার মহান জীবন ও আদর্শের স্মরণ করিব। নব-ভারতের বিঘ্নসংকুল পথযাত্রায় তাঁহার জীবন-বর্ত্তিকার লক্ষ্য অনুসরণ আজ জাতির মহোত্তম মুক্তির পাথেয়। দিশাহীন বর্ত্তমান বিশ্বজীবনেরও দুর্যোগ-মুক্তির তিনি আলোকস্তম্ভ। আজ পরম সংকল্পে আমাদের ধ্যেয়কে ব্রতরূপে গ্রহণ করিবার সর্ব্বোত্তম মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছে।

**অনুষ্ঠানের যোগ্য উপচার**

জীবনের যথার্থ ভাব-সংকল্প যথার্থ কর্ম্মের ভিতরে রূপায়িত হয়। গান্ধীজীর আদর্শকে সার্ব্বজনীন ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে বুদ্ধিদীপ্ত ত্যাগময় সেবাকর্ম্মের আচরণ প্রয়োজন। তাই স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজনও সেই নিত্যব্রতের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে সেবাময় গঠন কর্ম্মের ভিতর উদ্‌যাপিত হইবে। গান্ধীজীর আদর্শ-নির্দ্দেশিত সেবা-জীবনের কর্ম্ম কেন্দ্র স্বরূপ হইতেছে চরখা,—তাহার প্রাণগতি স্বরূপ হইতেছে মানবপ্রেম, তাহার আধার স্বরূপ হইতেছে সত্য ও অহিংসার আদর্শ উপলব্ধি। চরখাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন গঠন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া আমরা স্মৃতিপূজার কর্ম্মরূপ অনুষ্ঠান করিব, মানব প্রেমের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বৈষম্যভাবের মধ্যে সম্প্রীতি প্রসারের মধ্য দিয়া তাহার ভাবরূপ অনুষ্ঠান করিব এবং সত্য ও অহিংসার আধারে গঠিত গান্ধী দর্শনের বিভিন্নমুখী তত্ত্বউপলব্ধির ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞানরূপ অনুষ্ঠান করিব। এই ত্রিবিধমুখী কর্ম্ম আয়োজনে স্মৃতিদিবস সার্থকতায় যেন উদ্‌যাপিত হয়।

**কর্ম্মসূচি**—এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত কর্ম্মতালিকা লইতে পারি। (১) চরখা যজ্ঞ (২) চরখাব্রতীগণ কর্ত্তৃক গান্ধীসপ্তাহে প্রত্যেকে তিন লাচি সুতা কাটা (জেলার নিরন্ন ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রদানের জন্য) (৩) সম্প্রীতি প্রসারে গ্রাম ও বস্তিভ্রমণ (৪) খদ্দরফেরী, গ্রামে সুতা কাটা প্রদর্শন, গ্রাম সাফাই প্রভৃতি গঠন কর্ম্ম (৫) জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ (লোক সেবক সঙ্ঘের অধুনাপ্রস্তাবিত আর্ত্ত সহায়তা বিভাগের মারফত বা নিজেদের ব্যবস্থায় ঐ অর্থ আর্ত্ত সহায়তায় নিয়োজিত করা যাইবে। ইহার জন্য রসিদ বই সঙ্ঘে পাওয়া যাইবে।) (৬) সীমাবদ্ধ প্রভাতফেরী (৭) গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ স্মরণ ও মননের বৈঠক আয়োজন (৮) নিজ নিজ স্থানে স্থায়ী গান্ধী-পাঠচক্র স্থাপন।

নিরাপত্তা আইনের অনুমতি লইয়া সভা শোভাযাত্রা লোক সেবক সঙ্ঘের বাঞ্ছনীয় নহে। সেজন্য প্রভাতফেরী প্রভৃতি শোভাযাত্রা নির্দ্ধারিত লোকের ভিতর সীমাবদ্ধভাবে ও সভা ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠিত করা যেন হয়।

বিশ্বের অগণিত মানবের সঙ্গে আমরাও যে অনুষ্ঠান করিব তাহা যেন নিষ্ঠাপূর্ণ জাগ্রত মনের সংকল্পের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়—এই প্রার্থনা। ১৭।৯।৫০ নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ পরিচালক, লোক সেবক সঙ্ঘ মানভূম।

---

**নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মী সহায়তা**—বিহারের ঐ বিভাগ হইতে মানভূমের জন্য তালিকা প্রস্তুতের ভার-প্রাপ্ত কংগ্রেস কার্য্যকর্ত্তা শ্রীদীপ নারায়ণ সিংহ মানভূম হইতে অসম্পূর্ণ তালিকা পাওয়ায় অতুলবাবুর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। ১০ই অক্টোবরের ভিতরে উত্তর চাহিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে জেলার ঐরূপ দুস্থকর্ম্মীদের তালিকা করিতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিবার বিষয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে।




# General Notice To Consumers.

NOTICE is hereby given for general information that it will not be possible to supply extra Electric Energy for illumination on the "DURGA PUJA" and the "DIWALI" festivals. The consumers are therefore requested not to use lamps beyond their capacity of 100 watts per meter as sanctioned by the Government.

It may be mentioned that we shall be in a position to supply Electric energy for the Puja pandels not exceeding 500 watts for each pandel. The applications for lights in the Puja Pandels must reach this office at least 15 days prior to the date of requirement.

It may please be noted that we shall not in any way be responsible for interruption, diminution or break-down of supply if the consumers do not co-operate with us or if they act in violation of the above instructions.

Your co-operation is earnestly solicited.

*Resident Engineer*
**THE PURULIA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION LTD.**
**15-9-1950**

## চাকুরীর সুযোগ

**ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট**
পুরুলিয়া (মটরষ্ট্যাণ্ড)

জুলাই সেসানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভর্ত্তি চলিতেছে।

১। শর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী (পোষ্ট আফিস ও রেলওয়ে ষ্টাণ্ডার্ড) বুককিপিং ইত্যাদি। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ভর্ত্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ হইতে প্রায় শত-করা ৯৫ জন ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েতে চাকুরী পাইতেছে। ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল

## দি পুরুলিয়া নার্সারী, ভাটবাঁধ

**পুরুলিয়া মানভূম।**

প্রোঃ অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স (রেজিষ্টার্ড)
উৎকৃষ্ট সব্জী বীজ ও কলম গাছের মূল্য তালিকা।
যথাক্রমে বাঁধাকপি—জলদী, মাধ্যমিক ও নাবী তোঃ ১৲, ১।০ ও ১৲ ফুলকপি—জলদী, মাধ্যমিক, নাবী ও রাক্ষুসে তোঃ ৮০, ১৲, ১।০, ৫৲। মূলা—১ ফুট, ১॥০ ফুট ও ২ ফুট তোঃ ৵০, ৶০, ।০ সের ৫৲, ৭৲ ও ১০৲।
যে কোন বীজ ২ তোলার দামে ২॥০ তোলা পাইবেন।

পুরুলিয়া সহরে
ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

"শ্রীদুর্গা মার্কা"

ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত 'আগ মার্কা'

[ "আর্জ্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]

আমরা গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আড়াই সের, পাঁচ সের ও সতের সের টিনে পুরুলিয়াবাসী নাগরিকবৃন্দের সেবার জন্য আমাদের মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ডিপো খুলিয়াছি। আমাদের অনুরোধ যে, উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।

প্রাপ্তিস্থান: জয়নারায়ণদাস হরিদাস, রামজীদাস ভীমরাজ, রণছোড়দাস প্রহ্লাদ রায়, ভোলানাথ হালদার, ভগবানদাস গোলাপ রায়, কালা ট্রেডিং কোং, মদনগোপাল ভিকমচাঁদ, ঠাকুরদাস বদরীনারায়ণ, পুরুলিয়া। নিবেদক: শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ।

ডিপো: নামোপাড়া—পুরুলিয়া।


## NOTICE

Tenders are hereby invited for the supply of Stationery articles for Sadar Local Board Office as per list prepared in this office.

Intending tenderers are to quote their own rates and tenders are to be submitted in sealed covers superscribed "Vice-Chairman, Sadar Local Board."

Tenderer must supply the samples of articles with his tender and keep them in deposit in this office for verification with the articles that will be supplied later on if his tender is accepted. If there is any discrepencies with the samples the orders will be cancelled and the same placed with the next tenderers.

Tenders will be received in the Sadar Local Board office uptill 28th. September, 1950 during office hours before 4 P. M.

The undersigned is not bound to accept the lowest or any tender. All other information will be obtained on calling at the office during office hours of the undersigned. The list may be obtained in office during office hours.

S. N. OJHA.

16-9-50 Vice-Chairman, Sadar Local Board.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই আশ্বিন ১৩৫৭, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

## কার জয়ন্তী ?

যাঁর মহাপুণ্য-নাম আনিতেছে জয়ন্তীর-বাণী,
ব্যর্থ আজি পূজিবে কে? নিত্য যারে ফিরায়েছ হানি'
জীবনের দ্বারে—
আজি তাঁর পূজা সে কি মান দিতে নয় আপনারে?

* * *

যে মহাত্মা মহাতপে তোমাদের দিয়েছে আসন
মনে রেখো—কা'রা হ'লে সে গুরুর মহিমা-নাশন;
—সে মহান ভার
কাহার আপন হাতে লাঞ্ছিত করেছ বারম্বার।

ব্যথিতের মুক্তি লাগি' যাত্রা করি মহা দুঃখরাতে
মৃত্যুদিনে পথমাঝে দিয়ে গেল তোমাদের হাতে
—উত্তরাধিকার
মানব-সেবার দায়—মহাপণ; কি করেছ তার?

* * *

তাঁরি নর-নারায়ণে নিত্য দিলে তারি প্রতিদান—
দুঃখ, জ্বালা, ক্ষুধা, মৃত্যু, প্রবঞ্চনা, ক্লেদ, অপমান!
আজি তাঁর স্মরণের দিনে—
দেবতারে বঞ্চিবে, কি, আজি তাঁরে সত্যে লবে চিনে?

# General Notice To Consumers.

NOTICE is hereby given for general information that it will not be possible to supply extra Electric Energy for illumination on the "DURGA PUJA" and the "DIWALI" festivals. The consumers are therefore requested not to use lamps beyond their capacity of 100 watts per meter as sanctioned by the Government.

It may be mentioned that we shall be in a position to supply Electric energy for the Puja pandels not exceeding 500 watts for each pandel. The applications for lights in the Puja Pandels must reach this office at least 15 days prior to the date of requirement.

It may please be noted that we shall not in any way be responsible for interruption, diminution or break-down of supply if the consumers do not co-operate with us or if they act in violation of the above instructions.

Your co-operation is earnestly solicited.

*Resident Engineer*
**THE PURULIA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION LTD.**
**15-9-1950**

পুরুলিয়া সহরে
ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল
"শ্রীদুর্গা মার্কা"
ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত "আগ মার্কা"
[ "আর্জ্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]
নিবেদক : শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ।
ডিপো : নামোপাড়া—পুরুলিয়া।



# "মুক্তি"

৮ই আশ্বিন সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

## নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব

নিজেদের দৈন্যভরা জীবন যাত্রার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে যখন আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে নিয়ন্ত্রণের মহিমা উপলব্ধি করিতেছি—তখন নাসিক কংগ্রেস মহা অধিবেশনে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদ আমাদের নিকট পৌছাইতেছে। জাতির জীবন যাত্রাকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা জাতির নিকট একটি মহৎ দায়িত্বের বিষয়। যে কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি ভারতীয় শাসন জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে—সেই কংগ্রেসের পক্ষে এ বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে অপরিহার্য্যরূপে অত্যাবশ্যকীয় সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এবং বিষয়টির নিজস্ব গুরুত্ব ও কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এই উভয় দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাব জনগণের বিশেষ চিন্তা ও আগ্রহের বিষয় হইবে—তাহাও নিঃসন্দেহ।

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়—নিয়ন্ত্রণ—তাহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি মনোভাবের দৃষ্টিতে আজ দেশের পরিচালকদের দ্বারা গৃহীত হইতেছে এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জনগণের মনেই বা কেন আজ ভ্রান্ত ধারণা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে—তাহাও আজ বিশেষরূপে বিচার্য্য।

খাদ্য বা জাতীয় জীবনের অন্যান্য অপরিহার্য্য দিকগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য এই যে, জীবন যাত্রায় যে লেনদেনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, পরস্পরের দ্বারা পারস্পরিক চাহিদা মেটানো প্রভৃতির যে কাজ রহিয়াছে তাহা অধিকতর যোগ্যতা, ব্যবস্থা, মিতব্যয়িতা ও সার্ব্বজনীন নিরাপত্তার সহিত পরিচালনা করিবার জন্য সুপরিকল্পনার সহিত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থাধারার হাত হইতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত শক্তির অধীন করা। এই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা-ধারা স্বাচ্ছন্দ্য, মর্য্যাদা, আশ্বাস ও জনগণের সহিত পারস্পরিক সমর্থন ও সহায়তার ভিত্তিতে সুখকর ও সমৃদ্ধিকর-রূপে গড়িতে থাকিবে—ইহাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার লক্ষ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রগত বিধি বিধানের দ্বারা রাষ্ট্র জনগণের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে লোপ করিবার অধিকার অর্জ্জন করিবে—সেই অধিকারের সঙ্গে জনগণকে অধিকতর সুব্যবস্থার ভিতর দিয়া অধিকতর সুবিধা, সুখ ও ভরসা প্রদান করিবার মহান দায়িত্বও গ্রহণ করিবে। নিয়ন্ত্রণ এইরূপ হইলে ভয় পাইবার কিছু নাই—তাহা নিয়তই কাম্য।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা আজ কি দাঁড়াইয়াছে? আমরা সর্ব্বত্র আমাদের জীবন ক্ষেত্রে দেখিতেছি, আমাদের নিজ ব্যবস্থা ক্ষেত্রের ক্ষমতাকে রুদ্ধ করিয়া নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে অধিকার গ্রহণ করিতেছে কিন্তু যথাযোগ্য কর্ম্ম ও সুখ সুবিধাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যের দায় গ্রহণ করিতেছে না; বহুজনের হাত হইতে বহুজনের স্বাধীন ব্যবস্থা ধারার স্বাধীনতাকে কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্র-নিয়মের নামে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ-সাধন ও জন-শোষণ কার্য্যের যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতেছে; এবং নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার দায়িত্ব হাতে করিয়া অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততার দ্বারা অবস্থাকে আরো বিশৃঙ্খল, অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের এ হেন অবাঞ্ছিত রূপও আমাদের জেলায় আমরা দেখিয়াছি যে, এই নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রকে হাতে পাইয়া প্রদেশের মুষ্টিমেয় শাসকেরা লক্ষ লক্ষ লোক-সম্পন্ন এক জেলাকে ক্রমান্বিত শোষণ দ্বারা নিজেদের বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহের জন্য সেই জেলার শস্য ভাণ্ডারকে শূন্য করিয়া জেলাকে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করাইয়াছে! এই ভয়াবহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমাদের জীবনে কি উৎসাহ কি ভরসা আজ জাগ্রত করিতে পারে—তাহা অনুমেয়। তাই আজ জনগণের নিকট আন্তরিক প্রশ্ন এই যে, যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ জীবনের ভাগ্যবিধাতা তাঁহারা নিয়ন্ত্রণের অধিকার-স্থাপন-রূপ মহিমা অর্জ্জনের সহিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে যে মহান কর্ত্তব্যের দায় জড়িত রহিয়াছে তাহারও আলোকে আজ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা-রূপ তাঁহারা নির্দ্ধারিত করিবেন কি না। নতুবা অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা জাতির ভাগ্যকে বিপদসংকুল ও জাতিকে তিক্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে।

নিয়ন্ত্রণ বিধান যেমন ব্যবস্থিতভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্বের কথা উঠে, তেমনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথার্থভাবে

করিতে গেলে নিয়ন্ত্রণ যোগ্য সর্ব্বপ্রকার অবস্থাগুলিকে বিচার করিয়া সম্পূর্ণ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের আয়ত্বে আনাও দরকার। নতুবা অসম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ উহার উদ্দেশ্যকে বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ করিয়া থাকে—আমরা দেখিতেছি। একধারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলে, অন্য ধারে সেই বিষয়গুলিরই আংশিক অবস্থা অনিয়ন্ত্রিত থাকিয়া নিয়ন্ত্রণকে অকার্য্যকরী করে। সেজন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয় গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সমগ্র অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ও তদুপযুক্ত ব্যবস্থা বিধানের দৃষ্টি ও যোগ্যতা চাই। তাহা না হইয়া বহু ক্ষেত্রে আজ নিয়ন্ত্রণের নামে অসম্পূর্ণ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন ব্যবস্থা সমূহের প্রবর্ত্তন হইয়া উহা জনগণের বহুবিধ কষ্টের কারণরূপে দেখা দেয়—ইহার প্রমাণ আজ দেশব্যাপী রহিয়াছে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণকে এ বিষয়েও আজ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

আজ নিয়ন্ত্রণ বিনিয়ন্ত্রণ উভয়ই জাতির কাছে উভয়-সংকট স্বরূপ। দেশের বিনিয়ন্ত্রিত জীবনে অবাধ স্বাধীনতার সৌভাগ্যে ভাগ্যবানদের একচেটিয়া বিজ্ঞান-ব্যবস্থায় যখন চোরাই-পন্থা ও অতি-লাভের মন্ত্রগুপ্তি জাতিকে অভিশপ্ত করিতে থাকে—তখন জাতি কোনো ব্যবস্থার সহায়তা চায়। ইহা প্রতিহত করিবার অন্যতম লক্ষ্য লইয়া নিয়ন্ত্রণ যখন আসিয়া নিজ সহায়তা-পুণ্যে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থাগুলিকেই সমৃদ্ধ করিয়া, আকণ্ঠ ব্যভিচারে দেশের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তোলে তখন আবার জনগণ ব্যাকুল হইয়া নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি চায়। নিয়ন্ত্রণ বিনিয়ন্ত্রণ লইয়া জনগণের মধ্যে তাই আজ এই দ্বিধা ও বিভ্রান্ত। অপরদিকে আবার বানিজ্য-জীবনের পুরোধাগণেরও মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। একদল যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, আর অপর একদল যাঁহারা বিনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে সুবিধার আসন প্রতিষ্ঠার সন্ধানে রহিয়াছেন—এই উভয় দল নিজ নিজ অবস্থার দৃষ্টি লইয়া নিয়ন্ত্রণ বিনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। আর থাকিয়া থাকিয়া তাহার ফলাফল জাতির জীবনে জাতির মতামত রূপে গণ্য হইতেছে। বৃহত্তর দেশের জীবনে আজ এই অবস্থা।

আর নিজেদের ছোট ছোট জীবন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল তথা চেতনা-সম্পন্ন জনগণ নিজেদের মধ্যে যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষমতা রাখিয়াও—নিয়ন্ত্রণের রাজত্বে নিয়ন্ত্রণের নামে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে অনুষ্ঠিত সরকারী অব্যবস্থা ও অনুপযুক্ততার ব্যাপার নিরতিশয় ক্ষোভ দুঃখ ও অসম্মান বোধের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিগৃহীত লাঞ্ছিত জীবন লইয়া কাল কাটতেছেন। আমাদের এই নিয়ন্ত্রিত জীবনের অবস্থায় আজ দেশের কাছে এই নিয়ন্ত্রণের কিছু মূল্য আছে কি?

কিন্তু আজ যাঁহারা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করিবেনই তাঁহারা আমাদের কথা শুনিতে হয়ত চাহিবেন না; না শুনিলেও যাঁহারা আজ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার সৌভাগ্যময় জীবনে রহিয়াছেন—তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে—ইংরাজ রাজত্বেরও অবসান ঘটিয়াছে।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের মুক্তি পত্রিকার কর্ম্মীর প্রতি সংঘটিত এক ব্যাপারের কথা বলিতে হইতেছে। মুক্তির 'স্থানীয় সংবাদ' বিভাগে মুক্তির জনৈক কর্ম্মীর সহিত পুরুলিয়া পার্শ্বেল অফিসের জনৈক ক্লার্কের দুর্ব্যবহারের একটি ঘটনাও প্রকাশিত হইতেছে। এই ব্যাপারটি নিতান্তই অবাঞ্ছিত ও অসম্মানজনক এবং জনসাধারণের কাজের স্থান এভাবে পক্ষপাত পূর্ণ ও অসুবিধাজনক হইবে তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার প্রতীকার হওয়া প্রয়োজন। এই ঘটনা হইতে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, ভাগ্যবানেরা এই সকল জনসাধারণের সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি ও তাহাদের কর্ম্মচারীগুলিকে কিভাবে নিজেদের ভাগ্যলব্ধ জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং দেশের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জীবন যাত্রায় সর্বসাধারণের 'একজন'দের পক্ষে এইগুলি কিভাবে লাঞ্ছনার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতীকার প্রয়োজন কিন্তু প্রতীকারের জন্য কাহাকে বলা যায় তাহাই ভাবিতেছি। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বলিয়া কোনো লাভ হইবে কিনা অথবা অরণ্যে বিগত বহু রোদনের মত ইহাও তাহাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে কিনা তাহার দ্বিধা লইয়াই এই বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইতেছি। প্রয়াস সফল হইবে কিনা জানি না—না হইলেও প্রতিবাদ জানাইতে হইবে।

---



### পুরুলিয়ায় চ্যারিটী ফুটবল খেলা—

গত শনি ও রবিবার পুরুলিয়ায় দুইটী চ্যারিটী ফুটবল খেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন কলিকাতা একাদশ নামে একটী অতি নিম্নস্তরের দলের সহিত মানভূম একাদশ (?) দলের খেলা হয়। এই দিন আগত দলের ভিতর কয়েকটী প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়ের নাম বিজ্ঞাপিত হইলেও একজন ব্যতীত অপর কেহই আসেন নাই। খেলাও অতি তৃতীয় শ্রেণীর হইয়াছিল। কিন্তু ইহাই সমস্ত ব্যাপার নয়। খেলাটিতে মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের নাম লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানিতে পারিলাম যে, উক্ত এসোসিয়েশনের কার্যকর্ত্তাদের প্রায় কেহই এই খেলার বিষয় কিছুই জানেন না। এই অবস্থায় কাহার দায়িত্বে এই খেলা হইল? তাহার পর কোন সদভিপ্রায়ে এই চ্যারিটী খেলা হইল? কোন্ প্রতিষ্ঠান এই অর্থাগমে সাহায্য পাইবে এবং ইহার হিসাব নিকাশ দিবেই বা কে? জনসাধারণ এ বিষয়ে কোন তদন্ত করিবেন কি? এবং মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশন এ বিষয়ে কোন বিবৃতি না দিলে তাঁহাদের সুনামের প্রতি যে সমালোচনার আরোপ ঘটিতেছে—তাহা বিদূরিত হইবে না।

---

# খাদ্যসংকটে সরকারী দায়িত্বের হিসাব

## নিতান্ত অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতেছে

### জেলাব্যাপী খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, কর্ম্মহীনতা ও অর্থাভাবের সংকট আজও উপলব্ধ হয় নাই

### যে ব্যবস্থায় খাদ্যসরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, ঋণ ও শ্রমদানের দায়িত্ব ছিল তাহাও পালিত হয় নাই

### আশা ও নির্ভরতার বিনিময়ে নিছক অব্যবস্থায় জেলাবাসী আজ ক্ষুব্ধ

### যোগ্যকাজের ধারণারই অভাব, না, চরম উদাসীনতা তাহাই বিচার্য্য

**জেলার জীবনে এই খাদ্যসংকটে সরকারী ব্যবস্থা বিষয়ে নিত্য নব নব অভিজ্ঞতা লাভ**

### অনাহারে আরো দুই জনের মৃত্যু

**খাদ্য ও জীবনযাত্রা বিষয়ে জেলার বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা নিতান্তই দুযোগপূর্ণ। অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনো কারণ ঘটে নাই; আগামী ধান না ওঠা পর্য্যন্ত প্রতিদিন খারাপতর হইবে ইহা স্বাভাবিক। বান্দোয়ান পটমদা ও অন্যান্য অধিকতর দুর্গত অঞ্চলগুলিতে ভয়াবহ অবস্থা চলিতেছে। চাষের যে অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে - সেই অঞ্চলে ছয়দিন পূর্ব্বে পুনরায় তদন্তে জানা গিয়াছে—অনাহারে আরো দুই জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে; ঐ গ্রামগুলির বহু লোক অনাহারে প্রায় মৃত্যুমুখে দিন কাটাইতেছে—লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা ঐ গ্রামগুলিতে তদন্তে গেলে ক্ষুধায় কাতর গ্রামবাসীগণ ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে থাকে। অবিলম্বে সহায়তা না গেলে বহু জনের মৃত্যু ঘটিতে পারে।**

পুরুলিয়া সহরের খাদ্য সরবরাহের অবস্থাও কয়েকদিন পূর্ব্বে চরম বিশৃঙ্খলায় উপনীত হয়। বর্ত্তমানে অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছে। লোক সেবক সঙ্ঘ দ্বারা অবস্থার সম্যক বিচার করিয়া এই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, দায়িত্বহীন ও ব্যবস্থাবিহীন সরকারী হস্তক্ষেপ ও কার্য্য পরিচালনাই ইহার জন্য নিশ্চিতরূপে দায়ী এবং

সহর ও গ্রামের খাদ্য ব্যবস্থা যে ভাবে চালান হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণরূপে আইন, শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা বর্জ্জিত। জেলাব্যাপী স্তূপীকৃত প্রমাণ এই কথার যাথার্থ্যের পরিচয় দিবার জন্য রহিয়াছে। জেলার কর্তৃপক্ষ ও অ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্স জেলা ব্যাপী বড় বড় ও ব্যাপক চোরাই কারবার দমনে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততার পরিচয় প্রদান করিতেছে; অপর পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারহীন হস্তক্ষেপে অবস্থাকে বিপ্লকর করিতেছে। ঋণ প্রদান বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সমানে চলিতেছে এবং ঋণদান বিষয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর মত ক্ষিপ্র ব্যবস্থার কিছুই হয় নাই। উপরন্তু অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, সরকারী বড় বড় অফিসাররা প্রার্থী লোকদিগকে নানাপ্রকার ধমক দিতেছেন ও বলিতেছেন যে তাহারা কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ঝামেলা করিতেছে। জাতির পরিবর্ত্তিত জীবনের উপযুক্ত দৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম্মচারী ব্যতীত দেশের যথার্থ কর্ম্মপরিচালনার কি অসুবিধা লোকে উপলব্ধি করিতেছে। বিহার আইন সভার সদস্য ও লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় আইন সভায় জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও অনাহারে মৃত্যু হওয়ার দুর্ঘটনা বর্ণনা করিয়া এবং মানভূম বিষয়ে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

**পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—"খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিবিধ আইন দ্বারা জনগণের হাত পা বাঁধিয়া তাহাদিগকে শোষণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র রক্ষা বা উপলব্ধি করা হইতেছে না। এই উদ্ভট ব্যবস্থা ধারার পরিবর্ত্তন না করিলে লোকের কষ্ট দূর হইতে পারে না।"**

## চন্দনকিয়ারী অঞ্চল ঃ ভয়াবহ অবস্থা

লোক সেবক সঙ্ঘের অন্যতম সচিব শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য গত ৫।৯।৫০ তারিখ হইতে ১২।৯।৫০ তারিখ প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ চন্দনকিয়ারী থানার উত্তরাংশে খাদ্য পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণী দিয়াছেন।

এই থানার উত্তরাংশে খাদ্যাভাব অত্যন্ত বেশী। আসনবনী, উদলবনী, মধুনিয়া, মুদিডি, সাবড়া, চান্দড়া রামডি, বরাজোর, বারকামা, সুতরিখেড়া, লুটুটাঁড়, চৈম্বুডি, করকটা, জারাহারা, বিনোর, শিয়ালজুড়ি, আসানসোল, যোগীডি প্রভৃতি গোয়াই নদীর ও ইজারি নদীর মধ্যবর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভোজুডির কাছাকাছি মানড়া, লছনপুর, রাঙ্গামাটি, গুড়রি, শিমুলিয়া, লাগলা, ফতুডি মানপুর দেবগ্রাম, উপবাধা তালগড়িয়া তেঁতুলিয়া কুড়ারা প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। চন্দনকিয়ারী বাজারে বহুলোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। চন্দনকিয়ারী একটু মফঃস্বল। ভোজুডি ও পুরুলিয়া দুইদিক হইতেই আসিতে হইলে নদী পার হইতে হয়। এই যোগাযোগের অসুবিধায় বাহির হইতে কোনও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা মুস্কিল হইয়াছে। মূল্য দিয়াও চাউল পাওয়া যাইতেছে না বা যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার দর অত্যন্ত চড়া—টাকায় পাঁচ পুয়া। লোকের কিনিবার প্রায় সামর্থ নাই। গ্রামে যদে যে দুচারজন মহাজন ছিলেন। তাঁহাদের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য; চাষীরা ভাদুরে ফসল কিছুই প্রায় পায় নাই। মজুরেরা কর্ম্মের অভাবে শুকাইয়া মরিতেছে। কাজ দিবার কেহ নাই। তাহার উপর সরকারী কর্ম্মচারীদলের অনাচার; সরকারী ঋণের ভরসা বেশী নাই। মাত্র সাবড়া গ্রামের শ্রীচিনিবাস মাহাথা কিছু মাটির কাজে লাগাইয়াছেন। তাহা হয় তো দশদিনও টিকিবে না। আর সব লোক বেকার বসিয়া আছে।

গ্রামে ঘুরিয়া দুরবস্থার বহু দৃষ্টান্ত চোখে পড়িতেছে। সেদিন দেখিলাম চন্দনকিয়ারী গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধা রাত্রিতে প্রায় অনাহারে থাকিয়া পরদিন সকালে নিজের এলুমিনিয়ামের একখানা ছোট হাঁড়ি ৵০ আনায় বাঁধা দিতে চাহিলে প্রতিবেশী তা'লইতে না চাওয়ায় সে রোদন করিতে লাগিল।

চৈম্বুডি গ্রামের গরুর পালে কেবল কতকগুলি বলদ আছে। গ্রামটি সাঁওতালদের। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে—গাইগুলি তাহারা পেটের দায় প্রায়ই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া জানা-গেল যে খাদ্যাভাবে বহু ছাত্র বিদ্যালয়ে আসিতে পারে নাই।



খাদ্যাভাবে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে—চাষ, চন্দনকিয়ারী, জয়পুর ও হাজারীবাগের জরিডি থানায় সচরাচর ভাদ্র মাসে ঝুমুর লাগিয়া থাকে কিন্তু এ বছর আর কোথাও মাদলের বাদ্য শোনা যাইতেছে না। গ্রামে শতকরা ৯০ জনের মুখে হাসি নাই।

### চন্দনকিয়ারীতে বৈঠক

গত সোমবার রাত্রিতে—চন্দনকিয়ারী বাজারের সাধারণের দুর্গামেলায় গ্রামবাসীগণের এক ঘরোয়া বৈঠকে খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীপতিনাথ সেন, শ্রীরমন ওঝা, শ্রীগৌরাঙ্গ ভকত, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীরামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সকলেই সমবেত হন। বৈঠকে পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা হয়—

(ক) পরিস্থিতি সরকারের গোচরীভূত করা।

(খ) ব্যক্তিগতভাবে ও সমবায় দ্বারা খাদ্য বাহির হইতে আনয়ন করা।

(খ) দামোদর পার হইয়া যাহাতে খাদ্য শস্য না যায় তার ব্যবস্থা করা; এ বিষয়ে পুলিসের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

(ঘ) সরকারী কর্জ্জ পাইবার জন্য চেষ্টা করা।

(ঙ) স্থানীয় কোন ব্যক্তির অতিরিক্ত খাদ্য শস্য থাকিলে তাহা পাওয়ার জন্য আবেদন করা।

অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।"কর্তৃপক্ষ সত্বর ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণ অনাহারে মারা যাইবে।

---

### আড়ষা থানার পুয়াড়া শির্কাবাদ অঞ্চল

আড়ষা থানা পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী শ্রীকামাখ্যা নাথ চৌধুরী জানাইতেছেন যে—আড়ষা থানার পুয়াড়া ও শির্কাবাদ অঞ্চলে বিশেষভাবে খাদ্য শস্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ২ সপ্তাহ পূর্ব্বে ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা মণ দরে কিছু কিছু চাউল দোকানগুলিতে মিলিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরেও হাটে বা দোকানগুলিতে কোথাও চাউল পাওয়া যাইতেছে না। কাণ্টাডি হাটে প্রতি হাটে ১০০।১৫০ মণ চাউল আমদানী হইত কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত হাটে—তাহাও কোনো কোনো হাটবারে নয়—মাত্র ২০।২৫ মণ চাউল আমদানী হইতেছে। বর্ত্তমানে কোথাও কোন কাজ কর্ম্ম না পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহ একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ সামান্য মাটিকাটার কাজ কদাচিৎ পাইয়া অর্দ্ধাসনে একাসনে দিন কাটাইতেছে। পুয়াড়া অঞ্চল হইতে ১২ মাইল রাস্তা বরাহবাজারের হাট পর্য্যন্ত জনার ক্রয় করিবার আশায় গত হাটে প্রায় ১০০।১৫০ লোক গিয়াছিল কিন্তু সেখানেও জনার না পাইয়া সেখান হইতে সকলে হাহুতাস করিয়া ফিরিয়াছে।

মাননীয় ডি, এস, ও সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিবার জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট যাওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিলেন থানায় চাউল বা অন্য কোন প্রকার খাদ্য শস্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা এখানে নাই—আপনি উপরে দেখিতে পারেন। ডি,এস, ও সাহেবের কাছ পর্য্যন্ত যাইতে আর ইচ্ছা হইল না কারণ পূর্বে ২।১টী কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট যাইয়া বিন্দুমাত্র প্রতিকার পাওয়া যায় নাই। সরকারী রিলি বণ্টনের অপর ব্যবস্থাতেও জনগণ কষ্ট পাইতেছে। পুয়াড়া অঞ্চলের ৩২ মৌজার মধ্যে মাত্র ঝুঝকা গ্রামে ১টি চিনির ডিলার ১২ দিনে মাত্র ১॥০ মণ চিনি আনে তাহাতে মৌজাগুলিতে ভাগ করিলে প্রতি হাজার জন সংখ্যায় ⁄৩ সের চিনি ভাগে পড়ে। তবে ভাগের দরকার হয় না কারণ মাত্র ঝুঝকা গ্রামটী ও পাশাপাশি ২।১টী গ্রামে চিনি সরবরাহ হয়। এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া ন্যায্য দাবী করিয়া ফল হয় নাই। খাদ্যাবস্থার সংকটের জন্য সত্বর সরকারী সহায়তা প্রয়োজন।

---

**কৃষি ঋণের ফরম:** সরকারী অফিসে সব সময় ফরম না পাইয়া লোকে অসুবিধায় পড়িতেছে। লোক সেবক সঙ্ঘ হইতে ছাপাইয়া মুক্তি প্রেসে রাখা হইয়াছে। গ্রাম প্রতি বা কোনো দলকে একটি দেওয়া হইবে। দেখিয়া নকল করিয়া দরখাস্ত দিবেন।

## খাদ্য শস্যের বাজার-সংকট বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের বিবৃতি ও আবেদন

পুরুলিয়া বাজারে সহসা চাউলের অসম্ভব অনটনের পরিস্থিতি বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়া এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের আবেদন জানাইয়াছেন। বিবৃতি এই :—

জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া জেলা হইতে সরকার আপ্রাণ চেষ্টায় খাদ্য শস্য বাহিরে চালান দিতেছেন অথচ জেলাবাসীকে খাদ্য সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা সরকার করেন নাই। ছোট ছোট চাল বিক্রেতারা কোনোক্রমে এধার ওধার হইতে চাউল আমদানী করিয়া জনগণের চাহিদার কতকাংশ মেটাইতেছিলেন। কিন্তু দিন ছয় সাত পূর্ব্বে পুরুলিয়া বাজারের একটি ছোট দোকানদারকে ৩০ মণ চাউল রাখার অপরাধে অ্যান্টি স্মাগলিং ফোর্স কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছিত করা হয়। বিনা পারমিটে বিক্রয়ের জন্য ২৫ মণ চাউল মজুত করিবার এবং প্রত্যহ ৩ মণ চাউল বিক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া আছে। এবং ইহার সহিত নিজ চাষের উপার্জ্জিত ধান চাউল রাখিবারও অধিকার আছে। উক্ত দোকানদারকে ধরায় দোকানদারদের মনে আতঙ্ক হয় ও পুরুলিয়া বাজারে চাউল আর পাওয়া যায় না। সহরের ও সহর-উপকণ্ঠের শত শত লোক কয়েকদিন ধরিয়া চাউল না পাইয়া নিরতিশয় সংকটে পড়ে। কিন্তু সরকার হইতে কোনো ব্যবস্থা করা হয় না অথচ যে সময়ে লোক চাউল না পাইয়া ব্যাকুল হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে তাহাদের চাউল না দিয়া জেলা হইতে ট্রাক বোঝাই করিয়া চাউল চালান দেওয়া হইতেছিল। জেলাকে বঞ্চিত করিয়া ইহাও আইনের সহায়তায় চোরাকারবারের নামান্তর; এবং সমগ্রভাবে জেলাতে নিত্যই এই সরকারী ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সহরে চাউল বিষয়ে এই বিম্ন সংঘটিত হওয়ায় লোকসেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সহরের কতিপয় ছোট ছোট চাউল ব্যবসায়ীকে একত্রিত করা হয় ও অবস্থার আলোচনা করা হয়। ব্যবসায়ীরা বলেন—আইন সঙ্গতভাবে চাউল আনিলেও—কয়েকজন ব্যবসায়ীকে একত্রে ট্রাকে মাল আনিতে হইতেছে এবং তাহাতে সরকারী হস্তক্ষেপ ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে এবং বেশী চাউল সংগ্রহের কাজ সরকারী এজেন্টদের জন্য একচেটিয়া করা হইতেছে ও অপরকে বেশী চাউল সংগ্রহে আইন দ্বারা নিরস্ত করা হইতেছে। এই অবস্থা বিচার করিয়া স্থির হয় যে, বহু ছোট ছোট বিক্রেতা দলভুক্ত করিয়া আইনসঙ্গতভাবে বিক্রয় ব্যবস্থা হইবে ও সমবেতভাবে চাউল লোকসেবক সঙ্ঘের দায়িত্বে ট্রাকে আনা হইবে ও গ্রাম হইতে প্রয়োজন মত চাউল সঙ্ঘের কর্ম্মীদের দায়িত্বেই সংগৃহীত হইবে। সংকটের প্রয়োজনে ইহা করা হইবে—এবং এই ন্যায়সঙ্গত কার্য্যেও সরকারী অন্যায়-হস্তক্ষেপ হইলে তাহার সম্মুখীন হওয়া যাইবে। এই মত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার উদ্যোগে হইতে থাকে।

পরদিন সকালে পুনরায় শত শত লোক খাদ্যের জন্য সহরে জমা হইলে এস, ডি, ও, ও অন্যান্য অফিসার সহরের বাজারে আসিয়া ব্যবসায়ীদের ডাকিয়া বলেন—আপনারা চাউল আমদানী করুন—সরকারী হস্তক্ষেপ হইবে না—২৫ মন পর্য্যন্ত চাউল রোজ বিক্রয় করা যাইবে এবং আপনারা সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ইহাতে ব্যবসায়ীরা কাজের চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং চাউল আমদানী করিতেছেন। তবে তাঁহাদের পক্ষ হইতে আশঙ্কা করা হইতেছে যে, গ্রামাঞ্চলে চাউল সংগ্রহের কাজে ক্ষতি করার জন্য সরকারী বিভাগ নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা সরকারী চাউল চালানের অনুকূলে করা হইবে। যাহাই হউক, বিক্রেতাগণ দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া জনগণের সংকটে চাউল সরবরাহ করুন। এ সব বিষয়ে সরকারী অনাচার হইলে শক্তির সহিত প্রতিহত করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে কেহ চাউল আনিলে যে কেহ ধরিবার নামে ঘুষ লইতেছে, এসবকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করিতে হইবে। জেলার সব থানায় চাউল ব্যবসায়ীরা মিথ্যা ভয় ত্যাগ করিয়া চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া জেলার কর্ত্তব্য পালন করুন। থানা অঞ্চলেও অনেক জায়গায় পুরুলিয়ার এই ঘটনার জন্য ভয়ে চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়া লোকের বিপদ হইয়াছে। মিথ্যা ভয় ত্যাগ করিয়া সকলে নির্ভিকতার সঙ্গে কাজে অগ্রসর হউন—ইহাই অনুরোধ।

---



## পুরুলিয়া প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

পুরুলিয়ায় অপর একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। উক্ত অভাব দূর করিবার জন্য ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্ এম্, ই বিদ্যালয় গৃহের একটী কক্ষে অষ্টম্ শ্রেণী খোলা হয় এবং উহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হয়। স্থানীয় ডেপুটি ইনস্পেক্টার অফ্ স্কুলস্‌কে এই বিষয়ে জানান হয় এবং তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী খোলা মৌখিক অনুমোদন করেন।

ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে জিলা স্কুলে সর্ব্বশ্রেণীতে অকস্মাৎ বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রচলিত করায় ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ দেখা যায়। বিহার শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট বহুজন স্বাক্ষরিত একটী আবেদন পত্র প্রেরিত হয় এবং উক্ত স্কুলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রচলিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু কোন ফল হয় না। এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ জিলা স্কুলের প্রায় সমস্ত বাংলা ভাষী ছাত্র উক্ত স্কুল ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিত্যাগ করে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ একমত হইয়া উক্ত ছাত্রগণকে মিউনিসিপ্যাল এম্, ই স্কুলে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করেন। ফলে উক্ত ছাত্রদের জন্য নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীও খোলা হয় এবং নূতন শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়। ঐ মাসের মার্চ্চ মাসে মানভূমের 'স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টার' জিলা স্কুলের ছাত্রগণকে উক্ত স্কুলে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মিউনিসিপ্যাল এম্, ই স্কুল রাজনীতির আলোচনা স্থল হইয়াছে এই অপবাদে তাহার মঞ্জুরী বাতিল করেন। এই বিষয় আলোচনার জন্য পুনরায় স্থানীয় নাগরিকগণের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হন এবং স্থির হয় যে ডেপুটী ইন্সপেক্টার অফ স্কুলের এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত স্কুলটিকে ম্যানেজিং কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইবে এবং যাহাতে সত্যক স্কুলটী একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যদি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়া যায় তাহা হইলেও উক্ত স্কুলে ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা কলিকাতা বিশ্বালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যান্ পরীক্ষায় প্রাইভেট্ ছাত্ররূপে পরীক্ষা দিতে পারে। ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদের মাসিক মিটিংএ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে তাঁহাদের পরিচালিত এম্, ই স্কুল গৃহ ও আসবাব পত্র বার্ষিক একশত টাকা খাজনায় উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল দ্বারা ৩০ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অনুকূলে এক দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের শিক্ষা মন্ত্রী সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে নির্দ্দেশ দেন যে, যে স্কুলে ৪০টীর অধিক ছাত্র তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাইবার দাবী করিবে তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে এবং তদনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জিলা স্কুল হইতে একাদশ শ্রেণীর যে সমস্ত ছাত্র চলিয়া আসিয়াছিল তাহাদের অনাবশ্যক একটি বৎসর নষ্ট হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা অনেক অভিভাবকের এবং ছাত্রদের মনে উপস্থিত হওয়ায় এবং জিলা স্কুলে পুনরায় শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলা প্রবর্ত্তন করা হইবে এইরূপ আশ্বাস উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রচার করায় ম্যানেজিং কমিটীর সম্মতিক্রমে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণ গত পূজার পূর্ব্বেই জিলা স্কুলে চলিয়া যায়। এবং পূজার পর দশম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রগণও জিলা স্কুলে ফিরিয়া যায়।

ম্যানেজিং কমিটি তৎপরে স্থির করেন যে আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে প্রস্তাবিত স্কুলটী যাহাতে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং যদি অনুমোদন লাভ করে তাহা হইলে জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া স্কুলের

গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইবে। অনুমোদন না পাওয়া গেলে কি কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবনা না হইলেও মোটামুটি এই স্থির হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যান্ পরীক্ষার উপযোগী করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত জী.ত বাহন সেন এবং ডাঃ তারাপদ রায় ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিরূপে ছোটনাগপুর বিভাগের উচ্চ স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের সহিত রাঁচিতে সাক্ষাৎ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা এই স্কুলটির অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ ইনস্পেক্টারের নিকট এক আবেদন পাঠান। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইনস্পেক্টার সাহেব দশটি সর্ত্তে স্কুলটিকে অনুমোদন দিতে স্বীকৃত হন। সর্ত্তগুলি এই থাকে যে, স্থানীয় এস, ডি, ওকে পাঁচ বৎসরের জন্য স্কুল কমিটির সভাপতি করিতে হইবে এবং বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া স্কুল কমিটি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। স্কুলের চতুর্থ হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্কুলের নিজস্ব ভূমি এবং স্কুলগৃহ ও আসবাবাদি থাকা চাই, স্কুলে একটি বিহারী হিন্দি ভাষী গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক রাখিতে হইবে, স্কুলে হিন্দি ভাষার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি। ম্যানেজিং কমিটি এস, ডি, ওকে স্কুলের সভাপতিরূপে এবং বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া স্কুল কমিটি গঠনে আপত্তি জানান। তাঁহাদের আশঙ্কা হয় যে, ঐ সর্ত্ত মানিয়া লইলে স্কুলটির অবস্থা স্থানীয় জগন্নাথ কিশোর কলেজের ন্যায় হইবে। ইনস্পেকটার সাহেব কমিটির চিঠির উত্তরে জানান যে উক্ত দুইটী সর্ত্ত মানিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রি দলিল দ্বারা স্কুলগৃহ ও আসবাবাদি মিউনিসিপ্যালিটিকে ফিরিয়া দিতে হইবে। কমিটি প্রত্যুত্তরে জানান যে দলিল করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে স্কুল গৃহাদি ফিরিয়া দেওয়া অসম্ভব কেননা স্কুলের নিজস্ব ভূমি ও গৃহাদি না থাকিলে অনুমোদন পাওয়া যাইবে না ইহা ইনস্পেক্টার সাহেবের প্রথম চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। তাহা ছাড়া ইহাও জানান হয় যে ভারতীয় শাসন বিধি অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায় বিশেষতঃ হিন্দি ভাষী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া স্কুল কমিটি গঠনের সর্ত্ত আরোপ আইনসঙ্গত নহে। এই সম্পর্কে ইনস্পেকটার ইহাও জানাইয়াছিলেন যে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া যে কমিটি গঠন করা হইবে তাহা তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ অথচ তিনি কোন্ কোন্ শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের কয়টী প্রতিনিধি লইতে হইবে এরূপ কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন নাই।

কমিটি এরূপ অবস্থায় স্কুলের অনুমোদন পাওয়ার আশা ত্যাগ করেন। ডাঃ তারাপদ রায় প্রথম হইতেই কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ইনস্পেক্টার সাহেবের সহিত চিঠিপত্রাদি যে সময় চলিতেছিল সেই সময় অর্থাৎ গত মার্চ্চ মাসে তারাপদ বাবু কমিটির অজ্ঞাতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি লেখেন যে তিনি স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না। চেয়ারম্যান তাহাতে সম্মতি জানান এবং উক্ত শ্রেণী সমূহের ছাত্রদের নিকট আদায়ী টাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা দিতে বলেন। সেক্রেটারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে উক্ত মর্ম্মে আদেশ দেন এবং তদনুসারে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের আদায়ী টাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা হয়। স্কুল কমিটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় না বা তাঁহাদের অনুমোদনও সেক্রেটারী চাহেন নাই। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই ঐ কয়মাস কমিটির নিকট হইতে তাঁহাদের মাসিক বেতন লইয়া থাকেন। গত মে অথবা জুন মাসে বিহার সরকার মিউনিসিপ্যালিটির ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের গৃহীত প্রস্তাব বাতিল করেন। অর্থাৎ যে প্রস্তাব অনুসারে স্কুল গৃহাদি ম্যানেজিং কমিটিকে ৩০ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া স্থির হয় তাহা প্রাদেশিক সরকার নামঞ্জুর করেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান অতঃপর ম্যানেজিং কমিটি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কমিটিকে তাঁহারা আশ্বাস দেন যে তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকিতে কমিটির কর্ত্তৃত্বের কোন ব্যাঘাত করা হইবে না। জুলাই মাসের শেষে নূতন সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন এবং তিনি ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী কমিটির অজ্ঞাতে যে সব কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আবিষ্কার করেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা দেওয়া টাকা ফিরাইয়া আনিবার জন্য হেড্ মাষ্টারকে আদেশ দেওয়া হয়। ইহার পর মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ম্যানেজিং কমিটিকে চিঠির দ্বারা জানান যে তিনি স্কুলগৃহাদি দখল লইয়াছেন। কমিটি গত ২৫শে আগষ্ট তারিখের মিটিং এ চেয়ারম্যানের উক্ত অসত্য উক্তির প্রতিবাদ জানান এবং তাঁহাকে ঐ মর্ম্মে চিঠি লেখা হয়। ২৮শে আগষ্ট তারিখে মিউনিসিপ্যাল এম, ই স্কুলের যে সমস্ত শিক্ষক বর্ত্তমান স্কুলে কমিটির অধীনে কাজ করিতেছিলেন তাঁহারা কমিটির আদেশ মানিয়া চলিতে অক্ষমতা জানান এবং মিউনিসিপ্যালিটির আদেশ অতঃপর তাঁহার মানিয়া চলিবেন এই মর্ম্মে কমিটিকে লেখেন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত শিক্ষকগণ আগষ্ট মাসের দরুণ তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন সেক্রেটারীর আদেশ অমান্য করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে লন। ঐ তারিখে কমিটির মিটিং এ উক্ত শিক্ষকগণের নিকট উপরোক্ত কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় এবং তাঁহাদিগকে সাসপেণ্ড করা হয় ও ৫।৬ই সেপ্টেম্বর স্কুল বন্ধ দেওয়া হয়। ৩।৪ঠা সেপ্টেম্বর স্কুল রবিবার ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বন্ধ ছিল। স্কুলের হেড্ মাষ্টারের নিকট স্কুলের চাবি চাহিলে তিনি তাঁহার ঘরে আছে বলেন এবং কেবল অফিস রুমের চাবিটী দেন। ৫।৬ই তারিখে কমিটির আদেশ অমান্য করিয়া উক্ত শিক্ষকগণ স্কুলে ক্লাস করেন। তাঁহাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ যে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের প্ররোচনায় হইয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। জানা যাইতেছে যে গত জুলাই মাসে স্কুল কমিটি হইতে পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কমিটীর অজ্ঞাতে চেয়ারম্যান সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাক্তন এম, ই স্কুলটীর অনুমোদনের জন্য ডেপুটী ইনস্পেক্টারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয় গৃহ মিউনিসিপ্যালিটির দখল ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া লিখিয়াছিলেন। স্কুলের অষ্টম এবং নবম শ্রেণীতে প্রায় একশত ছাত্র আছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে—তাহার বিষয় কমিটী কর্ত্তৃক পরপর যে সমস্ত কার্য্যধারা গৃহীত হয়, এবং ফলে পরিস্থিতি কোন পর্য্যায়ে উপনীত হয় ও হইতে চলিয়াছে তাহার সমুদয় ঘটনার বিচার করিয়া জনসাধারণ্যে প্রকাশের জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যের বিষয় রহিল।

---

# নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৫৬ তম অধিবেশন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৩শে পর্য্যন্ত, বোম্বাই প্রদেশের নাসিকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৫৬তম অধিবেশনের সকল প্রকার কার্য সমাধা হইয়া গেল। ভারতের প্রায় সকল নেতৃবর্গ ই এই সভায় যোগদানের জন্য নাসিকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন স্পেশাল ট্রেনযোগে গান্ধীনগরে (নাসিক) আসিয়া পৌঁছান। এই দিবসই সভাপতিকে লইয়া একটী শোভাযাত্রা প্রায় ১ ঘঃ ৩৫ মিঃ নানাস্থান পরিভ্রমণ করে। বেলা প্রায় ২টার সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বাসভবন রামবাগে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সাতটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। বৈদেশিক নীতি : ভারত অদ্যাবধি এমন কোন চুক্তি বা কার্য করে নাই যাহাতে বিশ্বের শান্তি ক্ষুন্ন হইতে পারে; বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে শান্তির জন্য চেষ্টা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২। প্রাকৃতিক বিপর্যয় : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে সকল দেশ বিশেষতঃ আসাম, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও মুক্তহস্তে সাহায্যের আশা করেন।

৩। ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশ : এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান কমিটি জয়পুর কংগ্রেসের প্রস্তাব পুনরায় সমর্থন করিতেছে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতস্থ উপনিবেশগুলি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ।

৪। কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কাজ করিবার সময় অনেক গুরুতর ক্রটী ও অসুবিধা দেখা দেয়। সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইবার জন্য এই অবস্থার সংশোধন প্রয়োজন। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রচার করিবেন :

(ক) প্রাথমিক সদস্যপদ পুনঃ প্রবর্ত্তন

(খ) কেন্দ্রীয় ট্রাইবুন্যাল ও ক্রেডেনশিয়াল কমিটি নিয়োগ

(গ) অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান।

(ঘ) আইনসভায় সদস্য মনোনয়ন ও আইনসভা সংক্রান্ত কার্যের জন্য সংস্থা গঠন।

৫। শোক প্রস্তাব : শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, স্বামী সহজানন্দ, শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকদের মৃত্যুতে শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। দিল্লীতে সম্পাদিত নেহেরু লিয়াকত চুক্তি অনুমোদন করা হয়।

৭। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইহাদের সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করা যাইতেছে। নানা-ভাবে সাহায্য দিলেও এখনও অধিকাংশের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় তাহারা বিষম দুর্দ্দশায় কাল কাটাইতেছে। ইহাদের প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দান করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে কোন সুমীমাংসা না হইলে ভারত ও পাকিস্থানের শ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি ট্রাইবুনালের উপর মীমাংসার ভার দেওয়া হইবে।

৮। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত প্রশ্নটী বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অসাম্প্রদায়িকতার পথ অনুসরণ না করিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। মহাত্মা গান্ধী যে পন্থার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইতে পারি না। যদি আমরা এই সাম্প্রদায়িকতা বিষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে না পারি, তাহা হইলে নিজের সঙ্গে অপরের অনিষ্টও টানিয়া আনিব।

৯। পল্লী উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণ করিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যথাসম্ভব সমবায় মূলক ব্যবস্থায় এগুলি পরিচালিত হইবে। খাদি ও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক আরম্ভ হয়। বৈঠকে, ওয়ার্কিং কমিটীতে আলোচিত ও গৃহীত সমস্ত প্রস্তাবগুলি এবং পল্লী উন্নয়ন ও কুটীরশিল্প প্রসার এবং সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাব পুনর্বার আলোচিত, অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর বেলা ২-৪৫ হইতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়।

অধিবেশন আরম্ভের পূর্বে পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল ও নবনির্বাচিত সভাপতি বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনকে মণ্ডপের বাহিরস্থ লোকজন বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানান। তৎপরে তাঁহারা মণ্ডপে প্রবেশ করেন। মণ্ডপের প্রাচীর গাত্রে আচ্ছাদিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের উপর পরলোকগত ও জীবিত নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি এবং নাসিকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুই স্থানের অতীব সৌন্দর্যপূর্ণ রঙ্গীন ছবি টাঙ্গান ছিল। মণ্ডপের এক প্রান্তে পরস্পর বিচ্ছিন্ন চারটী গ্যালারিতে অভ্যর্থনা সমি-তির সদস্যগণ ও দর্শকবৃন্দ উপবেশন করেন ও মণ্ডপের মধ্যভাগে প্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করেন।

৬৯ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সভাপতি ট্যাণ্ডনজী ৬০ ফুট উচ্চ বেদীতে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্যামে-রায় তাঁহার ফটো তোলা হয়। নীলবর্ণের শাড়ীপরিহিতা একদল মারাঠী তরুণী কর্ত্তৃক "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভা-পতি শ্রী বি এস হীরে হিন্দীতে তাঁহার অভিভাষণ পড়েন। ইহাতে তাহার ২০ মিনিট সময় লাগে। তাহার পর হিন্দীতে সভাপতির অভিভাষণ পাঠে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কাশ্মীর সমস্যা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রসঙ্গ বলার সময় প্রবল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। "জয়ও ভারত" বলিয়া তিনি নিজের ভাষণ শেষ করেন।

(আগামী সংখ্যায় সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ কংগ্রেসের অন্যবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইবে। মুঃ সঃ)

---



# স্থানীয় সংবাদ

**রেলওয়ে পার্শেল ক্লার্কের ধৃষ্টতা**—গত ১৫।৯।৫০ তারিখে মুক্তি প্রেসের কাগজ ছাড়াইতে প্রেসের জনৈক কর্ম্মী রেলওয়ে পার্শেল অফিসে বেলা ৩॥০ টার সময় যান। মুখার্জ্জী মেডিকেল ষ্টোর্সের জনৈক কর্ম্মচারীও সেখানে যান। উভয়েই পার্শেল ক্লার্ককে তাহাদের রসিদগুলি দেখাইয়া তাহাদের জিনিষগুলি ছাড় করিতে অনুরোধ করেন। তাহাদের কথা না শুনিয়া অন্য সাত আটটি ছাড়পত্র লইয়া কর্ম্মচারীটি গুদাম ঘরে চলিয়া যান এবং প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসেন। পুনরায় উভয়েই তাঁহাকে তাহাদের ছাড় পত্রগুলি লইতে বলেন। সেই-ক্ষণে বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনজন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অপর একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উপস্থিত হন। মুক্তি প্রেসের কর্ম্মীর আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া ঐ আগন্তুক চারি-জনের চারিটি ছাড়পত্র লইয়া ক্লার্ক গুদামঘরে যাইতে উদ্যত হইলে মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী ঐ ক্লার্ককে তাঁহার এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে পার্শেল ক্লার্ক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন এবং হিন্দিতে বলে "এর জন্যে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই, আমার যা খুসী করিতে পারি।" প্রায় ৪৫ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আরও অনেকের ছাড়পত্র লইবার পর তাঁহাদের ছাড়পত্রগুলি গ্রহণ করেন।

**টাটিসিলওয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে ব্যায়াম প্রদর্শনী**—

বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার পুরুলিয়া ব্যায়ামশালার সভাগণ পুরুলিয়া হইতে টাটিসিলওয়ে গিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া উদ্বাস্তুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্যায়াম প্রদর্শনীর প্রারম্ভে উদ্বাস্তুদের পক্ষ হইতে ব্যায়ামশালার সভাবৃন্দকে অভিনন্দিত করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের অসামান্য ত্যাগের উল্লেখ করিয়া এবং বর্ত্তমান দুরাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অভিনন্দন বাণী পাঠ প্রসঙ্গে বলা হয় "আজ আমরা সারা ভারতের করুণার পাত্র, পথহারা পথিক। আমাদের এই জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দূর হইতে আসিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা ও সদুপদেশ দিয়া, নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবার যে অক্লান্ত চেষ্টা আপনারা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।"

পুরুলিয়া ব্যায়ামশালার সভাপতি ব্যায়ামশালার পক্ষ হইতে উদ্বাস্তুগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। "জনগণ মন" উদ্বোধন সংগীতের পর ব্যায়াম প্রদর্শনী আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ৭॥০ টার সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে উহা সমাপ্ত হয়। ব্যায়ামশালার পক্ষ হইতে রাত্রি ভোজনের ব্যবস্থা থাকিলেও এবং ব্যায়ামশালার নিষেধ সত্ত্বেও উদ্বাস্তুগণ নিজেদের খরচায় রাত্রি ভোজনের বিপুল আয়ো-জন করেন।

দর্শক হিসাবে বিহারের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীনিরাপদ মুখার্জ্জী, চীফ সেক্রেটারীর পার্সনাল এসিষ্টেণ্ট, মানভূমের শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তিনজন এম, এল, এ, জয়পুর, ঝালিদা এবং রাঁচির অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ব্যায়ামপ্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিয়া ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হন।

**শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে বিচিত্রানুষ্ঠান**—বিগত ১৭।৯।৫০ তারিখ সকাল ৯টায় স্থানীয় কমলা টকি হাউসে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রিগণ কর্ত্তৃক আবৃত্তি, নৃত্য গীত, রবীন্দ্র-নাথের মালিনী নাটিকা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিপুল জনসমাবেশ হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রিগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত এম, এল, কর্ম্মকার ৬টি রৌপ্যপদক দান করেন। শ্রীযুক্ত কেদার খেড়িয়া ১৫টি রৌপ্য পদক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শিক্ষয়িত্রীবর্গ, ছাত্রিগণ ও অন্যান্য অনেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৩০৫৭ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অভিভাষণে তিনি স্কুলের বর্ত্তমান সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং জন সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন—পৃথিবীর সমগ্র জাতি আজ শিক্ষা সংস্কারে ব্যাপৃত। এসময় পুরুলিয়াবাসীরও তাঁহাদের এই নারী শিক্ষা কেন্দ্রটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য। যে শিক্ষামন্দিরে জাতির জীবন ও ভবিষ্যত গড়িয়া ওঠে—যে শিক্ষাকেন্দ্রে আজ ২৫০ জন ছাত্রী বিদ্যার্জ্জন করিতেছে—সে শিক্ষায়তন আজ উপযুক্ত ব্যবস্থায় ও সমৃদ্ধিতে গড়িয়া উঠিবে না ইহা সমগ্র বিহার প্রদেশেরই অগৌরব


# অঙ্গশ্রী

নীলকুঠিডাঙ্গা—পুরুলিয়া

আপনাদিগকে আন্তরিক শুভ কামনা জানাইতেছে ও আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

এখানে সকল প্রকার মিল, তাঁত ও সিল্কের বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়।


# নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে **দুর্গা পূজা** এবং **দেওয়ালি** উৎসব উপলক্ষে আলোক সজ্জার জন্য কোন অস্থায়ী অথবা অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি দেওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং আমাদের কন্‌জিউমারগণকেও এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতি মিটারের জন্য গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত ১০০ ওয়াটের অতিরিক্ত আলো না জ্বালেন। অন্যথায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোনরূপ বন্ধ হইলে তাহার জন্য কোম্পানি কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না।

প্রকাশ থাকে যে কোম্পানি কেবল মাত্র পূজার স্থানে (প্যাণ্ডেলে) প্রতি পূজার নিমিত্ত ৫০০ ওয়াট পর্য্যন্ত আলো জ্বালাইবার মত ইলেকট্রিক সাপ্লাই করিতে পারিবেন। যাঁহাদের ঐরূপ আলোর আবশ্যক হইবে তাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে পূজার ১৫ দিন পূর্ব্বে অত্রাফিসে দরখাস্ত করিবেন। নচেৎ আলোর ব্যবস্থা করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

এই সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রত্যেক কনজিউমারের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

ইতি—

রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার

দি পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই আশ্বিন ১৩৫৭, ২রা অক্টোবর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

• • •

আজ
তোমার জন্মজয়ন্তীর
পুণ্যক্ষণে
তোমার উজ্জ্বল পদপ্রান্তে
আমাদের প্রণতি
জানাই।

## আজ গান্ধী-জন্ম-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান দিবস

বিশ্বের আকাশপটে দুর্যোগের অন্ধকার ভেদি'—
ঐ দেখা যায় হোথা অভ্রভেদী তোমার সত্যের মহাবেদী ;
অবিশ্বাস, হানাহানি, দ্বিধা দ্বন্দ্ব আজও যাহা বেরি ;—
তারি মাঝে উষাপ্রান্তে বেজে ওঠে যুগান্তের ভেরী,—
জাগে ঐ তব পুণ্য-নাম।
তোমারে প্রণাম ॥

## গান্ধী-বাণী

* * * * * * * * * *

আমরা ত ইহাই প্রমাণিত করিতে জন্ম লইয়াছি যে সত্য ও অহিংসা কেবল ব্যক্তিগত আচারেরই নিয়মমাত্র নহে; উহা সামুদায়িক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতিও হইতে পারে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য না চলিলে উহার প্রয়োজন কি?

অহিংসা যদি কেবল ব্যক্তিগত গুণই হয় তবে উহা আমার ত্যজ্য বস্তুই। আমার অহিংসার কল্পনা ব্যাপক; উহা কোটি কোটি লোকেরই। যে জিনিষ কোটি কোটি লোকের আয়ত্ত হইতে পারে না, তাহা আমার ত্যজ্য।

* * * *

**দেখিতে হইবে চরখাতে রাজনীতি আছে কিনা অর্থাৎ উহাদ্বারা লোকের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে কি না; স্বাধীন ভারতের স্বরাজ্যে যে অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন হইবে উহা চরখার ভিত্তিতে স্থাপন করা যাইবে কিনা; চরখা কি কেবল জনগণকে মজুরী করিবার যন্ত্রই তৈরী করিবে অথবা অহিংসক স্বরাজের সিপাহী বানাইবে।**

অহিংসা যাঁর পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,  
আসন যাঁহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,  
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্যাদা,  
চিত্তের ব'লে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,  
বীর বৈষ্ণব বিষ্ণুতেজেতে উজল যে-জন ভিজি,  
ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গান্ধীজী।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



‘মুক্তি’

১৫ই আশ্বিন সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

## অবিস্মরণীয়ের চরণে

অবিস্মরণীয় মহামানবকে আজ আমরা আমাদের শ্রদ্ধাবনত প্রাণের আন্তরিক প্রণাম জানাই। যিনি কালজয়ী পুরুষ, যিনি নিত্য সত্যস্বরূপ তাঁর জয়ন্তী-বেদীতে আজ আমরা তাঁর নিত্য অপরাজেয় সত্যের জয় ঘোষণা করি।

অবিস্মরণীয়কে আজ আমরা স্মরণ করছি—আমাদের নিজেদের মহৎসত্বাকে—আপন মহিমাকে না ভোলবার জন্য,—তাকে অর্জ্জন করবার জন্য, তাকে সার্থক করবার জন্য, তাকে প্রকাশতর করবার জন্য। তাঁর যে সত্য-উপলব্ধি, যে মহিমাময় জীবনলক্ষ্য, যে প্রাণময় জীবনের বিরাট আত্মশক্তি আপন জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে আমাদের অন্তর-গুহাহিত সত্যকে, মহিমাকে, লক্ষ্যকে, সম্বিতকে আহ্বান দিয়েছে—আমরা আজ সেই মানব-মহিমাকে স্মরণ করি, মনন করি, বারম্বার নমস্কার করি।

তাঁর বিস্ময়কর আবির্ভাবের দিন থেকে তাঁর মহনীয় প্রয়াণ আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে এক স্বপ্নের মত চলে গেছে। একদিন কোটি কোটি লোক সহসা এক ইন্দ্রজাল-স্পর্শে মৌন-বিস্ময়ে তাঁকে নীরবে অনুসরণ করেছে। আবার তাঁর তিরোধানের অন্ধকার পথে তাঁর পদচিহ্ন কোটি কোটি লোকের কাছে হারিয়ে গেছে—কেউ তাঁকে অবিশ্বাস করেছে—কেউ অনুসরণের জন্য অনুতাপ করেছে, কেউ অর্থ খুঁজে পায়নি—কেউবা বিরাট প্রবঞ্চনার দোষারোপ হেনে বিরূপতার পথ অনুসরণ করেছে।

আমাদের অসামর্থ্যে আমরা আজ তাঁকে অনুসরণ করতে না পারলেও তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য কখনো অসফল হয়নি; তাঁর মহান লক্ষ্য পথের কাজ কখনো বৃথা হয়নি; তাঁর সেই ধ্যানের ধারাও কখনো অবলুপ্ত হয়নি। আমরা আজ তাঁকে গ্রহণ করতে পারিনি ব'লে তার কারণ তাঁর মধ্যে নেই; তা আমাদের মধ্যে রয়েছে। তার কারণ এই যে, তাঁর সত্যকে গ্রহণ করার যে আধার প্রয়োজন তার থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে আছি।

তবু তার জন্যে দুঃখ নেই। আমাদের সত্যকে পাবার পথে আমাদের অগ্রসর হতেই হবে। আজ যেখানেই থাকি না কেন তাঁর সত্যের আধাররূপে একদিন আমাদের জাগ্রত হতেই হবে। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমরা আপন জীবনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তারই পথে অগ্রসর হচ্ছি। তাই আমাদের অসম্পূর্ণতাময় জীবনের মধ্যে দেখা দিয়ে যায়—নিত্য জাগ্রত তাঁর জয়ন্তীর আহ্বান।

তিনি এসেছিলেন সত্যের গভীর বাণী নিয়ে। আপন বাহ্য-বৈভব-মুগ্ধ জগত সত্যের আপাতদৃষ্ট অনাড়ম্বর আশ্রয়ের মধ্যে আপন মহিমাময় ঐশ্বর্য্যের সন্ধানকে দেখতে পায়নি। তাকে আত্মার দৈন্য বলেই ধারণা করেছে। অথচ এই আত্ম-মুগ্ধ জড়রাজত্বের অধিপতি জগত আপন বিধি বিধান, করণ, উপকরণ, আপন শক্তিময় বিবিধ দণ্ড ও ধ্বংসের চরমতম বিজ্ঞান-ব্যবস্থা দ্বারাও জগতের শান্তি ও ব্যবস্থাকে খুঁজে পায়নি। বারম্বার মানব বুদ্ধি অভিভূত হয়েছে আপন বিভ্রান্তিতে।

তারই মধ্যে মানব-গুরু এলেন মানব জীবনের সত্যের সন্ধান নিয়ে—যার মূলসূত্রে জীবনের নিশ্চিত ভিত্তির আশ্রয় রচনা হবে। যা সত্য তার ওপর রচিত না হলে ভিত্তি অসফল হবে। আজ সত্যের যে মূলসূত্রগুলি আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি—তাকে আজ চিনতে না পারলেও একদিন পথ খুঁজতে খুঁজতে তার সত্যকেই আমাদের চিনবার প্রয়োজন ঘটবে।

যুগমানব এসেছিলেন একক এক ধারা-বিহীন ভাবের প্রকাশ-স্বরূপে নয়। এসেছিলেন যুগের আত্মসন্ধানের ভাব-প্রতিভূরূপে। তাই তাঁর আহ্বানে বিপুল এই সমগ্র জগত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল প্রাণের ধ্বনিতে। যুগ নিজের মধ্যে যে সত্যকে জ্ঞানের উপলব্ধিতে জেনেছে তাকে জীবনের স্থায়ী সত্যরূপে চিনতেও যুগের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

জীবনের সন্ধান পথে যুগমানবদের মধ্যে তিনি একজন পথ প্রদর্শক এসেছিলেন। সন্ধানের যে সত্য তিনি দিয়ে গেলেন তার পথে মানুষকে আরো বহু সন্ধানের পথে অগ্রসর হতে হবে। তিনি মনে করেন নি—তাঁর সাধনার দান শেষ সত্যস্বরূপ। তিনি জানতেন—অধিকতম অগ্রযাত্রার পথে তিনি অধিকতর সত্যের সন্ধানী। তার অনেক কিছু সন্ধান হয়ত নবতর সন্ধানের আলোকে বাহ্যতর হয়ে যাবে। যা বাহ্যতর হয়ে যাবে তবু তা এদিনের জন্য সত্য। কারণ সেও গভীরতর পথের সূত্র। আর তাঁর যে-সন্ধান সত্যের মর্ম্মকে পেয়ে গেছে—তা চিরন্তন হয়ে রইল আমাদের কাছে চিরদিনের সত্যে।

তাই আজ জীবন পথের সন্ধানীর যে মহিমাময় উজ্জ্বল দীপ শিখা আমাদের সামনে জ্বলছে আমাদের জীবনের পথ আলোকিত ক'রে, তার অগ্রযাত্রার আহ্বানকে আনতশিরে স্বীকার করে আমরা তার বেদীপ্রান্তে আমাদের প্রণাম জানাই—সেই চির-অবিস্মরণীয়ের চরণে।

———

# অপরাজেয় সাধনার পদচিহ্ন

সত্য ভিন্ন কোনও পরমেশ্বর আছেন, ইহা আমি অনুভব করি নাই। সত্যময় হওয়ার জন্য অহিংসা একটি অবলম্বন, আমার বহু চেষ্টা ব্যর্থ হোক, কিন্তু মূলমন্ত্র ব্যর্থ নয়।

ব্যাপক সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য জীব মাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেম সম্পন্ন হওয়ার পরম আবশ্যকতা আছে। যাহারা উহা পাইতে ইচ্ছা করে, জীবনের কোনও ক্ষেত্রের বাহিরেই তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। সেই সেতু আমার সত্যের পূজা আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত জীব মাত্রের সহিত ঐক্য-বোধ হয় না। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসা ধর্ম্মের পালন সর্ব্বথা অসম্ভব। এই শুদ্ধি সাধনার দ্বারা প্রাপ্তব্য।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত দুর্গম। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে, চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে সম্পূর্ণরূপে আসক্তি-শূন্য হইতে হইবে; প্রেম বা বিদ্বেষ, অনুরাগ বা বিরাগ—এইসব পরস্পর বিরোধী চিত্ত-বৃত্তির উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আমি জানি যে, এজন্য নিরন্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি এই ত্রিবিধ পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। এইজন্যই জগতের স্তুতি-গীতি আমাকে স্পর্দ্ধিত করিতে পারে না। বস্তুতঃ এই সব স্তুতি-গীতি আমাকে আঘাতই করে। চঞ্চল রিপুকে জয় করা, অস্ত্র বলে পৃথিবীকে জয় করা অপেক্ষাও ঢের বেশী দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর হইতে আমার ভিতরে সুপ্ত ও গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছি। ইহাদের অভিজ্ঞতা আমার দীনতাকে প্রকট করিতেছে, **কিন্তু তথাপি আমি পরাভূত হই নাই।** বরং এই সব প্রয়োগ, এই সব অভিজ্ঞতা আমাকে রক্ষাই করিয়াছে, এবং উহারা আমাকে গভীর আনন্দও দান করিয়াছে। **কিন্তু ইহাও জানি যে, আমার সম্মুখে এখনও এরূপ পথ আছে যাহা অতি দুর্গম এবং যাহা আমাকে অতিক্রম করিতে হইবে।** আমার নিজেকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিতে হইবে। মানুষ যে পর্য্যন্ত প্রাণী-জগতের ভিতর আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন করিয়া তুলিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি নাই। এই দীনতার শেষ সীমা হইতেছে অহিংসা।

ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা—তিনি যেন আমাকে মনে, বাক্যে এবং কাজে অহিংস হইবার শক্তি দান করেন।

—মহাত্মা গান্ধী

---

# সত্যের পূজারীর আহ্বান

আমি যে বস্তু দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটিকেই ত্যাজ্য অথবা গ্রাহ্য এই দুই ভাগে আমি ভাগ করিয়া লইয়াছি এবং যাহা গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী আচরণ করিয়াছি। এইভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যতক্ষণ আমার বুদ্ধিকে এবং আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখিবে ততক্ষণ আমি যে পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়াছি, তাহাই সত্য বলিয়া অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করি।

আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই পূজারী। এই এক সত্যই আছে, আর অন্য সকলই মিথ্যা। এই সত্য আমি লাভ করি নাই, কিন্তু আমি সন্ধান করিতেছি। সেই অনুসন্ধানে যে বস্তু আমার প্রিয় হইতেও প্রিয় তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

এই পথ যদিও ক্ষুরের ধারের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কঠিন, তবুও আমার পক্ষে উহা সর্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া মনে হয়। এই পথে চলিয়াছি বলিয়া আমার ভয়ঙ্কর ভুলও আমার কাছে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইয়াছে। কেননা এই পথের জন্যই ভুল করিয়াও আমি বাঁচিয়া গিয়াছি, এবং আমার বুদ্ধি মত আমি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার প্রয়োগের অংশীদার হইয়া আমার সহিত উহা উপলব্ধি করুন। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন তেমনই সহজ। সত্যের অনুসন্ধান যে করিতে চায় তাহাকে ধূলিকণা অপেক্ষা নীচু হইতে হয়।

— মহাত্মা গান্ধী

---



# চরখা জয়ন্তী

( অতুল চন্দ্র ঘোষ )

'আমার জয়ন্তী যাহারা পালন করিবে তাহারা উহাকে চরখা জয়ন্তীরূপে উপলব্ধি করিবে ইহাই আমি কামনা করি—নিজের জয়ন্তী বিষয়ে গান্ধীজীর ইহাই বিনয়ের বাণী ছিল। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অঙ্গ যে চরখা সেই সাধারণ জিনিষটি এক মহা জীবনের সত্যময় মহিমার সমতুল্য কোন বিচার দৃষ্টিতে হইতে পারে তাহার মহান তাৎপর্য্যকেও তিনি আজীবন চরখা ব্রতের উদযাপনে প্রকাশিত করিয়াছেন। চরখা ব্যবহারিক যন্ত্র হইতে পারে—কিন্তু দেশ-জীবনে তাহাকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে মহামন্ত্রের শিক্ষা রহিয়াছে তাহাতে চরখা গান্ধী ব্রতের সমতুল।

গান্ধীজী ভাব ও কর্ম্মকে একে অপরের প্রতিচ্ছবিরূপে দেখিয়াছেন। যে উচ্চ ভাবের লক্ষ্যে আমরা চলিব—সেই ভাবের সামঞ্জস্যময় আধারে আমাদের কর্ম্ম জীবনের উপায়গুলিও প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই গান্ধী-বাণীর অন্যতম মূলমন্ত্র। উচ্চ কর্ম্মের আধারে উচ্চ ভাবের প্রতিষ্ঠায় চরখার আবির্ভাব।

আমাদের জীবনে লেনদেনের সম্পর্কের মধ্যে যে প্রাথমিক সমাজ-সম্বন্ধের জীবন রহিয়াছে সেই জীবনে আজ আমরা দেখিতেছি—বিশ্বব্যাপী শোষণের আত্মক্ষয়-শীল সম্পর্কধারা—কেন্দ্রীভূত কল-কারখানা-বাজার-যন্ত্র-বিধানের ও অপ্রমেয় পুঁজিব্যবস্থার দানবীয় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বকে বিঘ্নসংকুল করিয়াছে। এই জীবনের মধ্যে সম্পর্ককে কল্যাণময় রূপ দিবার প্রয়োজনে যুগের দ্রষ্টা সত্যের যে দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন—তাহাকে রূপায়িত করিয়াছেন চরখার জীবন ভিত্তিতে। চরখার প্রেমপূর্ণ শোষণহীন জীবন-ভিত্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজকে গড়িতে চান—যেখানে বিকেন্দ্রী-করণরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনশক্তিতে মানুষ স্বাধিকারের মর্য্যাদা, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যে গড়িয়া উঠিবে। তাই চরখা এক আদর্শের প্রতীক।

গান্ধী-আদর্শের ভাবলক্ষ্য—মানব সমাজের সমগ্র জীবনকে সত্য ও অহিংসার আদর্শে, ত্যাগ জীবনের ভিত্তিতে, মানব সেবার কর্ত্তব্যের পথে, আনন্দময় ও শান্তিময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ব্যবহারিক সম্পর্কময় জীবনের প্রথম সোপান হইতেই সেই আদর্শের অভিযান পথ রচিত হইবে চরখার অপ্রত্যবায়ী ধর্ম্মে,—ইহাই গান্ধীজীর চরখার আদর্শ।

জীবনের আদর্শ ও কর্ম্মে তাহার প্রতিরূপকে অভিন্ন দেখিয়া গান্ধীজী তাহার মহিমাময় আদর্শকে যে মহান কর্ম্মের বিধানে রূপায়িত করিয়াছেন—সেই কর্ম্মকে অনুসরণ করাই গান্ধীজীকে অনুসরণ তথা তাহার ভাবাদর্শকে আচরণ করা হইবে—ইহাই চরখা জয়ন্তীর তাৎপর্য্য।

চরখা গান্ধীজী নির্দ্দেশিত সত্য ও অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক; চরখা ভাবকে কর্ম্মে অনুসরণের আয়োজনস্বরূপ; চরখা ত্যাগময় জীবনের নিদর্শনস্বরূপ; চরখা নিয়ন্ত্রিত সমাজ জীবনের প্রতিভূস্বরূপ; চরখা মানব সেবার সর্ব্বোত্তম ও সহজতম সংহতিপূর্ণ মৌলিক উপাদানস্বরূপ। তাই গান্ধী জয়ন্তী আমাদের কাছে চরখা জয়ন্তী স্বরূপ। তাই গান্ধী জয়ন্তী আমাদের কাছে নিত্য সেবাব্রতের মহান আহ্বান স্বরূপ।

# তোমারে প্রণাম

তোমারি পূজার ফুলে
স্মরণের বেদী-মূলে
মানবের জয় গাহিলাম।
তোমারে প্রণাম।
হে জ্যোতির্ম্ময় মহাজয়,
হে চির-মানুষের পরিচয়,
তব মহিমাময় ভাস্বর আলোকে
মোরে চিনিলাম।
তোমারে প্রণাম।

* * *

আপনারে ভুলে থাকি পরাজয়ে
দীনতায় হীনতায় ক্ষতি-ভয়ে।
যুগে যুগে আস তুমি বারে বারে,
খুঁজে নিতে মানুষের আপনারে
দিয়ে যায় মানুষের মহা-পরিভাষা
তব মহা-নাম।
তোমারে প্রণাম।

---

# খাদ্য-পরিস্থিতির শোচনীয় পরিণাম

## ইতিমধ্যে ২৭ জনের অনাহারে মৃত্যু

### বিভিন্ন থানায় মৃত্যু সংবাদের যথাবিহিত তদন্ত ও সত্যতা নির্দ্ধারণ

### সত্য গোপনকল্পে নিন্দনীয় সরকারী প্রচেষ্টাসমূহের বিবরণ

### জেলাবাসী এখনও নিদারুণ সংকটের মধ্যেঃ সরকারী অব্যবস্থাসমূহে অবস্থা আরো সংকটতর

### যাঁহাদের উপর পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীনতায় কাজ করিয়াছেন

**জন-মনে স্বরাজ জীবনের এই ধারার আমুল পরিবর্ত্তনের প্রেরণা জাগিতেছে**

### ভারতের খাদ্যমন্ত্রীকে অবস্থা জ্ঞাপন

জেলায় অনাহারে মৃত্যু সংবাদ ও জেলার বিঘ্নসংকুল খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে ভারতের খাদ্য মন্ত্রীকে জেলা লোক সেবক সঙ্ঘ হইতে সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। জেলায় অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা বিভিন্ন থানায় ২৭ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এগুলি তদন্তের দ্বারা সমর্থিত সংবাদ। আরো অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; তদন্তের দ্বারা সেগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। সরকারী খাদ্য সরবরাহে, ঋণ ও শ্রমদান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা বা তৎপরতার কোনো লক্ষণ নাই। জনগণ অশেষরূপে বিপদগ্রস্ত ও হায়রাণ হইতেছে।

### জেলার বর্ত্তমান ও আগামী ফসলের অবস্থা

সাধারণভাবে জেলায় সামনের ফসলের অবস্থা ভাল হইলেও বৃষ্টি ক্রমান্বিতভাবে বহুদিন বন্ধ থাকায় চাষী ও জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনো কোনো দিকে মাঝে জল হইয়া কিছু সুবিধা হইলেও জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে জলাভাবে বাইদ জমির অবস্থা বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। কোনো কোনো অঞ্চলে গোড়াধান ও ভূতমুড়ি ধান কাটা হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা ঐ অঞ্চলগুলির শতকরা ৫।৬ ভাগ হইবে মাত্র। বাইদের সাধারণ ধান উঠিতে এখনও কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগিবে। ততদিন পর্য্যন্ত লোক অন্নাভাবে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় থাকিবে।

### ভারতের খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বিবৃতি সহকারে জানাইতেছেন যে, জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি ও অনাহারে মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া সম্প্রতি লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীকে এক জরুরী পত্র দিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুত মুন্সী বিহারে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, মানভূমে অনাহারে মৃত্যুর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য যে অকাট্য সংবাদ লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বিহারের মন্ত্রীগণকে শ্রীযুত মুন্সীর বিবৃতির অনেক পূর্ব্বেই দেওয়া হয়—সেই সংবাদ তাঁহারা ভারতের খাদ্য মন্ত্রীকে প্রদান করেন নাই। এবং এই সঙ্গে ইহাও সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, বিহার সরকার মানভূম জিলায় অনুষ্ঠিত অনাহারে এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি তদন্ত করেন নাই বা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।



জেলা খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে রাঁচি ও পাটনায় বিহারের মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের কাছ হইতে সহায়তার আশ্বাস পাইয়া যে ভরসা করা হইয়াছিল—বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতের খাদ্য মন্ত্রীকে জেলা পরিস্থিতি জানাইবার প্রয়োজন ঘটে। খাদ্য মন্ত্রীকে তখন কিছু দিনের জন্য কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান নাসিক ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যাইবে না বলিয়া, লোক সেবক সঙ্ঘের প্রধান সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তকে কংগ্রেস গান্ধী-নগরে শ্রীযুক্ত মুন্সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেলা পরিস্থিতি ও অনাহারে মৃত্যু সংবাদ বিষয়ে আলোচনা করিবার ভার অর্পণ করা হয়। সম্প্রতি বিভূতিবাবু নাসিক হইতে জানাইয়াছেন যে, বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীমুন্সীর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয় নাই। সেজন্য শ্রীমুন্সীকে জরুরী পত্র দেওয়া হয়। লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সঙ্ঘের কর্ম্মী আইন সভার সদস্য শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদগুলি তদন্তের যে ভার দেওয়া হয়—তদন্ত করিয়া তাহার ফলাফল সমন্বিত পৃথক পত্র তিনিও শ্রীমুন্সীকে প্রেরণ করেন। এখনো কোনো উত্তর আসে নাই। উত্তরের অপেক্ষা করা যাইতেছে।

### অনাহারে মৃত্যুর ক্রমবর্দ্ধমান তালিকা

অনাহারে মৃত্যুর যে ঘটনাগুলি এ পর্য্যন্ত লোক সেবক সঙ্ঘের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া তদন্তের ফলে সমর্থিত হইয়াছে তাহা পর্য্যায়ক্রমে এই :—

(১) চাষ থানায় প্রথম দফার তদন্তে রাণীপুকুরে ৬ জন, কুশলবাঁধায় ১ জন, টুষরীতে ১ জন ও উকরিদ গ্রামে ২ জনের মৃত্যু সংবাদ সমর্থিত হয়। তন্মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক।

(২) চাষ থানায় দ্বিতীয় দফার তদন্তে উকরিদ গ্রামে ২ জনের মৃত্যু সংবাদ জানা যায়।

(৩) ঝালদা থানায় ডিমু গ্রামে ৭ জন ও রিগিদ গ্রামে ৪ জনের মৃত্যু সংবাদ জানা যায়।

(৪) জয়পুর থানায় খেদাটাঁড়ে ১ জন ও পালজায় ২ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

(৫) বান্দোয়ান থানার পারগেলায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এই ২৭ জনের মৃত্যু বিগত শ্রাবণের ২৮শে তারিখ হইতে দেড়মাসের মধ্যে ঘটিয়াছে—কেবল একজন ব্যতীত যাহার মৃত্যু আষাঢ়ের শেষ দিকে হয়। এবং সম্প্রতি পটমদা থানার বাঁকাদা গ্রামে একজনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর দেওয়া হইয়াছে। আড়ষা থানা হইতেও খবর দেওয়া হইতেছে যে ফক্ক গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি শিশু পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর অন্ন আহার জুটাইতে অক্ষম হইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই ঘটনা দুইটির যাথার্থ্য বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

### বান্দোয়ানে অনাহারে মৃত্যু

বান্দোয়ান থানা হইতে কর্ম্মীরা জানাইতেছেন যে, পারগেলা গ্রামে বিগত ১৮।১৯ তারিখে শ্রীবিষ্ণু কর্ম্মকারের মাতা অনাহারে মারা গিয়াছে। বয়স আন্দাজ ৫৫। এই পরিবারটি বিগত কিছুদিন হইতে নিরতিশয় কষ্টে ও বহু উপবাসে দিন কাটাইতেছিল। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন না খাইতে পাইয়া এই কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর মাতা প্রাণ ত্যাগ করে। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা নিতান্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। দায়িত্ব সম্পন্ন কর্ম্মীদের দ্বারা যথাবিহিত তদন্তের পর এই সংবাদ প্রেরণ করা হইতেছে বলিয়া কর্ম্মীরা জানাইয়াছেন।

কর্ম্মীরা আরো জানাইয়াছেন যে, তাহারা সংবাদ পাইয়াছেন বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর মাঘলা গ্রামের নিকট এক বৃক্ষতলে কোথাকার একটি ব্যক্তি আসিয়া পড়িয়া যায় ও কিয়ৎক্ষণ পরে মারা যায়। উহার নাম ধাম জানিতে পারা যায় নাই। তাহার বাকশক্তি ছিল না। তাহার অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা দেখিয়া অনাহারে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এ বিষয়ে যথাবিহিত তদন্তের জন্য কর্ম্মীদের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

---

# অনাহারে মৃত্যুসম্পর্কে লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক তদন্তের বিবরণ

লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সঙ্ঘের সদস্য তথা বিহার আইন সভার সদস্য শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও সঙ্ঘের সদস্য শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্যকে চাষ, ঝালিদা ও জয়পুর থানায় অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে যে তদন্তের ভার দেওয়া হয় তাঁহারা তদন্ত করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।

## চাষ থানায় তদন্তের বিবরণ

মানভূম জেলার চাষ থানার পশ্চিমাংশে গড়গাপার নামক অঞ্চলে এবং ঝালদা ও জয়পুর থানায় অনাহারে মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

চাষ থানার পশ্চিমাংশে গড়গাপার নামক অঞ্চলে সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তৎবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আমি গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করি। ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট বিশ্বস্ত কর্ম্মী শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য আমার সঙ্গে বরাবর ছিলেন। ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া আমরা টুইলা, জোলা-বান্ধ, প্রতাপপুর, পিঁড়রগোড়িয়া, রামডি, রাণীপুকুর, ভাড়ামহল, আসানশোল উকুরিদ্ এবং সন্তনপুর পরিদর্শন করি। ঐ দিন অন্ততঃ ১৫ মাইল আমরা ভ্রমণ করি। আমরা কয়েকজন বড় কৃষক, জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ইঁহারা কষ্টের সময়ে অভাবীদিগকে সাহায্য করিতেন কিন্তু গত বৎসর ফসল অত্যন্ত কম হওয়ার দরুণ ইঁহাদের নিজেদের সঞ্চিত শস্য নিঃশেষ হওয়ায় এ বৎসর ইঁহারা নিরুপায় হইয়াছেন। সকল প্রকার অনুসন্ধান করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম মুক্তিতে যে ১০ জনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা কয়েকটি গ্রামে পঞ্চাশ ঘর করিয়া ঘরে ঘরে যাইয়া অনুসন্ধান করিলাম। দেখিলাম কয়েকজন কয়েকদিন ধরিয়াই অনাহারে রহিয়াছে। কাজের ও খাদ্যের অভাবে অনাহারে থাকিয়া ইহারা শারীরিক শ্রম করিবার সামর্থ হারাইয়াছে। ইহাদিগকে অবিলম্বে খয়রাতি সাহায্য না দিলে ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোনো সরকারী কর্ম্মচারী মৃত্যুর সংবাদ যাচাই করিতে অথবা সাহায্য দিতে এখানে আসেন নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিলাম গ্রাম চৌকিদারদের সাপ্তাহিক রিপোর্ট বহিতে যে যে মৃত্যু সংবাদ লেখা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতে গ্রামবাসীদিগকে চাপ দেওয়া হইতেছে। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নির্ম্মম অমনোযোগ ও অবহেলাই এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য দায়ী এবং কোন দায়িত্বশীল সরকারই ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা এখনো বিশ্বাস ও আশা করিতেছি ঐ স্থানের ভীতিজনক পরিস্থিতির প্রতীকারে সরকার অবিলম্বে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিবেন। আমাদের তদন্তকালে উকুরিদ্ গ্রামে যেখানে কেবল মুসলমানদের বাস এবং যেখানে ইতিপূর্ব্বে দুইটি মৃত্যু ঘটিয়াছে সেখানে আরও দুইজনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই সমগ্র অঞ্চল ভাড়ামহল এন্‌কামবার্ড ষ্টেটের অধীন।

বর্ত্তমান টিকাইত শ্রীমনোমোহন সিংহের নিকট সাহায্যের জন্য যে সকল দুঃস্থ লোক দলে দলে আসিতেছে এবং সাহায্য না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে তাহাদের নিরতিশয় দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি নিজের অসহায় অবস্থায় কেবল চক্ষের জল ফেলিতেছেন।

## ঝালদা ও জয়পুর থানায় তদন্তের বিবরণ

ঝালদা ও জয়পুর থানায় অনাহারে মৃত্যু সংবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য গত ২২-৯-৫০ তারিখে আমি ঝালদা হইতে পদব্রজে আনুমানিক ৫ মাইল দূরবর্ত্তী ডিমু গ্রাম পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। আমি গ্রামবাসিগণের সহিত মিলিত হই এবং ঘরে ঘরে গিয়া অনুসন্ধান করি। গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীলধু মাঝি আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য অনুসন্ধান দ্বারা এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে (১) সুভিয়া মেঝান, (২) সরকার মাঝি, (৩) সুদা নাপিতের স্ত্রী, (৪) শম্ভু



নাপিত, (৫) রামচরণ গোয়ালার কন্যা, (৬) বুচা গোপ, ও (৭) ভড়কু গোপ ভাদ্র মাসের মধ্যে অনাহারে মরিয়াছে। গ্রামবাসিগণের নিকট আমি আরও জানিলাম যে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সদর সাবডিভিজনাল অফিসার গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কতক লোককে জোর করিয়া এই স্বীকারোক্তিতে তাহাদের সহি ও বুড়া আঙ্গুলের ছাপ দেওয়াইয়া লয়েন যে, উপরোক্ত ব্যক্তিগণের রোগে মৃত্যু হইয়াছে। এস, ডি, ওর এই কাপুরুষোচিত কাজ জন-সাধারণ ও সরকারের নিকট খুবই নিন্দনীয়। প্রকৃত অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার পর সময়মত সংবাদ পাইয়াও তিনি এই বিষয়ে কিছুই করেন নাই, অধিকন্তু এই গর্হিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি গ্রামবাসিদের নিকট হইতে ঋণের আবেদন পত্র চাহিয়াছিলেন কিন্তু যে যে পরিবারে মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের কেহই কোনো ঋণ পায় নাই যদিও মর্গেজ দিবার উপযুক্ত সম্পত্তি তাহাদের আছে।

ঐ গ্রামে প্রধানতঃ সাঁওতাল ও মোমিনদের বাস। গ্রামের পাশেই খাটাং জোড় প্রবাহিত। পূর্ব্বে ইহাতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল। লোকে বলে অসৎ কণ্ট্রাক্টারের অপোক্ত কাজের জন্য উহার কতকাংশ জলে ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। উহা দৃঢ়ভাবে তৈয়ার করিলে জমি সেচের জন্য সহজেই জল পাওয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে অজন্মা হইবে না।

তৎপরে নিকটবর্ত্তী বিগি গ্রামে আমি বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইলাম যে তথায় (১) মহেশ্বর নাপিত, (২) সুন্দী কামারিন, (৩) তাহার পুত্র এবং (৪) পূর্ণচন্দ্র বৈরাগী অনাহারে মরিয়াছে। এস, ডি, ও ঐ স্থানেও ঐ একই খেলা খেলিয়াছেন এবং জোর করিয়া কতক গ্রামবাসীকে দিয়া একটি কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছেন; উদ্দেশ্য হয়ত বেচারীদিগকে সাহসহীন করা।

সন্ধ্যায় একজন বিশ্বস্ত কংগ্রেসকর্মী শ্রীজগন্নাথ মাহাত সমভিব্যাহারে আমি জয়পুর থানা পরিভ্রমণ করি। আমরা খেদাটাঁড় যাই, সেখানে পাঞ্চু বাগ্দী দীর্ঘদিন অনাহারে থাকিয়া মরিয়াছে। ঐ গ্রামে বাগতি সম্প্রদায়ের গরীব হরিজনদেরই বাস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় একশত কর্ম্মহীন বুভুক্ষু লোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের একমাত্র উক্তি যে "আর একমাস আমাদিগকে খাওয়াও।"

তৎপরে আমরা জয়পুর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী পালাঙ্কা গ্রামে গেলাম এবং তথায় (১) পাহাড় রাজওয়াড়, (২) সোনারাম গরাঁই এর অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম। এই বিষয়ে এই অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত কোনো সরকারী তদন্ত হয় নাই। মানভূমের গরীব লোকেরা অন্নাভাবে পোকা মাকড়ের মত মরিতেছে কিন্তু এখানে চাল সংগৃহীত হইয়া প্রত্যহ ট্রাক বোঝাই হইয়া অন্যত্র চালান যাইতেছে সম্ভবতঃ অধিকতর মূল্যবান হিন্দী ভাষীর মুখের আহার জোগাইবার জন্য।

---

# আইন সভায় মানভূম প্রতিনিধির জেলা খাদ্য-পরিস্থিতি বিষয়ে বক্তৃতা

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিহার আইন সভার রাঁচি অধিবেশনে আইন সভার সদস্য শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় জেলার সংকটপূর্ণ খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে একটি ভাবস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক বিধিমত তদন্ত করিয়া চাষ থানায় দশ জনের অনাহারে মৃত্যুর যে সংবাদ প্রদান করা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আইন সভার সদস্যদিগকে বলেন—মানভূমের গুরুতর খাদ্যসংকট যাহার ফলে তথায় দশ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি আইন সভায় দাঁড়াইয়াছেন। তিনি চাষ থানার বিভিন্ন গ্রামে যে সকল লোকের অনাহারের ফলে যে অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—গত জানুয়ারী মাসেই মানভূমের সঙ্কটজনক অবস্থা মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর গোচরে আনিয়া-ছিলাম এবং প্রতীকারের পন্থাও কিছু জানাইয়াছিলাম। তিনি নিজে আমার পত্রের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে

করেন নাই পরন্তু তাঁহার সেক্রেটারীকে দিয়া জানাইয়াছিলেন যে আমার উক্তি ভিত্তিহীন। আমি তাঁহাকে নিজে আসিয়া দেখিতে বলায় তিনি মানভূমে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনবার আসিবার দিন দিয়াও তিনি আসেন নাই।

কি কারণে এই সঙ্কটজনক অবস্থা হইয়াছে তাহা আমি অতঃপর বলিতেছি। গভর্ণমেণ্ট এক কলমের খোঁচায় মানভূমকে অন্ন বিষয়ে উদ্বৃত্ত জেলা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের হিসাব ভুল সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কারণেই অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মানভূমকে একচেটিয়া অন্ন সংগ্রহের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার শেষ রক্ত বিন্দু শোষণ করিয়া লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ঐ জেলা হইতে অন্যত্র চালান দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে বাঁকুড়া ও বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা হইতে মানভূমে যথেষ্ট চাউল আমদানী হইত। কিন্তু গত বৎসর হইতে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়াছেন এবং ঐ ভাবে চাউল আমদানী বন্ধ করিয়াছেন। তজ্জন্য মানভূম যে অন্ন বিষয়ে উদ্বৃত্ত জেলা এই নির্দ্ধারণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সদর মানভূমের মধ্যেও অন্ন চলাচলের সম্বন্ধে বিধি নিষেধ আরোপ করায় পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হইয়াছে। এই সব বিবিধ বিষয়ে মানভূমকে অবহেলা করা হইতেছে। অন্যথায় মানভূমের খাদ্য পরিস্থিতি বিহারের অন্য কোনো জেলা যাহার সম্বন্ধে খুব প্রচার করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা কম সঙ্কটজনক নহে। আমি গভর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা মানভূমে কতগুলি মৃত্যু চাহেন। গভর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্ম্মমতার দরুণই মানভূমের প্রকৃত পরিস্থিতির প্রচার হয় নাই। মানভূমের জনগণের ক্রন্দন বিহার মন্ত্রীদের কানে ঢুকিতেছে না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ইহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র ভারতের উপর পড়িবে।

---

# কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের অভিভাষণের সারাংশ

সভাপতি তাঁহার ভাষণের পূর্ব্বে পরলোকগত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, শ্রীসানে গুরুজী, শ্রীকোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা, শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু ও শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

## আসাম ভূমিকম্প

ভূমিকম্প ও তৎপরে বন্যায় আসামের জনসাধারণ যেভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া আমাদের হৃদয়বেদনা কিঞ্চিৎ শান্ত করিতে পারি। আমাদের গবর্মেণ্ট তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছেন ও জনসাধারণের নিকটও সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

## দেশের নূতন শাসনতন্ত্র

আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর দেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে এবং এই শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়াই বিদেশী প্রভুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। অনেকে সমালোচনা করেন যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বৃটিশ আইনের আদর্শে গঠিত। কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক হইয়াছে। শাসন ব্যবস্থার সহিত জনজীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। মানুষের চিন্তাধারা ও অভ্যাসের পরিবর্ত্তনে যেমন সময় লাগে, শাসন ব্যবস্থায়ও সেইরূপ। প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয় এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা ধীরে ধীরে আমরা তাহা করিয়া লইব। আমাদের দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান উহা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে করিয়াছে। আমরা কোন বিশেষ ধর্মমত বা ধর্ম পুস্তকের উপর নির্ভর করি নাই। আমাদের দেশে সকল নাগরিককেই সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের পরিণতি দেখিয়া হয়তো অনেকে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা উচিৎ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন ও আগামী নির্বাচনের সময় এই ধ্বনি তুলিতে পারেন। আমি এজন্য জনগণকে এখনই সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করি। পূর্বেও ভারতে হিন্দুরাষ্ট্রগুলিতে গতানুগতিক পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী কর্ত্তব্য স্থির করা হইত। এক্ষণেও বুদ্ধি ও যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের



প্রজাতন্ত্র পরিচালিত হইবে। গ্রন্থ ও ঐতিহ্য আমাদের সহায়ক হইবে কিন্তু তাহারা বুদ্ধির স্থান অধিকার করিতে পারে না।

## শাসনতন্ত্রের মূলনীতি

আমাদের শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, দেশের অংশকে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রশংসনীয় দিকগুলি অব্যাহত রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার মারফৎ বিভিন্ন অংশগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের সম্পর্ক নিবিড় হইয়াছে, এবং এই ব্যবস্থায় তাহারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

## রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী

হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হওয়ায় দেশের ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হইয়াছে। ইহা দেশে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে ইন্দ্রজালের মত কাজ করিবে বলিয়া মনে করি। অতীতে সংস্কৃত ভাষা যাহা করিয়াছে হিন্দীভাষায় তদপেক্ষা ব্যাপকতর কার্য সাধিত হইবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলিও আপন আপন ক্ষেত্রে কার্য করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিবিড়তর মৈত্রীবোধ জাগ্রত করিবে। শাসনতন্ত্রে হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইহা অনেক সুবিধা লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহা ছাড়াও হিন্দী বিভিন্ন অঞ্চলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ১৫ বৎসরের জন্য ইংরাজী ভাষাকে প্রাধান্য দিলেও দেশবাসীর কর্ত্তব্য নিজের রাষ্ট্রভাষাকে অধিকতর মর্য্যাদা দেওয়া। ইহার ফলে আমাদের সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে সম্মিলিত ইচ্ছা ও ঐক্যমত অনুসারে আমরা শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিব।

শাসন তন্ত্রকে আমি শুধু শ্রদ্ধাই করি না, আমি ইহাকে ভক্তি করি। ইহা অমান্য করা আত্মহত্যার ন্যায় অপরাধজনক। যদি ইহার কোন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন বোধ করি তবে তাহা শাসনতন্ত্র উপায়ে করিবারই চেষ্টা করিব।

## পররাষ্ট্র নীতি

ভারত বিশ্বের প্রভুত্বকামী দুইটি শক্তি গোষ্ঠীর--একটী আমেরিকা ও অপরটী রাশিয়া—যে কোন একটীর সহিত যোগদান করুক ইহা কংগ্রেসের অভিপ্রেত নয়। ভারত উভয়ের সহিত মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করিবে ও তাহার ভিত্তি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই নীতি অনুসরণে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধা এই যে, ভারত তাহার ন্যায়ের আদর্শে অন্য রাষ্ট্রের মনেও অনুপ্রেরণা জোগাইবে; এবং অসুবিধা এই যে কেহই তাহাকে সম্পূর্ণ মিত্র বলিয়া মনে করিবে না ও তজ্জন্য তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিয়াই যায়। কাশ্মীর সমস্যাই ইহার একটী প্রমাণ।

## বিশ্বরাষ্ট্র

বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার আকাঙ্খা বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে থাকিলেও তাহার উপযুক্ত নৈতিক চরিত্রের একান্ত অভাব রহিয়াছে। দৃষ্টি উহাদের মেঘাচ্ছন্ন এবং সেইজন্যই কাশ্মীর সমস্যার একরূপ ও কোরিয়ার ব্যাপারে অন্যরূপ নীতি অনুসৃত হইতেছে। মার্কিন ও ব্রিটেনের সমর্থকরূপে পরিগণিত হইবার জন্য পাকিস্তান নানারূপ মিথ্যা প্রচার করিতেছে। উহার সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

## কমনওয়েলথ ও ভারত

ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকিবে কিনা, ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে আমাদের প্রধান মন্ত্রী তাহার সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে সমর্থ হন। ইংলণ্ডেশ্বর প্রত্যেক দেশের নিয়ণতান্ত্রিক কর্মকর্ত্তা নহেন এবং তৎপরে গত বৎসর ইহার যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতের কমনওয়েলথভুক্ত থাকা সম্ভবপর হইয়াছে।

## এশিয়ায় ভারতের স্থান

পাশ্চাত্যের শোষণকারী শক্তিগুলির হাত হইতে এশিয়াকে মুক্ত করার দায়িত্ব ও ইহার শান্তিরক্ষার ভার আমাদের। বিপদে সাহায্য করায় ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশীয়া আমাদের প্রতি মিত্রভাব। চীনের সহিত আমাদের বন্ধন অতি প্রাচীন। উহার সহিতও আমাদের মিত্রভাব। বিপজ্জনক অবস্থা কোরিয়াকে লইয়া। উহার প্রতিও আমরা সহানুভূতিশীল এবং আমরা এ বিষয়ে আমাদের গবর্মেণ্টের নীতি সমর্থন করি।

## উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

দেশ বিভাগের পর পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে

প্রচুর উদ্বাস্তু ভারতে চলিয়া আসে। তাহাদের পুনর্বাসন সমস্যার আজও সমাধান হয় নাই। গবর্মেণ্ট ও বিভিন্ন রাজ্যগুলি সেবাকার্যে অর্থ সাহায্যে করিতেছেন। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতে হইবে।

## পাকিস্তানের নীতি

পাকিস্তানও যদি এই নীতি অনুসরণ করিত তবে সেখান হইতে হিন্দুদের পলাইতে হইত না। কিন্তু পাকিস্থান, ইসলামের সাম্প্রদায়িকতার উপরই শাসনকার্য প্রতিষ্ঠা কবিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী আজ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং পাকিস্তানও কালক্রমে এই নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। তখন মানসিক ঐক্যের ফলে ভারত ও পাকিস্তান ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে পাকিস্তানের সহিত কতকগুলি চুক্তি করিলেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। তাই মনে হয় কিছু কালের জন্য আমাদিগকে পাকিস্তানের প্রতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

## পাক ভারত সম্পর্ক

দেশ বিভাগের পর আমাদের সম্পর্ক একটা বৃহৎ জাতীয় সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। সংখ্যা লঘুদের প্রশ্ন ছাড়াও কাশ্মীর সমস্যা রহিয়াছে। এই সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট জানাইলে তাঁহারা ইহার নিরপেক্ষ সমাধান করিলেন না, ফলে সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল।

## হিন্দু মুসলমান সমস্যা

মহাত্মা গান্ধী বলিতেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আমাদের প্রাণবায়ু স্বরূপ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ঐক্য অনেকটা সফলও হইয়াছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী দলের কুচক্রে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। একই জল, বায়ু, স্থান, আবহাওয়া, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের ভিতর থাকিয়া আমরা একই—এই ভাবেরই বৃদ্ধি আমাদের করিতে হইবে।

## বৈষয়িক সমস্যা

এই সম্পর্কে কতকগুলি সমস্যা জনসাধারণের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চাষীদের ও শ্রমিকদের সমস্যারও একটা রূপ আছে। উহা নিরসনের চেষ্টাও চলিতেছে। চাষী যাহাতে শোষিত না হয় এবং শ্রমিকও যেন মালিকের অনুকম্পার দাস না থাকে।

মহাত্মাজী নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু অবস্থা ভেদে নিয়ন্ত্রণ চালু করিলেও প্রথম সুযোগেই গবর্মেণ্টের উহা প্রত্যাহার করা উচিৎ। জনসাধারণকেও এজন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

## মিল বনাম কুটীরশিল্প

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, আমরা মিল জাত অথবা কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব। আমার মনে হয় বিশ্ব-পরিস্থিতি ও দেশ রক্ষার প্রয়োজনে কল-শিল্প ব্যবহার করিব ও বাকী সাধারণ জীবনে কুটীরশিল্পের প্রতিই মনোযোগ দিব। ইহার মধ্যে খাদির স্থান সর্বোচ্চ।

## আদর্শ সমাজ

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে আনন্দ ও বিলাসিতার লক্ষণ প্রকট হইয়াছে। সেবার ভাব দূর হইয়াছে। পুরুষ নারীকে সম্মানের পাত্রীরূপে দেখিবে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। জীবন যাত্রাকে সাধারণ করিয়া চিন্তাধারাকে উন্নত করিতে হইবে।

## কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ক্রুটী

ইহার সংস্কার সাধন প্রয়োজন। সক্রিয় ও যোগত্যা-সম্পন্ন সদস্য গ্রহণে সততা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া যাঁহারা বাস্তবিক সদাচরণ করিয়াছেন কেবল মাত্র তাঁহাদেরই রাখিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে।

---

# স্থানীয় সংবাদ

**নারায়ণপুরে হত্যাকাণ্ড**—চাস থানার নারায়ণপুর গ্রামের মকু সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি গত ২৭।৯।৫০ তারিখে ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়াছেন পুলিস সন্দেহক্রমে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং এই হত্যা ও ডাকাতির পশ্চাতে ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছে।



**গান্ধী জয়ন্তীর কার্য্য সূচী**—গান্ধীজীর পুণ্য জয়ন্তীতে পুরুলিয়ায় নিম্নলিখিত কার্য্য সূচী অনুসৃত হইবে—২রা অক্টোবর: ভোরে প্রভাত ফেরী, সকাল ৭।৮ টায় শিল্পাশ্রমে এবং নিবারণ পার্কে পতাকা উত্তোলন।

৩রা ও ৪ঠা—জেলায় অন্নাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের বিপন্ন-দিগের সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

৫ই ও ৬ই সন্ধ্যা ৬॥০ টায়—যথাক্রমে হরিজন পল্লী এবং চাকদা গ্রামে জন-সংযোগ এবং গান্ধী জীবনা-লোচনা।

৭ই সন্ধ্যা ৬॥০ টায় নামপাড়া ব্যায়ামশালা প্রাঙ্গণে লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে গান্ধীপাঠচক্রের উদ্বোধন।

৮ই সন্ধ্যা ৭টায়—শিল্পাশ্রমে হরিজনদের দ্বারা গীতি-নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত ও গান্ধী জীবনালোচনা।

**সরকারী দায়িত্বের নমুনা**—গত বৈশাখ মাসের শেষ তারিখে জোতগড়া গ্রামের কয়েকজন আদিবাসী সাময়িক ঋণ গ্রহণের জন্য পুঞ্চা থানায় ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট যায়। তাহাদিগকে ধান ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত দিবস ধান দেওয়া হয় না। বাধ্য হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ঐ স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হয়। ফলে রাত্রি বেলায় চোর আসিয়া জনৈক মাঝির একটি গরুর গাড়ী চুরি করিয়া লইয়া যায়। ওয়েলফেয়ার অফিসারকে ঘটনা জানান হইলে তিনি তাহাদিগকে থানায় সংবাদ দিতে নিষেধ করেন এবং নিজেই ইহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রবোধ দেন। প্রকাশ যে, উক্ত গরীব আদিবাসীর গাড়ী চুরির বিষয়ে কোনো ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

**মোটর দুর্ঘটনা**—গত ২২।৯।৫০ তারিখে চাস রোডের নিকট কাশীপুরের জনৈক লাল সাহেবের মোটরের ধাক্কায় একটি বালক গুরুতররূপে আহত হয়। বালকটিকে পুরুলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

**নিরুদ্দেশ**—শালডিহা নিবাসী শ্রীরামু বাউরী জানাইতেছেন যে, গত ৪ঠা আশ্বিন হইতে আমার পুত্রকে পাওয়া যাইতেছে না। বালকটীর নাম শ্রীআনন্দ বাউরী মাতৃহীন; বয়স আন্দাজ ৯ বৎসর, বর্ণ কাল; সম্মুখের একটি দাঁত ভাঙ্গা এবং মাথায় পশ্চাতে ফোড়ার দাগ আছে। কেহ পাইলে, দয়া করিয়া নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীরামু বাউরী

সাং শালডিহা পোঃ গৌরাংডি (মানভূম)

**সোদপুয়াড়ায় হত্যাকাণ্ড**—আড়ষা থানার সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে গত ৪।৯।৫০ তারিখে সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় আড়ষা থানার সোদপুয়াড়া নিবাসী দুখু গঁরাই নামক একজন তরকারী ব্যবসায়ী কাঁটাডির হাট হইতে ফিরিবার সময় জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার বড়দাদা ও মেজদাদার সন্দেহক্রমে পুলিস জনৈক লখিরাম মুদিকে গ্রেপ্তার করে।

এই প্রসঙ্গে জনসাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে যে, কাঁটাডি ফাঁড়িতে পুলিস থাকিবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও উক্ত হত্যাকাণ্ডের ১ মাস পূর্ব্ব হইতে কোন পুলিসকে উক্ত ফাঁড়িতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জনসাধারণের অভিমত এই যে, ঐ অঞ্চল আড়ষা থানার বহু দূরবর্ত্তী বলিয়া নিয়মিত পুলিস তদারক প্রয়োজন।

**প্রতারণায় অভিযোগ**—ঝালদা হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ঝালদা এসোসিয়েশন নাম দিয়া কতিপয় সম্মানীয় ব্যক্তি হাটে হাটে ঢোল দ্বারা প্রচার করিয়া-ছিলেন যে, ঝালদা হাই স্কুল গ্রাউণ্ডে "কালিঘাট" "মোহনবাগান" এবং ইষ্টবেঙ্গলের সম্মিলিত খেলোয়াড়-দের সহিত মানভূমের বাছাই একাদশের ফুটবল খেলা হইবে। ক্রীড়ামোদীগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে কলিকাতার একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর টিমের সহিত মানভূমের ততোধিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেলোয়াড়দের ফুটবল প্রতিযোগিতা হইয়াছে। তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছেন—বহু লোককে প্রতারিত করিয়া এরূপ টিকিট বিক্রয়ের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

**মোটর দুর্ঘটনায় আহত**—গত ২৯।৯।৫০ মানভূম ডি, বোর্ড এর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত পি, কে, রায় ও তাঁহার অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার কন্যাকে (দীপু) লইয়া সকালে মোটরযোগে রাঁচি যাইতেছিলেন। রাঁচি হইতে আনুমানিক ১১।১২ মাইল পূর্ব্বে মোটরটীর সামনের একটী চাকা খুলিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় অবিনাশ বাবু ও তাঁহার কন্যা গুরুতররূপে আহত হন। একটী ট্রাক তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ রাঁচি হাসপাতালে লইয়া যায়। কন্যাটী ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে; কিন্তু অবিনাশ বাবু তখন হইতে সংজ্ঞাহীন হইয়া (প্রাপ্ত ১।১০।৫০ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত) সঙ্কট-জনক অবস্থায় রহিয়াছেন। অন্যান্য আরোহীরা সকলে সুস্থ আছেন।

# হিন্দুস্থান

## কো-অপারেটিভ

## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃর

**আর একটী সাফল্যময় বৎসর (১৯৪৯)**

নূতন বীমা—১৩,৩৬,৫৬,২৪৩

মোট চলতি বীমা—৬৯,৭৩,২৩,২১৮

প্রিমিয়ামের আয়—৩,২০,০৩,৭১৫

বীমা তহবিল—১৪,২০,৬১,৯৪১

তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ—২,১৩,৪১,৪০৯

মোট সম্পত্তি—১৫,৬৪,২৯,৭৭১

দেয় ও প্রদত্ত দাবীর

পরিমাণ—৭১,০২,৫০০

শঙ্কর ভূষণ সুর

অর্গেনাইজার, পুরুলিয়া।

---

# অঙ্গশ্রী

নীলকুঠিডাঙ্গা—পুরুলিয়া

আপনাদিগকে আন্তরিক শুভ কামনা জানাইতেছে ও আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

এখানে সকল প্রকার মিল, তাঁত ও সিল্কের বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়।

---

## দি পুরুলিয়া নার্সারী, ভাটবাঁধ

পুরুলিয়া, মানভুম।

প্রোঃ অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স (রেজিষ্টার্ড)

উৎকৃষ্ট সব্জী বীজ ও কলম গাছের মূল্য তালিকা।

যথাক্রমে বাঁধাকপি—জলদী, মাধ্যমিক ও নাবী তোঃ ১৲, ১॰ ও ১৲ ফুলকপি—জলদী, মাধ্যমিক, নাবী ও রাক্ষুসে তোঃ ৮০, ১৲, ১।০, ৫৲। মূলা—১ ফুট, ১॥০ ফুট ও ২ ফুট তোঃ ৵০, ৶০, ।০ সের ৫৲, ৭৲ ও ১০৲।

যে কোন বীজ ২ তোলার দামে ২॥০ তোলা পাইবেন।

---

## পূজার ছুটী

আগামী ১৭।১০।৫০ তারিখ হইতে ২৮।১০।৫০ তারিখ পর্য্যন্ত মুক্তি প্রেস দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে ১২ দিন বন্ধ থাকিবে।

ম্যানেজার

২।১০।৫০ মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

---

আগামী ১৬।১০।৫০ তারিখে মুক্তির ৪৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া দুর্গা পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে দুই সপ্তাহ প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। তৎপরে পুনরায় ৬।১১।৫০ তারিখে ৪৭শ সংখ্যা বাহির হইবে।

ম্যানেজার মুক্তি

২।১০।৫০ পুরুলিয়া।

---

# পুরুলিয়া সহরে

## ধানবাদের সুবিখ্যাত সরিষার তৈল

## "শ্রীদুর্গা মার্কা"

ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত **'আগ মার্কা'**

[ "আর্জীমন" অর্থাৎ "শিয়ালকাঁটা" বর্জ্জিত ]

নিবেদক ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ।

ডিপো ঃ নামোপাড়া—পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

( সাপ্তাহিক পত্রিকা )

১১শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে আশ্বিন ১৩৫৭, ১৬ই অক্টোবর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

## জননী এসেছে দ্বারে

বাজা রে শঙ্খ, গা'রে আগমনী, অর্ঘ্য সাজায়ে আন—
দীনের কুটিরে যা' আছে অশ্রু হাসি আনন্দ গান ;
জননী এসেছে দ্বারে,
কী আছে রে কা'র আন উপচার নবীন-জীবন-ভারে ॥

জননী আমরা যুগে যুগে তব গড়েছি আসনখানি,
আজি পূজা হবে স্মরিয়া বিগত সেদিনের মহা-বাণী,
আজি পূজা হবে আজিকার ভাঙা কুটিরে জ্বালায়ে বাতি,
আজি পূজা হবে আগামী দিনের আশায় জীবন ভাতি' ॥

তিমির-বিজয়ী পণে—
আজিকার পূজা সার্থক হোক দশভূজা-আবাহনে ॥

আয়াহি বরদে দেবী ঃ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

## নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে—পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর খসড়া ভোটারের তালিকা নিম্নলিখিত স্থানে টাঙ্গানো হইয়াছে। যদি কাহারো কোন দাবী বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ১০ই অক্টোবর হইতে ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে আফিস খোলা থাকাকালীন মিউনিসিপ্যাল অফিসে সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে সাড়ে চার ঘটিকা পর্য্যন্ত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

| | |
|---|---|
| ১। সমস্ত ওয়ার্ডের জন্য | মিউনিসিপ্যালিটী অফিস |
| ২। ১নং ওয়ার্ড | দজিটোলা মুক্তাব (নরাকর রোড) |
| ৩। ২নং ওয়ার্ড | পুনসেফডাঙ্গা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৪। ৩নং ওয়ার্ড | ইউনিয়ান ক্লাব |
| ৫। ৪নং ওয়ার্ড | এস, ডি, ও আদালত |
| ৬। ৫নং ওয়ার্ড | নডিহা পুলিশ আউট পোষ্ট |
| ৭। ৬নং ওয়ার্ড | কেতিকা দুর্গামেলা |
| ৮। ৭নং ওয়ার্ড | নিলকুঠিডাঙ্গা এল, পি স্কুল |
| ৯। ৮নং ওয়ার্ড | তেলকল পাড়া কালীমেলা |
| ১০। ৯নং ওয়ার্ড | পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয় |
| ১১। ১০নং ওয়ার্ড | হোসেনগঞ্জ রোড মুক্তাব |
| ১২। ১১নং ওয়ার্ড | ৺প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী |
| ১৩। ১২নং ওয়ার্ড | পোষ্ট অফিস বাঁকুড়া রোড |
| ১৪। ১৩নং ওয়ার্ড | বিশ্বকর্ম্মা মেলা বাঁকুড়া রোড |
| ১৫। ১৪নং ওয়ার্ড | নামোপাড়া পুলিশ আউট পোষ্ট (বাঁকুড়া রোড) |
| ১৬। ১৫নং ওয়ার্ড | নিউ সিনেমা হাউস (জয়নারাণ দাস মল রোড) |
| ১৭। ১৬নং ওয়ার্ড | আমলাপাড়া উচ্চ প্রাথমিক স্কুল |

## চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)।

### চালের স্লিপে পক্ষপাতিত্ব

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার প্রচার বহুল পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রতিকার জন্য জানাই যে, চাষ গ্রামবাসী এবং হরিজন জাতির সানুনয় নিবেদন এই যে, ১৩।১০।৫০ তারিখে শ্রীজগৎচন্দ্র মোদকের দোকানে কণ্ট্রোলে চাউল বিলি হয়। সুবিধায় চাউল পাইবার জন্য হরিজন ভাইসব এবং চাষ গ্রামবাসীরা অনেকেই আসেন। লোকের ভীড় দেখিয়া থানা পঞ্চায়েতের সভাপতি হরদয়াল শর্ম্মা, মতিলাল মাহাতা, শম্ভু মাহাত ও চিনিবাস এই ভদ্রমহাশয়গণ স্লিপ কাটিতে থাকেন। স্লিপ কাটিতে কাটিতে বুঝিলাম যে হরদয়াল বাবু নিজের স্বজাতি এবং পরিচিত লোকদিগকে ৫।৭ টাকার করিয়া স্লিপ দেন এবং চাষ গ্রামবাসীদিগকে ও হরিজন জাতিদিগকে ১৲ এক টাকার উর্দ্ধে স্লিপ দেওয়া হয় নাই। যদিও তিনি এক টাকার করিয়া স্লিপ দিয়াছেন কিন্তু গরীব লোকদিগকে দেন নাই ইহাতে কেহ সাক্ষী থাকিবে না স্লিপেই সাক্ষী দেখিবেন।

অতএব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা এই যে, যাহাতে হরদয়াল বা মাহাতা এই চারি বাবুরা স্লিপ না কাটেন। ইতি—

শ্রীশশীভূষণ বাউরী, হরিজন সেক্রেটারী
রাজিব রজক, ছুটু রাজোয়াড, বেহারী মিস্ত্রী, সিপতি হাড়ি দিং—চাষ।

---

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু, পুরুলিয়া

মহাশয়,

পুরুলিয়া থানার অধীন চাকদা ষোল আনা গ্রামনিবাসীর সবিনয় নিবেদন এই যে গত ২৬শে ভাদ্র ইং ১২ই সেপ্টেম্বর তাং বেলা ৩টার সময় নিকটবর্ত্তী

(১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



# 'মুক্তি'

২৯শে আশ্বিন সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

## আহ্বান

হে জগজ্জননী, লোক-পালিনী দুর্গে! তোমার শুভ-আগমনীর পুণ্যক্ষণে তোমায় বরণ করি।

আমাদের সমাজের হাস্যমুখরিত, ফুল্ল, দীপ্ত জীবনপটে তোমার আহ্বানের আসন করিতে পারি নাই মা; নিরানন্দ কুটিরে তোমায় আজ আহ্বান করি।

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা-ধ্যানময়ী তুমি মা! তোমার আসন আজ রচিত হইবে—দুই মুঠা অন্নের জন্য কাঙ্গালের মত যাহারা অমর্য্যাদার ভিক্ষাপাত্র বহিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, তোমার সেই দুর্গত সন্তানদের অশ্রুসিক্ত আঙ্গিনায়। সারাবছর ঘর্ম্ম-নিষিক্ত পরিশ্রমে ফসল ফলাইয়াও আজ তোমার আগমনীর উৎসব দিনেও যাহারা ভিক্ষুকের মত রিক্ত, নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, তাহাদের ধূলিধূসরিত কুটির প্রান্তে আজ তোমার আবাহন। তোমার লোভাতুর সন্তানের দ্বারা যে সন্তানেরা আজ লুণ্ঠিত, শোষিত—তোমার ক্ষমতালোভী সন্তানদের অব্যবস্থা, অবিচারে তোমার যে সন্তানেরা আজ দলিত, বিভ্রান্ত—হে শক্তিময়ী, বীর্য্যময়ী, সর্ব্বজয়ী লোক-পালিনী জননী! আজ সেই দলিত মথিত পঙ্গু জড় আত্মচেতনহীন তোমার সন্তানের মধ্যে শক্তিরূপে, বীর্য্যরূপে সংহতিরূপে সর্ব্বজয়ী মহিমারূপে জাগ্রত হও মা, আজ তারই মহামন্ত্রের আহ্বান করি।

রিপুদলনী মা! যুগে যুগে তুমি তোমার সন্তানের হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে, বাহুর মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে তোমার মহাপূজার আসন গ্রহণ করিয়া তুমি সমাজের মূঢ় অবিচারী, দম্ভ-রোষিত বর্ব্বর মহিষটাকে তোমার মহাদশভূজের মহাঅস্ত্রে পাতন করিয়া সমাজের রুদ্ধ জীবনের অর্গল মুক্ত করিয়াছ—সমাজের শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা, অগ্রগতি ও আশার জীবনকে স্থাপিত করিতে তোমার বিশ্বজয়ী মহাতেজে।

হে দনুজ-দলনী অসুর-নাশিনী দুর্গে! সমাজের স্তরে স্তরে আজ যে স্বার্থলোভী, ক্ষমতালোভী দনুজের দল আত্মবিস্মৃতির আনন্দে মানুষের রক্ত রস মেরুমজ্জা পান করিতেছে, মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে আপন স্বার্থের জন্য—তোমার জনগণরূপী সন্তান-কুলের জীবনের মধ্যে চেতনারূপে, সংহতিরূপে, বিকার-নাশনরূপে, নির্ভীকতার সিংহরূপে তুমি এই পাপরূপী দনুজ শক্তিকে পরাভূত করিতে, নিষ্ক্রিয় করিতে জাগ্রত হও মা—আজ আহ্বান করি।

দনুজের দল ছদ্মবেশে কোথাও তোমার মহিমার সিংহাসনে প্রভুত্বের ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে; শক্তিকে অকল্যাণে নিয়োগ করিয়াছে; মূঢ়তাকে ক্ষমতার বলে জ্ঞানরূপে স্থাপিত করিয়াছে; অবিচার উদাসীনতায় দায়িত্বকে অবহেলা করিয়াছে,—বহু মানুষের বুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্য ও আনুগত্যকে কৌশল ও ক্ষমতার বলে পঙ্গু করিয়া পরিচালনার অধিকারকে অপহরণ করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে—বহু মানুষের জীবনের দায়িত্বকে বহন করিয়া অযোগ্যতায় মানুষের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়াছে—হে ত্রিনয়নী জ্ঞানরূপা শক্তি! তোমার অন্তর্ভেদী জ্ঞানচক্ষুর আলোকস্পর্শে মানুষের বুদ্ধির নয়নে জ্ঞানাঞ্জন পরাইয়া দাও—যাহার তেজদীপ্ত আলোক অযোগ্যতার আবরণকে দগ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ সত্যকে চিনিবার শক্তি ও সাহস জাগ্রত করিবে। তোমার কর্ম্মের আসন, মর্য্যাদার আসন মহিমার আসন, শক্তি উদ্‌যাপনের আসন ক্লেদমুক্ত করিয়া কোটি কোটি মানুষের রুদ্ধ শক্তির মুক্তিপথ, উৎসারিত করিতে তুমি আমাদের অন্তরে আত্মবিচারের আত্মজাগৃতির শক্তিরূপে জাগ্রত হও জননী—এই আবাহন করি।

আমাদের কোটি কোটি জড় পঙ্গুর জীবনে তুমি জ্ঞানরূপে উদয় হও; কর্ম্মরূপে বিকশিত হও; আত্মবিশ্বাসরূপে, মর্য্যাদারূপে, চরিত্রবলরূপে তুমি জাগ্রত হও চিন্ময়ী। উন্নত দৃঢ়, বলিষ্ট সমাজের বিরাট বক্ষপটে বিশ্বজয়ী জগজ্জননীর মহিমাময়ী পূজার আসন আমরা যেন রচনা করিতে পারি, অভয়া! এই আমাদের আশীর্ব্বাদ দাও, এই আমাদের বর দাও হে বরদে।

---

# চাউল-অনটনের বিকট পরিস্থিতি

## সহর ও জেলার বহু স্থানের দুরবস্থা

### চাউলের হাহাকার ঃ সরকারী ব্যবস্থাও কিছুনাই ঃ বরং বাধা ও বিপত্তি

### সরকারী অব্যবস্থায় জনসাধারণের ব্যবস্থা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

### অনাবৃষ্টির দুর্য্যোগের মধ্যে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ঃ জনসাধারণ আরো জলের প্রতীক্ষায়

### অনাহারে আরো মৃত্যুর সংবাদ ঃ বাঁধ কাটানোর গোলযোগ ঃ ঋণ সংগ্রহে দুরবস্থা

#### জেলার ফসলকে বাঁচাইবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের আবেদন

### অনাহারে মৃত্যুর আরো সংবাদ

কয়েকদিন পুর্ব্বে বান্দোয়ান থানার তুলসীডি গ্রামে অনাহারে একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে সংবাদ আসিয়াছে। গত কল্য চাষ হইতে একজনের অনাহার জনিত মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নাম শ্রীকাতু বাউরী ৬০ বৎসর। চাষের বর্ত্তমান চাউলের অভাবের কারণে ইহা হইয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে। বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

**প্রকৃতির আশীর্ব্বাদরূপে বৃষ্টিধারা—**

বিগত কয়েকদিনে জেলার সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও কিছু ভাল কোথাও সামান্য। কোনো কোনো অঞ্চলে নাম মাত্র। এই বৃষ্টি মানভূমের ফসলের পক্ষে গভীর উপকারী হইয়াছে। আরো জলের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বাঁধে জল সেচন লইয়া গোলযোগের সংবাদ আসিতেছে। মানভূমের ফসল নষ্ট হইলে জেলার ফসলের বিপদ হইবে। সেজন্য সেচন বিষয়ে বাঁধের মালিক, জনসাধারণ, ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সকলের সহানুভূতি সম্পন্ন সহযোগিতা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে জেলার ফসলের কিয়দংশ মরিয়া গিয়াছে।

**জেলার বিভিন্ন অবস্থা**

চাউলের নিরতিশয় অনটনের সংবাদ ছাড়াও সাধারণভাবে জেলার অবস্থা খুব সংকটের মধ্যে এখনো চলিতেছে। আশুধান্য যে অঞ্চলে কিছু হয় সেখানকার কিছু লোকে সুবিধা পাইলেও ফসল কাটার ব্যাপক কাজ আরম্ভ না হওয়ার জন্য কর্ম্মাভাবে ও অন্নাভাবে লোকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতেছে। ঋণ দানের জন্য ব্যাপক ও যোগ্য ব্যবস্থা না হওয়ায় ঋণে বিশেষ সহায়তা হয় নাই। ঋণ লইতে যাহারা আসিতেছে—তাহাদের অতীব কষ্ট হইতেছে। সরকারী টাকা নাই বলিয়া অনেককে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। সহায়তার জন্য এস, ডি, ও প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপনীত হইয়া লোকে অপমানিত হইতেছেন বলিয়া অভিযোগ আসিতেছে। লেভি দ্বারা চাউল সংগ্রহ বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা সামান্য কিছু হইয়াছে জানান হইয়াছে। এই লেভির চাউল কিছু কিছু কোনো কোনো স্থানে দেওয়া হইলেও তাহার বিক্রয় বিষয়ে দুরুপযোগের অভিযোগ আসিতেছে। পুরুলিয়ার এই অন্ন সংকটে লেভির চাউল দেওয়া হয় নাই। মজুত সামান্য থাকিলেও তাহা সত্বর চাহিদা মেটানর কাজ লাগান হইতেছে না। লেভি আইন প্রয়োগ বিষয়ে সরকারী খামখেয়ালের অভিযোগও আসিয়াছে।



## চাউলের যথেষ্ট আমদানী

**লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চল হইতে বিগত ১৩ই অক্টোবর হইতে বহু পরিমাণ চাউল সহরে আমদানী করা হইয়াছে। চাহিদা অনেক খানি মিটিয়াছে। চাষেও সরবরাহ করা হইয়াছে! ব্যবসায়ীদের দ্বারা অন্য থানাতেও চাউল যাইতেছে। কোনো অঞ্চলে চাউলের অভাব থাকিলে লোক সেবক সঙ্ঘকে জানাইলে তথায় পাঠাইবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ সকল স্থান হইতে ক্রয় বিক্রয়ের দল গঠন করিয়া যেন কর্ম্মাদের সহিত সাক্ষাৎ করা হয়—ইহা লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব জানাইয়াছেন।**

## মানভূমের বিভিন্ন বাজারে চাউলের অনটন

**১০ই অক্টোবরের সংবাদ ঃ—**

সম্প্রতি কয়েকদিন হইতে চাষ, ঝালদা, জয়পুর, পুরুলিয়া বাজারে নিরতিশয় চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। এই বাজারগুলিতে চাউল প্রায় একেবারেই পাওয়া যায় না। অন্যান্য খাদ্য শস্যেরও নিতান্ত টানাটানি চলিতেছে। খাদ্যমূল্যও খুব চড়িয়া গিয়াছে।

**ঝালদা সংবাদ**

বিগত ৭।১০ তারিখে ঝালদার কর্ম্মী শ্রীমনীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ ৮।১০ তারিখে ঝালদা যান। গিয়া দেখেন রাস্তায় রাস্তায় শত শত লোক চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনটনের কারণ জানেন যে, গ্রামাঞ্চল হইতে যে টুকুও খাদ্যশস্য আসিতেছিল, চোরাকারবারীরা গ্রামাঞ্চলের পথেই তাহা উচ্চদামে খরিদ করিয়া আমদানী রুদ্ধ করিয়াছে এবং অন্যবিধ কারণ এই যে, ঝালিদার পুলিস কর্ত্তৃক জোর করিয়া একদিন একজনের চাউল বাজারদর হইতে সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়; সেজন্য লোকে ভীত হইয়াও ব্যবসা বন্ধ করে। সরকারী সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নাই। সচিব জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করেন যে, এ বিষয়ে ঝালিদার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান হউক এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে কয়েকজন বিক্রেতা স্থির করা হইলে লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সহায়তা দান করিয়া যে অঞ্চলে চাউল আছে তাহা আনিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। থানার খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে সচিব স্থানীয় কর্ম্মীদের সমভিব্যাহারে থানা পুলিস অফিসারের সহিত দেখা করেন। অফিসার বলেন—থানার খাদ্য-পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁহার কোনা দায়িত্ব নাই। যেটুকু করিতেছেন নিজের আগ্রহে। তবে তিনি যতদূর সম্ভব এই ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে চাহেন। সচিব উত্তরে বলেন—ইহাও আপনার দায়িত্বের অন্তর্গত। চাউল যেখানে আটক হইতেছে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কাহারো উদ্বৃত্ত মজুত থাকিলে বা লুকানো থাকিলে তাহার সংবাদ পাইলে তাহা উদ্ধার করিয়া জনগণকে দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে যতটুকু পারিবেন জানান এবং নাম চাহেন। যাহাদের দোকানে চাউল লুকানো আছে তাঁহাকে নাম দেওয়া হয়। তিনি-কতদূর কি করিয়াছেন খবর পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী সংবাদেপ্রকাশ ঝালিদার লেভির চাউল কিছু পাঠান হইয়াছে।

**জয়পুর সংবাদ**

জয়পুরে কয়েকদিন যাবত লোকে নিদারুণ চাউলের কষ্ট ভোগ করিতেছেন জয়পুরবাসী চাউল খরিদ বিক্রয়ের একটি সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দরবার করিয়া লাঞ্ছিত হন। চাউল ক্রয় বিক্রয়ে নানাবাধা বোধ করিয়া জয়পুরবাসী কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ লেভির চাউল কিছু পাঠান হইয়াছে। এসবগুলি নাম মাত্র। কোনো উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা নাই।

**চাষ সংবাদ**

চাষের অত্যাধিক চাউলের অভাবের সংবাদ পাইয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ ও জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য চাষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের তথা

ব্যবসায়ীদের সহিত এক বৈঠকে সম্মিলিত হন। স্থানীয় অবস্থা আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, চাউল বাজারে একেবারে নাই। কেহ কেহ কোনো জায়গা হইতে দুই চারিসের আনিলে তাহা ৪০৲ হইতে ৪৫৲ টাকা মণের দরে বিক্রয় হইতেছে। সাধারণের পক্ষ হইতে চাউল সরবরাহের জন্য একটি ক্রয় বিক্রয় দল নির্ব্বাচিত করা হয়।

### বাঘমুণ্ডি অঞ্চল

বাঘমুণ্ডি হইতে চালের অনটনের সংবাদ জানান হয়।

# পুরুলিয়া বাজার ও সরকারী কার্য্যকলাপ

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি :—

পুরুলিয়া বাজারে আজ কয়েকদিন যাবত চাউল ও অন্যবিধ খাদ্যশস্যের নিদারুণ অনটন চলিতেছিল। সহরবাসী ও পুরুলিয়ার চতুর্দ্দিকের দূর দূরান্তরের অজস্র গ্রামবাসী খাদ্যশস্যের সন্ধানে পুরুলিয়া আগমন করিতে থাকে। কখনো কেহ কিছু পাইতেছিল; কখনো শত শত লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা সারাদিন পথে পথে ঘুরিতেছিল।

### পূর্ব্বসংকট ও ব্যবস্থা

বর্ত্তমানের এই অবস্থার দিনকতক পূর্ব্বে এইরূপ এক সংকট সহরে দেখা দেয়। অনটন সত্ত্বেও সরকারী কোনো ব্যবস্থা বা সরকারী কোনো দায়িত্ব বোধ ছিল না। জনগণ বা সাধারণ ব্যবসায়ীরা নিজেদের চেষ্টায় চাউল কেনা বেচা করিয়া চালাইতেছিলেন। অবেচনা প্রসূত ধরপাকড়ের ফলে ব্যবসায়ীরা ভয় পাওয়ায় বাজারে চাউল বিক্রয় বন্ধ হইয়া ঐ অবস্থা ঘটে। এই অবস্থায় সরকারী বিভ্রান্তিজনক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া জনগণের পক্ষে চাউল খরিদ-বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা হয়। পরে কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে দায়িত্বশীল অফিসারদের মারফত এবং সরকারী প্রচারভ্যানের মারফত সহরবাসীদের জানান হয় যে, জনসাধারণ লিখিত সরকারী অনুমতি ছাড়াও কেনা-বেচা করুন; সরকারী হস্তক্ষেপ করা হইবে না। প্রত্যেকে ২৪ মণ চাউল আনিয়া প্রত্যহ ঐ চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং গ্রামাঞ্চল হইতে পৃথকভাবে আনিতে অসুবিধা হয় বলিয়া ৭।৮ জন একসঙ্গে চাউল আনিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই অনুসারে কার্য্য অগ্রসর হয়। তথাপি সরকারী পক্ষ হইতে নানা অব্যবস্থায় এই কার্য্যে বাধা ঘটিতে থাকে। সরকারী ব্যবস্থার নামে বাধা দিবার বহু বিভাগ আছে। বাজারে চাউল নাই তজ্জন্য কোনো বিভাগের দায়িত্ব বা ব্যবস্থা বিষয়ে সহানুভূতি নাই। জেলায় ডি, সি এবং এস, ডি, ওর বিভাগ রহিয়াছে, সাপ্লাই বিভাগ রহিয়াছে—পুলিস বিভাগ রহিয়াছে, এন্টি স্মাগলিং ফোর্স রহিয়াছে। সব কটি রহিয়াছে বাজার ও ব্যবস্থাকে জটিল করিতে। এবং পিছনে রহিয়াছেন সরকার—এই সমস্ত বাধাদানকারী বিভাগগুলিকে অব্যবস্থার কাজে পরিচালনা করিতে। পরবর্ত্তী বিবরণ ইহার পক্ষে প্রমাণ প্রদান করিবে।

### বর্ত্তমান উপদ্রব

বিগত ১১ই অক্টোবর বেলা ১০টার সময় ব্যবসায়ীরা আসিয়া আমাদের খবর দেন যে, তাঁহাদের সম্মিলিত ৮ জনের চাউল বোঝাই এক ট্রাক সহরের মধ্যে পুলিস ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে; ব্যবসায়ীরা আমাদের সাহায্য চান। থানায় এস, ডি, ও, পুলিস সাহেব, এ, ডি, এস, ও প্রভৃতি রহিয়াছেন। আমি ও শ্রীবিভূতিভূষণ দাশ গুপ্ত থানায় গেলাম। সঙ্গে ব্যবসায়ীরা গেলেন। থানায় গিয়া ঐ সব অফিসারদের দেখিলাম। আমরা এই ট্রাক ধরার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পুলিস সাহেব বলিলেন, সরকারী হুকুম অনুযায়ী আমরা যাহার কাছে ২৪ মণের বেশী চাউল পাইব ধরিব। আমরা জানাইলাম—কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিক হইয়াছে যে, ৮।১০ জন ব্যবসায়ী এক সঙ্গে ট্রাক বোঝাই চাউল আনিতে পারিবে। পুলিস সাহেব বলিলেন—আমার কাছে এই বিষয়ে লিখিত নির্দ্দেশ নাই; আমি জানি না। এক সঙ্গে বেশী পাইলে ধরিতে হইবে নির্দ্দেশ আছে।

আমরা জানাই যে, এ, ডি, এস, ও উপস্থিত রহিয়াছেন, তিনি জানেন—তাঁহারাই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং সেই মত উঁহাদের কাছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী দলেরও নাম দেওয়া হইয়াছে। এ, ডি, এস ও স্বীকার করেন। কিন্তু লিখিতভাবে অনুমতি না থাকিলে মানিয়া লওয়ার অসুবিধা রহিয়াছে পুলিস সাহেব প্রকাশ করেন ও এ, ডি, এস, ওর সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। পুলিস সাহেব বলেন—ডি, সি ইহা বোধ হয় জানেন না। এ, ডি, এস, ও জানান যে, ডি, সি জানেন; কিন্তু লিখিত কিছু দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে চলিবে না। এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে আমরা জানাই যে, আপনারা লিখিতই অনুমতি দিন আর অলিখিতই দিন; আপনারা বা সরকার জনগণের খাদ্য সরবরাহ করিতে কোনো ব্যবস্থা করিবেন না বা করিতে ইচ্ছুকও নন; লোকে নিজেরা চেষ্টা করিয়া খাইবার উপায় করিতেছে, আপনারা বাধা দিবেন;—এই অবস্থা আমরা সহ্য করিব না। জনগণের খাদ্য ব্যবস্থা করিতে এই সকল বাধা প্রদানকারী আইন মানার প্রশ্ন আমাদের কাছে থাকিবে না। আমরা আইন ভাঙ্গিয়াই নিজেদের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইব। চতুর্দ্দিকে চাউল না পাইয়া হাজার হাজার লোক ছুটাছুটি করিতেছে। ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাছাড়া আপনারা আজ আইনের রক্ষায় তৎপরতা দেখাইতেছেন; কিন্তু সরকার বহুভাবে আইনভঙ্গ করিয়া তাঁহার সমগ্র সরকারী খরিদ ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছেন; লক্ষ লক্ষ মণ চালের চোরাকারবারে নিক্রিয় থাকিয়াছেন; চোরাই চাল খরিদ করিয়াছেন; মানভূম হইতে মানুষের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া চোরাকারবার করিয়াছেন—আর আজ যখন মানুষ অনাহারে বিপদে পড়িয়া নিজেরা ব্যবস্থা করিতেছে—তখন আপনারা আইনের রক্ষা করিতেছেন! এই সব আইনের আমাদের কাছে বিন্দুমাত্র মূল্য নাই। আপনারা কোথায় লোকের কষ্টে সহায়তার দায়িত্ব লইবেন, তাহার পরিবর্ত্তে বাধা দেওয়ার পন্থা বাহির করিতেছেন। ইহাতে পুলিস সাহেব বলিলেন—তাঁহারা জনসাধারণকে সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই তৎপর রহিয়াছেন—বাধা দিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। মৌখিক যে ব্যবস্থায় কাজ চলিতেছে—তাহা না জানার জন্যই এই চাউল আটক করিয়াছেন। ইহা ভ্রমবশতঃ হইয়াছে। চাউল এখুনি ছাড়িয়া দিতেছি লইয়া যান। এইসব ব্যবসায়ীরা আপনাদের ডাকিয়া আনিয়া কেন কষ্ট দিতে গেল। আমাকে আসিয়া সব বলিলেই তো হইয়া যাইত। আর ইহারা তো বলে নাই যে, সম্মিলিত ব্যবস্থার চাউল। ব্যবসায়ীরা বলিলেন, যে দারোগা সাহেব চাউল ধরিয়াছেন তাঁহাকে সব বলা হইয়াছে। সম্মিলিত দলের সকলের নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পুলিসসাহেব দারোগা বাবুর উপরও বিরাগ প্রকাশ করিলেন। পুলিসসাহেব বলিলেন আমি নিজেই ৭ দিন চাউল একেবারে পাই নাই, বিশ্বাস করুন; আমি কি বাধা দিতে পারি ইত্যাদি। আমরা জানাইলাম যে, ব্যবসায়ীরা আপনাদের সব কিছু বলিলেও আপনারা এই বাধা দিয়াছেন; তাহা ছাড়া আপনাদের এক বিভাগ এক রকম নির্দ্দেশ চালাইতেছেন—আর এক বিভাগ কিছুই জানেন না—ইহাও নিতান্তই অযোগ্যতার কথা। এই সকলের ফলে বিপন্ন লোকে হায়রাণ হইতেছে মাত্র। যাহাই হউক আমরা আমাদের সুবিধামত কাজ চালাইব আপনাদের যাহা খুসী করিবেন।

এস, ডি, ও এবং এ, ডি, এস ও পুনরায় অভিমত জানাইলেন, চাউল সরবরাহের জন্য যাহার ইচ্ছা গিয়া চাউল কিনিয়া বিক্রয় করুক। এক সঙ্গে ২৪ মণ আনিয়া বিক্রয় করিবে। দলবদ্ধভাবে ট্রাকে চাউল আনিতে গেলে ট্রাকের ভারপ্রাপ্ত লোকের কাছে যে কয়জনের চাউল তাহাদের নামের তালিকা থাকিবে। কেহ কোথাও আটক করিবে না। এস, ডি, ও আরো বলিলেন—৩০ মণের বেশী চাউলের ব্যবসা যদি কেহ করিতে চায় আমি পারমিট দিয়া দিব। এ, ডি, এস ও উপহাস করিয়া বলিলেন—তাহা হইলে এখুনি দিয়া দিন। এস, ডি, ও বলিলেন—এইসব বিষয় লইয়া পরিহাস করার নয় ইত্যাদি। এইভাবে আমাদের কথাবার্ত্তা হইল ও বুঝিলাম এই অবস্থা; এই আমাদের পরিচালকদের নিজেদের কাজের সীমানা বিষয়ে ধারণা; এই তাঁহাদের পারস্পরিক যোগাযোগের অবস্থা—এই তাঁহাদের কাজের ব্যবস্থা করিবার ধারা।

### পরবর্ত্তী ব্যাপার সমূহ

উপরোক্ত চাউল ধরার ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা ভীত হইয়া চাউল আনা স্থগিত রাখেন। থানায় ঐ ভাবে কথাবার্ত্তার পর স্থির হয় যে, ব্যবসায়ীরা গ্রামাঞ্চল

হইতে চাউল আনিতে যাইবেন। বৈকালে পুনরায় একজন বিক্রেতাকে চাউলের বস্তাসহ ধরা হয়। বিষয়টী লইয়া আমরা কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করি। ব্যাপারটি লইয়া বিভিন্ন অফিসারের মধ্যে মতান্তর চলে। আমাদের বুঝানো হয় বিষয়টি বিভিন্ন! আমরা ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিই। স্থির হয় পরদিন হইতে চাউল আনা হইবে। পরদিন সকালে ব্যবসায়ীরা আমাদের ডাকিয়া জানান যে, তাঁহারা কাজ করিতে ভীত। কর্তৃপক্ষের কোনো কার্য্যধারা নাই; নিজেদের মধ্যে মতান্তর এবং তাহারা নানাভাবে পীড়ন করিবে। আমরা ব্যবসায়ীদের বলি—আমরা আমাদের দায়িত্বে চাউল আনিব—নিজেরা বিক্রয় করিব। নিজেরা ট্রাক লইয়া যাইব। ইহাতে যাহা হয় আমরা দেখিব। ব্যবসায়ীরা যদি চাহেন আমাদের সঙ্গে আসিয়া কাজ করুন, নতুবা আমরা করিব। ইহাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাড়া পড়ে। অনেকগুলি দল চাউল সংগ্রহে বাহির হন। সংগঠিতভাবে দলবদ্ধ ব্যবসায়ীদের ট্রাকে ট্রাকে আমাদের কর্মী রওনা হন। মানবাজারে আমাদের গাড়ী পুণরায় অন্যায়ভাবে আটক করা হয়। আমরা কাজ আগাইয়া চলি। ট্রাক ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়ের ঘটনাগুলি বিশদভাবে পরে বিবৃত হইবে। চাউল সরবরাহের কাজে একদিনেই বহু চাউল পুরুলিয়ায় আসিয়া পড়ে। তাহার পর হইতে বহু চাউল আসিতেছে। বাংলার সীমান্ত বর্ত্তী মানভূমের গ্রাম গুলিতে বহু চাউল পাওয়া যাইতেছে। এ সকলই বাংলার চাল নিষেধাত্মক নির্দ্দেশ থাকিলেও বাংলার বহু চাউল মানভূমে আসিতেছে। নিয়ন্ত্রণ নামক বস্তুটির আজ যে চরম অব্যবস্থা তাহার মধ্যে বাঁচিবার প্রয়োজনে জনসাধারণের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সব জানিয়া বুঝিয়া এবং খোলাখুলিভাবে জানাইয়া করিতে হইতেছে। নিজেদের প্রাদেশিক সরকারের কৃত মানভূমের খাদ্যসংকটে বাংলার চাউল মানভূমকে নিরতিশয় বিপদে বাঁচাইতেছে।

---

## জলাভাবে ধান্যের ক্ষতি ও সেচন ব্যবস্থা

জেলায় সাম্প্রতিক বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বেই এই বিবৃতিটি লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ প্রকাশার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। এখনো ইহার উপযোগিতা রহিয়াছে বলিয়া ইহা প্রকাশ করা হইল:—

দীর্ঘদিন জল না হওয়ায় বহু ক্ষেত্রে ধান শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে ও শুকাইবার উপক্রম করিতেছে। জেলার বর্ত্তমান সংকটের উপর এই অবস্থায় চাষীরা আতঙ্কিত হইয়া জল সেচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বহু ক্ষেত্রে বাঁধের মালিকেরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চাষীদের সহায়তায় বাঁধের জল দিয়া প্রশংসার কাজ করিতেছেন, বহু ক্ষেত্রে মালিকেরা মাছের প্রয়োজনে বা অন্যবিধ আপত্তি তুলিয়া বাধা দিতেছেন। আমাদের বিনীত অনুরোধ মালিকেরা বর্ত্তমান অবস্থার সংকট উপলব্ধি করিয়া চাষীদের জল সেচনের সুযোগ দিবেন। কারণ যে কোনো ভাবে যতদূর সম্ভব ধান না বাঁচাইলে দেশে বিপদ উপস্থিত হইবে। মাছ রক্ষার জন্য ও পানীয় জলের জন্য নিতান্ত যেটুকু দরকার জল রাখিয়া ধান্য সেচনে জল দেওয়া দরকার। সেচনের জন্য মাছের ক্ষতি হইলে তাহার জন্য গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণ দিলে তাহা মালিকদের মানিয়া লওয়া উচিত হইবে। যেখানে মাছের ক্ষতির প্রশ্ন নাই সেখানে ক্ষতিপূরণের কথা উঠা উচিত হইবে না কারণ দেশের ধান্য রক্ষা করা সকলের কর্ত্তব্য। বাঁধে মাছ থাকিলেই আপত্তি বা ক্ষতিপূরণের কথা উঠিবে না। নিতান্ত যেটুকু জলে মাছ বাঁচিবে সেটুকু জলের বিষয়েই কথা উঠিতে পারে।

এ বিষয় লইয়া আমরা বিহারের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলাম। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন জেলার ডেপুটিকমিশনারকে তিনি সংবাদ দিতেছেন যে, জেলার বাঁধগুলি হইতে যেন অবিলম্বে চাষীদের সেচনের জন্য জল দেওয়া হয়। রাজস্ব মন্ত্রী জানাইয়াছেন—বাঁধে জল লইবার সুযোগ থাকিতে ধান মরিতে দেওয়া হইবে না।



সেজন্য আমরা জেলার বাঁধের মালিক ও জনসাধারণকে জানাইতেছি যে সকলে মিলিত চেষ্টায় ধানকে বাঁচান। পানীয় জলের ক্ষতি যেখানে হইবে না সেখানে মালিকের অন্যায় আপত্তি করা চলিবে না। তবে এ বিষয়ে লইয়া কোনো ঝগড়া বিবাদ করা উচিৎ হইবে না। বাধা ঘটিলে থানা পুলিস অফিসারকে খবর দিলে তিনি সত্বর জল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন—আমরা মন্ত্রীদের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়ায় তাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়া কর্তৃপক্ষকে এই নির্দ্দেশ দিতেছেন জানাইয়াছেন। সুতরাং পুলিস এ বিষয়ে তৎপর থাকিবেন। পুলিসের সহায়তা না পাইলে গ্রামবাসী আমাদিগকে জানাইবেন।

আমি আশাকরি সকলে মিলিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবস্থার দ্বারা জেলার ধান্যকে যতদূর সম্ভব বাঁচাইবেন।

---

## গান্ধীজয়ন্তী অনুষ্ঠান

### লোক সেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠিত কার্য্যক্রমসমূহ

বিগত ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর পুণ্য-জন্ম-জয়ন্তীর উদ্বোধন দিবস হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রমসমূহ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত ও উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানগুলি ঘরোয়াভাবে করিবার লক্ষ্য লইয়া সীমাবদ্ধ ব্যবস্থায় করা হয়।

**২রা তারিখের অনুষ্ঠান**

প্রভাত ফেরী :—শিল্পাশ্রমের ও নিমডি লোক সেবায়তনের কর্ম্মীবৃন্দ তেলকল পাড়ায় ভোরে রামধুন সহকারে প্রভাত ফেরী করেন। লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের তথা পুরুলিয়া ব্যায়ামশালার সদস্যদের উদ্যোগে নামোপাড়ায় কর্ম্মীদের ও ছাত্রদের দ্বারা ভোরে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা উত্তোলন :—বেলা ৭৷৷০ টার সময় শিল্পাশ্রমে কর্ম্মীরা বন্দেমাতরম গীত সহকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বেলা ৯টার সময় পুরুলিয়া নিবারণ পার্কে লোক সেবক সঙ্ঘের স্থানীয় কর্ম্মীদের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হয়। বন্দেমাতরম গীত সহকারে পতাকা অভিবাদন করা হয়। অনুষ্ঠানে সহরের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।

সাফাই কার্য্য :—বেলা ৯৷৷০ টার সময় শিল্পাশ্রম ও লোক সেবায়তনের কর্ম্মীগণ ও লোক সেবক সঙ্ঘের সহরস্থ কর্ম্মীগণ এবং নামোপাড়া হইতে পুরুলিয়া ব্যায়ামশালার ছাত্র ছাত্রী ও যুবক কর্ম্মীদের একটি বাহিনী পোকাবাঁধ পাড়ার বস্তি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ধোবঘাটা হরিজন কলোনীতে সমবেত হইয়া সাফাই কার্য্য করেন।

চরখা-যজ্ঞ :—শিল্পাশ্রমে দিনব্যাপী চরখা যজ্ঞ হয়। অনুষ্ঠানে মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও নিমডি লোকসেবায়তনের কর্ম্মীগণ যোগদান করেন।

জয়ন্তী-সভা :—সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় শিল্পাশ্রমে পুষ্পমাল্য-ধূপে মনোরমভাবে সুসজ্জিত গান্ধীজীর মহনীয় প্রতিকৃতির সম্মুখে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার মহান জীবনের কর্ম্ম ও আদর্শ স্মরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা, রামধূন, ভজন, প্রশস্তি-গান, আবৃত্তি, গান্ধী বাণীপাঠ, গান্ধী-বিষয়ে মনীষী-বচন পাঠ ও গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি কার্য্যক্রমের বিভিন্ন সূচী অনুসৃত হয়। রামধূন, ভজন, সমবেত গান পরিচালনা করেন নিমডি লোক সেবায়তনের কর্ম্মীগণ। শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী, শ্রীমান রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি মধুর প্রশস্তি সঙ্গীত ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করেন। গান্ধীবাণী, মনীষী-বচন পাঠ ও আবৃত্তি করেন—শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত, শ্রীচিত্ত ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য বিষয়ে কয়েকজন বক্তা নাতিদীর্ঘ কয়েকটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ, শ্রী শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাগর মাহাত, শ্রীনকুল

সহিস। মহাত্মার পুণ্যময় জীবনের জয়গান ও জয়ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

### ৩রা ও ৪ঠা তারিখের কার্য্যক্রম

অর্থ সংগ্রহ :—জয়ন্তীর কার্য্যক্রম স্বরূপে মানভূমের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতিতে সহায়তার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মীদের উদ্যোগে ৩রা ও ৪ঠা সহরের দোকানে দোকানে খুচরা আদায় ও অন্যান্য কিছু আদায়ের দ্বারা দুই শত টাকা আদায় করা হয়। সংগৃহীত টাকা দুঃস্থদের সেবায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

### ৫ই তারিখের অনুষ্ঠান

ধবঘাটা হরিজন কলোনীতে বৈঠক :—সন্ধ্যা ৬৷৹ টার সময় স্থানীয় কর্মীদের উপস্থিতিতে ধবঘাটার ও অন্যান্য পাড়ার হরিজন ভ্রাতাগণের এক সম্মেলন হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে ছাত্রগণ প্রশংসাজনক রামধূন সঙ্গীত করেন ও অলঙ্গীডাঙ্গার গায়ক শ্রীরাধানাথ সহিস সময়োপযোগী কয়েকটি সুন্দর ভজন করেন। তাহার পর গান্ধী-জয়ন্তীর তাৎপর্য্য ও গান্ধীজীর কর্মলক্ষ্যে দলিত জনগণের অগ্রগতি কি ভাবে লাভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কাছে বুঝাইয়া বক্তৃতা দান করা হয়। সভায় কয়েকজন কর্মী চরখা কাটেন এবং হরিজন ছাত্রেরা তকলীকাটা দেখান।

### ৬ই তারিখের অনুষ্ঠান

চাকদা গ্রামে জনসংযোগ সভা :—সন্ধ্যা ৬৷৹ টার সময় চাকদা গ্রামে স্কুল প্রাঙ্গণে সভা হয়। সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ-তলে পুষ্পমাল্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত গান্ধীজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে আগ্রহশীল গ্রামবাসীগণের সমাবেশে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পুরুলিয়া হইতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মীরা যোগদান করেন। লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীরেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ মজুমদার, শ্রীভূতনাথ মাহাত ও শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যোগ দেন। প্রারম্ভে চাকদা স্কুলের ছাত্রগণ রামধুন গান করিলে চরখা কাটা হয়। লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মীরা চরখা কাটা ও স্কুলের ছাত্রেরা তকলীকাটা প্রদর্শন করেন। স্কুলের পক্ষ হইতে অভ্যাগতদিগকে অভিনন্দন জানাইয়া স্থানীয় পরিস্থিতি

( ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

(দুই পৃষ্ঠার পর হইতে)

বেলগুমা বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গম্ভীর মাহাতর সহিত গভর্ণমেন্ট বেসিক স্কুল সাবইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত দেবনন্দন প্রসাদ অত্র গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্কুল ঘরের ভিতরে গ্রামস্থ ষোলআনার মুখ্য ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, আপনাদের গ্রামের স্কুলটী বেলগুমা বেসিক স্কুলের স্বার্থে উঠাইয়া দিতে হইবে। যেহেতু এক দেড় মাইলের ভিতরে দুইটী প্রতিযোগী স্কুল থাকিতে পারে না। এবং বেলগুমা স্কুলটী গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত ; সেইজন্য চাকদা স্কুলটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও তুলিয়া দিতে হইবে। এবং চাকদা স্কুলের সমুদয় ছাত্র ছাত্রীরা যাহাতে চাকদা স্কুলটী একেবারে পরিত্যাগ করে তাহার যত্ন লইতে হইবে।

ইহার উত্তরে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে আমাদের স্কুলের কার্য্য বেশ ভালভাবে চলিতেছে এবং গ্রামান্তরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যাইতে বড়ই অসুবিধা হইবে ও নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া দৈনিক দেড় মাইল যাতায়াত করিলে ছেলে মেয়েদের অসুখ বিসুখ হইতে পারে।

আমাদের উত্তরে তিনি সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবং বলিলেন যে, তাঁহার যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া স্কুলটী উঠাইয়া দিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলে গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করান হইবে। অতএব আমাদের নিবেদন এই যে, গ্রামের শান্তিটুকু উচ্ছেদ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করাতে তাঁহার যে কি সুখ সুবিধা হইবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতেছি না। অতএব প্রার্থনা এই যে, উক্ত ঘটনাটী যাহাতে মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইতি—৩রা আশ্বিন।

চাকদার গ্রামবাসীগণ :—

সর্বশ্রী নির্ম্মলচন্দ্র মাঝি, সোনারাম মাহাত, আসমান মাহাত, ভুখল মাহাত, ডমন গরাঞ, ভক্তু গরাঞ, হাবু গরাঞ, কাঞ্চন মাহাত, মহাদেব লোহার, মেঘনাথ গরাঞ, রাধু সদ্দার, হরিপদ দাস।

---



( ১০ পৃষ্ঠার পর হইতে )

বর্ণনা করা হয়। গঠনমূলক কর্ম্মের অন্তর্গত শিক্ষার উপর সরকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা সাম্প্রতিক উৎপাতের কথা জানান হয়। তাহার পর আগত কর্মীগণ গান্ধীজীর জীবন ও মহান কর্ম্মের কথা আলোচনা করিয়া শিক্ষার লক্ষ্য ও সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে কিভাবে লড়িতে হইবে তাহা বলেন। গ্রামবাসী অভ্যাগতদিগকে আন্তরিক অভ্যার্থনা জানান ও অতিথি সৎকার করেন। কর্মীরা স্কুল ও স্কুলের বাগান পরিদর্শন করেন। স্কুলের কাজকর্ম্ম ও শিক্ষক দুইজনের প্রচেষ্টা দেখিয়া লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন। অরুণবাবু প্রভৃতি কর্মীরা এই স্কুলটির উপর সরকারী উৎপাতের বিশেষ নিন্দা করেন। এ বিষয়ে অরুণবাবু জানাইয়াছেন যে,—চাকদার নিকটে বেলগুমায় একটি বেসিক স্কুল খোলা হইয়াছে এবং তাহাতে হিন্দি পড়ান হইতেছে ; তিনজন শিক্ষক—ছাত্র মাত্র ১০।১২ জন। চাকদায় বিরাট সংখ্যক ছাত্র—শিক্ষক দুইজন। তন্মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নিরতিশয় দরিদ্র বিধবা শিক্ষয়িত্রী। ইহারা দুইজনে গ্রামের সকলের সম্মিলিত আন্তরিক সহায়তায় স্কুলটি সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সরকারী লোক আসিয়া ইহাদের ধমকাইতেছেন যে বেলগুমা স্কুলে ছাত্র হওয়ার জন্য চাকদা স্কুল উঠাইয়া দিতে হইবে। নতুবা গ্রেপ্তার করা হইবে ইত্যাদি। চাকদা স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি নৈশ বিদ্যালয় ছিল। তাহাও সরকারী চেষ্টায় বন্ধ করা হইয়াছে। উক্ত ভদ্র মহিলাটি দিনের স্কুল ও নৈশ স্কুলে পড়াইয়া তাহার সাহায্যে কোনোক্রমে নিজ নাবালক ছেলেটিকে মানুষ করিতেছেন। বেসিক সাব-ইন্‌সপেক্টর মহিলাটিকে অভদ্রভাবে ধমকাইয়া বহুবিধ অপমান করিয়াছেন ও গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়াছেন। মহিলাটি কর্মীদের কাছে কাঁদিয়া দুঃখ নিবেদন করেন। এই চাকদা স্কুলের ছাত্র ভাঙ্গাইয়াই বেলগুমা স্কুল করা হইয়াছে। চাকদা স্কুল পরীক্ষায় খুবই ভাল ফল দেখাইয়াছে। বাগানে অনেক আয় করিয়াছে। চাকদার এমন স্কুলটির উপরও অমানবোচিত ব্যবহার সরকারী পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। মানভূমে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের সরকারী কর্ম্মপন্থায় জেলার অগ্রগতিকে চূর্ণ করিবার জন্য যাহা খুসী করা আজ সম্ভব হইয়াছে। চাকদায় গ্রামবাসীর কাছে অরুণবাবু মন্তব্য করেন যে, জনগণের এই প্রকার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মশক্তি গঠনের দ্বারাই গান্ধীজীর জাগ্রত জয়ন্তী পালন হইবে। স্কুলটির প্রতি অধিকতর সরকারী অত্যাচারের বিষয়ে গ্রামবাসী প্রতীক্ষা করিয়া আছেন এবং গ্রামবাসী দৃঢ়চিত্তে এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাইবেন এবং ক্ষতি করা হইলেও গ্রামবাসীগণ কুণ্ঠিত থাকিবেন না বলিয়া জয়ন্তী সভায় মত ব্যক্ত করেন। বিহার সরকার পিছন হইতে এই সকল করাইতেছেন—জনগণ দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইতেছেন—কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজীর নামে কাজ চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে লজ্জার বিন্দুমাত্র লেশ দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা নিরন্তর এই কাজ করিয়া মানভূমকে আজ একটা শোচনীয় অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছেন—অরুণবাবু মন্তব্য করেন। বিদায় কালে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান স্কুলের বিপদে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দান করেন। (চাকদা বিষয়ে একখানি পত্র চিঠিপত্র বিভাগে দেওয়া হইয়াছে)।

### ৭ই তারিখের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা ৬৷৹ টার সময় পুরুলিয়া ব্যায়ামশালার নামোপাড়া ক্লাবে গান্ধী পাঠচক্রের উদ্বোধন হয়। লোক সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে ও ব্যায়ামশালার কর্মীদের আন্তরিক সহায়তায় এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই থাকে যে, ব্যায়ামশালার ছাত্রগণ নিজেদের শরীর চর্চ্চার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নিজেদের বহুবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া বিবিধ গঠন-কর্ম্মের সহায়ে উন্নতভাবকে দেশে প্রচারিত করা গান্ধীজীর কর্ম্ম-আদর্শের লক্ষ্য ছিল। ব্যায়াম শালার ছাত্রেরা দেহের গঠন-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ব্রতচারী নৃত্য-সঙ্গীত সহকারে জাতি গঠনের ভাব প্রসারিত করিতেছে। তাহাদের সেই কর্ম্মপ্রচেষ্টার আয়োজন দিয়া গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ব্রতচারী নৃত্যে সমবেত অভিবাদন, 'লাঙ্গল চালাই' প্রভৃতি গান,

কাঠিনাচ, লাঠি অভিবাদন, সমবেত ব্যায়াম, গান্ধী প্রশস্তি, গান, আবৃত্তি, রামধুন, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদির বিভিন্ন কার্য্যসূচী অনুসৃত হয়। ছাত্রদের ব্রতচারী নৃত্যাদি সমাপনান্তে লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে গান্ধী-পাঠ-চক্রের উদ্দেশ্য, কর্ম্মলক্ষ্য ও প্রস্তাবিত কার্য্যধারা বিবৃত করা হয় ও গান্ধীজীর ভাবধারা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়। তাহার পর লোক সেবক সঙ্ঘের আহ্বানে ব্যায়ামশালার উদ্যোগী কার্য্যকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ গান্ধী-পাঠ-চক্রের উদ্বোধন করেন। এবং নাতিদীর্ঘ ভাষণে গান্ধীজীবনের মহানতা ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী নির্গুনানন্দ গান্ধী জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া ছাত্র ও যুবকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন।

ব্যায়ামশালার ছাত্র ছাত্রীগণ তাহাদের পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে ব্যায়ামগুলি অতি সুন্দর শৃঙ্খলা, তৎপরতা ও পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করে। সঙ্গীতগুলি সুন্দর হয়। সঙ্গীতে সঙ্গীতে শ্রীমান রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জী, নন্দ মজুমদার, মানিক সরকার, কুমারী হাসি চাটার্জ্জী যোগদান করেন এবং 'মহামানবের সাগর তীরে' আবৃত্তি করেন শ্রীমান বিজয় মুখার্জ্জী।

**৮ই তারিখের অনুষ্ঠান—**

কৃষ্ণলীলা পালাগান:—সন্ধ্যা ৭টার সময় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে পুরুলিয়ার হরিজন ভ্রাতাদিগের দ্বারা অভিনীত কৃষ্ণলীলা পালাগান হয়। সহরের বহু হরিজন কর্ম্মী ও বালক বালিকা এবং আশ্রম পাড়া ও তেলকল পাড়ার আমন্ত্রিত বহু ব্যক্তি সমবেত হন। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলি হরিজন বালক সুমধুর পালা গান করে। শ্রীরাধানাথ সহিস একটি অতীব সুন্দর 'ভক্তের ভগবান' কবিতা সুর সঙ্গত সহকারে গান করেন। পালাগান দলের নিজেদের কনসার্টপার্টি যোগ্যতার সহিত সঙ্গত করেন।

বাঁশী ও হারমোনিয়ম গানের সুন্দর সঙ্গত করেন তেলকল পাড়ার অন্ধ ভ্রাতাদ্বয় শ্রীবালকিষণ দাস ও শ্রীছুটু দাস। পালাগানের দল নিজেদের চেষ্টায় এই প্রকার উন্নতি লাভ করায় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। বালকেরা গান গাহিয়া কয়েকস্থানে পদক লাভ করিয়াছে। পালাগান শেষে শিল্পাশ্রমের কর্ম্মিদের পক্ষ হইতে জনৈক কর্ম্মী গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদে অনুন্নত দলিত মানুষেরা নিজেদের ভিতর জাগৃতি আনিয়া সকলের সহিত সম-মর্য্যাদা ও সম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন। গান্ধীজীর সেই আহ্বানেই এখানকার হরিজন ভ্রাতাগণ নানাভাবে নিজেদের উন্নতি স্বরূপ এই সাংস্কৃতিক চর্চ্চা করিয়াছেন; এবং তাহা দিয়াই গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতেছেন। গান্ধীজীর মহানভাবধারার আশীর্ব্বাদে তাঁহারা নিজেদের উন্নতির পথে আরো আগাইয়া চলুন—ইহাই আমাদের কামনা।

## বিভিন্ন থানায় গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠান

থানায় থানায় অনুষ্ঠিত জয়ন্তী-দিবসের সংবাদগুলি বিলম্বে পাওয়ায় এ সংখ্যায় দেওয় সম্ভব হইল না। নিমডি লোকসেবায়তন, মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মানবাজার থানার মেট্যালা গ্রাম, বরাবাজারের হেরবনা গ্রাম, বাগমুণ্ডির বুড়দা গ্রাম, হুড়া থানার লক্ষণপুর গ্রাম বান্দোয়ান থানার জিতান প্রভৃতি গ্রাম সমূহের কর্ম্মীগণ ৭ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিবরণী সমূহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ভোজুডি প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত সংবাদাদিও আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

---

## মন্ত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ

বিগত ৯ই অক্টোবর লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত জেলার সেচন ও খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে রাঁচিতে প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

---



## কোরীয় যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতি

মাকিন ও বৃটিশ নৌবাহিনী কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট অধিকৃত ইম্চন্ বন্দরে অবতরণ এবং পরে দক্ষিণ কোরীয়ার রাজধানী শিউলের অধিকারের পর যুদ্ধের গতি আকস্মিকভাবে পরিবর্ত্তন লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার সকল রণক্ষেত্রে মাকিন বাহিনী প্রবল পাল্টা আক্রমণ সুরু করে এবং কম্যুনিষ্ট বাহিনী পিছু হঠিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর কোরীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ওনসানের দিকে ধাবমান হয়। এদিকে, জাতিপুঞ্জের (ইউ-এন-ও) সমর্থন লাভ করিয়া মার্কিন বাহিনীও ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর কোরীয়ায় প্রবেশ করে। উত্তর কোরীয়ার রাজধানী পিয়ংগিয়াংএর অভিমুখে মার্কিন বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিবার যে চরম পত্র দিয়াছিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া দেশ রক্ষার আহ্বান জানাইয়াছেন।

চীনের পররাষ্ট্র সচিব চৌ এন লাই মার্কিন সৈন্য কর্ত্তৃক উত্তর কোরিয়ার আক্রমণএর তীব্র নিন্দা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় আক্রমণ চীন কখনই বরদাস্ত করিবে না।

কোরীয় সমস্যা লইয়া কম্যুনিষ্ট চীন ব্যতীত অন্য কোনও রাষ্ট্রের, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার যোগদানের সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহার বিস্তৃতির সম্ভাবনা না থাকিলেও, ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যাহা ঘটিতেছে তাহাতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রকট করিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি, আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্স এই ত্রিশক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক নিউইয়র্কে সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ঐ বৈঠকে পশ্চিম জার্ম্মানীকে পুনরায় সশস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে পশ্চিম জার্ম্মানীর উপর কোনও প্রকার আক্রমণ হইলে ত্রিশক্তি উহাকে নিজ রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ বিবেচনা করিবেন।

কোরীয় যুদ্ধের অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আমেরিকা পূর্ব্ব জার্ম্মানী এবং পশ্চিম জার্ম্মানীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইতে রাশিয়াকে প্ররোচিত করিতেছে। পূর্ব্ব জার্ম্মানী বর্ত্তমানে রাশিয়ার অধিকারে এবং পশ্চিম জার্ম্মানী আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স এই ত্রিশক্তির অধিকারে আছে। ত্রিশক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের মধ্যে জার্ম্মানীতে অন্ততঃ ৭৫ ডিভিসন সৈন্য গঠন করা হইবে এবং প্রতি ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যের সহিত এক ডিভিসন আমেরিকান সৈন্য থাকিবে। সুতরাং জার্ম্মানীতে গৃহ যুদ্ধ লাগানোর উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে, কোরীয়ার মত সমগ্র জার্ম্মানী ত্রিশক্তির কুক্ষিগত করা।

কিন্তু কোরীয় যুদ্ধের পুনরাভিনয় জার্ম্মানীতে হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয়। কারণ কোরীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে উত্তর কোরীয়ার মত মামুলী এবং তৃতীয় শ্রেণীর শক্তির সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার সমগ্র সামরিক শক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। উত্তর কোরীয়ার কম্যুনিষ্ট সৈন্য বাহিনীতে তিন চার ডিভিসনের অতিরিক্ত অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল না এবং বিমান বহর একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। কোনো কোনো সামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে পুসান বন্দরের যুদ্ধে কম্যুনিষ্ট বাহিনী যদি কোনও এক অঞ্চলে অন্ততঃ দুই শত ট্যাঙ্ক নিযুক্ত করিতে পারিত তবে মার্কিন বাহিনীর রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া পুসান বন্দর তথা সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া অধিকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত।

জার্ম্মানীর ক্ষেত্রে কোরিয়ার পুনরাভিনয় না হইবার কারণ এই যে, সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে প্রায় আড়াই লক্ষ ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান যুদ্ধ-বন্দীরা হিটলারের ভূতপূর্ব্ব সমরাধিনায়কদের নেতৃত্বে পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানীর গৃহযুদ্ধে রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে না—সুতরাং এই গৃহযুদ্ধ প্রথম অবস্থাতেই আন্তর্জাতিক, যুদ্ধ তথা তৃতীয় মহাযুদ্ধের আকার ধারণ করিবে। এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী সমর বিশেষজ্ঞদের মত—জার্ম্মানীর তথা ইউরোপের যুদ্ধে রাশিয়ার জয় অনিবার্য্য সুতরাং এ অবস্থায় আমেরিকার প্ররোচনায় জার্ম্মানীতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার নীতি ত্রিশক্তির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হইতে পারে।

---

দেখিয়া ক্রয় করুন    নকল হইতে সাবধান থাকিবেন

পুরুলিয়া সহরে ধানবাদের প্রসিদ্ধ সরিষার তৈল

# শ্রীদুর্গা মার্কা

## ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত
## (আগ মার্কা)

(আর্জিমন অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা বর্জ্জিত)

গ্রাহকগণ ও দোকানদারদিগকে সাবধান করা যাইতেছে যে আমাদের অনুরূপ /২॥০ সের ও /৫ সের টিনের নকল বাজারে বাহির হইয়াছে। অতঃপর গ্রাহকগণ স্বাস্থ্যরক্ষা হেতু তেল ক্রয় করিবার পূর্ব্বে **আগ মার্কা** এবং **শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ** ছাপ মারা টিন দেখিয়া লইবেন।

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ
ডিপো :—নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

## হিন্দুস্থান
## কো-অপারেটিভ
## ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃর

আর একটী সাফল্যময় বৎসর (১৯৪৯)

নুতন বীমা—১৩,৩৬,৫৬,২৪৩
মোট চলতি বীমা—৬৯,৭৩,২৩,২১৮
প্রিমিয়ামের আয়—৩,২০,০৩,৭১৫
বীমা তহবিল—১৪,২০,৬১,৯৪১
তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ—২,১৩,৪১,৪৭৯
মোট সম্পত্তি—১৫,৬৪,২৯,৭৭১
দেয় ও প্রদত্ত দাবীর
পরিমাণ—৭১,০২,৫০০

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার, পুরুলিয়া।

## পূজার ছুটী

আগামী ১৭।১০।৫০ তারিখ হইতে ২৮।১০।৫০ তারিখ পর্য্যন্ত মুক্তি প্রেস দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে ১২ দিন বন্ধ থাকিবে।

ম্যানেজার
২।১০।৫০    মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

আগামী ১৬।১০।৫০ তারিখে মুক্তির ৪৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া দুর্গা পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে দুই সপ্তাহ প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। তৎপরে পুনরায় ৬।১১।৫০ তারিখে ৪৭শ সংখ্যা বাহির হইবে।

ম্যানেজার মুক্তি
২।১০।৫০    পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

( সাপ্তাহিক পত্রিকা )

১১শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে কার্ত্তিক ১৩৫৭, ৬ই নভেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য—৵০

## বিজয়ার প্রীতি নমস্কার

——বিজয়ার পরে,
প্রণাম জানাই ঘরে ঘরে ॥

যে যেখানে আছে বন্ধু কাছে ও প্রবাসে,
প্রিয় যারা, প্রতিবেশী যারা ভালবাসে,—
আপনারে শত্রু করি রেখেছে যে জন,
সকলের লাগি প্রীতি প্রেম-আলিঙ্গন ॥

মিলনের মহাশক্তি মহৎ-আশ্রয়ে,
সমাজের জীবযাত্রা আপনারে বহে;

বিজয়ার নিমন্ত্রণ তাই সর্ব্বজনে—
মানব-সাগরতীরে মহৎ-মিলনে ॥

অন্যায়ের প্রতিকারে দীপ্ত প্রতিরোধে
সেথাও শুভেচ্ছা রবে পূর্ণ প্রেম-বোধে;
দৈন্য, স্বার্থ, ক্ষতি পানে মিলনের বাণী
সত্যেরে উদ্ভাসি' দিবে তুচ্ছতারে হানি' ॥

——তাই বিজয়ার
নমস্কার সর্ব্বজনে প্রীতি-নমস্কার ॥

# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 10 of 1950—1951.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 4 P. M. on 14. 11. 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 P. M. 14-11-1950. on in presence of the tenderers or their authorised agents.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 of 50-51 | | Thorough Repairs to the existing pucca drains within Chas Bustee. | 5930/- | 200/- | 10.2.51 |

NOTE: (1) The Tenderers are requested to consult the estimated items and quantities of work to be done, in the office of the District Engineer Manbhum, during office hours.

(2) Cement may be supplied at Purulia, for which cost will be deducted at our issue rates which include actual cost & storage charges etc.

(3) All other materials should be supplied by the Contractor.

(4) Tenderers must quote rate for each and every item of the work to be done as per estimated provision and the rates should be written both in figures and letters.

(5) Work will be done upto Budget Provision.

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum




# ‘মুক্তি’

২০শে কার্ত্তিক সোমবার সন ১৩৫৭ সাল


## বিজয়ার সম্ভাষণ

দুর্গাপূজা উপলক্ষে "মুক্তি" দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবার পর পুনরায় প্রকাশিত হইল। আমরা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও দেশবাসীকে আমাদের ৺বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাইতেছি।

## রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়

রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে জনৈক বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার পিতা রাজা রামচন্দ্রকে অপরাধী করিয়াছিলেন। দেশে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইলে তাহার জন্য রাজার পাপকেই দায়ী করা হইত। ইহার মধ্যে সত্য আছে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে অন্নাভাব এবং নানা প্রকার দুর্দ্দশা ভারতের জনসাধারণের জীবনকে দুঃখময় এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার জন্য দেশের বর্ত্তমান শাসনপরিচালক ও নেতৃবৃন্দ যে সর্বতোভাবে দায়ী সে কথা দেশবাসী অতি কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছে। শাসন ক্ষমতা হাতে পাইয়া বা লইয়া তাহারা ভারতের জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের, উন্নতির দিকে তাহা পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাহাদের অযোগ্যতা, অক্ষমতার সুযোগ লইয়া দেশের জনস্বার্থবিরোধী রাজকর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া গৃধ্রধর্মী যাহারা তাহারাই তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা আমাদের বর্ত্তমান শাসনপরিচালক ও নেতৃবৃন্দ হস্তগত ক্ষমতা ও তাহাদের বর্ত্তমান রাজত্ব বজায় ও বহাল রাখিবার জন্য জনস্বার্থ বিরোধী উপাদানগুলির সহায়তাই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ দিয়াছেন। যে কোন কারণেই হোক্ ভারতের বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীন শোচনীয় অবস্থা—যাহাদের হাতে দেশের শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব রহিয়াছে—তাহাদেরই অপকর্ম্মের ফলেই যে হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে শাসন ও পরিচালনার ব্যবস্থার মধ্যেই দেশবাসী কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছে।

দেশে যে বর্ত্তমান শোচনীয় খাদ্যাবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ইহা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, প্রাকৃতিক নির্দ্দয়তা ইহার জন্য যে পরিমাণে দায়ী তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দায়ী মানুষের এবং বর্ত্তমান শাসন যন্ত্রের নির্মমতা এবং অব্যবস্থা। অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা দেখা যাইতেছে যে সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে দেশের খাদ্যাবস্থা এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইত না বা হইলেও ইহার নিরাকরণ সহজসাধ্য হইত। সর্ব্বাপেক্ষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদি কোথাও জনসাধারণ নিজের চেষ্টায় সংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকার বা নিরাকরণের জন্য গঠনমূলক কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেছে, সেখানে বহু রাজকর্ম্মচারী এমন কি ক্ষুদ্র বৃহৎ তথাকথিত কংগ্রেস পরিচালকবৃন্দও তাহা ব্যাহত ও নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমাদের মানভূম জিলার অভিজ্ঞতাতেই আমরা ইহা বলিতেছি।

দেশের শাসনভার কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ও পরিচালনায় এবং তাহাদেরই মনোনীত ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসনযন্ত্র পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিচালনা—এরূপ দূষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার বিষ দেশের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আক্রমণ করিয়াছে। পরিচালক, নেতা ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পাপে রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে, প্রজা কষ্ট পাইতেছে!

রাজশক্তির পাপ প্রজারাও যতদিন সহ্য করিয়া যাইবে ততদিন তাহারা কষ্ট ভোগ করিবে। রাজশক্তির পাপে প্রজা কষ্ট পায় বলিয়াই প্রজার উচিত নিজেরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রাজশক্তিকে পাপ হইতে নিবৃত্ত অথবা তাহার পরিবর্ত্তন করা। যে শাসনযন্ত্র বা যে নেতৃত্ব দেশের শাসন পরিচালনা করে তাহাদের পাপ হইতে নিবৃত্ত অথবা তাহাদের পরিবর্ত্তন না করিলে প্রজা কখনও কষ্ট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। দেশবাসীর নিকট বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

দেশবাসীর নিকট ইহার উপলব্ধি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসে, গবমে'ন্টে ও ইহাদের বাহিরেও বহু দেশ কর্মীরা ইহা অতি কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছে। সম্প্রতি পাটনার ইংরাজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান নেশনের' ৪ঠা নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিহারের সেচ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাম চরিত্র সিংহের এক বক্তৃতায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মুঙ্গের জিলার বেগুসরাই সাবডিবিজনে তেঘরা থানার রাজওয়ারা গ্রামে কংগ্রেস কর্মিদের এক সম্মেলনে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাম চরিত্র সিং বলেন যে—"বিহারের উচ্চ নেতৃবৃন্দ যেভাবে প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রে উলঙ্গ ফ্যাসিবাদের খেলা খেলিতেছেন তাহাতে .আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।" তিনি সাম্প্রতিক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া ইহাকে নিয়মতান্ত্রিক ভণ্ডামী বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে—সুধাং শুজী (যিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন) কেবল মাত্র প্রভাবশালী মন্ত্রীদের একটি হাতের পুতুল মাত্র এবং তিনি এই উচ্চ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি জনসাধারণকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া প্রদেশের বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট শাসকদের উচ্ছেদ করিতে বলেন। * * *—তিনি বলেন যে—"আমাদের নেতৃবৃন্দের পাপে জনসাধারণ তাহাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নেতৃবৃন্দের দিন শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিতেছে।" আজ নেতারা নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধে এই কথা প্রকাশ্যে বলিতেছেন।

বিহার প্রদেশের একজন কংগ্রেস নেতা বিশেষ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীর এই মনোভাব উপেক্ষনীয় নয়। দেশের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দই আমাদের শাসন পরিচালনা করিতেছেন। তাহারা যে পাপ করিতেছেন তাহাতে দেশের প্রজা কষ্ট পাইতেছে। প্রজা কষ্ট পাইতেছে বলিয়া রাজ্য নষ্ট হইতেছে। প্রজার সচেতন ও সংঘবদ্ধ শক্তিই একমাত্র ইহার প্রতীকার করিতে পারে।

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**গোবরাগড়্যা স্থানে রাস মহোৎসব**—পুরুলিয়ায় গোবরাগড়্যা পূর্ণ করিয়া যে জমি করা হইয়াছে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া ঐ স্থানটিতে গত বৎসর হইতে পুরুলিয়ার জনসাধারণের পক্ষ হইতে রাস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ স্থানটি মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকার ভুক্ত রহিয়াছে। পুরুলিয়া স্থিত মিউনিসিপ্যালিটীর অনেকগুলি জমি আছে যাহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী ছিল; তাহা একে একে ব্যক্তিগত ব্যবস্থার অধীন করিয়া দিয়া মিউনিসিপ্যালিটী অনেকগুলি জমির জন-ব্যবহারের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া সহরে গভীর বিক্ষোভ আছে। গোবরাগড়্যার জমিটি ঐ ভাবে জনসাধারণের হাতছাড়া না হইয়া জনগণের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে জনব্যবহার্য্যরূপে থাকিয়া যাওয়ায় জনগণ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছেন। কারণ যে ভুমিতে বাৎসরিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া জনগণের ধর্ম্মানুভূতিতে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঘাত দিবেন না ইহা স্বাভাবিক ভাবে অনুমেয়। রাস মহোৎসব এ বৎসর আগামী ২৮শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে ঐ জমিতে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রদর্শনীটি নভেম্বরের প্রথম হইতে ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া প্রচারপত্র দেওয়া হইয়াছিল। এবং লেখা হইয়াছিল আরো বাড়ানো যাইতে পারে। রাস মহোৎসব ২৮শে হইতে আছে বলিয়া তাহার আয়োজন করিতে দিন দশ লাগিবে। সুতরাং ২০শে।২১শে নভেম্বরের মধ্যে জমি খালি হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রদর্শনী বিষয়ে উপরোক্ত খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া রাস কমিটী মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে ২০শে।২১শের মধ্যে জমি খালি করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়া আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ অনুকূল মনোভাবে আশ্বাস দিয়াছেন।

পূর্ব্বে একটি কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে প্রভাবশালী তথা দায়িত্বশীল পক্ষ হইতে রাস উৎসব ব্যাহত করিতে এই সব কার্য্য করা হইতেছে। লোকে এখনো আশঙ্কা করিতেছে যে, ঐ পক্ষগুলি মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাস মহোৎসবের সময় পর্য্যন্ত প্রদর্শনী চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। কারণ মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের অনুষ্ঠান এবং জনগণের ধর্ম্মের বোধকে পীড়িত করিবার মত মনোভাব রাখেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। এবং আমরা ইহাও মনে করি যে, এরূপ একটি ব্যাপারে জনগণের মধ্যে গভীর বিক্ষোভ ও বিরূপতা সৃষ্টি করিবার অবিবেচনা মিউনিসিপ্যালিটীর মত একটি জন-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষেরা কখনো করিয়া বসিতে পারেন না। আমরা আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত রাস মহোৎসবের আয়োজনের জন্য সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবে অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

---



# খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা চাই

## জেলাবাসী দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবে

### নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারী অব্যবস্থা ও অযোগ্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত
### মানুষের জীবন লইয়া খেলার অবসান চাই : জেলাকে বাঁচিতে হইবে

**অব্যবস্থার মধ্যেও জনগণের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ উপযোগিতার পরিচয় দান করিয়াছে**

**নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বিষয়ে সরকারের দাবী করিবার আজ কোনো অধিকার নাই**

**বিভ্রান্তিজনক সমগ্র পরিস্থিতি ইহার প্রমাণ : সরকার উপলব্ধি করুন : জনগণ অগ্রসর হউন**

### জেলার খাদ্য-পরিস্থিতির বর্ত্তমান রূপ

পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে বিচার করিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন যে, জেলায় গত বৎসরে ধান্য ফসল খারাপ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বিহার সরকার জেলাবাসীর প্রতি কোনোরূপ সহানুভুতি না রাখিয়া জেলার মুখের অন্ন ক্রমান্বিতভাবে কাড়িয়া জেলাকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করেন। সরকারী খরিদ নীতি দ্বারা জেলার খাদ্যমূল্যকেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক করিয়া দেওয়া এবং চাউল নিঃশেষ হওয়ায় কয়েক মাস ধরিয়া জেলায় যে গভীর দুঃখের সময় গিয়াছে জেলাবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন। জনগণের কাতর আবেদন, জেলার সংকটজনক অবস্থা, অনাহারে মৃত্যু সরকারকে টলাইতে পারে নাই; সরকার ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, ভ্রূকুটী করিয়াছেন, অস্বীকার করিয়াছেন, জীবন লইয়া খেলা করিয়াছেন, মর্মান্তিক অনটনে সরবরাহ করেন নাই। তাহার পর যখন ভাদ্র মাসের শেষে বাংলার চাল নিষিদ্ধ পথে মানভুম সীমান্তে উপনীত হইতেছিল, জেলাবাসীর মুখ হইতে তাহা কাড়িয়া চালান দিবার জন্য সরকার নানা কৌশল, নানা ভয়ের আবহাওয়া, নানা আইন কানুনের অযথা উপদ্রবের মিথ্যা এক বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া সেই চাউল আইন বিরোধীভাবে নিজে সংগ্রহ করিতে থাকিয়াছেন। আত্মরক্ষার ব্যাকুলতায় জনগণের দ্বারা যখন সেই মিথ্যা বেড়াজাল সরাইয়া বাংলার চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়, তখন জেলার সাময়িক চাহিদার কতকাংশ তাহাতে পূরণ করা সম্ভব হইল।

### মানভূমের আসন্ন ভবিষ্যত

নূতন ফসল এবার কিছু কিছু উঠিতেছে—কিন্তু মানভূমের সর্ব্বদাসঞ্চিত চাউলের ভাণ্ডারকে এমনভাবে নিঃশেষ করা হইয়াছে যে, তাহার আর্থিক জীবন যাত্রা ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। এ বছর ফসলও অনেক নষ্ট হইয়াছে—বাংলার চাউলের সহায়তায় কোনো রকমে অবস্থা পার হইতেছে—নতুবা অবস্থা মানভূমের নিজস্বরূপে দুর্ভিক্ষের অবস্থাই বলবৎ রহিয়াছে—উহা পার হয় নাই। বাংলার অনিশ্চিত চাউলের উপর ভরসা করা যায় না। তবে জেলাবাসীর আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। নূতন ফসল ব্যাপকভাবে উঠিলে তাহার সহায়তায় এবং সরকারী অব্যবস্থিত

হস্তক্ষেপ বন্ধ হইলে ও কিছু বাহিরের সহায়তা আসিলে জনগণের নিজস্ব সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় জেলার বিপদ কাটিয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য জেলার সমগ্র খাদ্য শস্যের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিবিধ রূপান্তর দান করিতে হইবে।

**জনগণের প্রচেষ্টায় জেলার চাউল সরবরাহের যে ব্যবস্থা চলিতেছে—তাহাতে জনগণের মনে ভরসা দেখা দিয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র স্বাভাবিকভাবে চাউলের সরবরাহ চলিয়া খাদ্যমূল্য যে নিরতিশয় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছিল—তাহা নামিয়া আসিতেছে। নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারী অনাচার সুরু না হইলে দর আরো স্বাভাবিকতার দিকে নামিবে।**

### জনগণের পরিচালনায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা

বিগত ১৩ই অক্টোবর হইতে জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ সহায়তায় লোক সেবক সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পুরুলিয়া সহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে। সহরে প্রাথমিক ব্যবস্থায় কয়েকটি ছোট ছোট ব্যবসায়ী সঙ্ঘ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাষ, ঝালদা, তুলিনে খাদ্য-কমিটী নিয়োগ করিয়া খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র করিয়া খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থানের খুচরা দোকানদারগণ জেলার চাউল ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রগুলি হইতে দুই চারি মণ করিয়া চাউল লইয়া গিয়া জনগণের চাহিদা মিটাইতেছে। দাম-সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সাধারণভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা হইতেছে। চাউল আমদানীর ক্ষেত্রগুলিতে চাউলের দর বিষয়ে তথ্য রাখা, সম্ভবমত দর নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইতেছে। যে সকল চাউল ব্যবসায়ী সম্মিলিতভাবে কাজ করিতেছেন—তাঁহাদের ক্রয় বিক্রয় নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা হইতেছে। কিছু কিছু পাইকার দুই দশ মণ করিয়া চাউল সহরে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য আনিতেছেন। প্রতিযোগিতা করিয়া সেই চাউল খরিদ করিয়া দর অযথা বৃদ্ধি করা যাহাতে না হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। চাউল আমদানীর ক্ষেত্রগুলিতে চাউলের অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার দ্বারা দর যাহাতে বৃদ্ধি করা না হয় তজ্জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে জেলার জন্য খরিদের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পাড়ায় পাড়ায় চাউলের দোকানের জন্য চাহিদা জানানো হইলে তাহার ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এই সকল কার্য্য ব্যবস্থাগুলি স্থায়ী ও অধিকতর ব্যবস্থিত রূপে গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। পুরুলিয়ায় চকবাজারের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের যোগাযোগের জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের এক অফিস খোলা হইয়াছে। খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে যোগাযোগ করিতে হইলে এই অফিসে বা মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করা যাইবে। খাদ্য সরবাহ ব্যবস্থা বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন হইলে বা কোনো অভিযোগ জানান হইলে সাধ্যমত ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইবে বলিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব জানাইয়াছেন। খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ লোক সেবক সঙ্ঘের অফিসে পাঠাইলে সঙ্ঘ উপকৃত বোধ করিবেন—সচিব জানাইয়াছেন। খাদ্য-বণ্টন কার্য্যে সাফল্য লাভের জন্য জনগণের অধিকতর উদ্যোগ ও উৎসাহপূর্ণ সহায়তা পাওয়া যাইতেছে।

বাজার দর যাহা চলিবে তাহার খবর রাখিয়া জনসাধারণ সেই মূল্যে খাদ্য শস্য পাইবার জন্য চেষ্টা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিবেন—লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব আবেদন জানাইয়াছেন।

### চাউলের বর্ত্তমান বাজার

৫।১১।৫০ তারিখের সংবাদ—

চাউলের বর্ত্তমান বাজার দর নামিয়া যে অবস্থায় চলিতেছে তাহা দেওয়া হইতেছে। দর এখন অনিশ্চিত; নূতন ফসল ক্রমশঃই অধিকতর ভাবে আমদানী হওয়ায় দর পরিবর্ত্তনের মুখে চলিতেছে। প্রত্যহই কিছু কিছু কমিতেছে। নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে দর নামিলেও অস্বাভাবিক অবস্থা কাটে নাই—তজ্জন্য দর আরো স্বাভাবিকতার দিকে নামিবে। সম্প্রতি দুই তিন দিন যে দর চলিতেছে তাহা এই —

(১) পুরুলিয়ার বর্ত্তমান দর (পাইকারী বিক্রয়ে)

(ক) রাশী নূতন লাল চাউল অর্থাৎ যাহা গোড়া ভুতমুড়ি নামে পরিচিত তাহা ১৬॥০—১৭৲ চলিতেছে। সাফী নূতন চাউল অর্থাৎ ছাঁটা সাদা যাহা মাঝি, আসন

(১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



# খাদ্য সংকট ও সরকারী কার্য্যকলাপ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মুক্তির বিগত সংখ্যায় পুরুলিয়া, চাষ, ঝালিদা ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানের খাদ্য সংকটের বিবরণ ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিগত ১১ই অক্টোবর চাউলের ট্রাক আটকাইবার খবর ও থানায় অফিসারদের সহিত আমাদের কথাবর্ত্তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই দিনই পুনরায় পুলিস কর্ত্তৃক আর একজনের ১২৪/০ মণ চাউল আটক করায় ও মানবাজারে আমাদের চালের ট্রাক আটক করার সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইযাছে। নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারী অব্যবস্থা বুঝিবার জন্য এইগুলির বিশদ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

### পুনরায় চাউল আটক ও গ্রেপ্তার

বেলা ১১টার সময় আটক করা ট্রাক থানা হইতে ছাড়াইয়া আনিবার কয়েক ঘণ্টা পর পুনরায় আমাদের নিকট খবর আসিল—নডিহার শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তের ঘর হইতে এস, ডি, ও, পুলিস সহ যাইয়া ৬০ মণ চাউল আটক করিয়া থানায় আনিয়াছে। এবং শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছে। এই চাউল নডিহার কয়েকজনের জন্য পূর্ব্বদিন অন্যত্র হইতে আনিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তের ঘরে রাখা হইয়াছিল। এই খবর পাইবার পূর্ব্বেই কাছারীতে হাট ও নডিহার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তাঁহারা নডিহার ঐ চাউলের কথা জানাইয়া বলেন যে, ঐগুলি আমরা হাটে আনিয়া বিক্রয় করিব তজ্জন্য এস, ডি, ওর অনুমতি লইতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম—আপনারা হাটে আসিয়া আপন আপন চাউল বিক্রয় করুন—ইহার জন্য এস, ডি, ওর অনুমতি লইবার দরকার নাই। আমি তাহাদের ফিরাইয়া দিলাম। এই কথাবার্ত্তার ঘণ্টা আড়াই পরেই নডিহার ঐ চাউল আটকের সংবাদ পাইলাম। এবং তদানীন্তন নিদারুণ চাউল অনটনের মধ্যে সরকারী উৎপাত ও বাহাদুরীতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এবং সরকারী ব্যবস্থায় চুরির অবাধ রাজত্ব চলিয়া লোকের যে নিদারুণ অন্নকষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রতিকারে ব্যবসায়ীদের দ্বারা চাউল সরবরাহের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও বাধা দিয়া তাহার মধ্যে সরকারী কর্ত্তারা চোরাবাজার বন্ধের বাহাদুরি করিতেছেন দেখিয়া বিরক্তি বোধ করিলাম। লোকের কষ্টে তাহাদের জন্য চাউল সরবরাহের দায়িত্ববোধ থাকিলে অযথা এই অবিবেচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। চুরি তো সবই আটকাইয়াছেন! এখন সহরের বিপজ্জনক অন্নকষ্টে সরবরাহের জন্য আনীত চাউলের মধ্যে আইনের মস্ত মারপ্যাচ খাটাইতেছেন!

### এস, ডি, ওর সহিত সাক্ষাৎকার

ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে সংবাদে জানিলাম—এই চাউল আটকে এবং গ্রেপ্তারে ব্যবসায়ীরা ভীত হইয়াছেন। কেনা বেচায় এভাবে বাধা ও ক্ষতি হইলে তাঁহারা চাউল সরবরাহে নারাজ। ব্যবসায়ীরা কাছারিতে জমা হইয়াছেন—আমাদের তথায় যাইতে ডাকিতেছেন। আমি চাষ থানায় নিদারুণ অন্নাভাবের সংবাদে চাষ রওনা হইতেছিলাম। এই সংবাদে কাছারী গেলাম। এস, ডি, ওর কোর্টের সম্মুখে ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত দেখিলাম। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা এস, ডি, ওকে লিখিত দরখাস্ত দিয়া জানাইয়াছেন যে, উহা সম্মিলিত কয়েকজনের চাউল পূর্ব্বদিনে রাত্রে বিতরণ হয় নাই তজ্জন্য বাবু শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তর ঘরে রাখা হইয়াছিল। এবং আমাকে জানাইলেন যে এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তা এ বিষয়ে জানেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, রাত্রে বিতরণ না করিয়া পরদিন সকালে এস, ডি, ওকে জানাইয়া যেন যাহার যাহার চাউল তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া লওয়া হয়। এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি এস, ডি, ওর সহিত দেখা করিলাম। তাঁহার কক্ষে পুলিস সাহেব ও এ, ডি, এম, ওকে উপবিষ্ট দেখিলাম। আমি এস, ডি, ওকে বলিলাম—আপনারা পুনরায় কেন চাউল ও বিক্রেতাকে ধরিয়াছেন? এই ভাবে কাজের ক্ষতি হইতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই

থানায় যে কথা হইল পুনরায় এভাবে কাজ কেন হইতেছে? এস, ডি, ও বলিলেন ব্যাপারটি অন্য রকম। এই মাল বহু জনের নয়—একজনের। ইহারা অপনাকে মিথ্যা বলিতেছে। আমি জানাইলাম ইহারা আমাকে পূর্ব্বেই নভিহার চাউলের কথা বলিয়াছে। আমি উহাদের হাটে আনিয়া বিক্রয় করিতে বলিয়াছি। কাহারো একলার চাউল হইলে একথা তাহারা বলিত না। আমাদের মধ্যে কোন সময়ে ঐ কথাবার্ত্তা হয় তাহার হিসাব প্রভৃতি লইয়া এস, ডি, ও বুঝাইতে চাহিলেন যে, চাউল আগেই ধরা পড়িয়া যাওয়ায় উহারা আমাকে প্রতারণার জন্য ঐ সকল বলিতেছে ইত্যাদি। আমি বলিলাম এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তা এ বিষয়ের সত্যতা জানেন—সুতরাং তিনি যখন মধ্যে আছেন তখন তাঁহাকে না জানাইয়া এইভাবে ধরা বা চাউল আটক করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এস, ডি, ও বলিলেন—শুনুন মশাই, আমি যখন ধরিয়াছি এবং অর্ডার দিয়াছি তখন এ বিষয়ে আমি এখন কারুর কথা শুনিতে রাজী নই। আমি বলিলাম—আপনি যা করিয়া ফেলিবেন তাহা যদি অযথা হয় তবে তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে চলিবে কেন? যাহা ঠিক তাহা আপনাকে করিতে হইবে। তখন এ, ডি, এস, ও হাত জোড় করিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন—দয়া করিয়া আপনি কাহারও জন্য সুপারিশ করিবেন না। আমি উত্তরে বলিলাম—আমি কাহারো দালাল নই যে সুপারিশ করব। যাহা যথার্থ ঘটনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই আমি বলিব। এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তা ইহার ব্যাপার জানেন বলিয়া যখন ইহারা দাবী করিতেছেন—তখন ব্যাপার সত্য না হইলে ইঁহারা এমনভাবে বলিতে সাহস করিতেন না। আপনারা তাঁহাকে জানাইয়া ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে পুলিস সাহেব এস, ডি, ওকে বলিলেন—এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তা যখন এ বিষয়ে জানেন—তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার সঠিক হইলে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে—আমাকে এই আশ্বাস দিয়া এস, ডি, ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাকাইয়া বলিলেন—ক্যা সাহেব, এহী হ্যায়। সাহেব গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আমি প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলাম—আপনারা ছাড়ুন আর না ছাড়ুন, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি—সহরের সরবরাহ কাজকে আপনাদের কাজের দ্বারা বাধাগ্রস্ত করিতেছেন। আইনের মারপ্যাচে অযথা হায়রানী ও কাজের ক্ষতি হইতেছে—ইহা কোনো কাজের ব্যবস্থা নহে। আমি বাহির হইয়া আসিলাম।

ঐ ঘরে থাকিবার কালে কথাবার্ত্তার মধ্যে পুলিস সাহেব কোনো এক সময়ে আমার সঙ্গে সফরের জন্য বিছানার পুঁটলি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনি কোথায় যাইবেন? উত্তরে বলিলাম—চাস যাইতেছি। চাউলের পরিস্থিতি জানিতে। বলিলেন—খুবই ভাল, চাসের অবস্থা খারাপ শুনিতেছি। চাস গিয়া চাসের অবস্থা দেখিয়া আমাদের জানাইবেন—চাল দরকার থাকিলে বলিবেন; সম্প্রতি আমরা চন্দনকেয়ারী থানায় অনেক চাল বাজেয়াপ্ত করিয়াছি—তাহা হইতে দুই তিন ট্রাক পাঠাইয়া দিব। আমি বলিলাম, আমার কাছ হইতে রিপোর্টের কি দরকার? আপনাদের দায়িত্ব আছে—চাসে চাউল নাই জানেন, তথায় পাঠাইয়া দিন—নিজেরা তদন্ত করুন। উনি বলিলেন—আপনি যখন নিজে তদন্ত করিতে যাইতেছেন আপনি সংবাদ জানাইলে সুবিধা হইবে—আমরা ২।৩ ট্রাক চাউল পাঠাইয়া দিব। আমি বলিলাম—আচ্ছা জানাইব।

ঐ স্থান হইতে আসিয়া ব্যবসায়ীদের সব কথাবার্ত্তা বলিলাম। এবং বলিলাম যে সরকারী বিভাগ এই আটক করা চাউল সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন বলিয়া আজ আটক রাখিতেছেন। এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তার কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া সন্দেহভঞ্জন হইলে ছাড়িয়া দিবেন এই তাহাদের মত এইরূপ আমি উপলব্ধি করিলাম। আপনারা এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তার কাছে গিয়া তাঁহাকে সব জানাইয়া এবিষয়ে তাঁহার সহায়তা লইবেন। তাঁহারা সম্মতি জানাইয়া একথাও বলিলেন যে, এইভাবে গ্রেপ্তার করায় ব্যবসায়ীরা ভীত হইতেছেন। কাজ করিতে গেলেই নানা অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা তুলিয়া ইহারা এইভাবে বাধা দিবেন—ইহাতে আমরা কি করিয়া কাজ করিব? আমি বলিলাম—চাস হইতে ফিরিয়া এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিব।



## অফিসারদের মধ্যে মতান্তর

১২ই অক্টোবর চাষ হইতে ফিরিয়া পরদিন সকালেই ব্যবসায়ীদের আহ্বান পাইলাম। বাজারে গিয়া বাজার ও হাটের ব্যবসায়ীদের সমবেত দেখিলাম। তাঁহারা জানাইলেন যে, শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তের গ্রেপ্তার ও চাউলের আটক ব্যাপার লইয়া তাঁহারা এন্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তার কাছে গিয়াছিলেন। তাহার যে বিবরণ তাঁহারা দেন ও যাহা ঘটে তাহা এই : ব্যবসায়ীদের কাছে প্রধান কর্ত্তা বিবরণ শুনিয়া এস, ডি ওর কার্য্যে নিরতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ীরা প্রধান কর্ত্তার নিকট একটি আবেদন পত্র লেখেন। প্রধান কর্ত্তা তাহার উপর নিজ মন্তব্য লিখিয়া দেন যে, চাউল আটকের পূর্ব্ব রাত্রে শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত ও অপর ৭ জন চাউল আনিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে পাহারা মোতায়েম গেটে হিসাব দেয় এবং তাঁহার পরামর্শমত চাউল শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তের গৃহে রাখা হয়। তিনি নির্দ্দেশ দেন যে, পরদিন তাঁহাকে বা এ, ডি, এস, ও কে জানাইয়া যেন নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই অবস্থায় শ্রীগোবর্দ্ধন দত্তকে গ্রেপ্তার করা তিনি সমীচীন মনে করেন না। তাঁহাকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া হউক ও চাউল ফেরৎ দেওয়া হউক। তিনি সংশ্লিষ্ট থাকাতেও তাঁহাকে না বুঝিয়া এই ব্যাপার করায় তিনি দুঃখিত। আবেদন পত্র লইয়া ব্যবসায়ীরা এস, ডি, ওর কাছে যান। এস, ডি, ও বলেন—এ্যান্টিস্মাগলিংএর কার্য্য কর্ত্তার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন আছে—তিনি কে? তিনি একজন ইনস্পেক্টর মাত্র—হাকিম নহেন। সুতরাং তাহার এই মন্তব্য করার কি উপযোগিতা আছে, বা তাঁহার এই দুঃখ প্রকাশ করার কি অধিকার আছে? এই বলিয়া হাকিম কোর্ট ইনস্পেক্টারকে ডাকাইলেন এবং কথাবার্ত্তা করিয়া জামিন দিলেন মাত্র। ব্যবসায়ীরা এস, ডি, ওকে ইহাও জানান যে, এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তার কথামত তাঁহারা পরদিন সকালে ডি, এস, ওর অফিসে এবিষয়ে একটি দরখাস্তও করেন, কিন্তু কোনো মতামত পান নাই। পরে এস, ডি, ওর অফিসেও দরখাস্ত করেন। এত সব ব্যাপারের মধ্যেও চাল বাজেয়াপ্ত ও একজন গ্রেপ্তার হইলেন। বিবেচনাহীন আইন শৃঙ্খলার উৎপাতে ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হইয়া কাজ বন্ধ করিলেন। অন্নশূন্য বাজারের অবস্থা আরো সংকটতর হইল। এই বিষয়ের যথার্থ ব্যাপার জানিবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের প্রধান কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রধান কর্ত্তা বলেন—এই গ্রেপ্তার বেআইনী হইয়াছে।

এই চাউল আটকের বিবরণ আলোচনার পর ব্যবসায়ীরা জানান যে, তাঁহারা চাউলের কেনা বেচা করিতে অক্ষম। কারণ নিয়মসঙ্গতভাবে চলিলেও বাধা দিবার মনোভাব লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ যেহেতু চলিতেছেন, সেই হেতু তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, প্রতিপদে তাঁহারা বিড়ম্বিত হইবেন। তাহা ছাড়া সমগ্র জেলাব্যাপী চাউলের ব্যাপারে ঘুষের মনোভাবে নিযুক্ত ধরপাকড়ের যে ব্যাপার, তাহাতে কাজ করাও দুরূহ। সুতরাং তাঁহারা নারাজ।

## ব্যবসায়ীদের ভীতি ও কর্ত্তব্যের আহ্বান

নিদারুণ অন্নকষ্টের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও জাতীয় সরকারের একটি শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব ও বিশৃঙ্খল অনাচার পূর্ণ ব্যবস্থায় আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইলাম। সরবরাহ ব্যবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার দ্বারা যে অবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন, যাহার ফলে লোক অন্নাভাবের এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হইয়া পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে সহানুভূতির সঙ্গে অবস্থার প্রতিকারে জনগণের সঙ্গে কোথায় আগাইয়া আসিবেন, না, তাঁহারা অর্থহীন তথা ক্ষতিকর কার্য্যকলাপ দ্বারা জনগণকে আরো বিপন্ন করিতেছেন। আইনের নামে জনগণকে অভুক্ত রাখিবার ইহাদের এই অনাচার সহ্য করা আর চলে না। জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে। সেজন্য ব্যবসায়ীদের নানা প্রকারে সাহস দান করিয়া জানাইলাম যে, আপনারা অর্থসরবরাহ করুন—আমরা ট্রাকে ট্রাকে করিয়া নিজের চাউল খরিদ করিয়া আনিব, আমাদের কর্ম্মীরা ও শিল্পাশ্রমে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলে বাজারে চাউল বিক্রয় করিবেন। যদি গ্রেপ্তার করে আমাদের করিবে--যদি চাউলের গাড়ী আটক করিয়া চাউল লইয়া অর্থের ক্ষতি করা হয় তবে তাহা আপনাদের সহ্য করিতে হইবে। আমাদের কাছে এখন আইনের দৃষ্টিতে মণের হিসাব ২৪।২০ কিছু নাই—

যে কোন পরিমাণ প্রয়োজন আমরা আনিব—তাহাতে আইন ভঙ্গ হয় হইবে—না খাইতে দিয়া মারিবার আইনকে আমরা আইন মনে করি না—উহাকেই বেআইনীউৎপাত বলিয়া মনে করি। আমরা কাজে অগ্রসর হইতেই ব্যবসায়ীরা আগাইয়া আসিলেন এবং জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহে তাঁহারা আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে দৃঢ়তা জানাইলেন। বাংলা অঞ্চলের চাল হুড়, পুঞ্চা অঞ্চল ও মানবাজার অঞ্চলে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিক্রীত হয়। সেজন্য আমরা দুইদিকে ট্রাক লইয়া রওনা হইলাম। আমি বাগদার দিকে গেলাম।

## রাস্তায় অভিজ্ঞতাসমূহ

ঐ অঞ্চলে চাউল খরিদ করিয়া ট্রাক বোঝাই করিয়া বাগদায় কিছু চাউল লইতেছিলাম—এক হাকিমের গাড়ী দূরে আসিতে দেখা গেল। আমার সঙ্গী ব্যবসায়ীরা ও আশপাশের কিছু লোক নিরতিশয় অস্বস্তি ও উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে নিজেদের ধান চাউল লোকে সরবরাহ করিবে—তাহারও কি অবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের ভীতি ও আড়ম্বর চলিতেছে, অথচ দেশের লোক অন্নাভাবে নিগৃহীত, দরের মা বাপ নাই এবং ঘুসের রাজত্ব। হাকিম পার হইয়া চলিয়া গেলেন, কিছু বলিলেন না। উপদ্রব-কারী, আমি উপস্থিত থাকার জন্য, কিছু করিল না—এই ধারণা পরিব্যক্ত করা হইল। আমি যখন বাগদা গ্রাম মধ্যে তখন ট্রাকে অবস্থিত ব্যবসাদারদের সহিত সরবরাহ বিভাগের জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। তিনি উহাদের বলেন লোক সেবক সঙ্ঘের এই সকল লোক কয়দিন তোমাদের সঙ্গে ঘুরিবে—তাহার পর তোমাদের গ্রেপ্তার করা হইবে। ব্যবসায়ীরা আমার নিকট উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। ট্রাক লইয়া পুরুলিয়া ফিরিবার পথে হুড়া পুঞ্চার রাস্তা যেখানে একত্রিত হইয়াছে সেই লালপুরের মোড়ে আসিয়া দেখি—রাস্তায় দুই ধারে খুঁটি পুঁতিয়া একটি রলা আড় করিয়া পথ আটকাইয়া এক গেট করা হইয়াছে ও শাস্ত্রী পাহারা দিতেছেন। যাইবার সময় কোথাও কিছু নাই, ইতিমধ্যে এক গেট! শুনিলাম—এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের তরফ হইতে দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একে লোকের অন্ন নাই, দেশ শুদ্ধ অন্ন ঝাঁটাইয়া সরকার চালান দিয়াছে, সহস্র সহস্র মণ চাউল চোরা কারবার করিয়া দেশ উজাড় হইয়া যাইবার অবকাশ দিয়া আজ যখন সত্যই অন্ন নাই—জনগণকে খাওয়াইবার চেষ্টা হইতেছে—তখন তদারকের গেট! দেখিয়া মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। যত এই সব তদারক—তত দুর্নীতি। আমরা জানি যে, এই সকল ব্যবস্থা লোকের স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিয়া বেআইনী ট্যাক্সের গুরুভার খাদ্যের উপর কিভাবে কত পরিমাণ চড়ে! বিশেষতঃ এই দুর্দ্দিনে খাদ্য সরবরাহের স্বাভাবিক উদ্যম এই ঘাঁটিগুলি—কতক ঘাঁটিগুলির দোষে, কতক মানুষের আতঙ্কে—বিশেষভাবে ব্যাহত করিবে অনুভব করিলাম। গেট বন্ধ ছিল। ট্রাক হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তিন ঘণ্টার মধ্যে এই নূতন হুকুমত কি জন্য খাড়া হইল। সিপাহীরা হেলিয়া দুলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—কাহে ঘাবড়াতানি, কাহে ঘাবড়াতানি—আভি সব মালুম হো যায়েগা। (অর্থাৎ এত ঘাবড়াচ্ছ কেন—ব্যাপারটা এখুনি টের পাবে)। আমি বলিলাম—সহস্র সহস্র মণ চাল চোরা কারবার হইতে দিয়া,—জেলার লোকের মুখের অন্ন ছিনিয়া লইয়া আজ সরকারের দ্বারা জেলায় যাহা করা হইয়াছে—তাহা গুণ্ডামীরই রাজত্ব হইয়াছে। ইহার পর এতদিনে দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা হইয়াছে! ইহা কি উদ্দেশ্য সাধন করিবে? সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হইয়া ধমক দিবার চেষ্টা করিয়া সুবিধা করিতে না পারিয়া দাবী করিলেন—যাহা বলিয়াছি তাহা আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে।—লিখিয়া দিলাম। গেট খুলিয়া দিল, চলিয়া আসিলাম। রাস্তায় এক বড় পুলিস অফিসার জিপে আসিতেছিলেন। ট্রাক দাঁড় করাইলেন—আমি নামিলাম না। ব্যবসায়ীদের ডাকিয়া বহু জেরা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি গাড়ীতে আছি জানিয়া আমার সহিত ভদ্রভাবে আলোচনা করিলেন। আমি বলিলাম—হাজার হাজার মণ চোরাকারবার যখন হইয়াছে তখন আপনারা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অফিসার বলিলেন—কি বলিব আইন এমন, সব জানিয়াও আমরা কিছু করিতে পারি না। চাউল লইয়া পুরুলিয়া ফিরিলাম।



## খরিদ্দারের ভীড়

পুরুলিয়া ফিরিয়া দেখি শত শত লোক চাউলের জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। বহু গ্রামবাসী সকাল হইতে আশায় বসিয়া রহিয়াছে। শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত প্রভৃতির যে চাউল তিনদিন আটক ছিল তাহা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিক্রয় স্থানে অসম্ভব ভীড়। লোক মরিয়া হইয়া রহিয়াছে, ধাক্কায় নিগৃহীত হইতেছে। আমাদের আনা চাউল আট স্থানে বিক্রয়ের সত্বর ব্যবস্থা হইতেই দলে দলে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। সেদিন অধ্যবসায় সহকারে যাহারা উপস্থিত ছিল—তাহারা সকলেই চাউল পাইল।

## মানবাজারের পুনরায় চাউল আটক

পুরুলিয়ায় চাউল পৌঁছাইয়াই শুনিলাম—মানবাজারে প্রেরিত আমাদের ট্রাক চাউল বোঝাই হইয়া ফিরিবার-কালে মানবাজারের পুলিস কর্ত্তৃক আটক হইয়াছে। ট্রাকের ভার লইয়া শ্রীচিত্তভূষণ গিয়াছিলেন। চিত্তবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, চাউল ভর্ত্তি হইয়া মানবাজারে ট্রাক যখন দাঁড়াইয়াছিল তখন জনৈক পুলিস সাব-ইন্‌সপেক্টর ড্রাইভারকে ডাকাইয়া বলেন—চাউল লইবার জন্য তোমাদের সরকারী পরওয়ানা আছে কি না; ড্রাইভার বলেন—আমার কাছে নাই। তখন তিনি ড্রাইভারের লাইসেন্স দেখিতে চান—লাইসেন্স দেখাইলে তিনি তাহা কাড়িয়া রাখিয়া বলেন, চলিয়া যাও। চিত্তবাবু এই ব্যাপার ঘটিবার সময় কাছে ছিলেন না। খবর পাইয়া ঐ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন ও বলেন যে, কি নির্দ্দেশে আপনি ড্রাইভারের লাইসেন্স কাড়িতেছেন; কি জানিতে চান আমাকে বলুন—চাউল আমার দায়িত্বে আছে সন্দেহ হইলে আমার নাম ও ট্রাকের নম্বর রাখুন। গাড়ী আটক করিতে পারেন না। তিনি বলেন—ওপরওয়ালার হুকুম আছে, আমি ঠিক করিয়াছি। চিত্তবাবু ড্রাইভারকে ট্রাক লইয়া আসিতে বলেন। ড্রাইভার বিনা লাইসেন্সে ট্রাক আনিতে সাহস করিয়া রাজী না হওয়ায় চিত্তবাবু ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন।

## পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ

আমি ও চিত্তবাবু থানায় পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টের খোঁজে যাই। না পাইয়া থানা হইতে ফোন করি ও সকল বিবরণ জানাই। তিনি বলেন—কি হইয়াছে তাহা অফিসারদের কাছ হইতে না জানিয়া তিনি কি বলিতে পারেন। অফিসার নিজের দিক দিয়া আইনের ধারণায় ঠিকই করিয়াছে। আমি বলিলাম—বিনা সরকারী পারমিটে ট্রাক বোঝাই চাউল আনা নেওয়া করা যাইতে পারিবে এ সংবাদ আপনি তাঁহাকে জানান নাই কেন? যদি না জানাইয়া রাখিয়াছেন ইহা আপনার ত্রুটি; আর যদি জানাইয়া রাখা সত্ত্বেও গাড়ী আটক করিয়াছে তাহা হইলে বুঝিব আপনার অধঃস্তন কর্ম্মচারী আপনার কথা শুনে নাই। আর যদি আপনি বলেন যে, আইনের দৃষ্টিতে তিনি ঠিক করিয়াছেন তাহা হইলে আমি জানিতে চাই—আপনারা যে, এইভাবে বিনা পারমিটে চাউল আনা বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন—তাহা বেআইনী হইয়াছে কি না? এইরূপ বেআইনী ব্যবস্থা করিয়া আপনারা যে আজ আমাদের প্রতি এই অসম্মান ঘটাইবার কারণ হইলেন তাহার জন্য প্রতীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অভুক্ত জনগণের চাউল আটক রাখার জন্য আমাদের যে ক্ষতি হইল ইহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে? এ বিষয়ে আপনার দায়িত্ব আছে স্মরণ রাখিবেন। আমি এ বিষয়ে পূর্ণভাবে যাচাই করিব। তিনি বলিলেন—ট্রাকে কয়জনের চাউল ছিল তাহার তালিকা কি রাখা ছিল? আমি বলিলাম—এ প্রশ্ন ওঠে না কারণ মানবাজারের পুলিস অফিসার ব্যাপার কি জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি সরকারী পারমিট দাবী করেন। চাউল কিভাবে আনা হইতেছে তাহার বিষয়ে যাহাতে গোলমাল না ঘটে তজ্জন্য শুধু নাম তালিকা কেন, দায়িত্বশীল কর্ম্মীকে পর্য্যন্ত ট্রাকে পাঠান হইয়াছে। চিত্তবাবু এ বিষয়ে অফিসারের সহিত কথা বলিতে যান—কিন্তু তিনি সরকারী পারমিট চান। এই সকলে বুঝিতেছি—আপনাদের ব্যবস্থা-শৃঙ্খলা নাই। আপনিও তাঁহাকে জানাইয়া রাখেন নাই—অনুমান করিতেছি। অভুক্ত লোকের জন্য চাউল সরবরাহে বাধা ঘটিতেছে। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাই। পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট বলেন—মানবাজারের অফিসারের কাছ হইতে ব্যাপার না জানিয়া কিছু বলিতে পারি না।

উত্তরে বলি—এই আটক সম্পূর্ণ বেআইনী হইয়াছে—ইহা আর জানিয়া দেখিবার কি আছে। আপনারা যা পারেন করিতে থাকুন—আমরা বসিয়া থাকিব না। কাল ভোরে আমরা আরো ট্রাক লইয়া মানবাজার রওনা হইব; কার কি আইন ও ব্যবস্থা যাচাই করিতে চাই। আপনারা এই ভাবে কাজের যে ক্ষতি করিতেছেন তাহার জন্য আমাদের দিক হইতেও দৃঢ় প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে চলিবে না। আমরা কাল ভোরেই আবার মানবাজার যাইব। পুলিস সাহেব ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন—কাল সকালে আমার সহিত দেখা করিয়া যাইবেন—আমার বাড়ীতে একবার আসিবেন কি? আমি বলিলাম—দেখা করিতে চান আমার আপত্তি নাই। আপনি ৮ টার সময় থানায় আসিবেন—এইখানে আসিয়া দেখা করিব—তাহাই সুবিধা হইবে।

আমরা তথা হইতে ফিরিয়া চাউলের বিক্রয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যখন শিল্পাশ্রমে ফিরিতেছি তখন পথি-মধ্যে জনৈক পুলিস কর্ম্মচারী থানা হইতে আসিয়া বলিলেন—পুলিস সাহেব পুনরায় ফোন করিয়া আপনাদের জানাইতে বলিয়াছেন যে, আপনারা যেন তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া ভোরে চলিয়া না যান। উত্তরে বলিলাম—যখন বলিয়াছি দেখা করিয়া যাইব তখন তিনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আগন্তুক বলিলেন—যদি আপনারা মানবাজার যাইবার সময় সঙ্গে কোনো পুলিস সাব-ইনসপেকটার লইতে চান তাহা হইলে সাহেব ব্যবস্থা করিবেন। উত্তরে বলিলাম পিছনে পুলিস সঙ্গে করিয়া আমরা ঘুরিনা। কাজেরও তাহা ব্যবস্থা নহে। অব্যবস্থা না ঘটুক তাহারই নিয়ম থাকুক। অব্যবস্থা ঘটিবে ঠিক করিয়া তাহার জন্য পুলিস সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে হইবে? ব্যাপক কাজ হইবে—কয়জনের জন্য পুলিস দেওয়া হইবে? যাহা হউক কাল সকালে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিব। কার্য্যকর্ত্তাদের কাজের এই প্রকার ধারণা ও ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সকাল ৮টায় থানায় গিয়া দেখি পুলিশ সাহেব রহিয়াছেন। যাইতেই তিনি বলেন—কাল রাত্রেই মানবাজার লোক পাঠাইয়া ট্রাক ছাড়াইয়া দিয়াছি। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করিলেন যে, মান-বাজারের পুলিস অফিসার অন্যায় করিয়াছে। পুলিস সাহেব বলিলেন—চাউল আনা নেওয়ায় পুলিসের কোনো লোক যদি চাউল আটক করে তবে তাহার প্রতি কঠিন শাস্তি দিবেন—এই মর্ম্মে তিনি হুড়া, পুঞ্চা থানা অফিসে সার্কুলার জারী করিয়াছেন। কোর্টের সংলগ্ন তাঁহার অফিস হইতে তিনি সেই সার্কুলার তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেখাইলেন এবং মানবাজারে অনুলিপি পাঠাইতে জরুরী নির্দ্দেশ দিলেন। জনসাধারণের সেবার জন্য তিনি সর্ব-দাই তৎপর এই আশ্বাস পুলিস সাহেব দিলেন এবং যে কোনো রকম দুর্নীতি অনাচার পুলিসের অত্যাচার তাঁহাকে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করিবেন জানাইলেন। তিনি বলিলেন থানায় আটক করা চাউল জনসাধারণে বিক্রয় করিতে অনুমতি দিয়া জনগণকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি বলিলাম ব্যবসা-দারের দ্বারা আনীত জনসাধারণের মুখের অন্ন তিনি ধরিয়া আটক রাখিয়া পরে দেওয়ার ব্যবস্থায় যে অন্যায় হইয়াছে সে দায়িত্ব কাহার? এই কয়দিন চাউল একে-বারে ছিল না—তা সত্বেও এতগুলি চাউল থানায় আটক করিয়া জনগণকে অভুক্ত রাখা নিরতিশয় অন্যায় হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী কে? পুলিস সাহেব জবাব দিলেন—কি করিব এই চাউল আটক করিয়া রাখার দায়িত্ব ছিল অন্য বিভাগের। আটক করা চাউল বিক্রয় ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছিল সেই প্রসঙ্গে দুই এক কথা বলি। অপরের খরিদ করা চাউল যাহা জনগণের জন্য আনা হইয়াছিল—তাহা অবিবেচনার সহিত আটক করিয়া তিন দিন জনগণকে বঞ্চিত করিয়া সরকারী ব্যবস্থায় এমন দরে বিক্রয় করা হইল যাহা দ্বারা ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইল। ১২৪ মণ চাউলের মধ্যে কলমকাঠি, সীতাশাল চালও ছিল, সব রকম চাউল ৷৵০ দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। কোনো প্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল সরবরাহ করিবার বা লোককে পাওয়াইবার ক্ষমতা সরকার বা অফিসারদের নাই; কিন্তু অপরের চাউল স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে খেয়াল খুসীমত দরে বিক্রয় করিবার বাহাদুরী তাঁহাদের আছে! এই ক্ষতির দায়িত্ব কে লইবে? যাহাদের দিয়া বিক্রয় করানো হইয়াছিল—তাহারা আজও মজুরী পায় নাই। একটা বিশৃঙ্খলার সরকারী কাণ্ড কারখানা চলিতেছে। শাসনপদে আসীন মালিকদের খেয়ালই আইন ও নিয়ন্ত্রণ; আর জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কল্যাণকর হইলেও মালিকদের স্বার্থের অনুকূল হয় না বলিয়া তাহা বে-আইনী! ব্যাপার এক অদ্ভুত জটিলতার মধ্যে চলিতেছে, জনগণ ধীরে ধীরে সকল তথ্য জানিবেন। পুলিস সাহেবের সহিত আরো কথাবার্ত্তার পর আমরা থানা হইতে ফিরিলাম। মানবাজার হইতে ট্রাক সকালেই ফিরিয়া আসিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)



# গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠান

## বিভিন্ন গঠনমূলক ক্ষেত্রের কর্ম্ম তালিকার বিবরণ

### নিমডি লোক সেবায়তনে অনুষ্ঠান

নিমডি লোক সেবায়তনে ২রা অক্টোবর হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। লোক সেবায়তনের গ্রামসেবিকাগণ এই উপলক্ষে ৮২ ঘণ্টা সূত্রযজ্ঞের ও বস্ত্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। ২রা অক্টোবর ইহারা পুরুলিয়ায় জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া হরিজনপল্লী সাফাই, পতাকা উত্তোলন, সূত্রযজ্ঞ এবং জয়ন্তী সভায় অংশ গ্রহণ করেন। ৪ঠা হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নিমডি লোক সেবায়তনে প্রত্যহ এক ঘণ্টা সামূহিক সূত্রযজ্ঞ ব্যতীত একটি চরখা ৮২ ঘণ্টা চলে। ৬৯ পাড়ী সূতা কাটা হয়। ৮২ ঘণ্টা বস্ত্রযজ্ঞে ২৪ গজ থানের টানার জন্য সূতা কাটা হয়, ৩২ গজ টানা দেওয়া হয় এবং ১২ গজ কাপড় বুনা হয়। লোক সেবায়তনের কর্ম্মীদের দ্বারা নিমডি, কেতুঙ্গা ও ভিল্লাগ্রামে জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। নিমডিতে প্রভাতফেরী, গ্রামের মেয়েদের দ্বারা সূত্রযজ্ঞ ও প্রার্থনা হয়। মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য রামায়ণ পাঠ করিয়া শ্রোতা-গণকে মুগ্ধ করেন। কেতুঙ্গা গ্রামে সূত্রযজ্ঞ হয়। ভিল্লাগ্রামে গ্রাম সাফাই, সূত্রযজ্ঞ ও গীতাপাঠ করা হয়। ৫০টি ছোট ছেলেকে তেল সাবান দিয়া স্নান করাইয়া গ্রামের ছেলেদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দৃষ্টান্ত দেখান হয়। মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ নিমডি লোক সেবায়তনের ৪ঠা ও ৫ই তারিখের সূত্রযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন; এবং লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ এবং চরখার মূলতম বিষয়ে আলোচনা করেন।

### মেট্যালায় অনুষ্ঠান

গত ৭ই অক্টোবর মেট্যালায় স্থানীয় হরিমণ্ডপে মানবাজার থানার তরফ হইতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মীগণ গান্ধী জয়ন্তী পালন করেন। সকাল ৮টায় প্রার্থনার পর সূত্রযজ্ঞ আরম্ভ হয়। মাঝিহিড়া, বাগডেগা, পিটিদিরী, ভূতাডি, চগকা, কুসুমটিকরী, নডিহা, জবলা প্রভৃতি গ্রামের কর্মীগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পুরুলিয়া হইতে লোক সেবক সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শুভ পদার্পণে এই অনুষ্ঠানটি আরও সাফল্যমণ্ডিত হয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূত্রযজ্ঞ চলে মাঝে মাঝে বৈদ্যনাথ দত্তের গানে উপস্থিত সকলে আপ্যায়িত হন। ১২ ঘণ্টা চরখা যজ্ঞ চলে। ৮ টার পর প্রার্থনা হয়। গান্ধীজীর বাণী বিভিন্ন পুস্তক হইতে সমবেত জনসাধারণকে পড়িয়া শোনানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় মহাত্মাজীর জীবন বিষয়ে ও তাঁহার গঠনমূলক কর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কর্মী-গণকে কাতাইমণ্ডল গঠন করার জন্য আহ্বান জানান, অতঃপর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

### মাঝিহিড়ায় অনুষ্ঠান

গত ৮ই অক্টোবর মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনাড়ম্বরে গান্ধী জয়ন্তীর উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উৎসবে মানভূম লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় যোগদান করেন। প্রাতঃকালে প্রার্থনার পর সূত্র যজ্ঞ আরম্ভ হয়। ১২ ঘণ্টা সূত্রযজ্ঞ চলে। সন্ধ্যায় গ্রামের কর্ম্মীদের লইয়া বৈঠক হয়। বৈঠকে মহাত্মাজীর কর্মধারা লইয়া আলোচনা হয়। কর্মীগণ নিয়মিত সূতা কাটার সংকল্প গ্রহণ করেন। বৈঠকে কাতাই মণ্ডল ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আলোচনা করেন ও কর্মীদের মহাত্মাজীর গঠনমূলক কাজে অধিকতর মন দিবার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

### বাগডেগা ও নাথুরডি গ্রামে অনুষ্ঠান

গত ২রা অক্টোবর বাগডেগায় কর্মীগণ চরখা কাটেন। নাথুরডি গ্রামের কর্মীগণ ২রা হইতে কয়েকদিন ধরিয়া সূত্র যজ্ঞ করেন। মেট্যালা, মাঝিহিড়া ও নাথুরডির সূত্র-যজ্ঞে ৭৩ পাড়ী সূতা কাটা হয়।

## বরাহবাজার থানায় অনুষ্ঠান

হেরবনা অঞ্চলের লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ ৭ই অক্টোবর হেরবনা গ্রামে ৭॥০ টা হইতে ৫॥০ পর্য্যন্ত অখণ্ড চরখা চালাইয়াছিলেন। উপস্থিত কর্ম্মীগণের মধ্যে শ্রীভীম চন্দ্র মাহাত, মথন চন্দ্র মাহাত, পদক চন্দ্র মাহাত, রাসবিহারী মাহাত, প্রাণকৃষ্ণ মাহাত, মতিলাল মাহাত, হিরু সিং সর্দ্দার, গোপাল চন্দ্র মাহাত, গোবর্দ্ধন মাঝি, বুচিরাম মাহাত ধুনাই কার্য্য করিয়াছেন। চরখা যজ্ঞের পর গান্ধীজীর জীবন আলোচনা ও রামধুন গান করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। যে সূতা কাটা হয় তাহা দুঃস্থদের জন্য দান করা হয়।

## লক্ষণপুরে গান্ধী জয়ন্তী

লক্ষণপুর গ্রামে সপ্তাহকালব্যাপী গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ২রা অক্টোবর গ্রামে গ্রামে প্রভাত ফেরী ও পতাকা উত্তোলন হয়। ৭॥ হইতে ৮টা দেশপূজ্য বাপুজীর প্রতি মাল্য দান। ৮ হইতে ১২টা নূতন উপায়ে সার তৈরী ও গ্রাম পরিষ্কার। ১টা হইতে ২টা সূত্রযজ্ঞ। ২টা হইতে ৪টা জনসভা এবং নাটকাদি। ৭টা হইতে ৯টা হরি সংকীর্ত্তন ও হরিজনদের লাচকাঠি খেলা।

৩রা অক্টোবর হইতে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পতাকা উত্তোলন, গ্রাম পরিষ্কার, নূতন উপায়ে সার তৈয়ারী সমবেত প্রার্থনা ও সাধারণ সভা ইত্যাদি।

৮ই অক্টোবর—প্রভাত ফেরী, মাল্যদান, সাধারণ সভা এবং ৬ঘটা ব্যাপী অখণ্ড সূত্রযজ্ঞ।

## ভজুডি রেলওয়ে বিদ্যালয়ে গান্ধী জয়ন্তী

ভোজুডি রেলওয়ে বিদ্যালয়ে আশাতীত সাফল্যের সহিত গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ছোটনাগপুর বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের নির্দ্দেশানুযায়ী "শিক্ষা সপ্তাহ" উদযাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সি, আই, সি, মহাশয় শুভ উদ্বোধন করেন। বহুমুখী কার্য্যসূচীর কয়েকটির উল্লেখ করা গেল :

১। সাফাই (পরিষ্করণ)। ২। শিক্ষার্থীদের যাদুঘর। ৩। প্রদর্শনী খেলা। ৪। বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড প্রদর্শনী। ৫। অভিভাবকদিগের সভা। ৬। ছাত্র ছাত্রীদের ভ্রমণ। ৭। নকল পরিষদ।৮। গান্ধী জয়ন্তী।

গান্ধী জয়ন্তীতে গোমাই ড্যামের এঞ্জিনিয়ার শ্রীআর, পি, আগরওয়ালা মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করতঃ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

---

( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর হইতে )

লাওয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত তাহা ১৭॥০—১৭৸০ চলিতেছে। নূতন ধান ১০৲—১০।০

(খ) খুচরা বিক্রয়—রাশী টাকায়/২৵০। সাফী টাকায় /২ সের। আরো বেশী চাউল পাওয়া উচিত।

(২) হুড়া পুঞ্চা, মানবাজার প্রভৃতিতে দর—আরো কিছু সস্তা—৸০ হইতে ১।০ সিকার মধ্যে সস্তা।

(৩) বান্দোয়ান বরাবাজার অঞ্চলে পুঞ্চা মানবাজার হইতেও আরো কিছু সস্তা যাইতেছে।

(৪) সহরে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে এই সকল দরের চাউল আমদানী হইতেছে বলিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই এই দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কেনা বেচা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের চাল ধান ইহা হইতে সস্তা যাইতেছে। এই সপ্তাহে চাউল ও ধানের দর কি ভাবে যায় তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় জানানো হইবে।

## জেলায় ফসলের অবস্থা

এ বৎসর ফসল বিষয়ে ফসলের প্রারম্ভ সময়ে যে গভীর আশা ও ধারণা হইয়াছিল—তাহা অবস্থা বিপর্যয়ে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। যদিও জেলার সকল অঞ্চল হইতে খবর সঠিকভাবে জানা যায় নাই—তথাপি মোটামুটি সংবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা দেওয়া হইতেছে। আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত জল না হওয়ায় বাইদের বহু ধান মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সমগ্রভাবে জেলার ধান বিপন্ন হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। চতুর্থ সপ্তাহ হইতে সর্ব্বত্র কিছু কিছু জল হওয়ায় ফসল এই সমগ্র বিপদের মুখ হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু বাইদের বহু ফসল নষ্ট হইয়া যায়। কার্ত্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে একটা ভাল জলের প্রয়োজন ছিল—না হওয়ায় বাকী ফসল আশানুরূপ সহায়তা পাইবার পক্ষে বাধা পাইয়াছে। বহু অঞ্চলে কানালীর ধান কিছু কিছু মরিয়া যাইতেছে। চাষীদের অভিমত—জেলার কিছু অঞ্চলে বহালের শস্যেও কিছু আগড়া বেশী হইতে পারে। যাহা জানানো হইয়াছে তাহাতে ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কোথাও টাকায় চারি আনা, কোথায় ছয় আনা, কোথাও আট আনা ফসল এপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে টাকায় বারো আনা নষ্ট হইয়াছে জানানো হইতেছে—কোথাও বিশেষ ক্ষেত্রে দুই আনা ক্ষতির উপর দিয়া গিয়াছে বলা হইয়াছে। জেলার ফসলের ও খাদ্য পরিস্থিতির সম্যক অবস্থা ও তথ্য সঠিকভাবে লইয়া জানাইবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস থানা কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিতেছেন।

---



# স্বরাজের হাকিম

( অরুণচন্দ্র ঘোষ )

বর্ত্তমানে শাসনতান্ত্রিক জীবন যাহা চলিতেছে তাহা দেশবাসী ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন। শাসন পরিচালক হাকিমেরা যাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি পর্য্যায়ের লোক—চতুর্দ্দিকে আজ তাঁহাদের কার্য্যের ধারা দেখিয়া স্বরাজের পরিবর্ত্তন কিছু চোখে পড়িতেছে না—তাঁহারা আজও সেই হাকিম।

আমাদের জেলায় নবাগত হাকিম এস, ডি, ও, সম্বন্ধে আমরা ক্রমাগতই দুর্ব্যবহারের নানা অভিযোগ পাইতেছিলাম; সে সম্বন্ধে দু'একবার আলোচনা করিয়াছি। এবার নিজে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম; বিবরণ দিতেছি।

জেলার ভয়াবহ অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্টে জনগণ সরকারী ঋণ যাহাতে পায় আমরা তাহার চেষ্টা করিতেছিলাম ও করিয়াছি। ঋণদান বিষয়ে মন্ত্রীগণ নানা প্রতিশ্রুতি দান ও অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করিলেও জেলায় কার্য্যকালে যাহা করা হইতেছে তাহা পূর্ণ বিশৃঙ্খলার নামান্তর; লোকের অবর্ণনীয় হায়রাণী; হাকিমদের স্বেচ্ছাচারিতা ও ঋণ বণ্টনের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। নানা অফিসের নানা ব্যবস্থা। এই অব্যবস্থিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি নিয়ম আছে এই যে, ঋণের দরখাস্ত লোন অফিসার বা এস, ডি, ওর হাতে পেশ করিতে হইবে। এবিষয়ে আমি বরাবর আপত্তি করিয়াছি যে, বর্ত্তমানে যে রকম ধারা ও জনগণও যেরূপ ভীরু প্রকৃতির তাহাতে জনসাধারণের হাকিমদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা দুরূহ ব্যাপার সাধারণ কেরাণীদের কাছে দাখিল করার নিয়ম থাকাই ভাল। হাকিমরা মুখে বলেন—আমরা জনগণের সেবায় তৎপর, আমাদের অবাধ দুয়ার—কোনো অসুবিধা নাই ইত্যাদি। সেদিন ইহা পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইলাম—পটমদা থানার কতকগুলি লোকের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে।

বিগত ৩১শে অক্টোবর তারিখে মুক্তি প্রেসে আসিয়া দেখি—ক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ২৮ জন লোক আসিয়া প্রেসের হলঘরে কেহ শুইয়া রহিয়াছে কেহ বসিয়া রহিয়াছে। জানিলাম পটমদা থানার বামনী গ্রাম হইতে দীর্ঘপথ তাহারা পদব্রজে ঋণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। ৪।৫ জন স্ত্রীলোকও আছে। বহুদিন অনটনে ভুগিয়া লোকগুলিকে বিশেষ ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল দেখিলাম। ইহারা সকলেই আদিবাসী। তাহারা জানাইল যে, বিগত অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে লোন অফিসার বরাবাজারে যান—পূর্ব্বে তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া ঐ তারিখে ঋণের জন্য পটমদা হইতে তথায় যায়। অফিসার তাহাদের বিষয়ে যাহা যাহা তদন্ত করিবার তদন্ত করার পর তাহাদিগকে ঋণ লইতে ১৫ই অক্টোবর বরাবাজার আসিতে বলেন। তাহারা নির্দ্ধারিত দিনে বরাবাজার আসে কিন্তু হাকিম যান নাই; তাহারা ফিরিয়া যায়। আরো শত শত লোকের ঐ অবস্থা হয়। এবৎসর বাইদ ধান অনেকের মরিয়া গিয়াছে—অধিকাংশ গরীবের জমি সামান্য করিয়া বাইদ। পটমদার ঐ সব আদিবাসী মাঝি ও ভূমিজদের অতি সামান্য করিয়া জমি। ধানও মরিয়াছে—এখনো চাষের ব্যাপক কাজ লাগে নাই বলিয়া তাহারাও কাজ পায় নাই। অত্যন্ত কষ্টে নিপীড়িত হইয়া তাহারা শেষ চেষ্টায় পদব্রজে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পুরুলিয়া আসে। উহাদের কাছ হইতে জানিলাম যে কিছু খায় নাই—সঙ্গে পয়সাও নাই। উহাদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া কোর্টে যাইতে বলিলাম। কোর্ট হইতে সংবাদ আনাইয়া জানিলাম লোন অফিসার নাই। নিয়ম আছে লোন অফিসার না থাকিলে এস, ডি, ও ঋণ বিষয়ে কাজের ব্যবস্থা করিবেন। আসলে এস, ডি, ওরই দায়িত্ব—অপর একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ভার দেওয়া আছে। সুতরাং ঠিক করিলাম এস, ডি, ওর সহিত উহাদের দেখা করাইয়া দিব।

বেলা ১২ টার সময় কোর্টে গেলাম। তখন এস, ডি, ও আসিয়াছেন। কাজ কি ভাবে চলে পরীক্ষা করিবার সুযোগ লইলাম। নিয়ম আছে—এই সকল হাকিমরা আদালতের বিচারের কাজও করিবেন এবং তাহারই মধ্যে ঋণদানের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবেন। ইহার

জন্ম পৃথক ব্যবস্থিত কোনো ধারা নাই। দূর দূরান্তর হইতে অভুক্ত, বিপন্ন শত শত লোক ঋণের জন্য আসিতেছে—হাকিমদের রাজকীয় ব্যবস্থাধারা ও আদালতের বিচারের দিনব্যাপী কর্ম্মতালিকার মধ্যে তাহারা হাকিমদের সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজিয়া নিরাশ হইয়া দালালদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির একশেষ ভোগ করিতেছে—এই অবস্থা।

আমি ঐ ২৮ জনের মধ্য হইতে তিন জনকে বাছিয়া এস, ডি, ওর খাস কামরার দিকে পাঠাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উহারা যাইতে ভয় পাইতেছিল—কাগজে তিনজনের নাম লিখিয়া আর্দ্দালিকে দিতে বলিলাম। তাহারা গিয়া আর্দ্দালির সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, আর্দ্দালি বলিতেছে এখন দেখা হইবে না দেড়টার সময় আসিও। ঐ সময়ে আমি দেখিলাম এস, ডি, ওর কক্ষ হইতে পুরুলিয়ার একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী বাহির হইতেছেন—যাহাদের সহিত হাকিমদের নিত্য ঘনিষ্ঠ দহরম মহরম ইনি তাহাদেরই মধ্যে একজন। আমি ভাবিলাম—ইহাদের অবাধ গতি কিন্তু পটমদা থানার অভুক্ত জনগণের দ্বারা হাকিমের দর্শন লাভ সহজ নহে। ব্যবস্থা অন্যরূপ হইলে আর্দ্দালির এরূপ করার সাধ্য ছিল না। আমি গিয়া আর্দ্দালিকে বলিলাম—আপনি কেন হাকিমকে ইহাদের খবর জানাইতেছেন না। আপনি আপত্তি করিতেছেন—এই কাগজে লিখিয়া দিন। আর্দ্দালি তৎক্ষণাৎ তিনজনের নাম লিখা কাগজ হাকিমকে দিতে গেলেন।

মিনিট পাঁচ পরে হাকিম উহাদের ডাকাইলেন। উহারা হাকিমকে নিজেদের বিবরণ যথা সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বলিতে না বলিতে হাকিম বলিলেন—এখন নূতন ধান হইতেছে—ঋণের কি প্রয়োজন? উহারা জানাইল—আমাদের বাইদ ধান মরিয়া গিয়াছে। আমরা কষ্টে আছি। দ্বিতীয় কথা বলিলেন—কে তোমাদের এখানে পাঠাইল? উহারা বলিল—কে আর পাঠাইবে আমরা নিজেরাই আসিয়াছি। তৃতীয় কথা বলিলেন—বোসবাবু (অর্থাৎ লোন আফিসার) টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন যাও তাহার কাছে টাকা লও—এখন হইতে হাটাও, হট্ যাও। উহারা ফিরিয়া আসিয়া বৃত্তান্ত বলিল। একজন মাঝি বলিল—হাকিম খুব আঁটে আঁটে কথা বলিয়া আমাদের হাটাইয়া দিল। লোন অফিসার না থাকিলে এস, ডি, ওর দায়িত্ব। এই লোক গুলির অবস্থা কোন পর্য্যায়ে ঝুলিতেছে তাহা দেখিয়া ব্যবস্থা করা তাঁহারই কর্ত্তব্য। তিনি হাটাইয়া দিলেন এবং ঋণ না দিবার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, ধান হইয়াছে ইত্যাদি। এতগুলি লোক কোথা হইতে কিভাবে কত কষ্টে আসিয়াছে—কি তাহাদের কষ্ট তাহা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিবার প্রয়োজন বোধ তাঁহার হয় নাই। এই আমাদের স্বরাজের সব হাকিমদের রূপ।

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। আমি বিভিন্ন সূত্রে পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিলাম যে, এস, ডি, ও ঋণের দরখাস্তের উপর মন্তব্য লিখিয়া দিতেছেন যে, নূতন ধান উঠিতেছে, ঋণের প্রয়োজন নাই। আমাদের এই ঋণ প্রার্থীগুলির কাছেও তিনি ঐ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এস, ডি, ও ইতিমধ্যে এজলাসে আসিয়া বসিলেন—আমি দেখা করার উদ্দেশ্যে স্লিপ দিলাম। তিনি বেলা ১৷৷০ টায় সময় দিলেন। দেড় ঘটিকায় তিনি খাস কামরায় ছিলেন, সেখানে দেখা করিলাম। আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য—পটমদা থানার বামনী গ্রামের ঐ লোকগুলির ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাহা জানাইলাম। এবং বলিলাম আমি শুনিতেছি আপনি মন্তব্য করিতেছেন যে, মানভূমে নূতন ধান হইতেছে—ঋণ প্রয়োজন নাই। ইহা অবস্থার সহিত যথার্থ পরিচয় বলিয়া আমি মনে করি না। তিনি উত্তরে বলিলেন—ধান হইয়াছে তখন লোককে অনর্থক ঋণ দিয়া কি হইবে ইত্যাদি। আমি বলিলাম—মানভূমের বর্ত্তমান অবস্থা ও জমির গঠন বিষয়ে আপনার সঠিক ধারণা নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। জেলায় বাইদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের জমি। বাইদ অনেক জায়গায় বিশেষভাবে মরিয়াছে। গরীব লোকের অধিকাংশ বাইদ জমি থাকে। তাহাছাড়া ধানকাটার ব্যাপক কাজ আরম্ভ না হওয়ায় লোকে কাজ বিনা কষ্ট পাইতেছে। ঋণের প্রয়োজন দূর হয় নাই। তিনি বলিলেন যাহাদের ধান হইয়াছে—তাহাদের প্রয়োজন নাই। উত্তরে বলিলাম—কিন্তু ব্যাপভাবে এই মন্তব্য আপনি করিতেছেন—সরকার হইতে এই মর্ম্মে কি কোনো সার্কুলার আসিয়াছে? উনি বলিলেন—না, না, আমি ব্যাপকভাবে বলি নাই, যে যে ক্ষেত্রে বলিয়াছি সেই সেই ক্ষেত্রে নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিয়া তাহার ধান হইয়াছে জানিয়া মন্তব্য করিয়াছি। আমি বলিলাম—আমি জানিয়াছি আপনি ব্যাপকভাবেও মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—না। আমি বলিলাম—আচ্ছা। (ক্রমশঃ)

---

# এস, ডি, ওর আচরণ ও বিক্ষোভ

বিগত ৩১শে অক্টোবর পুরুলিয়া সদর এস, ডি, ও নিজের এজলাসে পুরুলিয়ার মোক্তার শ্রীমহাদেব মুখার্জ্জীর প্রতি রূঢ় ও কদর্য্য দুর্ব্যবহার করায় পুরুলিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঐ দিন আদালতের কাজ চলিবার কালে বহু উকিল মোক্তারের সমক্ষে এস, ডি, ও এই আচরণ প্রকাশ করেন। ব্যাপারটি ঘটে এই :—এস, ডি, ও মহাদেব বাবুকে তাঁহাদের বাঁধ হইতে সেচনের জন্য একজনকে জল দিতে ও তদ্বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বলেন। মহাদেব বাবু বলেন যে, তাঁহারা ঐ ভদ্রলোককে জল দিয়াছেন এবং এখনও দিবার জন্য সম্মতি দিতেছেন। তবে ঐ ব্যক্তির যখন আইনতঃ অধিকার নাই—তখন কিছু লিখিত দিতে হইলে তাঁহার সরিকদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহা পারেন না। ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বে ইনি জল লইয়াছেন; এখন জলের দরকার নাই তথাপি ক্ষতিকর মনোভাবে জল চাহিতেছেন। উনি এস, ডি, ওকে তাঁহার গ্রাম নড়িহায় গিয়া ইহা দেখিতে বলেন। ইহাতে এস, ডি, ও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন এবং রাগে কাঁপিতে থাকেন এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতে থাকেন "যদি তুমি জল না দাও—আমি তোমাকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দিব; সরকারী সহায়তায় তোমাকে এক কণাও খাদ্যশস্য দিব না; কারণ আমি জানি একদিন তোমার খাদ্যশস্যের দরকার হইবে। আমি মিলিটারী সৈন্য পাঠাইব এবং তোমার পরিবারবর্গকে শেষ করিয়া ছাড়িব—যদিও আমি জানি আমার এই হুকুম বেআইনী। উত্তরে মহাদেব বাবু বলেন, আপনার ক্ষমতা আছে আপনি যাহা খুসী করিতে পারেন। হাকিমের এই দম্ভোক্তি ও অভদ্র আচরণের সময় যে দশবারো জন উকিল ও মোক্তার উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ইহার সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর তারিখে মুক্তিয়ার এ্যাসোসিয়েশন এক জরুরী মিটিং আহ্বান করিয়া এস, ডি, ওর অভদ্র ও রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রতিবাদ প্রস্তাব বিহারের প্রধান মন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী, কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারে কাছে পাঠান হয়।

বিগত ৪ঠা নভেম্বর পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার এক জরুরী অধিবেশন হয়। তাহাতে এস, ডি, ওর আচরণের প্রতিবাদ জানাইয়া, প্রস্তাবে এস, ডি, ওর আচরণকে ভদ্রতাবিরুদ্ধ, নিরতিশয় অপমানজনক ও অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের পর্য্যায়ে ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। প্রস্তাবে ডেপুটি কমিশনারকে এস, ডি, ওর নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া এসোসিয়েশনকে ১৭ই নভেম্বরের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়।

---

## শোক সংবাদ

আমাদের জেলার একনিষ্ঠ পুরাতন কর্ম্মী পুঞ্চা থানার ভূতাম গ্রাম নিবাসী শ্রীশম্ভুনাথ মাহাত বিগত ২৫শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ টার সময় দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবনে তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে কর্ম্মীদের সহযোগিতায় অগ্রসর হইতেন এবং ভূতাম কর্ম্মী-আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

( ২ )

গত মঙ্গলবার ২৪শে অক্টোবর মুক্তি প্রেসের সন্নিকট পাড়াস্থ চিত্তরঞ্জন ক্লাবের প্রধান পরিচালক ও 'গোধুলি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেলা ৮টার সময় দীর্ঘ দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর তরুণ বয়সে পরলোক গমন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পাড়ার উৎসাহী যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় গোপাল চন্দ্রের উদ্যোগ ও আপ্রাণ চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। তরুণ কর্ম্মীর অকাল বিয়োগে গভীর বেদনা বোধ করিতেছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

---

৺কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে মুক্তির পরবর্ত্তী প্রকাশ ১৩।১১।৫০ তারিখে বন্ধ থাকিয়া পুনরায় ২০।১১।৫০ তারিখে বাহির হইবে।

ম্যানেজার মুক্তি

---


## Under Situations Vacant

Doctor to look after staff and small dispensary. Pay Rs. 73/- and D. A. Rs. 27/6/- per month. Applications to show age, qualifications and previous experience with references. Apply : Manager, Midnapore Zemindary Company Limited., Barabhum P.O. Dist. Manbhum, Bihar.

দেখিয়া ক্রয় করুন নকল হইতে সাবধান থাকিবেন

পুরুলিয়া সহরে ধানবাদের প্রসিদ্ধ সরিষার তৈল

# শ্রীদুর্গা মার্কা

## ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত
## (আগ মার্কা)

(আর্জিমন অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা বর্জ্জিত)

গ্রাহকগণ ও দোকানদারদিগকে সাবধান করা যাইতেছে যে আমাদের অনুরূপ /২৷৷০ সের ও /৫ সের টিনের নকল বাজারে বাহির হইয়াছে। অতঃপর গ্রাহকগণ স্বাস্থ্যরক্ষা হেতু তেল ক্রয় করিবার পূর্বে আগ মার্কা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ ছাপ মারা টিন দেখিয়া লইবেন।

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ
ডিপো:—নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

# নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর আগামী নির্ব্বাচনে ভোটারের তালিকায় যাঁহাদের নাম নাই তাঁহাদের আপত্তি দিবার দিন গত ২৯শে অক্টোবর যদিও শেষ হইয়াছে তথাপি দেখা যাইতেছে যে এমন অনেকেই ভোট দিবার উপযোগী লোক রহিয়া গিয়াছেন যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন নাই। অতএব এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন তবে আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। তাঁহাদের উক্ত আপত্তির দরখাস্তগুলি বিশ্বাসোপযোগী বিবেচিত হইলে মীমাংসার জন্য রিভাইজিং কমিটির হাতে দেওয়া হইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।
১।১১।৫০

বিভূতি ভূষণ দাস
চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, ২০শে নভেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৶০

পেয়েছি স্বরাজ পাইনি এখনো স্বরাজের অধিকার—
স্বরাজের নামে এই ছেলেখেলা কতদিন হবে আর?
ফাঁকি দিয়া সবে কতদিন রবে তোমাদের হাতে চাবি?
আপন স্বরাজ আপনি লভিতে আজ জনতার দাবী॥

নিতি অবিচার ক্লেশ অনাচার মর্ম্মে সহন করি,—
জনতা আজিকে দুয়ার বাহিরে কাটাইছে বিভাবরী;
সহসা একদা ভৈরববেগে কোন্ জাগৃতি-প্রাতে,
সকল মিথ্যা ভাঙ্গিয়া জনতা ক্ষমতা ধরিবে হাতে;—
সেদিন ভারতে শাসককুলের অনাচার অবসানে
ধাইবে স্বরাজ আপন জীবন-সিংহদুয়ার পানে॥

—তারি অবকাশ লাগি,
জনতার কবি মর্ম্মে আজিকে রহে অতন্দ্র জাগি॥

**Bengal Nagpur Railway.**

**Revision in timings of**

**Nos. 84 Up, 132 Up and 417 Down.**

With effect from midnight of 14th-15th November 1950, 84 Up Howrah-Hazaribagh-Ranchi Express between Tatanagar and Barkakana, 132 Up Passenger between Purulia and Lohardaga and 417 Down Light train between Muri and Purulia will run as per revised timings given below :—

**84 Up**

| | | H. M. | |
|---|---|---|---|
| Howrah | Dep : | 21-55 | as usual |
| Tata | Arr : | 3-42 | |
| | Dep : | 3-57 | |
| Muri | Arr : | 6-47 | |
| | Dep : | 7-2 | |
| Barkakana | Arr : | 8-50 | |

| 417 Dn. H. M. | | | | 132 Up H. M. |
|---|---|---|---|---|
| 7-25 | Arr : | Purulia | Dep : | 4-10 |
| 5-15 | Dep . | Muri | Arr : | 6-30 |
| | | | Dep : | 7-15 |
| | | Ranchi | Arr : | 10-7 |
| | | | Dep : | 10-27 |
| | | Lohardaga | Arr : | 13-12 |

Timings of intermediate stations may be had from the Station Masters concerned.

TRANSPORTATION MANAGER.
11th November 1950.

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
আর একটী সাফল্যময় বৎসর (১৯৪৯)

নূতন বীমা—১৩,৩৬,৫৬,২৪৩
মোট চলতি বীমা—৬৯,৭৩,২৩,২১৮
প্রিমিয়ামের আয়—৩,২০,০৩,৭১৫
বীমা তহবিল—১৪,২০,৬১,৯৪১
তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ—২,১৩,৪১,৪০৯
মোট সম্পত্তি—১৫,৬৪,২৯,৭৭১
দেয় ও প্রদত্ত দাবীর
পরিমাণ—৭১,০২,৫০০

শঙ্কর ভূষণ সুর
অর্গেনাইজার, পুরুলিয়া।

ধানবাদের প্রসিদ্ধ সরিষার তৈল
শ্রীদুর্গা মার্কা
ভারত সরকার
কর্ত্তৃক অনুমোদিত
(আগ মার্কা)
(আর্জিমন অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা বর্জ্জিত)

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ
ডিপো :—নাগোপাড়া, পুরুলিয়া।



"মুক্তি"

২০শে অগ্রহায়ণ সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

## মুমূর্ষু কংগ্রেস

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস! তাহার হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে যে প্রদীপটী জ্বলিতেছিল তাহার শিখা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। এই নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার স্বল্পান্ধকারে আজ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা চিন্তার বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী যে কংগ্রেসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার এবং সেই কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে দেশের পরিচালনা-ব্যাপারে যাহারা তাহার মুখ্য সহকর্মী এবং অনুগামী ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরেও যাহারা এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বপদে থাকিয়া পরিচালনা করিতেছিলেন তাহারা আজ অনেকেই কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতেছেন অথবা ইহার বিরোধীতা করিতেছেন।

আচার্য্য কৃপালনী গান্ধীজীর সহকর্মী এবং অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম মুখ্যব্যক্তি। গত ৩০ বৎসর যাবত তিনি গান্ধীজীর একজন প্রধান সহকর্মীরূপে এবং কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান পরিচালকরূপে কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী ছাড়া ভারতের যে কয়েকজন ব্যক্তি কংগ্রেসের অবিসম্বাদী পরিচালকরূপে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছিলেন, আচার্য্য কৃপালনী তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান।

স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যখন ভারতের শাসন ক্ষমতার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন তাহার পরে অল্প দিনের মধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর—কংগ্রেসের নির্দ্দেশে যাহারা গবর্মেণ্ট পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদের সহিত মতবিরোধের জন্য তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলেন। কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী গবর্মেণ্ট পরিচালিত হইতেছে না এবং যে সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গ গবর্মেণ্টের শাসন পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহারা এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন যে কংগ্রেস ক্ষমতাহীন হইয়া গবর্মেণ্টেরই একটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানরূপে দুর্নীতির পথে পরিচালিত হইতেছে—ইহাই তাহার প্রধান অভিযোগ ছিল। এবং কংগ্রেস সভাপতিরূপে এই অবস্থার প্রতিকারে অক্ষম হইয়া তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কংগ্রেসের একজন অগ্রণী সেবকরূপে কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে কংগ্রেস যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে—সমস্ত দিক দিয়া ইহার অবনতি ও অধোগতি এরূপ পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে যে আজ প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী ও দেশ সেবকদের সম্মুখে এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে—ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া আর কাজ করা সম্ভবপর কিনা? কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর অন্যতম সহকর্মী 'হরিজন' সম্পাদক শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালা বলিতেছেন যে—"কংগ্রেস এতদূর নীচে নামিয়া আসিয়াছে যে—কোন আত্মসম্মান জ্ঞান-সম্পন্ন সৎ ব্যক্তির আর ইহার অন্তর্ভূক্ত হইয়া কাজ করা সম্ভবপর নয়।" তিনি ইহাও বলিতেছেন যে—"কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অবিসম্বাদিত-রূপে একমাত্র ধনপতি ও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষক প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিণত হইয়াছে।"

বর্ত্তমান বৎসরে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে নাসিকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সময় আচার্য্য কৃপালনী নাসিকে উপস্থিত থাকিয়াও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। তিনি নাসিকে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত বহু কংগ্রেসকর্মীদের লইয়া পৃথকভাবে দুইটী বৈঠক করেন এবং "কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" নামে একটী পৃথক দল সংগঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শরূপে আচার্য্য কৃপালনী ঘোষণা করেন যে—কংগ্রেসকে দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিয়া দেশে জন

সাধারণের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার উপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার জন্য ইহা চেষ্টা করিবে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য কৃপালনী আরও বলেন যে—আগামী নির্বাচনে যদি কংগ্রেস হইতে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থী মনোনীত না করা হয় তবে এই দল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আচার্য্য কৃপালনী এখনও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর একজন প্রধান সদস্য।

পশ্চিম বঙ্গের ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি প্রায় ১০৪ জন কংগ্রেস কর্ম্মী লইয়া—"কৃষক-প্রজা-মজদুর" দল নামে একটি পৃথক দল সংগঠন করিয়াছেন। এই দল কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কাজ করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ গান্ধীজীর একজন অন্যতম সহকর্ম্মী। তিনি বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত বহুকাল হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন মুখ্য সদস্যরূপে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান ধারক, বাহক ও পরিচালকরূপে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। বস্তুতঃ আচার্য্য কৃপালনীর মতো ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান শক্তি ও বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও বিরোধের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বিহারে বহুসংখ্যক শক্তিশালী পুরাতন কংগ্রেস কর্ম্মী ও কংগ্রেস-জন বিরোধের পথে চলিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশেও বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ধারা অবলম্বন করিতেছেন। সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান কংগ্রেসের যাহারা নেতৃবর্গ আছেন বিশেষ করিয়া যাহারা কংগ্রেস ও গবর্মেণ্টের প্রধান পরিচালকরূপে এখনও অধিষ্ঠিত আছেন তাহাদের পরস্পরের বিরোধও প্রকাশ্য রূপ লইবার পথে চলিয়াছে। নাসিক কংগ্রেসের পরে শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডণের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ব্যাপারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অস্বীকৃতি এই বিরোধের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই সমস্তই কংগ্রেসের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থারই সূচনা করিতেছে।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং কংগ্রেসের সহিত এই বিরোধ, বিচ্ছেদ, বিদ্রোহ বা কংগ্রেস কর্ম্মীদের কংগ্রেস পরিত্যাগের কারণ বহু হইতে পারে। ক্ষমতা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যর্থতা, প্রতিক্রিয়াপন্থীর প্রভাব বা সত্যসত্যই কংগ্রেসকে দুর্নীতি মুক্ত করিয়া ইহার মহানত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সৎপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে--হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমানে কংগ্রেস যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে একটা সত্য বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতেছেন যে—কংগ্রেসের বর্ত্তমান চরম দুর্নীতিপূর্ণ অবস্থার প্রতীকার হওয়া সম্ভাবনার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বহুক্ষেত্রে বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মী প্রতীকারের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ইহাই অনুভব করিতেছেন যে—কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের কার্য্য ব্যবস্থার ফলে যে অবাধ দুর্নীতি ও অধোগতির পিচ্ছিল পথে কংগ্রেস দ্রুতগতিতে যে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাপক ও গভীর যে তাহা হইতে কংগ্রেসকে প্রতিনিবৃত্ত করা বর্ত্তমানে অসাধ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। তবে ধ্বংসের মধ্যেই নূতন সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা কেবল ইহার ধ্বংসের উপাদানই সৃষ্টি করিয়া চলিলেও এই ধ্বংসের মধ্যেই ইহার অন্তর্নিহিত সত্যের নূতনরূপে অভিব্যক্তির সৃষ্টির পথ নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের জনসাধারণের আত্মচেতনা, ও প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনার সূতিকাগৃহেই কংগ্রেসের নূতন রূপ আবার জন্মলাভ করিবে। আজ যাহারা কংগ্রেসের এই মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া বিক্ষুব্ধ বোধ করিতেছেন—ভারতের জনসাধারণের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় তাহাদের নিজদিগকে নিয়োজিত করার মধ্যেই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাহা দ্বারা যে সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হইবে তাহাই নূতন রূপের জন্মদান করিবে। নির্বাণোন্মুখ শিখার স্বল্পান্ধকারে সেই নবজন্মের অভ্যুদয়ের রূপাভাস আমরা দেখিতে পাইতেছি। আমাদিগকে তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

—



# সরকারী খাদ্য-নীতির অবসান চাই

## নতুবা জেলাবাসী আরো বিপন্ন হইবে

### জেলার জন্য কার্য্যকরী খাদ্য-ব্যবস্থার লক্ষ্যে লোকসেবক সঙ্ঘের প্রস্তুতি

### ইহার অঙ্গরূপে শীঘ্রই ভারত সরকারের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্যোগ

### নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতারা জনগণকে মহান আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন

### কিন্তু মানভূমে নিয়ন্ত্রণের নামে যে অনাচার অত্যাচার ঘটিয়াছে তাহা ভারতকে বিস্মিত করিবে

### সরকারী নিয়ন্ত্রণ যাহা শোষণ ও অপহরণের নামান্তর তাহার পরিবর্ত্তে জনগণের ব্যবস্থা চাই

### অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সাহস থাকিলে সরকারকে প্রত্যুত্তর দিতে আহ্বান

### জেলার সম্মুখে খাদ্য বিষয়ে কর্ম্ম তালিকা

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—সরকারী অবাঞ্ছিত কর্ম্মনীতির ফলে খাদ্য বিষয়ে এবৎসর আমরা জেলাবাসী যে দুর্দ্দশা ও অনাচার সহ্য করিয়াছি তাহা আমরা জানি। খাদ্য-নীতি বিষয়ে এখন হইতে জনগণের পক্ষ হইতে দৃঢ় কর্ম্ম-তালিকা লইয়া অগ্রসর হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জনগণের সহায়তায় তাহা নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করা হইবে। সরকারী যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত আছে এবং নূতনভাবে অনুসৃত হইতে চলিয়াছে—তাহার অবসান করা প্রয়োজন। ঐ গুলি প্রবর্ত্তিত থাকিলে জেলাবাসী পুণরায় এক অধিকতর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবে। এ বৎসরের দুর্ভিক্ষের জন্য সরকার পূর্ণভাবে দায়ী। শোষণ ও অপহরণ যে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য তাহা প্রবর্ত্তিত রাখিবার অধিকার সরকারের বিন্দুমাত্র নাই। জেলায় নিয়ন্ত্রণের নামে সরকার তথা জেলা কর্ম্মচারীরা যে গগনস্পর্শী অনাচারের স্তূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিচার চাই। অযোগ্যতা, দুর্নীতি, সদিচ্ছার অভাব, আইন বহির্ভূত কাজ, অবিচার প্রভৃতির যে অভিযোগ সরকারের উপর লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক আনা হইতেছে—সাহস থাকিলে বিহার সরকারকে তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া আসিতে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব আহ্বান করেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও জনগণের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া সচিব দাবী করেন। কার্য্যকারিতার জন্যই নিয়ন্ত্রণ, যাহা কার্য্যকরী হইবে তাহারই প্রবর্ত্তন দাবীযুক্ত হইবে—সচিব মন্তব্য করেন। সচিব বলেন—জনগণের প্রাণরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সরকারী সর্ব্বনাশা-নীতির বিরুদ্ধে আজ দুঃখের হইলেও বলিতে হইতেছে ও দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতেছে; তাই জনগণকে প্রস্তুত হইতে তিনি আহ্বান জানান। জেলার খাদ্য-পরিস্থিতি বিষয়ে ভারত সরকারেরও যে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা ঘটিয়াছে তাহারও বিচারের প্রয়োজনীয়তা সচিব ব্যক্ত করেন।

### লোক সেবক সঙ্ঘের পরিষদের বৈঠক

লোক সেবক সঙ্ঘের আসন্ন কর্ম্মধারা ও জেলার জরুরী অবস্থা সমূহের আলোচনার প্রয়োজনে বিগত ১৫ই নভেম্বর বরাবাজার থানার হিজলা গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের যে এক জরুরী বৈঠক আহূত হয়,

( ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# খাদ্য-সংকট ও সরকারী কার্য্যকলাপ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অরুণচন্দ্র ঘোষ

বিগত সংখ্যায় মানবাজারে পুলিস কর্ত্তৃক আমাদের চাউলের গাড়ী আটক করা বিষয়ে জেলা পুলিস সুপারিন্টেনডেন্টের সহিত আমাদের আলোচনা যাহা হইয়াছিল লিখিয়াছি। পুলিস সাহেবের সহিত আরো দুই একটি বিষয়ে যাহা কথা হয় তাহা লিখিতেছি।

## চাসে খাদ্য সরবরাহ ব্যাপার

চাস থানায় আমি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে যাইবার সময় পুলিস সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, চাসের অন্নাভাবের পরিস্থিতি কি তাহার খবর যেন তাহাদের আমি জানাই। তাহা হইলে তাঁহারা তিন ট্রাক চাউল পাঠাইয়া দিবেন। এ বিষয়ে আমার তদন্তের ভরসা না করিয়া চাসে চাউল পাঠান তাঁহাদের দিক হইতে দরকার ইহা পূর্ব্বেই তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তথাপি আমার তদন্তের খবর তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এ বিষয়ে কথা তুলিলাম। মানুষের জীবন মরণের ব্যাপার লইয়া ইঁহারা কত হাল্কাভাবে কাজ করেন তাহার আলোচনার জন্যই এ বিষয়টি লিখিতেছি। এ বিষয় উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—চাসে চাউলের অত্যন্ত অভাব। চাল মিলিতেছে না। ঐখানে চন্দনকিয়ারীর বাজেয়াপ্ত করা চাউল পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন—পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। তাহাতে তিনি বলেন—ইহা তো আমার বিভাগের ব্যাপার নহে। বলিলাম—আপনিই কথা দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আপনার বিভাগের না হইলেও জেলা বিষয়ে আপনারও দায়িত্ব আছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দিয়া ব্যবস্থা করান। তাহা ছাড়া ঐসব বিভাগের কর্ত্তাদের সহিত দিনরাতই আপনার দেখা সাক্ষাৎ। আপনি তাহাদের বলিয়া ব্যবস্থা করুন। তিনি বলিলেন—আচ্ছা। এ বিষয়ে পরে কোনরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া আমি জানি না।

## চাকুরী ছাড়াইয়া দিতেছি

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে সাপ্লাই বিভাগের একজন ইনস্পেক্টারের খবর দিয়াছিলাম যিনি বাগদার নিকট ব্যবসায়ীদের বলিয়াছিলেন যে, লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা কতদিন তোমাদের সঙ্গে ঘুরিবে—তাহার পর তোমাদের গ্রেপ্তার করা হইবে। পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে ঐ হুমকির ব্যাপার বলিলাম। পুলিস সাহেব বলিলেন—ও ব্যক্তি আমার বিভাগের লোক নয়, তবে বলেন তো উহাকে এখুনি চাকরী হইতে ছাড়াইয়া দিতেছি। বলিলাম—অতটা করিবার দরকার নাই, ধমক দিয়া দিবেন। মনে মনে ভাবিলাম—আজ অবস্থা যাহা তাহাতে এই ন্যায়দণ্ড ঠিকমত প্রয়োগ করিতে গেলে যাহারা চাকরী ছাড়াইবার আসনে বসিয়া আছেন এমন বহু কর্ত্তাকেই আগে সরিতে হইবে। বড়দের অপরাধ মূলে কাজ করিতেছে বলিয়া ছোটদের অপরাধ লঘু করিতেছি না; উভয়েই নিজ নিজ অবস্থার দৃষ্টিতে অপরাধী। প্রতীকারের ইচ্ছার অতিরিক্ত ভাব দেখাইতেও ইহারা যেমন তৎপর তাহার বিপরীত দিকটিতেও তাঁহারা পারদর্শী। এ বিষয়ে ক্রমশঃ আরো দেখা যাইবে।

## পুনরায় এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্স

আমরা ঐ দিন অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর বেলা ১১টায় আবার দলবল সহ মানবাজার অভিমুখে চাউল আনিবার জন্য রওনা হইলাম। চার পাঁচখানি ট্রাক চলিল। হুড়া, পুঞ্চা অঞ্চলেও দুই তিন খানি ট্রাক গেল। ঐ অঞ্চলেও ট্রাকে ট্রাকে আমাদের কর্ম্মীরা গেলেন। মানবাজার হইতে চাউল বোঝাই করিয়া একের পর এক ট্রাক ফিরিল। আমাদের ট্রাকটি পুরুলিয়া আসিতেই হুলমীর নিকট হটাৎ দাঁড়াইয়া গেল। ব্যাপার কি? এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের শান্ত্রীরা আটকাইয়াছে;—লালবাতী দেখাইতেছে—রোকো, রোকো। শুনিলাম—নাম ধাম কাহার কত চাউল ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হইবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে যাহারা ছিলেন তাঁহারা ও ড্রাইভার নামিয়া গিয়া লিখাইতে লাগিলেন। অনেকগুলি সরকারী রক্ষী ভীড় করিয়া লেখালেখির কাজ করিতেছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে মনে হাসি পাইল—এবং ক্ষোভও দেখা দিল—



কিসেরই বা এই হিসাব, এই তদারক বা পাহারা। এই সব এত বিভাগ এত আয়োজন সত্ত্বেও চিন্তাহীন, ব্যবস্থাহীন, উদ্যোগহীন কর্ম্মধারার ফলে জেলাকে নিঃশেষ করিয়া আজ এই তদন্ত ও তদারক আর এইসব আড়ম্বরগুলি এতদিন ধরিয়া জনসাধারণের মনে যে ভীতি ও ক্ষতির ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার ফলে ঘাটে ঘাটে এই সব কাঁটার আগাছাগুলি আজিকার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চাউল সরবরাহের কাজে বাধা সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু সহায়তা করিবেনা—ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম। যেখানে লেখা হইতেছিল তথায় গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কি উদ্দেশ্য লইয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে? উত্তর না পাইয়া বলিলাম শত শত ট্রাক যখন চোরা কারবার হইয়াছে—তাহার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই—আজ মানভূম হইতে খাদ্য শেষ হওয়ার পর এই তদারক। আর সরকারেরই দ্বারা মানভূমের অন্ন কাড়িয়া মানভূমকে ভিখারী করার পর সরকারী তদারকের এই প্রহসনের কি অর্থ আছে? অধিকন্তু আমরা মনে করি—এই সকল তদারকের ব্যবস্থা গুলিই নানা দুর্নীতির জন্য বিখ্যাত। আজ দুর্দ্দিনে জনসাধারণ দুই চারিটি যাহা সংগ্রহ করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার পরিমাণের হিসাব লইবারই বা আজ কি অর্থ আছে? সিপাহীরা রুখিয়া দাঁড়াইলেন;—বলিলেন এখানে এসকল কথা বলা চলিবে না। উত্তরে বলিলাম—নিশ্চয়ই আমি বলিব। আমার প্রয়োজনে যেখানে যাহা বলার দরকার আমি বলিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে। তাঁহারা বলিলেন—একথ আপনা ক সাহেবের নিকট বলিতে হইবে। আমাদের কাছে বলা চলিবেনা। আমি বলিলাম—আমি সকলেরই কাছে বলি; আপনাদেরও বলিলাম এবং আপনাদের কাছে বলিয়া গেলাম, সাহেবের যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা একসঙ্গে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—কেয়া? সাহেব আপকো পাস জায়েঙ্গে? ইয়ে কভী হো সকতা হায়? কভী নেই—হরগিজ নেহী—প্রতিবাদ বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই সাহেবকে আমার নিকট যাইতে হইবে—তাঁহার দরকার থাকিলে। যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সাহেব আমার নিকট যাইবেন। ইতিমধ্যে সিপাহীর দল আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে একজন উচ্চপদস্থ কেহ বাহির হইয়া আসিয়া ধমকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—কেয়া হায়, কেয়া হায়, গোলমাল কেঁও? তিনি সামনে আসিলেন। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—আপকা কেয়া কহনা হায়—কেয়া জরুরত হায়। সিপাহীরা তাঁহার কাছে নালিস করিতে লাগিলেন। তাহার উত্তরে আমি পুনরায় এই প্রকার তদারকের বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম বলিতে লাগিলাম। অপর দুই একজন নরম হইয়া বলিলেন—আমরা ক্ষুদ্র চাকর আমাদের বলিয়া কি হইবে—সাহেবকে বলুন। আমি বলিলাম—আমার কাছে আপনারা ক্ষুদ্র ও নগণ্য নহেন। সাহেবেরও আমার কাছে যে সম্মান আপনাদেরও তাই। এই তদারকের কি তাৎপর্য্য তাহাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—ইত্যাদি দুই চারি কথার পর চলিয়া আসিলাম। এই সকল দেখিয়া ব্যবসায়ীদের মনে কিছু সাহস সঞ্চারিত হইল।

## দৃঢ় মনোভাবের প্রয়োজন

এই সকল ঘাটিগুলির প্রতি দৃঢ় মনোভাব দেখাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই গুলিতে উপস্থিত হইয়া এই প্রকার আলোচনা করিয়াছি। এই সব ঘাটিগুলি দ্বারা খাদ্য শস্যের সহজ ও ন্যায়সঙ্গত চলাচল জেলায় কতো যে ব্যাহত হইয়াছে—বে-আইনী ট্যাক্সে মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকিয়াছে—এই সকল কারণে লোকের মধ্যে কিরূপ গভীর ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা ধীরে ধীরে উদঘাটন করিব। বে-আইনী ভাবে কাজ না করিলেও ব্যবসায়ীরা এই সকল ঘাটিগুলিতে নিতান্ত ভীতির সঙ্গে আচরণ করিতে থাকেন। তাহারা বলেন—এই সকল গুলি বে আইনী ক্ষতি করিতে খুবই অভ্যস্ত ও পারদর্শী হইয়া আছে। এই ভীতি দূর করিতে এবং ঘাটিগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদের তাঁহাদের নিজেদের অবস্থা বোধ করাইতে ঘাটিগুলির সঙ্গে উপরোক্তরূপ আচরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছি।

## সরবরাহ ব্যবস্থা ও বাংলার চাল

বিভিন্ন দিক হইতে পুরুলিয়ায় চাউল আসিতে লাগিল এবং পুরুলিয়ার চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থায় বহু-

লাংসে সাহায্য করিতে লাগিল। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, এই বিপদে বাংলার চাউল—যে পথ দিয়াই আসুক—না আসিলে মানভূমের বহু লোককে ভীষণতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত।

তাহার পর হইতে সহরে বিক্রেতাগণের ছোট ছোট দলগুলি নিয়মিত ও অব্যাহত ভাবে চাউল আনিয়া সরবরাহ করিতেছেন এবং বিভিন্ন থানায় যাইতেছে। কয়েকটি থানায় থানা পুলিস অফিসারদের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের দিক হইতে যেন প্রতিবন্ধকতা না আসে ও দুর্নীতি ঘটিলে তাঁহারা যেন তৎপর হন তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা করি।

### তদারক কি প্রয়োজনে ?

তদারকের প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তাহা বলি। ইতিমধ্যে আর একদিন চাউল আনিতে গিয়া দেখি—পুরুলিয়ায় দুলমীর মোড়ে স্থিত এ্যাণ্টি-স্মাগলিং ফোর্সের উপরি লিখিত এই গেটটি উঠিয়া কাঁসাই ব্রিজের দিকে কর্নেল মুখার্জ্জীর রাস্তায় যাইবার মোড়ে বসান হইয়াছে। গেটের রক্ষীদের এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল—দুলমীর রাস্তায় পাহারা থাকায় এই স্থান হইতে কর্নেল মুখার্জ্জীর রোড দিয়া চাউল পার হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বোধ করায় এইখানে গেট হইয়াছে। দেখিলাম কয়েকদিন পরে এই সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। উত্তরে বলিলাম—এইখানেই না হয় গেট হইল, কিন্তু সহরে প্রবেশের পথে এই গেটের সার্থকতা কি ? জেলার বাহিরে যে ভাবে চালান যায় তাহা রোধ করার কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কি ? একজন রক্ষী উষ্মার সহিত বলিলেন—আপনারা চুরি করিয়া চাউল পার করেন বলিয়াই এই গেট। আমি ধমকাইয়া বলিলাম—একথা বলিবার আপনার কোন অধিকার নাই। আমাকে কোনো দিন চুরি করিতে দেখিয়াছেন যে, এই কথা বলিতে আপনি সাহস করেন ? যে তদারকের কোনো মাথামুণ্ডু নাই, সেই তদারকের ব্যবস্থাকারীদের আবার এই চোটপাট ! একজন রক্ষী বিনয় সহকারে বলিলেন—'কি করিব, উপরওয়ালার হুকুম। এই তদারকের কোনোই মূল্য নাই, আমরাই বুঝিতেছি, কিন্তু কি করিব আমরা হুকুম তামিল করিতে আছি। যাহারা তদারক করিতেছে তাহাদেরই বিষয়টির প্রতি কোনো ধারণা এবং উপযোগিতা-বোধ নাই। এই ভাবেই আমাদের দেশের বিভাগগুলির কাজ চলিতেছে। এবং কাজের পরিবর্ত্তে অকাজ ও প্রতিবন্ধকতার আড্ডাখানারূপে চলিতেছে।

এই ভাবে আমাদের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ প্রভৃতি পর্ব্বের মধ্যে দিয়া আমাদের চাউল আনার কাজ চলিতে লাগিল।

### কর্ম্মচারীদের অধিকার

জনসাধারণ সহজে চাউল পাইতেছে—ইহা সরকারী কর্ম্মচারীদের মনঃপুত নহে ইহা বুঝিতে পারা স্বাভাবিক। কাজে বাধা ঘটাইবার তাহাদের দিক হইতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। মিথ্যা নিয়ন্ত্রণের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা নিয়মিত বে-আইনী লাভের যে রাজত্ব তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমাদের কাজ তাহারও পথে বিঘ্ন স্বরূপ বলিয়া তাঁহারা এই ব্যবস্থার কল্যাণ কামনা করিবেন না ইহাও স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক কাজই তাঁহাদের অনেকে করিয়াছেন। জনসাধারণের নিদারুণ কষ্টে আমাদের এই সহায়তার কাজ কার্য্যকরীরূপে হওয়ায় এবং কাজের ভিতরে ন্যায়ের শক্তি থাকায় তাঁহাদের দিক হইতে কিছু করিতে পারাও মুস্কিল। তথাপি ব্যবসায়ীদের কাছে তদারক, তল্লাসী প্রভৃতি করার ধমক দেখাইয়া তাঁহাদের সহজ ভয়ের উদ্রেক করিতে তাঁহারা কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে জেলাব্যাপী ব্যাপক ও সমূহ অনাচার, চুরি ও বে-আইনীর রাজত্ব চলিয়াছে সরকারী কর্ম্মচারীদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের ছত্রচ্ছায়াতলে এবং তাঁহাদেরই ব্যবস্থার অধীনে সেখানে তখন আইন ও ন্যায় রক্ষার বালাই দেখা দেয় নাই। আর যখন জনগণের চেষ্টায় কল্যাণকর কাজ চলিয়া জনগণের উপকার হইতেছে তখন অনাচার নিবারণের এবং আইন রক্ষার গুরুভার তাঁহাদের মাথায় আসিয়া পড়িতেছে ! ইহা কি সত্যকার আইন রক্ষার মনোভাব, না, বিরূপতার মনোভাব ? আমরা প্রকাশ্যেই জানাইয়া দিয়াছি যে, কেহ অন্যায় করুক ইহা আমরা চাই না—অন্যায় কেহ করিতেছে জানিলে তাহার যথার্থ এবং নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীকার করিব, কিন্তু যে সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজেরা বে-আইনী ও অনাচারের রাজত্বকে নিজেরা পালন ও পোষণ করার কাজই করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের আজ কি নৈতিক অধিকার আছে অপরের উপর অন্যায় দেখার খবরদারী করিবার ? তাঁহাদের খবরদারী করিবার কাজই অন্যায় ও অনাচারকে বাড়াইবে। যে শাসন বিভাগ ও যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের অব্যবস্থা অনাচার অযোগ্যতা ও সেবা-বিমুখতা দ্বারা জেলার লোককে খাদ্য সরবরাহ করিতে পারেন নাই—জেলায় চাউল পাইবার ব্যবস্থা থাকিতেও নিয়ন্ত্রণের নামে যাহারা সজ্ঞানে নিদারুণ অনটন সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মারিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিতে পারেন আজ তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার নামে খবরদারী করিবার কি নৈতিক অধিকার আছে ? আর চুরি ধরিবার জন্য তাঁহাদের মাথাব্যাথা ? একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের অধীনে নিয়মিত ব্যবস্থায় সজ্ঞানে যেখানে বিরাট চুরির কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে সেখানে সেই সরকারী কর্ম্মচারীদের অপরের চুরি ধরার কি নৈতিক অধিকার ও দাবী রহিয়াছে ? আমাদের এইটুকু আনন্দের বিষয় যে, আমাদের এই দৃঢ় মনোভাবে তাঁহারা এই সব তদারক তদন্তের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াও আমাদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রতি হামলা করিবার মত অনর্থ সৃষ্টি করেন নাই। এখানে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আমাদের সংশ্রবে যে সকল ব্যবসায়ী কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যায় আচরণ করেন সরকারী কর্ম্মচারীরা আমাদের সহিত সহযোগিতারভাবে তাহা জানাইলে আমরা উপকৃত বোধ করিব। কারণ অনাচার আমরা কখনই চাহিনা এবং অনাচার কোনো সময়ে নিজেদের চোখের আড়ালেও ঘটিতে পারে।

আমাদের পরিচালনাধীনে ও তদারকে চাউল আনার কাজ বিষয়ে তদারক তদন্ত করার প্রচেষ্টা তাঁহারা না করিলেও আমাদের চাউল বিক্রয় কেন্দ্রের কোনো কোনোটীতে কাজে বাধা ঘটাইবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা কোথাও কোথাও চোরাকারবারীদের সহযোগে যে সকল উৎপাত ও ষড়যন্ত্র করিয়াছেন তাহার বিবরণ স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে প্রদান করিব। এবং আমাদের চাউল সরবরাহের কাজে জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং কাজের সাফল্যের সম্ভাবনা কি উপলব্ধি করিয়াছি আমাদের কাজের বিবরণ সহ তাহাও আর এক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিব ইহার ইচ্ছা রহিল।

---

# স্বরাজের হাকিম

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

অরুণচন্দ্র ঘোষ

সদর মহকুমা হাকিম অর্থাৎ এস, ডি, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে অসমাপ্ত বিবরণ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা লিখিতেছি। কতকগুলি লোকের জন্য ঋণ বিষয়ে এই সাক্ষাৎকার করি। জেলায় এখনো বিশেষ বিপন্নদিগের জন্য ঋণের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও—যেহেতু ধান পাকিয়াছে সেই হেতু ঋণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই—এই ব্যাপক সিদ্ধান্ত লইয়া এস, ডি, ও কর্ত্তৃক সার্ব্বজনীন মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা সত্ত্বেও আমি তাঁহার কাছে বলি এবং তিনি তাহা অস্বীকার করিতেছিলেন—এই পর্য্যন্ত গত সংখ্যায় লিখিয়াছি। পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তা ও ঘটনা এইরূপ :—

### আইনের সদুপদেশ

যাহাদের জমি নাই, তাহাদেরও ঋণ পাওয়া বিষয়ে কি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল। সেই কথা প্রসঙ্গে এস, ডি, ও বলিলেন উহাদের ঋণ পাইবার কোনো ব্যবস্থা নাই ; আইনে চলিতে হইবে, আইন আছে—এই বলিয়া একখানা মস্ত মোটা আইনের বই আমার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিলেন—ঋণ বিষয়ের আইনের এই বই পড়ুন—পড়িয়া দেখুন কি ব্যাপার। আইনে চলিতে হইবে। সহসা এক বিরাট বই ঐ কথাবার্ত্তার অবস্থায় ঐ ভাবে দিয়া পড়িতে বলায় এবং আইনের সদুপদেশ দেওয়ায় বিরক্তি বোধ করিয়া বলিলাম—এখন এই আইনের বই পড়িয়া কি দেখিব, কোথায় কি আছে ইহাতে এখন কি জানিব। আর

কথা তুলিলে সব বিষয়েই আপনারা এই ভাবে আইন দেখাইতে যান—আইন কি ভাবে সব পালন হইতেছে তাহা আমি জানি। আইন আইন করিতেছেন—আর সরকারী ব্যবস্থায় জানিয়া বুঝিয়া নিয়মিত বে আইনী চাল খরিদ করা হইতেছে। এস, ডি, ও বলিলেন—আমার সামনে সরকারের নিন্দা করিবেন না। আমি বলিলাম কাহার সামনে কি বলিব তাহা আমার বিচার্য্য। যাহা ন্যায্য, যাহা বলা প্রয়োজন হইবে—তাহা আমি যেখানে বলা দরকার সেখানেই বলিব। এ বিষয়ে আপনার আপত্তি আমার কাছে কার্য্যকরী হইবার নয়। আপনাকে শুনিতে হইবে। উত্তরে হাকিম বলিলেন—এ বিষয়ে আমরা কি জানি—সরকার জানেন। অর্থাৎ—সরকারের নিন্দা তিনি শুনিতে নারাজ অথচ সরকারের কার্য্যের বিষয়ে কোনো দোষারোপ হইলে যুক্তি ও সত্য দিয়া (যদি থাকে!) তাহা খণ্ডন করার বা ধৈর্য্য সহকারে তাহা শুনিয়া সরকারকে সত্বর তদ্বিষয়ে জানাইবেন এই আশ্বাস দেওয়ার যে কর্ত্তব্য তাঁহার রহিয়াছে—তাহা তিনি করিতে রাজী নন। অথচ সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হইতেছে তাঁহারাই—স্থানীয় ক্ষেত্রে সরকারী অনাচার হইলে তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই। এমতাবস্থায় সরকারী কাজের উপর দোষারোপ হইলে—সরকারের নিন্দা তাঁহাদের কাছে করা চলিবে না, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন না—এই সকল কথার কোনো অর্থ নাই। কারণ—স্থানীয় ক্ষেত্রে সরকারী দোষ ঘটিলে সে দোষ তাঁহাদেরই;—তাঁহারাই তাহার সহিত জড়িত আছেন। দোষারোপ শ্রবণে তাঁহাদের দিক হইতে এই অনিচ্ছুক মনোভাবের কারণ ইহাই হইতে পারে যে, জানিয়া বুঝিয়া তাঁহারা যে অন্যায় এবং আইন-বহির্ভূত কাজ করিতেছেন—তাহার বিষয়ে কথা উঠিলে তাহা এড়াইতে বা দাবাইয়া দিতে তাঁহারা চান। অথচ ইঁহা-রাই আইনের কথা তুলিয়া বেড়ান! আইনের কথা তুলি-বার দায়িত্ব যেমন সরকারী কর্ম্মচারীদের আছে, তেমনি জনগণের দিক হইতেও সরকারী কর্ম্মচারীদের বিষয়ে আইনের কথা তুলিবার অধিকার আছে। সরকারের আচরণ বিষয়ে জনগণের জিজ্ঞাস্য থাকিলে সরকারের পক্ষে তাহার যুক্তিসঙ্গত ও নম্র উত্তর দিবার দায়িত্ব কর্ম্ম-চারীদের আছে—তাহা এড়াইবার নহে। যদি প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষই নিজে সরকারী কর্ম্মচারীদের দিয়া কোনো অন্যায় বে-আইনী কার্য্য করাইতে থাকেন এবং তদ্বিষয়ে জন-সাধারণের পক্ষ হইতে কথা উঠে তবে তাহা কর্ম্মচারীগণ শ্রবণ করিয়া সরকারকে জনমত জানাইতে ব্যবস্থা করিবেন—এই তৎপরতা তাঁহাদের থাকা দরকার। এ সকলের অভাব আজ এই জন্য যে, আইনের মর্য্যাদা ও দায়িত্ব শাসন বিভাগে আজ কোথাও নাই—জনমত আজ পূর্ণরূপে উপেক্ষিত; সরকার কর্ম্মচারীদের দিয়া আইন-বহির্ভূত অন্যায় কাজ করাইতেছেন—কর্ম্মচারীরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আইন-বহির্ভূত অন্যায় কাজ করিয়া সমর্থিত হইতেছেন—জানিয়া বুঝিয়া, সদরে সকলকে জানাইয়া অন্যায় করা হইতেছে। বলিতে গেলে শোনা হইবে না, দাবাইয়া দেওয়া হইবে—যে যাহা মনে করিতে পারো করো। এই সূত্রে যে বে-আইনী অন্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা সব জানিয়া বুঝিয়াই চলিতেছে—ঐ বিষয়ে দোষারোপ হইলে সরকার তথা কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিবার কাহারও সাহস নাই; যুক্তিসঙ্গত সদুত্তর দিবার অবস্থা নাই; জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার কোনো প্রয়াস বা ধারা নাই। তবে আইনের কথা তুলিবার আজ অধিকার কাহার আছে? সরকারের, না, এই হাকিমদের? এসব কথা বলিতে দুঃখ ও লজ্জা করে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই।

**হট্ যাও, হটাও**

এই সব আলোচনার মধ্যে হাকিম বলিলেন—আপনি যে কাজের জন্য আসিয়াছেন তাহাই বলুন। উত্তরে বলিলাম—এসবও কাজের কথা; এসবও শুনিতে হইবে। আমার কাজের প্রয়োজনেই এসব কথা উঠিতেছে। আমি আসল কথাই বলিতেছি। যাহারা এই মাত্র আপনার কাছে ঋণের জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের আপনি বলিয়া-ছেন, লোন অফিসার বোসের কাছে যাও—সে টাকা দিবে। লোন অফিসার না থাকিলে দায়িত্ব আপনার। লোন অফিসার এখানে নাই। তিনি কবে আসিবেন ঠিক নাই। ইহারা তাঁহার জন্য এখানে পড়িয়া থাকিবে? একবার এই লোকগুলিকে ডাকাইয়া ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। আজ ইহারা বিপন্ন হইয়া আসিয়াছে। হাতে পয়সা কড়ি কিছু নাই। ইহাদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা আমাদের বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় ইহাদের বিষয় মনোযোগ দিয়া আপনার দেখা উচিত। বিপন্নকে সহানুভূতির সঙ্গে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আপনার। লোন অফিসার যখন নাই তখন ঋণের জন্য ইহাদের আবেদন পত্র কি অবস্থায় আছে আপনার দেখা দরকার ছিল। আপনি তাহা না করিয়া ইহাদের সোজাসুজি তাড়াইয়া দিলেন। যেখানে সহানুভূতির সঙ্গে এই সকল লোকের বিষয় আপনার দেখা দরকার সেখানে আপনি তাহাদের বলিলেন—হাটাও, হাট যাও। এভাবে কার্য্য পরিচালনা কি আপনার উচিত? উত্তরে হাকিম বলিলেন—আমি হাটাও হাট যাও বলি নাই। লোন অফিসার যখন বিষয়টি দেখিতেছেন তখন তাহার কাছেই উহাদের দেখিতে হইবে—সেজন্য আমি উহাদের লোন অফিসারের কাছে যাইতে বলিয়াছি। উত্তরে বলিলাম—লোন অফিসার যাহাই করুন তাহার অনু-পস্থিতিতে যদিও আপনার দেখা দরকার ছিল যে, লোন অফিসার কতদূর কি করিয়াছেন, কি করিলে ইহারা শীঘ্র লোন পাইবে—কিন্তু তাহা তো করেনই নাই বরং তাড়াইয়া দিবার জন্য বিরূপ মনোভাবে—তাহাদের বলিয়াছেন—হট্ যাও, হাটাও। ইহা কি উচিত? উত্তরে এস, ডি, ও বলিলেন—হট্ যাও, হাটাও বলা কোনো অসঙ্গত হয় নাই। বলিবার ইহা সঙ্গত রীতি বলিয়াই মনে করি। আমি বলিলাম—আমি তাহা মনে করি না। কেহ কাজের জন্য আসিলে তাহার সহিত এইরূপ মনোভাব প্রকাশকে আমি ভদ্রতাসঙ্গত মনে করি না। তাহাছাড়া কিরূপ মনোভাবে ইহা করা হইয়াছে তাহা আমি জানি। ইহা দুর্ব্যবহারই হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। উত্তরে হাকিম বলিলেন—এইভাবে বলা আমি খারাপ মনে করি না। ইহা আমরা করিয়াই থাকি। আমি বলিলাম—আপনারা ইহা সঙ্গত মনে করিতে পারেন কিন্তু এই আচরণ আমি রুচিবিরুদ্ধ মনে করি। আপনিই যদি আমার বাড়ীতে যান এবং আমি যদি আপনাকে বলি—কথাবার্ত্তা হইয়াছে এবার হট্ যাও,



হাটাও, আপনি কি উহা ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন? এস, ডি, ও বলিলেন—হ্যাঁ তখনও উহা ভালভাবে গ্রহণ করিব। উত্তরে বলিলাম—আপনি উহা বলিবার জন্য বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি উহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আর আপনি ইহা রুচিসঙ্গত মনে করিয়া এই ব্যবহার করিতে থাকিলেও—ইহাকে ভদ্রতা সঙ্গত মনে করিয়া এই ব্যবহার করা আমার শিক্ষাসংস্কৃতিতে বাধিবে। সকল লোকের সহিত সমীচীন ব্যবহার আপনাদের কর্ত্তব্য। ঐ লোক-গুলি বিপন্ন হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে—উহাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে না শুনিয়া হট্ যাও, হাটাও ইত্যাদির দ্বারা বিতাড়ন করা অন্যায় এবং দুর্ব্যবহার হইয়াছে, ইহা আপনার করা উচিত হয় নাই।

**অভদ্রতা সীমা বহির্ভূত**

হাকিম বলিলেন—আমি উহাদের হট্ যাও, হাটাও বলি নাই। আপনাদের কাছে যে কেহ যাহা বলিবে তাহাই সত্য? উহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। আমি বলিলাম—উহারা এই মাত্র আমাকে এই কথা বলিয়াছে। আপনার কাছে ভাল ব্যবহার পাইলে উহারা কেন আমাকে মিছামিছি এই কথা বলিতে যাইবে। তাহা ছাড়া আপনার কথাবার্ত্তাতেও বুঝিতেছি—এই ধরণের কথা হইয়াছে। ইহা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। হাকিম গরম হইয়া গেলেন, বলিলেন—দুনিয়ায় প্রত্যেকটা লোক যাহারা আপনাদের কাছে যাইবে—তাহারা সবাই সত্যবাদী, আমরা যাহা বলিব সব মিথ্যা। আমি উহা বলি নাই, উহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। যদি বলিয়াছি—তো যান যাহা পারেন করুন। এখান হইতে বখেড়া হাটান। আমিও দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলাম—আমরা ক্রমাগতই আপনার বিরুদ্ধে লোকের কাছ হইতে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি—সমস্ত লোক আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা নালিশ করিতেছে—আর আপনি উহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতেছেন! আপনার কাজের ধারাই হইয়াছে লোকের সহিত দুর্ব্ব্যবহার। এ বিষয়ে আমরা কোনো খবর রাখিনা মনে করেন? হাকিম নিতান্ত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলিলেন—আপনাদের হাতে একটা

সংবাদপত্র আছে আপনারা যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিবেন। উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—আপনাদের হাতে শাসনকর্ত্তৃত্ব আছে—আপনারা ভাবিয়াছেন যখন যাহা করিব কেহ কিছু বলিতে পাইবে না! আপনি অন্যায় আচরণ করিতেছেন—তাহার যাহা সংবাদ তাহাই আমরা পাইতেছি; এবং এই মাত্র আমি নিজে দেখিলাম—আপনি এই লোকগুলির সহিত অভদ্র আচরণ করিলেন, আপনি মনে করিয়াছেন সকলের প্রতি অভদ্র আচরণের অধিকার লাভ করিয়াছেন? হাকিম রাগে অস্থির হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—উহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—না, উহারা মিথ্যা কথা বলে নাই। হাকিম আত্মহারা হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি তখন কণ্ঠের উচ্চতা সমপর্য্যায়ে তুলিয়া বলিলাম—আপনি এরূপ কথা বলিতে সাহস করেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? শীঘ্র এই কথা প্রত্যাহার করুন; আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছেন—শীঘ্র এই কথা প্রত্যাহার করুন। আপনি কি ভাবিয়াছেন সকলে আপনার দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইবে? আমি কখনই আপনার এই আচরণ সহ্য করিব না। প্রত্যাহার করুন আপনার অন্যায় কথা।' এই দৃঢ় প্রতিবাদের উত্তরে তিনি বলিলেন—'না, না, আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন ইহা আমি বলি নাই—আমি বলিয়াছি ঐ লোকগুলি মিথ্যাকথা বলিতেছে।' উত্তরে বলিলাম 'আমি আমার কানে কি শুনি নাই আপনি কি বলিয়াছেন? খবরদার আপনি এই ভাবে আমার সহিত কথা বলিবেন।' এস, ডি, ওকে এই ভাবে বলার আওয়াজে ততক্ষণে হাকিমের খাস কামরার দ্বারপ্রান্তে বহু লোক জমা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া হাকিম আবার একটু দৃঢ় হইলেন। বলিলেন—আপনি এতগুলি লোককে জমা করিয়া আনিয়া কি দেখাইতে চান যে এস, ডি, ওর মতন লোককে আপনি ধমক দিতে পারেন। উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলিলাম—এসব বাজে কথা আপনি বন্ধ করুন। হাকিম বলিলেন এতগুলি লোকের সামনে আপনি এত জোরে কেন কথা বলিতেছেন? উত্তরে বলিলাম—আপনার নিজের গলার উচ্চতা যাহা করিয়াছিলেন তাহা কি মনে নাই? হাকিম বলিলেন—আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এটা আমার খাস কামরা। এখানে আপনি এইভাবে কথাবার্ত্তা করিতেছেন। উত্তরে বলিলাম—আপনার খাস কামরা হইলেই বা কি হইবে? ইহাদ্বারা আমার আচরণের তারতম্য হইবার কিছু নাই। উত্তরে বলিলেন—আপনার কাজ হইয়াছে এখন আপনি যান। উত্তরে বলিলাম—কাজ হইয়া গেলে এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই; না শেষ হইলে আপনার কথায় যাইতে পারি না। তবে এখন আমি যাইতেছি—ঐ লোকগুলির সমবেত সহি দিয়া নূতন দরখাস্ত লইয়া এখনি আমি আবার আসিতেছি। এই ভাবে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আপনাদের আছে। আজই আপনি ঋণ দিতে পারেন। আমি দেখিতে চাই আজই আপনি তাহাদের ঋণ দিতেছেন। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই হাকিম তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—নমস্তে নমস্তে, যাইয়ে—যাইয়ে, হুজুর আপ আভি যাইয়ে। আমি একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া ভদ্রতা সূচক প্রতিনমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

---

(৫ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

তাহাতে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি তথা তদ্বিষয়ে আসন্ন ভবিষ্যতের কর্ম্ম পরিকল্পনার বিষয় অন্তর্ভূত ছিল। জেলার খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ, চাষীর প্রতি সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নির্দ্দেশ, ক্রয় বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ, সরকারী খরিদ-পন্থা, পল্লীসমবায় ভাণ্ডার, সরকারী আচরণ ও দুর্নীতি বিষয়ে সম্যক আলোচনা ও কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারিত হয়। সরকারী ক্ষতিকর নির্দ্দেশ সমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ও জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্মিলিত কর্ম্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। যথাসম্ভব বিক্রয় কমাইয়া গ্রামের ধান্য চাউল যেন গ্রামে রাখিতে পারা যায় ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের উপায় করা যায় তদ্বিষয়ে কর্ম্মতালিকা লওয়া হয়। এ বিষয়ে চাষী, গ্রামের জনসঙ্ঘ, মহাজন, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, জেলার কর্ম্মী প্রভৃতি বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্ন কর্ম্মধারা অনুসরণের আবেদন জানাইয়া বিশদ কর্ম্মপরিকল্পনা তথা পরিচালকের বিবৃতি শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও অব্যবস্থার প্রতীকার বিষয়ে আলোচনার জন্য শীঘ্রই লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে ভারত সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রওনা হইবেন।

---



# Manbhum District Board.

# NOTICE

## Dhanbad Sub-division for 1951

List of roads on which Motor Buses may be allowed to run throughout the year Motor Goods Lorries upto 3 Tons with a load of 3 Tons may also be allowed to ply on these roads.

Class I-A Metalled Roads Bridged and Metalled throughout

| Sl. No. | Name of Road | Maximum No. of Stage Carriages or Buses that can be allowed per diem each way. | Maximum No. of public carreirs or lorries that can be allowed per diem each way. |
|---|---|---|---|
| 1. | Dhanbad Katras Road | 6 | 4 |
| 2. | Dhanbad Govinapur Road | 6 | 4 |
| 3. | Dhanbad Pathardih Road (Portion under D. B.) | 6 | 4 |
| 4. | Dhanbad Berwa Road | 6 | 4 |
| 5. | Luby Circular Road | 6 | 4 |
| 6. | Rajgunj Telmutcho Road (Between Bhatmurna & Telmutcho i. e. second sec.) | 6 | 4 |
| 7. | App : Road to Katras Rly. Stn. No. 1 & 2 | 6 | 4 |
| 8. | App : Road to Kusunda Rly. Stn. Road | 6 | 4 |
| 9. | App : Road to Bhaga Rly. Stn. | 6 | 4 |
| 10. | App : Road to Mugma Rly. Stn. | 6 | 4 |
| 11. | Jharia Stn. Road | 6 | 4 |
| 12. | Jharia Beliapur Road | 4 | 3 |
| 13. | Sijua Rajgunj Road | 4 | 3 |
| 14. | Kapuria Bhelatanr Road | 1 | 1 |
| 15. | Mahuda Rly. Stn. App : Road | 6 | 4 |
| 16. | Khanudih Keshargarh Road | 4 | 3 |
| 17. | Dumra Bagmara Road | 4 | 3 |
| 18. | Bhaga Bhowrah Road | 3 | 3 |
| 19. | Bhaga Putki Road | 4 | 3 |
| 20. | Phularitanr Dumra Road | 4 | 3 |

## Class I B Metalled Roads Partly Bridged and Drained

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | Chirkunda Patlabari Road (upto ohaunch) | 4 | 3 |
| 22. | Rajgunj Telmutcho Rd. (R'jung to Bhatmurna) | 4 | 3 |
| 23. | Topchanchi Gomoh Road (upto M. P. No. 2) | 4 | 3 |
| 24. | Golokdih Joyrampur | 4 | 3 |
| 25. | App : Rd. to No. 1 & 2 of Gomoh Rly. Stn. | 4 | 3 |
| 26. | Dumra Gomoh Road | 4 | 3 |

List of Roads on which Motor Buses may be allowed to ply from 1st January to 30th June and again from 1. 11. 51 to 31st December 1951 i. e. Motor Buses, Goods Lorries Private and Public should be stopped during the Rainy season only from 1st July to 31st October 1951.

## Class II Un-Metalled Roads Bridged and Drained Throughout

| Sl. No. | Name of Road | Maximum No of State Carriages or Buses that can be allowed per diem each way. | Maximum No. of public Carriers or Buses that can be allowed per diem each way. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barwa Sankardih Rd. | 2 | 2 |
| 2. | Govindpur Pokuria Rd. | 4 | 2 |

## Class II B Un-Metalled Roads Partially Bridged

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Govindpur Giridih Rd. (upto Tundi) | 6 | 4 |
| | * (One Bus allowed during 3½ Months of rains) | | |
| 4. | Jhapra Govindpur Rd. | 6 | 4 |
| 5. | Nirsha Kalubathan Rd. | 6 | 4 |
| 6. | Nirsha Jamtara Rd. | 6 | 4 |
| 7. | Pokhuria Ladhuria Rd. | 2 | 2 |
| 8. | Podderdih Kapasara Rd. | 2 | 2 |
| 9. | Podderdih Sankardih Rd. | 2 | 2 |

N. B.—The Provisional permission on these roads during rains will be withdrawn any time by the Chairman Manbhum D. B. If their condition be affected by such plying.

Busses and Lorries will not be allowed on any other road not mentioned in this List.

P. K. Roy
District Engineer, Manbhum.



## Sadar Sub-division for 1951

( 1 )

List of roads on which Motor Buses may be allowed to run throughout the year during 1951. Motor goods Lorries upto 3 Tons with a load of 3 Tons may be allowed to ply on these roads one trip each way per day.

| Sl. No. | Name of Road | Maximum No. of stage Carriage or Buses that can be allowed per diem each day. | Maximum No. of public carrier or Trucks that can be allowed per diem each day. |
|---|---|---|---|
| 1. | Chandil Stn. App : Rd. | 4 | 4 |
| 2. | App : Rd. to Jhalda Rly. Stn. | 4 | 1 |
| 3. | App : Rd. to Joychandipahar Rly. Stn. | 4 | 1 |
| 4. | Balarampur-Barabazar Rd. | 4 | 1 |
| 5. | Purulia Stn. Rds consisting of : | 4 | 1 |
| | (a) Ranchi Rd. | | |
| | (b) North Lake Rd. | | |
| | (c) Deshbandhu Rd. | | |
| | (d) Renny Rd. | | |
| | (e) New App : Rd. to Rly. Stn. | | |
| | (f) S. C. Sen Rd. | | |
| | (g) Lake Rd. (South) | | |
| | (h) Lake Rd. (West) | | |
| | (i) Ketika Rd. | | |
| | (g) Wilcox Rd. | | |
| 6. | Joychandipahar-Kashipur Rd. | 4 | 1 |
| 7. | Approach Rd. to Rukni Rly. Stn. | 4 | 1 |
| 8. | Deshbandhu Rd. No. 2 | 4 | 1 |
| 9. | Para Anara Rd. | 2 | 1 |
| 10. | Purulia Bankura Rd. upto Hura | 4 | 1 |
| 11 | Hura Manbazar Rd. between Hura-Puncha | 4 | 1 |
| 12. | Raghunathpur Ranigunj Rd. (Santuri) | 3 | 1 |
| 13. | Purulia Manbazar Rd. (Via Cossayee Bridge) | 8 | 2 |
| 14. | Raghunathpur-Hazaribagh Rd. Mile 68 (Chas Approach only) | 4 | 3 |

(During rains restriction may be imposed if necessary)

## ( B )

List of roads on which Motor Buses and Lorries may be allowed to ply from 1st January 1951 to 30th June 1951 and again from Ist November 1951 to 31st December 1951 i. e. Motor Buses Goods Lorries, Private and public (Other than Private Motor Cars, Taxis) should be stopped during the Rainy Season only from 1st July to 31st October 1951 with option to stop such plying at other periods when the roads may be found to have been badly damaged in a dangerous condition and also of granting temporary permits on these roads in fit cases during this period.

| Sl. No. | Name of Road | Maximum No. of Stage Carriage or Buses that can be allowed per diem each day. | Maximum No. of Public Carriages or Buses that can be allowed per diem each day. |
|---|---|---|---|
| 1. | Jhalda Gola Road | 1 | 1 |
| 2. | Purulia Bankura Rd. ( From Hura to District Border ) | 1 | 1 |
| 3. | Barabazar-Kuilapal Rd. ( Up to Bundwan ) | 2 | 1 |
| 4. | Balarampur-Baghmundi Road. | 2 | 1 |
| 5. | Barabazar-Manbazar Road. | 1 | 1 |
| 6. | Begunkodar Jhalda Road. | 2 | 1 |
| 7. | Chas Talgoria Road. | 1 | 1 |
| 8. | Chelyama Raghunathpur Road. | 1 | 1 |
| 9. | Damda Barabazar Road ( Excluding Bridged and Metalled portion ) | 2 | 1 |
| 10. | Jhalda Torang ( Up to Jargo ) | 1 | 1 |
| 11. | Jhapra Govindpur Rd. (1st & 11nd Sec. ) | 3 | 1 |
| 12. | Joypur Begunkodar Road. | 1 | 1 |
| 13. | Ladhurka Gourangdih Road. | 2 | 1 |
| 14. | Manbazar Dhanarah Road. | 1 | 1 |
| 15. | Purulia Chandankiary ( Including Kherabera Damodar Road ) | 2 | 1 |



| Sl. No. | Name of Road | Maximum No. of Stage Carriages or Buses that can be allowed per diem each way. | Maximum No. of public Carriers or Buses that can be allowed per diem each way. |
|---|---|---|---|
| 16. | Raghunathpur Bankura Road (Up to Gourangdih) | 2 | 1 |
| 17. | Manbazar Bankura Road. | 1 | 1 |

N. B.—The Provisional permission on these roads during rains will be withdrawn any time by the Chairman Manbhum D. B. If their condition be affected by such plying.

Busses and Lorries will not be allowed on any other road, not mentioned in this List.

P. K. Roy
District Engineer, Manbhum.

## সদর লোক্যাল বোর্ড

# নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, জেলা মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত খোঁয়াড় বাঁধ ও হাটগুলি ১৯৫০-৫১ সালের জন্য ডাক নীলামে আগামী ৪।১২।৫০ তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নীলাম খতম হইলে খাজনার সমস্ত টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি না দিলে উক্ত খোঁয়াড় কিম্বা হাট প্রভৃতিতে দখল দেওয়া হইবে না এবং উক্ত টাকা বিনা নোটীশে বোর্ডে বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭ দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম ডাক সদর লোক্যাল বোর্ডের অফিসে জুবিলি টাউন হলের হাতার মধ্যে বেলা ২টা হইতে আরম্ভ করা হইবে। যাহার কিছু মাত্র খাজনার টাকা বাকী থাকিবে তাহাকে ডাক দিতে দেওয়া হইবে না। যাহাদের এক বৎসরের অধিক মেয়াদ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের আগামী ১৯৪ সালের দরুণ সমস্ত খাজনার টাকা নীলামের দিন জমা দিতে হইবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় | খোঁয়াড় |
| বোবো (বুড়িবান্ধ) | চন্দনকিয়ারী | চেলেমা | খুঁটী |
| কাশীপুর | মনিহারা | কপালি | |

শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত
চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।

# Manbhum District Board.

## Office of the District Engineer, Manbhum.

## NOTICE FOR CALLING TENDER.

No. 9 of 1950—1951.

1 Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received upto 4 P. M. on 29. 11. 1950 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 P. M. on 29-11-1950. in presence of the tenderers or their authorised agents

2. Other information may be had in District Engineer's office and separately pasted in the Notice Board.

| Est. No. | No. | Name of works | Amount. | Amount of earnest money to be deposited | Date of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 of 50-51 | 1 | S/C metal on Jhapra-Gobindpur Road. | 386/- | 40/- | will be fixed by District Engineer |
| 103 of do | 2 | S/C metal on Raghunathpur-Hazaribagh Road. | 436/- | 45/- | do |
| 7 of 49-50 | 3 | R/S for 1st section of the Balarampur-Barabazar Road. | 9264/- | 200/- | 15-6-53 (fully) |

Conditions :

NOTE : (1) Metal collection must be completed by 15.6. every year.

(2) Consolidation of stock metal work must be completed on or before 15. 10. every year with water, available within lead $\frac{1}{4}$th mile.

(3) Gravel collection where provided in the Estimate must be completed by 15. 6. every year.

(4) Contractors are requested to note their time limit within which they will be able to complete, the work. The particular of works to be done, [illegible] available to the tenderers in the office of District Engineer, and tenderers are requested to consult it before submitting tenders.

Approved
Sd/- B. Sen
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Ray
District Engineer, Manbhum

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, ২৭শে নভেম্বর ১৯৫০

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

স্বরাজ শাসন– অর্থ কি এর আজ নিতে হবে চিনে ;
স্ব-দেশের রাজে অর্থ হবে না—জনতার রাজ বিনে।
স্বরাজ এ নয় নিজের দেশের মুষ্টিমেয়ের হাতে—
তাদের স্বার্থে স্বরাজের নামে বসে মরা অপঘাতে ॥

স্বরাজ এ নয়—বড় ভূভাগের ভারবাহী হ'য়ে থাকা ;
জেলারে হরিয়া মিথ্যে ওসব ঐক্যের বুলি ফাঁকা।
সকলের সাথে এক হয়ে যেন বঞ্চনা নাহি পাই ;
বিকেন্দ্রী-করা দেশ-শক্তির ন্যায্য অংশ চাই ॥

স্বরাজ যেখানে পল্লী-পঞ্চায়েতের ভিত্তি-মূলে,
দাঁড়ায়ে রচিবে আপন বিভব শক্তির দ্বার খুলে ;
জনতার দাবী জয়ী যেথা ন্যায়-শক্তির অনুভবে,—
স্বরাজ সেথায় জনতার রাজ সত্য স্বরাজ হবে ॥

# চাসের চিঠির বাদ প্রতিবাদ

( অরুণচন্দ্র ঘোষ )

বিগত ২৯শে আশ্বিনের ৪৫শ সংখ্যার মুক্তিতে চাষে সরকারী নিয়ন্ত্রিত চাউল ও গমের বিতরণ বিষয়ে অনাচারের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই অনাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ পত্রপ্রেরকদিগকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া চিঠির বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা অপ্রমাণ করিবার যে অবাঞ্ছিত পন্থা গ্রহণ করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত পত্র দুইটি হইতে বুঝা যাইবে। প্রথম প্রদত্ত পত্রটি আসিবার পর দ্বিতীয় পত্রটি হাজির হয়। দ্বিতীয় পত্রটি যখন ডাকের মারফতে আসিতেছে আমি তখন চাসে গিয়া প্রথম পত্রের অভিযোগ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানি উহারা ঐ পত্র লেখেন নাই। তৈরী করা পত্র—ভুল বুঝাইয়া সহী লওয়া হইয়াছে। এই ভাবে টিপসহী লওয়ার পর চাসের লোকে জানিতে পারেন যে ভুল বুঝাইয়া উহাদের নামে মুক্তিতে প্রতিবাদ দেওয়া হইতেছে—ইহা জানিয়া প্রকৃত তথ্য দ্বিতীয় পত্রে দেওয়া হয়। চাসে একটি বিশেষ দলের দ্বারা বর্ত্তমানে যে ষড়যন্ত্র-মূলক ক্ষতিকর কার্য্য কলাপ চলিতেছে এই ব্যাপাটিও তাহারই একটি শাখাস্বরূপ—সমগ্র অবস্থার পরিচয় জানিলে ইহার যথার্থরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে। চিঠি দুইটি এই :—

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু,
মহাশয়,

আপনার ১১ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা তাং ২৯শে আশ্বিন সোমবার চালের স্লিপে পক্ষপাতিত্ব প্রবন্ধে আমাদের নাম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। আমরা উক্ত শশী বাউরী সাং চাস লিখিত কোনরূপ কাগজে আমাদের সহি বা টিপ দিই নাই। অতএব দয়া করিয়া আমাদের এই প্রতিবাদ-টুকু আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। এইরূপ এক কপি আমরা চাস থানার কংগ্রেস সভাপতির নিকটও তাঁহার অবগতির জন্য পাঠাইলাম। ইহা মিথ্যা কারণ আমরা চাউল লইতে ঘটনস্থলে উপস্থিত ছই নাই।

নিবেদক
শ্রীপতি হাড়ী সাং চাস
ছুটু রাজয়াড় সাং চাস

চাস
তাং ৩।১১।৫০

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

অধীনের সানুনয় নিবেদন এই যে, আমাদের হরিজন কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বাউরী ১৩।১০।৫০ তারিখে, ময়দা ও চাউলের স্লিপ না পাইয়া আমরা চাউল অভাবে উপবাস দিয়াছিলাম তাহা সত্যিই। আমরা এই ঘটনা মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই ঘটনা প্রচার হইবার পর হরদয়াল শর্ম্মা এবং ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারমেন শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার চাটার্জ্জি এই দুই জন ভদ্রলোক শিপতি হাড়িকে দিয়া আমাকে ইউনিয়ন কমিটির অফিসে ডাকেন। সেই সময় আমি শিপতিকে জিজ্ঞাসা করি যে, কি জন্য আমাকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তখন আমাকে শিপতি বলে যে, আমরা যে মুক্তি পত্রিকায় যে ঘটনা দিয়াছিলাম তাহা মিটমাট করিবার জন্য। তখন আমি শিপতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শিপতি তুমি কি বলিবে। তখন শিপতি বলিল যে, আমি যদি হরদয়াল ও রোহিণী বাবুর তরফ না বলি তাহা হইলে আমার চাকরি চলিয়া যাইবে। কারণ রোহিণী বাবু হাসপাতালের সেক্রেটারী এবং আমি হাসপাতালে সুইপারের কার্য্য করি। অতএব রোহিণী বাবু যা বলিবেন তাহাই করিব। এই পরামর্শ করিতে করিতে আমি শ্রীছুটু রাজুয়ার ইউনিয়ন অফিসে আসি তাহাতে দেখি যে, মাত্র হরদয়াল বাবু ও রোহিণী বাবু ছিলেন। তারপর আমাকে খুবই ধমক চমক দেন। এবং হরদয়াল বাবু বলেন যে, যদি এই কাগজে টিপ সহি না দিস তাহা হইলে আজ হইতে কোন দিন কোটার কোন জিনিষ দিব নাই। আর কিছুদিন পর হইতে সমস্ত জিনিষ আমাদের হাতে থাকিবে। যদি লইবার থাকে তাহা হইলে কাগজে টিপ দে। এই ভয়ে আমরা গরীব লোক আমাদের নিকট একটা সাদা কাগজে টিপ লেন। আমরা লেখা পড়া জানি নাই। শুনিলাম টিপ লইয়া তাহারা মুক্তি পত্রিকায় দিয়াছে আমাদের নামে প্রতিবাদ দিয়াছে। কিন্তু তাহা মিথ্যা। আমরা ময়দা চাউলের স্লিপ পাই নাই। এই কথা ডি, সি, এস, ডিওর নিকট জোর গলায় বলিব যে,—পাই নাই। ইতি—

নিবেদক
শ্রীছুটু রাজুয়ার।

( চাস )



"মুক্তি"

১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার সন ১৩৫৭ সাল

# সরকারী তামাসা

সমগ্র বিহার প্রদেশে ছোটখাট জল সেচনের ব্যবস্থা ( Minor Irrigation Scheme ) দ্বারা চাষের উন্নতি তথা খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিহার সরকার কি করিয়াছেন তাহার এক সরকারী ফিরিস্তি কিছুদিন হইল প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মানভূম জিলা সম্বন্ধে যে সরকারী হিসাব ও বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এই হিসাব গত এক বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত।

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ১৯৪৯-৫০ সালে জলসেচনের ব্যবস্থার জন্য মানভূম জিলায় মোট টাকার বরাদ্দ— | ৫,৮০,০০০ (পাঁচলক্ষ আশী হাজার টাকা) |
| ২। | ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার সংখ্যা-- | ৫০৫ |
| ৩। | ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা— | ৩৭০ |
| ৪। | ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এত-দর্থে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ— | ৫,৮০,০০০ (পাঁচলক্ষ আশী হাজার টাকা) |
| ৫। | ইহা দ্বারা যে পরিমাণ জমি জলসেচন দ্বারা উপকৃত হইয়াছে— | ৭,৪০০ একর অর্থাৎ ২২,২০০ (বাইশ হাজার দুইশত বিঘা) |

গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত মানভূম জিলা সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্যগুলি দেখিয়া জিলার জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিবে যে তাহারা কি বাস্তবিকই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে না সত্য সত্যই জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে? যদি কোন চক্ষুষ্মান নিরপেক্ষ ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, এক বৎসরে এই পাঁচলক্ষ আশী হাজার টাকা যেটা জলসেচনের নামে খরচ করা হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহার কতটা পরিমাণ বাস্তবিক জল সেচনের কাজে লাগিয়াছে এবং কতটা পরিমাণ অপব্যয়িত হইয়া কতকগুলি লোকের অর্থ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে! এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দুএকটা বিষয় সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

১। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত পাঁচ লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ করিয়া যে ৩৭০ টি ছোটখাট জল সেচের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া প্রায় বাইশ হাজার বিঘা জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে তাহা কোথায় কোথায় করা হইয়া ছ? এ বিষয়ে ৩৭০টি সম্পূর্ণকৃত পরিকল্পনার বিবরণ ও কাহাকে কাহাকে টাকা দেওয়া হইয়াছে, কোথায় কোথায় বাঁধ হইয়াছে,—বাঁধে জল আছে কিনা বা বাস্তবিকই বাঁধ খোঁড়া হইয়াছে কিনা এই সব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রামাণিক ও সত্য তথ্য প্রকাশিত হইলেই এই নাটকীয় প্রচারের প্রকৃতরূপ এবং কিভাবে জনসাধারণের নামে সরকারী অর্থের অপব্যয় হইয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধনী করা হইয়াছে এবং সরকারী অব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এ তামাসার বিষয়ে অধিক আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই কারণ সূর্য্য উদয় হইলে যেমন অন্ধ ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে হয় না, যে সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তেমনি জল সেচনের জন্য এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কি করা হইয়াছে তাহা মানভূমের জনসাধারণকে বলিয়া দিতে হইবে না। লোকে কেবল আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি-তেছে যে উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষকে অন্ধ মনে করিয়াই কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের নিকট এই হিসাব দিয়া তামাসা করিয়াছেন, নাবিহার গবর্মেণ্ট মানভূমের জনসাধারণকে বেকুব মনে করিয়া তাহাদের বোকা ভুলাইবার জন্য তামাসা করিতেছেন—কোনটা সত্য?

গত ২৪শে নভেম্বর গয়াতে বিহারের অর্থমন্ত্রী ডাঃ অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে—'ছোটখাট জলসেচ পরিকল্পনার (মাইনর ইরিগেশন স্কীম) নামে কোটী কোটী টাকার অপব্যয় হইয়াছে। জলসেচনের যদি উপযুক্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইত তবে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসিত না।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে—"গবর্মেণ্টের কোন পরিকল্পনাই নাই এবং এই জলসেচ পরিকল্পনায় যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা দ্বারা কেবল একটা তামাসার প্রহসন করা হইয়াছে (Which have proved to be only a farce)।

বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলেরই একজন অন্যতম প্রধান খাদ্য ও অর্থ মন্ত্রী বিহার গবর্মেণ্টেরই জলসেচন রূপ একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা আশঙ্কা করিতেছি কবে আবার জলসেচনের মন্ত্রী বিহারের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ তামাসার কথা উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিবেন। একটা কথা ঠিকই যে, কংগ্রেস গবর্মেণ্ট এবং তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রায় সকলেই ভারতীয় স্বরাজ্য নাট্যমঞ্চে কেবল প্রহসনই করিয়া চলিয়াছেন। তবে তাহারা দেশের জনসাধারণকে লইয়া যে তামাসা করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে দেশের জনসাধারণের এরূপ জীবনান্ত হইতেছে যে, এই প্রহসন যে কোন সময়ে বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইতে পারে। এই তামাসা কবে, কি ভাবে পরিণতি লাভ করিবে তাহাই এবার দেখিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

---

# জেলার খাদ্য-পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ

## জেলার গভীর মনোযোগ দাবী করিতেছে

### জেলার চাষী, মহাজন, ক্রেতা, ব্যবসায়ী ও গ্রাম-জনসঙ্ঘ সচেতন হউন

### দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতার সহিত জেলার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে

### জনকল্যাণ চাহিলে সরকারকে বুঝিতে হইবে সরকারীব্যবস্থার অবসানে জন-ব্যবস্থাই কাম্য

### তাহা না বুঝিয়া নিয়ন্ত্রণ-অনাচার চালাইতে গেলে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জনশক্তি জাগ্রত হইবে

### চাষীর প্রতি নূতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চাষীকে আতঙ্কিত হইলে চলিবেনা

### বিচলিত ও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে অসুবিধার প্রতীকারে দাঁড়াইতে হইবে

### খাদ্য বিষয়ে কর্ম্ম-ব্যবস্থা ও জেলার দায়িত্ব

**লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—জেলা তথা লোক সেবক সঙ্ঘের সাধারণ কর্ম্মধারা আলোচনার জন্য আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর যথাক্রমে ৮ই ও ৯ই পৌষ মানবাজার থানার মেট্যালা গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘের যে জেলা কর্ম্মী সম্মেলন হইবে তাহাতে জেলার খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা ও সঙ্ঘের কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণের কর্ম্মসূচী অঙ্গীভূত থাকিবে।**

পূর্ব্বে জানান হইয়াছে যে, বিগত ১৫ই নভেম্বর লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদে যে কর্ম্মধারা বিবেচিত হয় সেই মর্ম্মে আলোচনার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ ভারত সরকার তথা ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে শীঘ্রই যাইতেছেন। তথায় আলোচনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা নির্দ্ধারিত হইবে। উক্ত কথাবার্ত্তার ফলাফলের উপরই জানা যাইবে—জেলার খাদ্য ব্যবস্থা কি পরিমাণে জনগণের দাবী স্বীকারের ভিত্তিতে ও কি পরিমাণে জনগণের শক্তির ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হইবে। ইহার জন্য জেলার কর্ম্মী ও জনগণকে প্রস্তুত থাকিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া সচিব মনে করেন। লোক সেবক সঙ্ঘের খাদ্য-পরিকল্পনা কি লক্ষ্যে ও চিন্তাধারায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সম্যক বিবরণ সহ লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের বিশদ বিবৃতি মুক্তির আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে সচিব আশা করেন।



### অনাহারে মৃত্যু ও শ্রীমুন্সীর মন্তব্য

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী ভারত পার্লামেণ্টে সাম্প্রতিক যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সংবাদ পত্রের বিবরণে প্রকাশ শ্রীমুন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে, অনশনে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কোনো প্রাদেশিক সরকার তাহাকে কোনো কিছুই জানান নাই। একজন ভিখারীর মৃত্যু ব্যতীত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত অনশনের সমস্ত সংবাদ অপ্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমুন্সী দাবী করেন। এ বিষয়ে সচিব বলেন—শ্রীযুক্ত মুন্সীর দাবী মানভূমের বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানভূমে ২৬ জনের অনশনে মৃত্যুর সংবাদ শ্রীমুন্সীকে লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সরাসরি জানান হইয়াছিল। সচিব দুঃখের সহিত মন্তব্য করেন—জেলার ঘটনার যথার্থ তদন্ত না করিয়া শ্রীমুন্সীর এই বক্তব্য বিবেচনাপূর্ণ হয় নাই এবং বিহার সরকারের আচরণও দায়িত্বের পরিচায়ক হয় নাই। শ্রীযুক্ত মুন্সীর ঘোষণা যে বাস্তব অবস্থার পরিচায়ক নহে ইহা প্রমাণ করিতে লোক সেবক সঙ্ঘ সর্ব্বদাই রাজী আছেন বলিয়া সচিব দাবী করেন।

### চাষীদের মধ্যে আতঙ্ক

চাষীদের চাউল ধান্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারী নূতন নিয়ন্ত্রণ চাষীদের খাদ্য পরিস্থিতিকে বিস্তৃতর ও জটিল করিবে এই আশঙ্কা করিয়া চাষীগণ আতঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন ও অনেকে বিচলিত হইয়া চাল ধান বিক্রয় করিয়া দিবার মনস্থ করিতেছেন—এই সংবাদ বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন যে-সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতায় চাষীরা যে আতঙ্কিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক; তবে এ বিষয়ে চাষীদের এখন দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে অবস্থা কি ঘটিতে পারে ও তাহার অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতীকার কি হইতে পারে তদ্বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘ অনুধাবন ও ব্যবস্থাসন্ধান করিতেছেন; এবং প্রয়োজন হইলে অসুবিধা সমূহের প্রতীকারে নিজেদের শক্তি অনুসারে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থায় লোক সেবক সঙ্ঘের সহযোগিতায় অগ্রসর হইবেন। বিচলিত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখন ধান চাল অযথা বিক্রয় করিয়া চাষীগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত হইবে না।

### চাউলের বাজার অবস্থা

কালীপূজার পর চাউলের দর সামান্য বাড়ে। কালীপূজা পর্য্যন্ত বাইদের ধান চাল কেনা বেচা চলে। কালীপূজার জিনিষ পত্র বস্ত্রাদি খরিদ করিতে চাউলের বিক্রয় কিছু বাড়িয়াছিল ও দরও কমিয়াছিল। বাইঁদের ধান চাউল সম্প্রতি কমিয়া গিয়াছে। এখন কানালী বহালী ধান কাটায় চাষীরা লাগিয়াছে। সেজন্য চাউলের আমদানী কিছু কম। মাঝে কয়েকদিন যে বাদলা আব হাওয়া করে তাহার কারণেও চাল বিক্রয়ে মন্দা পড়ে। বর্ত্তমানে বাজার দর যাইতেছে—মোটা সাফি চাউল স্থান বিশেষ ১৫৸—১৬৲—১৬৷৹—১৬৸৹ মণ। সাম্প্রতিক সরকারী খরিদও চালের চাহিদা ও দরকে বাড়াইয়াছে।

### অনাহারে মৃত্যু

অনাহারে মৃত্যুর আর একটি ঘটনা প্রদান করিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব বলেন—দিন ২৫ পূর্ব্বে বান্দোয়ান থানার কর্ম্মীগণ তুলসিডি গ্রামের শ্রীরাখাল সর্দ্দারের মাতার অনাহারে মৃত্যু হইবার সংবাদ সঙ্ঘ অফিসের নিকট জানান। এ বিষয়ে সচিবের নিজস্ব সম্যক তদন্তের পর বিবরণ দিবার ইচ্ছা ছিল। তাহা হইয়া না উঠায় স্থানীয় কর্ম্মীদের সংগৃহীত তথ্য সম্বলিত বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। ১৯ দিন ব্যাপী অনাহারে থাকিয়া তিনি ২০শে আশ্বিন মারা যান। বয়স ৫০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে গ্রাম-প্রতিবেশীর দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সহায়তায় বিশেষ কিছু ফল হয় নাই এবং প্রতিবেশীদেরও সহায়তার ক্ষমতা ছিল না। চাউল ও খাদ্যশস্যের অতীব অনটন ছিল।

---

# খাদ্যকেন্দ্র ও সরকারী অপচেষ্টা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

জেলায় সমগ্রভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা বিষয়ে সরকারী কার্য্যকলাপের বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। আমাদের খাদ্য কেন্দ্রে সরবরাহের কাজে বাধা দিবার কি কি অপচেষ্টা ঘটিয়াছে তাহা এ প্রবন্ধে জানাইতেছি।

## চোরা-কারবারের বিরাট ক্ষেত্র চাস

জেলায় খাদ্য বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিভ্রান্তিকর ব্যাপার সমূহের সহিত জড়িত হইয়া জেলায় বিরাট চোরা কারবারের যে ক্ষেত্রগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সর্ব্বোত্তম কেন্দ্র একটি চাস। সরকার খাদ্য সরবরাহের একচেটিয়া ক্রয় ও বণ্টনের আত্মনির্ব্বাচিত ঠিকাদার হইয়া উঠিয়াছেন অথচ সরবরাহের অযোগ্য অবস্থার ফলে ঝরিয়া ধানবাদ অঞ্চলে চালের চাহিদা অত্যন্ত হওয়ায় একচেটিয়া ঠিকাদারকে ফাঁকি দিয়া বেআইনী চালের চাহিদা ঘটিতে থাকে। সুতরাং চাস অঞ্চলকে এই বেআইনী চাহিদা সরবরাহের একটি বড় ক্ষেত্র রূপে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সরকার খাদ্য-সরবরাহের দায়িত্ব লইয়াছেন এবং বিশেষতঃ কলিয়ারী অঞ্চলের বিশেষ দায়িত্ব পালনের দায় সরকার লইয়াছেন—অথচ সরবরাহ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। করিতে পারেন নাই বলা চলে না! করিয়াছেনও বলা চলে তবে অন্যভাবে। যাহা পাইবার সেই চাউল দেশ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। লোক পাইতেছে আর সরকার পাইতেছেন না ইহা বলা চলে না। যাহা পাইতে পারেন তাহা না পাইয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে অন্যভাবে পাওয়ানো হইতেছে। এবং এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য সরকারের যে কৃতিত্ব নাই তাহাও বলা চলে না কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের আপ্রাণ চেষ্টা ও যোগাযোগের ফলেই ইহা চলিতেছে। কারণ ইহা ব্যতীত এত বড় কারবারের আয়োজন চলিতে পারে না। ইহা বন্ধ করিব মনে করিলে অল্প আয়াস ও দিনেই বন্ধ হইতে পারে তাহার প্রমাণ দিতে পারি। এ হেন চাসের উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ের বাজার একটি লোভনীয় জিনিষ। বহু শত শত মণ চাউল এতদিন ধরিয়া নানা কৌশলে চাসে আসিয়াছে—ট্রাকে ট্রাকে, বস্তায় বস্তায়, বাসে বাসে, ঝুড়িতে ঝুড়িতে মাথায় মাথায় চাল পার হইয়া গিয়াছে ঝরিয়া ধানবাদ অঞ্চলে। বেসরকারী অথচ সরকারী স্নেহ-সিঞ্চনে পুষ্ট এই সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া পার হইবার সময় চাউলকে নানা দাবীর আবদার মিটাইয়া আসিতে যে সংগ্রাম করিতে হয় তাহাতে তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? ১৮।২০৲ টাকা মণের চাউল যদি প্রতি মণে ২৬৲ টাকায় পরিণত হয় আর একটু নদী পার করিতে পারিলেই ৩০৲—৩৬৲ ৪০৲ যাহা চাও। পথ দুর্গম হইলেও এ আকর্ষণ দুর্ব্বার। বীরের দল ঝঞ্ঝা সহিতে অগ্রসর; আর বীরত্বের কার্য্যে সরকারী বীরের দলও তোমাকে দুর্গম পথ পার করিতে সতত্ই প্রস্তুত; ভয় কি তোমার? আমরা জানি এই কার্য্যে পুলিস বিভাগ, সাপ্লাই বিভাগ, এ্যান্টিস্মাগলিং বিভাগ, সাধারণ শাসন বিভাগ সব বিভাগেরই অবদান ইহাতে যুক্ত। এই বিভাগগুলির ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তি-স্তর ইহার সহিত জড়িত। ইহার বিষয়ে আমরা ব্যাপক তদন্ত করিতেছি; বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে; প্রয়োজন মত আমরা দিতে পারিব; এবং তাহা হাজার হাজার লোকের সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা। জেলার উর্দ্ধতম স্তরও যে ইহার সহিত জড়িত তাহার প্রমাণ তাহা একটি অতি সামান্য জিনিষেও পাওয়া যাইবে। অবস্থা কি তাহা আমরা জানাইলেও এবং প্রমাণ দিতে ও কার্য্যকরী প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে আমরা দাবী জানাইলেও উর্দ্ধতম স্তরের কেহ আমাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া ইহার প্রতীকারের কোনো ব্যবস্থা বা আগ্রহ প্রকাশের কোনোই উদ্যোগ করিবেন না—ইহা আমরা জানি। ইহা আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে। আমাদের খাদ্য-বণ্টন চেষ্টায় চোরা-কারবার কিয়দংশে কমিয়াছে—ইহার দাবীও আমরা করিতে পারি। ইহার কারণও আমরা অন্য প্রবন্ধে জানাইব। তথাপি আজও বহুলাংশে চোরা কারবার



চলিতেছে এবং তাহা সরকারী বিভাগগুলির সহযোগিতায় ই চলে—তাহাও আমরা প্রামাণ্যরূপে জানি। চোর-কারবার বন্ধ করা দূরের কথা—আমাদের কার্য্যকরী খাদ্য বণ্টনের কাজকে বাধা দিবার যে সরকারী কর্ম্মচারী-দের অপচেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহা ঐ সকল দলের স্বার্থ সাধনের জন্য—তাহার প্রতীকারে জেলার উর্দ্ধতন শ্রেণীর ব্যক্তিদের জানাইয়াও কোনো ফল হয় নাই;—আমরা তাহার কোনো উত্তর, কোনোরূপ সহযোগিতার ভাব, কোনো প্রতীকার পাই নাই। সেই সব দুর্নীতির ধারা পূর্ব্ববৎই অপরিবর্ত্তনীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে আমরা কি বুঝিব? উর্দ্ধতম স্তরও ইহার সহিত জড়িত আছেন কিনা? এই সিদ্ধান্ত ধারণা, অনুমান, পরিস্থিতি সহায়ে করা হইতেছে। সিদ্ধান্তের অপর যে দিক—সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহারও সহায়ে ইহার সিদ্ধান্ত করিবার আজ যথেষ্ট উপকরণ আছে। তাহা প্রয়োজন মত আসিবে। জনসাধারণকে আমরা যেদিন আহ্বান জানাইব—সহস্র সহস্র লোক সত্য তথ্য লইয়া—ষড়যন্ত্রের কাহিনীসমূহ লইয়া উপস্থিত হইবে। কারণ জনগণ এই সকল অন্যায়ের সাক্ষী হইলেও আজ এই জঘন্য জীবনধারার পরিবর্ত্তনের জন্য, জন-কল্যাণের জন্য এবং অসত্যের রাজত্ব—চুরির রাজত্বের অবসান করিবার জন্য, সত্য তথ্যসমূহ আগ্রহে জানাইতে চায়। বহু লোক আমাদের কাছে আত্মস্বীকার—সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছে।

## ইহার ফল হইয়াছে কি?

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া লওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চাউলের এই চোরা কারবারের কথা উত্থাপন করিলে দুই একজনে বলেন—ইহাকে এত খারাপ বলিয়া দেখ কেন? ঝরিয়া ধানবাদ অঞ্চলের লোক চাউল না পাইয়া কষ্ট পায়—এই চাউল চুরি করিয়া হইলেও তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। চুরি করিয়াও মহৎ কাজ হইতেছে। প্রথম কথা—মহৎ উদ্দেশ্যে ইহা করা হয় না, সংকীর্ণ স্বার্থে মহৎ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিয়া ইহা করা হয়। দ্বিতীয় কথা—চাউল যখন রহিয়াছে এবং চাহিদা মিটাইতে যাইতেছে তখন সেই চাউল নির্দ্ধারিত ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কেন যাইবে না? সরকারী ব্যবস্থা না থাকিয়া, মিথ্যা চাহিদা সৃষ্টি করিয়া, লোকের ক্রয় ক্ষমতার বহু উর্দ্ধে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এই চাউল সরবরাহে অপরাধ হইতেছে কি জনসেবা হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। চাসের মত আরো যে কয়েকটি চোরা কার-বারের বিশেষ আড়ত আছে—সেগুলির ফলে সমগ্র মানভূমে যে কষ্ট হইয়াছে তাহা তো আছেই—ইহার ফলে আড়তগুলির নিজস্বস্থানে—তাহার মধ্যে যথা চাস—জনগণের যে কষ্ট দেখা দেয় অবর্ণনীয়। চোরাকারবারীদের লোভের দৌরাত্ম্যে লোকের মুখের সম্মুখ হইতে চাউল উধাও হইয়া যায়। এই অবস্থার মধ্যে চাসের জনগণকে চাউল সরবরাহের কাজ আমরা গ্রহণ করিলাম। ইহাতে দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা, মনোভাব ও চেষ্টা চাসে দেখা গেল। ইহাতে যাহাদের ক্ষতি দেখা দিল তাহার সঙ্গে যাঁহারা জড়িত তাঁহারা যে আমাদের কাজে বাধা দিবেন তাহা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার ফল কি দেখা দিল তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য এবং কি ঘটিল তাহাই বলিতেছি।

## দৃশ্যপটে কাহারা অবতীর্ণ হইলেন?

যাহাদের ক্ষতি হইল—অর্থাৎ যাঁহারা কায়েমী কতকগুলি অনস্থমোদিত ব্যবস্থাজাল ফাঁদিয়া নিয়মিত স্বার্থ সাধন করিয়া আসিতেছেন তাহাদের পথে বাধা পড়ায় তাঁহারা একে একে দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হইলেন। বিভিন্ন দল বিভিন্ন ব্যবস্থা লইয়া কার্য্যধারা চালাইতেছিলেন। কাজের প্রতিবন্ধকরূপে এই সকল বিভিন্ন দল যে সকল কার্য্যকলাপ লইয়া দেখা দিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে—দলগুলির একে একে পরিচয় প্রদান করিয়া লই। আমাদের চাউল বিতরণ ব্যবস্থার প্রথম প্রতিবন্ধকরূপে যাঁহারা দেখা দিলেন তাঁহারা চাসের বহুবিদিত কয়েকজন ব্যবসায়ী—তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইলেন চাসের কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। ইঁহাদের সকলের আন্তরিক যোগা-যোগের ব্যাপার একটি নামহীন দলের রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহার পর জনস্বার্থ রক্ষার নামে—ইহাদের যোগাযোগের মধ্যে আসিয়া দেখা দিলেন—স্থানীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যকর্ত্তার দল—যাঁহারা মানভূমে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে নিজদিগকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের সেবার এক বিশেষ লক্ষ্য লইয়া মানভূমের

বর্ত্তমান অবস্থা সৃষ্টির কাজে আপ্রাণ সাহায্য দান করিয়াছেন। আর তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন তাঁহাদের কতিপয় নিষ্ঠাবান অনুগামী। এই সম্মিলিত আসরে আসিয়া দেখা দিলেন—স্থানীয় সাপ্লাই বিভাগ ও পুলিস বিভাগ—যাঁহাদের প্রবল প্রতাপান্বিত হুকুমত বহাল থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক চোরাকারবারের রাজত্ব অপ্রতিহতভাবে চলিয়া এই রাজত্বের সহিত তাঁহাদের প্রাণের অবিচ্ছেদ্য কি সম্বন্ধ তাহার পরিচয় প্রদান করে। এই ঘটনাবহুল দৃশ্যপটের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল—জন-সংযোগকারী বিরাট এক প্রচার ভ্যান; আচ্ছাদনের মধ্যে জনসংযোগকারী এক প্রচারক—হাতে তাঁর পরিচালনার অদৃশ্য সূত্র। সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া জনসংভরণের কাজে সংহরণের দৃশ্যপট ঘনীভূত করিয়া তুলিল। আর তাহারই মধ্যে অদূরে উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষীয়ের দল সমুদয় অবহিত হইয়াও নীরবে প্রতিবন্ধকতার এই কাজকে আপনার রূপ লইতে কি ভাবে সহায়তা প্রদান করিতে থাকিলেন তাহার কথাও ক্রমে ক্রমে আসিবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

---

# স্বরাজের হাকিম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিগত সংখ্যায় হাকিমের খাস কামরায় কথাবার্ত্তা হওয়ার পর্য্যায় পর্য্যন্ত দিয়াছি। যে উদ্দেশ্য লইয়া হাকিমের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া হাকিমের সহিত দুর্ব্যবহারের ঝঞ্ঝাটে পড়িলাম, সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে অর্থাৎ পটমদা থানার কতকগুলি লোকের ঋণ পাওয়ার বিষয়ে হাকিমকে জানাইয়া আসিলাম যে উহাদের ঋণের জন্য আমি নূতন দরখাস্ত আনিয়া পুনরায় দেখা করিতেছি—উহারা বিপন্ন, উহাদের ঋণ আপনি আজই দিতেছেন আমি দেখিতে চাই। জনসাধারণের সেবা এবং কাজের ব্যবস্থা করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়া সদর মহকুমা হাকিমের দায়িত্বপূর্ণ পদে যিনি বসিয়া আছেন তিনি পূর্ব্ব হইতে কি মনোভাবে ছিলেন তাহার ধারণা হইলে বুঝিতে সহজ হইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত কলহপরায়ণ মন লইয়া আর্ত্ত ব্যক্তিগুলির কি ভাবে তিনি ক্ষতি করিয়াছেন। সে বিষয়ে দুই এক কথা বলি।

## সুপারিশে কাজ হইবে না

খাস কামরার মধ্যেই যখন আমার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন তিনি আমার পক্ষ হইতে ঋণের অনুরোধ প্রসঙ্গে কথা কাটাকাটির মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, আপনার সুপারিশ করিয়া বেড়ানর কাজ অন্য যে কোনো লোকের কাছে চলিতে পারে—আমার কাছে তাহার কোনো ফল হইবে না! কথাবার্ত্তার মধ্যে বাদ প্রতিবাদে তীব্র কথাবার্ত্তার আদান প্রদান চলিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া একজন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সাধারণ লোকের মত বিদ্বেষ সূচকভাবে দায়িত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে পূর্ব-বিরূপতা এবং পক্ষপাতপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিবেন ইহা তাঁহার পরিচালনা পদের নিতান্তই অনুপযুক্ত। আপনার অন্যায় সুপারিশ আমি শুনিব না—একথা বলিলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি আমার উপর বিরূপ হইয়াছেন সেই হেতু ন্যায্য হোক—আইন সঙ্গত হোক—আমার সুপারিশ তাঁহার হৃদয়ের কাছে অগম্য! একজন হাকিমের পক্ষ হইতে এইভাব যেমন তাঁহার নৈতিক বোধের দিক হইতেও অসমীচীন তেমনি শাসনতন্ত্রের দিক হইতেও বেআইনী। এমন কথা একজন হাকিম কখনই বলিতে পারেন না। তিনি তাঁহার জমিদারীতে বসিয়া নাই। আমাদের কাজের ব্যবস্থা করিতে আমাদের সেবক রূপে তিনি আসীন। আমি যদি ন্যায়সঙ্গত, আইন সঙ্গত বিষয়ে ন্যায্য দাবী পাইবার পক্ষে সুপারিশ করিয়া থাকি—তাহা হইলে সেই বিষয় যেহেতু আমি সুপারিশ করিতেছি সেই হেতু তাহা গ্রাহ্য হইবে না এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া আমার দাবীকে ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করার মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিনি আইনের কাছে দণ্ডনীয় হইয়াছেন। প্রারম্ভেই এই প্রকার যে মনোভাব তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার পরিণতিরূপে নানা অসমীচীন, বিরূপতাপূর্ণ বিবেচনক আচরণ করিয়া তিনি আমার সুপারিশকৃত কাজটিকে কিভাবে না করিয়া আইনের চক্ষে অধিকতর দণ্ডনীয় হইয়াছেন তাহা আমার প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে। আমি আমার বিবরণ প্রদান করিতেছি এবং স্বরাজের অধীনে দায়িত্বের যোগ্যরূপে যাঁহারা কাজ না করিয়া জনগণের জীবন এইভাবে দুর্বিসহ করিতেছেন সেই সব হাকিমদের প্রতি স্বরাজ-বিধান কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাও জনগণ পরীক্ষা করিতে অপেক্ষা করিতেছেন। হাকিমের এই উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলাম—আচ্ছা দেখা যাইবে। আমার সুপারিশ আপনার কাছে কি ভাবে কার্য্যকরী না হয় ইহাই আমি দেখিতে চাই। উত্তরে দম্ভভরে হাকিম বলিয়াছিলেন—আপ যাইয়ে যাঁহা কো কুছ কর সকতে হাঁয় কিজিয়ে। ইহারা জানিয়া বসিয়া আছেন যে আজ উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ইঁহাদেরই অবাধ রাজত্ব; উপর হইতে তাঁহার এই আচরণের জন্য তকমাই আসিবে সুবিচার নহে। ইহা জানিয়াও উত্তরে বলিয়াছিলাম—আচ্ছা দেখিব কি করিতে পারি।' এখন দেখিতে হইবে এই সকল হাকিমদের নগ্ন অনাচারের প্রতিকার ব্যবস্থা স্বরাজ-শাসন-বিধানে এখনো কোথাও কিছু আছে কিনা। ইহাও আমরা জানি যে, এইরূপ হাকিমদলের পালক পোষকের দলই আজ প্রাদেশিক শাসন আসনে বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কাছ হইতে প্রতিকার পাওয়ার আশাও আজ আমাদের শেষ হইয়াছে—কারণ তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিকারের সদিচ্ছা যদি থাকিত তাহা হইলে আজ এই অবাধ অনাচারের আকণ্ঠ পঙ্কিলধারা সমগ্র দেশ পরিব্যাপ্ত করিতে পারিত না। আর আরো উর্দ্ধতর কেন্দ্রের ব্যাপার? আরো উর্দ্ধতর কেন্দ্র এখন নিম্নকে এই অবাধ ব্যবসার অধিকার দিয়াছেন—তাই এই দুর্গতি। তথাপি শাসন পথে প্রতীকারের চেষ্টা আজও করিতে হইবে। এবং তাহার পথ যতই দুর্গম হইবে ততই জনতার অন্তরের প্রতিকার-আকাঙ্ক্ষার ধূমায়িত বহ্নি প্রতিকারের পথকে নূতন রূপ দিতে থাকিবে।

## সত্বর ঋণ দাবীর যৌক্তিকতা

হাকিমকে বলিয়াছিলাম ঐ দুর্গত লোকগুলিকে সেই দিনই ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাকিমের আপত্তি ছিল যে, ঐ লোকগুলির অবস্থা ও জামিন বিষয়ে লোন অফিসার তদন্ত করিয়াছেন—তিনি কি ভাবে কি রিপোর্ট দিয়াছেন—তাহা তিনিই জানেন—তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে এস, ডি, ওকে বলিয়াছিলাম—তাঁহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব আপনার, আপনিই দেখুন কাগজ পত্র। উত্তরে বলেন—কোথায় কি কাগজপত্র আছে? তাহাতে বলিয়াছিলাম—কাগজপত্র দেখুন—আর তাহা না হইলে ইহাদের সম্মিলিত সহি দিয়া কম টাকার দরখাস্ত করিয়া দিতেছি—তাহাতে জামিন লাগে না—আপনি তাহাতে অর্ডার দিয়া আজই টাকা দিন। তিনি উত্তর দেন—তাহা হইতে পারিবে না। আমি বলিয়াছিলাম—পারিবে। ঋণ দিবার বিষয়ে এই ব্যবস্থাসমূহ আছে যে, কেহ ঋণের জন্য দরখাস্ত করিলে ভারপ্রাপ্ত হাকিম তাহার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবেন—তাহার কত জমি আছে—তাহাকে কত ঋণ দেওয়া যাইবে ইত্যাদি। তাহার পর তাহার জমি রেজিষ্ট্রী করিয়া রসিদ লইতে হইবে এবং হাকিমের প্রদত্ত রিপোর্ট ও সুপারিশের উপর ডেপুটী কমিশনার অনুমতিপূর্ণ স্বাক্ষর করিবেন; তাহাতে ঐ ব্যক্তি ঋণ পাইবে। আর যাহারা ৫০৲ টাকার নিচে ঋণ চাহিবে তাহাদের জমি জামিন স্বরূপ রাখিবার প্রয়োজন হইবে না; এক একদল যুক্ত ভাবে ঋণের আবেদন করিবে এবং তাহার বলে ঋণ পাইবে ও তাহা দ্বারা পরস্পর জামিন স্বরূপ থাকিবে। আবেদন করিবার পর হাকিমের যে তদন্ত হয় তাহা ঐ ব্যক্তির দলিলপত্র দেখিয়া ও বিশ্বাসী ব্যক্তির জানি-চিনি দ্বারা সম্পন্ন হয়। পুরুলিয়াতে বসিয়াও এইরূপ বহু তদন্ত হইয়াছে। এবং কাজের সুবিধার জন্য ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে ঋণ দিয়া পরে অনুমতি সংক্রান্ত সই লওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য, কারণ জরুরী অবস্থায় লোকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—ডি, সি যদি কয়েক দিন বাহিরে থাকেন তাহা হইলে ঋণদানের সব কাজ বন্ধ থাকিবে ইহা হইতে পারে না। ইহা অব্যবস্থার নিদর্শন হইবে। পটমদার এ লোকগুলি পূর্বে যুক্ত আবেদন করিয়াছিল। হাকিম তদন্ত করিয়া সুপারিশের মন্তব্য লিখিয়া দেন এবং তাহাদিগকে অপর একদিন

বরাবাজারে ঋণ লইতে হাজির হইতে বলেন। উহারা ঋণ লইবার জন্য হাজির হয় কিন্তু হাকিম যান নাই। উহারা এইভাবে নিগৃহীত হইয়া ও পরে আধিক কষ্টে নিপীড়িত হইয়া কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পুরুলিয়া আসিয়া মুক্তি প্রেসে অনাহারে ২৮টি লোক অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; এবং তাহাদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে থাকিয়া সত্বর ঋণ দিয়া ঘরে পাঠাইার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু হাকিমের নানা আপত্তি! বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে হাকিমকে বলিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বের দরখাস্ত ও লোন অফিসারের মন্তব্যসহ রেকর্ডপত্র যদি পাইতে অসুবিধা হয় আমি নুতন করিয়া উহাদের যুক্ত দরখাস্ত দিতেছি—আপনি উহাদের আজই ঋণ দিবার ব্যবস্থা করুন। নতুবা উহারা কষ্ট পাইতেছে এবং আমাদের খরচপত্র করিতে হইতেছে। অর্থাৎ নুতন করিয়া এখানে জানিচিনির কাজ সারিয়া ভি, সির অনুমোদন সাপেক্ষে উনি আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকগুলিকে ঋণ দিয়া উহাদের সাহায্য করুন এবং যে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবে আজ দুর্ভিক্ষের দিনে সহায়তার কাজ করা উচিত তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হউন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে রাজী নন। তাহার বিপরীত যে মনোভাব আবহাওয়া তিনি সৃষ্টি করিলেন তাহার মধ্যে আমি তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঐ লোকগুলির যুক্ত আবেদন লইতে গেলাম।

## আবার খাস কামরার দ্বারপ্রান্তে

পটমদার বামনী গ্রামের ২৮ জনের যুক্ত আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহাদের সহি, টিপ সহি লইয়া আধ ঘণ্টা পরে পুনরায় হাকিমের খাস কামরার দ্বারে হাজির হইলাম। হাকিম কামরার ভিতরে ছিলেন। বাহিরে আর্দ্দালী ছিল। তাহাকে বলিলাম--আমার কথা গিয়া সাহেবকে বলুন যে সেই ব্যক্তি আবার দেখা করিতে চান। আর্দ্দালী সাহেবের কাছ হইতে উত্তর লইয়া আসিয়া বলিলেন—সাহেব বলিতেছেন আজ দেখা হইবে না। আমি আর সাহেব তখন একটি পর্দ্দার ব্যবধানের মধ্যে মাত্র। আমি আর্দ্দালীকে দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলিলাম, সাহেবকে বলুন আমার সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। আর্দ্দালী আবার ভিতরে গেলেন; ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আচ্ছা কিছুক্ষণ পরে দেখা করিবেন। আমি বাহিরে পায়চারী করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সাহেব কামরা হইতে বাহির হইয়া এজলাসে বসিলেন। এজলাসে মোকদ্দমা ধরা হইবে—এজলাসে বহু লোক জন রহিয়াছেন—উকিল মোক্তারেরাও রহিয়াছেন। আমি এজলাসে পুনরায় আর্দ্দালীকে পাঠাইলাম যে, আমি দেখা করিতে চাই।

## সাহেবের এজলাসে

সাহেব এজলাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি সাহেবকে ঐ লোকগুলির যুক্ত আবেদন দিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি ঐ লোকগুলির জন্য নূতন আবেদন লইয়া আসিয়াছি। আজ উহাদের ঋণ দিবার ব্যবস্থা করুন। হাকিম তাহা লইয়া তাহা না পড়িয়া উহাতে কি লিখিয়া সহী করিয়া গম্ভীরভাবে আর্দ্দালীকে অন্যত্র লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আমি আপত্তি করিয়া আবেদন পত্রের মর্ম্ম তাঁহাকে জানিয়া লইতে বলিলাম। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আর্দ্দালীকে পুনরায় হুকুম দিলেন—লেযাও ফলানা দপ্তরমে। আমি তখন হাকিমকে বলিলাম—আপনার এজলাসের এতগুলি লোক সাক্ষী থাকিতেছেন যে, আপনি কোনো কিছু না পড়িয়াই আবেদন পত্র রাখিয়া দিতেছেন। ইহা আপনার উচিত হইতেছে না—এতগুলি সাক্ষী রহিলেন। ইহা বলিতেই সাহেব ব্যস্ত হইয়া আর্দ্দালীকে বলিলেন—লে আও লে আও কাগজ লে আও। বলিলেন—বাংলা জানি না তাই পড়িতে পারি নাই। উত্তরে বলিলাম—আপনি না পড়িতে পারেন—আমি এখানে আছি আমার কাছ হইতে বুঝিয়া লউন কি লেখা হইয়াছে। বলিয়া কাগজটি লইয়া তাঁহাকে চিঠির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলাম যে উহারা সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিতে হায়রাণ হইয়া ঋণ না পাইয়া আজ পুনরায় ঋণ চাহিতেছে এবং আজই না পাইলে উহাদের ক্ষতি এবং হায়রাণী হইবে সুতরাং এ বিষয়ে আপনি আজই ব্যবস্থা করিবেন ইহাই অনুরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিয়া হাকিম বলিলেন—আমি যাহা লিখিয়া দিয়াছি তাহাই থাকিবে—বলিয়া কাগজটি পুনরায় আর্দ্দালীকে দিয়া পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। বলিলাম আপনি কি লিখিয়াছেন। উত্তর দিলেন—আমাকে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড দিবার জন্য নির্দ্দেশ



দিলাম। আমি বলিলাম--লোন অফিসারের লিখিত কাগজপত্র যদি অফিসে না থাকে তবে আজ উহারা ঋণ পাইবে না। উহারা একবার ব্যবস্থার দোষে কষ্ট পাইয়াছে—আজ না দিলে কষ্ট পাইবে। সেজন্য উহাদের পক্ষ হইতে নূতন আবেদন পত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর আপনি আপনার যাহা ব্যবস্থা করিবার করিয়া আজ ঋণ দিয়া দিন। উত্তরে হাকিম বলিলেন—রেকর্ড না দেখিয়া কিছু করা চলে না। আমাকে রেকর্ড দেখিতে হইবে। উত্তরে বলিলাম—যুক্ত আবেদন পত্র নূতনভাবে হইয়াছে—ইহার উপর আপনার যাহা জানিবার এখানে জানিয়া ঋণ দিয়া দিন। এ ভাবে বহু লোককে ঋণ দেওয়া হইয়াছে আমি জানি। এ ভাবে আমরাই বহু লোককে ঋণ দেওয়ানর ব্যবস্থা করিয়াছি। হাকিম বলিলেন—ও ভাবে দেওয়া চলে না। যে করিয়াছে সে করিয়াছে—আমি করিতে পারিব না। উত্তরে বলিলাম যে, বিপন্নদিগকে সহানুভূতির সঙ্গে ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। উহারা বিপন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছে ও অসুবিধায় এখানে দিন কাটাইতেছে। আপনি তাহাদের ঋণ দেওয়া বিষয়ে যদি এই ভাবে ব্যবহার করেন তবে এই ব্যবহারের দায়িত্ব আপনার হইবে। উত্তরে হাকিম পরিহাস করিয়া বলিলেন তাহা হইলে আমার কি হইবে—ফাঁসি? উত্তরে বলিলাম—যাহা হইবে দেখা যাইবে। এখন আপনি বলুন এদের ঋণ বিষয়ে কি করিবেন—আজ ঋণের ব্যবস্থা আপনি করিতেছেন কিনা।.. বলিলেন—রেকর্ড দেখিয়া তবে যাহা হয় করিতে পারিব। বলিলাম—রেকর্ড যাহা আছে দেখিতে পারেন কিন্তু আপনি এত সকল আচরণ করিতেছেন আমার কাজের প্রতি ক্ষতিকর মনোভাব লইয়া। এই মাত্র আপনি আমার সহিত দেখা করিতে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহা দ্বারা আমি বুঝিব কি না যে, আপনি প্রতিকূল মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছেন। বলিলেন—উহা কি করিয়া? এই তো আমি আপনার সহিত পুনরায় দেখা করিলাম। বলিলাম—দেখা প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু আমি দৃঢ়তা প্রকাশ করায় অগত্যা আপনাকে দেখা করিতে হইল। বলিলেন—আপনি তো তখন আধ ঘণ্টা কথা বলিলেন—আবার আপনি দেখা করিতে চাহিতেছিলেন যে। বলিলাম—আমার পুনরায় দেখা করার দরকার ঘটিল তাই দেখা করিলাম। বলিলেন—আপনি কতবার দেখা করিবেন? উত্তরে বলিলাম—কাজের জন্য যতবার আপনার সহিত দেখা করার আমার প্রয়োজন ঘটিবে—দেখা করিতে হইবে। যাহাই হউক—আপনি রেকর্ড কি পান দেখুন এবং আজ উহাদের ঋণ দিতে হইবে ইহাই আমি দেখিতে চাই। এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

## রেকর্ড উদ্ধার ও হাকিমের অবাঞ্ছিত আচরণ

ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ড যে দপ্তরে থাকে তথায় হাজির হইয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের সংশ্লিষ্ট রেকর্ড আছে কিনা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনুরোধ করিলাম। হাকিমের সহিত এ বিষয়ে ব্যাপার চলিতেছে তাহা কর্ম্মচারীরা জানিতেন না বলিয়া রেকর্ড খুঁজিতে লাগিলেন। জানিলে সাহেবের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে রেকর্ড খুঁজিয়াই হয়ত পাইতেন না। যাহাই হউক রেকর্ডগুলি পাওয়া গেল। এবং রেকর্ড হাজির করিবার বিষয়ে সাহেবের নির্দ্দেশ থাকায় এবং আমার অনুরোধে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সাহেবের কাছে রেকর্ডগুলি লইয়া গেলেন। আমি এজলাসের বাহিরে পায়চারী করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ কর্ম্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। জানিলাম—কাজে ব্যস্ত থাকায় ঐ গুলি দেখিবার অবসর নাই বলিয়া হাকিম কেরাণীকে ফিরাইয়া দিয়াছেন! এজলাসের সাধারণ কাজকর্ম্মের দায়িত্বের সঙ্গেই ঋণ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার গুরু দায়িত্বও যখন দেওয়া আছে তখন ইহারই মধ্যে আজই পরে অবসর করিয়া হাকিমকে ঐ কাগজ দেখিতে হইবে—ইহাই মনে করিলাম। এবং হাকিম ঐ রেকর্ডগুলির জন্য পুনরায় কর্ম্মচারীকে ডাকাইতেছেন কিনা—তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজই ঋণ দেওয়ার বিষয়ে আমার সহিত এত কথাবার্ত্তার পর সাহেব যখন রেকর্ড চাহিয়াছেন এবং রেকর্ড যখন পাওয়া গিয়াছে তখন দুর্গত জনগণের ঋণ দেওয়ার বিষয়ে গভীর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং দ্বারে অপেক্ষমান নিতান্ত বিপন্ন এতগুলি অনাহার ক্লিষ্ট

ব্যক্তির আর্ত্ত-আবেদনের তাগিদে—খুঁজিয়া পাওয়া রেকর্ডগুলি দেখিবার জন্ম রেকর্ড আনিতে অফিসকে তলব করা বিষয়ে হাকিমের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে মনে করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা গেল, একঘণ্টা গেল, আরো বহুক্ষণ গেল—চারিটা বাজিবার কাছাকাছি হইল। সাহেবের কাছে রেকর্ড হাজির হইবার আশা ত্যাগ করিলাম। বুঝিলাম ইহা সাহেবের ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা ও আচরণ। আমি ও অতগুলি লোক অভুক্ত অবস্থায় বেলা ১০॥ টা। ১১ টা হইতে ধর্ণা দিতেছি—মধ্যাহ্নের আহার্য্যের অবকাশও আমাদের পাওয়া যায় নাই; এতগুলি গ্রামবাসীকে গ্রামে ফিরিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে—এই অবস্থায় হাকিমের দিক হইতে সত্বর ব্যবস্থা করার বা তাঁহার যাহা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাহা জানাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কে কাহার দিক দেখিতেছে—ইঁহারা যে আমাদের স্বরাজের হাকিম! সুতরাং হাকিমের মনোভাব অনুমান করিলাম এবং তাঁহার এজলাস পরিত্যাগের অপেক্ষায় রহিলাম—বাহিরে আসিলে দেখা করিয়া যাইব। আরো কিছুক্ষণ পরে হাকিম এজলাস ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আমি পায়চারী করিতেছি। তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া চোখ ঘুরাইয়া লইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। জনগণের কাজ বিষয়ে কোনোরূপ দায়িত্ব বোধ যদি থকিত তাহা হইলে তিনি যাইবার সময় আমার কাজ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য তিনি আমায় জানাইয়া যাইতেন—কারণ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি দৃঢ় কণ্ঠে তাঁহার প্রতি বলিলাম—থামুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে—এধারে আসুন। থামিয়া কাছে আসিলেন—কেয়া কহতেঁ হ্যায়? পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—রেকর্ড পাইয়াও আজ দেখিলেন না কেন? তাড়াতাড়ি—কৈফিয়ত প্রদানের সুরে বলিতে লাগিলেন—আমি এজলাসের কাজের মধ্যে ছিলাম—সময় পাই নাই তো কি করিয়া দেখিব? এখন আমি জরুরী কাজে যাইতেছি—এই দেখুন ঘড়ি; চারিটা বাজিয়াছে—আমার মিটিং আছে—আমি সময় পাই নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিলাম—ক্ষতিকর মনোভাবে প্রতিকূলতা করিয়া এখন অজুহাতগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উত্তরে পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—আমি ওসব বিশ্বাস করিতেছি না। আপনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ইহা করিয়াছেন; ইহাদের আজ ক্ষণ দিলেন না। বলিলেন—না সময় পাই নাই। বলিলাম—ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভাবে আচরণ করার দায়িত্ব আপনার ঘটিয়াছে। বলিলেন—বেশ, যাহা পারেন করুন। উত্তর দিলাম—আচ্ছা। হাকিম চলিয়া গেলেন। সারাদিন ধরিয়া উৎসুকভাবে আশার সহিত যে দলটি আমার কার্য্য কলাপ দেখিতেছিল সেই আশাহত ক্লান্ত বিপন্নদিগের দলকে লইয়া আমি ফিরিলাম। আমাদের সকলের মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা অনুভব করিলাম—এই আমাদের স্বরাজের হাকিম।

আমাদের বর্ত্তমান জীবনে স্বরাজের হাকিমদের যে সকল কার্য্যধারা ও আচরণ প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইয়া জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছে—ইহা সেই সকলগুলিরই একটি নমুনা মাত্র। নূতন স্বরাজ জীবনের গঠন লক্ষ্য লইয়া যে গভীর দায়িত্ব বোধে হাকিমের আসন অধিকার করা দরকার, আজ ইঁহাদের মধ্যে আমরা সে লোক দেখিতেছি না। হাকিমদের কাছ হইতে সেই দায়িত্ব দাবী করিবারও আজ কেহ নাই—না শাসন বিভাগ—না জনগণ। দাবী করিবার কেহ থাকিলে—উচ্ছৃঙ্খলতা এতটা নগ্নভাবে দেখা দিত না; সেই দৃষ্টিতে কাজ চলিলে বহু লোককে আসন ত্যাগ করিতেও হইত। জনগণের সেবকের যে রূপে—তাহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-আস্থাভাজনের যে রূপে স্বরাজের হাকিমের পরিকল্পনা আমরা করিয়াছিলাম আজ সে আশা ভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি আজ জনগণের দিক হইতে সে দাবী চাই—এবং ভারতের বর্ত্তমান শাসন বিভাগ শাসনের অধিকারের যোগ্য হইতে চাহিলে তাহাকেও সেই দাবী পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা শাসনের অধিকারের দাবীও তাহার শেষ হইয়া আসিবে। মানভূমে স্বরাজ শাসনের নামে আমলাতান্ত্রিক যে অবাধ স্বৈরাচার চলিয়াছে—আজ তাহার জবাবদিহি করিবার কেহ আছে কিনা তাহারই আমরা সন্ধান করিব। তাহার পর? তাহার পর ভবিষ্য পথ নির্দ্দেশ করিবে।

আর এক কথা। মুক্তির লেখা বিষয়ে হাকিমের উষ্মা ঘনীভূত হইয়া আছে। পুনরায় মুক্তির পৃষ্ঠাতে হাকিমের নবতর পরিচয়ের তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। মুক্তির বিষয়ে হাকিমের উষ্মা থাকিলেই চলিবে না। যাহা লেখা হইতেছে তাহার কোন বর্ণ সত্য নহে ইহা দেখাইয়া দিবার দায়িত্ব প্রতিবাদকারীর আছে। তাহা করিবার পক্ষে সাহস, তথ্য বা কোনো যুক্তি প্রমাণ আছে কি? যদি থাকে তাহা লইয়া অগ্রসর হইতে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।



---

# স্থানীয় সংবাদ

**বান্দোয়ানে ঘুষের এক বিশেষ অভিযোগ**—ভাদ্রমাসের শেষ দিকে বান্দোয়ানের এক সিপাহী বান্দোয়ান থানার হলুদবনী গ্রামের এক শবর পল্লীর সমস্ত শবরদিগকে মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগে ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকে। শেষে তাহাদের কাছে ৬০৲ টাকা দাবী করে। নিতান্ত দরিদ্র শবরেরা অক্ষমতা জানায়। কিন্তু তাহাদিগকে ঋণ লইয়া ঘুষ দিতে বলে। উহারা সিপাহী সহ ঘুরিয়া অন্যান্য গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সিপাহীকে দিয়া রেহাই পায়। পরে কর্ম্মীদের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানায়। যে সব গ্রামবাসী ঋণ দেয় ও যাহারা ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক দেখিয়াছিল তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। শবরদের পক্ষ হইতে বিহারের প্রধান মন্ত্রী ও জেলার পুলিস সুপরিনটেনডেণ্টকে অভিযোগ জানান হয়। এ পর্য্যন্ত কোনো তদন্ত বা প্রতীকার হইয়াছে জানা যায় নাই।

**বলরামপুর সংবাদ**—কানা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্য বংশীধর রজক ও পুলিসের একজন কর্ম্মচারী মতিলাল মাঝির বিশেষ চেষ্টার ফলে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সাগর রজক ও ওই মতাবলম্বী শ্রীপতি রজক বলরামপুর থানার অতেবেলা গ্রামে সাগর রজকের শ্বশুর বাড়ীতে ধরা পড়িয়াছে। মিলিটারী পুলিস ভোরে গ্রামটী ঘেরিয়া রাখে ও তাহারা সকালে ধরা পড়ে। পুলিসের সঙ্গে কানা পঞ্চায়েতের গঙ্গাধর রজকও গিয়াছিল।

**মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন**—পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বচন আগমি ১লা মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এ সম্পর্কে মনোনয় পত্র আগামি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই দাখিল করিতে হইবে। নির্ব্বচন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

**গ্রামবাসীর বদান্যতা**—রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত জুরা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাউল মাঝি গত দুর্গা পূজার সময় অতি অ  মূল্যে ১৬মণ চাউল গ্রামবাসীগণকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেককে ৫ সের করিয়া ধান এবং দেড়সের করিয়া গুড় দান করিয়াছেন। উক্ত গ্রামের গোবিন্দ মাঝি দরিদ্র জনসাধারণের প্রত্যেককে একসের করিয়া চিঁড়া দান করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

**শোচনীয় মৃত্যু**—বি, এন, রেলওয়ের বাঁকুড়া রোডস্থিত গেটের নিকট জনৈক ব্যক্তি গত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার, ছোট লাইনের শানটিং গাড়ীর নীচে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মৃতব্যক্তি উক্ত গেটের গেটম্যানের ভাই। সে সকাল বেলায় ছোট লাইনের নিকট দাড়াইয়া বড় লাইনের একটি গাড়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সেই সময় ছোট লাইনে শানটিং চলিতেছিল। বড়লাইনের গাড়ী কাছে আসিয়া পড়ায় সে পিছু হটিতে থাকে এবং সিগন্যালের তারে পা জড়াইয়া ছোটলাইনের উপর চলন্ত মালগাড়ীর নীচে পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দেহটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়।

**অমানুষিক ভোজন**—বলরামপুরের জনৈক শ্রীগোউর মাঝি দোকানদারের সহিত বাজী রাখিয়া গত ১৮।১১।৫০ তারিখে দুই মিনিটের মধ্যে ৬৪টি অতি-গরম রসগোল্লা (ওজন ✓৩॥০ সের) ভক্ষণ করিয়া সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছেন।

---

# চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)।

## নিয়ন্ত্রণের নামে অত্যাচার

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আমরা বহুদিন যাবৎ কাপড়ের কন্ট্রোলের কথা শুনিয়া আসিতেছি, হয়তো কন্ট্রোল দরে কাপড়ও পাইব এইরূপ আশাও হইয়াছিল। কিন্তু আসলে সে আশা আজ পর্য্যন্ত সফল হইল না। দোকানদার কাপড় নাই তো বলিয়াই আছেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার কাছে যে সব কাপড় আছে তাহা সব না থাকারই মত। আমরা গরীব গ্রামবাসী অত সৌখীন কাপড় পরিলে আমাদের চলে না, তাছাড়া অত অর্থও নাই। কিন্তু কাপড় পরিতেই হইবে সুতরাং খুব চড়া দরেই বলুন আর ব্লেক মার্কেটেই বলুন হাট হইতেই আমাদের কাপড় কিনিতে হয়। আগে জানিতাম পুলিশই সব রকম অপরাধীকে ধরে কিন্তু এই সব অপরাধের কোন কিনারা হয় না। অপরাধীর দোকানে বসিয়াই কনেষ্টবল বিড়ির বদলে সিগারেট ফুঁকে, কোন কোন ক্ষেত্রে দারোগাবাবুকেও দেখা যায়। ভাবিলাম ইহাদের এসব ব্যাপারে হয়তো হাত নাই। তারপর দেখিলাম রুপ ইনসপেক্টার মহাশয়ের সম্মুখেও ব্লেকের কারবার চলিতেছে, তবে ইহা বন্ধ হইবার উপায় কি? আমাদের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এক সময় তেজের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমার হাতে যদি শাসন ক্ষমতা আসে তো চোরাকারবারীদের ফাঁসি দেওয়া হইবে।" কিন্তু এখন ফাঁসি না হোক এই সব দুষ্কৃতকারীদের সাজা দিয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার ক্ষমতাও তো জিলা কর্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে লইতে পারেন।

শ্রীবাবুরাম মাহাত, সাং মামড়ো।

---

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আমার নিম্নলিখিত বিবৃতিটিকে আপনার মুক্তি পত্রিকায় একটু স্থান দিলে গোপালপুর গ্রামের গরীব অধিবাসীগণ সহ আমি উপকৃত ও কৃতার্থ হইব।

বর্ত্তমানে জেলা সরকার খাদ্যশস্য বাড়ানর অভিপ্রায়ে নির্ব্বিচারে সর্ব্বতোভাবে জলসেচনের পক্ষপাতী দেখিয়া, পুঞ্চা থানার অন্তর্গত গোপালপুর মৌজার জমিদারগণ এক অভিনব উপায় উদ্ভাবনে মৌজার গরীব প্রজাবৃন্দকে উদ্বাস্তু করিবার সংকল্প করিয়াছেন। চাষ করার অছিলায় সমস্ত জল নিঃশেষে বাহির করিয়া লইবার প্রতিশ্রুতিতে বাছিয়া বাছিয়া পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার ধনী ও দুর্দ্দান্ত লোকদিগকে গোপালপুর মৌজাস্থিত পুকুরগুলির স্বল্প স্বল্প অংশ বন্দোবস্ত মূলে হস্তান্তর করিয়া দিতেছেন। মৌজার গরীব প্রজাগণ তাহাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে এই অভিযানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পন্থাই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। পুলিসের কাছে বা আদালতে সহানুভূতি নাই বরং শাসানি। এই অবাধ জলসেচনের সুযোগে মৌজার চাষমাত্র অবলম্বন গরীব চাষীগণকে উদ্বাস্তু করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য—তাহা আইন, আদালত বা পুলিশ কেহই আজ বুঝিতে পারিতেছে না।

থানার মধ্যে চাষী প্রধান গোপালপুরে আজ চাষের কোন উৎসাহ নাই, একমুষ্টি গম বপন হয় নাই, এক সের আলু পোঁতা হয় নাই, অতি অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ রোপিত হইয়াছে মাত্র, সেই সকল শস্য ক্ষেত্রেও পরিপাটি কর্ম্ম করা হয় নাই। ম্লানমুখে বা হতাশে কালাতিপাত হইতেছে মাত্র।

লাগাপুকুর নামক পুষ্করিণী গোপালপুরের পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত এবং এই লাগাপুকুরের পশ্চিমেই আগয়া মৌজা। উক্ত মৌজার সরিকী মালিক শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ মিত্র। জমিতে পেঁয়াজ কপি ইত্যাদি রোপণের অছিলায় ২২শে কার্ত্তিক রাত্রে তাঁহার লোকজন উক্ত পুষ্করিণী হইতে জলসেচন আরম্ভ করে এবং গোপালপুর গ্রামের প্রজারা তাহা জানিতে পারিয়া রাত্রেই ঐ জলসেচন বন্ধ করিয়া দেয়। পরে শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ মিত্র কালীপূজার সময় বাড়ী আসিয়া যোগ আন। প্রজাসঙ্ঘকে নোটিশ দ্বারা তাঁহার জলসেচন কর্ম্মে বাধাদান হইতে বিরত থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়া ২৬শে কার্ত্তিক প্রাতঃকাল হইতে জোড়া টোবকায় জলসেচন কার্য্য জমকালভাবে চালাইতে থাকেন। গোপালপুরের প্রজাসঙ্ঘ কোন প্রকারে উহা বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ফলে পুলিস কেসে নিপতিত হইয়া নিরতিশয় নির্য্যাতিত হইতেছে বলিয়া প্রজাসঙ্ঘ আজ মুক্তির শরণাপন্ন হইল। ইতি

গোপালপুর, গোপালপুর প্রজাসঙ্ঘ পক্ষে
২রা অগ্রহায়ণ, বিনীত—শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
১৩৫৭ সাল।

---



# চাসের চিনি-বিভ্রাট

( অরুণচন্দ্র ঘোষ )

চালের ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া দেখিতেছি নিয়ন্ত্রিত বস্তুর সবগুলিতেই বিবিধ বিভ্রাট চলিতেছে। চিনি তাহার মধ্যে একটি। এ বিষয়ে ব্যাপক বহু অভিযোগের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ চাসের ঘটনাটি দিতেছি। চাস বাজার ও আশপাশের দুই তিনটি টোলার জন্য চাসে নিযুক্ত ডিলারের কাছে প্রতি মাসে ৬০ মণ চিনি দেওয়া হয়। চিনির বহু অংশ লোকে না পাইয়া চোরাকারবারে যায়—এই অভিযোগ লোকে বরাবর করিয়া যাইতেন। সম্প্রতি চাসে খাদ্য কমিটির উদ্যোগে এ বিষয়ে প্রতি ঘরে ঘরে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপক তদন্ত করিয়া তথ্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোঝা গেল —৬০ মণের মধ্যে প্রতিমাসে ২০ মণ করিয়া চিনিই নির্দ্ধারিত ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না, অন্য ব্যবস্থায় যায়। আরেকটি বিশেষ অভিযোগের কথা এই যে, চাসের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বে ১৫।১৬ মণ করিয়া চিনি পাইতেন। বর্ত্তমানে বহুদিন যাবত তাঁহাদের জন্য চিনির বরাদ্দ একেবারেই নাই। অথচ কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে, বড় বড় হাকিমেরা চাসে উপস্থিত হইয়া ঐ মিষ্টান্নকারীদের প্রস্তুত সন্দেশাদি বিনা দ্বিধায় ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তথ্য আমাদের কাছে আছে। চিনির বরাদ্দ না দিলে ব্যবসায়ীদের কি ভাবে চিনি সংগ্রহ করিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হয়—সকলেই জানে। এই মিষ্টান্নের প্রসাদ যাঁহারা পান তাঁহারাও কি চোরাকারবারে পড়েন না? চাসে চিনির ব্যবস্থা করিবার জন্য যে সকল সুপারভাইজার নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে জন তিন এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কাজ করেন। চিনি বিভ্রাটের দায়িত্বের অংশও তাঁহাদের। তাহা ছাড়া ডিলার ও তাঁহাদের কাজে জনসাধারণ সন্তুষ্ট নহেন এবং জনগণের সমর্থনও নাই। আজকাল ব্যাপার হইয়াছে এই যে, জনগণের কর্ত্তৃপক্ষেরা লোক নির্ব্বাচনের সময় নির্বাচিত লোকদের পক্ষে জন সমর্থন আছে কিনা সে বিষয়ে কোনরূপ চিন্তাই করেন না।

চাসের চিনি বিভ্রাট ব্যাপারটি দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য। চাসের জনসাধারণ সম্মিলিত ভাবে ডিলার ও সুপারভাইজার পরিবর্ত্তনের জন্য দাবী জানাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীগণও তাহাদের নিজস্ব বরাদ্দ পাইবার জন্য স্বতন্ত্র দাবী জানাইতেছেন। চাসে জনসমর্থনের দ্বারা সাম্প্রতিক গঠিত খাদ্য কমিটীর উপর জনগণের আস্থা থাকায় জনসাধারণ চিনির ব্যাপার খাদ্য কমিটীর তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং তাহাতে জনস্বার্থের রক্ষা হইবে বলিয়া জনসাধারণ দাবী করেন। চিনির ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃপক্ষগণ জনস্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে তেমন ব্যবস্থা করিবেন কি?

---

# মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য—৬৲ (সডাক)
ষান্মাসিক —৩।০ ,,

মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃতে লইলে ।৵০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হয় না।

৪। নমুনা কপির জন্য ৵১০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৬। গ্রাহকগণ পত্রাদি বা অর্থাদি পাঠাইবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

ম্যানেজার "মুক্তি" পোঃ পুরুলিয়া।

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার উত্তরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক না জানাইলে নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

## Office of the Chairman, Sadar Local Board.

### TENDERS

Are hereby invited for the supply of the articles noted below required for prizes to girls and aboriginal pupils for the year 1950-51. Tenderers are requested to exhibit samples of articles with their quotation of rates for approval and supply according to specification. Tenders will be accepted upto the 1st December, 1950 and supply must be made within 15 days from the date of order.

Definite rates for each and every item of articles should invariably be quoted

S. N. Ojha
Vice-Chairman
Sadar Local Board.

(1) Slates.
(2) Slate pencil.
(3) Exercise books according to the design made by the L B.
(4) Relief Nib.
(5) Pen holder.
(6) Croachet ball.
(7) Croachet Needle.
(8) Lead Pencil.
(9) Inkpot.
(10) Instrument box.
(11) Ink Tablet.
(12) Wool.
(13) Wool needle.
(14) Red tape.


ধানবাদের প্রসিদ্ধ সরিষার তৈল

## শ্রীদুর্গা মার্কা

### ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত (আগ মার্কা)

(আর্জিমন অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা বর্জ্জিত)

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ লিঃ, ধানবাদ
ডিপো ঃ—নামোপাড়া, পুরুলিয়া।


### গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যায় মুক্তির একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। ১ম সংখ্যা হইতে যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক চাঁদা ৬৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক চাঁদা ৩।০ আনা অগ্রিম পাঠাইয়া তাঁহাদের নাম গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা কৃপাপূর্বক সপ্তাহকাল মধ্যে আপন সিদ্ধান্ত জানাইবেন অন্যথায় দশদিনের মধ্যে অফিসে চাঁদা না পৌছিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইব। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া অনর্থক আমাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

ম্যানেজার মুক্তি
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।